প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০১
জুন ১৯৯৪

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

বা.এ. ৩০৭৭

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১০০০

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা - ১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
দুইশত পঁচিশ টাকা

ITIBRITTA : [The Histories of Herodotus]. Translated from the English version of Aubrey De Selincourt, edited by E.V. Riew, into Bengali by Shahed Ali. Published by Shubrata Bikash Barua, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, June 1994. Price Tk. 225·00 Only.

ISBN 984-07-3086-X

উৎসর্গ

ইতিহাসের একান্ত অনুরাগী ছাত্র,
আমার সন্তানাধিক, মোহাম্মদ আব্দুল গণির
স্মৃতির উদ্দেশ্যে — সে ছিল বাংলাদেশ সরকারের
একজন যুগ্ম-সচিব, সততা ও দক্ষতার বিরল এক দৃষ্টান্ত;
সে অকালে জান্নাতবাসী হয়েছে — বেঁচে থাকলে
আমার এ অনুবাদ কর্মের জন্য সে হতো সর্বাধিক
আনন্দিত ও গর্বিত

— মামা

বাংলা অনুবাদকের কথা

ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস। তাঁর অমর গ্রন্থ 'দি হিস্টোরিজ' মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম লিখিত ইতিহাস। হয়রত ঈসা (আঃ)–এর জন্মেরও প্রায় চারশো বছর আগে, ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন হিরোডোটাস। তিনি এ সফরে যে সব দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, তাদেরই সামাজিক বৈচিত্র্য, রীতিনীতি, সংস্কার, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, ধর্মবোধ, যুদ্ধ–বিগ্রহ, সাফল্য–ব্যর্থতার বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ইতিবৃত্তে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছরের পূর্বেকার বিশ্ব আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মানুষের বিচিত্র কোলাহল কলরব নিয়ে এই ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠাগুলিতে। গ্রীকভাষায় রচিত এই ক্লাসিকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন আউব্রে দ্য সেলিনকোর্ট। ভূমিকার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের শুরুতেই সংযোজিত হয়েছে। আমি তাঁরই ইংরেজি অনুবাদকে ভাষান্তরিত করেছি বাংলাভাষায়। স্বরচিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে হিরোডোটাসের পরিচিতি ও তাঁর ইতিবৃত্তের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। হিরোডোটাসের মূলগ্রন্থ শুরু হবার আগেই সে প্রবন্ধটি আমি এতে সংযোজিত করেছি — পাঠকদের সুবিধার্থে।

'দি হিস্টোরিজ'–এর অনুবাদের সঙ্গে আমার নিজের আনন্দ, ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা কাজ করেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। হিরোডোটাস তাঁর ইতিবৃত্তে যে সব কেসসা–কাহিনী, জনশ্রুতি, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রীতিনীতি–সংস্কার, ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন সে সবের আকর্ষণ অপরিসীম। এর মধ্যে, কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে এমন অনেক উক্তি, সিদ্ধান্ত এবং অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যাতে রয়েছে জীবনের গভীরতম সত্যের স্পর্শ। এ বই পাঠে, আমার এ আনন্দের সঙ্গে বাংলাভাষাভাষী সকল পাঠকপাঠিকা শরিক হবেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই, আমি এ বৃহৎ ও মহৎ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদে হাত দিই। অনুবাদ করতে লেগেছে দীর্ঘদিন। প্রথম একশ' পৃষ্ঠার অনুবাদের পর, কয়েক বছর কাজটি বন্ধই ছিলো বলা যায়। কিছু পৃষ্ঠা বাদ দিলে, প্রায় গোটা পুস্তকটির তর্জমাই আমি করেছি মুখেমুখে। যখনি যাকে হাতের কাছে পেয়েছি তাকেই বসিয়ে দিয়েছি কাগজ কলম নিয়ে। এদের মধ্যে আমার বড়ছেলে আহমদ আব্দুল্লাহ (রুমী) ও মেজছেলে আহমদ রুহুল্লাহ (রুহী), বড়মেয়ে দীলরুবা জিনাত আরা ও মেজমেয়ে বিলকিস ফেরদৌস আরা, ভ্রাতুষ্পুত্র রানা বখতিয়ার মাহমুদ, ভাগনে

শহীদুল্লাহ আখন্দও আমাকে প্রচুর সময় দিয়েছে ডিক্টেশন নেয়া ও কপি করার জন্য। কল্যানীয় নাজমুল কালাম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আজীজুল ইসলামও আমার বহু ডিক্টেশন নিয়েছে। সবচাইতে বেশি সময় দিয়েছে কবি মসউদুস শহীদ। এক পর্যায়ে সে মাসের পর মাস রোজ আমার ডিক্টেশন নিয়েছে পরম ধৈর্যের সাথে। তার হাতের লেখা খুবই সুন্দর হওয়াতে ডিক্টেশন দেয়ার পরপরই আমি চোখ বুলিয়ে তা দেখতে পেয়েছি কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা। বলা যায়, এরা সবাই এ অনুবাদে আমার শরিক ছিলো। এটিই তাদের জন্য বড়ো পুরস্কার বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের বিব্রত করতে চাই না। অনুবাদটি সমাপ্ত হয় ১৯৮৫ ইংরেজির ৫ই মার্চ রাত ৯টা ২৬ মিনিটে।

মানুষের কোনো কাজেই পারফেক্‌শন নেই। অনুবাদে বিশেষ ক'রে বিপুল সংখ্যক গ্রীক, মিশরীয়, পারস্য নামের কোনো কোনোটির প্রতিবর্ণায়নে ভুল হতে পারে। এ বিষয়ে কারো কোনো পরামর্শ থাকলে, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সানন্দে গৃহীত হবে। পরিশেষে, বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগ না নিলে এ পাণ্ডুলিপির ভাগ্যে কি ঘটতো জানি না। তাঁর পূর্বে, সাবেক দুজন মহাপরিচালক মরহুম ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও ডক্টর মাহমুদ শাহ্ কোরেশী এবং বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের জনাব বশীর আলহেলাল ও কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা আন্তরিক চেষ্টা করেও প্রকাশনার জট খুলতে পারেন নি। তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। এ ক্লাসিকটির অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি মনে করি।

শাহেদ আলী

ইংরেজি অনুবাদকের ভূমিকা

হিরোডোটাসের জীবন সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানা যায়। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, ক্যারিয়ার ডরীয়ান শহর হ্যালিকার্নাসাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন খ্রীস্টপূর্ব ৪৯০ ও ৪৮০ সনের মধ্যে। তিনি তাঁর যৌবনের প্রথম দিকের কয়েকটি বছর তখনকার দিনে পরিচিত জগতের বৃহত্তরো অংশ সফর করে বেড়ান। এ সময় তিনি দক্ষিণে আসোয়ান পর্যন্ত মিশরদেশ, এবং মেসোপটেমিয়া, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ রাশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর সীমান্ত এলাকা সফর করেন এবং জীবনের শেষভাগে অবসর যাপন করেন ইতালীর থুরীঈ নামক স্থানে। এখানেই তিনি তাঁর ইতিহাসকে পরিবর্ধন করেন এবং তার সংশোধনও করেন। এথেন্সকে তিনি জানতেন ভালো করে, খুব শ্রদ্ধাও করতেন এবং এতে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম যে, হিরোডোটাস এখানেই তাঁর ইতিহাসের কয়েকটি অংশ সর্বসাধারণকে পড়ে শোনান, এবং পড়ে শুনিয়েছিলেন মূল গ্রীক ভূখণ্ডের আরো কয়েকটি প্রধান প্রধান শহরে।

কিন্তু এই তুচ্ছ স্বল্প কয়েকটি তথ্য ছাড়া আর কিছু জানা না গেলেও, হিরোডোটাস, প্রাচীন আর যে কোনো গ্রীক লেখকের চাইতে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের নিকট অনেক বেশি পরিচিত। প্লেটো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক গদ্যশিল্পী। কিন্তু প্লেটোর রচনা পড়লে, আমরা কেবল তাঁর মন এবং মানসিকতার সাথেই পরিচিত হই। আর আমরা যখন হিরোডোটাসের রচনা পড়ি, তখন যেন আমরা তাঁর পাশে পাশে পথ চলি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি, লক্ষ্য করি তাঁর চেহারার পরিবর্তন — গাম্ভীর্য থেকে হাস্যোচ্ছলতায়, বিস্ময়, ভীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও প্রশংসা থেকে অবিশ্বাসে, কিংবা কৌতূহলে। এতে আমরা পাই মানুষ হিরোডোটাসকে, ঠিক যেভাবে তিনি জীবন যাপন করেছেন মানুষের মধ্যে, যিনি লক্ষ্য করছেন তাদের অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিস্ময়করতাকে, অতৃপ্ত উৎসাহের সাথে, এবং কখনো কখনো যে তিনি তাদের অদ্ভুত চালচলন ও মিছে বলার সাময়িক প্রবৃত্তিতে ভুরুকপাল তুলছেন না, তাও নয়। হিরোডোটাসের গদ্য রচনা ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আয়না বিশেষ।

ইংরেজি কাব্য তার পূর্ণরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে চসারের কবিতায়। কিন্তু চসারের চমৎকারিত্ব হিরোডোটাসের চমৎকারিত্বের কাছে হার মানে। ইংরেজ কবি ছিলেন ইউরোপীয় কাব্যের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারী, কিন্তু গদ্য লেখক হিরোডোটাসের কোনো পূর্বসূরি ছিলেন না। তাঁর ইতিহাস ছিলো একটি অভিনব জিনিস। তিনি হচ্ছেন

প্রথম গ্রীক, প্রথম ইউরোপীয়, গদ্যকে যিনি ব্যবহার করেছেন একটি শিল্পকর্মের মাধ্যম রূপে। এই নতুন মাধ্যমের উপর তাঁর দখল তাঁর প্রতিভার একটি মানদণ্ড।

ইতিহাসটির পরিকল্পনা জমকালো অথচ সহজ। প্রথম অনুচ্ছেদেই হিরোডোটাস তা ঘোষণা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে ঃ যে সব ঘটনার ফলে পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের সংঘর্ষ বাঁধে সেগুলি অনুসরণ করা; এর সঙ্গে থাকবে, সেই স্মরণীয় সংগ্রামের পুরোপুরি বিবরণ, এবং কাহিনীটির কাঠামোর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে, একটি সর্বজনীন কাহিনীতে যা কিছু স্মরণীয় সে সব; অথবা, অন্য কথায়, তিনি গোটা বিশ্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং উপকথামূলক যে সব তথ্য জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন সেগুলি। এই বিরাট দায়িত্ব তিনি সম্পন্ন করেছেন অব্যর্থ মাধুর্য আর ভুল বোঝা যেতে পারে এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। অথচ, কখনো তিনি পুস্তকের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হননি, যদিও, এ কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি অসংখ্যবার বিচরণ করেছেন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। এভাবে, লিডিয়া কর্তৃক ঈজীয়ান সমুদ্রের পূর্বতীরের গ্রীক নগরীগুলি বিজয়ের মধ্যে মাশরিক ও মাগরিবের প্রথম সংঘর্ষ বর্ণনা করার পর তিনি লিডিয়ার ইতিহাসের পূর্বেকার ঘটনাসমূহ বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন — যেসব ঘটনার পরিণামে, পারস্যের সাইরাস কর্তৃক পরাজিত হন ক্রীসাস। সাইরাসের পরিচয় দিতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই নৃপতির শৈশবকাল ও তাঁর লালনপালনের কাহিনী, এবং এই সম্রাট কর্তৃক অস্তাইজেস-এর রাজ্য মিডিয়া বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। যেই তিনি পারস্যের ইতিহাস শুরু করেছেন অমনি তাঁর বিষয়বস্তু প্রশস্ততরো হয়ে উঠেছে; পারস্যশক্তির বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সুযোগ পেয়েছেন প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তরো অংশের ইতিহাস এবং রীতিনীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে; এর মধ্যে পড়ে মিশর, দক্ষিণ রাশিয়ার একটি বড় অংশ, আরব, লিবিয়া এবং সাইরেনিকা। এই যে দেশগুলি, পারস্য কর্তৃক যার বিজয় ছিলো ঈপ্সিত অথবা সাধিত, এগুলির বিবরণ হিরোডোটাসের মূল বিষয়ের নাটকীয়তা বাড়িয়ে দেয় — কারণ, এতে করে পাঠকের কল্পনায়, যে শত্রু পরে নিজের সৌভাগ্যের দিনে গ্রীক জগৎকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো, তার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে একটা জীবন্ত উপলব্ধি এনে দেয়।

হিরোডোটাসের ইতিহাস পড়ে আনন্দ পাবে না, এমন লোক বিরল। কিন্তু বেশিরভাগ পাঠকই জানতে চাইবে — ঐতিহাসিক হিসাবে, তাঁর সত্যতা ও নির্ভুলতায় কতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। এটি একটি বড়ো বিষয়, এবং এখানে এ বিষয়ে কেবল উল্লেখই করা যেতে পারে। তাঁর এই প্রাচ্য ইতিহাসের জন্য দালানকোঠা ও ইমারতরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া হিরোডোটাসের উৎস ছিলো দুটো : গ্রীকভাষায় লিখিত কিছু কিছু স্থানীয় বিবরণ যা তিনি পড়ে থাকবেন (যদিও, হীকাতীয়ূস ছাড়া, — যাঁর কথা তিনি তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করেছেন; অন্য লিপিকরদের লিপির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়না) এবং

যে সব স্থান তিনি সফর করেন, সেখানকার বাসিন্দাদের দেয়া তাঁর অফুরন্ত এবং অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের জবাবগুলি। যখন তিনি একাধিক বিবরণ পান, তিনি সযত্নে দু'টো বা সবকটি বিবরণই লিপিবদ্ধ করেন, তিনি নিজে কোন্‌টি পছন্দ করেন সাধারণত তার ইঙ্গিত দিয়ে যান এবং পাঠকদের উপর ছেড়ে দেন তাদের নিজেদের নির্বাচনের ভার। তাঁর নিজের পছন্দের মূলে প্রায়ই থাকে একটি ঐতিহাসিক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য একথা সুস্পষ্ট যে, এই উৎস থেকে তিনি যা কিছু গ্রহণ করেন তা প্রকৃতির দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হওয়ার চাইতে জনপ্রিয় উপকথাই হবে বেশি; কিন্তু, এতে করে যে আমরা সত্যি সত্যি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তা নয়। আধুনিক গবেষণা ও প্রত্নতত্ত্বের ফলে যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা অতি মূল্যবান। কিন্তু মিশরের অতীত সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিলো মেমফিসের রাস্তায় রাস্তায়, হযরত ঈসা আঃ-এর জন্মের পাঁচ শো বছর পূর্বে, সেগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান কম মূল্যবান নয়, বরং হয়তো বেশি চিত্তাকর্ষকই। হিরোডোটাসের অভ্যাস ছিলো, তাঁর কাছে যা অত্যন্ত অবান্তর এবং অসম্ভব মনে হতো, সাধারণ মানুষের সে সব বিশ্বাসের খুঁটিনাটিও তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। এর ফলে, অন্তত একটি ব্যাপারে, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। একটি ফনেসীয়ান নৌ-যান আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে। জাহাজের নাবিকরা বর্ণনা করে (তিনি অবিশ্বাসের সাথে আমাদের জানিয়েছেন) — ওরা যখন মহাদেশের দক্ষিণ উপকূল থেকে পাল তুলে দিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিলো তখন দুপুরের সূর্য ছিলো ওদের ডান দিকে।

হিরোডোটাস তাঁর গ্রীক ইতিহাসের জন্য নির্ভর করেছিলেন সেকালে-বর্তমান শিলালিপি ও মৌখিক প্রমাণের উপর। তাঁর জন্মের ঠিক কিছু আগে, পারস্য প্রথমবারের মতো গ্রীস অবরোধ করে। দ্বিতীয়বার গ্রীস অবরোধ করে তাঁর বাল্যকালে। তাই, এ সব ঘটনা সময়ের সাথেসাথে অস্পষ্ট হয়ে ওঠার অথবা উপকথায় পর্যবসিত হবার আগেই তিনি, যে সব লোক যুদ্ধগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলো অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলো তাঁদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের জন্য মৌখিক সাক্ষ্য খুব মূল্যবান নয়; কিন্তু হিরোডোটাসের পক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া সম্ভব ছিলো তার মধ্যে এই ছিলো উত্তম এবং একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তাঁর বিবরণ, মোটামুটিভাবে সত্য ছাড়া আরো কিছু, যদিও খুঁটিনাটি ব্যাপারে, বিশেষ করে পরিসংখ্যানের বেলায় তা সন্দেহের বিষয় হতে পারে।

ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনুসরণের ক্ষেত্রে হিরোডোটাস তাঁর কালের অন্যান্য ইতিহাসবিদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না, এবং তাঁর উত্তরাধিকারী থুসিডাইডেস থেকে তিনি ছিলেন পশ্চাৎপদ। ইতিহাসের বড় বড় আন্দোলনকে তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যক্তির ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির সাক্ষাৎ ফল বলে স্থির করেছেন যার পশ্চাতে রয়েছে নিয়তি —

মানুষের জীবনের পরম ও রহস্যজনক পথনিয়ন্তা। স্রষ্টা হচ্ছেন ঈর্ষাপরায়ণ, তাই মানুষের ঐশ্বর্য ও জাকজমক বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না।

হিরোডোটাসের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তাঁর দক্ষতায়, যার বদৌলতে তিনি পরস্পরবিরোধী বিপুল উপাদানকে অনতিক্রান্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের একটিমাত্র শৈল্পিক রূপ দিতে পেরেছেন। তিনি ইতিহাসের গোলকধাঁধার মতো জটিল রাস্তায় এবং দৃশ্যত কানাগলিতে বিচরণ করেন নিশ্চিত পদক্ষেপে এবং সূত্র ধরে সবসময়ই তিনি আনন্দের সাথে, বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসেন; নিজের চমৎকার বাকপটুতায় তিনি নিজেই বিস্মিত হন। আমি বাকপটুতা শব্দটি ব্যবহার করেছি তাঁকে খাটো করার মতলবে নয় — কারণ, এতে হিরোডোটাসের স্টাইলের একটি মৌলিক উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাঁর বই লেখা হয়েছিলো ব্যক্তিগতভাবে তা পড়ার জন্য নয়, লোকসমাজে আবৃত্তি করার জন্য। হিরোডোটাসের কালের গ্রীকদের কোনো বইপুস্তক ছিলো না — তারা এসব পঠিত হতে শুনতো, কতিপয় ব্যক্তির সমাবেশে, অথবা প্রকাশ্য উৎসবাদিতে। তাছাড়া, হিরোডোটাসের ভাষা, মানুষের জীবন ও নিয়তি সম্পর্কে তাঁর ধারণার মতোই, কাব্য-মেশানো, এবং সে যুগে তাই ছিলো স্বাভাবিক, কারণ তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রবণ মনের মধ্যে কোনো ভাগ হয়নি।

অবশ্য, তাঁর লেখার এই উপাদানটি তর্জমাকারের জন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। আমার মনে হয়েছে, একটি কাব্যিক শব্দের কাব্যিক তর্জমা করার চেষ্টা করা হলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে; কারণ, হিরোডোটাসের নিকট কাব্যিক শব্দটি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য শব্দও বটে। পক্ষান্তরে, আমরা আমাদের শব্দ ভান্ডারকে কতকটা বিশেষার্থ দান করেছি — ফলে, আমরা যদি কোনো কাব্যিক শব্দ বা বাকভঙ্গি আমদানি করি, তা আধুনিক পাঠকের কল্পনার উপর হিরোডোটাসের গদ্যের সমগ্র প্রভাবই মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দেবে। তাঁর গদ্য স্বাচ্ছন্দ্য, প্রবহমানতা ও সৌন্দর্যের জন্য, স্বরের মৃদু ওঠা নামার জন্য, তাঁর অকৃত্রিমতা, তাঁর নির্মল স্বচ্ছতা এবং তাঁর নিত্য-বর্তমান রসস্নিগ্ধতার জন্য, এক দল বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কথা বলারই সদৃশ মনে হবে, যদিও তাতে রয়েছে চমৎকার কলা-নৈপুণ্য।

প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকরা অভিযোগ করেন, হিরোডোটাস, পারস্য-অভিযান ঠেকাতে গিয়ে এথেন্স যে ভূমিকা পালন করে তার জন্য এথেন্সের কীর্তিকে অনেক বড়ো করে দেখিয়েছেন তার মিত্র রাষ্ট্রগুলির থেকে। হয়তো, সত্যি তিনি তা করেছিলেন। তবু তাঁর এই বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সাধারণভাবে এর বিশাল হৃদয়, নিরপেক্ষতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। মহান পর্যটক হিরোডোটাস, (আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা) কেবল পর্যটকদের গুটিকতক কাহিনীই সংগ্রহ করেননি; সফরকালে যে সব মানুষের

সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাদের সম্পর্কে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তার ফলে, কোনো পূর্বানুমিত মানদণ্ড দ্বারা সেগুলির মূল্য নির্ণয় না করে তিনি কাহিনীগুলির নিজস্বগুণের বিচারেই তা নির্ধারণ করেন। বিদেশীদের চালচলন, রীতিনীতি তাঁর ঔৎসুক্য জাগ্রত করে, কখনো তাঁর মনে বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করে না। হিরোডোটাস বলেন — কোনো মানুষকে যদি দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও রীতির মধ্যে একটি পছন্দ করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, সে অনিবার্যভাবেই নিজের দেশের ধর্ম ও রীতিনীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পছন্দ করবে, কারণ, রীতি-প্রথাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তিনি বলতে চান, রীতিনীতি-বিশ্বাসে একে অপর থেকে আলাদা, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য আমাদের সকলেরই উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া। কারণ এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, সকল মানুষই শাসিত হচ্ছে একই অনির্দেশ্য নিয়তির দ্বারা, যা থেকে দেবতাদেরও অব্যাহতি নেই। এ দর্শন আদিম মানুষের দর্শন — তবু, তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

আউব্রে দ্য সেলিনকোর্ট

হিরোডোটাস : ইতিহাসের জনক

প্রাচীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের কাল সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানা যায় যে, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের একটা প্রাচীন ইতিকথা চালু ছিল যে, হিরোডোটাস খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবত একথার অর্থ কেবল এই যে, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪৪ সনে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। মনে করা হয়, এ সময় তিনি ছিলেন এথেন্সে। সফোক্লিসের সঙ্গে এ সময়েই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এরপর হিরোডোটাস থুরীঈ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। হিরোডোটাসের ইতিবৃত্তে সর্বশেষ যে ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে তা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ সনে। কিন্তু এর কত পরে কিংবা কোথায় তিনি দেহত্যাগ করেন, তা জানা যায় না।

একথা বিশ্বাস করার প্রচুর কারণ রয়েছে যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ সন থেকে যে পিলোপোনিসীয়ান যুদ্ধ চলছিল তার প্রথম দিকের বছরগুলিতে তিনি ছিলেন এথেন্সে — নিদেনপক্ষে মধ্য গ্রীসে। এবং তাঁর ইতিবৃত্তটি প্রকাশিত ও পরিচিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৫ সনের পূর্বেই। এর আগে তিনি কিছুকাল ছিলেন পশ্চিমে, এবং সম্ভবত থুরীঈর নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন (প্রতিষ্ঠাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪৪-৪৪৩ সন)। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ মেলে না — কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উল্লেখই মেলে। অবশ্য দশম শতকের বাইজান্টাইন কোষগ্রন্থ Suda-তে হিরোডোটাসের উপর একটি ছোট প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল।

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের হ্যালিকার্নাসাস শহরের একটি মশহুর পরিবারে তাঁর জন্ম। জালিম স্বেচ্ছাচারী Lygdamus কর্তৃক হিরোডোটাস তাঁর জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হন। পরে দেশে ফিরে তিনি এই স্বৈরশাসককে উৎখাত করে আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

একটি সূত্রে বলা হয়, হিরোডোটাস ছিলেন মহাকবি Payasis-এর আত্মীয়। হিরোডোটাস বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করেন স্যামোস দ্বীপে। নিজ দেশের প্রতি তাঁর দীর্ঘ এবং আন্তরিক সেবা সত্ত্বেও তিনি এতটা অ-জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে তাঁর জন্মভুমি হ্যালিকার্নাসাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ওখান থেকে তিনি এথেন্সের নতুন উপনিবেশ, দক্ষিণ ইতালীর থুরীঈতে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাজারের কেন্দ্রস্থলেই কবর দেয়া হয়। এ সমস্ত তথ্য যে চূড়ান্তভাবে

নির্ভরযোগ্য ও সত্য তা বলা যায় না। তবে এ সব কাহিনীতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশো বছর আগের এই মহৎ ঐতিহাসিকের জীবনের এক সাধারণ রূপরেখা মেলে।

জন্ম এবং শৈশব — যৌবনের বয়ঃক্রমের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন এশিয়ান গ্রীক। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি এশিয়া ছেড়ে চলে যান এথেন্সে। এশিয়ান এবং আইয়োনীয়ান দার্শনিকদের কাছ থেকে তিনি ইতিহাস অধ্যয়নের শিক্ষা লাভ করেন। এ ছিলো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এক নতুন পদ্ধতি যার বৈশিষ্ট্য : প্রথমে প্রশ্ন করার পর এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলির অনুসন্ধান এবং শেষ পর্যায়ে আহৃত মালমশলা ও উপকরণাদি থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। পক্ষান্তরে যেহেতু তিনি দেশ ত্যাগ করে এথেন্সে চলে গিয়েছিলেন এবং নির্বাসিত জীবনে উদার উন্মুক্ত পরিবেশে অর্জন করেছিলেন দৃষ্টির ব্যাপকতা ও গভীরতা সে কারণেই তিনি আলোড়িত হতে পেরেছিলেন সেই সব প্রশ্নে — যে প্রশ্নগুলি তাঁকে একজন সার্থক ইতিহাসবিদ করে তুলেছিল।

তবে তিনি যখন তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন তখন ইতিহাস রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁর পূর্বসূরি ঐতিহাসিক হীকাতীয়ুসের মতো একটি ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। হীকাতীয়ুসের বইটির নাম ছিল *Pariegesis*; তিনি স্পেন থেকে শুরু করে আফ্রিকার উত্তর উপকূল পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির বর্ণনা করেন। তারও আগে দার্শনিক এনাক্সিমান্দার প্রাকৃতিক ভূগোলে তাঁর আগ্রহের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনিই প্রথম গ্রীক যিনি বিশ্ব মানচিত্র তৈরি করেন। হীকাতীয়ুস চেয়েছিলেন এনাক্সিমান্দারের ভূগোলের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন করতে। হিরোডোটাস চাইলেন হীকাতীয়ুসের বর্ণনার অসম্পূর্ণতা দূর করতে।

হিরোডোটাসের ইতিহাসের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি যখন তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হন, তখন পারস্য যুদ্ধের বিবরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। যেমন, সিদীয়ান অভিযানে দারায়ুস যে সব এলাকা অতিক্রম করেছিলেন হিরোডোটাস সে সব অঞ্চল সফর না করে কৃষ্ণসাগর এলাকা সফর করেন। অথচ পরে তিনি ঐ যুদ্ধের খুঁটিনাটি এবং বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁর টায়ার এবং থ্যামোস দ্বীপ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সফরের মূলে ছিল পুরাকথার হিরাক্লিস (হারকিউলিস) সম্পর্কে তাঁর অদম্য কৌতূহল — যা ইতিহাসের বিষয় নয়, আসলে ধর্মতত্ত্বের উপজীব্য।

হিরোডোটাসের সফরগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এবং সুবিদিত হচ্ছে তাঁর মিশর সফর। দক্ষিণে তিনি আসোয়ান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি পরে যখন পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর পক্ষে তাঁর মিশর সম্পর্কিত অনুসন্ধানের

ফল ও তথ্যাদি দেয়া সম্ভব হয় নি। তাঁর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পুরোটাই মিশরের বিবরণে পূর্ণ। হতে পারে, তিনি যখন তাঁর এই সফরে মিশর সফর করেন তখন হীকাতীয়ুসের *Periegesis*–এর একটি কপি এবং এনাক্সিমান্দারের ম্যাপের একটি উন্নত কপি তিনি সঙ্গে করে নিয়েছিলেন। ১৯১০ সালে Camille Sourdille - নামক এক ফরাসি পণ্ডিত হিরোডোটাসের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ভ্রমণ পথটি চিহ্নিত করেন। আগস্ট মাসের কোনো সময়ে হিরোডোটাস মিশরে প্রবেশ করেন পশ্চিম অববাহিকার ক্যানোপাস নামক স্থানে, ডিসেম্বরে পূর্ব অববাহিকার পেনসিয়াম ত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান ভ্রমণ করেন — পিরামিডের জন্য বিখ্যাত মেমফিস তাঁর অন্যতম। তিনি নীলনদের উজান পথে প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত সমুদয় পথটি সফর করেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য তিনি থেমেছিলেন থিবিসে। কিন্তু হিরোডোটাস ঠিক কোন বছর মিশরে প্রবেশ করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তবে প্যাপারমিসের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত মিশরীয় এবং পারসিকদের মৃত্যুর যে উল্লেখ তিনি করেছেন তাতে মনে হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ সালের পরে কোনো এক সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেগুলি। তাঁর এ সব কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি — মিশরের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর যত আগ্রহ ছিল তার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল মিশরের ভূগোল এবং স্মৃতিসৌধগুলির প্রতি। এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে নীলনদের বন্যার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে হিরোডোটাসের মন যেভাবে ক্রিয়া করেছিল, তাতে। তিনি নীলনদের বন্যার পূর্বেকার ব্যাখ্যাগুলির সমালোচনা করেন এবং তার স্থলে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তবে নীলনদের বার্ষিক প্লাবনের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ ছিল বেশি। অন্যান্যরা সামুদ্রিক জীবাশ্ম লক্ষ্য করেছিলেন (কেবল মিশরেই নয়) দেশের অনেক অভ্যন্তরে এবং তাঁরা এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, নদীর পলল থেকেই ভূমির সৃষ্টি সম্ভব। মিশরের বদ্বীপ যে নীলনদেরই দান তা পূর্বেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু হিরোডোটাস এখানেই থামলেন না। অতীতে নীলনদের বন্যায় স্থলভাগ প্লাবিত হলে বন্যার পানির উচ্চতা কত হতো, হিরোডোটাসের সময়কালে এই প্লাবনের জন্য পানি আরো কত উঁচুতে ওঠা আবশ্যক এ সব তথ্যের তুলনা করে হিরোডোটাস হিসাব করে দেখিয়েছিলেন কেবল বদ্বীপটি নয়, গোটা মিশরকে নির্মাণ করার জন্য নদী–বাহিত এই পললের কত সময় লেগেছিল। এভাবে হিসাব করে তিনি এই অনুসিদ্ধান্তে আসেন যে, নীলনদের গতি যদি সামান্য পরিবর্তিত হয় এবং পানি গিয়ে পড়ে লোহিত সাগরে (যার আয়তন প্রায় মিশরের সমান) তাহলে পাঁচহাজার বছরে সেখানে অর্থাৎ লোহিত সাগরে আরেকটি নতুন দেশ (ভূভাগ) সৃষ্টি হবে। হিরোডোটাস রাজনৈতিক ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে পিরামিড নির্মাতা রাজাবাদশাদের (যাঁদের রাজত্ব

ছিল প্রাচীন অতীতে) অনেক পরবর্তীকালের লোক বলেছেন; এর ব্যাখ্যা হয়েছে নানাভাবে। তিনি তাঁর হিসাব থেকে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পিরামিডগুলির নির্মাণকাল এত প্রাচীন হতে পারে না। কারণ মেমফিসের উত্তরাঞ্চল তখন থেকে পানির নিচে থাকাই ছিল সম্ভব। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল একেবারেই ভুল, কিন্তু মহৎ ভুল — কারণ তিনিই প্রথম ইতিহাস রচনার কালে, মানুষ এবং তার পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সূত্র প্রদান করেন। অবশ্য হিরোডোটাস সবসময় এবং সম্পূর্ণভাবে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর নন। তার প্রমাণ, ডেলফির দৈবজ্ঞের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, যদিও তাঁর ইতিহাসের পাতায় এই দৈবজ্ঞের আচরণে ভ্রম-প্রমাদের অনেক ইঙ্গিত আছে।

যেভাবেই হোক, ঐশী নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব এবং প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক কর্মের প্রতি একই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস — এ দু'য়ের মধ্যে হিরোডোটাস নির্মাণ করেছিলেন সাজুয্য। মানুষ হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে অতিপ্রাকৃতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কারণ, বিশ শতকের একজন ইতালীয় ঐতিহাসিক জি. ডি. স্যাংকাটস এবং অন্যরা লক্ষ্য করেছেন, হিরোডোটাস তাঁর পূর্বেকার মিলেতুসের হীকাতীয়ূসের চাইতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কম সংশয় পোষণ করতেন। তা যাই হোক, বিশ্বাস এবং যুক্তির বিরোধ মেটাতে গিয়ে তিনি প্রায়ই পরবর্তী লেখকদের প্রয়াস সম্পর্কে আগাম চিন্তা করেছেন। তাঁর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন লিডিয়ার ক্রীসাস। ক্রীসাসের বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাইজেস অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করেছিলেন — এই তথ্যের মধ্যেই ক্রীসাসের ধ্বংস ছিল নিহিত। ডেলফির দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পঞ্চম পুরুষের পর গাইজেসের বংশধারা ক্ষমতাচ্যুত হবে। কিন্তু ক্রীসাস তাঁর নিজ শাসনামলে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাছাড়াও, এ কাহিনীতে আরো একটি অযৌক্তিক ব্যাপার রয়েছে। সার্দিসের এক্রোপলিসে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সে জন্য চার পাশের বেষ্টনী দিয়ে একটি সিংহ ছানাকে বহন করা হতো মুক্ত অবস্থায়। বেষ্টনীর কেবল একটি অতি ক্ষুদ্র অংশেই সিংহ ছানাটিকে ছাড়া হতো না। কারণ, সে স্থানটি ছিল এতই সংকীর্ণ যে, কোনো শত্রুই সেই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করার মতো বোকামি করবে বলে অনুমান করা যেতো না। অথচ এভাবেই পারসিকরা ঢুকে পড়েছিল এক্রোপলিসে। তাই সম্পূর্ণ এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন ক্রীসাস; কারণ, তাঁর ভাগ্য আগে থেকেই ছিল নির্ধারিত। কিন্তু হিরোডোটাস তাঁর পুস্তকে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করলেও তিনি নিজে তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি অযৌক্তিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ক্রীসাস সাইরাসের সঙ্গে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের পর সার্দিসে ফিরে যান, এবং সাইরাসও যুদ্ধে ক্ষান্ত দেবেন এই ভুল ধারণা বশে তিনি তাঁর মিত্রদের বিদায় দেন। কিন্তু সাইরাস তা করেন নি। তিনি যখন সহসা সার্দিসের প্রাচীর বরাবর আবির্ভূত হলেন তখন ক্রীসাসের আর আপন মিত্রদের ডাকার সময় ছিল না। সার্দিসের যে পতন হলো সেকি

গাইজেসের পাপের শাস্তিস্বরূপ ঐশী ক্রোধের জন্য — না ক্রীসাস তাঁর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁর বিচারে যে ভুল করেছিলেন সে কারণে — এ প্রশ্ন হিরোডোটাস তুলেছেন।

হিরোডোটাসের দ্বৈতরূপের আরেকটি নজির মেলে তাঁর স্বপ্নসম্পর্কিত ধারণার প্রয়োগে। তাঁর ইতিবৃত্তে উল্লিখিত অনেকগুলি স্বপ্নই ছিল প্রকৃতির দিক দিয়ে ভবিষ্যৎ ধারণাস্বরূপ — যেমন আপন কন্যা নান্দাসে সম্পর্কে অস্তাইজেসের স্বপ্ন, অথবা দারায়ুসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাইরাসের স্বপ্ন। স্বপ্ন দুটিকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, তবুও দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছিল। যার্কসেসের স্বপ্নটি কিন্তু কিছুটা ভিন্ন ধরনের — তিনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন একটি ছায়ামূর্তি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং রাজা যদি তাঁর গ্রীস অভিযান প্রত্যাহার করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তাহলে তার পরিণতি ভয়ংকর হবে — এ বিষয়ে রাজাকে সতর্ক করে দেয়। যার্কসেস তৎক্ষণাৎ তাঁর পিতৃব্য অর্তবানুসের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁর কথা যার্কসেসের অন্তরে স্বস্তি এনে দেয়। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন স্বপ্নের প্রাকৃতিক কারণ থাকতে পারে। যে সব বিষয় জাগ্রত মুহূর্তে মানুষের মনকে দখল করে রাখে সাধারণত সেগুলিই রাত্রে সে স্বপ্নে দেখে থাকে। এসব নৈশ দৃশ্যের মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্তবানুস একটি স্বপ্ন দেখেই তাঁর যুদ্ধবিরোধিতা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। হিরোডোটাস সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকদের বিচারবিবেচনার উপর। তারাই স্থির করুক, যুদ্ধে যার্কসেসের পরাজয় দেবতারাই স্থির করেছিল, নাকি যার্কসেস একটি ছায়ামূর্তির দ্বারা তার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দেয়ার মতো নির্বোধ ছিলেন।

সম্ভবত হিরোডোটাস পারস্য-যুদ্ধসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এথেন্সেই করেছিলেন। এভাবে মনস্থির করার পরই তিনি তাঁর আহরিত নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মালমশলাগুলিকে একটি কাঠামোতে রূপ দেন — যাতে অতীতের পুরো ইতিহাসটাই প্রদর্শিত হয়েছে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বরূপে — যার চূড়ান্ত পরিণতিতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে ঘটলো যার্কসেসের অবরোধ। তিনি অবশ্যই এ প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাস এবং প্রাক-ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন এবং গ্রীসের জন্য এর বিভাজন রেখাটি স্থির করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সালের কাছাকছি। পুরাকথার ব্যক্তিত্বগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নীতিমালা থেকে তা ভিন্ন — যেমন ক্রীসাস অথবা পিসিসত্রাসুসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নীতিমালা। হিরোডোটাসের বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের সহায়তা করে পেরিক্লিসের এথেন্স, যেখানে তিনি তাঁর অপ্রকাশিত ইতিহাসের কিছুকিছু অংশ সমঝদার শ্রোতৃসমাজে পাঠ করে শোনাতে পেরেছিলেন। বলা হয়, সফোক্লিস ছিলেন তাঁর অন্যতম বন্ধু। ইস্কাইলাসের নাটকগুলির দ্বারাও হিরোডোটাস প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত তাদের মধ্যে তরুণ থুসিডাইডেসও ছিলেন।

প্রাচীন বিশ্বে ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস ছিলেন এক অনন্য পুরুষ, এবং তখনকার অতুলনীয় সৃজনশীল প্রতিভা। সে সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মধ্যে রয়েছেন থুসিডাইডেস, ডেনাকোন, পালবিউস প্রমুখ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ছিল না হিরোডোটাসের এই সব বিরল ও মহৎ — Cynicism without despair and humour without bitterness; সর্বোপরি হিরোডোটাসই হচ্ছেন একমাত্র গ্রীক ইতিহাসবিদ যাঁর জন্ম এশিয়া মাইনরের একটি শহরে, যিনি এথেনীয়ান নন এবং যাঁর জন্মস্থানের কথা অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণের চেষ্টায় নির্ণিত হয়েছে তাঁর জন্মস্থান। বিশ্বের এই প্রথম ঐতিহাসিক বিশ্বজনীনতার এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যার সমকক্ষতা তাঁর পরবর্তী পণ্ডিতদের মধ্যে আর কেউ অর্জন করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

ইতিবৃত্তের কাঠামো ও পরিধি — ইতিবৃত্তে হিরোডোটাসের আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রীস এবং পারস্য যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের প্রারম্ভিক বৃত্তান্ত। ইতিবৃত্তটি যেভাবে টিকে আছে তাতে পুরা ইতিবৃত্তটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। অবশ্য এই বিভাগ হিরোডোটাস নিজে করেন নি — করেছেন পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা। প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে সঙ্ঘটিত যুদ্ধসমূহ। ষষ্ঠ থেকে নবম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে যুদ্ধের ইতিহাস, যার শেষ পর্যায়ে আছে যার্কসেসের গ্রীক অবরোধ (সপ্তম খণ্ড) এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০–৪৭৯ সালে গ্রীক বিজয়ের বিবরণ।

ইতিবৃত্তের একেবারে সূচনাতেই হিরোডোটাস বলেন — "আমি আমার অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি, যেন মানুষের কর্মকাণ্ড, তার সাফল্য ও কীর্তিগুলির স্মৃতি কীর্তিত না হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হয়। সে সাফল্য গ্রীকদেরই হোক অথবা বিদেশীদেরই হোক। তারপর একপক্ষ বা অপর পক্ষের উপকথামূলক আগ্রাসনসমূহের বিবরণ, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল ট্রয়ের যুদ্ধে" — এভাবে উভয়পক্ষের দেয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা — সে সবের সংক্ষিপ্ত এবং হাল্কা বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর হিরোডোটাস বললেন "যাইহোক, এ সব গল্পগাথার সাথে আমার সম্পর্ক নাই। আমি যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। এখান থেকেই আমি অগ্রসর হবো সম্মুখে, মানুষের ছোট বড় বহু শহরনগরের উল্লেখ করতে করতে — কারণ বহু শহর-নগর, এককালে যেগুলি ছিল মহৎ ও বৃহৎ সেগুলিই এখন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, আবার এখন যে-গুলি মহৎ ও বৃহৎ সেগুলি ছিল একদিন নগণ্য ও ক্ষুদ্র। কারণ মানুষের সমৃদ্ধি হচ্ছে অতি মাত্রায় ভঙ্গুর জিনিস।" এভাবেই শুরু হয়েছে হিরোডোটাসের মহৎ বর্ণনাটি। কিন্তু ইতিবৃত্তটি যে আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ভূমিকাটি তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন না হলেও এটা মোটেই ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ ভূমিকা নয়। কারণ একটি আঙ্গিকগত ঐক্যের মধ্যে যদিও

এগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে চমৎকারভাবে তবু ইতিবৃত্তের দুটি অংশ রয়েছে ঃ একটি অংশ হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৯ সাল থেকে যুদ্ধের প্রাথমিক আয়োজনগুলিসহ খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০–৪৭০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী যুদ্ধের ধারাবাহিক বিবরণ (আইয়োনীয়ান বিদ্রোহ এবং ম্যারাথনের যুদ্ধসহ ষষ্ঠ থেকে নবম খণ্ড) এবং অন্যটি হচ্ছে ঃ পারস্য সাম্রাজ্যের বিকাশ ও সঙ্গঠন এবং তার ভূগোল, সামাজিক কাঠামো ও ইতিহাসের কাহিনী।

একটি বিষয় নিয়ে এ কালের পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ বাকবিতন্ডা রয়েছে। হিরোডোটাস তাঁর ইতিবৃত্তের এই বিন্যাস শুরু থেকেই মনে মনে স্থির করেছিলেন, অথবা তিনি কি শুরু করেছিলেন কেবল একটি অংশের পরিকল্পনা নিয়ে অর্থাৎ পারস্যের বর্ণনা অথবা যুদ্ধের একটি ইতিহাস নিয়ে? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি কোনটি নিয়ে তাঁর ইতিবৃত্ত শুরু করেছিলেন? এ সমস্যাটি যে পণ্ডিতদের বিচারবিবেচনার বিষয় হয়ে রয়েছে তা অযৌক্তিক নয়, যদিও এর কোনো পরিষ্কার সমাধান নেই। কি অপূর্ব কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গেই না হিরোডোটাস সবকিছুকে গ্রথিত করেছেন একসঙ্গে। জার্মানিতে এ. রডির এবং ইংল্যান্ডে আর. ডব্লিউ. ম্যাকান যে মত ব্যক্ত করেছেন তাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সে অভিমতটি এই যে, প্রথমে তিনি শুরু করেছিলেন যুদ্ধের ইতিহাসের একটি পরিকল্পনা নিয়ে এবং পরে তিনি সাম্রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন যখন সেই প্রশ্নটি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের উপর অনিবার্য হয়ে উঠলো। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই হিরোডোটাস এমনি জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন যে, তিনি নিজেকে প্রশ্ন না করে পারেন নি — "হ্যাঁ তবে আমরা যখন বলি পারস্য (অথবা Mede) গ্রীস আক্রমণ করেছে তখন আমরা কি বুঝি? একি করে সম্ভব হলো যে, যার্কসেস তাঁর সৈন্যবাহিনীতে পারসীয়ান এবং মিডীয়ান সৈন্য ছাড়াও সিদীয়ান, কাপ্পাডোসীয়ান লিডীয়ান, মাইসীয়ান, ব্যাক্ট্রীয়ান এবং ভারতীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ফনেসীয়ান ও মিশরীয়দের চালিত জাহাজের উপর এবং কিছু গ্রীক জাহাজের উপর?" কারণ সবগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রকে এক মনে করলেও তার তুলনায় তিনি কেবল পারস্য সাম্রাজ্যের বিশালতার দ্বারাই অভিভূত হন নি, তার সামরিকবাহিনীর বিচিত্র ও বহুভাষিক প্রকৃতিতেও তিনি ছিলেন উদ্দীপিত। এই বৈচিত্র্য এবং বহুভাষিকতা সত্ত্বেও এ বিশাল বাহিনী ছিল একটি মাত্র কমান্ডের অধীনে, যা ছিল গ্রীক ফৌজের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাদের রাজনৈতিক বিভাজন এবং পরস্পরবিরোধী কমান্ডারদের কারণে, যদিও তাদের ভাষা, ধর্ম এবং চিন্তাধারা ছিল এক এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের ছিল একই মনোভাব ও অনুভূতি। পাঠকদেরকে এই পার্থক্য ও 'পারসীয়ানে'র অর্থ বুঝানো হিরোডোটাসের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্য নিয়েই হিরোডোটাস সাম্রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। এ দুটি প্রধান বিভাগের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্র পাওয়া যায়। বিশাল ফৌজের অগ্রযাত্রার বিবরণের মাঝে — যেন ওরা প্যারেড করছে এক প্যারেড গ্রাউন্ডে,

সার্দিস থেকে হেলেসপোন্ট পর্যন্ত (প্রায় দু'শ মাইল) নৌকায় তৈরি সেতু পার হয়ে ইউরোপ প্রবেশের পথে। প্রথমেই আমরা পাই যার্কসেসের ঔদ্ধত্য ও বদমেজাজের কাহিনী। তার পরেই হিরোডোটাস বর্ণনা করেছেন যার্কসেসের আরেকটি পাশব এবং স্বেচ্ছাচারমূলক কান্ডের কথা। তার পরে শুরু হয়েছে প্যারেডের কাহিনী —

ভ্যান-এর পর ভ্যানে করে বহন করা হচ্ছে লটবহর; তারপর দেখা যাচ্ছে পুরো যুদ্ধবাহিনীর অর্ধাংশ। অতঃপর একটা ছেদ — কারণ এর কোনোটি রাজার সন্নিকটে পৌঁছতে পারে নি। এরপর এক হাজার সুনির্বাচিত পারস্য ঘোড়সওয়ার, এবং এক হাজার বাছাই করা বর্শাবল্লমধারী, লাইসীয়ান নামে দশটি পবিত্র অশ্ব, জমকালোভাবে সজ্জিত এবং জিয়ূসের নামে উৎসর্গীকৃত রথ আটটি সাদা ঘোড়া টেনে নিয়ে চলছে আর চালক হেঁটে হেঁটে চলছে লাগাম ধরে (এদের পিঠে আরোহণের অধিকার কোনো মানুষেরই ছিল না), তার পর দেখা যাচ্ছে যার্কসেস নিজে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর রথে, যাকে টেনে নিয়ে চলেছে লাইসীয়ান অশ্বরাজি — তার চালক এক অভিজাত পারসিক দণ্ডায়মান রাজার পাশেই! এভাবেই সার্দিস থেকে বের হলেন যার্কসেস; যখনই তিনি মনস্থির করছেন তখনই গাড়ি বদল করছেন। তাঁর পেছনে ছিল আরো এক হাজার বর্শাযোদ্ধা এবং ঘোড়সওয়ার এবং তাদের পেছনে পেছনে দশ হাজার বাছাই করা পদাতিক এবং দশ হাজার ঘোড়সওয়ার। এরপর দুফার্লং-এর একটি ছেদ — তারপর ফৌজের বাকি অংশ, সবজাতের মিলিত সৈন্যদল। এই বিবরণ দিয়ে এবং বাহিনীর নৌ এবং সামরিক এবং জাতিগত ও জাতগত সকল উপাদানের সংখ্যা নির্ণয় করে এবং পরে থ্রেসে তাদের সম্মিলিত উপস্থিতির বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে হিরোডোটাস একটি জিনিস সম্পন্ন করলেন — শুরুতেই যা ছিল তাঁর লক্ষ্য — পারস্য আক্রমণের অর্থ বিশ্লেষণ এবং তার সঙ্গে পূর্ববর্তী বিশ বছরে ঘটনাগুলির আলোচনা। এভাবেই তিনি সবকিছুকে একটি সূক্ষ্ম ও জটিল প্যাটার্নের মধ্যে বুনলেন।

হিরোডোটাসের ঘটনাপরম্পরা বিন্যাসের এই খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর মূল বক্তব্যের বিকাশ সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে পদ্ধতির অনুসরণ করেন তা ছিল প্রতিটি রাজ্যের বর্ণনা — ভৌগোলিক ক্রমানুসারে নয়, বরং সাইরাস, ক্যামবিসেস এবং দারায়ূস কর্তৃক পারস্যের প্রত্যেকটি বিজয় যেভাবে অর্জিত হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে গোটা সঙ্গঠনটির একটি আকর্ষণীয় চিত্র এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। এই বিন্যাসে একটি মাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে লিডিয়া। হিরোডোটাসের ইতিবৃত্তের একেবারে শুরুতেই এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অবশ্য তার কারণ এ নয় যে, এ অঞ্চলটি বিজিত হয়েছিল সর্বাগ্রে। তার কারণ এশিয়া মাইনরের গ্রীক দেশগুলিকে লিডীয়ানরাই প্রথম আক্রমণ ও পরাভূত করে। এর আরো একটা কারণ লিডিয়া ছিল ওদের নিকটতম প্রতিবেশী, যাদের সাথে ওরা ইতিমধ্যেই পরিচিত ছিল। পারস্য

সাম্রাজ্যের বিবরণই যদি হিরোডোটাসের প্রথম প্রকল্প হতো তাহলে তিনি তাঁর ইতিবৃত্ত এভাবে আরম্ভ করতেন না — এমন উক্তির দ্বারা কেবল পান্ডিত্যই প্রকাশ পেতে পারে, তার বেশিকিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ইতিবৃত্তের প্রথম খন্ডের রূপটি তাঁর অন্য অনুকল্প এবং তাঁর ভূমিকার শব্দ ব্যবহারের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে লিডিয়ার বিবরণ, ইতিহাস এবং তার বিজয়, এর পরেই রয়েছে খোদ সাইরাসের কাহিনী, তাঁর হাতে মিডিসদের পরাজয়, খাস পারস্যের বর্ণনা, মেসাজেতের উপর তাঁর আক্রমণ (উত্তরপূর্বে কাস্পিয়ানের দিকে) এবং তাঁর মৃত্যু; দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেসের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান, তাঁর মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা এবং অপূর্ব সে দেশ তার ইতিহাসের সুদীর্ঘ বর্ণনা। গোটা পুস্তকটির বিচারে এ বর্ণনা অতি দীর্ঘ এবং শিল্পী হিরোডোটাসের একটি ব্যর্থতা, কিন্তু ইতিহাসবিদ ও অনুসন্ধানী হিসাবে তার অত্যুৎসাহের কারণে তিনি বিবরণটি সংক্ষিপ্ত করতে পারেন নি।

তৃতীয় খন্ডে রয়েছে মিশর বিজয়ের কাহিনী, দক্ষিণে (ইথিয়োপিয়ায়) এবং পশ্চিমে অভিযানের ব্যর্থতা, ক্যামবিসেসের পাগলামি ও মৃত্যু; সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে পারস্যে দ্বন্দ্ব, দারায়ুসের নির্বাচন; দারায়ুস কর্তৃক নতুন মহাসাম্রাজ্যের সঙ্গঠন, — এই সঙ্গে ব্যাকট্রিয়া ও উত্তর ভারত পর্যন্ত দূরতম প্রদেশগুলির কিছু বিবরণ এবং দারায়ুস-কর্তৃক দমিত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও গোলযোগ। চতুর্থ খণ্ডে হিরোডোটাস দ্যানিয়ুব থেকে ডন পর্যন্ত সিদীয়ানজাতিগোষ্ঠীর বর্ণনা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। দারায়ুস এই সিদীয়ানদের উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন বোসফোরাস পার হয়ে। এতে সিদীয়ানদের দেশ এবং কৃষ্ণসাগরের বর্ণনাও রয়েছে।

এরপর রয়েছে সিদিয়া আক্রমণের কাহিনী। এর ফলে আরো সব গ্রীক শহর নগর আত্মসমর্পণ করে — যেমন, বাইজানটীয়ান। একই সঙ্গে লিবিয়ার উপর মিশরের আক্রমণ, যা ছিল একটি গ্রীক কলোনি, তৎসহ দেশটির বর্ণনা এবং তাকে একটি উপনিবেশে রূপান্তরিত করার বিবরণ — হেলেসপোন্ট থেকে পারস্যের ইউরোপে প্রবেশ এবং থ্রেস, মেসিডোনিয়া ও আরো অনেক গ্রীক নগরীর আত্মসমর্পণ, তারপর পারস্যের বিরুদ্ধে আইয়োনিয়ার গ্রীক নগরীগুলির বিদ্রোহের সূচনা এবং এভাবে গ্রন্থের মূল বিষয়ের অবতারণা।

বর্ণনা পদ্ধতি ঃ হিরোডোটাসের ইতিবৃত্তের এই সাদামাটা বিবরণে কেবল তার অন্তহীন বৈচিত্র্যই অনুপস্থিত নয়, বরং এ বিবরণ সরাসরি বিভ্রান্তিকরও বটে; কারণ এতে কেবল একটি বিচিত্র সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক ইঙ্গিতই মিলে

সোজাসুজি। গোটা লিডিয়ার প্রথম অংশের আরো বিশদ বিবরণ তার সমস্যার বিভিন্ন দিককে স্পষ্ট করে তোলার সহায়ক হবে।

প্রথমেই হিরোডোটাসের গ্রীক পাঠকদের নিকট গ্রীক ভূগোল, রীতিনীতি বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। তবে সংশ্লিষ্ট সময়ে গ্রীক নগরীগুলির রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল তা বর্ণনা করার ইচ্ছা অবশ্যই তাঁর ছিল — বিশেষ করে যে সব নগরী পরে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। এ কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন বিশেষ দক্ষতার সাথে, মূল কাহিনী থেকে সরে গিয়ে, তার মূল বক্তব্যের সাথে জুড়ে দিয়ে। লিডিয়ার রাজ্যে ক্রীসাস সদ্য সিদিয়ার অস্তাইজেসের উপর বিজয়ী সাইরাসের আগেই তার আক্রমণ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি বহু গণকের পরামর্শ নেন এবং ডেলফির দৈবজ্ঞের কথাই সবচাইতে সত্য মনে হয়েছিল তার কাছে। এর কারণ এই দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাঁর অনুকূলে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাঁকে গ্রীক মিত্র জুটাবার পরামর্শ দিয়েছিল। তিনি দেখতে পান ওই সময়ের গ্রীক নগরীগুলির মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টাই সবচেয়ে শক্তিশালী, এর একটি নগরী আইয়োনীয়ান, এবং অপরটি ডোরীয়ান (আইয়োনিয়া এবং ডোরিয়ার অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা গ্রীসের মতবিরোধের ব্যাখ্যা মিলে)। তবে সে সময়ে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৬ অব্দ) এথেন্স কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধা পায়, কারণ তখন জবরদস্ত শাসক হিসেবে নিজের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণে চেষ্টিত পিসিসত্রাসুস ও তাঁর অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। কিন্তু মাত্র এক পুরুষ আগে স্পার্টা পিলোপোনিসের উপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল এবং সাহায্যদানে ছিল প্রস্তুত (কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে) কারণ ক্রীসাস ও তাঁর মিত্ররা যত ত্বরিত আক্রমণ হতে পারে বলে সম্ভব মনে করেছিলেন তার চাইতে অনেক বেশি দ্রুততার সাথে সাইরাস আক্রমণ করে বসলেন। একইভাবে ইতিহাসের আরো পিছনে গিয়ে হিরোডোটাস বর্ণনা করেছেন মিলেতুসের এরিস্তেগোরাসের কাহিনী, কি করে তিনি এথেন্সের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ) স্পার্টা ও এথেন্সের সাহায্য চেয়েছিলেন; কিন্তু স্পার্টায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, পারস্য সাম্রাজ্যের আয়তন, বিশেষ করে এফিসুস থেকে পারস্যের রাজধানী 'সুসা' পর্যন্ত রাজকীয় রাস্তাটির দৈর্ঘ সম্বন্ধে (সেপথের নিয়মিত মঞ্জিলসমূহ, নিরাপত্তা পোষ্ট এবং ডাকব্যবস্থাসহ, যা গ্রীসে ছিল একেবারেই অজ্ঞাত) তাঁর বিবরণ ছিল অতি মাত্রায় নির্ভরযোগ্য। তবে এথেন্সে তিনি স্বাগত সম্বর্ধনা লাভ করেন। কারণ এথেন্স পীড়নমূলক জবরদস্তি শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। তদুপরি শক্তিমত্তা ও আশাবাদিতায় এথেন্স ছিল অগ্রণী, এবং সঙ্গে রয়েছে পীড়নমূলক জবরদস্তি শাসনকে ক্ষমতা থেকে উম্মূলিত করার কাহিনী, যাতে স্পার্টার ছিল দুটি ভূমিকা। এ কাহিনী আবার করিন্থ এবং সিকিয়ানের খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জবরদস্তি শাসনের ইতিহাসকে যুক্ত করেছে। এর পরেই আবার রয়েছে ঈজিনা ও এথেন্সের

মধ্যকার একটি যুদ্ধের বিবরণ এবং স্পার্টার হাতে আর্গোসের মারাত্মক পরাজয়ের কাহিনী। ইতিবৃত্তে এই সব এবং এ ছাড়াও আছে আরো কিছু কাহিনীর বর্ণনা, যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেবল হিরোডোটাসের ব্যক্তিগত আকর্ষণের কারণেই, এবং তা খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ থেকে (ম্যারাথনের যুদ্ধ) খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ সাল (যার্কসেসের আক্রমণ) পর্যন্ত গ্রীসের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

গল্পকার হিসাবে হিরোডোটাসের প্রতিভা — ইতিবৃত্তে হিরোডোটাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর গল্প বলার বিস্ময়কর প্রতিভা অর্থাৎ গল্পকারের মতো তাঁর ইতিহাস বর্ণনার রীতি (যা হোমার থেকে স্বতন্ত্র নয়)। এজন্য তিনি বর্ণনা ছাড়াও নাট্যকারের মতো বক্তার কথোপকথন এবং সংলাপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই তিনি তা করেন। কারণ কাহিনীকার জানেন, তাঁর নিজের চরিত্রগুলি কি বলেছে এবং ওরা কি করেছে। ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ডেই তিনি এভাবে শুরু করেছেন একটি কাহিনী; লিডিয়ার সিংহাসনে গাইজেসের আরোহণের কাহিনী, একটি রাজ বংশের প্রথম পুরুষ, যার পঞ্চম ও শেষ নৃপতি ছিলেন ক্রীসাস। এই কাহিনীর পরেই শুরু হয়েছে আরো কাহিনী ঃ সোলোন এবং ক্রীসাসের কাহিনী; ক্রীসাস এবং আদ্রাতুসের কথা (একটি করুণ বিয়োগান্তক ছোট গল্পকথা ও একজন পরম শিল্প-স্রষ্টা কর্তৃক বিবৃত) ও বর্তমানে বন্দি ক্রীসাসের কথা এবং সাইরাসের বৃত্তান্ত। গোটা ইতিবৃত্তেই ছড়িয়ে রয়েছে এ সব কাহিনী এবং সকল প্রকার মেজাজমর্জিই কাহিনীগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সাইরাসের শৈশব, র‍্যামপসিনিতুস এবং চোরের কাহিনী (আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতো একটি গল্প যা হিরোডোটাস মিশরে শুনেছিলেন), সিপসেলাসের জন্মের কমেডি, করিন্থের প্রথম স্বৈরশাসক হয়েছিলেন যিনি এবং তাঁর পুত্র পেরিআন্দারের ভয়ানক কাহিনী (আরেকটি সেরা সৃষ্টি) এবং তাঁর পুত্র লাইকো ফ্রো যার্কসেস সম্পর্কিত রসাত্মক ছোট গল্প, যা হিরোডোটাস নিজে বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু বলার লোভ সামলাতে পারেন নি। কি করে যার্কসেস গ্রীস থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজডুবি থেকে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে হিরোডোটাস নিজে যে সব গল্প বলেছেন, তাঁর বর্ণনাপদ্ধতি সেই সব গল্পের মধ্যেই সীমিত কিংবা সুদূর অতীত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর ইতিবৃত্তের একেবারে মর্মমূলেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন হিরোডোটাস — যেমন ম্যারাথনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্যালিম্যাকাসের প্রতি মিলতিয়াদেসের উদ্দীপনামূলক পরামর্শ — আক্রমণের বিপদ ও ঝুঁকি বিষয়ে; যার্কসেসের প্রতি অর্তবানুসের সতর্কবাণী এবং সেলামিসের যুদ্ধের আগে গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে বিতর্ক। মিলতিয়াদেস যে এরূপ একটি উদ্দীপনাময় পরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই — তবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী

বহির্গত হওয়ার আগে, এথেন্সের কাউন্সিল বা পরামর্শ সভায়। মিলতিয়াদেস সেনাপতি না হলেও বিজয়ের নৈতিক রচয়িতাতো বটেই। একথা ঠিক নয় যে, অর্তবানুসের সতর্কতা বাণীগুলি যার্কসেসকে দেয়া হয়েছিল। গ্রীক নেতৃবৃন্দ এবং থেমিস্টোক্লিসের ক্লান্তিহীন তাগিদ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সত্য এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিরোডোটাসের বিশ্বাস — সৃষ্টিক্ষম বাস্তবতার কারণেই তা সহজবোধ্য। কারণ এর বেশিরভাগই তিনি লিখেছেন গল্পকারের স্টাইলে, ইতিহাসবিদের রীতিতে নয়।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি — প্রথম খণ্ডেই হিরোডোটাসকে এনে দেয় একটা সুযোগ ঃ অনেকটা যেন সোলোনের সঙ্গে ক্রীসাসের কথোপকথনের মাধ্যমে (সংলাপটি কালানুক্রমিকভাবে অসম্ভব, তবে তা নিশ্চয়ই হিরোডোটাসের উদ্ভাবিত নয়) পারস্য যুদ্ধের তাৎপর্য আগাম বলে দেয়ার প্রয়াস এবং এভাবে তাঁর সমগ্র ইতিবৃত্তের মর্মকথাটি তুলে ধরা ঃ 'বিপুল সমৃদ্ধি' একটা পিচ্ছিল ব্যাপার এবং তা পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি থাকে যার্কসেসের মতো ঔদ্ধত্য ও নির্বুদ্ধিতা। ক্রীসাস আগাগোড়াই সহানুভূতিসম্পন্ন ও দয়ালু, কারো বিপদে চূড়ান্ত রকমের মহানুভব। কেবল নিজের সম্পদ নিয়ে শিশুর মতো তুষ্ট এবং এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে কোনো বিপর্যয়ই ঘটবে না। তাই সোলোনের একথায় তাঁর হাসি পায় যে — কোনো মানুষকেই তার জীবনের অন্তিমক্ষণের আগেই সুখী বলা যায় না। ক্রীসাস তাঁর এই হাসি বজায় রেখেছিলেন যতক্ষণ না ট্রাজেডি নামলো তাঁর জীবনে, তার পুত্রের মৃত্যুতে। এরপর তিনি শোকাভিঘাত কাটিয়ে ওঠেন এবং প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা না করেই লঘুচিত্তে আক্রমণ করে বসলেন সাইরাসের উপর পারস্য অতিশয় শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই এবং তার পরিণতি হলো সামগ্রিক বিপর্যয়। মূল কাহিনীটি অর্থাৎ যার্কসেসের গ্রীক অবরোধ আরো স্পষ্ট বিষয় ঃ যে যুদ্ধটিতে মানুষের সকল যুক্তিবিচারে বিজয় ছিল উচিত তাতেই ঘটলো পরাজয় চূড়ান্তভাবে। এর অর্থ এ নয় যে হিরোডোটাস তার প্রবীণতর সমকালীন কবি ইস্কাইলাসের অতিরিক্ত কিছু বলেছেন। অর্থাৎ তিনি সোজা এই পুরনো নীতিবাক্যটি গ্রহণ করেছিলেন — 'অহঙ্কার উবে যায় পতনের প্রাক্কালে,' এটি ছিল সর্বসাধারণের একটি অভিজ্ঞতার বিষয় এবং তার জীবৎকালের বৃহত্তম ঘটনার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই দাবি করা হয়ে থাকে হিরোডোটাসের পক্ষে (এবং ইস্কাইলাস ও অন্যদের জন্যও) মানুষ এক সর্বশক্তিশালী ভাগ্যের ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই নয় এবং একারণে তার অহঙ্কার ও পতন, পাপ এবং শাস্তির কাহিনী তার জন্য কোনো চূড়ান্ত তাৎপর্য বহন করে না। ক্রীসাসের কাহিনী দ্বারা এটি সমর্থিত হয় বলে মনে হয়।

হিরোডোটাসের অবদান — হিরোডোটাস যে কেবল প্রথম এবং প্রধান গ্রীক ঐতিহাসিক ছিলেন তা নয়, ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম একটি সৃজনশীল রচনা তথা শিল্পকর্মে গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন। এর পূর্বে গদ্য ভাষা কেবল ঘটনাপঞ্জির রেকর্ডের ক্ষেত্রেই

ব্যবহৃত হতো এবং সকল সৃজনশীল রচনাই লিখিত হতো পদ্যে বা কবিতার আকারে। তাই হিরোডোটাসের ইতিবৃত্ত একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নতুন রীতির সৃষ্টি করে। ইতিবৃত্ত ছাড়া হিরোডোটাস আর কোনো গ্রন্থ লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না। বলাই বাহুল্য, গ্রীক ইতিহাসের সকল পাঠকের জন্যই হিরোডোটাস অপরিহার্য, কেবল তাই নয়, যারাই চমৎকার এবং আনন্দদায়ক রচনার মধ্যে তাদের কৌতূহল এবং আনন্দ চরিতার্থ করতে চান তারা কেউই হিরোডোটাসকে বাদ দেয়ার কথা ভাবতে পারেন না। তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কিন্তু হিরোডোটাসের মহত্ত্ব কেবল ইতিহাসবেত্তা হিসেবেই নয়, তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকারদের অন্যতম; তিনি পৃথিবীর সেরা কাহিনী সংগ্রাহক। তাঁর রসবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি বিস্ময়কর, ইতিহাসের বৃহৎ আন্দোলনসমূহকে শক্তিমত্তা ও চমৎকারিত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করবার ক্ষমতা তাঁর অতুলনীয়। এককালে তাঁকে বলা হতো 'মিথ্যার জনক' কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে হিরোডোটাস মোটামোটি নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য।

তাঁর ইতিবৃত্তটির পরিকল্পনা যুগপৎ বিশাল এবং সহজবোধ্য। তিনি চেয়েছিলেন যে সব ঘটনার কারণে গ্রীস প্রাচ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবেন এবং দারায়ুস ও যার্কসেসের নেতৃত্বাধীন পারস্যবাহিনীর স্মরণীয় সংগ্রামের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে তাঁর রচনা সমাপ্ত করবেন। হিরোডোটাস যখন এই ইতিবৃত্ত লিখছিলেন তখন এই যুদ্ধের স্মৃতি ছিল টাটকা, কারণ যুদ্ধ শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে, হিরোডোটাসের জন্মের সামান্য কিছু আগেই। হিরোডোটাস তাঁর এই কাঠামোর মধ্যে পারস্যশক্তির অভ্যুত্থান অনুসরণ করে মিশর, রাশিয়ার অনেক অঞ্চল এবং লিবিয়া, সাইরেনিকাসহ প্রাচীন বিশ্বের অধিকাংশ এলাকার ইতিহাস ও রীতিনীতির মোটামোটি একটা চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। এভাবে হিরোডোটাসই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গ্রীসের অভ্যন্তরভাগের ঘটনাবলীকে সঠিকভাবে স্থাপন করেছেন বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায়। একই সঙ্গে পারস্য সাম্রাজের বিশালতা ও মহান সাইরাসের নেতৃত্ব এবং তাঁর বিপুল সামরিক বিজয়সমূহের যে বিবরণ হিরোডোটাস দিয়েছেন তা তাঁর মূল বক্তব্যের নাটকীয় প্রভাব বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে — অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বহু খণ্ডে বিভক্ত গ্রীসকে পরাভূত করতে বিশাল এবং শক্তিশালী পারস্যবাহিনীর ব্যর্থ প্রয়াস ইতিহাসের একটি অন্যতম নাটকীয় পরিণাম।

হিরোডোটাস তাঁর ইতিবৃত্তের ঘটনাবলীর যে প্রধান রূপরেখাটি দিয়েছেন তা নির্ভরতার সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে, বিশেষ করে তিনি যখন পরিসংখ্যান দেয়ার প্রয়াস পান তখন অবশ্য আমরা তাঁর উপর ততটা নির্ভর করতে পারি না। তাঁর প্রাচ্যের বর্ণনার জন্য তাঁর সামনে ছিল দালান-ইমারত ও স্মৃতিসৌধমালার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, গ্রীক ভাষায় লিখিত কিছুসংখ্যক স্থানীয় উপাখ্যানও তাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত হিরোডোটাস সেগুলি পড়েছিলেন। সবশেষে, তিনি তাঁর সফরকালে যে সব

লোকের দেখা পেয়েছিলেন এবং যাদের সাথে কথা বলেছিলেন তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থানের তথ্যাদিও ছিল তাঁর হাতে। তাঁর রীতি ছিল ঃ তিনি যখন একই ঘটনার পরস্পরবিরোধী নানা রকম বিবরণ শুনতেন, সাধারণত তিনি সবগুলিই লিপিবদ্ধ করতেন এবং তার মধ্যে তাঁর নিজের বিবেচনায় কোনটি সবচেয়ে সম্ভাব্য তা উল্লেখ করতেন, তারপর পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিতেন সিদ্ধান্তের ভার। অপরিহার্যভাবেই এ ধরনের বেশিরভাগ বিষয়ই ছিল জনসাধারণ্যে প্রচলিত উপকথা বা কাহিনী, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের উপকরণ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি মূল্যবান, কারণ মানুষের কীর্তির মতোই মানুষ যা বিশ্বাস করতো তাও ইতিহাসের অংশ। হিরোডোটাস যে সব কাহিনীকে উপকথা বা অবিশ্বাস্য মনে করতেন সেগুলিকেও তিনি যে তাঁর ইতিহাসে স্থান দিয়েছিলেন তা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রমাণ পেশ করছে। সেটি হচ্ছে একটি ফনেসীয়ান জাহাজে করে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করার কাহিনী। তিনি বলেন, নাবিকরা যখন মহাদেশের দক্ষিণ-উপকূল থেকে জাহাজে করে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল তখন দুপুরের সূর্যকে তারা ডানদিকে দেখতে পেয়েছিল।

হিরোডোটাস তাঁর গ্রীসের ঘটনাবলীর বিবরণের জন্য নির্ভর করেন সেকালে বিদ্যমান খোদিত লিপি ও বাচনিক দলিল প্রমাণের উপর। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বাল্যকালে সেই সব লোকের সাথে কথা বলার দেদার সুযোগ পেয়েছিলেন, যারা পারস্যের বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযানগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো এবং ম্যারাথন, সালামিশ ও প্লাতীর রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসবিদের জন্য বাচনিক সাক্ষ্য প্রমাণ উত্তম নয়, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এর চাইতে উৎকৃষ্টতরো কিছু সেকালে ছিল না, প্রাচীনকালের অন্যান্য ইতিহাসবিদের মতোই, যাদের জন্য ছিল না দলিলী অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের উত্তরাধিকার, যা আজকের দিনে আমাদের রয়েছে — হিরোডোটাস ঐতিহাসিক কার্যকারণ সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে সাদাসিধা কলাকৌশলবর্জিত পন্থা অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রায় অনিবার্যভাবেই ইতিহাসের বড় বড় আন্দোলনের কারণ নির্দেশ করেছেন ব্যক্তির ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির মধ্যে, প্রত্যক্ষ হেতু হিসেবে — যার পশ্চাতে এবং দূর পটভূমিতে অবস্থান নেয় নিয়তি, মানুষের জীবনের চূড়ান্ত ও দুর্জ্ঞেয় রূপকার। তাঁর মতে খোদা এক ঈর্ষাতুর সত্তা, এবং মানুষের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না।

ইতিহাসবিদ হিসেবে হিরোডোটাসের ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার তালিকা সহজেই তৈরি করা যায়। কিন্তু সে তুলনায় তাঁর গুণাবলী অসংখ্য ও অগণনীয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে হিরোডোটাসের ইতিবৃত্ত হচ্ছে সর্বাধিক তথ্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থাদির অন্যতম। সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তিনি যে চূড়ান্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিপুল পরিমাণ বহু বিচিত্র উপাদানরাশিকে একটি মাত্র শিল্পরূপে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, তাতেই নিহিত রয়েছে, যদিও

সেই বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিরও আকর্ষণ মোটেই কম নয়। তাঁর জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা ছিল অপরিসীম। মানুষ কি করেছে এবং কিভাবে করেছে তা জানার জন্য তাঁর লোভের শেষ ছিল না। খুব কম বিষয়েই তাঁর বিস্ময় উদ্রেক হয়েছে — কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মনোযোগী। বাস্তব, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড ও ব্যাপার-বিষয়াদি দেখে তিনি উল্লসিত হতেন ঃ যেমন, নীলনদের তীরে জাহাজ নির্মাণের পদ্ধতি, ফোরাত নদীতে ডিম্বাকৃতি চামড়ার তৈরি বড় বড় মালবাহী নৌকা, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল, যার বলে যার্কসেস মাউন্ট এথোসের মধ্য দিয়ে খনন করেছিলেন একটি খাল। মিশরীয় পিরামিড নির্মাণের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে চমৎকারভাবে, বিশদ খুঁটিনাটিসহ, যেমন বর্ণিত হয়েছে ব্যাবিলনের বিস্ময়কর প্রাচীরগুলি এবং আসিরীয় রানীদের অধীনে ফোরাত নদীর গতি পরিবর্তন। তাঁর কিছু কিছু কাহিনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীগুলির অন্যতম এবং কাহিনীগুলি বলাও হয়েছে মহত্তম নৈপুণ্যের সঙ্গে — যেমন, গাইজেস কিভাবে লিডিয়ার সিংহাসন দখল করেছেন, কিভাবে ক্রীসাসকে প্রজ্জ্বলন্ত চিতা থেকে রক্ষা করা হয়েছিল, রাখালের কুটিরে বালক সাইরাসের লালনপালন, র‍্যামপসিনিতুস, এবং ফেরাউনের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন (সর্বাপেক্ষা চমৎকার কাহিনীগুলির অন্যতম), ক্লিসথেনিসের কন্যার নিকট প্রেম নিবেদনের চমৎকার রসমধুর কাহিনী, এবং হিপ্পোক্লিডিসের বৃত্তান্ত, যিনি নেচে নেচে তাঁর বিয়ে সমাপ্ত করেন। যার্কসেস এবং যে সমুদ্র নাবিক তাঁকে ঈজীয়ান সমুদ্র থেকে ঝড়ের মধ্যে নিরাপদে তীরে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর অদ্ভুত তিক্ত কাহিনী। তারপরে রয়েছে মহৎ বর্ণনার সেই সব অনুচ্ছেদ — যেখানে হিরোডোটাস সহজেই আরোহণ করেছেন চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে, বিষয়ের উপযোগী বর্ণনায় এবং বিবৃত করেছেন তাঁর মহৎ ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী — মালীয় দলত্যাগীর সেনাপতিত্বে পর্বতের উপর দিয়ে থার্মোপোলিতে স্পার্টানদের পশ্চাৎভাগে পারস্য-সৈন্যবাহিনীর নৈশ অভিযান এবং লিওনিদাস, তাঁর তিন শত যোদ্ধার মৃত্যু ও সেলামিসের সঙ্কীর্ণ প্রণালীগুলিতে যার্কসেসের নৌবহরের আটকে পড়া এবং প্লাতীর রণাঙ্গনে চূড়ান্ত বিজয়। স্পার্টার মূল্যে হিরোডোটাস তাঁর ইতিহাসকে এথেন্স-এর পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন বলে হিরোডোটাসকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। তাঁর এ পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তবু উদার মানবিক অর্থে তাঁর অন্যতম মহত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর খোলামন এবং নিরপেক্ষতা। গভীরভাবে এবং মূলত, তিনি গ্রীক হলেও বিদেশী আচারআচরণ বা প্রতিষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে তাঁর বিন্দুমাত্রও তাচ্ছিল্যবোধ বা ঘৃণা ছিল না। তিনি তাঁর সফরকালে; বিশেষ করে রুশ হেস্তপ অঞ্চলে ভ্রমণকালে তিনি যে সব অসভ্য গোত্রের কথা শুনেছেন এবং যাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাদের ঘৃণ্য আচারআচরণে তিনি বিস্ময়, করুণা বা ঘৃণা কিছুই প্রকাশ করেন নি। কেবল সর্বদাই মানব জীবনের অভাবিতপূর্ব বৈচিত্র্যে তাঁর উল্লসিত আগ্রহই ব্যক্ত করেছেন। এই গোত্রগুলি বাস করতো একটা হ্রদের মধ্যে, খুঁটির উপর তৈরি কুটিরের

উপর, ভাঙ পুড়িয়ে তারই ধূম্র পান করে ওরা মাতলামি করতো, বয়স্ক স্বজনদের হত্যা করে তাদের মাংস খেত; মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করতো। এসব দেখেও তিনি ওদের প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নি। সফরসঙ্গী হিসেবে নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন উত্তম।

হিরোডোটাসের রচনার স্টাইল সহজ এবং বোধগম্য, তাঁর ভাষা কাব্যাক্রান্ত। কারণ বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে কল্পনার সাথে সম্পর্কিত শব্দমালার বিচ্ছেদ ঘটার বহু আগে তিনি তাঁর ইতিবৃত্ত রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থলিখিত হয়েছিল জনসাধারণ্যে অথবা গোপনে শ্রোতাদের উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনানোর জন্য, নির্জনে বসে পাঠ করার জন্য নয়। এই পুস্তকে চূড়ান্ত আকর্ষণীয় বহু রকমের তথ্যের বিপুল সমাবেশ ছাড়াও আমাদের মধ্যে তা সৃষ্টি করে প্রাচীন বিশ্বের সম্বন্ধে একটি উপলব্ধি ও অনুভূতি — যা কোনো প্রাচীন পুস্তকই আমাদেরকে দেয় না অর্থাৎ প্রাচীন বিশ্বের আনন্দোচ্ছলতা এবং বিষাদের সৌন্দর্য, পাশবিকতা ও সর্বোপরি এর ভয়ংকর অনিশ্চয়তার এক সুস্পষ্ট ও জীবন্ত ছবি।

হিরোডোটাসের ইতিবৃত্ত কেবল এর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই ইউরোপের মহৎ গ্রন্থগুলির অন্যতম নয়, বরং ইতিহাসের যে কালটি এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে তার গুরুত্বের কারণেও। এই গ্রন্থে বর্ণিত অন্য সমস্তকিছুই পারস্য যুদ্ধগুলির পক্ষে প্রস্তুতি বিশেষ, যে যুদ্ধগুলি হচ্ছে পৃথিবীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধগুলির অন্তর্গত। এই যুদ্ধে গ্রীস যদি পরাভূত হতো তাহলে আজ আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলতে যা জানি, কখনো তার জন্ম হতো না।

শাহেদ আলী

প্রথম খণ্ড

আমার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল এ বইটিতে আমার লক্ষ্য দুটি; প্রথমত, আমি আমাদের স্বজাতি এবং এশীয় জাতিগুলির বিস্ময়কর সাফল্যগুলি লিপিবদ্ধ করে অতীত স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চাই — দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে আমি দেখাতে চাই কি করে এ দুই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো।

পারস্যের ঐতিহাসিকরা এই বিবাদের দায়িত্ব ফিনিসীয়দের ঘাড়ে চাপাতে চান। শুরুতে ফিনিসীয়রা এসেছিল ভারতীয় সাগরের উপকূলীয় এলাকা থেকে। ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পরপরই যখন তারা তাদের বর্তমান বাসস্থানে বসতি স্থাপন করলো তখন থেকেই তারা শুরু করে দুর-দারাজের সওদাগরির অভিযান। মিসর এবং আসিরিয়ার মালপত্র জাহাজে বোঝাই করে তারা উপকূলভাগের বিভিন্ন বন্দরে তেজারতি করতে থাকে। এসব স্থানের মধ্যে আর্গোসও ছিল। হাল আমলে যে সব দেশকে সাধারণভাবে হেল্লাস বলা হয় সেকালে আর্গোস ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এই আর্গোসে তারা তাদের জিনিসপত্রের মেলা বসায় এবং মেলায় সেগুলি বিক্রি করে। পাঁচ ছ'দিন পর বেচাকেনা যখন প্রায় শেষ হয়েছে তখন মেলা দেখার জন্য একদল স্ত্রীলোক সমুদ্র তীরে নেমে আসে। এদের মধ্যে রাজার কন্যাও ছিলেন। গ্রীক এবং ইরানি ঐতিহাসিকরা একমত যে এই শাহজাদি হচ্ছেন ইনেকাসের কন্যা আয়ো। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে এই স্ত্রীলোকরা ইচ্ছেমতো কেনাকাটা করছে। এমন সময় ফিনিসীয় নাবিকরা হঠাৎ হাঁকডাক শুরু করে দেয় এবং স্ত্রীলোকদের দিকে ছুটে আসে। ওদের বেশিরভাগই পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু আয়ো এবং তার সংগে আরো কয়েক জনকে ফিনিসীয়রা ধরে ফেলে, ওদের বেঁধে জাহাজে তুলে নোঙর তুলে নেয়, তারপর সংগে সংগে জাহাজ ছেড়ে দেয় মিসরের পথে।

ইরানি বর্ণনা মতে, আয়ো এভাবেই মিশরে আসেন, আর এটিই হচ্ছে উস্কানিমূলক বহু ঘটনার মধ্যে প্রথম। গ্রীকগণ অবশ্য ভিন্ন কথা বলে। পরে কিছু সংখ্যক গ্রীক — সম্ভবত ওরা ছিল ক্রীটের অধিবাসী তবে ইরানিরা ওদের নাম লিপিবদ্ধ করেনি — ফিনিসীয় বন্দর টায়ারে অবতরণ করে এবং রাজার কন্যা ইউরোপাকে নিয়ে পালিয়ে যায় — একেই বলে যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

পরে যে অসঙ্গত কাজটি ঘটে তার জন্যও গ্রীকরাই দায়ী। ওরা এক সশস্ত্র সওদাগরি জাহাজে করে কলখিস-এর ফাসিস নদী তীরের ঈয়া বন্দরে উপস্থিত হয়। সেখানে ওরা কেবল সওদাগরি তেজারতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, ফেরার সময় রাজার কন্যা মিডিয়াকেও অপহরণ করে নিয়ে আসে। রাজা এজন্য গ্রীসের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং

শাহজাদিকে ফেরত চেয়ে পাঠান। কিন্তু গ্রীকরা তাতে রাজি হলো না — তারা জবাব পাঠালো ক্ষতিপূরণ দেবার ইচ্ছা তাদের নেই, কারণ আর্গোস থেকে আয়োকে অপহরণের জন্য তারাও কোনো ক্ষতিপূরণ পায় নি।

কাহিনী থেকে জানা যায়, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিস এসব বৃত্তান্ত শুনে খুবই উৎসাহিত হয় এবং সে নিজের জন্য গ্রীস থেকে একটি স্ত্রী অপরহণ করে নিয়ে আসবে বলে মনস্থ করে। তার বিশ্বাস ছিল, গ্রীকদের মতোই এ জন্য তাকে কোনো মূল্য দিতে হবে না। প্যারিস এভাবেই অপহরণ করেছিল হেলেনকে।

এ অপকর্মের পর গ্রীকরা প্রথমে এর সন্তোষজনক জবাব চায় এবং হেলেনকে ফেরত দেয়ার দাবি জানায়। এর জবাবে মিডিয়ার অপহরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয় — এ কৈফিয়ত আশা করা অন্যায়, কারণ গ্রীকরা নিজেরাই ওদের কাজের কৈফিয়ত দেয় নি। মেয়েটিকে যে ওরা আটকে রেখে দিয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

এ পর্যন্ত উভয়পক্ষে নারী অপহরণ ছাড়া মন্দ কিছু ঘটে নি। কিন্তু এর পরে যা ঘটে তার জন্য ইরানি ঐতিহাসিকরা গ্রীকদেরকেই দায়ী করেন। কারণ সামরিক পরিভাষায় ইউনানীরাই ছিল আক্রমণকারী। তাঁদের মতে তরুণী অপহরণ অবশ্য আইনসম্মত কাজ নয়; তবে কোনো তরুণী অপহৃত হলে এ নিয়ে উত্তেজিত হওয়া বোকামি। বুদ্ধিমানের একমাত্র কাজ হলো উপেক্ষা করে যাওয়া; কারণ একথা সবাই জানে যে কোনো নারীই নিজেকে অপহৃত হতে দেয় না যদি না সে নিজে তা চায়। ইরানি ঐতিহাসিকদের মতে এশিয়ানরা নারী অপহরণের ব্যাপারটিকে অতি হাল্কাভাবেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ইউনানীদের কথা আলাদা। শুধু স্পার্টার একটি মেয়ের কারণে ইউনানীরা এক বিরাট ফৌজ তৈরি করে, এশিয়ার উপর হামলা চালায় এবং প্রায়ামের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়। এ থেকেই এশিয়ানদের প্রতি ইউনানী জগতের শত্রুতা চিরন্তন — ইরানিদের মনে এ বিশ্বাস জন্মায়। কারণ, তাঁদের মতে, ইরানি অধিকারভুক্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী বহু জাতি অধ্যুষিত এশিয়া থেকে ইউরোপ ও ইউনানী রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র।

এই তাহলে ইরানি কাহিনী। তাঁদের মতে ট্রয় দখলই প্রথম তাদের ইউনানীদের দুশমন করে তোলে।

আয়ো সম্বন্ধে ইরানি বৃত্তান্ত ফিনিসীয়রা মানে না। আয়োকে ওরা জোর করে মিশরে নিয়ে গিয়েছিল — একথা ওরা স্বীকার করে না। বরং মেয়েটি আর্গোসে থাকাকালেই জাহাজের কাপ্তানের সাথে রাত্রিযাপন করে। আর তার ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সে শরমে মাবাপকে মুখ দেখাতে পারবে না এবং ধরা পড়ে যাবে, এই ভয়ে নিজের ইচ্ছায় ওদের সাথে পালিয়ে যায়।

ইরানি এবং ফিনিসীয়ান কাহিনী সম্বন্ধে উপরে যতটুকু বলা হলো তাই যথেষ্ট—এ বিবরণের সত্য মিথ্যার উপর কোনো মন্তব্য করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি বরং আমার নিজের জ্ঞানের উপরই নির্ভর করতে চাই এবং দেখাতে চাই, আসলে কে প্রথমে

ইউনানীদের আত্মাভিমানে ঘা দিয়েছিল। এরপর আমি এগুবো আমার ইতিহাস নিয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে ছোট বড় সকল নগরীর কথাই বলার চেষ্টা করবো। যেসব নগরী এককালে খুবই বৃহৎ ছিল তাদের বেশিরভাগই আজ হয়ে পড়েছে তুচ্ছ, নগণ্য, আর আমার জীবন-কালে যে সব শহরবন্দর বিরাটত্ব অর্জন করেছে অতীতকালে সেগুলি ছিল খুবই তুচ্ছ। আমি ছোট নগরীর কথা বলি বা বড় নগরীর কথা বলি তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ এ পৃথিবীতে কেউই সুদীর্ঘকাল ধরে সমৃদ্ধিশালী থাকে না।

জন্মের দিক দিয়ে এলয়াতিস হচ্ছেন লিডীয়ান; তাঁর পুত্র ক্রীসাসের এলাকাভুক্ত ছিল হালীস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সবক'টি জাতি। এই নদীটি উত্তর দিকে কৃষ্ণসাগরে গিয়ে পড়েছে। হালীস হচ্ছে কাপ্পাডোসিয়া এবং পাফলাগোনিয়ার মধ্যে সীমানা। আমাদের জানা মতে ক্রীসাসই হচ্ছেন প্রথম বিদেশী যিনি ইউনানীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেছিলেন। এ সম্পর্ক তিনি স্থাপন করেছিলেন বিজয় এবং সন্ধি উভয় প্রক্রিয়ায়। তিনি আইয়োনীয়ান, ইতালীয়ান এবং এশিয়ার ডোরীয়ানদের কর দানে বাধ্য করেন এবং ল্যাসিদিমনীয়ানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করেন। এর আগে কিমারীয়ানরা আইয়োনীয়ার উপর যে আক্রমণ করে তা নেহাৎই লুটতরাজ ছাড়া আর কিছু ছিলো না এবং কোনো অর্থেই তাকে বিজয় বলা চলে না। তাই, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ক্রীসাসের আমলের আগে সকল ইউনানীই ছিলো স্বাধীন।

লিডিয়ার সার্বভৌমত্ব ছিলো হিরাকল গোত্রের অধিকারে। এক্ষমতা নিম্ন বর্ণিতভাবে মারমনাদী গোত্রের ক্রীসাস পরিবারের হাতে চলে যায়। সার্দিসের রাজা ক্যান্ডুলেসকে গ্রীসীয়ানরা বলতো মীরসিলাস, তিনি ছিলেন হিরাকলের পুত্র আলসিয়াসের বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন মীরসাস; সার্দিসে হিরাকলবংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেন তাঁর মধ্যে ক্যান্ডুলেস হচ্ছেন সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম হচ্ছেন আগরঁ। আগরঁ-এর পিতা হচ্ছেন নীনাস, দাদা বিলাস এবং পরদাদা আলসিয়াস। আগরঁ-এর আমলের আগে, রাজত্ব করেন 'আতীশ-পুত্র 'লিডাসে'র পরিবার; তা থেকেই ওদের নামকরণ হয়েছে লিডীয়ান। পূর্বে এ বংশেরই নাম ছিলো 'মীওনিয়া'ন। এ রাজন্যবর্গই হিরাকল বংশের হাতে শাসনভার তুলে দেয়। ইয়ার্দানাস গোত্রের একটি বাঁদি ও হিরাকলের মিলনেই হিরাকল পরিবারের সূচনা। পরে হিরাকল পরিবারের রাজ্যাধিকার এক দৈবজ্ঞ কর্তৃক সমর্থিত হয়। তারা বাইশ পুরুষ ধরে রাজত্ব করে। মোটমাট পাঁচশো পাঁচ বছর। মীরসাসের পুত্র ক্যান্ডুলেস পর্যন্ত, প্রত্যেক পুরুষেই, পিতার পর পুত্র রাজত্ব করেছেন।

ক্যান্ডুলেস তাঁর স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীতে তার স্ত্রীর মতো সুন্দরী রমণী আর নেই। তাঁর ধারণার পরিণাম হয়েছিলো অপ্রত্যাশিত।

রাজার দেহরক্ষীদের মধ্যে একজন লোক ছিলো, রাজার অত্যন্ত প্রিয়। লোকটির নাম হচ্ছে গাইজেস — ডাস্কাইলাসের পুত্র। ক্যান্ডুলেস যে ওর সাথে কেবল নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আলোচনা করতেন, তা নয়, ওকে নিজ স্ত্রীর রূপের স্তুতিও শোনাতেন।

একদিন হতভাগ্য রাজা গাইজেসকে বললেন — 'মনে হচ্ছে আমি যখন বলি আমি আমার স্ত্রীকে কতো ভালোবাসি, তুমি তা বিশ্বাস করো না। ভালোকথা, মানুষ সবসময়ই যা শোনে, তার চাইতে যা দেখে, তা বেশি বিশ্বাস করে। কাজেই আমার কথা মতো কাজ করো। ওকে নগ্ন অবস্থায় দেখার জন্য এক উপায় খুঁজে বের করো।'

গাইজেস ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। 'হুজুর! কি অনুচিত কথা! আপনি কি চান রানীর গায়ে যখন কোনো কাপড় থাকবে না তখন আমি তাঁর দিকে তাকাবো? না না, এ হতে পারে না। আপনি জানেন, লোকে মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলে? 'তার বস্ত্র নেই তো তার আবরুও নেই!' আমাদের উচিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া। ভালো কি, মন্দ কি, তা স্থির হয়েছে বহুকাল আগেই। কাজেই আমি আপনাকে বলছি — ভালো কি, কর্তব্য কি। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া। আপনার বেগম যে সবচেয়ে সুন্দরী রমণী, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভালোর জন্যই বলছি আমাকে একজন অপরাধীর মতো কাজ করতে বলবেন না।'

এভাবে সে, রাজার আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার ফল যে কি হতে পারে, তাই ভেবে গাইজেস অতিমাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছিলো।

অবশ্য রাজা তাকে এ নিয়ে বিব্রত বোধ না করতে বললেন। 'এতে ভয়ের কিছুই নেই' — ক্যান্ডুলেস বললেন — 'আমরা কিংবা আমার বেগম, কারো তরফ থেকেই। আমি তোমার জন্য ফাঁদ পাতছি না। আর আমার বেগম — আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি — সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সে জীবনেও জানতে না পারে যে, তুমি তাকে দেখেছো। শোনো, আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখবো, শোবার ঘরের খোলা দরজার আড়ালে। আমার স্ত্রী আমার পিছু পিছু আসবে বিছানায়, দরজাটির কাছেই একটি চেয়ার আছে; সে তার কাপড়গুলি একটা একটা করে খুলে রাখবে ঐ চেয়ারের উপর। তুমি নিশ্চিন্তে দেখতে পারবে তাকে। তারপর সে যখন তোমার দিকে পিঠদিয়ে চেয়ার থেকে বিছানার দিকে এগুবে, তখন তুমি বেরিয়ে যাবে দরজা দিয়ে। লক্ষ্য রাখবে, সে যেন তোমাকে ধরে না ফেলে।'

গাইজেস রাজার অনুরোধ এড়াতে পারলো না। যখন শোবার সময় হলো ক্যান্ডুলেস তাকে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের কোঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কামরায় এসে প্রবেশ করেন রানী। গাইজেস দেখতে পেলো — রানী তার কাপড়গুলি চেয়ারের উপর রাখছেন; তারপর, যে মুহূর্তে তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে পেছন দিকে চেয়ে বিছানায় যাবার উপক্রম করছেন, তখুনি গাইজেস চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে কামরা থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রানী তাকে দেখে ফেললেন।

মুহূর্তেই রানী বুঝতে পারলেন তাঁর স্বামী কি করেছেন। কিন্তু চিৎকার করে তিনি লজ্জা প্রকাশ করলেন না; এমনকি, তিনি যে কিছু দেখেছেন তাও জানতে দিলেন না। বরং এর বদলা নেয়ার জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে শপথ করেন। কারণ লিডীয়ানদের

নজরে বেশির ভাগ বর্বর জাতির মতোই কোনো পুরুষকেও উলঙ্গ দেখা অত্যন্ত অশ্লীল কাজ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

তখনকার মতো তিনি তাঁর মুখ বন্ধ রাখলেন। তিনি কিছুই করলেন না। তবে পরদিন সকালে তিনি গাইজেসকে ডেকে পাঠালেন। অবশ্য তার আগেই তিনি যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ভৃত্যদের তৈরি করে রাখলেন। রানীর সংগে দেখা করার জন্যে তাঁকে দাওয়াৎ করাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিলো না। সুতরাং গাইজেস হুকুম তামিল করলো, তাঁর বিন্দুমাত্র এ সন্দেহ হলো না যে পূর্বরাত্রে যা ঘটেছে রানী তা জানেন।

'গাইজেস', সে হাজির হওয়া মাত্রই রানী তাঁকে বললেন, 'তোমার জন্য দুটো মাত্র পথই খোলা আছে — এর একটি তুমি বেছে নিতে পারো। ক্যান্ডুলেসকে হত্যা ক'রে সিংহাসন দখল করো, আর আমাকে বানাও তোমার স্ত্রী। আর না হয় এ স্থানেই তোমাকে মরতে হবে — যাতে, রাজার প্রতি অন্ধ অনুসরণে তুমি আর কখনো, তোমার যা দেখার অধিকার নেই তা দেখার লোভ না করতে পারো। তোমাদের একজনকে অবশ্য মরতে হবে — হয়, এই দুষ্ট ষড়যন্ত্রের জন্য আমার স্বামীকে মরতে হবে অথবা তোমাকে মরতে হবে — কারণ, তুমি আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ঔচিত্যের সীমা লংঘন করেছো।'

কিছুক্ষণের জন্য গাইজেস এতোটা বিস্মিত হলো যে তার মুখে কোনো কথা এলো না। শেষ পর্যন্ত যে কথা খুঁজে পেলো এবং রানীকে জোড়হাত করে বললো, তিনি যেন তাঁকে এমন একটি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য না করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো — সে সত্যি সত্যি বিকল্পের সম্মুখীন হয়েছে — হয় তাকে তার প্রভুকে হত্যা করতে হবে, অথবা তার নিজেকে নিহত হতে হবে। সে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো , নিজে বাঁচার সিদ্ধান্ত।

— 'আমাকে বলুন', গাইজেস বললো, আপনি যখন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বাধ্য করছেন রাজাকে খুন করতে — আমরা কি করে তাকে আঘাত হানবো?"

— তিনি যখন ঘুমে থাকবেন, তখনি আমরা তাঁকে অক্রমণ করবো, রানী জবাব দিলেন, এবং ঠিক সেই জায়গায় তাকে আক্রমণ করবো, যেখানে তিনি আমাকে উলঙ্গ করে তোমাকে দেখিয়েছিলেন।'

এ আক্রমণের জন্য সকল প্রস্তুতি নেয়া হলো। রানী তাকে যেতে দিলেন না। বলা যায়, তাকে কোনো সুযোগই দিলেন না। এ উভয় সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য, ক্যান্ডুলেস এবং গাইজেস এদের দু'জনের একজনকে অবশ্য মরতে হবে। রাত এলে গাইজেস রানীকে অনুসরণ করলো রানীর কক্ষে। তিনি গাইজেসের হাতে একটা ছুরি দিয়ে সেই একই দরজার আড়ালে তাকে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর ক্যান্ডুলেস যখন ঘুমিয়ে পড়লেন গাইজেস তখন ধীরে ধীরে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাঁকে আঘাত করলো।

এভাবেই গাইজেস সিংহাসন দখল করলো এবং রানীকেও বিয়ে করলো।

পরবর্তীকালে, ডেলফির এক দৈবজ্ঞের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা অনুমোদিত হয়। ক্যান্ডুলেসের হত্যায় বিক্ষুব্ধ লিডীয়ানরা সংগ্রামের জন্য তৈরি ছিলো; অবশ্য তারা পরে গাইজেসের সমর্থকদের সাথে একমত হয় যে, দৈববাণীর মতে গাইজেস সত্যিই রাজা হলে গাইজেসকে রাজত্ব করতে দেয়া উচিত। পক্ষান্তরে দৈববাণী যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাঁকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে হবে হিরাকল বংশের হাতে।

দৈববাণী গাইজেসের পক্ষেই হলো। কাজেই তাঁর রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলো। যাই হোক, মন্দিরের দৈবজ্ঞ এও বললেন যে, পঞ্চম পুরুষে গিয়ে গাইজেসের উপর বদলা নেবে হিরাকলবংশ। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লিডীয়ানরা কিংবা তাদের রাজারা কেউই গুরুত্ব দেন নি, যতোক্ষণ না সত্যি সত্যি তা বাস্তবে ঘটলো।

এভাবেই মার্মানেডি হিরাকল বংশকে খতম করে দেয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করে। চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই গাইজেস ডেলফির মন্দিরে নানা রকম উপহার পাঠায়। বলতে কি, ঐ মন্দিরের রূপার প্রায় সবটুকুই আসে গাইজেসের নিকট থেকে। তাছাড়াও, সে পাঠায় নানান ধরনের বহুসংখ্যক সোনার পাত্র; তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছয়টি সোনার হামানদিস্তা। এই পাত্রগুলির মিলিত ওজন প্রায় ২৫০০ পাউন্ড। করিন্থীয়ান কোষাগারে রক্ষিত আছে এগুলি। অবশ্য, করিন্থীয়ান কোষাগারকে সরকারি খাজাঞ্চিখানা না বলে ঈশনের পুত্র সিপসেলাসের খাজাঞ্চিখানা বলাই সঙ্গত।

আমাদের জানামতে, গর্ডিয়াসের পুত্র ফ্রাইজিয়ার রাজা মাইডাসের পর গাইজেসই হচ্ছে প্রথম বিদেশী যে ডেলফিতে পূজা দিয়েছিলো। মাইডাস যে সিংহাসনে বসে বিচার করতেন সেই সিংহাসনটি দান করেন। গাইজেসের দেয়া পাত্রগুলির সাথে এ সিংহাসনটিও রক্ষিত আছে; এগুলি দেখবার মতো জিনিস বটে।

ডেলফির অধিবাসীরা গাইজেস যে সোনারূপা পাঠিয়েছিলো সেগুলিকে গাইজেসের নামানুসারে, গাইজেসের ধন বলে উল্লেখ করে থাকে।

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরই গাইজেস মিলেতুস ও স্মার্নার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করে এবং কলোফোন দখল করেন। তার সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে এটিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে তার সম্বন্ধে আর মন্তব্য করবো না। তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আর্দাইস সম্বন্ধে এবার বলবো।

আর্দাইস প্রিয়েন দখল করে এবং মিলেতুস আক্রমণ করে। তার রাজত্বকালেই যাযাবর সিদীয়ান উপজাতিগুলির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কিমারীয়ানরা এশিয়ায় প্রবেশ করে এবং আর্দিস দখল করে, তবে তারা নগরীর সুরক্ষিত কেন্দ্রভাগ দখল করতে পারে নি।

আর্দাইস ঊনচল্লিশ বছর রাজত্বকরেন। তারপর তাঁর পুত্র সাদিআত্তেস সিংহাসনে বসেন। তিনি বারো বছর রাজত্ব করেন; তাঁর পরে সিংহাসনে বসেন আলিআত্তেস; তিনি ডিওসেসের পৌত্র সাইয়াকসারেসের অধিকারভুক্ত মিডিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন,

কিমারীয়ানদের এশিয়া থেকে বিতাড়িত করেন, কলোফোনের লোকদের দ্বারা স্থাপিত স্মার্ণা নগরী দখল করেন এবং ক্লেজামেনি আক্রমণ করেন। কিন্তু এস্থানে তিনি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, বরং তিনি এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

তাছাড়া আলিআত্তেস, তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে হয়, তাঁর পিতা মাইলেসীয়ানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সেই যুদ্ধ তিনি চালিয়ে যান। তাঁর রীতি ছিলো — প্রত্যেক বছর ফসল যখন পেকে উঠতো তখন তিনি মাইলেসীয়ান এলাকায় অভিযান চালাতেন শিঙ্গা, বীণা, করতাল ও অন্যান্য যন্ত্রের ধ্বনি সহকারে। সেখানে পৌছে তিনি কখনো সেদেশের ঘরবাড়ি পোড়াতেন না, ধ্বংস করতেন না, অথবা দরজাজানালা ভাঙতেন না, সব অক্ষত অবস্থায় রেখে দিতেন। তিনি শুধু গাছপালা এবং শস্য নষ্ট করে ফিরে যেতেন। এর কারণ হচ্ছে ঃ সমুদ্রের উপর মাইলেসিয়ার আধিপত্য — যে কারণে তাঁর ফৌজ কর্তৃক নিয়মিত অবরোধ অর্থহীন হয়ে পড়ে। মাইলেসীয়ানদের যাতে থাকবার মতো জায়গা থাকে এজন্য তিনি ওদের বাড়িঘর ধ্বংস করেন নি। যেন ওরা সেখান থেকে জমিতে কাজ করতে ও ফসল বুনতে পারে; কারণ, ওদেশে প্রত্যেক অভিযানেই তিনি কিছু-না-কিছু লুটতরাজ করতে পারবেন।

তিনি পরপর এগারো বছর এ কৌশল খাটান; এই সময়ের মধ্যে মাইলেসীয়ানরা দুবার মারাত্মক রকমে পরাজিত হয় — একবার তাদের নিজেদের দেশের ভেতরে লিমেনিয়ামের নিকটে, আরেকবারে মিয়ান্ডারের ময়দানে।

আর্দাইস, যিনি মাইলেসিয়া অবরোধ শুরু করেন এবং এই যুদ্ধের যিনি ছিলেন জনক, তিনি এই এগারো বছরের মধ্যে ছয় বছরই লিডীয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী পাঁচ বছর তাঁর পুত্র সাদিআত্তেস পিতার শুরুকরা এই যুদ্ধকে চালিয়ে নিয়ে যান তাঁর সকল শক্তি দিয়ে।

মাইলেসীয়ানরা আইয়োনীয়ানদের নিকট থেকে কোনো সাহায্যই পায় নি। শুধু কিওসের লোকেরাই তাদের সাহায্য করেছিলো। ওরা এক সম্মানজনক ঋণ শোধ করতে গিয়ে মাইলেসীয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে, কারণ ইতিপূর্বে মাইলেসীয়ানরা থিয়সের লোকদের ইরিত্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জানমাল দিয়ে সাহায্য করেছিলো।

যুদ্ধের দ্বাদশ বছরে ফসল পোড়ার ফলে এক আকস্মিক বিপদ ঘটে। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে আগুনকে প্রবল বাতাস আসেয়াস-এ অবস্থিত এথেনার মন্দির পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। ফলে মন্দিরটি পুড়ে যায়। সে সময় কেউই এ নিয়ে বেশি কিছু ভাবেনি; কিন্তু সেনাবাহিনী আর্দিসে ফিরে আসার পরই আলিআত্তেস অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন তাঁর অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। কাজেই, হয় কারো পরামর্শে অথবা নিজেই তিনি ভাবলেন — ডেলফিতে লোক পাঠিয়ে দেবতাদের নিকট তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাজার দূতেরা পৌছলে এপোলোর আচার্যা জানালেন, লিডীয়ানরা এথেনার যে মন্দির ধ্বংস করেছে ফের তা তৈরি করে না দেয়া

পর্যন্ত তিনি রাজার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন না। এ সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি, কারণ, কোনো কোনো ডেলফীয়ানের নিকট থেকেই আমি একথা শুনেছি। অবশ্য মাইলেসীয়ানরা এ কাহিনীর সাথে আরো কিছু যোগ করে থাকে। সে সময়কার মিলেতুসের রাজা ত্রেসিবুলাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সিপসেলাসের পুত্র পেরিআন্দার; তিনি জানতে পেরেছিলেন — ডেলফির আচার্যা কি বলেছেন। আলিআত্তেসের দূতদের এজন্য তিনি এ ব্যাপারে সবকিছু ত্রেসিবুলাসকে জানানোর জন্য ওঁর কাছে লোক পাঠান — কারণ, তিনি জানতেন, আগাম জানতে পারা মানেই আগাম অস্ত্রসজ্জিত হওয়া।

ডেলফি থেকে বার্তা পাওয়ার পরপরই আলিআত্তেস মিলেতুসের নিকট এক নকিব পাঠান; উদ্দেশ্য মন্দির যতোদিন না ফের তৈরি হয়েছে ততোদিনের জন্য সুলেহ করা। নকিব ছুটে গেলো, ইত্যবসরে, ত্রেসিবুলাস এক চতুর ফন্দি আঁটলেন। তিনি যে খবর পেয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি স্পষ্ট অনুমান করতে পারলেন আলিআত্তেসের সম্ভাব্য কর্মপন্থা কি। সুতরাং শহরে তাঁর নিজের এবং জনসাধারণের ভাঁড়ারে যতো শস্য ছিলো সমস্তই তিনি খোলা মাঠে জমা করালেন, এবং হুকুম জারি করলেন, সঙ্কেতমাত্র প্রত্যেকেই যেন মদ খেতে ও মাতলামি করতে শুরু করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, আলিআত্তেসের দূত যাতে তাঁকে গিয়ে বলে, সে দেখেছে কি বিপুল পরিমাণ শস্য হঠকারিতার সঙ্গে রাস্তার উপর ঢালা হয়েছে এবং নগরবাসী কিভাবে ফূর্তি করছে।

ঠিক এমনটিই হয়েছিলো। দূত এই ফূর্তি দেখে এবং তার মনিবের পয়গাম ত্রেসিবুলাসের নিকট পৌঁছে দিয়ে আবার সার্দিসে ফিরে আসে। তাই শুধু একারণেই সুলেহ হয় যে, আলিআত্তেস যদিও আশা করেছিলেন, মাইলেসীয়রা দুর্ভিক্ষের ফলে চরম দুর্দশায় পতিত হবে। তবু তাঁর দূত সার্দিসে ফিরে এসে জানায় প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, কারণ আসলে মাইলেসীয়ানরা মোটেই বুভুক্ষ নয়, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শান্তি চুক্তির শর্তানুসারে এ দুজাতি পরে বন্ধু ও মিত্র হয়ে ওঠে। আলিআত্তেস একটির বদলে এথেনার জন্য দুটি মন্দির তৈরি করেন আস্সিয়াসে, এবং নিজের স্বাস্থ্য ফিরে পান।

এই তো ত্রেসিবুলাস এবং মাইলেসীয়ানদের সাথে আলিআত্তেসের যুদ্ধের কাহিনী।

পেরিআন্দার ছিলেন সিপসেলাসের পুত্র এবং করিন্থের একচ্ছত্র শাসক। ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তিনিই ত্রেসিবুলাসকে জানান। তাঁর জিন্দেগিতেই ঘটেছিলা এমন এক অসাধারণ ঘটনার কথা করিন্থীয়ানরা বলে থাকে এবং লেসবীয়ানরা তার সত্যতা স্বীকার করে। কাহিনীটি 'মেথিমনা'-র আরিওন সম্পর্কে। তিনি ছিলেন সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী। আমরা যতোদূর জানি, তিনিই প্রথম গ্রীক আসবদেবতা বাক্কাসের উদ্দেশ্যে গান রচনা করেন এবং তার নামকরণ করেন 'ডিথির‍্যাম'; করিন্থে তিনিই এ জাতীয় সঙ্গীত ও কাব্যশিল্পের অনুষ্ঠান করেন। গল্পটি এই যে, আরিওন একটি শুশুকের পিঠে চড়ে

টীনেরাম যান। বেশিরভাগ সময়ই তিনি পেরিআন্দারের সঙ্গে কাটান। পরে তাঁর তীব্র ইচ্ছা হয় ইটালি ও সিসিলি যাওয়ার। তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছিলো। তিনি ঐসব দেশে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন করে আবার করিন্থে ফিরে যেতে চাইলেন। তিনি টীনেরাম থেকে এক করিন্থীয়ান জাহাজে করে রওয়ানা করেন। কারণ, করিন্থীয়ানদেরই তিনি সবার চাইতে বেশি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জাহাজ যখন সমুদ্রে এসে পড়লো তখন জাহাজের খালাসীরা ষড়যন্ত্র করে — তাঁকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তাঁর টাকাপয়সা সব লুঠ করবার জন্য। তিনি তাদের মতলব বুঝতে পেরে করজোড়ে তাদের বললেন, তোমরা আমার টাকাপয়সা সব নাও, কিন্তু আমাকে বাঁচাও। তাতে অবশ্য কোনো ফল হলো না। নাবিকরা তাঁকে বললো — তিনি যদি চান যে উপকূলভাগে তাঁর কবর হোক, তাহলে তিনি যেন আত্মহত্যা করেন, অথবা তিনি যেন এখুনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন।

আরিওন যখন দেখলেন যে, ওরা ওদের মতে অবিচল তখন তিনি শেষ চেষ্টা হিসাবে তাদের নিকট প্রার্থনা করলেন তাঁকে তাঁর গানের পোশাকে পাটাতনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে একটি গান শোনাবার অনুমতি দেয়ার জন্য। তিনি কথা দিলেন গান শেষ হবার পর তিনি আত্মহত্যা করবেন। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কের কণ্ঠ থেকে তারা গান শুনতে পাবে এই আনন্দে নাবিকরা পেছনদিক থেকে সামনের দিকে ছুটে আসে এবং জাহাজের মাঝখানে এসে জমা হয়। আরিওন তাঁর পুরো পেশাদারি পোশাক গায়ে চাপিয়ে তাঁর বাঁশি হাতে নিলেন এবং পাটাতনের পশ্চাৎভাগে দাঁড়িয়ে একটি খুব মধুর সুর তুলে গাইলেন। তারপর তিনি তাঁর সমস্ত কাপড়চোপড় নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

জাহাজটি করিন্থের পথে চলতে থাকে। এদিকে শুশুকটি আরিওনকে কুড়িয়ে নিজের পিঠে করে নিয়ে যায় টীনেরাম। আরিওন এখানে নেমে তাঁর গানের পোশাকেই করিন্থের দিকে রওয়ানা করেন। সেখানে পৌছে তিনি তাঁর গোটা কাহিনীটা বর্ণনা করলেন। পেরিআন্দার এ কাহিনী বিশ্বাস করার জন্য খুব তৈরি ছিলেন না। সুতরাং তিনি আরিওনকে কড়া পাহারায় রাখলেন এবং জাহাজের খালাসিদের কথা মনে রাখলেন। ওরা ফিরে এলে পেরিআন্দার ওদের ডেকে পাঠালেন এবং আরিওন সম্বন্ধে তাদের কোনো কথা আছে কিনা জানতে চাইলেন।- 'জী, হ্যাঁ,' ওরা জবাব দিলো, আমরা এঁকে ইটালির টীটেনামে রেখে এসেছি— নিরাপদে এবং সুস্থ অবস্থায়। কিন্তু তাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আরিওন নিজেই এসে হাজির হলেন ঠিক সেই বেশে, যে বেশে তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন সমুদ্রে। নাবিকদের জন্য এ ছিলো এক অপ্রীতিকর ব্যাপার। মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে, নতুন করে অস্বীকৃতি অর্থহীন।

করিন্থীয়ান এবং লেসবীয়ানরা এই কাহিনীই বলে থাকে। তাছাড়া এখানে টীনেরামে'র মন্দিরে আরিওনের এক অর্ঘ্য রয়েছে ঃ একটি শুশুকের উপর একটি মানুষের ব্রোঞ্জমূর্তি।

মিলেতুসের সাথে যুদ্ধ সমাপ্তির পর আলিআত্তেস মারা যান। সাতান্ন বছর রাজত্ব করেন। তাঁর খান্দানের মধ্যে তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি ডেলফিতে উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি একটি বৃহৎ রূপার গামলা ও ঢালাই করা লোহার খাঞ্চা উপহার দিয়েছিলেন। ডেলফিতে প্রদত্ত অর্ঘ্যগুলির মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি তৈরি করেন কিওসের গ্লুকাস, যিনি ঢালাই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

আলিআত্তেসের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র ক্রীসাস — তখন তাঁর বয়স ছিলো পঁয়ত্রিশ বছর। ক্রীসাস সর্বপ্রথম যে গ্রীক নগরটি আক্রমণ করেন সেটি হচ্ছে ইফেসাস। যখন তিনি নগরী অবরোধ করলেন তখন ইফেসীয়ানরা তাদের দেয়াল থেকে একটি রশি টেনে আর্টেমিসের মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যায়। এই যোগসূত্রের দ্বারা গোটা নগরটিকে তারা দেবীর রক্ষণাধীনে নিয়ে আসে। পুরনো যে নগরীটি অবরোধ করা হয়েছিলো সে নগরী থেকে মন্দিরের দূরত্ব ছিলো এক মাইলের কম। এভাবে, ইফেসীয়ানদের সাথে যুদ্ধের সূত্রপাত করার পর ক্রীসাস নানা অজুহাতে আইয়োনীয়া এবং ঈওলিয়ার সবকটি শহরই পরপর আক্রমণ করেন। এসব অজুহাতের কতকগুলি ছিলো গুরুতর এবং কতকগুলি তুচ্ছ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে কারণই তিনি পেতেন, তারই ভিত্তিতে তিনি আক্রমণ পরিচালনা করতেন। এশিয় গ্রীকদের সবাইকে তিনি কর দানে বাধ্য করেন, তারপর দ্বীপবাসীদের আক্রমণ করার জন্য জাহাজ তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু জাহাজ তৈরির জন্য যখন সমস্ত কিছু প্রস্তুত সেই সময়ে এমন কিছু ঘটে গেলো যার ফলে তিনি এ প্রয়াস থেকে বিরত হতে বাধ্য হলেন। বিয়াস নামক প্রিয়েনের জনৈক ব্যক্তি — কেউ কেউ বলে, মাইতেলিনিয়াবাসী পিত্তাকাস, — এই সময় সার্দিসে আসে। ক্রীসাস তার নিকট গ্রীসের খবর জানতে চাইলে সে বললো, আইয়োনীয়া দ্বীপের বাসিন্দারা দশ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে তৈরি হচ্ছে, ক্রীসাসকে সার্দিসে এসে আক্রমণ করতে।

ক্রীসাস এ উক্তিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেন, এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন — 'কি। দ্বীপবাসীরা ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে লিডিয়া আক্রমণ করতে চায়? আমি কেবল এই চাই যে তারা আক্রমণ করুক।'

'হুজুর', লোকটি জবাব দিলো, 'আমার মনে হয় আপনি চাইছেন, ঘোড়সওয়ার দ্বীপবাসীদের ভূভাগে পাকড়াও করবেন। আপনি ঠিকই মনে করেছেন। কিন্তু আপনি যে ওদের আক্রমণ করার জন্য জাহাজ তৈরি করতে যাচ্ছেন তাও ওরা জানে। আপনি কি মনে করেন — যদি বলি, ওরা লিডীয়ানদের সমুদ্রে ধরবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে মাত্র? আপনি তাদের যেসব ভাইবেরাদরকে ভূভাগে বন্দি করবেন তারই বদলা তারা এভাবে নেবে।'

ব্যাপারটি এভাবে পেশ করাতে ক্রীসাসের কল্পনা রোমাঞ্চিত হলো। তাছাড়া, বিষয়টি তার কাছে এমন যুক্তিযুক্ত মনে হলো যে, তিনি জাহাজ তৈরির খেয়াল ত্যাগ করলেন এবং আইয়োনীয়া দ্বীপের বাসিন্দাদের সাথে এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

কালক্রমে, ক্রীসাস সিলিসীয়ান ও লাইসীয়ানদের ছাড়া হ্যলীস নদীর পশ্চিম পাড়ের সবগুলি জাতিকেই জয় করেন। বাকি লিডীয়, ফ্রাইজীয়, মাইসীয়, মারিআন্দাইনীয়, ক্যালিবীয়, পাফলাগনীয়, থ্রেসীয় (থাইনীয় এবং বিথাইনীয়, উভয়ই), কারীয়, আইয়োনীয়, ডরীয়, ঈওলীয় এবং পাম্পাইলীয় — সবাইকে তিনি তার অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন।

এই সমস্ত জাতি যখন লিডীয় সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে সার্দিস উন্নতির চরম শীর্ষে পৌছলো, তখন সেকালের সকল বড়ো গ্রীক অধ্যাপকই একের পর এক রাজধানীতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এথেনবাসী সোলোন। তিনিই তাঁর দেশবাসীর অনুরোধে তাদের জন্য এক আইন সংহিতা তৈরি করেছিলেন। সে সময় তিনি সফরে ছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিলো তিনি দশ বছর বাইরে থাকবেন যাতে তাঁর তৈরি আইনের কোনোটি তাঁকে বাতিল করতে না হয়। মোট কথা, এই ছিলো তাঁর অনুপস্থিতির আসল কারণ, যদিও জাহিরা তিনি একথাই বলেন যে, তিনি দুনিয়াকে দেখবার জন্যই বেরিয়েছেন। এথেনীয়রা সোলোনকে বাদ দিয়ে তাঁর কোনো আইনের রদবদল করতে পারে নি; কারণ, তারা কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলো তারা সোলোনের আইনগুলিকে দশ বছরের সুযোগ দেবে।

তাহলে, এ কারণেই এবং বিদেশ সফরের আনন্দেও, সন্দেহ নেই — সোলোন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং মিশরে আমাসিসের দরবার দেখার পর তিনি ক্রীসাসকে দেখার জন্য সার্দিসে পৌঁছেন।

ক্রীসাস তাঁকে শাহী প্রাসাদে মেহমানদারির সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন; তাঁর উপস্থিতির তিন চার দিন পর ক্রীসাস তাঁর খিদমতগারদের কাউকে কাউকে নির্দেশ দেন — তাঁকে শাহী ধনাগার দেখাতে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে। সোলোন যে সুযোগ পেয়েছিলেন সে অনুসারে শাহী ধনাগার তন্ন তন্ন করে দেখার পর ক্রীসাস তাঁকে বললেন, "আমার এথেনীয় বন্ধু, আমি আপনার গভীর জ্ঞান সম্পর্কে অনেক শুনেছি, এবং জ্ঞানের তালাশে যে আপনি কতো ব্যাপকভাবে সফর করেছেন তাও শুনেছি। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারছিনা; আপনি যে সব মানুষকে এ পর্যন্ত দেখেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী কে?"

এ প্রশ্নের তাৎপর্য ছিলো এই যে, ক্রীসাস নিজেকেই সবচাইতে সুখী মানুষ মনে করতেন। কিন্তু সোলোন তোষামোদ করতে রাজি ছিলেন না, তাঁর মতে যা সত্য ঠিক সে অনুসারেই তিনি বললেন, "একজন এথেনবাসী — তাঁর নাম তেল্লাস।"

ক্রীসাস তাজ্জব বনে গেলেন। তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন — আপনার এই পছন্দের কারণ কি?

— দুটো উপযুক্ত কারণ আছে সোলোন বললেন — প্রথমত, তাঁর দেশ ছিলো সমৃদ্ধিশালী; তাঁর চমৎকার কয়েকটি পুত্র ছিলো, তিনি বেঁচে থাকতেই তার এই সব ছেলের

সন্তানাদি হয়েছিলো এবং তারা সবাই বেঁচে ছিলো। দ্বিতীয়ত, আমাদের আদর্শ মোতাবেক একটি মহৎ জীবন যাপন করবার পর তাঁর হয় গৌরবজনক মৃত্যু। তিনি তাঁর দেশবাসীর পক্ষে পার্শ্ববর্তী ইলিউসিস শহরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এবং দুশমনকে বিধ্বস্ত করে একজন সৈনিকের মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যে যায়গায় শহীদ হয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গায়ই সরকারিভাবে তাকে সমাধিস্থ করে এথেনীয়রা তাঁকে বিপুল সম্মান দেখায়।

সন্দেহ নেই যে, সোলোন তেল্লাসের সুখের এসব খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছিলেন — রাজাকে নৈতিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। ক্রীসাস ভাবলেন, নিদেনপক্ষে দুনম্বর পুরস্কারটি তাঁর প্রাপ্য। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, সোলোনের দেখা মানুষের মধ্যে দুনম্বর সুখী মানুষটি কে —

— আর্গোসের দুটি তরুণ।' জবাব দিলেন সোলোন, — ক্লিওবিস এবং বিতন, আরামে থাকার মতো যথেষ্ট ধনদৌলৎ তাদের ছিলো। শুধু যে মল্লযুদ্ধে তাদের বিজয়েই তাদের দৈহিক শক্তির প্রমাণ মেলে তা নয়, বরং নিম্নের ঘটনাটিতে তার আরো মজবুত সাক্ষ্য মেলে। আর্গাইভরা হীরা দেবীর উৎসব পালন করছিলো; এ দুযুবকের মা-এর জন্য তার গরুর গাড়িতে করে মন্দিরে যাওয়া ছিলো খুবই জরুরি। কিন্তু বলদগুলি মাঠ থেকে ফিরতে দেরি করে ফেলে। সময় নেই দেখে তাঁর দুপুত্র নিজেদেরকেই গাড়িতে জুঁতে দেয় এবং তাঁদের মাকে গাড়িতে বসিয়ে দুমাইল দূরবর্তী মন্দির পর্যন্ত সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। সমবেত জনতা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে; এরপর এমনভাবে তাদের মৃত্যু হলো, যা অতিশয় ঈর্ষা-উদ্দীপক — জীবিত থাকার চাইতে মৃত্যু যে কতো শ্রেয়, এ হচ্ছে তার ঐশীপ্রেরিত প্রমাণ। তাদের ঘিরে লোকজন জড়ো হতে ও তাদেরকে মুবারক জানাতে লাগলো, এবং মেয়েরা বলাবলি করতে লাগলো — কতো ভাগ্যবতী সেই মা, যাঁর এমন পুত্র রয়েছে। এমন সময় ওদের মা, সবাই তাঁর পুত্রদের প্রকাশ্যে তারিফ করছে, এই নির্জলা খুশিতে, হীরা দেবীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন — ক্লিওবিস এবং বিতন — যারা তাঁকে এতো মর্যাদাবতী করেছে, দেবী যেন তাদের নশ্বর মানুষের প্রাপ্য মহত্তম আশীষ দান করেন।

তাঁর এ প্রার্থনার পর এলো কুরবানি ও ভোজপর্ব। এবং সব শেষ হওয়ার পর, তরুণ দুটি মন্দিরে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই তাদের সমাপ্তি ঘটে, কারণ এরপর আর তারা কখনো জাগে নি।

আর্গাইভরা তাদের মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে সেগুলি ডেলফিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।

সোলোন, সুখের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার আর্গাইভের দুটি তরুণকে দেয়াতে ক্রীসাস বিক্ষুব্ধ হলেন, এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'চমৎকার', আমার এথেনীয় বন্ধু; কিন্তু আমার নিজের সুখ সম্বন্ধে কি বলেন? একি এতোই তুচ্ছ এবং ঘৃণ্য যে, আপনি যে সব অতি সাধারণলোকের কথা উল্লেখ করলেন তাদের সাথেও আমার তুলনা করতে চান না?

— 'হুজুর', সোলোন জবাব দিলেন, আমি জানি, খোদা মানুষের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষা করেন, এবং আমাদের বিপদে ফেলতে চান। আপনি আমাকে মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন। তাহলে শুনুন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে, এমন অনেক কিছু দেখতে এবং ভুগতে হয়, যা আমরা পছন্দ করবো না। মনে করুন, মানুষের পরমায়ু সত্তর বছর; এই সত্তর বছরে আছে ২৫২০০ দিন, — মধ্যবর্তী মাসগুলি গণনা না করলে প্রত্যেক দ্বিতীয় বছরে এক মাস যোগ করুন, যাতে ঋতুগুলি ঠিক নিয়মিত হয়; তাহলে আপনি আরো পঁয়ত্রিশটি মাস অতিরিক্ত পাবেন — আর পঁয়ত্রিশটি অতিরিক্ত মাস মানে ১৩৫০টি অতিরিক্ত দিন। এভাবে আপনার সত্তর বছরে মোট দিনের সংখ্যা হচ্ছে ২৬২৫৩ এবং এর কোনো একটি দিনও তার পরের দিনটির মতো নয় — প্রত্যেকটি দিন কি নিয়ে আসছে সেই বিচারে। ক্রীসাস, এ থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এ জীবন কতো অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পূর্ণ। আপনি খুবই মালদার, এবং আপনি একটি বৃহৎ জাতিকে শাসন করছেন। কিন্তু আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমি তার জবাব দেবো না, যতক্ষণ না আমি জানতে পেরেছি যে আপনি সুখে ইন্তেকাল করেছেন। বিপুল ধনের বদৌলতে কেউ স্বল্পবিত্ত লোকের চাইতে অধিকতর সুখী হয় না যদি না শেষ পর্যন্ত তার সমৃদ্ধিশালী থাকার ভাগ্য থাকে। দেখা গেছে, অনেক অতি ঐশ্বর্যশালীই হচ্ছে হতভাগ্য, এবং স্বল্পবিত্ত অনেক লোকও ভাগ্যবান। প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের চাইতে মাত্র দুদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু গরীব অথচ ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধা অনেক। কারণ, ধনীরা যদিও তাদের ক্ষুধা মেটাতে ও বিপদ আপদের মোকাবেলা করতে পারে এবং দরিদ্ররা তা পারে না, তবু গরীবরা ভাগ্যবান হলে বিপদআপদ থেকে তাদের মুক্ত থাকারই সম্ভাবনা বেশি এবং তারা সুস্থ দেহের আশীর্বাদ উপভোগ করা ছাড়াও তারা ভোগ করবে স্বাস্থ্য, বিপদ আপদ থেকে তারা মুক্ত থাকবে, চমৎকার ছেলেমেয়ে হবে তাদের, এবং তাদের চেহারাও হবে সুন্দর।

'এই রকম একটি আনুকূল্য পাওয়া লোক যে ভাবে জীবন যাপন করেছে সেই ভাবেই যখন মৃত্যুবরণ করে — ঠিক সেই লোকটিই হবে আপনার সেই উদ্দিষ্ট মানুষ, কেবল এ ধরনের মানুষই সুখী আখ্যাত হবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু লক্ষ্য করুন — যতোক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করেছে ততোক্ষণ 'সুখী' এই কথাটা সযত্নে তুলে রাখুন। ততোক্ষণ পর্যন্ত সে কেবল ভাগ্যবান, সুখী নয়।

'অবশ্য, কোনো মানুষই এসব সুবিধার সবগুলি ভোগ করতে পারে না, যেমন কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পয়দা করতে পারে না, তার যতো কিছুই থাকুক না কেন, কিছু-না-কিছুর অভাব তার থাকবেই। সেই দেশই সবশ্রেষ্ঠ, প্রয়োজনীয় জিনিসের বেশিরভাগই যে দেশের আছে। মানুষের ব্যাপারেও একই কথা; কোনো মানুষই কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; কিছু-না-কিছুর অভাব অবশ্য থাকবে। আমি যে সব উত্তম বস্তুর কথা উল্লেখ করেছি তার বেশিরভাগ যারই আছে এবং শেষ পর্যন্ত যার তা থাকে ও শান্তিপূর্ণভাবে যার মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তিই, আমার মতে, হে প্রভু ক্রীসাস, সুখী আখ্যাত হবার যোগ্য।

'আপনি যা ভাবছেন তা যাই হোক না, নজর রাখুন পরিণামের দিকে। প্রায়ই খোদা মানুষকে সুখের একটা আভাস দেন এবং তারপর তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন।'

এই অনুভূতিগুলি অমন ছিলো না যাতে ক্রীসাস আনন্দ পেতে পারেন। তিনি চরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে সোলোনকে বিদায় দিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে লোকটি নির্বোধ। কারণ, বর্তমান ধন-ঐশ্বর্যের কথা বিচার না করে তাঁকে সমস্ত কিছুই পরিণামের প্রতি নজর রাখতে বলার চাইতে নির্বোধের কাজ আর কি হতে পারে?

সোলোন চলে যাওয়ার পর ক্রীসাসকে মারাত্মক শাস্তি পেতে হয়; সম্ভবত এ কারণে যে, ক্রীসাস নিজেকে দুনিয়ার সবচাইতে সুখী ব্যক্তি মনে করতেন বলে খোদা তার উপর রাগ করেছিলেন। শাস্তির শুরু হয়, তিনি তাঁর এক পুত্রের সর্বনাশ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখেন, তা থেকে। স্বপ্নটি বাস্তবেও ফলেছিলো। তার ছিলো দুই পুত্র; একজন ছিলো দৈহিক দিক দিয়ে অসমর্থ, কারণ সে বধির ও বোবা ছিলো; অন্য ছেলে আতীস ছিলো এক চমৎকার তরুণ, মানুষের ধারণায়, একটি তরুণ যতো চমৎকার হতে পারে সে ছিলো তাই। ক্রীসাস স্বপ্ন দেখেন ঃ 'আতীস' একটি লোহার অস্ত্রের আঘাতে মারা যাবে। ভীষণ আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙে গেলো, সময় নষ্ট না করে তিনি শিগগিরই আতীসের জন্য একটি বউ যোগাড় করলেন, এবং এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে সে আর কখনো, লিডীয়ান সিপাহীদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে না যায়। আতীস এই বাহিনীরই সরদারি করতো। পুরুষদের কক্ষ থেকে তিনি সমস্ত হাতিয়ার — বর্শা, বল্লম ইত্যাদি সবই সরিয়ে নিয়ে, সেগুলি জমা করলেন মেয়েদের বসতি এলাকায় — কারণ, তাঁর ভয় ছিলো, দেয়ালে ঝুলানো কোনো তরবারি আতীসের মাথার উপর পড়তে পারে।

বিয়ের আয়োজন অনেক দূর এগিয়েছে এমন সময় সার্দিসে অপরিচিত এক হতভাগা এসে হাজির হলো। লোকটি ছিলো নরহত্যার অপরাধে অপরাধী; তার বাড়ি ছিলো ফ্রিজিয়ায়; ফ্রিজিয়ার রাজপরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। এই লোকটি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে প্রার্থনা করলো — তাকে যেন দেশের আইন মোতাবেক রক্তপাতের অপরাধ থেকে পবিত্র করা হয় (লিডিয়া এবং গ্রীসে অনুষ্ঠানটি অনেকটা একই রকম ছিলো)। ক্রীসাসকে যেমনটি করতে অনুরোধ করা হলো ক্রীসাস তাই করলেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর, ক্রীসাস লোকটিকে সে কোত্থেকে এসেছে জানবার উদ্দেশ্যে বললেন 'অপরিচিত ব্যক্তি, তোমার নাম কি? আমার নিকট আশ্রয় নেয়ার জন্য তুমি ফ্রিজিয়ার কোন্ এলাকা থেকে এসেছে? তুমি কোনো পুরুষ বা নারীকে হত্যা করেছো?'

'হুজুর', অপরিচিত ব্যক্তিটি বললো, 'আমি হচ্ছি গর্দিয়াসের পুত্র এবং মাইডাস ছিলেন আমার দাদা। আমার নাম আদ্রেস্তাস। আমি আকস্মিকভাবে আমার ভাইকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। আমি এখানে আছি — বাবা কর্তৃক ঘর থেকে বিতাড়িত এবং আমার যা কিছু ছিলো সমস্ত থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।

'তোমার পরিবার আর তুমি হচ্ছো বন্ধু' ক্রীসাস বললেন, 'তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতেই এসেছো। তুমি যদি আমার রাজ্যে থাকো, তোমার যা দরকার সবই তুমি পাবে।

তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে তোমার দুর্ভাগ্যকে মনে লালন করে অনেক বেশি কষ্ট না পাওয়া।'

এরপর আদ্রেস্তাস শাহী প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। এ সময়েই একটি ব্যাপার ঘটেছিলো। মাইসিয়ায় লিম্পাস পর্বতের ভয়ঙ্কর এক শূকর উপদ্রব করতে শুরু করলো। এই ভয়াবহ জন্তুটি তার পার্বত্য আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেতের ফসল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছিলো। মাইসিয়ার অধিকারীরা বহুবার ওর বিরুদ্ধে ময়দানে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে নি। হতভাগ্য শিকারীরা জন্তুটির গাত্রে যতগুলি জখম করেছে ওরা জন্তুটির দ্বারা জখম হয়েছে তারো চাইতে বেশি। শেষমেষ মাইসীয়ানরা ক্রীসাসের সাহায্য চেয়ে পাঠায়।

—'হুজুর', দূতেরা বললো, 'আমাদের দেশে এক প্রকার শূকরের আর্বিভাব ঘটেছে এবং আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করছে। আমরা ওটিকে ধরতে চাই কিন্তু পারছি না। হুজুর, আপনি যদি আপনার পুত্রকে একদল যুবক এবং কয়েকটি কুকুরসহ দয়াকরে পাঠান — তাহলে আমরা এই জন্তুটির হাত থেকে বাঁচতে পারি।'

ক্রীসাস তাঁর স্বপ্নের কথা ভুলেন নি, তিনি এ অনুরোধের জবাবে বললেন — তারা যেন আর কখনো তার পুত্রের কথা উল্লেখ না করে।

—'আমি তাকে পাঠাতে পারি না', তিনি বললেন 'সবেমাত্র সে শাদি করেছে এবং এই নিয়ে সে মশগুল রয়েছে। তবে, আমি শিকারের সব সরঞ্জাম, যুদ্ধে বাছাই করা লোক অবশ্য পাঠাবো, এবং তাদের নির্দেশ দেবো — এ জন্তুটি থেকে বাঁচানোর জন্য ওরা যেন তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে।'

এ জবাবে মাইসীয়রা খুব খুশি হলো। কিন্তু সে সময়েই আতীস এসে সে ঘরে ঢুকলো। তাদের অনুরোধের কথা আতীস আগেই শুনেছিলো। যুবকটি দেখলো সে শিকারি দলে যোগ দিক, তার পিতা তাতে কিছুতেই রাজি নন। তখন সে তার পিতাকে বললো — এক সময়ে এটা ইজ্জতের প্রশ্ন ছিলো যে আমি একজন শিকারি ও যোদ্ধা হিসাবে সুনাম অর্জন করবো। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি — আমাকে যদিও আপনি কাপুরুষতা বা ভীরুতার অপবাদ দিতে পারেন না, তবু আপনি আমাকে এ দুই প্রশংসনীয় কাজের কোনোটিতে অংশ গ্রহণ করতে দিতে রাজি নন। আপনি চিন্তা করে দেখুন আমি যখন এই প্রাসাদ ও লোকজনের জমায়েত হওয়ার স্থানের মধ্যে হাঁটবো তখন আমার অবস্থা কি করুণ হবে। মানুষ আমাকে কি ভাববে? আমার তরুণী স্ত্রীই বা আমাকে কি মনে করবে? — সে একজন পুরুষের মতো পুরুষকে বিয়ে করে নি — তাই নাকি। কাজেই বাবা, হয় আমাকে শিকারে যেতে দিন, না হয়, আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন, আপনি যা করছেন, তা কি করে আমার ভালোর জন্যই করছেন।

—'বেটা', ক্রীসাস বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি বুজদিল কিংবা ঐ রকম অবাঞ্ছিত কিছু নও। আমি যা করছি তার কারণ এ নয়। আসল কথা হচ্ছে — আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম —

তুমি বেশিদিন বাঁচবে না, লোহার তৈরি হাতিয়ারের আঘাতে তোমার মৃত্যু হবে। এই স্বপ্নের জন্যই আমি তাড়াহুড়া করে তোমার বিয়ে দিই। একই কারণে একাজে যোগদানের প্রস্তাব আমি অনুমোদন করি না। আমি যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি মৃত্যুর হাত থেকে তার শিকার কেড়ে নিতে চাই। তুমিই আমার একমাত্র পুত্র, তোমার হতভাগা পঙ্গু ভাইটিকে আমি গণনার মধ্যে ধরি না।'

আতীস জবাব দিলো, 'ঐ ধরনের একটা স্বপ্নের পর আপনি আমার জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তার জন্য আপনাকে দোষ দিতে পারবো না, বাবা। তবু, একটা জিনিস আপনার নজরে এড়িয়ে গেছে — আমার কর্তব্য হচ্ছে, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটা লোহার অস্ত্রে আমার মৃত্যু হবে। ভালো কথা, শূকরের কি হাত আছে? যে অস্ত্রকে আপনি এতো ভয় করেন শূকর কি সেই অস্ত্র হাতে নিতে পারে? আপনি যদি স্বপ্ন দেখতেন — আমি শূকরের দাঁত বা ঐরকম কিছু দ্বারা নিহত হবো, তাহলে আপনার এ সতর্কতার একটা যুক্তি থাকতো। কিন্তু আপনি সেরকম স্বপ্ন দেখেন নি; আপনি স্বপ্নে দেখেছেন একটি অস্ত্র, যার দ্বারা আমি নিহত হবো। কাজেই আমাকে অনুমতি দিন; আমি শুধু একটা জন্তু শিকার করতে যাবো — মানুষের সাথে লড়বার জন্য নয়।'

—'বেটা', ক্রীসাস বললেন ঃ 'আমি হার মানছি। স্বপ্নের ব্যাখ্যা তুমি আমার চেয়ে ভালোই করেছো। আমি আমার মত না বদলে পারছি না; অনুমতি দিচ্ছি — তুমি এ অভিযানে যোগ দাও।'

এরপর রাজা ফ্রিজিয়াবাসী আদ্রেস্তাসকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'আদ্রেস্তাস, চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে, তোমার চরিত্রের উপর কলঙ্কের কুৎসিত দাগ নিয়ে তুমি এসেছিলে আমার কাছে, — এতে তোমার কোনো দোষ ছিলো না। আদ্রেস্তাস, আমি তোমাকে ধর্মানুসারে পবিত্র করে নিয়েছি, আমার ঘরে খোশআমদেদ জানিয়ে তোমাকে গ্রহণ করেছি। তোমার খেদমত ও যত্নের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেছি — কোনো খরচকেই খরচ মনে করি নি। এখন আমি একটি সুন্দর প্রতিদান চাই, আমার এই মহানুভবতার জন্য তোমার কাছ থেকে। তুমি শূকর শিকারের এই অভিযানে আমার পুত্রের দায়িত্ব নাও; ঘোড়সওয়ার দস্যুতস্কর ও রাহ্জানদের হাত থেকে তাকে তুমি রক্ষা করবে। মোদ্দাকথা, যেখানেই তুমি তোমার যোগ্যতা দেখাতে পারবে সেখানে তোমার যাওয়া উচিত। তোমার পারিবারিক ইজ্জতের কারণেই তোমার তা করা উচিত; তাছাড়া তুমি নিজেও তো একজন বীরপুরুষ।'

'হুজুর', আদ্রেস্তাস জবাব দেয়, 'সাধারণ অবস্থায় আমি এ অভিযানে কিছুতেই শরিক হতাম না। যার সৌভাগ্যসূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে তার উচিত নয় তার চাইতে যারা ভাগ্যবান তাদের সহবতে থাকা। বলতে কি, এতে আমার ইচ্ছা নেই; এবং আমার না যাওয়ার কারণও অনেক আছে। কিন্তু আপনার ইচ্ছায় আমার মত বদলাতে হচ্ছে।

আপনার দয়ার প্রতিদানে আপনাকে খুশি করা আমার কর্তব্য। সুতরাং আপনার কথামতো, আমি তৈরি। আপনার পুত্রকে রক্ষার যতোটুকু ক্ষমতা আমার আছে, সে ক্ষমতা দিয়ে আমি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবো — তাঁর নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় ফেরা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন।'

আদ্রেস্তাস তার জবাব দেয়ার পর, শিকারিদল লোকজন ও কুকুরসহ বেরিয়ে পড়ে। তারা ওলিম্পাসের দিকে যাত্রা করলো — সবারই চোখ শূকর অনুসন্ধান করছে। শূকরটিকে দেখা মাত্রই তারা ওকে ঘেরাও করে ফেলে, এবং নেজা-বল্লম ছুঁড়তে থাকে। তারপর, আদ্রেস্তাস, যাকে ক্রীসাস খুনের পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন, সেই আদ্রেস্তাস শূকরটিকে লক্ষ্য করে বর্শা ছোঁড়ে, কিন্তু সে বর্শা শূকরের গায়ে না বিঁধে তা লাগলো শাহজাদার গায়। ক্রীসাসের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।

খবর নিয়ে লোক ছুটে গেলো সার্দিসে, ক্রীসাসকে জানানো হলো — শূকরের সঙ্গে মোকাবেলার কথা ও তাঁর পুত্রের মৃত্যুর কথা। খবরটি ছিলো আকস্মিকতায় ভয়াবহ; এর ভয়াবহতা আরো বেড়ে গেলো এ কারণে যে, যে লোকটিকে রাজা খুনের পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন অস্ত্রটি সেই নিক্ষেপ করেছিলো। শোকে অভিভূত হয়ে ক্রীসাস জিয়ূসকে আহ্বান করেন পবিত্রতার দেবতা হিসাবে, প্রার্থনা করেন — জিয়ূস দেখুন — ক্রীসাস তাঁর মেহমানের হাতে কি দুঃখ ভোগ করেছেন। আবার ক্রীসাস তাঁকে আহ্বান করলেন ঘরের দেবতারূপে, কারণ, ক্রীসাস না জেনে তাঁর পুত্রহন্তাকে তাঁর ঘরে ঠাই দিয়েছিলেন। আবার তিনি তাঁকে ডাকলেন বন্ধুত্বের দেবতা হিসাবে কারণ, যে লোকটিকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ষী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন সেই তাঁর সবচাইতে বড়ো দুশমন হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লিডীয়রা লাশ নিয়ে পৌছলো। তার পিছু পিছু এলো হতভাগ্য খুনী। সে লাশটিকে সামনে রেখে দাঁড়ালো এবং আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুহাত বাড়িয়ে রাজার কাছে প্রার্থনা করলো — যেন তৎক্ষণাৎ শাহজাদার লাশের সামনে তার শিরচ্ছেদ করা হয়।

'আমার আগের মুসিবতই ছিলো চূড়ান্ত মন্দ', সে বললো, 'কিন্তু এখন আমি তাঁরই সর্বনাশ করেছি যিনি আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন; তাই, আমি আর বাঁচতে চাই না।'

ক্রীসাস তার নিজের শোকসন্তাপ সত্ত্বেও এ কথায় বিচলিত হলেন। 'বন্ধু' তিনি বললেন, 'তুমি নিজেই যখন নিজেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছো, তোমার কাছ থেকে এর বেশি আমি কি চাইতে পারি। বিচার হয়ে গেছে। এ বিপর্যয়ের জন্য তুমি দায়ী নও। তুমি কখনো এ আঘাত করতে চাও নি, যদিও আঘাত তুমি করেছো। এর জন্য দায়ী কোনো দেবতা — যে দেবতা বহু আগেই আমাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন।'

পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে ক্রীসাস তাঁর পুত্রের কবর দিলেন। এদিকে, দাফনের পর যখন সবকিছু নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেছে সেই সময় গার্দিয়াসের পুত্র এবং মাইডাসের

পৌত্র আদ্রেস্তাস এক কাণ্ড করে বসলো; সে তার ভাইকে আগেই খুন করেছিলো, তাঁর আশ্রয়দাতা যিনি তাঁকে খুনের পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবার তারও সর্বনাশ করলো; তার এই বিশ্বাস হলো যে তার মতো হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে একটিও নেই; সুতরাং তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই — ছুরি বার করে সেই ছুরিতে নিজেকে বিদ্ধ করে সে লুটিয়ে পড়লো কবরের উপর; এমনি করে আদ্রেস্তাসের জীবনের সমাপ্তি ঘটলো।

দীর্ঘ দুবছর ধরে ক্রীসাস তাঁর পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করেন; তারপর ইরান থেকে খবর পাওয়ার পর তাঁর এই শোকের ইতি ঘটে। ক্যামবিসেসের পুত্র সাইরাস ইতিমধ্যেই অস্তাইজেসের রাজ্য ধ্বংস করে ফেলেছেন, এবং পারস্যের ক্ষমতা ও শক্তি বেড়েই চলেছে। ক্রীসাস এতে চিন্তার খোরাক পান, এবং ভাবতে শুরু করেন, ইরানিদের রাজ্য বিস্তার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই কি তাঁর পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব? এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তিনি তার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দৈবজ্ঞের সাহায্য নিতে তৎক্ষণাৎ তৈরি হলেন এবং ডেলফিতে লোক পাঠালেন, লোক পাঠালেন ফসিসের আবী মন্দিরে, ডলোনায়, এম্পিআরৌস ও এপোনিয়াসের দৈবজ্ঞদের কাছে এবং মাইলেসীয়ার ব্রাহকিদীতে। এসবই ছিলো গ্রীক। কিন্তু ওদের জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি লিবিয়ার অ্যামোনের দৈবজ্ঞের নিকট লোক পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো দৈবজ্ঞদের জ্ঞান পরীক্ষা করা। যদি প্রমাণ হয় যে, তারা সত্যকার জ্ঞানের **অধিকারী**, তাহলে, দ্বিতীয়বার তিনি একথা জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠাতে পারেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান প্রেরণ উচিত হবে কিনা।

এ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রীসাস যেসব লিডীয়কে পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতি নিম্নরূপ নির্দেশ ছিলো ঃ সার্দিস থেকে বেরোবার পর যখন একশো দিন পূর্ণ হবে, সেইদিন তাদের দৈবজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে, এবং জিজ্ঞেস করতে হবে, আলিআত্তেসের পুত্র ও লিডিয়ার রাজা ক্রীসাস ঠিক সেই মুহূর্তে কি করছেন। প্রত্যেক দৈবজ্ঞের জবাব লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সার্দিসে তা নিয়ে আসতে হবে। কেবল ডেলফির দৈবজ্ঞ ছাড়া আর কোনো দৈবজ্ঞের জবাব কেউই লিপিবদ্ধ করে নি। অবশ্য, পরামর্শের জন্য লিডীয়রা মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এবং তাদের যে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিলো তা তাদের মুখ থেকে বেরোবার আগেই, আচার্যা ষষ্ঠমাত্রিক শ্লোকে নিম্নরূপ জবাব দিলেন ঃ

আমি গণনা করি সমুদ্র তটের বালুকণা, মাপি সমুদ্রকে;
আমি বুঝতে পারি বোবার ভাষা, শুনতে পাই নীরব ধ্বনি,
আমার নাকে গন্ধ লাগছে এক কঠিন-ত্বক কচ্ছপের,
একটি ব্রোঞ্জ পাত্রে, ভেড়ার গোশতসহ যা সিদ্ধ হচ্ছে, টগবগ করছে;
নিচের কড়াইটি হচ্ছে ব্রোঞ্জের, ব্রোঞ্জের তার ডালাটিও।

লিডীয়রা আচার্যার জবাব লিখে নিয়ে সার্দিসে ফিরে এলো। আর দূতেরাও যখন তাদের সংগৃহীত জবাব নিয়ে ফিরে এলো, তখন ক্রীসাস সবগুলি লিপি খুললেন এবং তাতে কি লেখা আছে, পড়লেন। এইসব লিপির কোনোটিই ক্রীসাসের মনে বিন্দুমাত্র

দাগও কাটলো না কেবল ডেলফির দৈবজ্ঞের জবাবটি ছাড়া। এটি পড়ে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন, ডেলফির দৈবজ্ঞই হচ্ছেন পৃথিবীর একমাত্র খাঁটি দৈবজ্ঞ, কারণ, ক্রীসাস কি করছিলেন তিনি তা বলতে পেরেছেন। সত্য সত্যই তিনি তা পেরেছিলেন। দূতদের পাঠিয়ে দেয়ার পর ক্রীসাস এমনকিছু করার কথা ভাবছিলেন যা অনুমান করার সম্ভাবনা কারো ছিলো না; পূর্ব নির্ধারিত তারিখটির সাথে মিল রেখে তিনি নিজ হাতে একটি কচ্ছপ ও একটি ভেড়া কেটেছিলেন এবং ব্রোঞ্জের ডালাবিশিষ্ট ব্রোঞ্জের কড়াইতে তা একত্রে সিদ্ধ করেছিলেন।

ডেলফির জবাব সম্বন্ধে এই পর্যন্ত লিডীয়রা মন্দিরে প্রথামতো পূজো উপচার দেয়ার পর আম্পিআরৌসের দৈবজ্ঞের নিকট থেকে কি জবাব পেয়েছিলো, সে সম্বন্ধে কোনো বিবরণ নেই। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, এই দৈবজ্ঞ সত্য-জ্ঞানের অধিকারি ক্রীসাস তা বিশ্বাস করতেন।

এরপর ক্রীসাস একটা খুব বড়ো উৎসর্গ দ্বারা ডেলফির এপোলো দেবতার অনুগ্রহ হাসিলের চেষ্টা করেন। বলির যোগ্য প্রত্যেক প্রকার প্রাণী তিন হাজার করে তিনি উৎসর্গ করলেন; কতকগুলি মহামূল্য দ্রব্য বিশাল সারিতে পরপর স্থাপন করে তিনি সেগুলি পোড়ালেন। দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিলো স্বর্ণ অথবা রৌপ্যখচিত আসন, সোনার পেয়ালা, মূল্যবান জামা এবং অন্যান্য দামি ও চিত্রিত বস্ত্র; এসবই তিনি করেছিলেন দেবতাকে তাঁর স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরোভাবে জড়িত করার আশায়। তিনি এ আদেশও করলেন যে, প্রত্যেক লিডীয়কেই তার সামর্থ্যানুযায়ী কিছু উৎসর্গ করতে হবে। এই অনুষ্ঠানের পর তিনি বিপুল পরিমাণ সোনা গালিয়ে একশো সত্তরটি পিণ্ড তৈরি করলেন; প্রত্যেকটি পিণ্ড আঠারো ইঞ্চি লম্বা, নয় ইঞ্চি প্রস্থ এবং এক ইঞ্চি পুরু। চারটি পিণ্ড ছিলো শোধিত স্বর্ণের এবং তার প্রত্যেকটির ওজন ছিলো ১৪০ পাউন্ডের কাছাকাছি। বাকিগুলি ছিলো গিনি সোনা, ওজনে প্রায় ১১৪ পাউন্ড। তাছাড়া, তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে একটি সিংহ মূর্তি তৈরি করালেন, তার ওজন ছিলো ৫৭০ পাউন্ডের কাছাকাছি। ডেলফির মন্দির যখন পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন মূর্তিটি সোনার ইঁটের উপর স্থাপিত বেদি থেকে পড়ে যায়; এই মূর্তিটি এখন করিন্থীয়ান ধনাগারে রক্ষিত আছে। আগুনে পোড়ার ফলে এর ওজন দুশো পাউন্ড কমে যায়; এর বর্তমান ওজন মাত্র ৩৭০ পাউন্ড।

ডেলফিতে ক্রীসাস যে কেবল এগুলিই পাঠিয়েছিলেন তা নয়। প্রেরিত দ্রব্যগুলির মধ্যে দুটি বড়ো হামান-দিস্তা ছিলো, বড়ো গামলাও ছিলো। একটি ছিলো সোনার তৈরি এবং সেটি মন্দিরের প্রবেশ পথের ডানপাশে স্থাপিত ছিলো; আর একটি রূপার তৈরি ছিলো সেটি স্থাপিত ছিলো বামপাশে। অগ্নিকাণ্ডের সময় এগুলিকেও সরিয়ে ফেলা হয়। সোনার পাত্রটি, যার ওজন প্রায় সিকি টন, সেটি এখন রক্ষিত আছে ক্লাৎসোমেনীয়ানদের ধনাগারে; এবং রূপার পাত্রটি যা প্রায় পাঁচ হাজার গ্যালন পানি ধরে তা রয়েছে মন্দিরের পাশে এক কোণে। এতে কতটুকু তরল পদার্থ ধরে তা জ্ঞাত, কারণ, থিয়োফেনিয়া উৎসবে ডেলফিবাসীরা মদ মিশানোর জন্য এটি ব্যবহার করতো। এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য

দ্রব্য; এটি স্যামোসের থিয়োডোরাসের তৈরি — ডেলফিবাসীদের এ মত যে ঠিক, তা আমাকে বলতেই হবে। এছাড়াও ক্রীসাস চারটি রূপার বাক্স পাঠিয়েছিলেন, এগুলি এখন আছে করিন্থিয়ার ধনাগারে। আর পাঠিয়েছিলেন, দুটি গোলাবপাশ — একটি সোনার, আরেকটি রূপার। প্রথমটিতে ল্যাসিদিমনীয়ানদের নাম খোদাই করা আছে, ওরাই এটি উপহার দিয়েছে বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু তা সত্য নয়। বাকি সমস্ত কিছুর সঙ্গে ক্রীসাস এটিও উপহার দিয়েছিলেন। জনৈক ডেলফিবাসী (যার নাম আমি জানি, কিন্তু উল্লেখ করবো না) এ নামগুলি খোদাই করেছিলেন ল্যাসিদিমনীয়ানদের খুশি করার জন্য। আমি স্বীকার করি — যে বালকটির হাত দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে, সে একটি ল্যাসিদিমনীয়ার দান, কিন্তু গোলাবপাশ দুটি তা নয়। সাধারণ আরো অনেক উপহার ছিলো — যেমন গোল রূপার পাত্র ইত্যাদি। এখানে একটি নারীমূর্তির কথা উল্লেখ করতে আমি কিছুতেই ভুলবো না, মূর্তিটি ছিলো সোনার তৈরি এবং সাড়ে চারফুট উঁচু; ডেলফির লোকেরা বলে এ মূর্তিটি হচ্ছে ক্রীসাসের রুটি প্রস্তুতকারিণী মেয়েটির প্রতিমূর্তি। পরিশেষে তিনি তাঁর নিজ বেগমের গলার হার এবং মেখলাও পাঠিয়েছিলেন। এগুলিই তাহলে ডেলফিতে ক্রীসাস প্রেরিত উপহার। আম্পিরৌস, যার বীরত্ব ও দুঃখের কাহিনী তিনি জানতেন তাঁর মন্দিরেও তিনি সম্পূর্ণ সোনার তৈরি একটি ঢাল ও একটি বর্শা পাঠিয়েছিলেন; বর্শাটির দণ্ড এবং মাথা আগাগোড়াই সোনার তৈরি ছিলো। আমি নিজে এ ঢাল এবং বর্শাটি থিবিসে, ইগমেনীয়ান এপোলোর মন্দিরে দেখেছি।

উপহারগুলি পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব যে সব লিডীয়ানের উপর দেয়া হয়েছিলো, ক্রীসাস তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন দৈবজ্ঞদের জিজ্ঞেস করে — পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা উচিত কিনা এবং কারো সাথে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে তাঁর সামরিক শক্তি বাড়ানো সঙ্গত কিনা। তাই, ওরা পৌঁছানোর পর যথারীতি উপহারগুলি অর্ঘ্য দেয় এবং নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁরা তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে : এগুলিই জগতে দৈববাণী প্রকাশের প্রকৃত স্থান, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ক্রীসাস, যিনি লিডিয়া ও অন্যান্য দেশের রাজা, তিনি আপনাদের ঐশী ক্ষমতার উপযোগী এই উপহারগুলি পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চাইছেন, পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর বহির্গত হওয়া উচিত কিনা, এবং কোনো মিত্রের সন্ধান করা তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা।' এদুটি সওয়ালের জবাবে দৈববাণী হলো একইরূপ। ওরা এ ভবিষ্যদ্বাণী করলো যে, ক্রীসাস পারস্যকে আক্রমণ করলে, তিনি এক মস্তবড়ো সাম্রাজ্য ধ্বংস করবেন। ওরা তাঁকে পরামর্শ দিলো — তাদের উচিত, গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনটি সবচাইতে শক্তিশালী তা খুঁজে বের করা এবং তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া।

ক্রীসাস দৈববাণীর কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তিনি সাইরাসের সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে সক্ষম। তাঁর খুশির নমুনাস্বরূপ তিনি ডেলফিতে নতুন করে উপহার পাঠালেন; ওখানে কতগুলি লোক থাকে একথা প্রথমে জেনে নিয়ে, প্রত্যেকের জন্য দুটি করে সোনার তৈরি স্টেটার পাঠালেন। এর বদলে

ডেলফিবাসীরা ক্রীসাসকে ও লিডিয়াবাসীকে, যেই চাইলো তাকেই চিরদিনের জন্য দান করলো নাগরিকত্ব, পাওনা থেকে রেহাই দিলো, রাষ্ট্রীয় জলসায় সম্মুখের আসনে বসার ও দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণে অগ্রাধিকার দান করলো। ক্রীসাস যখন তাঁর উপহারগুলি ডেলফিবাসীকে দিলেন তখন তৃতীয়বারের মতো তিনি দৈবজ্ঞের মতামত চাইলেন, কারণ, একটি প্রকৃত জবাব পেয়ে তিনি এ রকম আরো জবাবের জন্য লোভাতুর হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ হবে কিনা। আচার্যা জবাব দিলেন ঃ

> যখন সেদিন আসবে, যখন একটি খচ্চর বসবে মিডিয়ার সিংহাসনে, সেদিন, নম্রপদ লিডীয়রা, উপলাকীর্ণ হার্মুসের পাশ দিয়ে দৌড়াও, এক জায়গায় থেকো না, অথবা লজ্জা পেয়ো না কাপুরুষ হতে।

ক্রীসাস এ পর্যন্ত যে সব ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছেন তারমধ্যে এটিই তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। কারণ, একটা খচ্চর মিডিসের সিংহাসনে বসবে, এ তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না; এর মানে এই যে, ক্রীসাস এবং তার বংশধরেরাই ক্ষমতায় থাকবে চিরদিন। এরপর তিনি, কোন গ্রীক রাষ্ট্রটি সবচাইতে শক্তিশালী, তা বের করার জন্য মনোযোগী হলেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানতে পারলেন যে, ডরীয়ান জাতিগুলির মধ্যে ল্যাসিদিমনীয়রাই সবচাইতে প্রভাবশালী, এবং আইয়োনীয়ানদের মধ্যে এথেনীয়রা।*

তিনি আরো জানতে পারলেন — দলাদলির ফলে এথেন্স এখন খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে; এদেশটি এখন হিপ্পোক্রেটিসের পুত্র পিসিসত্রাতুসের একনায়কত্বের অধীন। হিপ্পোক্রেটিস কোনো রাষ্ট্রীয় পদের অধিকারী ছিলেন না; তিনি যখন ওলিম্পিয়ার উৎসবে

---

* এ দুটি জাতির একটি মূলত পেলাসজীয় এবং অপরটি হেলেনীয় ; গ্রীক জাতিগুলির মধ্যে এরা ছিলো সবচেয়ে শক্তিশালী। এথেনীয়রা একটি স্থানীয় জাতি, পক্ষান্তরে ল্যাসিদিমনীয়রা একটানা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিচরণ করেছে ; ড্যুকালিয়নের রাজত্বকালে তাদের বসতি ছিলো থিয়োটিস অঞ্চলে এবং হেলেনের পুত্র ডোরাসের রাজত্বকালে, ওস্সা এবং ওলিম্পাসের নিকবর্তী হিস্তিওতীস নামে পরিচিত স্থানে ; সেখান থেকে ক্যাডমীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা পিণ্ডাসে বসতি স্থাপন করে, এবং মেসিডনীয় নামে পরিচিত হয়। সেখান থেকে তারা চলে যায় ড্রীওপিসে, এবং সর্বশেষে পিলোপোনিসে ; এখানেই তাদের নামকরণ হয় তাদের বর্তমান নাম ডরীয়ান নামে। পিলোপোনিস ভাষা সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু এ ভাষা যে গ্রীক নয় তা অনুমান করা যায় — বর্তমানে ক্রীস্টন থেকে ঈলীয়দের উত্তর পর্যন্ত যে পেলাসজীয় জাতি বাস করছে তাদের ভাষা থেকে। এই ঈলীয়রা ছিলো, বর্তমানে আমরা যাদের ডরীয়ান বলি তাদের প্রতিবেশী, যখন ডরীয়রা বাস করতো থেসালিওটিস নামক দেশে। হেলেসপোন্টে সাইলেস এবং প্লাসিয়া নামক স্থানে যে সব জাতি বসতি স্থাপন করেছিলো, যারা ছিলো এথেনীয়দের প্রতিবেশী তাদের ভাষা থেকে এবং সে সময় থেকে যে সব পেলাসজীয় শহরের নাম বদলে গেছে সেগুলির ভাষা থেকেও তা অনুমান করা যায়। তাহলে একথা স্বীকৃত যে, এরাই হচ্ছে পেলাসজীয় জাতির একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। এবং এ থেকে এ সিদ্ধান্তও করা যায় যে, এথেনীয়রা নিজেরা পেলাসজীয় হয়েও নিজেদের ভাষা বদলে ফেলেছিলো, যখন তারা গ্রীক জাতিবর্গের মধ্যে মিশে গিয়েছিলো। ক্রীস্টন এবং প্লাসিয়াতে একই ভাষা বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু এ ভাষা চতুষ্পার্শবর্তী দেশের ভাষা নয়। এর মানে এই যে, এ জাতিগুলি নিজেদের বাসস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষা পরিবর্তন করে নি। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, গ্রীক জাতি সবসময় একই ভাষায় কথা বলেছে, কিন্তু পেলাসজীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ওরা ছিলো পেলাসজীয়দেরই একটা শাখা ; গ্রীক জাতি তখন থেকে, তার সামান্য কলেবরে আরম্ভ করে, বিভিন্ন বিদেশী উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান কলেবর অর্জন করেছে ; এ সব উপাদানের মধ্যে পেলাসজীয়রা নিজেরাও রয়েছে। আমি মনে করিনা যে, গ্রীক পেলাসজীয়রা কখনো খুব বড়ো বা শক্তিশালী হয়েছিলো।

উপস্থিত ছিলেন তখন এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিলা। তিনি তার উৎসর্গের প্রাণীগুলি জবাই করলেন; কিন্তু আগুন না জ্বালানো সত্ত্বেও দেখা গেলো, পানি আর গোশত নিয়ে কড়াইটি ফুটতে শুরু করেছে। ল্যাসিদিমনীয় কীলন তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি এই অশুভ দৃশ্য দেখে হিপ্পোক্রেটিসকে পরামর্শ দিলেন বিয়ে না করতে এবং সন্তানের জনক না হতে, অথবা, তিনি যদি ইতিমধ্যেই বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি যেন স্ত্রীকে তালাক দেন — এবং তার কোনো পুত্র থেকে থাকলে তাকে যেন ত্যাজ্যপুত্র করেন। হিপ্পোক্রেটিস কীলনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। আমি যে পিসিসত্রাতুসের কথা বলছিলাম কিছুকাল পরে তারই জন্ম হলো। আতিকা-তে যখন আলকসীওনের পুত্র মেগাকলিসের কর্তৃত্বাধীন উপকূল এলাকার গ্রামবাসী ও লাইকার্গাসের নেতৃত্বাধীন অভ্যন্তরীণ এলাকার লোকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো তখন পিসিসত্রাতুস নিজেই ক্ষমতা দখল করার জন্য একটি তৃতীয় দল গঠন করেন। তিনি তার অনুসারীদের জমা করলেন এবং সমাজের সবচাইতে দরিদ্রশ্রেণী 'পাহাড়ী'দের নামমাত্র নেতা হিসেবে নিম্নরূপ ফন্দি আঁটলেন ঃ তিনি নিজেকে এবং তাঁর খচ্চরগুলিকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজ রথ হাঁকিয়ে বাজারের চকে গিয়ে পৌঁছলেন — ভাবখানা এই যে, তিনি যখন শহরের মধ্য দিয়ে রথ হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শত্রুরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো — তিনি কোনো রকমে নিজের জান নিয়ে পালিয়েছেন। তারপর মেগারার বিরুদ্ধে অভিযানে সরদারি করে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তারই উপর নির্ভর করে তিনি লোকদের নিকট একজন রক্ষী চাইলেন — অভিযানকালে, নাইসিয়া নগরী দখলের কৃতিত্ব তার একমাত্র সাফল্য ছিলো না। এথেনীয়রা এই ফাঁদে পড়ে গিয়ে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়; এবং কয়েকজন লোককে তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত করে। তারা দেহরক্ষীবাহিনীর সাধারণ অস্ত্র বর্শা না নিয়ে লাঠি হাতে তাঁর অনুসরণ করে। পিসিসত্রাতুস এদেরই সাহায্যে এক্রোপোলিস দখল করেন এবং তখন থেকেই গোটা এথেন্সের প্রভু হয়ে উঠেন। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, তবে তিনি দেশ শাসন করেছিলেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে — তিনি আইনের অথবা বর্তমান হাকিমদের কোনো রদবদল করেন নি।

এর অল্পকাল পরেই মেগাক্লিস ও লাইকার্গাসের দল দুটি একজোট হয়ে পিসিসত্রাতুসকে বিতাড়িত করে, যার ফলে, তাঁর ডিক্টেটরশীপের প্রথম পর্যায়ে তাঁর ক্ষমতা কিছুটা মজবুত হবার আগেই তিনি তা হারিয়ে বসেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা আবার একে অন্যের শত্রুতে পারিণত হয়, এবং মেগাক্লিস নিজেকে এতোটা নাকাল বোধ করেন যে, তিনি পিসিসত্রাতুসের নিকট প্রস্তাব করে পাঠান এবং এই শর্তে তাকে ফের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি হন যে, পিসিসত্রাতুস তাঁর কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন। পিসিসত্রাতুস মেগাক্লিসের শর্তগুলিতে রাজি হন। অতঃপর পিসিসত্রাতুসকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা দুজনে মিলে এমন একটি ফন্দি আঁটেন, যা আমার মতে, ইতিহাসের সবচাইতে নির্বোধ ফন্দি। গ্রীক জাতির লোকেরা কখনো স্থুলবদ্ধি ছিলো না। বিগত শত শত বছর ধরে তারা অন্যান্য জাতির চেয়ে উচ্চতর বুদ্ধির জন্য স্বীকৃতি পেয়ে

এসেছে; আবার সকল গ্রীসীয়ের মধ্যে এথেনীয়রাই সবচেয় বুদ্ধিমান বলে স্বীকৃত। তবু এথেনীয়দের ক্ষতি সাধন করেই এই হাস্যকর কৌশল খাটানো হয়েছিলো। পীনিয়া নামক গ্রামে ফাই নামে এক সুন্দরী রমণী ছিলো, তার উচ্চতা ছিলো প্রায় ছ'ফুট। তারা তাকে জে'রা পরিয়ে একটা ঘোড়ায়টানা গাড়িতে বসিয়ে দেয়; তারপর তাকে একটা যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে প্রস্তুত ক'রে তারা গাড়ি হাঁকালো এথেন্সের দিকে। সেখানে, তাদের পূর্বেই যে দূতেরা প্রেরিত হয়েছিলো, তারা ওদের নির্দেশ মতো ইতোমধ্যেই লোকজনের সাথে বাতচিত শুরু করে দিয়েছিলো, এবং পিসিসত্রাতুসকে পুনরায় অভিনন্দন জানানোর জন্য তাদেরকে তাগিদ করে চলেছিলো, কারণ ওদের মতে, দেবী এথেনা নিজেই তাঁর প্রতি অতুলনীয় সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি নিজেই তাঁকে তাঁর নিজের শহরে নিয়ে আসছেন, সারা শহরে তারা এ মিথ্যে কথা রাটিয়ে দেয়; চারপাশের গ্রামগুলিতে এ গুজব ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না যে, এথেনা পিসিসত্রাতুসকে আবার নিয়ে আসছেন। ফাই নিশ্চয়ই একজন দেবী, শহুরে এবং দেহাতী উভয়েই, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁকে তাদের পূজা দেয় এবং দুহাত বাড়িয়ে পিসিসত্রাতুসকে অভিনন্দন জানায়।

এই হাস্যকর উপায়ে ক্ষমতা ফিরে পেয়ে পিসিসত্রাতুস মেগাক্লিসের কন্যাকে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো বিয়ে করলেন। কিন্তু, মেগাক্লিসের পরিবার, আলকমীওনিদের উপর অভিশাপ আছে, এ জনশ্রুতির দরুন এবং তাঁর নিজেরও বয়স্ক পুত্ররা ছিলো বলে, তিনি তাঁর নতুন স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান চাইলেন না; এবং তাঁর গর্ভে যাতে কোনো সন্তান না হয় এজন্য তিনি তাঁর সাথে স্বাভাবিক রীতিতে মিলিত হতেন না, অস্বাভাবিক বিপরীত বিহার করতেন। তাঁর স্ত্রী এই অপমান সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, কিন্তু পরে সম্ভবত একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁর মাকে তা বলে দিলেন, আর তাঁর মা বললেন মেগাক্লিসকে। মেগাক্লিস তাঁর নিজের প্রতি ও তাঁর কন্যার প্রতি এই তাচ্ছিল্যে এতোটা ক্ষুব্ধ হলেন যে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের সাথে তাঁর ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেন। এই নতুন আশঙ্কায় পিসিসত্রাতুস সোজা দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যাবার জন্য স্থির করলেন। তিনি ইরিত্রিয়ায় চলে গেলেন এবং পুত্রদের সাথে এ পিরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। তার হারানো অবস্থা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, হিপ্পিআসের এই অভিমত তাঁর কাছে সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। এরপর তাঁরা তাদের লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল সবকটি শহরের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করতে লাগলেন। বহু শহর বিপুল পরিমাণ টাকাপয়সা দিলো তাদেরকে; তারমধ্যে থিবিসের দানই ছিলো সবচেয়ে মূল্যবান। সময় যেতে লাগলো; তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো পিলোপোনিস থেকে আগত বেতনভুক আর্গাইভ সিপাহীরা; ন্যাকসস থেকে আগত জনৈক লীজদামিশ কোনো প্রতিদান ব্যতিরেকেই নিজের সাগ্রহ সমর্থন জানায় এবং লোকজন ও অর্থ দুই সে দিল সাহায্য হিসেবে। সবশেষে, এথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোবার জন্য সব কিছুই প্রস্তুত হলো। তাঁরা ইরিত্রিয়া ত্যাগ করে আবার সেখানে ফিরে আসা পর্যন্ত দশ বছরেরও বেশি সময় চলে যায়।

আতিকা–তে প্রথম তারা দখল করে ম্যারাথন। এখানেই, শহরে তাদের সমর্থকরা তাঁবুতে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রামাঞ্চলের যে সব লোক গণতন্ত্রের চাইতে একনায়কতন্ত্র পছন্দ করতো তারাও দলে দলে এসে ওদের সাথে যোগ দিয়ে ওদের সামরিক শক্তিকে বর্ধিত করে। পিসিসত্রাতুস যখন রসদ সংগ্রহ করছিলেন — এমনকি তাঁর ম্যারাথন জয়ের পরেও — এথেনীয়রা তাঁকে অবজ্ঞাই করেছিলো। কিন্তু যখন তারা এ খবর পেলো যে তিনি এথেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর ফৌজ নিয়ে এগুচ্ছেন তখন তারা ফিরে আসা নির্বাসিতদের বিরুদ্ধে পুরো শক্তি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। ম্যারাথন থেকে ফেরার পথে এথেনা পেলানিসের মন্দিরে পিসিসত্রাতুস তাদের সাক্ষাৎ পেলেন; এখানে দুই ফৌজ তাঁবু গেড়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালো। দৈবক্রমে এখানেই একটি ব্যাপার ঘটলো; আকারনামিয়ার গণক আম্ফিলাইতাস পিসিসত্রাতুসকে সম্বোধন করে শ্লোকের আকারে নিম্নের ভবিষ্যদ্বাণীটি করেন ঃ

জাল ছোঁড়া হয়েছে, এবং জালের ঘরগুলি বিস্তৃত হয়েছে অনেক দুর পর্যন্ত;

চাঁদের আলোতে, সমুদ্র থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে ‘টানি’ মাছ।

এই প্রত্যাদিষ্ট উক্তির অর্থ পিসিসত্রাতুস বুঝতে পারলেন। তিনি এ দৈববাণী মেনে নিয়েছেন একথা ঘোষণা করার পর তিনি এগুবার হুকুম দিলেন। ঠিক এই সময়ে শহরের এথেনীয়রা তাদের দুপুরের খাবার খাচ্ছিলো, এবং অন্যরা খাবার পর দাবা খেলছিলো, না হয় দুপরের ঘুম যাচ্ছিলো। কাজেই পিসিসত্রাতুসের ফৌজ কোনো বাধাই পেলো না। এথেনীয়রা পালিয়ে গেলো, পিসিসত্রাতুস এরপর এমন একটি কূটচাল চাললেন যেন আর তারা জমায়েত হতে না পারে; এবং এ নিশ্চয়তা বিধান করলেন, যেন তারা ইতস্তত ছড়ানোই থাকে ঃ তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, ঘোড়া হাঁকিয়ে সম্মুখভাগে যেতে; তাঁরা, যখনি পলাতকদের একেকটি দলের নাগাল পেলো তাদের সাথে পিসিসত্রাতুসের নির্দেশ মতো কথা বললো; তাদের বললো তাঁরা প্রত্যেকেই যেন সাহস রাখে এবং ঘরে ফিরে যায়। এথেনীয়রা তাদের যা করতে বলা হলো তারা তাই করেছিলো। এভাবে পিসিসত্রাতুস তৃতীয়বারের মতো সে নগরীর মালিক হলেন।

এরপর নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য তিনি উদ্যোগী হন। তিনি ভাড়া করা দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন, বিভিন্ন উৎস থেকে খাজনা আদায় করেন — কিছু আতিকা থেকে, এবং কিছু স্ত্রাইমন নদীর তীরবর্তী সম্পত্তি থেকে; যে সব এথেনীয় শহরেই থেকে গিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়নি, তাদের পুত্রদের তিনি যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাখলেন। তারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ন্যাকসসে। এ স্থানটি তিনি ইতোপূর্বে দখল করে লীজ্দামিশকে দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কাজ ঃ তিনি দ্বীপটিকে ‘ডেলোস’ থেকে মুক্ত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈববাণীর নির্দেশগুলিকে পালন করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি যে নিয়ম পালন করেন তা এই যে, মন্দিরের নিকটে যেসব লাশের কবর দেয়া হয়েছিলো, কবর খুঁড়ে সেগুলি বের করলেন এবং দ্বীপটির অন্য এক অংশে সেগুলি আবার কবর দিলেন।

এভাবে পিসিসত্রাতুস, এথেন্সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হলেন। যুদ্ধে কিছু এথেনীয় মারা যায় এবং অন্যরা মেগাক্লিসের সঙ্গে দেশ থেকে পালিয়ে যায়।

ক্রীসাস যে কালে তাঁর অনুসন্ধান কার্য চালান সে সময়ে এথেন্সের অবস্থা আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি, সেরূপই ছিলো। এরপর তিনি স্পার্টা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এখানেই তিনি জানতে পান যে, কিছুকাল নৈরাশ্যে ভোগার পর ল্যাসিদিমনীয়রা তেগী'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই তেগীই একমাত্র শহর যা, লীও এবং আগাসিদিসের যুগ্ম-রাজত্বকালে, তাদের বিজয়ী ফৌজের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলো। আরো আগে তারা ছিলো গ্রীসের মধ্যে সবচাইতে মন্দ শাসনের অধীনে। তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের সম্পর্ক উভয় দিক দিয়েই। কারণ, তারা অপরিচিতদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে রাজি ছিলো না। বর্তমানে তাদের সরকার হচ্ছে একটি উত্তম সরকার; এই পরিবর্তন যে কি করে এলো, আমি এখন তাই বর্ণনা করবো। বিখ্যাত স্পার্টান লাইকার্গাস ডেলফির দৈবজ্ঞের নিকট গিয়েছিলেন, তিনি মন্দিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নিম্নের কথাগুলি দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় ঃ

> এখানে আমার ঐশ্বর্যশালী মন্দিরে তুমি এসেছো লাইকার্গাস, তুমি জিয়োসের নিকট, ওলিম্পাসের সকল দেবতার নিকট প্রিয়, আমি জানি না, তোমাকে দেব না মানব বলে সম্বোধন করবো, তবু লাইকার্গাস, আমার এ আশা দৃঢ় যে, তুমি দেবতাই প্রমাণিত হবে।

এরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, আচার্যাও তাঁর নিকট স্পার্টার বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ল্যাসিদিমনীয়রা নিজেরা মনে করে, তিনি তাঁর ভাইপো স্পার্টার রাজা লিওবোতাসের অভিভাবক হবার এবং তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি এ শাসন ব্যবস্থা ক্রীট থেকে আমদানি করেছিলেন। কারণ, এটা সত্য যে, এ পদ পাওয়ার পরই তিনি আইনের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন, এবং এ সতকর্তাও অবলম্বন করলেন যাতে নতুন আইনগুলি লঙ্ঘন করা না হয়। এরপর তিনি সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করেন, — দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সামরিকবাহিনীতে মেসপ্রথা চালু করেন, নতুন করে সামরিক বাহিনীকে স্কোয়াড্রন এবং কোম্পানিতে বিন্যস্ত করেন কৌশল হিসেবে; তাছাড়া তিনি অসামরিক এফোর এবং এল্ডারদের পদগুলিও প্রবর্তন করেন। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্পার্টার সরকারকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়; লাইকার্গাসের মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে একটি মন্দির তৈরি করা হয়; তাঁকে এখনো গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

উত্তম মাটি এবং বিপুল জনসংখ্যার কারণে ল্যাসিদিমনীয়ানরা শীঘ্রই মাথাতুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং একটা শক্ত বৃক্ষের মতো তারা বাড়তে থাকে। প্রকৃতির হাতে কোনো কিছুকে ছেড়ে না দিয়ে, এখন তারা ভাবতে শুরু করলো যে, আর্কেডীয়ানদের

চাইতে মানুষ হিসেবে তারা উৎকৃষ্টতরো; তারা গোটা দেশটাকে জয় করার উদ্দেশ্যে ডেলফির দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে। দৈবজ্ঞের কাছে তাঁরা এই জবাব পেয়েছিলো ঃ

> আর্কেডি? তুমি যা চাইছো মহান সে বস্তু। আমি তোমাকে তা দেবো না।
>
> আর্কেডিতে বহু মানুষের বাস; তারা একর্ণ খায়, তারা প্রবেশ করতে দেবেনা তোমাদেরকে। তবু, আমি যেহেতু ঈর্ষান্বিত নই,
>
> আমি তোমাকে দেবো তেগী, যাতে নাচতে পারে থপথপ করে, আর দেবো তার সুন্দর মাঠ, রজ্জু দিয়ে পরিমাপের জন্য।

এ দৈববাণী যে দ্ব্যর্থবোধক তা ল্যাসিদিমনীয়রা বুঝতে পারলো না। তারা আর্কেডিয়ার বাকি অংশ এমনি ছেড়ে দিয়ে তেগীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে মনস্থ করলো। তারা, তেগীর লোকদের বন্দি করে গোলাম বানিয়ে ছাড়বে, এব্যাপারে এতোই নিশ্চিত ছিলো যে, তারা সঙ্গে করে জিঞ্জির নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধে তারা হেরে গেলো; এবং তাদের মধ্যে যারা বন্দি হলো, তারা তাদের পায়ে তাদের নিজেদেরই আনীত শিকল পরতে এবং দিনমজুর হিসেবে সুতা দিয়ে তেগীর প্রান্তর পরিমাপ করতে বাধ্য হলো। আমার জীবনকালেও তেগীতে এই শিকলগুলি সংরক্ষিত দেখেছি; এগুলি এখেনা আলেয়ার মন্দিরের চারপাশে ঝুলানো ছিলো।

এই তেগীর সঙ্গে পূর্বেকার যুদ্ধে অনবরতই স্পার্টানরা হারছিলো। কিন্তু ক্রীসাসের আমলে ওরা ওদের রাজা আনাকসানদ্রাইদিস ও আরিস্তনের অধীনে প্রবল হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করে। ওদের সাফল্যের কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ যুদ্ধে বহুবার পরাজয় বরণ করার পর ওরা ডেলফিতে লোক পাঠায় এবং জানতে চায়, তেগী জয় করার জন্য ওদের কোন দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষে করা উচিত; আচার্যা ওদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, ওরা অবশ্যই জয়ী হবে — তবে শর্ত আছে ঃ ওদেরকে আগামেমননের পুত্র ওরেস্তেসের হাড্ডিগুলি দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু ওরেস্তেসের মন্দির কোথায় তা বের করতে না পেরে ওরা আবার জানতে চেয়ে লোক পাঠায় — তার দেহ কোথায় আছে; দূতেরা নিম্নরূপ জবাব পায় ঃ

> আর্কেডিতে আছে তেগী, সমতল প্রান্তরে,
আর সেখানে বাধ্য হয়ে দুটি প্রবলবায়ু নিঃশ্বাস ফেলছে
সেখানে আছে আঘাত প্রত্যাঘাত, দুঃখের উপরে দুঃখ,
এবং, মৃত্তিকা, জীবনদাত্রী মৃত্তিকা ধারণ করছে আগামেমননের পুত্রকে
তাকে নিয়ে এসো 'তেগী' থেকে, জয়ী হবে তোমরা।

এ দৈববাণী, পূর্বের দৈববাণীর চাইতে ওদের বেশি কিছু সাহায্য করলো না দেহটি খুঁজে বের করার ব্যাপারে। ওরা সব জায়গায় খুঁজলো, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত লিকাস, যে ছিলো আগাথিরজি বা উত্তম পরিচারক বলে অভিহিত স্পার্টান

এজেন্টদের একজন, সে এ সমস্যার সমাধান করলো। আগাথিরজিরা হচ্ছে পাঁচজন, সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, তারা প্রত্যেক বছর ঘোড়সওয়ার বাহিনী ত্যাগ করে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, পরবর্তী বছরটি রাষ্ট্র তাদের যে কাজেই নিযুক্ত করুক সেই কাজে ব্যয় করবে। আমি পূর্বেই বলেছি, লিকাস ছিলো ওদেরই একজন। এবং সে তার নিজের ভাগ্যগুণে ও বুদ্ধির জোরে, তেগীতেই দেহটি খুঁজে বের করে। শহর দুটির মধ্যে তখন যে উত্তম সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো তারই সুযোগ নিয়ে সে তেগী যায় এবং একটি কামারশালায় ঢোকে; সেখানে সে দেখতে পেলো — কিছু লোহাকে পিটিয়ে আকার দেয়া হচ্ছে। প্রক্রিয়াটি তার কাছে খুবই চমপ্রদ মনে হয়। কামারটি তাকে বিস্মিত হতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য থেমে বললো — "বন্ধু, তুমি আমাকে লোহা নিয়ে কাজ করতে দেখে যে বিস্ময় বোধ করছো তা তুলনায় কিছুই নয় — যদি আমি যা দেখেছি তুমি তা দেখতে। এখানে উঠানে আমি একটি কুয়ো তৈরি করতে চেয়েছিলাম; মাটি খুড়তে খুড়তে হঠাৎ আমি পেয়ে গেলাম মস্ত বড়ো এক কফিন বা শবাধার। দশফুট লম্বা সেই কফিন। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে, মানুষের আকার বর্তমানে যে রূপ তার চাইতে কখনো তা বড়ো ছিলো। কাজেই আমি কফিনটা খুলে দেখতে পেলাম সেখানে একটি লাশ — কফিনটির মতোই লম্বা। আমি ওটিকে মাপলাম, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিলাম।" 'কামারটির আবিষ্কারের বিবরণ নিয়ে লিকাস মনে মনে ভাবলো এবং এ সিদ্ধান্তে এলো যে, দৈববাণীটি ফলে গেছে — এটি ওরিস্তেসেরই দেহ। সে 'বায়ু'র ব্যাখ্যা পেলো কামারের দু'জোড়া 'হাপরের' মধ্যে, 'আঘাত' এবং 'প্রত্যাঘাত' হচ্ছে হাতুড়ি এবং কামারের নেহাই এবং দুঃখের উপর দুঃখ হচ্ছে পেটানো লোহা, — কারণ লোহার আবিষ্কার মানবজাতির জন্য অকল্যাণকর হয়েছে। লিকাস রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে এই বিশ্বাসে সে স্পার্টা ফিরে গিয়ে পুরো কাহিনীটা খুলে বলে। স্পার্টাবাসীরা ভান করে যে লিকাস এক অপরাধ করে বসেছে, এজন্য তারা তাকে অভিযুক্ত করে এবং দেশ থেকে বের করে দেয়। এর ফলে, লিকাস আবার 'তেগী'তে ফিরে যায়, যা ঘটেছে তা কামারটির নিকট খুলে বলে, এবং সেই উঠানটি ইজারা নেয়ার জন্য সে প্রয়াস পায়। প্রথমে কামারটি ইজারা দিতে অমত করে, কিন্তু এক সময়ে লিকাস তাকে রাজি করায়, এবং সেখানেই তার আস্তানা গাড়ে। তখন সে কবরটি খুঁড়ে হাড্ডিগুলি বের করে স্পার্টা নিয়ে যায়। তখন থেকেই দুশহরের মধ্যে যেকোনো বিতর্কে সবসময়ই ল্যাসিদিমনীয়রা জয়ী হয়েছে। বলতে কি তারা এরই মধ্যে পিলোপোনিসের বেশিরভাগই পদানত করে বসেছে।

এসব তথ্য সংগ্রহের পর ক্রীসাস নানাবিধ উপঢৌকনসহসহ লোক পাঠালেন স্পার্টায় সন্ধি প্রার্থনা করে। তারা কি কি শব্দ ব্যবহার করবে তাদের তা বলে দেয়া হলো আর পৌঁছানোর পরই তারা বললো যে, তারা লিডিয়া এবং অনান্য স্থানের রাজা ক্রীসাসের দরবার থেকে এসেছে নিম্নের বাণী নিয়ে ঃ "ল্যাসিদিমনের বাসিন্দারা! আমি অর্থাৎ রাজা, দৈববাণী কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি গ্রীসকে আমার বন্ধুতে পরিণত করতে, যেহেতু আমাকে

বলা হয়েছে যে, তোমরাই গ্রীকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সে কারণে আমি তোমাদের সাহায্য করতে দৈববাণীকেই মান্য করছি। প্রতারণা বা গোপন চক্রান্তের আশ্রয় না নিয়ে আমি তোমাদের বন্ধু এবং মিত্র হতে চাই।"

ল্যাসিদিমনীয়রা নিজেরাই এই দৈববাণী শুনেছিলো। ক্রীসাসের নিকট থেকে লিডীয়রা এ প্রস্তাব নিয়ে আসাতে তারা খুবই খুশি হলো, এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করলো। ইতিপূর্বে ক্রীসাস তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন কিছুটা তারই স্বীকৃতিস্বরূপ এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। ক্রীসাসের সেই অনুগ্রহটি ছিলো এই ঃ ওরা এপোলোর একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করার পর যখন সার্দিসে লোক পাঠিয়েছিলো ক্রীসাস বিনামূল্যেই তা উপহার দিয়েছিলেন। এপোলোর সেই মূর্তিটি এখন ল্যাকনিয়ার থরনাক্স শহরে আছে। তাহলে একারণেই, এবং ক্রীসাস যেহেতু সকল গ্রীক বাসিন্দার মধ্যে ওদেরকেই তাঁর বন্ধুরূপে বেছে নিয়েছিলেন, সে কারণেও ল্যাসিদিমনীয়রা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হয়। তিনি যখনি তাদের ডাকবেন শুধু তখনি যে তাঁর সেবার জন্য তারা তৈরি ছিলো, তাই নয়, ক্রীসাসের উপহারের বদলে কিছু দেয়ার উদ্দেশ্যে, তারা ব্রোঞ্জ দিয়ে একটি গামলাও তৈরি করে; গামলাটিতে আড়াই হাজার গ্যালন পানি ধরে; এর বাইরে, চারপাশেই ছোটো ছোটো প্রতিকৃতি খোদাই করা হয়েছিলো। তারা এই গামলাটি ক্রীসাসের নিকট নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু যে কারণেই হোক কখনো তা সার্দিসে পৌঁছেনি। হতে পারে, স্যামোস থেকে দূরে কোনো জায়গার দ্বীপবাসীরা এর খবর পেয়েছিলো এবং যুদ্ধ জাহাজে করে সেখানে পৌঁছে এরা ওটি লুট করে পালিয়েছিলো। ল্যাসিদিমনীয়রা মোটামুটি এ কাহিনীই বলে থাকে। কিন্তু স্যামীয়রা এই চুরির কথা স্বীকার করে না। তাদের মতে, যেসব ল্যাসিদিমনীয় এই গামলাটি সার্দিসে নিয়ে যাচ্ছিলো তারা খুব দেরি করে ফেলে; যখন ওরা শুনলো শহরটির পতন ঘটেছে এবং ক্রীসাসকে বন্দি করা হয়েছে তখন ওরা ওটি স্যামোসে কারো না কারো নিকট বিক্রি করে দেয়। স্যামোসের এই লোকেরাই ওটি হীরার মন্দিরে অর্ঘ্য দেয়। সত্যি যদি ওরা ওটি বিক্রি করে থাকে তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে এ ভান করা ওদের পক্ষে খুবই সম্ভব যে, ওদের নিকট থেকে এটি দস্যুরা কেড়ে নিয়েছে। গামলার কাহিনী এ পর্যন্তই।

আসলে ক্রীসাস দৈববাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারেন নি। তিনি কাপ্পাডোসিয়ার বিরুদ্ধে এক অভিযানের জন্য তৈরি হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো তিনি সাইরাস এবং পারস্যের ক্ষমতার পতন ঘটাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যুদ্ধপ্রস্তুতি যখন চলছে সেই সময় সান্দানিস নামক এক লিডীয়ানের কাছ থেকে তিনি এক পরামর্শ পান। সান্দানিস ইতোমধ্যেই তাঁর সুবুদ্ধির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই সে সময় তিনি সে মত প্রকাশ করলেন।

তাতে করে লিডীয়দের মধ্যে তাঁর সুনাম আরো বেড়ে যায়। তিনি বললেন, "হুজুর, আপনি এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন যারা চামড়ার পোশাক পরে ও তাদের পাজামা এবং পরিধেয় সবই চামড়ার তৈরি। তাদের দেশ এতই অনুর্বর এবং অসমতল

যে, তারা যা পায় তাই খায়; যতোটুকু তাদের দরকার ততোটুকু কখনো খেতে পায় না। তারা মদ খায় না, খালি পানি খায়। তাদের ভালো জিনিস বলতে কিছুই নেই। এমনকি, খাবার শেষে পাতে দেয়ার জন্য ডুমুর ফল পর্যন্ত নেই। এখন আপনি যদি এদের জয় করেন এদের কাছ থেকে আপনি কি পাবেন? আপনি নিতে পারেন এমন কিছুই তো তাদের কাছে নেই। পক্ষান্তরে ওরা যদি আপনাকে জয় করে, ভেবে দেখুন, কতোসব উৎকৃষ্ট জিনিস আপনি হারাবেন। একবার যদি ওরা লিডিয়ার আরাম আয়েশের স্বাদ পায়, তাহলে তারা এগুলিকে ছাড়তে চাইবে না। দেবতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা কখনো ইরানিদের মাথায় লিডিয়া আক্রমণের খেয়াল ঢুকিয়ে দেন নি।"

এ পরামর্শ ক্রীসাস গ্রহণ করেন নি, যদিও সান্দানিস সত্য কথাই বলেছিলেন : লিডিয়া বিজয়ের আগে ইরানিরা কখনো কোনো রকমের বিলাসিতা ভোগ করে নি।

গ্রীকজাতির নিকট কাপ্পাডোসীয়ানরা সিরীয়রূপে পরিচিত। ইরানি শক্তির অভ্যুত্থানের আগে তারা ছিলো মিডিসের অধীনে; কিন্তু এ সময়ে তারা ছিলো সাইরাসের অধীন। মিডীয় এবং লিডীয় রাজ্য দুটো সীমানা হচ্ছে হালীস নামক নদী; এ নদীটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়ি এলাকা থেকে নির্গত হয়ে সিলিসীয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর মাতিয়ানী এবং ফ্রিজীয় এলাকা পার হয়ে উত্তর দিকে মোড় ঘুরেছে এবং পূবদিকে কাপ্পাডোসিয়া এবং পশ্চিম দিকে পাফলাগনিয়ার মধ্যে সীমানা তৈরি করেছে। এভাবে, হালীস নদীটি হচ্ছে, সাইপ্রাসের কাছাকাছি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত প্রায় গোটা এশিয়া মাইনরের সীমানা। উপদ্বীপটির গলদেশ এখানেই বলা যায়। দ্রুত যাত্রী একটি মানুষের জন্য এই স্থানটি পার হতে পাঁচ দিন সময় লাগে।

রাজ্যের এলাকা বাড়ানোর জন্য ক্রীসাস খুবই লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাপ্পাডোসিয়া আক্রমণের আরো দুটো কারণ ছিলো। সেই কারণগুলি হচ্ছে : দৈববাণীটিতে তাঁর বিশ্বাস, এবং সাইরাস কর্তৃক অস্তাইজেসের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সাইরাসকে তাঁর শাস্তি দেয়ার বাসনা। সাইয়াকসারেসের পুত্র এবং মিডিয়ার রাজা অস্তাইজেস ছিলেন ক্রীসাসের শ্যালক; তিনি ক্যামবিসেসের পুত্র সাইরাস কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

কি করে এ সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিলো এবার আমি তাই বর্ণনা করবো। সিদীয়রা এক মেষ পালক জাতি : এই সিদীয়দেরই কিছুসংখ্যক লোক তাদের প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ করার পর দেশত্যাগ করে মিডিয়ায় চলে যায়। সে সময় মিডিয়ার শাসক ছিলেন সাইয়াকসারেস; তিনি ছিলেন ফ্রাওতেসের পুত্র এবং দিওসেসের পৌত্র। সাইয়াকসাসারেস তাদের এই আশ্রয়গ্রহণকে প্রথমে সম্মান দেখান এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন; তাঁদের প্রতি তিনি তাঁর সদিচ্ছা এতোদূর প্রসারিত করেন যে, তাদেরকে তিনি কিছু ছেলের অভিভাবক পর্যন্ত করেছিলেন। তাদের কাজ ছিলো এইসব ছেলেকে তাদের ভাষা এবং ধনুক চালনা শেখানো। কিছুদিন যাওয়ার পর একটি ব্যাপার ঘটে গেলো। সিদীয়রা রোজ রোজ শিকারে বেরোতো এবং একটা-না-একটা শিকার নিয়ে ফিরতো। একদিন তারা খালি হাতে ফিরে আসে। সাইয়াকসারেসের আচরণ থেকেই জানা যায় তিনি ছিলেন

অতি বদরাগী লোক। সিদীয়দের তিনি খুবই অপমান ও গালাগাল করলেন। এতে সিদীয়রা ক্ষুব্ধ হয়, কারণ এ ধরনের ব্যবহার তারা তাদের প্রাপ্য মনে করতো না। কাজেই এর বদলাস্বরূপ তারা তাদের তরুণ ছাত্রদের একজনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় ঃ তারা ছাত্রটিকে কেটে কুচি কুচি করে টুকরোগুলি সাধারণ গোশতের মতো বানিয়ে সাইয়াকসারেসের সামনে পরিবেশন করবে শিকারের গোশতরূপে — তারপর সেখান থেকে পালিয়ে সার্দিসে আলিআত্তেসের দরবারে চলে যাবে। সত্যিসত্যিই তারা ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিলো। সাইয়াকসারেস এবং তাঁর খানার টেবিলের মেহমানরা এই গোশতের কিছুটা ভক্ষণ করে এবং সিদীয়রা পালিয়ে সার্দিস চলে যায় ও আলিআত্তেসের কৃপার উপর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে। সাইয়াকসারেস এদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য দাবি করেন, কিন্তু আলিআত্তেস তাতে রাজি হলেন না। এর ফলে দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। পাঁচ বছর স্থায়ী সে যুদ্ধে লিডীয়ান এবং মিডিয়ানরা উভয়েই কয়েকবার একে অপরের উপর জয়লাভ করে। একবার তারা অন্ধকারের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত লড়াই করে। এ ঘটনাটি ঘটে পাঁচ বছর স্থায়ী অনিশ্চিত যুদ্ধের পর; দু ফৌজের মধ্যে ইতোমধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে; এর মধ্যে হঠাৎ দিবস রাত্রির রূপ নিলো। আলো থেকে অন্ধকারে এই পরিবর্তনের কথা মিলেতুসের থেলস আগাম বলেছিলেন আইয়োনীয়ানদের নিকট; যে বছর যে তারিখে তা ঘটবে তাও তিনি বলেছিলেন। বাস্তবে সেই বছরের সেই তারিখেই এ ঘটনাটি ঘটেছিলো। যখন তারা দেখতে পেলো আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে দিন তখন লিডীয় এবং মিডিয়রা যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় এবং শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সিলিসিয়ার সাইনেসিস ও ব্যাবিলনের লাবিনেতাস তাদের মধ্যে আপোস করিয়ে দেন। তাঁদেরই চেষ্টায় শান্তি চুক্তিটি টিকে থাকে এবং দু' রাজ্যের মধ্যে বিয়েশাদি চালু হয়। তাঁরা আলিআত্তেসকে রাজি করান তাঁর কন্যা আর্যেনিসকে সাইয়াকসারেসের পুত্র অস্তাইজেসের নিকট বিয়ে দিতে; কারণ তাঁরা জানতেন যে, শক্তিশালী সমর্থন ছাড়া চুক্তি ক্বচিৎ টিকে থাকে। এই জাতিগুলির শপথ গ্রীক জাতির শপথের অনুরূপ। তবে অতিরিক্ত স্বীকৃতি হিসেবে তাঁরা তাদের বাজুতে একটি অগভীর ক্ষত করে এবং একে অপরের খুন চাটে।

অস্তাইজেস ছিলেন সাইরাসের মাতামহ। যে কারণে সাইরাস তাঁকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন পরে তা আমি বুঝিয়ে বলবো। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, ক্রীসাস সাইরাসকে তাঁর কাজের জন্য দায়ী করেন। কাজেই তিনি তাঁর পারস্য-অভিযান সম্পর্কে দেবতার মত জানার জন্য আবার লোক পাঠালেন এবং দ্ব্যর্থবোধক জবাবটি পাওয়ার পর তিনি তাঁর ব্যাখ্যা করেন তাঁর নিজের সুবিধার্থে এবং যুদ্ধ শুরু করে দেন। হালীস নদীর তীরে পৌঁছানোর পর তিনি চালু পুলটির উপর দিয়ে তা পার হলেন ; মোটামুটিভাবে এই আমার বিশ্বাস, যদিও গ্রীক কাহিনীটি আলাদা। তারা বলে, মিলেতুসের থেলসই নদীটি পার হবার কৌশল বাতলে দেন। এ কাহিনী থেকে মনে হয়, পুলগুলি তখনো তৈরি হয় নি এবং ক্রীসাস যখন ভাবছিলেন তাঁর লোকজন নদীটি কি করে পার হবে, তখন থেলস ছিলেন তাদের সঙ্গে তাঁবুতে — তিনিই নদীটিকে ফৌজের দু পাশ দিয়ে বয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন — শুধু বাম পাশ দিয়ে চলার পরিবর্তে। তিনি একাজটি সমাধা করেছিলেন

তাঁবুর সামান্য বিপরীত দিকে একটি স্থান থেকে শুরু করে সেখান থেকে তাঁবুর পশ্চাত ভাগ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার চাঁদের একটি গভীর আকৃতি খাল খনন করে। উদ্দেশ্য ছিলো মূল খাত থেকে কিছুটা পানি ভিন্ন খাতে এমনভাবে প্রবাহিত করা, যাতে তাঁবু অতিক্রম করার পরই সে পানি আবার এসে মূল খাতে পড়তে পারে। এভাবে নদীটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়, আর এ দুটো শাখাই সহসা পায়ে হেঁটে পার হবার উপযোগী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলে, নদীর মূল খাতটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না, কারণ কার্যত তাই ঘটে থাকলে তারা ফিরতি কোন পথে সেই নদীটি পার হতে পারতো?

ফৌজ নদী পার হয়ে কাপ্পাডোসিয়ার পৃতেরিয়া নামক এলাকায় পৌছলে ক্রীসাস সেখানে তাঁবু গাড়েন এবং সিরীয়দের জমির শস্যাদি নষ্ট করতে শুরু করেন। এই পৃতেরিয়া হচ্ছে এখানকার সবচাইতে মজবুত জায়গা, অনেকটা কৃষ্ণ সাগরের সাইনোপির সঙ্গে একই রেখায় অবস্থিত। তিনি শহরটি দখল করে এর বাসিন্দাদের গোলামে পরিণত করেন এবং কোনো রকম উসকানি ছাড়াই সিরীয়দের তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পার্শ্ববর্তী সকল বসতি হস্তগত করেন।

ইতিমধ্যে, সাইরাস তাঁর সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর মোকাবেলা করার জন্য এগুচ্ছিলেন। যেসব জাতির বসতির মধ্য দিয়ে তাঁকে এগুতে হলো তার প্রত্যেকটির কাছ থেকেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করলেন। তাতে তাঁর বাহিনী বিপুলাকার ধারণ করলো। যাত্রা আরম্ভের আগেই তিনি আইয়োনীয়ানদের নিকট তাঁর প্রতিনিধি পাঠান ক্রীসাস থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। তবু তিনি পৃতেরিয়ার দিকে মার্চ করলেন। ক্রীসাসের ফৌজের মুখোমুখি হয়ে তিনি যখন তাঁবু গাড়লেন তখন তাঁদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেলো। এক তীব্র যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই কিছু সংখ্যক লোক মারা যাওয়ার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এবং যুদ্ধ থেমে গেলো, কোনো পক্ষের জয়-পরাজয় ছাড়াই।

ক্রীসাস যুদ্ধে তাঁর জয় না হওয়ার জন্য তাঁর ফৌজের আকারকে দায়ী করেন। সাইরাসের সাথে সেই যুদ্ধে সাইরাসের ফৌজের চেয়ে তাঁর ফৌজ আকারে অনেক ক্ষুদ্র প্রমাণিত হয়। পরদিন সাইরাস আক্রমণের জন্য অগ্রসর না হওয়ায় ক্রীসাস মার্চ করে ফিরে গেলেন সার্দিসের উদ্দেশ্য : স্পার্টার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির পূর্বে তিনি রাজা এমাসিসের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন তারই শর্তানুযায়ী মিসরের সাহায্য চাওয়া। তাছাড়া, ব্যাবিলনীয়দের আহ্বান করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো; কারণ পূর্বে তিনি ব্যাবিলনের রাজা ল্যাবিনেতাসের সাথেও অনুরূপ চুক্তি করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি ল্যাসিদিমনীয়দেরও তাঁর দলে ভেড়াতে চেয়েছিলেন — যেন তারা এক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর সাথে যোগ দেয়। এভাবে নিজের ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি শীতকালের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী বসন্তকালে পারস্য ফৌজকে আক্রমণ করা ছিলো তাঁর লক্ষ্য।

মনে এই খেয়াল নিয়ে ক্রীসাস দেশে ফেরার পরই তাঁর সকল মিত্রের নিকট চারমাস পর সার্দিসে সেনা পাঠানোর নির্দেশ পাঠান। যেসব বেতনভুক সৈন্য নিয়ে তিনি পারস্য বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিলেন এবং যদ্ধের পর যাদের নিয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন,

সে সকল তিনি ভেঙে দিলেন এবং তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্যও তার মনে এ চিন্তা জাগে নি যে, এ ধরনের একটা সম্মুখযুদ্ধের পর সাইরাস আবার সার্দিসের উপর হামলা করার সাহস পাবেন। তিনি যখন তাঁর এইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবছিলেন তখনি এক অস্বাভাবিক ঘটনায় তিনি তাজ্জব বনে গেলেন : শহরতলিতে সাপে গিজ গিজ করতে লাগলো আর তাই দেখে ঘোড়াগুলি মাঠে ঘাস খাওয়া বন্ধ করে ছুটে এসে সেই সাপগুলিকে খেতে লাগলো। ক্রীসাস এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্বভাবতই মনে করলেন, এ এক অশুভ আলামত। তাই তিনি দেরি না করে এর ব্যাখ্যার জন্য তেলমেসাসে লোক পাঠালেন। ওখানে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁরা এ ধরনের ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর দূত সত্যি সত্যি তেলমেসাসের ঐ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে এর ব্যাখ্যা শিখেছিলো; কিন্তু তাঁরা ক্রীসাসকে কখনো জানায় নি তা কি। ফিরতি সফরে তাদের জাহাজ সার্দিসে পৌঁছানোর পূর্বেই ক্রীসাস বন্দি হয়ে পড়েন। ব্যাখ্যাটি এরূপ ছিলো যে, ক্রীসাসকে বিশ্বাস করতে হবে, একটি বিদেশী সৈন্যবাহিনী আসছে; আর সে বাহিনী সার্দিসবাসী লোকগোষ্ঠীকে পরাভূত করবে। কারণ তাদের ব্যাখ্যামতে সাপগুলির জন্ম হয়েছে দেশের জমি থেকে, কিন্তু ঘোড়াগুলি হচ্ছে যুদ্ধের জানোয়ার এবং এদেশের নিজস্ব নয়। তবে, তেলমেসাসের যে ব্যক্তিবর্গ এ জবাবটি দিয়েছিলো তারা সার্দিস থেকে তখনো কোনো সংবাদ পায় নি, যদিও ক্রীসাস এর আগেই বন্দি হয়ে পড়েছিলেন।

পৃতেরিয়ায় যুদ্ধের পর ক্রীসাস যখন দেশের পথে রওনা দিলেন তখন সাইরাসের কোনো সন্দেহই ছিলো না যে, তিনি দেশে পৌঁছেই তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙে দেবেন। তাই ভাবনাচিন্তা করে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর পক্ষে উত্তম পন্থা হচ্ছে — লিডীয়বাহিনী আবার প্রস্তুত হবার আগই বিদ্যুৎগতিতে সার্দিসের উপর আক্রমণ। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হলো। বলতে গেলে, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর দূত — কারণ, এতো ক্ষিপ্রগতিতে তিনি লিডিয়ার দিকে এগুলেন যে ক্রীসাস জানতেও পারলেন না, সাইরাস সার্দিসের পথে রয়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্রীসাস ভারি অসুবিধায় পড়লেন। তবু তিনি হানাদারকে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সেকালে এশিয়ায় লিডীয়ানদের চাইতে শক্তিশালী অথবা সাহসী যোদ্ধা কেউ ছিলো না। তারা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করতো। অশ্বারোহী যোদ্ধা হিসাবে তারা ছিলো শ্রেষ্ঠ এবং তাদের অস্ত্র ছিলো সুদীর্ঘ বর্শা।

সার্দিসের সামনে সমতল অঞ্চলে দুই ফৌজ মোকাবেলা করে। এটি একটি বিশাল প্রান্তর; এতে গাছপালা নেই, হীল্লাস এবং আরো কতিপয় নহর দ্বারা — যেগুলি হার্মাস নামক বৃহত্তর একটি বন্দরের সাথে মিলিত হয়েছে — এ প্রান্তরটি সিঞ্চিত। হার্মাসের উৎস হচ্ছে ফ্রিজীয় দেবতা সীবেলির বাসস্থান হিসাবে পবিত্র পর্বতমালা। এ নদীটি ফসীয়া শহরের নিকটে সমুদ্রে পড়েছে। সাইরাস এই প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য লিডীয়ানদের সজ্জিত হতে দেখে একটি ফন্দি আঁটেন; কারণ তিনি ওদের ঘোড়সওয়ারবাহিনীর জন্য ভীত হয়ে

পড়েছিলেন। হার্পেসাস নামক জনৈক মিডিয়াবাসীর পরামর্শেই তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর এ কৌশলটি হলো — অস্ত্রশস্ত্র ও রসদবাহী সকল উটকে একত্র করতে হবে, তাদের পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে তাদের ওপর সিপাহীদের বসাতে হবে। এরপর তিনি তাদের হুকুম দিলেন — ক্রীসাসের অশ্বারোহীবাহিনীর উপর হামলা করার জন্য সর্বাগ্রে তারা অগ্রসর হবে; তাদের পেছনে থাকবে পদাতিকবাহিনী এবং সাইরাসের নিজের ঘোড়সওয়ারবাহিনী থাকবে পদাতিকবাহিনীর পেছনে। এভাবে সৈন্য সজ্জিত করার পর তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ক্রীসাস ছাড়া আর প্রত্যেকটি লিডীয়কেই নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তবে ক্রীসাসকে কিছুতেই হত্যা করা চলবে না। এমনকি, তাঁকে বন্দি করতে গেলে তিনি যদি বাধা দেন তবুও।

লিডীয়ান অশ্বারোহীবাহিনীর মোকাবেলায় উট উপস্থিত করার কারণ রয়েছে। উট দেখলেই ঘোড়া ঘাবড়ে যায়। উঠের দৃশ্য বা গন্ধ কোনো ঘোড়াই বরদাস্ত করতে পারে না। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এ কৌশলটি অবলম্বিত হয়। ক্রীসাসের যে অশ্বারোহীবাহিনীর উপর লিডীয়রা এতো আশাভরসা করতো সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়াই ছিলো এর লক্ষ্য। ফন্দিটি সফল হয়; কারণ, যুদ্ধ শুরু হলে উটের গন্ধ পেয়ে ও উটকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াগুলি লেজ দেখিয়ে পালাতে শুরু করে। ফলে ক্রীসাসের আত্মবিশ্বাসের ভীতই নষ্ট হয়ে গেলো। অবশ্য লিডীয়ানরা নিজেদের বুজদিল প্রমাণ করে নি; ব্যাপার দেখে তারা উট থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ে এবং জমিনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ইরানি ফৌজের সাথে। উভয় পক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়; শেষ পর্যন্ত লিডীয়ানরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং বিতাড়িত হয়ে নগরীর চৌদেয়ালের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইরানিরা এখানে তাদের অবরোধ করে।

এভাবেই শুরু হয় সার্দিসের অবরোধ। ক্রীসাসের মনে হলো, এ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হবে; তাই তিনি তাঁর মিত্রদের নিকট দ্বিতীয়বার আহ্বান জানালেন সাহায্যের জন্য। প্রথমবার তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন চারমাস পর সার্দিসে সৈন্যসমান্ত পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে; কিন্তু এখন তিনি অবরুদ্ধ বলে আশু সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন। সাইরাস যে সব রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাদের প্রত্যেকের নিকটই এ আবেদন জানানো হয়, তবে সবচেয়ে জরুরি আবেদন জানানো হলো স্পার্টার নিকট।

স্পার্টা ঠিক এই সময়েই আর্গোস রাজ্যের থাইরি নামক একটি স্থান নিয়ে আর্গোসের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিলো; স্পার্টা এ স্থানটিকে আর্গোস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দখল করে নিয়েছিলো। এক কালে, সাইথেরা এবং নিকবর্তী অন্যান্য দ্বীপসহ মালী পর্যন্ত পশ্চিমের গোটা এলাকাটিই ছিলো আর্গোসের অধিকারভুক্ত। আর্গোসবাহিনী তাদের অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করে। স্পার্টানদের সাথে মিলিত বৈঠকের পর স্থির হয়, উভয় পক্ষের বাছাই করা তিনশো সৈন্য যুদ্ধ করবে এবং যারা জিতবে থাইরি তাদেরই অধিকারভুক্ত হবে। দু'ফৌজের বাকি সৈন্যকে যুদ্ধ দেখার জন্য সেখানে অপেক্ষা না করে দেশে ফিরে যেতে হবে; কারণ, যে কোনো পক্ষের বাছাই করা সিপাহীদের বিপর্যস্ত হতে

দেখলে সেই পক্ষ হস্তক্ষেপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এই শর্তে তারা ফিরে গেলো; রইলো শুধু উভয় পক্ষের বাছাই করা সিপাহীরা। অত:পর যুদ্ধ শুরু হলো। এতোটা মরিয়া হয়ে তারা এই যুদ্ধ করে যে, ছয় শো যোদ্ধার মধ্যে মাত্র তিনজন বেঁচে ছিলো। তাদের মধ্যে দুজন হচ্ছে আলসেনর এবং ক্রমিওস, আর্গোসের দুই যোদ্ধা, এবং তৃতীয় জন হচ্ছে এক জন স্পার্টান। আলসেনর এবং ক্রমিওস ঘোষণা করে যে, তারা জয়ী হয়েছে। অতঃপর তারা দ্রুতগতিতে আর্গোস ফিরে যায়। এদিকে, স্পার্টার যোদ্ধা ওত্রিয়াদেস তখনো অস্ত্রহাতে ময়দানেই ছিলো; সে আর্গোসের মৃত যোদ্ধাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে সেগুলি নিজ তাঁবুতে নিয়ে যায়।

যুদ্ধের ফলাফল জানবার পর দুদলই পরদিন আবার মিলিত হয়। কিছুক্ষণের জন্য আর্গোস এবং স্পার্টার দল দাবি করতে থাকে যে, তারা উভয়েই যুদ্ধে জিতেছে — আর্গোসের জয়ের প্রমাণ হচ্ছে, তাদের জীবিত সৈন্যের সংখ্যা বেশি, আর স্পার্টার জয়ের প্রমাণ, আর্গোসের সিপাহী দুটো ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে, কিন্তু স্পার্টার যোদ্ধাটি তখনো ময়দানেই ছিলো এবং ময়দানে থেকে সে লাশের গা থেকে পোশাকপরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়েছে। এই তর্কবির্তকের সমাপ্তি ঘটলো হাতাহাতিতে এবং নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির পর স্পার্টার ফৌজ জয়লাভ করে। আর্গোসের লোকদের আগে অভ্যাস ছিলো লম্বা চুল রাখা; সেই দিন থেকেই তারা তাদের চুল কেটে ছোটো করতে শুরু করে এবং থাইরির পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত পুরুষের পক্ষে চুল রাখা ও মেয়েদের পক্ষে সোনার জেওর পরা তারা ধর্ম বিরোধী কাজ বলে স্থির করে। স্পার্টার লোকেরাও তখন থেকে একটা নতুন নিয়ম গ্রহণ করে; তবে আর্গোসের ঠিক উল্টো। আগে তারা লম্বা চুল রাখতো না, এখন তারা লম্বা চুল গজাতে শুরু করলো। কথিত আছে যে, ওত্রিয়াদেস তাঁর তিনশো সঙ্গীর মধ্যে যে একাই বেঁচে ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের মৃত্যুর পর স্পার্টায় ফিরে যেতে আর তাঁর মন মানেনি, লজ্জায় দু:খে তিনি থাইরিতেই আত্মহত্যা করেন।

এসব বিপদের মধ্যেই, সার্দিসের অবরোধ ব্যর্থ করার জন্য সাহায্য চাইতে দূত এসে স্পার্টায় পৌছলো। তার বক্তব্য শোনার পর, স্পার্টার লোকেরা নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ এবং তাদের জাহাজগুলি বন্দর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত, সেই মুহূর্তে এসে পৌঁছলো দ্বিতীয় খবর। কি সেই খবর? না, নগরীর পতন হয়েছে এবং ক্রীসাস বন্দি হয়েছেন। তারা তাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে খুবই ক্লেশ বোধ করে, কিন্তু এর বেশি কিছু করার সামর্থ তাদের ছিলো না।

এভাবেই সার্দিস দখল করা হয়। অবরোধের চতুর্দশ দিবসে তিনি তাঁর কর্মচারীদের ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সীমার চতুর্দিকে টহল দিতে এবং তাঁর সিপাহীদের নিকট একথা ঘোষণা করতে লোক পাঠান যে, তিনি ওয়াদা করছেন, যে ব্যক্তি প্রথম দেয়াল টপকাতে পারবে

তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। এরপর সকলে মিলে চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা সে চেষ্টা ত্যাগ করলো। তখন সার্দিয়াবাসী জনৈক হীরেদিস এগিয়ে এলো চেষ্টা করে দেখার জন্য — দেয়ালের একটা বিশেষ স্থানে দেয়ালটি টপকানো যায় কিনা। সে স্থান ছিলো অরক্ষিত। কারণ, এখানে আক্রমণ করে কেউ সফল হতে পারে তা কখনো সম্ভব মনে হয়নি। স্থানটি ছিলো মূল দুর্গের একটি অংশ। এখানে দুর্গ প্রাচীরটি এতো খাড়া ছিলো যে তা ডিঙানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। পূর্বকালে তেলমেসীয়রা বলতো, সার্দিসের তখনকার রাজা মিলেসের রক্ষিতা যে সিংহ শাবক প্রসব করেছে, মিলেস যদি তাকে দুর্গের চারদিকে ঘুরিয়ে আনেন তাহলে সার্দিস শহর কেউ কখনো দখল করতে পারবে না। দুর্গ প্রাচীরের বাকি যেসব জায়গায় আক্রমণ সম্ভব ছিলো সেগুলির ব্যাপারে মিলেস তাদের পরামর্শ নেন এবং সিংহটিকে দুর্গের চারদিকে ঘুরিয়ে আনেন। কিন্তু এ বিশেষ স্থানটি তিনি উপেক্ষা করেন। তিনি মনে করেছিলেন এ স্থানের খাড়াটুকুই আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শহরের যে অংশটি ত্মলাস-এর মুখোমুখি সেই অংশেই রয়েছে দুর্গের এই বিশেষ স্থানটি।

আগের দিন সার্দিয়ার হীরেদিস দেখেছিলো — দুর্গের সেই ঢালু বেয়ে একটি শিরস্ত্রাণ গড়িয়ে পড়েছে, আর একজন লিডীয় সেই ঢালু বেয়ে নিচে নামছে। এতে তার মনে চিন্তা জাগে। এরপর সে নিজেও সেই ঢালু বেয়ে ওঠে এবং তার পেছনে পেছনে অন্যান্য ইরানিরাও ওঠে। এভাবেই সার্দিস দখল ও লুণ্ঠিত হয়।

ক্রীসাসের কি ঘটেছিলো তা এখনো বলার বাকি রয়েছে। এর আগে আমি তাঁর বধির পুত্রটির কথা উল্লেখ করেছি। বধির হলেও অন্যান্য দিক দিয়ে সে ছিলো এক চমৎকার তরুণ। ক্রীসাস তাঁর সমৃদ্ধিরকালে — যে সমৃদ্ধি এখন আর নেই — তাঁর এই পুত্রটির জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছিলেন। এমনকি, ডেলফির দৈববাণীর পরামর্শ নিতেও তিনি কসুর করেন নি। আচার্যা জবাব দিয়েছিলেন :

> বহু জাতির প্রভু হে লিডীয় সম্রাট, নির্বোধ ক্রীসাস !
> তুমি শুনতে চেয়োনা তোমার প্রাসাদের ভিতরে আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর —
> এমন কি তোমার পুত্রের কণ্ঠস্বরও; এ যদি অন্যরূপ হতো ভালো হতো তোমার জন্য;
> কারণ সে তার প্রথম বাক্য উচ্চারণ করবে এক দুঃখের দিনে।

নগরী যখন আক্রান্ত হলো তখন এক ইরানি সিপাহী ক্রীসাসকে চিনতে না পেরে তাকে কেটে ফেলতে উদ্যত হয়। ক্রীসাস দেখলেন সে এগিয়ে আসছে; কিন্তু তিনি তাঁর এ দুর্দশার মধ্যে বেঁচে থাকবেন, কিংবা মরবেন এ ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই তিনি করলেন না। কিন্তু এই বিপদের মুখে তাঁর বধির পুত্রটি মুহূর্তের মধ্যে যে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে তাতে এতোটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, হঠাৎ তার জবান খুলে যায় এবং সে চিৎকার করে ওঠে — 'খবরদার ক্রীসাসকে হত্যা করো না।' এ কথাগুলিই সে প্রথম উচ্চারণ করেছিলো। তারপর বাকি জীবন তার বাকশক্তি পুরোপুরি বজায় ছিলো।

এভাবে ইরানিরা সার্দিস দখল করে এবং তারঁ চৌদ্দ বছর রাজত্বের পর এবং চৌদ্দ দিনের অবরোধ শেষে ক্রীসাসকে বন্দি করে নিয়ে যায় শেষে। দৈববাণী সত্য হলো : ক্রীসাস এক বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছেন। এবং সে সাম্রাজ্যে তাঁর নিজেরই সাম্রাজ্য।

ইরানিরা তাদের বন্দিকে নিয়ে এলো রাজার কাছে। সাইরাস ক্রীসাসকে জিঞ্জির দিয়ে বাঁধলেন এবং চৌদ্দজন লিডীয়ান বালকসুদ্ধ তাঁকে তাঁর পূর্বনির্মিত একটি বিশাল চিতার উপর রাখলেন ঃ হতে পারে — তিনি তাদেরকে তাঁর কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে উত্তম বলি ঠিক করেছিলেন; হয়তো তিনি কোনো শপথ করেছিলেন এবং সেই শপথ পূরণ করতে চেয়েছিলেন। এও হতে পারে যে, তিনি শুনেছিলেন ক্রীসাস একজন দেবভীরু মানুষ; তিনি তাঁকে চিতার উপর রেখেছিলেন কোনো শক্তি তাঁকে জীবন্ত দগ্ধীভূত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে কিনা তা দেখার জন্য। কারণ যাই হোক, তাই কিন্তু ঘটেছিলো। ক্রীসাস তাঁর এই দুঃখের মধ্যেও, চিতায় দাঁড়িয়ে স্মরণ করলেন সলোনের কথা — সলোন বলেছিলেন, কোনো মানুষকেই তার মৃত্যুর পূর্বে সুখী বলা যায় না। তখন পর্যন্ত ক্রীসাস একটি শব্দও উচ্চরণ করেননি; কিন্তু একথা যখন তাঁর মনে পড়লো, তখন তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং মনোকষ্টে তিনবার সলোনের নাম উচ্চারণ করলেন।

সাইরাস এই নামটি শুনে তাঁর দোভাষীদের বললেন — এই সলোন কে, ক্রীসাসকে জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু ক্রীসাস কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলেন না। অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে বাধ্য করা হলো। 'তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ', ক্রীসাস বললেন, 'যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজার সঙ্গে কথা বললে তা মঙ্গলপ্রসূ হতো। এ কাজ করার জন্য তাঁকে প্রচুর ধনদৌলত দিতাম।' তিনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝতে না পেরে তারা তাদের প্রশ্নগুলির পুনরাবৃত্তি শুরু করে — তারা তাঁকে এর ব্যাখা করার জন্য এমনভাবে চাপ দিতে থাকে যে, তিনি আর অস্বীকার করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন কি করে এথেনবাসী সলোন একবার সার্দিসে এসেছিলেন এবং সেখানে যে জাঁকজমক তিনি দেখেছিলেন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন — কিভাবে, তিনি যা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটিই — তা সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও — বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে সত্য যারা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে; তাঁর নিজের বেলাও একেবারেই অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য হয়েছে।

ক্রীসাস যখন কথা বলছিলেন তখন আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং চার কিনারে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ক্রীসাস যা বলেছেন দোভাষীরা তা সাইরাসকে বললে কাহিনীটি সাইরাসের অন্তর স্পর্শ করে। তিনি নিজেই একজন নশ্বর মানুষ। আর তিনিই কিনা আরেকজন মানুষকে জীবন্ত পোড়াচ্ছেন, যে মানুষটি এককালে ছিলো বিত্ত ও ক্ষমতাশালী। এই ভাবনা, প্রতিফলের ভয় এবং মানুষের সমস্তকিছুর অনিত্যতার উপলব্ধি তাঁর মনের উপর ক্রিয়া করে। তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়ে ফেলতে ও ক্রীসাস এবং বালকগুলিকে চিতা থেকে নামিয়ে ফেলার জন্য হুকুম দেন। কিন্তু আগুন এরই মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ফলে নেবানো গেলো না। লিডীয়ানরা

বলে — ক্রীসাস যখন বুঝতে পারলেন রাজা তাঁর মত বদলেছেন এবং দেখতে পেলেন, প্রত্যেকেই আগুন নেবানোর জন্য চেষ্টা করছে, তখন তিনি অশ্রু বিগলিত চোখে চিৎকার করে ডাকলেন এপোলোকে — ক্রীসাসের কোনো অর্ঘ্যে যদি তিনি খুশি হয়ে থাকেন, তিনি যেন আসেন এবং এ বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। সেদিন আকাশ ছিলো পরিষ্কার এবং বাতাস ছিলো না। কিন্তু ক্রীসাসের প্রার্থনার জবাবে, হঠাৎ আকাশে মেঘ করে এলো এবং এরূপ প্রবল বর্ষণের সাথে তুফান শুরু হলো যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবে গেলো।

ক্রীসাস যে একজন মহৎ মানুষ, যাঁকে দেবতারাও ভালোবাসে, তার প্রমাণ হিসাবে সাইরাসের জন্য এই ছিলো যথেষ্ট। সুতরাং তিনি তাঁকে চিতা থেকে নামিয়ে বললেন, 'ক্রীসাস, তুমি আমাকে বলো — কে সেই ব্যক্তি যে তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেরোতে প্ররোচিত করেছিলো এবং আমার বন্ধু না হয়ে তোমাকে আমার শত্রু হবার মন্ত্রণা দিয়েছিলো?'

— 'হুজুর' ক্রীসাস বললেন, 'আমি যখন যুদ্ধে বেরুলাম সে ছিলো আপনার জন্য সৌভাগ্য এবং আমার জন্য দুর্ভাগ্য। গ্রীকদের দেবতাই আমাকে এ যুদ্ধের সাহস দিয়েছিলেন। অপরাধ তাঁরই। শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ বেছে নেয়ার মতো নির্বোধের কাজ আর কিছু হতে পারে না — শান্তির সময় পুত্ররা কবর দেয় পিতাদের আর যুদ্ধের সময়ে পিতা কবর দেয় সন্তানের। এরূপ যে ঘটেছে তা দেবতারই ইচ্ছায় ঘটেছে।,

এরপর, সাইরাস তাঁর জিঞ্জির খুলে দিয়ে তাঁকে তাঁর পাশে বসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাঁর খুবই সমাদর করলেন; আর যারা খুব নিকটে থেকে ক্রীসাসকে দেখছিলো তাদের প্রত্যেকেরই মতো তিনিও ক্রীসাসের দিকে এক ধরনের বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাচ্ছিলেন।

ক্রীসাস কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবেছিলেন, তাঁর মুখে কথা সরছিলো না। এরপর তিনি মুখ ফেরালেন এবং ইরানিদের শহর লুণ্ঠন করতে দেখে বললেন, — 'হুজুর, আমার মনে যা আছে তা কি আমি বলবো? না, চুপ করে থাকবো?' সাইরাস বললেন — তিনি যা খুশি বলতে পারেন কোনো ভয় না করে। তখন ক্রীসাস আরেকটি প্রশ্ন করেন — 'ব্যাপার কি — যার জন্য আপনার ঐসব লোকজন এতো উঠে পড়ে লেগেছে?'

— 'এরা তোমাদের শহর লুণ্ঠন করছে এবং তোমাদের ধনসম্পদ নিয়ে যাচ্ছে।'

— 'আমার শহর নয় — আমার ঐশ্বর্যও নয়' ক্রীসাস জবাব দিলেন. 'এ শহরের কিছুরই আমি আর মালিক নই। এরা আপনাকেই লুণ্ঠন করছে।'

সাইরাস ব্যাপারটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেন। তিনি উপস্থিত পারিষদবর্গকে বিদায় দিলেন এবং জানতে চাইলেন এ বিষয়ে ক্রীসাস কি পরামর্শ দিতে পারেন।

— 'দেবতারা যেহেতু আমাকে আপনার গোলাম বানিয়েছেন' ক্রীসাস বললেন, 'আমার যদি দেবার মতো কোনো পরামর্শ থাকে, আপনাকে তা না দেয়া আমি উচিত মনে করি না। ইরানিরা গর্বিত, অতি বেশি গর্বিত এবং তারা গরিবও। তারা শহরটিকে তছনছ করেছে। আপনি যদি তাদেরকে এই সমস্ত সম্পদ অধিকার করতে দেন, তাহলে এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্য দখল করবে সে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কাজেই আমি যা বলছি — তা করুন। অবশ্য যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তবেই। আপনার রক্ষীদের প্রত্যেকটি প্রবেশপথে পাহারায় নিযুক্ত করুন; যখন কেউ মূল্যবান কিছু আনবে প্রহরীরা যেন তা কেড়ে নেয় এবং বলে যে, এ সবের দশ ভাগের এক ভাগ ক্রীসাসকে দিতে হবে; আপনি যদি তা করেন, তাহলে, তারা আপনাকে ঘৃণা করবে না, অথচ, আপনি যদি ঐসব জিনিস কেবল ক্ষমতা বলে বাজেয়াপ্ত করেন ওরা আপনাকে অবশ্য ঘেন্না করতো। তারা স্বীকার করবে যে এ কাজ একটি ন্যায়বিচারের কাজ এবং তাদের নিকট যা আছে তা তারা দিতে রাজি হবে।'

ক্রীসাস এ পরামর্শে খুব খুশি হলেন। কারণ তাঁর কাছে পরামর্শটি অতি চমৎকার মনে হলো। ক্রীসাসকে অনেক তারিফ করে, তিনি এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাঁর রক্ষীদের হুকুম দিলেন। তারপর ক্রীসাসের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি রাজা হলেও, তুমি কথায় ও কাজে আমার সেবা করার জন্য তৈরি আছো। এর বদলে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। কাজেই তোমার যা খুশি, তুমি চাও, সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে তা দেয়া হবে।'

—'হুজুর' ক্রীসাস বললেন, 'আমি সবচাইতে বেশি খুশি হবো,' যদি আপনি আমাকে এই জিঞ্জিরগুলি গ্রীকদের দেবতার নিকট পাঠাতে দেন যে দেবতাকে আমি সম্মান করতাম সব চাইতে বেশি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবো — তাঁর উপকারীদের ছলনা করাই তাঁর স্বভাব কিনা।' সাইরাস তাঁর এই অনুরোধের কারণ জানতে চাইলেন। ক্রীসাস তখন সমস্ত কাহিনীটি আবার বর্ণনা করলেন। তিনি কি করবেন বলে আশা করেছিলেন এবং দৈববাণীতে কি সব জবাব মিলেছিলো সে কাহিনী বিবৃত করলেন ক্রীসাস; তিনি বিশদভাবে বললেন, — তিনি যেসব দামি উপহার পাঠিয়েছিলেন সেগুলির কথা, কিভাবে দৈববাণীতে বিশ্বাসের ফলে তিনি পারস্য অভিযানে সাহসী হয়েছিলেন সে কাহিনী। তারপর, তিনি কাহিনী শেষ করলেন তাঁর অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করে। ছলনার জন্য এপোলোকে তিরস্কার করার অনুমতি চাইলেন ক্রীসাস। সাইরাস হেসে বললেন, তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর; এ ছাড়াও যখন ইচ্ছা যে কোনো জিনিস তিনি চাইতে পারেন। সুতরাং ক্রীসাস ডেলফিতে লোক পাঠালেন এবং তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন জিঞ্জিরটি মন্দিরের ঠিক চৌকাঠের উপরেই যেন ওরা রাখে; তারপর এটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ওরা যেন দেবতাকে জিজ্ঞেস করে এ জাতীয় জিনিস যখন যুদ্ধেরই ফল তখন ক্রীসাস সাইরাসের ক্ষমতা ধ্বংস করতে পারবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পারস্যের উপর হামলা চালানোর জন্য তাঁকে দৈববাণীর দ্বারা উৎসাহিত করে দেবতা লজ্জিত কিনা।

তাদেরকে এ প্রশ্ন করারও নির্দেশ দেয়া হয় যে, অকৃতজ্ঞতাই গ্রীক দেবতাদের অভ্যাস কিনা।

কথিত আছে যে, লিডীয় দূতেরা ডেলফিতে পৌঁছানোর পর তাঁদের যে সব প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিলো সেই প্রশ্নগুলি যখন করলো তখন আচার্যা বলেছিলেন, দেবতারও তাঁর নিয়তি এড়ানোর সাধ্যি নেই। ক্রীসাস পঞ্চম পুরুষে এসে তাঁর পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য করেন; তাঁর সেই পূর্বপুরুষটি হিরাকল বংশের রক্ষিবাহিনীর একজন সিপাহী ছিলেন। তিনি এক নারীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর মনিবকে হত্যা করেন এবং তাঁর পদ দখল করেন, যদিও এ পদের উপর কোনো দাবিই তাঁর ছিলো না। ক্রীসাসের আমলে সার্দিসের পতন না হয়ে ক্রীসাসের পুত্রের আমলে তা ঘটুক এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা ছিলেন খুবই ব্যগ্র, কিন্তু ক্রীসাস নিয়তির গতি পরিবর্তন করতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও নিয়তি সামান্য যা কিছু দিয়েছিলেন দেবতা সেগুলিকে ক্রীসাসের সুবিধার জন্যই আদায় করেছিলেন। তিনি তিন বছরের জন্য সার্দিস দখল স্থগিত রাখেন। সুতরাং ক্রীসাসের অবশ্য বোঝা উচিত ছিলো যে, তাঁর জন্য যে স্বাধীনতা নির্ধারিত ছিলো তার চেয়ে তিন বছর বেশি স্বাধীনতা তিনি ভোগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, ক্রীসাস যখন চিতার উপর ছিলেন তখন দেবতা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। দৈববাণীকে অপরাধ সাব্যস্ত করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। দেবতারা ঘোষণা করেছিলেন — ক্রীসাস পারস্য সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালালে তিনি এক মহা শক্তিশালী রাষ্ট্রের পতন ঘটাবেন। এ ধরনের একটা জবাবের পর তাঁর উচিত ছিলো আবার লোক পাঠিয়ে জেনে নেয়া — সেটি কোন সাম্রাজ্য। সাইরাসের না তাঁর নিজের সাম্রাজ্য? কিন্তু তিনি যেহেতু দৈবশক্তির ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় বার অনুসন্ধানও করেন নি সে কারণে, তাঁকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে অপরাধ তাঁরই। তাছাড়া শেষবার যখন তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেন তখন তিনি, খচ্চর সম্বন্ধে এপোলো যা বলেছেন তাও বুঝতে পারেন নি। এই খচ্চরটি হচ্ছেন সাইরাস, কারণ ভিন্ন জাতির মাবাপের ঘরে তাঁর জন্ম; তাঁর মা ছিলেন অভিজাত বংশের রমণী, কিন্তু বাপ ছিলেন নিম্নজাতের লোক। তাঁর মা ছিলেন মিডিয়ার একজন বাসিন্দা; তিনি মিডিয়ার রাজা অস্তাইজেসের কন্যা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাপ ছিলেন পারস্যবাসী। তিনি মিডিয়াবাসীদের প্রজা ছিলেন, এবং তাঁর রানীকে বিয়ে করেছিলেন — আর রানী থেকে তিনি সকল দিক দিয়েই ছিলেন নিম্নস্তরের।

লিডীয়রা আচার্যার জবাব নিয়ে যখন সার্দিসে ফিরে এলো এবং ক্রীসাসের নিকট তা বর্ণনা করলো তখন তিনি স্বীকার করলেন যে দেবতা ঠিকই করেছেন, আসলে তিনি নিজেই অপরাধী।

ক্রীসাসের রাজত্বকাল এবং প্রথম আইয়োনীয়া-বিজয় সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার এরূপই ছিলো। ইতোপূর্বে যে সব অর্ঘ্যের কথা আমি উল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়াও ক্রীসাস আরো

বহু অর্ঘ্য গ্রীকমন্দিরগুলিতে পাঠিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একটি সোনার টিপয় (এটি এখন বীয়শিয়ায়, থিবিসে আছে) ইসমোনীয়ান এপোলোর উদ্দেশ্যে। তাছাড়া, সোনার তৈরি গরুসমূহ, এফিসেসাসের বেশিরভাগ খিলান এবং ডেলফির প্রনায়েতে রক্ষিত সোনার তৈরি সুবৃহৎ ঢাল, এসবও তিনি অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। আমার নিজের জীবনকালেও আমি এসব দেখেছি, আরো অনেক জিনিষ পরে কালক্রমে লোপ পেয়ে গেছে। আমি যতোদূর জানি, ডেলফিতে উৎসর্গিত অর্ঘ্যগুলির মতোই ওজনে এবং ধরনে একই রকম আরো কিছু অর্ঘ্য প্রেরিত হয়েছিলো — মিলেতুসের নিকটবর্তী ব্রাংকিদীতে।

ডেলফিতে এবং এম্ফিআরৌসের মন্দিরে তিনি যা কিছু পাঠিয়েছিলেন সে সবই তিনি দিয়েছিলেন তাঁর নিজের ধনভাণ্ডার থেকে এবং পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকাররূপে যা পেয়েছিলেন তা থেকে। কিন্তু বাকি অর্ঘ্যগুলি আসলে ছিলো তাঁর এক শত্রুর যে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হওয়ার আগেই ক্রীসাসের বিরোধিতা করেছিলো এবং সিংহাসনের প্রতি পান্তালিওঁর দাবি সমর্থন করেছিল। পান্তালিওঁ ছিলো আলিআত্তেসের পুত্র এবং ক্রীসাসের সৎ ভাই। ক্রীসাসের মা ছিলেন ক্যারিয়ার মেয়ে আর পান্তালিওঁর মা আইয়োনিয়ার। ক্রীসাস পিতার ওসিয়তের জোরে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। পান্তালিওঁ ক্রীসাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে ক্রীসাস তাকে পশম আঁচড়াবার মোটা চিরুনির উপর ফেলে হত্যা করেন। ক্রীসাস আগেই কসম করেছিলেন পান্তালিওঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেন। আর এই সম্পত্তিই আগে যেভাবে বর্ণনা করেছি, সেভাবে তিনি বিভিন্ন মন্দিরে অর্ঘ্যরূপে পাঠিয়েছিলেন।

ক্রীসাসের অর্ঘ্যগুলির কথা রেখে এখন আমি লিডিয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। অন্যান্য দেশের মতো এদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলতে খুব বেশি কিছু নেই — যা একজন ঐতিহাসিক বর্ণনা করতে পারেন। এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বর্ণরেণু, তমোলাস বেয়ে পানির সাথে নেমে আসে এই রেণু। কিন্তু মিশর এবং ব্যাবিলনকে বাদ দিলে মানুষের তৈরি সবচেয়ে মহৎ নিদর্শন এই দেশেই আছে; আমি ক্রীসাসের পিতা আলিআত্তেসের সমাধি মন্দিরের কথাই বলছি। এর বুনিয়াদ বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই-এর উপর স্থাপিত; বাকি অংশটুকু একটা মাটির স্তূপ। ব্যবসায়ী, কারিগর এবং বারবনিতাদের মিলিত চেষ্টায় এটি তৈরি হয়। আমি নিজে এর চূড়োয় পাঁচটি স্তম্ভ দেখেছি — এর প্রত্যেকটিতে প্রত্যেক শ্রেণীর কাজের পরিমাণ ছিলো খোদিত। হিসাব করে দেখা গিয়েছিলো বারাঙ্গনাদের অংশই ছিলো সবচেয়ে বড়ো। মিডিয়ার মজুর শ্রেণীর মেয়েরা সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করে তাদের পণের টাকা সংগ্রহ করে — এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তারা এই বৃত্তি চালিয়ে যেতে থাকে। তারা নিজেরাই নিজেদের স্বামী বেছে নেয়। সমাধি স্থানটির পরিধি এক মাইলের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং এর প্রস্থ প্রায় চারশো গজ। এর নিকটেই আছে একটি বড়ো হ্রদ — গাইজেস হ্রদ; লিডিয়ার লোকেরা বলে এ হ্রদ নাকি কখনো শুকায় না। লিডিয়ার পুরুষরা তাদের মেয়েদেরকে

দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করায়, এ ব্যাপারটি বাদ দিলে ওদের জীবন আর আমাদের জীবন আলাদা নয়। আমাদের জানা মতে লিডীয়রাই প্রথম সোনা ও রূপার মুদ্রা চালু করেছিলো এবং খুচরা বেচাকেনার নিয়ম প্রবর্তন করেছিলো; তাছাড়া তাদের দাবি, আজকাল তারা নিজেরা এবং গ্রীকরা সাধারণভাবে যে সব খেলা খেলে থাকে সেগুলিও তারাই উদ্ভাবন করেছিলো। মনে করা হয়, তারা যখন বসবাস করার উদ্দেশ্যে তাইরেনিয়ায় একদল লোক প্রেরণ করে তখন তারা এই খেলাগুলির উদ্ভাবন করেছিলো। কাহিনীটি এইরূপ : মানেসের পুত্র আতীসের রাজত্বকালে লিডিয়ায় এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তারা প্রথমে তাদের সাধ্যমতো দুর্ভিক্ষের যাতনা সহ্য করেছিলো; কিন্তু যখন দেখলো অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না তখন তারা তাদের দুঃখ দূর করার জন্য নানা উপায় খুঁজতে শুরু করে। নানারকম সুবিধাজনক কৌশল উদ্ভাবিত হয় — যেমন, পাশা খেলার আবিষ্কার, (ভেড়ার পায়ের হাড্ডি দিয়ে) নাক্‌ল-বোন্ খেলা ও বল খেলার উদ্ভাবন। আসলে, কিন্তু তারা এ জাতীয় সকল খেলাই উদ্ভাবন করেছে বলে দাবি করে থাকে — দাবা জাতীয় এক রকম খেলা ছাড়া। তাদের উদ্ভাবিত এই খেলাগুলিকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করে এইভাবে — একদিন তারা একটানা খেলতো, খাবার কথা মনে করার সময় পেতো না। পরদিন তারা খেতো এবং মোটেই খেলতো না। এভাবে তারা দীর্ঘ আঠারো বছর চালিয়ে দেয়। কিন্তু তবু তাদের দুঃখের অবসান হলো না, বরং তা বাড়তেই লাগলো। তখন রাজা দেশের লোককে দুভাগে ভাগ করলেন এবং লটারির সাহায্যে স্থির করলেন — কারা দেশ ত্যাগ করবে এবং কারা দেশে থেকে যাবে। লটারির ফলে, যাদের লিডিয়ায় থেকে যাওয়া স্থির হলো রাজা নিজে তাদের উপর রাজত্ব করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং দেশত্যাগী দলটির নেতৃত্ব করবার জন্য হুকুম দিলেন তাঁর পুত্র তাইরেনাসকে। লটারির পর একদল চলে গেল সমুদ্র উপকূলে স্পার্টায়। সেখানে তারা জাহাজ তৈরি করে, তারপর জাহাজে তাদের সর্বপ্রকার গৃহসামগ্রী বোঝাই ক'রে পাল তুলে দেয়, অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে। তারা বহুদেশ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো ইটালির উত্তরে আম্ব্রিয়াতে। এখানেই তারা বসতি স্থাপন করে এবং আজ পর্যন্ত তারা এখানেই বাস করছে। এখানে তারা নিজেদের লিডীয়ান এই পরিচয়ের বদল করে রাজার পুত্র এবং তাদের নেতা তাইরেনাসের নামে নিজেদেরকে তাইরেনীয় বলে অভিহিত করে।

এ পর্যন্ত আমি পারস্য কর্তৃক লিডিয়ার বিজয়ের কাহিনীই বর্ণনা করেছি। এখন আমি বলবো সাইরাসের কাহিনী। কে এই লোকটি যিনি ক্রীসাসের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিলেন এবং কেমন করেইবা ইরানিরা এশিয়ায় এতো প্রভুত্বশালী হতে পেরেছিলো? ইচ্ছা করলে আমি সাইরাসের ইতিহাসের তিন রকম বিবরণ দিতে পারতাম। এর প্রত্যেকটি বিবরণই নিম্নে যা বলছি তা থেকে আলাদা। তবে, আমি আমার বিবরণ, পারস্যের পণ্ডিতদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই লিপিবদ্ধ করতে চাই — অবশ্য সকল পণ্ডিতের নয়। যাঁরা সাইরাসের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগুলি সম্বন্ধে অতিশোয়ক্তি না করে তাঁর সম্বন্ধে সহজ সত্য কথা বলেছেন বলে মনে হয়, শুধু তাঁদের উপরই আমি নির্ভর করবো। এশিয়ানরা পাঁচশো

কুড়ি বছরেরও অধিককাল ধরে এশিয়ার উত্তর দিকের উঁচু অঞ্চলের প্রভু ছিলো; এরপর মিডিয়রা তাদের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য বিদ্রোহের নজির স্থাপন করে। তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অস্ত্র ধারণ করে। এতোটা বীরত্বের সঙ্গে তারা লড়াই করেছিলো যে, তাদের এশিয়ানদের গোলামির নাগপাশ ছিন্ন করে এক আজাদ জাতি হয়ে পড়ে। এসিরীয় সাম্রাজ্যের অধীন অন্যান্য জাতিও তাদের নজির অনুসরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত মহাদেশের এ অঞ্চলটির প্রত্যেক জাতিই স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু এ স্বাধীনতা স্থায়ী হয় নি। আবার তারা এক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন আনেন ফ্রাওর্তিসের পুত্র, মিডিয়াবাসী দীওসেস — তিনি খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন এবং তার ক্ষমতার লোভ ছিলো প্রচণ্ড। মিডিয়াবাসীরা ছোটো ছোটো বসতিতে বাস করতো। দীওসেস ইতিমধ্যেই তাঁর নিজের জনপদে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এখন তিনি নিজেকে ন্যায়াচারী প্রমাণ করার জন্য জানপ্রাণ করে লাগলেন। বলাবাহুল্য; সে সময়ে সারা দেশে সুসঙ্গঠিত সরকার বলতে কিছুই ছিলো না। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, ভালো এবং মন্দের মধ্যে কোনো আপোসই হতে পারে না। এর সুফল এই হলো যে, তাঁর নিজ জনপদের লোকেরা তাঁকে ন্যায়বিচার করতে দেখে তাঁদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করার জন্য তারা তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করে। নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার একান্ত ইচ্ছায় তিনি পরম সততার সাথে বিচারকের এ দায়িত্ব পালন করেন। এবং তাঁর জনপদের লোকদের নিকট থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। কঠোর ন্যায়বিচারের সাথে তাঁর বিবাদ মীমাংসার খ্যাতি অন্যান্য জনপদেও ছড়িয়ে পড়ে। ঐসব জনপদে দুর্নীতি কলুষিত বিচারব্যবস্থায় মানুষের খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। কাজেই দীওসেসের সততা ও সুবিচারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকই নিষ্পত্তির জন্য তার নিজের ঝামেলা খুশি হয়ে তাঁর সামনে পেশ করে। শেষ পর্যন্ত সুবিচারের জন্য তিনিই একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে উঠলেন। তাঁর নিরপেক্ষতার খবর যেমন বেশি লোকে জানতে লাগলো তেমনি বাড়তে লাগলো তাঁর মক্কেলদের সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত লোকদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, তিনি বিচারের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তি। তিনি তখন ঘোষণা করলেন যে, বিচার তিনি যথেষ্ট করেছেন, আর তিনি বিচারকের আসনে বসবেন না। আর তিনি কোনো ঝামেলা গ্রহণ করবেন না। নিজের বিষয়আশয় উপেক্ষা করে প্রতিবেশির ঝগড়াবিবাদের নিষ্পত্তির জন্য তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করা তাঁর স্বার্থের বিরোধী। এর ফল হলো এই — দেশে ডাকাতি, লুটতরাজ বেড়ে গেলো এবং সারা দেশজুড়ে আইন অবমাননার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলো। তখন মিডিয়াবাসীরা এক সাধারণ সভায় এ পরিস্থিতি আলোচনা করে। আমার মনে হয়, এ সভায় দীওসেসের বন্ধুরাই কথা বলেছিলো সব চেয়ে বেশি। তারা বলেছিলো 'আমরা এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে এদেশে আর বাস করতে পারি না। চলুন আমরা আমাদের একজনকে আমাদের শাসক নিযুক্ত করি — যাতে আমরা একটা সুশৃংখল সরকারের অধীনে আমাদের কাজকর্ম করতে পারি এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের ঘরদোর

একেবারে হারিয়ে না বসি।' এই যুক্তি জয়যুক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ওরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি হয়। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো — রাজপদের জন্য একজন প্রার্থী বাছাই করা। বিতর্ক চলাকালে দীওসেস এবং তাঁর গুণাবলি ছিলো লোকের মুখে মুখে। কাজেই সবাই মিলে তাঁকেই রাজপদের জন্য মনোনীত করলো।

রাজার উপযোগী একটি প্রাসাদ তৈরির জন্য নির্দেশদান এবং রাজার জন্য ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর ব্যবস্থা — এই ছিলো তাঁর প্রথম কাজ। মিডিয়াবাসীরা তাঁর এ হুকুম তামিল করে। তারা তাঁরই পছন্দ করা জায়গায় তাঁর জন্য একটি বৃহৎ ও সুরক্ষিত প্রাসাদ তৈরি করে এবং তাঁর খুশিমতো একজন দেহরক্ষী নিয়োগেরও অনুমতি দেয়।

সিংহাসনে স্থির হয়ে বসার পর দীওসেস একটি কাজ করলেন। তিনি দেশের রাজধানীরূপে একটি অনুপম নগরী নির্মাণের জন্য মিডিয়াবাসীদের উপর চাপ দিতে থাকেন। এমন এক নগরী হবে সেটি যার তুলনায় আর সব শহরই গুরুত্বের দিক দিয়ে গৌণ হবে। এবারো তারা তাঁর হুকুম পালন করে। এভাবেই বর্তমানে একবাতানা নামে পরিচিত নগরীটি তৈরি হয়েছিলো। এটি একটি বৃহৎ এবং মজবুত নগরী। সুদৃঢ় প্রাচীরের বেষ্টনীর মাঝখানে এটি অবস্থিত। পরপর সাতটি প্রাচীর দ্বারা নগরীটি ছিলো বেষ্টিত। এই প্রাচীরগুলি এভাবে পরিকল্পিত হয়েছিলো যে, প্রত্যেকটি প্রাচীরই ছিলো তার বাইরের প্রাচীরটির চেয়ে বেশখানিকটা উঁচু। নগরীটি পাহাড়ের উপর তৈরি হয়েছিলো বলেই এর রূপ এমনটি হতে পেরেছিলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, পরিকল্পিতভাবেই এটি করা হয়েছিলো। প্রাচীরের বেষ্টনীর সংখ্যা সাতটি, সবচেয়ে ভেতরের প্রাচীর বেষ্টনীটির ভেতর রাজপ্রাসাদ এবং ধনাগার রয়েছে। পরিসরের দিক দিয়ে বাইরের প্রাচীরটির পরিধি এথেন্স নগরীর বাইরের দেয়ালের মতোই। অপর পাঁচটি বেষ্টনীর দুর্গ প্রাকারগুলি বিভিন্ন রঙে চিত্রিত — প্রথমটি সাদা রঙে, দ্বিতীয়টি কালো রঙে, তৃতীয়টি লাল রঙে, চতুর্থটি নীল রঙে এবং পঞ্চমটি কমলা বর্ণে। ভেতরের দুটো দুর্গ প্রাকার যথাক্রমে রূপা ও সোনায় মণ্ডিত। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিলো রাজা ও তাঁর প্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য; দেয়ালগুলির ঘেরের বাইরে লোকজনকে তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

প্রাসাদ তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর দীওসেস প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করলেন রাজপদোচিত আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি; রাজার দরবারে উপস্থিতি বারণ করে দেয়া হলো। নিয়ম করা হলো, সমস্ত যোগাযোগ করতে হবে দূতের মাধ্যমে। রাজাকে দেখার অনুমতি কারোই থাকবে না। রাজার উপস্থিতিতে থুথু ফেলা বা হাসা অপরাধ বলে বিবেচিত হলো। রাজার সমসাময়িকদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এই গাম্ভীর্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা, যারা বংশ ও গুণের দিক দিয়ে তাঁরই সম পর্যায়ের ছিলেন। এদের সঙ্গেই তিনি শৈশব ও যৌবনকালে লালিত পালিত হয়েছেন। আশঙ্কা ছিলো, তাঁরা তাঁদের

আগের অভ্যাসমতো তাঁর সাথে দেখাশোনা করলে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন এবং তার ফলে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হতে পারে। কিন্তু কেউই যদি তাঁর সাথে সাক্ষাত না করে তাহলে এ উপকথার সৃষ্টি হবে যে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।

তিনি সার্বভৌম ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরই কঠোরতার সঙ্গে ন্যায়বিচার সম্পাদনে মনোযোগী হলেন। লিখিত দলিলের আকারে তাঁর নিকট সমস্ত মামলা–মোকদ্দমা দায়ের করা হতো। তিনি প্রত্যেকটি দলিলে তাঁর সিদ্ধান্ত বা রায় লিখে সেটি আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন। এ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি নিয়ম চালু করেন : তিনি যখন কারো ঔদ্ধত্য বা বড়াই–এর খবর পেতেন তাকে ধরিয়ে এনে অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি দিতেন; তাঁর গুপ্তচরেরা তাঁর রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলো কে কোথায় কি বলে বা করে তা দেখা শোনার জন্য।

দীওসেস তিপ্পান্ন বছর রাজত্ব করেন; তিনি মিডিয়ার বিভিন্ন জাতি — বুসী, পারাতেসেনী, স্ত্রাখাতিস, এরিজান্তি, বুদী, ম্যাগি প্রভৃতিকে তাঁর শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। এর বাইরে তিনি তার সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তঁর পুত্র ফ্রাওর্তেস সিংহাসনে বসেন। তিনি শুধু মিডিয়ার রাজা হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁর সামরিক অভিযান চালান নানা দেশে। প্রথমেই তিনি পারস্য দেশ আক্রমণ করে সে দেশ জয় করেন। এই দুই শক্তিশালী জাতির মিলিত শক্তি নিয়ে তিনি পরিকল্পিতভাবে এশিয়া জয়ের জন্য অগ্রসর হলেন এবং সর্বশেষ এসিরীয়দের আক্রমণ করলেন; নাইনিভের এই এসিরীয়রা পূর্বে ছিলো গোটা এশিয়ার প্রভু; কিন্তু এই আক্রমণের সময় তাদের মিত্ররা তাদেরকে পরিত্যাগ করায় এসিরীয়রা ছিলো একা। তা সত্ত্বেও, তারা তখনো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী ছিলো। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর সিপাহীদের বেশির ভাগসহ ফ্রাওর্তেস নিহত হন। ফ্রাওর্তেস বাইশ বছর রাজত্ব করেন, তারপর সিংহাসনে বসেন, তাঁর পুত্র ও দীওসেসের পৌত্র সাইয়াকসারেস। তাঁর পিতা ও দাদার চেয়ে অনেক বেশি সামরিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই যুবরাজ। তিনিই প্রথম এশীয় ফৌজগুলিকে পৃথক পৃথক ইউনিটে বিভক্ত করে সঙ্গঠিত করেন — যেমন বর্শাধারী, তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার ইউনিট। এর আগে বিভিন্ন শ্রেণীর সিপাহী একই সমাবেশের মধ্যে ছিলো মিশ্রিত। দিন যখন আঁধার হয়ে এসেছিলো সেই ঘটনার সময় সাইয়াকসারেসই লিডীয়ানদের সাথে লড়েছিলেন। এবং হালীস নদীর ওপারে গোটা এশিয়াকে তিনিই তাঁর শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালের প্রথম কাজ ছিলো তাঁর অধীন সবকটি জাতির সমবেত শক্তির সর্দার হিসাবে নাইনিভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। উদ্দেশ্য : শহরটিকে ধ্বংস করে তাঁর পিতার হত্যার প্রতিশোধ তোলা। তিনি যুদ্ধে এসিরীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু তিনি যখন শহরটি অবরোধ করেছিলেন তখনি প্রটোথিয়েসের পুত্র রাজা মাদীয়াসের নেতৃত্বে এক বিশাল সিদীয় ফৌজ তাঁকে আক্রমণ করে। সিদীয়রা সিমারীয়দের অনুসরণ করতে করতে এশিয়ায় ঢুকে পড়ে ও সিমারীয়ানদের ওরা ইউরোপ থেকে বহিষ্কার করে এদের

পিছু ধাওয়া করে। এভাবেই ওরা এশিয়ায় প্রবেশ করেছিলো। বর্তমানে যে মিডিয় এলাকায় ওদের দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ এই। আজব সাগর থেকে ফাসিস ও কলকিদের এলাকা খুব দ্রুতগামী সফরকারীর জন্যও তিরিশ দিনের পথ। কিন্তু কলখিস থেকে মিডিয়া খুব দূরে নয়।

ওখানে পৌছতে হলে, মাঝে শুধু একটি জাতিকেই অতিক্রম করতে হয়। ওদেরকে বলা হয় মাসপায়ার। অবশ্য সিদীয়রা এপথে মিডিয়ায় ঢোকেনি, তারা উত্তর অঞ্চলের আরো লম্বা পথ ধরে; কুহে-কাফকে ডান দিকে রেখে অগ্রসর হয়। যুদ্ধ হলো, আর এই যুদ্ধে মিডিয়াবাসী হার মেনে এশিয়ায় তাদের ক্ষমতা হারালো। সিদীয়রা গোটা এশিয়াই দখল করে বসলো।

এরপর সিদীয়ানরা মিশর বিজয়ের জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনে তাদের মোকাবেলা করেন মিশররাজ সামেতিকাস। তিন কাকুতিমিনতি করে এবং ঘুষ দিয়ে তাদের অগ্রগতি প্রতিরোধে সক্ষম হন। সিরিয়ার আসকালনের পথে তারা প্রত্যাবর্তন করে। ফৌজের প্রধান অংশটি শত্রুর সীমা অতিক্রম করে, কোনো ক্ষতি না করেই। কিন্তু কিছুসংখ্যক সিপাহী পেছনে পড়েছিলো। তারা এফ্রোদিতের মন্দির ইউরানিয়া লুটতরাজ করে। আমি শুনেছি এই মন্দিরটি হচ্ছে এই দেবী এফ্রোদিতের জন্য তৈরি সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। সাইপ্রাসের মন্দিরটি যে এরি নকল সাইপ্রাসবাসীরা নিজেরাই তা স্বীকার করে। সাইথেরায় অবস্থিত মন্দিরটি তৈরি হয়েছিলো ফিনিসীয়দের দ্বারা। এরা ছিলো সিরিয়ার এই অঞ্চলের লোক। সিদীয়রা আসকালনের মন্দির লুণ্ঠন করার জন্য দেবী কর্তৃক দণ্ডিত হয়। তিনি ওদেরকে শাস্তি দেন স্ত্রী ব্যাধি দ্বারা। এদের বংশধররা এখনো এই রোগে ভুগে থাকে। সিদীয়রা এই রহস্যময় ব্যাধির এই কারণ দর্শিয়ে থাকে। এদেশে যারা সফর করতে আসে তারা দেখতে পায় ব্যাধিটি কি রকম। এ ব্যাধিতে যারা ভোগে সিদীয়রা তাদেরকে 'এনারীস' বলে থাকে।

সিদীয়ানরা এশিয়ায় আটাশ বছর প্রভুত্ব করে। এই সময়ের মধ্যে হানাহানি ও আইন লঙ্ঘনের ফলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তারা যেমন— ইচ্ছা কর ধার্য করতো এবং জোরজবরদস্তি করে তা আদায় করতো। বলা যায়, তাদের আচরণ ছিলো নেহায়েতই দস্যু ডাকাতদের আচরণ। তারা ঘোড়ার পিঠে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করতো এবং মানুষের ধনসম্পদ লুটতরাজ করতো। অবশেষে সাইয়াকসারেস এবং মিডিয়াবাসীরা ওদের বেশিরভাগ লোককে এক মেহমানিতে দাওয়াত করেন। মেহমানিতেই তাদের মদ খাইয়ে মাতাল করে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এবং এভাবে সিদিয়াবাসীরা ওদের আগের শক্তি ও প্রভুত্ব ফিরে পায়। ওরা নাইনিভ দখল করে এশীয়দের পরাভূত করে৷ ব্যাবিলনের এলাকা ছাড়া আর সবই তাদের দখলে আসে। আমি নাইনিভ দখলের বিবরণ অন্য এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। সিদীয় প্রভুত্বের সময় নিয়ে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর সাইয়াকসারেস মারা যান। তার পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র অস্তাইজেস।

অস্তাইজের এক কন্যা ছিলো নাম মান্দানে। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন — মান্দানে পেশাব করেছে এবং সে পেশাবের পরিমাণ এতো বেশি যে তাতে তাঁর নিজের রাজধানী এবং গোটা এশিয়া প্লাবিত হয়ে গেছে। তিনি তখন এক ইরাকী আচার্যকে এই স্বপ্নের কথা বলেন। তার কাজ ছিলো এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। আচার্য এ স্বপ্নের যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন তাতে অস্তাইজেস ভয়ানক ঘাবড়ে যান। ফলে, মান্দানের যখন বিয়ের বয়স হলো তিনি উপযুক্ত কোনো মিডিয়াবাসীর সাথে তাঁর বিয়ে না দিয়ে স্বপ্নের তাৎপর্যের কথা ভেবে ভয়ে ক্যামবিসেস নামক জনৈক ইরানির সাথেই তার বিয়ে দেন। ক্যামবিসেসকে তিনি ভালো খান্দানের এবং শক্ত প্রকৃতির বলে জানতেন, যদিও অস্তাইজেস তাকে একজন মধ্যম শ্রেণীর মিডিয়াবাসী হতেও অনেক নিচু স্তরের মনে করতেন।

মান্দানে এবং ক্যামবিসেসের বিয়ের এক বছর পুরো হবার আগেই অস্তাইজেস আবার স্বপ্ন দেখেন। এবার দেখলেন — 'তাঁর কন্যার ভগদেশ থেকে এক আঙুর লতা উদ্‌গত হয়েছে এবং তাতে এশিয়া ছেয়ে গেছে, আবার তিনি গণকদের ডেকে তা স্বপ্নের কথা বললেন এবং মান্দানেকে ডেকে পাঠালেন। মান্দানে তখন গর্ভবতী। মান্দানে এলে তিনি তাকে কড়া পাহারায় রাখলেন, উদ্দেশ্য তার সন্তান হলে সেটিকে সরিয়ে ফেলা হবে — কারণ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গণক বলেছে তাঁর কন্যার পুত্র তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেবে। সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সাইরাসের জন্মের পূর্বেই তিনি তাঁর স্বগোত্রের হারপাগাসকে ডেকে পাঠালেন। অস্তাইজেস সকলের চাইতে বেশি বিশ্বাস করতেন এই হারপাগাসকে। হারপাগাস ছিলেন তাঁর সম্পত্তির রক্ষক। অস্তাইজেস তাকে বললেন, 'হারপাগাস' আমি তোমাকে কিছু কাজ দিচ্ছি। আমি মনে করি, কাজটি যাই হোক, তুমি তা মন দিয়ে করবে। তোমার উপর আমার নিরাপত্তা নির্ভর করছে। তুমি যদি একাজে অবহেলা করো এবং অন্যের কথা শোনো, তাহলে একদিন তুমি নিজেই তোমার ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে। মান্দানের বাচ্চাটিকে তুমি হস্তগত করবে, তারপর তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুন করবে — এরপর তোমার যেমন খুশি তাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখবে।

— 'হুজুর', হারপাগাস জবাব দিলেন, 'আপনি আজ পর্যন্ত আমার কোনো ত্রুটি পান নি; ভবিষ্যতেও যাতে কখনো আমি আপনার কষ্টের কারণ না হই আমি সেদিকে নজর রাখবো। আপনি যা বলছেন আপনার ইচ্ছা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমার কাজ হচ্ছে আমার কর্তব্য সম্পাদনে আপনার নির্দেশ পালন করা।'

কাফন পরিয়ে শিশুটিকে হারপাগাসের নিকট দেয়া হলো। হারপাগাস ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে কাঁদলেন। ঘরে পৌঁছানোর পর, অস্তাইজেস যা বলেছিলেন, সবই তিনি তাঁর বিবিকে বললেন, তাঁর বিবি জানতে চাইলেন, হারপাগাস কি করবেন। অস্তাইজেস যা করতে বলেছেন আমি নিশ্চয়ই তা করবো না, হারপাগাস বললেন —

'তিনি যতো ইচ্ছা পাগলামি এবং রাগারাগিই করুন না কেন — এমনকি, এখন যা করছেন, তার চেয়ে বেশিও যদি করেন — তবু আমি তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করবো না। এমন পাশবিক হত্যার কাজ আমার দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। একাজ আমি কেন করবো না — তার বহু কারণ আছে। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, তাছাড়া অস্তাইজেস বুড়ো হয়েছেন এবং তার কোনো পুত্রও নেই। মনে করো, তিনি মারা গেলেন — তখন মান্দানে, যার পুত্রকে খুন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমার উপর তিনি সিংহাসনে বসবেন, তখন কি আমার সমূহ বিপদ হবে না? আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য বাচ্চাটিকে অবশ্য মেরে ফেলতে হবে — কিন্তু সে কাজ অস্তাইজেসের কোনো ভৃত্যকেই করতে হবে — আমার কোনো ভৃত্য করবে না।'

দেরি না করে তিনি রাজার রাখালদের একজনের নিকট লোক পাঠালেন। হারপাগাস শুনেছিলেন, এই রাখালের পার্বত্য অঞ্চলে এক চারণক্ষেত্র আছে। বুনো জীবজানোয়ারে এই চারণ ক্ষেত্রটি ভর্তি। হারপাগাস ভাবলেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জায়গাটি খুবই উপযোগী। রাখালটির নাম ছিলো মিত্রাদেতিস, সে রাজার আরেক বাঁদির সাথে বাস করতো। গ্রীক ভাষায় তার নাম হচ্ছে সায়নো বা শূকরী। নামটির মিডিয়রূপ হছে স্পাকো আর মিডিয় ভাষায় স্পাকো মানেই শূকরী। মিত্রাদেতিস তার ষাঁড়গুলিকে যে পর্বতমালার নিচে চরাতো সেটি ছিলো কৃষ্ণ সাগরের দিকে একবাতানার উত্তরে। মিডিয়ার আর সব এলাকাই সমতল; কিন্তু এখানে সাসপায়ারদের এলাকার দক্ষিণে এলাকাটি খুবই উঁচু পর্বতমালাসঙ্কুল এবং ঘণ জঙ্গলাকীর্ণ।

খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখালটি ছুটে আসে। হারপাগাস তাঁকে বললেন, "রাজার হুকুম, তুমি পাহাড়ের মধ্যে যে জায়গাটিকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে জানো সেই জায়গাটিতে তুমি অবশ্য এই শিশুটিকে রেখে দেবে। যেখানে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে এর মৃত্যু হতে পারে। তোমাকে আরো বলা দরকার — যদি তুমি এ হুকুম অমান্য করো এবং শিশুটিকে বাঁচানোর কোনো উপায় খুঁজে বার করো, তাহলে রাজা তোমাকে এমন ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন যা ধারণা করাও পীড়াদায়ক। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে শিশুটিকে যে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে তা যেন আমি নিজের চোখে দেখি।"

মিত্রাদেতিস বাচ্চাটিকে নিয়ে যে পথে এসেছিলো সেই পথেই আবার নিজের বস্তিতে ফিরে গেলো। ভাগ্যের কি খেলা — মিত্রাদেতিসের স্ত্রী যে কিনা কিছুদিন ধরে রোজই আশা করছিলো তার নিজের সন্তান হবে বলে সে দিনই সে বিছনা নিলো। তার স্বামী তখন দূরে শহরে। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই একে অপরের জন্য চিন্তিত ছিলেন। মিত্রাদেতিস চিন্তিত তাঁর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর জন্য আর তার স্ত্রী চিন্তিত ছিলেন হারপাগাস তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে। তার স্বামীকে ডেকে পাঠানোর কারণটা যে কি সে বুঝতে পারছিলেন না। তার এতো ভয় হলো যে, সে তার স্বামীকে আবার ফিরে পাবে, এ তার কাছে দুরাশা মনে হলো। কাজেই মিত্রাদেতিস ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে কোনো কথা বলার আগেই হারপাগাস তাকে কেন এতো জরুরি ডেকে পাঠিয়েছেন তার স্ত্রী তা জিজ্ঞেস করে।

'প্রিয়ে', সে বললো, 'শহরে আমাদের মনিবেরা মুশকিলে পড়েছেন। সেখানে আমি আজ যা দেখে এসেছি তা যদি আমাকে দেখতে বা শুনতে না হতো। আশ্চর্য, হারপাগাসের ঘরে দেখলাম সবই শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, চোখের পানি ফেলছে। কি তাজ্জব ব্যাপার! আমি ভেতরে ঢুকলাম এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম, একটি শিশু কেবলি পা ছুঁড়ছে এবং চিৎকার করছে। শিশুটির পায়ে দেখলাম চমৎকার কাপড় চোপড়। সবই সোনালি এবং উজ্জ্বল রঙের। হারপাগাস আমাকে দেখে বললেন, এটিকে এই মুহূর্তে এখান থেকে নিয়ে যাও এবং পাহাড়ের মধ্যে যে জায়গাটি সবচেয়ে বিপজ্জনক সেখানে নিয়ে রেখে দাও। তিনি বললেন, এ নাকি আমার প্রতি রাজার হুকুম, তিনি আরো বললেন, আমি যদি তাঁর হুকুম তামিল না করি আমার ভয়ংকর শাস্তি হবে। আমি অবশ্য শিশুটিকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যতোদূর জানি, এ কোনো ভৃত্যেরও সন্তান হতে পারে। তার গায়ের সোনা এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে আমি তাজ্জব মানলেও এবং বাড়ির সকলের প্রকাশ্য অশ্রুবর্ষণ, যা কেউই গোপন করছিলো না তাতে আমি বিস্মিত হলেও, এ যে কার ছেলে তা আমি অনুমানও করতে পারতাম না — যদিনা যে ভৃত্যটি শিশুটিকে আমার কোলে তুলে দিয়েছিলো এবং শহর থেকে বেরোবার পথ দেখিয়ে দিলো সে আমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে সমস্ত কাহিনীট খুলে বলতো। আচ্ছা এ সম্বন্ধে তুমি কি ভাবছো?' এতো আর কেউ নয়, সাইরাসের সন্তান ক্যামবিসেস ও রাজকন্যা মান্দানের পুত্র। রাজা আমাকে হুকুম দিয়েছেন একে নিয়ে পালিয়ে যেতে। এই যে দেখো, এইটিই সে শিশু।'

একথা বলার পর রাখালটি শিশুটিকে তার গায়ের কাপড় সরিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে দেখায়। সে যখন দেখলো শিশুটি খুবই মজবুত গড়নের এবং অতি চমৎকার তখন সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো এবং দুহাত বাড়িয়ে স্বামীর দুপা জড়িয়ে ধরলো ও অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলো — 'আর যাই করো। ওকে মাঠের মধ্যে ফেলে এসো না।' স্বামী বললো — এ ব্যাপারে তার কোনো মত অমত নেই; কারণ হারপাগাস লোক পাঠালেন ওকে মাঠে ফেলে রেখে আসা হলো কিনা। দেখবার জন্য। সে যদি হুকুম অমান্য করে, তাকে নির্ঘাত শূলে চড়ানো হবে। তার স্ত্রী যখন দেখলো যে তার অনুরোধ উপরোধে কোনো ফায়দা হবে না, বাচ্চাটিকে কিছুতেই বাঁচাতে রাজি নয় তার স্বামী, তখন সে বললো 'শিশুটি মারা গেছে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যদি মরা লাশ দেখানোই আবশ্যক হয় তাহলে আমার একটি পরামর্শ আছে। আজই আমার নিজের বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েছে' — সে বললো, 'তবে জীবিত নয়, মৃত। ঐ লাশটি নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসো — তারপর চলো আমরা মান্দানের পুত্রকে নিজের ছেলেরূপে লালন পালন করি। আমরা যদি এ রূপ করি, তাহলে কেউই জানতে পারবে না যে, তুমি তোমার মনিবদের হুকুমের অমান্য করেছো। তাছাড়া এতে আমাদের নিজেদের একটা সুরাহাও হবে। আমাদের নিজের সন্তানকে কবর দেয়া হবে রাজকীয় মর্যাদার সাথে — আর এই জিন্দা বাচ্চাটিও বেঁচে যাবে।'

স্ত্রীর প্রস্তাবে ভারি খুশি হলো মিত্রাদেতিস; দেরি না করে সে কাজ শুরু করে দিলো তার কথা মতো। মান্দানের ছেলেকে সে খুন করবে বলে এরাদা করেছিলো। যে বাক্সে করে শিশুটিকে সে এনেছিলো তার ভেতর থেকে এখন সেই শিশুটিকে সে বার করলো। বাচ্চাটির গা থেকে মিত্রাদেতিস দামি সুন্দর কাপড়চোপড়গুলি খুলে ফেলে, ওকে তুলে দিলো তার স্ত্রীর হাতে; তার পর সেই রাজকীয় পোশাক তার নিজের মৃত পুত্রকে সে পরালো এবং মান্দানের পুত্রের জায়গায় সেটিকে রেখে দিলো বাক্সের ভেতরে। এরপর পাহাড়ের মধ্যে এক নির্জন জায়গায় সে ওটিকে নিয়ে রেখে এলো।

শিশুটির লাশ ওখানে দুদিন থাকার পর এক সকালে মিত্রাদেতিস গিয়ে শহরে পৌছলো। তার নিজের একজন সহকারীকে সে রেখে গেলো পাহারাদাররূপে। হারপাগাসের বাড়িতে গিয়ে সে বললো সে তাঁকে বাচ্চাটির লাশ দেখাতে প্রস্তুত। হারপাগাস তখন তার বিশ্বস্ত পাহারাদারদের সেখানে পাঠালেন। তিনি যে প্রমাণ চেয়ে ছিলেন তারা সেই প্রমাণ নিয়ে এলো। এরপর রাখালের বাচ্চাটিকে কবর দেয়া হলো।

এভাবেই রাখালের স্ত্রী নিজের পুত্রকে কবর দেয়ার পর মান্দানের পুত্রকে লালন পালন করে; পরে এই শিশুই সাইরাস নামে পরিচিত হয়। অবশ্য রাখাল ও রাখালের স্ত্রী তাকে এ নামে ডাকতো না।

ছেলেটির বয়স যখন দশ বছর হলো তখন তার আসল পরিচয় জাহির হয়ে পড়লো। কিভাবে তা জাহির হলো সে কথাই এখন বর্ণনা করবো।

মিত্রাদেতিস সেখানে যে গাঁয়ে তার ষাঁড়গুলিকে রাখতো সেই গাঁয়েরই রাস্তার মধ্যে একদিন সেই ছেলেটি আরো কয়েকটি ছেলের সাথে মিশে 'রাজা রাজা' খেলছিলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, রাখালের ছেলে বলে কল্পিত সাইরাসকেই তারা 'রাজা' বানালো। খেলার মধ্যে, সে তার প্রজাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করছিলো, — কাউকে বললো ঘর তৈরি করতে, কাউকে বললো তার দেহরক্ষী হতে, একজনকে সে 'রাজার চক্ষু' হতে বললো এবং আরেকজনকে বললো তার দূত হতে। এমন সময়, একটি ব্যাপার ঘটলো। এক নামজাদা সিদিয়াবাসী আর্তেমবারিসের পুত্র বলে উঠলো সে রাজা সাইরাসের হুকুম কিছুতেই তামিল করবে না। সাইরাস তখন তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য হুকুম দিলো। ছেলেরা সে হুকুম পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সাইরাস তাকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করে। এই অনুচিত ব্যবহারে রেগে আগুন হয়ে ছাড়া পাওয়ার পরই ছেলেটি শহরে তার পিতার নিকট ছুটে যায় এবং তার প্রতি এই রূঢ় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র নালিশ করে। সে আরো বললো যে অস্তাইজেসের এক রাখালের পুত্রই তাকে মেরেছে। ও যে সাইরাস একথা সে বলে নি, কারণ তখনো ওর নাম সাইরাস হয় নি। আর্তেমবারিস তার ছেলেকে অস্তাইজেসের নিকট নিয়ে যায় এবং তার পুত্রের প্রতি যে নিষ্ঠুর জুলুম করা হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করে। সে তার ছেলের কাঁধের চাবুকের দাগগুলি তাঁকে দেখায়। এভাবে, এক রাখালের সন্তান যে বাদসার গোলাম মাত্র— যে অপমান করেছে তার বিরুদ্ধে আর্তেমবারিস অস্তাইজেসের নিকট নালিশ জানালো।

কাহিনীটি শোনার পর অস্তাইজেস ছেলেটির জখমি কাঁধ দেখে পিতার ইজ্জতের কথা ভেবে ছেলেটির প্রতি ইনসাফ করতে ইচ্ছে করলেন। তিনি রাখাল ও তার ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ওরা এলে অস্তাইজেস সাইরাসের উপর তার চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন — গোলামের বাচ্চা, তোর এতো বড়ো দুঃসাহস যে, তুই আমার সবচেয়ে সম্মানী প্রজার পুত্রের প্রতি এমন জঘন্য ব্যবহার করেছিস।

— 'হুজুর?' সাইরাস জবাব দেয়, 'আমি অন্যায় কিছু করি নি। আমরা গায়ের ছেলেরা মিলে খেলা করছিলাম। সেও ছিলো আমাদের সাথে। তারাই আমাকে রাজা বানায়। কারণ তারা মনে করেছিলো এই পদের জন্য আমিই সবচেয়ে যোগ্য। সকলেই আমার হুকুম তামিল করে — কিন্তু ও করে নি; যতক্ষণ না আমি তাকে শাস্তি দিলাম ততোক্ষণ সে আমাকে কোনো গুরুত্বই দেয় নি। ব্যাপারটি আসলে এই। এর জন্য যদি আমাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়, আমি তৈরি আছি।'

সাইরাস তার কথা শেষ করার আগেই অস্তাইজেস বুঝতে পারলেন কে ঐ ছেলে — কারণ, এ জবাব কোনো গোলামের জবাব নয়। তাছাড়া ছেলেটির মুখের আদল ও গঠন তার নিজেরই মুখের মতো এবং তার বয়েস, তার পুত্রকে জঙ্গলে রেখে আসার তারিখ থেকে হিসাব করলে, ঠিক এ রকমই হবে। বিচলিত, বিক্ষুব্ধ অস্তাইজেস অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। অবশেষে তিনি আত্মস্থ হলেন, গোপনে রাখালকে পরীক্ষা করার ইচ্ছায় তিনি আর্তেমবারিসকে বললেন, তিনি এর প্রতিকার করবেন, যাতে করে তার কিংবা তার পুত্রের নালিশের কোনো কারণ না থাকে। এরপর তিনি আর্তেমবারিসকে বিদায় দিলেন এবং সাইরাসকে অন্য এক কোঠায় নিয়ে যেতে বললেন। ওরা চলে যাওয়ার পর অস্তাইজেস মিত্রাদেতিসকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন — 'তুমি আমাকে বলো এ ছেলেকে তুমি কি করে পেয়েছো? যে তোমাকে এই ছেলেকে দিয়েছে তার নাম আমি জানতে চাই।'

— 'এ আমারই সন্তান,' মিত্রাদেতিস বললো, 'এর জননী এখনো বেঁচে আছে।'

অস্তাইজেস বললেন 'তুমি যদি চাও যে আমি জোর করে তোমার মুখ থেকে আসল কথাটা বার করবো তাহলে তুমি একটা নির্বোধ।' তার পর তিনি তার প্রহরীদের ইঙ্গিত করলেন। ওরা যখন মিত্রাদেতিসকে গ্রেপ্তার করে তাকে পীড়নের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো তখন মিত্রাদেতিস যা ঘটেছিলো সবই প্রকাশ করে দিলো।

কিছু গোপন না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কাহিনীটিই সে বর্ণনা করলো এবং রাজার নিকট ক্ষমা চাইলো। ওর নিকট থেকে আসল ব্যাপারটি জেনে নেবার পরই অস্তাইজেস ওকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো হারপাগাসের উপর। তিনি ওকে হাজির করার জন্য তাঁর প্রহরীদেরকে আদেশ দিলেন। সে হাজির হলে অস্তাইজেস তাঁকে বললেন, — 'হারপাগাস তোমাকে যখন আমি আমার মেয়ের শিশুটিকে

দিয়েছিলাম তুমি ওকে কি ভাবে ওকে হত্যা করেছিলে?' রাখাল প্রাসাদেই রয়েছে দেখে হারপাগাস সত্য গোপনের চেষ্টা করলেন না — কারণ তিনি জানতেন তিনি মিথ্যে বললে ধরা পড়ে যাবেন এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন। 'হুজুর,' সে বললো 'আমি যখন শিশুটিকে নিয়েছিলাম আমি তখন চিন্তা করছিলাম আপনার ইচ্ছা কি করে আমি পুরোপুরি পূরণ করতে পারি এবং সেই সঙ্গে কিভাবে আপনাকে কষ্ট না দিয়েও আপনার কন্যার সন্তানকে, আপনারই নিজের নাতিকে নিজের হাতে খুন করার পাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি। আমি তখন এই রাখালটিকে একাজের জন্য নিয়োগ করি; আমি তার হাতে শিশুটিকে দিয়ে বলি যে, আপনার আদেশ, একে হত্যা করতে হবে। ব্যাপার এই। আপনার আদেশও আসলে তাই ছিলো। তাছাড়া, আমি তাকে সর্তকতার সাথে নির্দেশ দিই — ওকে পাহাড়ের কোনো নির্জন স্থানে ফেলে রাখতে এবং যতোক্ষণ না ও মারা যাবে ততোক্ষণ ওর উপর নজর রাখতে। তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম সে যদি এর কোনো অন্যথা করে, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সে আমার হুকুম পালন করে এবং শিশুটির মৃত্যুর পর আমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত খোজাদের পাঠাই সত্যিই সত্যিই ও মরেছে কিনা আমার পক্ষে তা দেখার জন্য এবং ওকে দাফন করার জন্য। হুজুর ঘটনাটি আসলে এই এবং এভাবেই শিশুটিকে শেষ করা হয়েছে।'

হারপাগাসের বিবরণের মধ্যে কোনো গোঁজামিল ছিলো না। অস্তাইজেস রাগ গোপন করে, এ বিষয়ে রাখাল যা বলেছে, প্রথমে ওকে তা বললেন এবং কাহিনীর সবটুকু বলার পর তিনি এই বলে শেষ করলেন যে শিশুটি এখনো বেঁচে আছে। তিনি আরো বললেন যে 'শিশুটির প্রতি যা করা হয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর মেয়ের অন্তরে যে বিদ্বেষের কারণ ঘটিয়েছেন তাতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। যেহেতু এখন ব্যাপারটির এই শুভ পরিণাম ঘটলো, — অস্তাইজেস বললেন, 'আমি চাই যে, তুমি তোমার ছেলেকে এখানে পাঠিয়ে দাও এই তরুণ আগন্তককে দেখার জন্য; আর তোমাকে দাওয়াৎ — তুমি আমার সঙ্গে আজ খানা খাবে — কারণ , আমি আমার নাতির উদ্ধারের জন্য উদ্দিষ্ট দেবতাদের নামে কিছু বলি দিতে চাই।'

রাজার কথা শোনার পর হারপাগাস প্রণাম করেন এবং রাজা তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য যে দাওয়াৎ করেছেন তার জন্য উৎফুল্ল হয়ে সে ঘরে ফেরেন। তিনি ভাবলেন — এ এক মস্ত বড়ো ঘটনা, কতো সহজেই না সে এ সুযোগ পেয়েছে। সে ঘরে ফিরেই তার একমাত্র পুত্রকে অস্তাইজেসের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেটির বয়স প্রায় তেরো বছর। রাজা যা হুকুম করেন তার পুত্র যেন তাই করে, হারপাগাস ছেলেকে এই নসিহত করে পাঠায়। তারপর তিনি খুশি চেপে রাখতে না পেরে যা যা ঘটেছে সবকিছু তার স্ত্রীকে খুলে বললেন।

এদিকে হারপাগাসের পুত্র প্রাসাদে পৌঁছলে অস্তাইজেসের হুকুমে তাকে জবাই করা হয় এবং গাঁটে গাঁটে কেটে কিছু ভোনা কব্বা হয় এবং বাকিটুকু সিদ্ধ করা হয়। তারপর সমস্তটুকু তৈরি করে খানার টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়। খানার সময় হলে হারপাগাসসহ

সব মেহমান এসে হাজির হলেন। অস্তাইজেস এবং বাকি সবার সামনে দেয়া হলো খাসির গোশত। হারপাগাসের সামনে দেয়া হলো তার নিজ পুত্রের গোশত। সমস্তটুকু — শুধু তার মাথা এবং হাতপা একটি আলাদা পাত্রে রাখা হলো ঢাকনা দিয়ে।

হারপাগাসের যখন মনে হলো তিনি তার খুশিমতো যতো ইচ্ছা খেতে পেরেছেন, তখন অস্তাইজেস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন — তিনি খানাটা উপভোগ করেছেন কিনা। হারপাগাস বললে সে খুবই তৃপ্তির সাথে খেয়েছেন। তখন যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তারা বালকটির মাথা এবং হাতপা যে পাত্রে ঢেকে রাখা হয়েছিলো সেটি তার সামনে এনে রাখে এবং তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে — 'আপনি ঢাকনা তুলে যা খুশি নিতে পারেন।' হারপাগাস ঢাকনা তুলে নিজের পুত্রের খণ্ডিত টুকরোগুলি দেখতে পান। হারপাগাস তবু নিজেকে স্থির রাখলেন, এই বীভৎস দৃশ্যেও সে বুদ্ধি হারালেন না। অস্তাইজেস তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন — 'হারপাগাস, তুমি বলতে পারো, তুমি কি জানোয়ারের গোশত খেয়েছো?

— 'আমি জানি প্রভু', হারপাগাস জবাব দিলেন, 'আমি শুধু এই বলতে পারি যে রাজার ইচ্ছাটাই পূর্ণ হোক।' তিনি আর একটি কথাও বললেন না। গোশতের যা কিছু বাকি ছিলো তা নিয়ে তিনি বাড়ি চলে যান। আমার মনে হয়, সবকিছু একত্র করে কবর দেয়ার জন্যই তিনি এগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে হারপাগাসকে শাস্তি দেয়া হয়।

এরপর অস্তাইজেসের লক্ষ্য হলো সাইরাস। পূর্বে যে গণক তার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেছিলো তাদেরকে তলব করে নতুন করে তিনি এর তাৎপর্য জানতে চাইলেন। তারা আগের মতোই জবাব দিলো এবং বললো এ ছেলে অবশ্য রাজা হবে। যদি অতি অপরিণত বয়সে তার মৃত্যু না হয়।

— 'বালকটি মরে নি' অস্তাইজেস বললেন, 'সে জীবিত এবং নিরাপদ আছে; সে যখন গ্রামাঞ্চলে বাস করছিলো তখন গাঁ'র ছেলেরা তাকে রাজা বানিয়েছিলো। সে তখন, আসল রাজারা যা করে সে সবই সমাধা করেছে অতি দক্ষতার সাথে। সে তার খেলার সাথীদের কাউকে রক্ষী, কাউকে সান্ত্রী, কাউকে দূত বানায় এবং তাদের সবাইকে শাসন করে। এখন তোমরা আমাকে বলো এর তাৎপর্য কি?

— 'যদি সে এখনো বেঁচে থাকে' গণকরা বললো এবং 'আপনার কোনো চেষ্টা ছাড়াই যদি এরই মধ্যে সে রাজা বনে থাকে — আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের নিয়মিত ভবিষ্যদ্বাণীও কখনো কখনো বাহ্যত ছোটখাটো ঘটনার মাধ্যমে ফলে যায় — আর স্বপ্নের বেলায় — সে তো প্রায়ই অতি তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে থাকে।'

— 'আমার মতও অনেকটা তাই' অস্তাইজেস বললেন, 'বালকটিকে যে একবার রাজা বলা হয়েছে তাতেই আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে; সে আর আমার জন্য মোটেই বিপজ্জনক নয়। তবু, আমি তোমাদের ব্যাপারটি খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে দেখতে বলছি। আমার পরিবার এবং তোমাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা কি, ভেবেচিন্তে আমাকে পরামর্শ দাও।'

— 'হুজুর', গণকরা বললো, — 'আপনার হুকুমত স্থায়ী ও সমৃদ্ধশালী হোক, আমাদের জন্যও তা সবচেয়ে গৌরবের বিষয়। বালকটি বংশের দিক দিয়ে ইরানি এবং বিদেশী। এর হাতে যদি ক্ষমতা চলে যায় তাহলে আমরা মিডিয়াবাসিরা, যারা জাতিগতভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, পারস্যবাসীদের ঘৃণার পাত্র হবো এবং তাদের গোলামে পরিণত হবো। কিন্তু আপনি আমাদের স্বদেশী; আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকায়, আপনার ক্ষমতায় আমরা শরিক হতে পেরেছি এবং আপনি আমাদের যে মর্যাদা দিয়েছেন তা ভোগ করতে পারছি। আপনার জন্য এবং আপনার রাজত্বের জন্য আমাদের গভীরভাবে ভাবিত করে তোলবার জন্য এই যথেষ্ট। আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো বিপদ দেখতাম তা আমরা বিনা দ্বিধায় আপনাকে বলতাম। আপনার স্বপ্নের যখন এ তুচ্ছ পরিণতি ঘটেছে, আমরা খুবই স্বস্তি বোধ করছি এবং আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি — আপনি আর এ নিয়ে আমাদের চাইতে বেশি চিন্তাভাবনা করবেন না। তবে বালকটিকে আপানি পারস্যে তার বাপমার কাছে পাঠিয়ে দিন, তাহলেই সে আপনার চোখের আড়াল হয়ে যাবে।

গণকদের পরামর্শে অস্তাইজেস খুবই খুশি হলেন। তিনি সাইরাসকে ডেকে বললেন, বালক আমি একটি স্বপ্ন দেখে তোমার প্রতি একটা অন্যায় করেছিলাম; সে স্বপ্ন মিথ্যা হয়েছে। তোমার কপাল, তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও পারস্যে। আমি তোমাকে পথ দেখানোর জন্য একটি লোক দিচ্ছি। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। সেখানে গিয়ে তুমি তোমার একজন বাপ ও মা পাবে — তারা রাখাল মিত্রাদেতিস ও তার স্ত্রী থেকে ভিন্ন ধরনের।

সাইরাসকে এভাবেই অব্যাহতি দেয়া হলো। ক্যামবিসেসের প্রাসাদে ফেরার পর তার বাপমা তাকে আদর অভ্যর্থনা জানালেন। যখন তারা দেখতে পেলেন, এই সেই পুত্র, যে বহু আগেই ইনতেকাল করেছে বলে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, তখন তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন এবং জানতে চাইলেন কি করে সে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। সাইরাস বললেন — তিনি তাঁর নিজের ইতিহাস ওখান থেকে আসার পথেই প্রথম শুনেছেন; এর আগে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। বরং তার এ ভুল ধারণাই ছিলো যে, তিনি অস্তাইজেসের রাখালেরই পুত্র। অবশ্য, এই সফরকালে তিনি তাঁর রাহ্‌নুমার কাছ থেকে আসল ব্যাপারটি জানতে পেরেছেন। সাইরাস এরপর বয়ান করলেন — কি করে তাঁকে রাখালের বিবি সাইনো লালন পালন করেছিলো। সাইরাসের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না, কাহিনী বয়ান করার কালে বারবার তিনি উচ্চারণ করছিলেন সাইনোর নাম। সাইনো নামটি — যার অর্থ কুত্তী — তা থেকে পুত্রের আশ্চর্যজনক উদ্ধার সম্বন্ধে ইরানিদের মধ্যে এক উপকথা সৃষ্টির সুযোগ পান সাইরাসের মা-বাপ। তারা একথা বলতে শুরু করেন যে, একটি কুত্তী পাহাড়ে ফেলে আসা সাইরাসকে পায় এবং তাকে বুকের দুধ খাওয়ায়। এভাবেই এই মশহুর কাহিনীর সৃষ্টি হয়।

সাইরাস যখন ইরানের সবচেয়ে সাহসী এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তরুণ হয়ে ওঠেন তখন অস্তাইজেসের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অস্থির হারপাগাস সাইরাসের দরবারে হাজিরা দিতে শুরু করলেন এবং খিলাত ও ইনামাদি পাঠাতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন তাঁর অবস্থায় কারো সাহায্য না নিয়ে রাজাকে শাস্তি দেয়ার বাসনা পূরণ হওয়ার আশা নেই। কাজেই যখন তিনি দেখলনে যে, সাইরাস, যিনি তাঁরই মতো অনেক আঘাত পেয়েছেন, তিনি বয়োপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তাঁর সমর্থন ও সাহায্য আদায়ের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে দিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজের পথ এরই মধ্যে অনেকখানি তৈরি করে নিয়েছিলেন। কারণ, মিডিয়ার অভিজাতদের তিনি আলাদাভাবে বুঝাতে পেরেছিলেন যে, অস্তাইজেসের কঠোর শাসনের কথা বিবেচনা করে সাইরাসের অনুকূলে অস্তাইজেসকে সিংহাসনচ্যুত করলে তারাই লাভবান হবেন। প্রস্তুতি হিসাবে এটুকু করার পর হারপাগাস সাইরাসকে তাঁর নিজের মনোবাসনা জানাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সাইরাস তখন পারস্যে রয়েছেন। রাস্তায় রাস্তায় রয়েছে পাহারা; তাই তিনি চিন্তা করে দেখলেন তাঁর কাছে খবর পাঠানোর একটি মাত্র উপায় রয়েছে এবং সে উপায়টি কি? একটি খরগোশকে তার চামড়া না ছাড়িয়ে ফেড়ে তার পেটের ভেতরে একটি কাগজ ঢুকিয়ে দিলেন। কাগজটির উপর তিনি লিখেছিলেন তার বক্তব্য। তারপর তিনি খরগোশটিকে সেলাই করে একটি বিশ্বাসী চাকরের হাতে সেটি সঁপে দিলেন একটি জালসহ; যাতে তাকে একজন শিকারির মতনই দেখায়। এর পর ভৃত্যটিকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন পারস্যে। তাকেই নির্দেশ দিলেন সে যেন ওখানে গিয়ে খরগোশটিকে সাইরাসকে উপহার দেয় এবং তাকে যেন মুখে বলে ওটিকে নিজের হাতে কাটতে। সাইরাস যখন খরগোশটিকে কাটেন তখন যেন আর কেউই সেখানে না থাকে। ভৃত্যটি হুকুম মোতাবেক কাজ করে। সাইরাস খরগোশটি গ্রহণ করেন। সেটিকে নিজ হাতে কাটেন এবং কাটার পর তার পেটের ভেতর চিঠিখানা পান। সাইরাস সেই চিঠি পড়লেন। 'ক্যামবিসেস পুত্র, দেবতারা যখন তোমার সহায় — কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া তোমার সৌভাগ্য কিছুতেই হতো না — তুমি তোমার হবু হত্যাকারী অস্তাইজেসকে শাস্তি দাও। সে তার মতলব হাসিলে কামিয়াব হলে তোমার মৃত্যু হতো; তোমার পরিত্রাণের জন্য আমি এবং দেবতারা দায়ী। তুমি নিশ্চয়ই জানো, অনেক কাল হলো জানো, তোমার প্রতি কি করা হয়েছিলো। এবং তোমাকে খুন না করে রাখালের হাতে দেয়ার জন্য অস্তাইজেস কিভাবে আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এখন আমি যা বলছি তাই করো। তুমি অস্তাইজেসের গোটা রাজত্বের মালিক হবে।'

'পারস্যবাসীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুমি বিদ্রোহী করে তোলো এবং মিডিসের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ো। তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রাজা আমাকে সেনাপতি করুন বা অন্য কোনো বিশিষ্ট মিডিসবাসীকেই সেনাপতি করুন তাতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। যে কোনো অবস্থায়ই তুমি জয়ী হবে। কারণ, তাঁর পতন ঘটানোর জন্য মিডিসের অভিজাতবর্গই প্রথম তাঁকে ত্যাগ করবেন। আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত। আমি যে পরামর্শ দিচ্ছি সে মতো কাজ করো এবং শিগগিরই করো।'

চিঠি পেয়েই সাইরাস ভাবতে শুরু করলেন — কি করে তিনি সবচেয়ে কার্যকরভাবে ইরানিদেরকে বিদ্রোহে রাজি করাতে পারবেন। ভাবনাচিন্তার পর তিনি নিম্নের পরিকল্পনাটিকে তার কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মনে করলেন। এই মর্মে তিনি এক খৎ লিখলেন যে, অস্তাইজেস তাকে পারস্য ফৌজের সরদারি করার জন্য নিয়োজিত করেছেন। এর পর তিনি ইরানিদের এক বৈঠক ডাকলেন এবং তাদের সামনে সেই খৎটি খুলে ধরে তিনি যা লিখেছিলেন তাই পড়ে শোনালেন। 'এখন' — তিনি আরো বললেন, তোমাদের জন্য আমার একটি হুকুম আছে, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষকেই একটি বিল্‌হক বা কুড়াল নিয়ে প্যারেডে হাজির হতে হবে।'

হুকুম তামিল হলো। সবাই হাজির হলো তাদের কুড়াল নিয়ে। এরপর সাইরাস হুকুম করলেন দিন শেষ হবার আগেই কাঁটাবনে ঢাকা একটি উঁচুনিচু জায়গা সাফ করতে হবে। যার আয়তন হবে আঠারো থেকে বিশ ফার্লং। হুকুমও তামিল হলো। তখন সাইরাস আরেকটি হুকুম দিলেন । তাদের পরদিনও গোসল করার পর এখানে হাজিরা দিতে হবে। এদিকে সাইরাস তাঁর পিতার যতো ভেড়া বকরি ও গরু ছিলো সব জমা করে, গোটা পারস্যবাহিনীকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করার জন্য জবেহ্ করলেন। তার সংগে যোগাড় করলেন সবচেয়ে ভালো মদ ও রুটি। পরদিন মেহমানরা এসে হাজির হলো। তখন তাদের ঘাসের উপর বসে খানা খেতে বলা হলো। খাবার পর সাইরাস তাদের জিজ্ঞেস করলেন ওরা কি পছন্দ করে? — গতকল্যকার কাজ না আজকের আমোদ প্রমোদ? তখন তারা জবাব দিলো কালকের দুঃখদুর্দশার সাথে আজকের আমোদ-প্রমোদের অনেক তফাৎ। সাইরাস ঠিক এ জবাবই আশা করেছিলেন। তিনি দেরি না করে এই কথাটির সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং তার মনে যা ছিলো তাই খুলে বললেন — 'হে পারস্যবাসী, তোমরা আমার কথা শোনো! আমার হুকুম মেনে চলো; তাহলে কখনো কায়িক পরিশ্রম না করেও, তোমরা আজকের এই আনন্দের মতো হাজারো আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা আমার নির্দেশ না মানো, তাহলে তোমরা গতকাল যে কাজ করেছো সেই ধরনেরই অসংখ্য কাজ করতে বাধ্য হবে। তোমাদেরকে আজাদ করার জন্য আমি বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতোই যুদ্ধেও তোমরা মিডিয়দের সমকক্ষ। আমি তোমাদের যা বলছি তা সত্য — তবে তোমরা এক্ষুণি অস্তাইজেসের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

মিডিসদের অধীনতার বিরুদ্ধে ইরানিরা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছে। অবশেষে তারা পেলো একজন নেতা এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে তারা মোবারকবাদ জানালো উৎসাহের সঙ্গে।

অস্তাইজেসের নিকট এসব ঘটনার খবর পৌঁছলে তিনি সাইরাসকে তার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। — কিন্তু সাইরাস তার জবাব দিলেন দূতকে ফেরৎ

পাঠিয়ে দিয়ে। তিনি অস্তাইজেসকে এই হুঁশিয়ারি জানালেন যে, অস্তাইজেস যতো তাড়াতাড়ি সাইরাসের আগমন কামনা করেন তার অনেক আগেই তিনি হাজির হবেন। এরপর অস্তাইজেস মিডিয়াবাসী প্রত্যেকটি পুরুষকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করলেন। তবে হারপাগাসকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করতে গিয়ে তিনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। কারণ, অস্তাইজেস ভুলেই গিয়েছিলেন হারপাগাসের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছিলেন। এর ফল হলো এই — ওরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো এবং পারস্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো তখন যে সামান্য সংখ্যক লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো না কেবল তারাই তাদের কর্তব্য পালন করলো — বাকি সিপাহীদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ দিলো পারস্যবাহিনীর সাথে এবং বেশিরভাগই ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ থেকে বিরত রইলো এবং পালিয়ে গেলো। অস্তাইজেস যখন মিডিয়বাহিনীর এই কলঙ্কজনক পতনের কথা শুনলেন তিনি কসম খেলেন — মিডিয়বাহিনীর পতন হলেও তিনি এতো সহজেই সাইরাসকে তার মতলব হাসিল করতে দেবেন না। তারপর যে গণক তাঁকে সাইরাসকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে শূলে চড়িয়ে শহরে ফেলে আসা প্রত্যেকটি পুরুষকে আবার অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করলেন সমরাভিযানের জন্য — তাদের বয়স কম হোক, বেশি হোক তিনি সেদিকে খেয়াল করলেন না। অস্তাইজেস এদের নিয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন এবং পরাজিত হলেন। তার সৈন্যসামন্ত সব নিহত হলো এবং তিনি নিজেও জীবিত অবস্থায় বন্দি হলেন।

অস্তাইজেস কয়েদ হওয়ার পর হারপাগাস এসে নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে অপমানজনক হলো সেই ভোজের উল্লেখ যখন বাদশাহ তাকে তার নিজেরই পুত্রের গোশত খাইয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। এরপর হারপাগাস প্রশ্ন করলেন — বাদশাহ না হয়ে গোলাম হওয়া কেমন লাগে? অস্তাইজেস তার দিকে তাকালেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করলেন — সাইরাস যা করেছেন তার জন্য কি হারপাগাসই কৃতিত্ব দাবি করে? হারপাগাস জবাব দিলো নিশ্চয়ই তিনি এ দাবি করে, কারণ তিনি সাইরাসকে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

— 'তাহলে', 'অস্তাইজেস বললেন, 'তুমি শুধু সব চাইতে বদমাশ নও, — সব চাইতে নির্বোধও। কারণ যেখানে তুমি নিজেই রাজা হতে পারতে (যা ঘটেছে তার কৃতিত্ব যদি প্রকৃত পক্ষে তোমারই হয়ে থাকে) সেখানে তুমি আরেক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছো। তুমি বদমায়েশ — কারণ শুধু সেই ভোজের জন্য তুমি মিডিয়াকে গোলাম বানিয়েছো। কারণ নিজের দখলে না রেখে অন্য কাউকে সিংহাসন সমর্পণ করাই তোমার ইচ্ছে ছিলো। তুমি এমন চমৎকার উপহারটি একজন পারস্যবাসীকে না দিয়ে তোমার স্বদেশ মিডিয়ার কাউকে তা দিলেই ভালো করতে। কিন্তু যা ঘটলো তাতে নিরপরাধ মিডিয়াবাসীরা নিজেরাই প্রভু না হয়ে গোলাম হয়েছে এবং পারস্যবাসীরা হয়েছে প্রভু — যদিও এককালে ওরা ছিলো মিডিয়ার গোলাম।

অস্তাইজেস পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর এভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন। মিডিয়াবাসীরা হ্যালীস নদীর অপর তীরবর্তী এশিয়ার প্রভু ছিলো একশো আঠাশ বছর ধরে; মাঝখানে কিছুকাল এলাকাটি ছিলো সিদীয়দের দখলে; তা সত্ত্বেও মিডিয়া অস্তাইজেসের কঠোর এবং পীড়নমূলক শাসনের ফলে পারস্যশক্তির নিকট নতিস্বীকারে বাধ্য হয়।

সাইরাস অস্তাইজেসকে খুবই সম্মান করতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে সাইরাস নিজের দরকারে রেখেছিলেন।

তাহলে সাইরাসের জন্ম কথা ও লালনপালনের কাহিনী এবং কিভাবে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, সে বৃত্তান্ত এরূপই।

পরবর্তীকালে ক্রীসাসকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে কথা আমি আগেই বর্ণনা করেছি। এ বিজয়ের ফলে তিনি গোটা এশিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন।

নিচে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি পারস্য রীতিনীতি উল্লেখ করছি। মূর্তি, মন্দির ও বেদি নির্মাণ তাদের দেশে একটি স্বীকৃত রীতি নয়; কেউ এ কাজ করলে তাকে মনে করা হয় নির্বোধ। এর স্পষ্ট কারণ, গ্রীকদের ধর্মের মতো ইরানিদের ধর্মে দেবতাকে মানবরূপে কল্পনা করা হয় না। তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় 'জিয়ূস' হচ্ছেন নভোমণ্ডলীর গোটা চক্র। তারা পাহাড়ের চূড়োয় উঠে তার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে থাকে। তারা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আগুন, পানি এবং বাতাসেরও পূজা করে। এগুলিই তাদের মূল উপাস্য। পরবর্তীকালে তারা এশিয়ান এবং আরবদের নিকট থেকে ইউরানীয়ান এফ্রোদিতের পূজা শেখে।

আমি তাদের যেসব উপাস্যের কথা উল্লেখ করেছি তাদের পূজা দিতে গিয়ে তারা কোনো বেদি তৈরি করে না বা আগুন জ্বালে না। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মদ ঢালা, বাঁশি বাজানো, মদ্যপান, শস্যচূর্ণ ছড়ানো আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু পারস্যবাসী এ সব করে না; তবে তারা তাদের পাগড়িতে পূজা অনুষ্ঠানের আগে সাধারণত মার্টলের কতকগুলি পাতা গুঁজে নেয়। তারপর বলিটিকে কোনো খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেই দেবতাকে ডাকে যার উদ্দেশ্যে ওটিকে বলি দেবে। যে পূজা করে সে ব্যক্তিগত বা নিজস্ব কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে পারে না, সে অধিকারই তাকে দেয়া হয় না। সে শুধু রাজার জন্য এবং যে সমাজের সে অংশ তার সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। জন্তুটিকে কেটে রান্না করার পর সে খুব নরম কিছু গাছের পাতা জড়ো করে তারই উপর সেই গোশত ছড়িয়ে দেয়। এরপর একজন মাজুসি (এ জাতের একজন লোক বলির সময় হামেশাই উপস্থিত থাকে) এই গোশতের উপর এমন ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করে যাতে নাকি দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। এর কিছুক্ষণ পরে পূজারী গোশতটা সরিয়ে নিয়ে যা খুশি করে থাকে।

বছরের মধ্যে একজন ইরানি তার জন্ম দিনটিকেই সবচাইতে স্মরণীয় মনে করে। এই দিনটি ওরা পালন করে বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ এক মেহমানির মাধ্যমে। বিত্তবান ইরানি তার জন্ম দিনে একটি ষাঁড় , একটি ঘোড়া, একটি উট বা একটি গাধাকে আস্ত আগুনে পুড়িয়ে কাবাব করবে, তারপর তা মেহমানদের সামনে পরিবেশন করবে। গরীবেরা ছোট জানোয়ার পুড়িয়ে থাকে। আসলে প্রত্যেকবার খাবারের সময় তাদের প্রধান খাদ্যের সংখ্যা বেশি নয়, তবে বহু রকম ছোটখাট খাবার যেমন ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদিতে তাদের দস্তরখানা পূর্ণ থাকে এবং এর প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরিবেশিত হয়। এই রীতির জন্যই তারা বলে থাকে — গ্রীকরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানার টেবিল থেকে উঠে পড়ে, কারণ প্রথম খাবারটি পরিবেশিত হবার পর আমরা কখনো উল্লেখযোগ্য আর কিছু পরিবেশন করি না। গ্রীসীয়রা মনে করে যে, যদি আমরা করতাম, তাহলে আমরা খেয়েই চলতাম। ওরা শরাবের জন্য পাগল; তবে অন্যের সামনে কারো বমি করার এজাজত নেই।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার হলে ইরানিরা মদ খেয়ে তারপর আলোচনা শুরু করে এবং পরদিন তারা যখন নেশা মুক্ত হয় তখন যে বাড়িতে আলোচনা হয় সেই বাড়ির কর্তা সিদ্ধান্তটি পূর্ণ বিবেচনার জন্য তাদের সামনে পেশ করেন। তখনো যদি তারা সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করে তা হলেই তা গৃহীত হলো। আর যদি তারা তা গ্রহণ না করে তাহলে তা পরিত্যক্ত হয়। এর বিপরীত প্রথাটি এই ঃ ওরা সুস্থ অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই সিদ্ধান্তটিকে মাতাল অবস্থায় আবার বিবেচনা করে থাকে।

ইরানিরা যখন রাস্তায় মিলিত হয় তখন তাদের অভিবাদনের রীতি দেখেই আমরা অব্যর্থভাবে বলতে পারি তারা একই শ্রেণীর লোক কিনা। এর কারণ সমান সমান হলে তারা মুখে চুমু খায়, আর যারা কিছুটা উঁচু জাতের তাদের চুমু খায় গালে। খুব ছোট জাতের লোকেরা গভীর ভক্তিতে দণ্ডবৎ মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করে। স্বজাতির পর তারা তাদের সবচাইতে নিকট প্রতিবেশী জাতিকেই সবচেয়ে বেশি ইজ্জত করে.। তারপর সেই জাতির পরবর্তী জাতিকে। এভাবে, যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে ততোই ইরানিদের শ্রদ্ধা কমতে থাকে। সবচাইতে দূরের জাতি ইরানিদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। নিজেদের তারা দুনিয়ার আর সকলের চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাদের ধারণা তাদের থেকে যে জাতি যতো বেশি দূরে তার মধ্যে ভালো গুণও সেই পরিমাণে কম এবং যে সবচেয়ে বেশি দূরে সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

বিজাতীয় রীতিনীতি অনুকরণের জন্য ইরানিদের মতো উদগ্রীব এমন জাতি আর নেই। যেমন তারা মিডিয়দের পোশাক কারণ তারা মনে করে, এ পোশাক তাদের পোশাকের চাইতে সুন্দর। তাদের সৈন্যরা পরে মিশরীয় জেরা পরিধান করে। যে কোনো রকম ফূর্তির সুযোগ পেলেই হলো — ওরা তাতেই মেতে ওঠে। একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'পেদারেস্তি' — ওরা এটি শিখেছিলো গ্রীকদের নিকট থেকে; প্রত্যেক পুরুষেরই থাকে কয়েকজন স্ত্রী এবং তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে রক্ষিতা। পালোয়ানগিরির পরেই

বহু সংখ্যক পুত্রের পিতা হওয়াই হচ্ছে মর্দামি বা পৌরুষের সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ। যাদের পুত্রের সংখ্যা সব চাইতে বেশি তারা বাদশাহর নিকট থেকে ইনাম পায়। যুক্তি এই যে সংখ্যায় শক্তি আছে। ছেলেদের শিক্ষার বয়স হচ্ছে পাঁচ থেকে কুড়ি এবং তাদের মাত্র তিনটি বিষয়ই শেখানো হয়। ঘোড়ায় চড়া, ধনুকের ব্যবহার এবং সত্য কথা বলা। বয়স পাঁচ বছর পুরো হওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলেরা তাদের মায়েদের সাথে থাকে এবং বাপকে একবারও দেখতে পায়ে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশু কচি বয়সে মারা গেলে বাপ যেন তার জন্য কষ্ট না পায়। আমার মতে এটি একটি উত্তম রীতি। ইরানিদের আরো একটি রীতির আমি প্রশংসা করি। একটি মাত্র অপরাধের জন্য রাজারও কাউকে ফাঁসি দেয়ার অধিকার নেই এবং একইভাবে কোনো ইরানিই কোনো ভৃত্যকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারে না যাতে তার কোনো অপূরণীয় ক্ষতি বা জখম হতে পারে। ইরানিদের নিয়ম হচ্ছে অপরাধ এবং অপরাধীর সেবার মধ্যে তুলনা করা। সেবার তুলনায় অপরাধ বেশি হলে ক্রোধের আগুন তাকে দগ্ধ করতে পারে। তারা বলে, জগতে আজো কোনো মানুষই তার বাপ অথবা মাকে হত্যা করেনি। তারা নিশ্চিত যে, যে সব ক্ষেত্রে এ ধরনের হত্যা সঙ্ঘটিত হয়েছে বলে মনে হয় খোঁজ করলে দেখা যাবে, পুত্রটি হয়তো নিহত ব্যক্তির অপহৃত পুত্রের বদলে গোপনে রেখে যাওয়া অন্যের পুত্র, অথবা বিবাহবহির্ভূত যৌন-মিলনের সন্তান। কারণ ইরানিরা দাবি করে, নিজ সন্তানের দ্বারা আসল পিতার হত্যা একেবারেই অসম্ভব। যা তাদের জন্য করা নিষেধ, তা তাদের পক্ষে উল্লেখ করাও নিষেধ। তারা মনে করে মিথ্যা বলার মতো এমন খারাপ কাজ আর নেই। মিথ্যার পরেই নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে টাকাপয়সা ধার করা। তারা যে ঋণ করাকে ঘেন্না করে তার বহু কারণ আছে। তবে তাদের মতে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে — যে টাকাপয়সা ধার করে সে মিথ্যা বলতেও বাধ্য।

যে সব লোক খোস অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভোগে ইরানিরা তাদেরকে সুস্থ মানুষ থেকে আলাদা করে ফেলে এবং নগরে বাস করতে দেয় না। তারা বলে, এ সব ব্যাধি হচ্ছে, সূর্যকে অসন্তুষ্ট করার শাস্তি। কোনো অপরিচিত ব্যক্তি এসব রোগে আক্রান্ত হলে তাকে বহিষ্কার করে। বহু ইরানি সাদা ঘুঘুকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়, যেন ওরাই একই অপরাধে অপরাধী। নদনদীকে ওরা গভীর ভক্তি করে। ওরা কখনো পেশাব করে বা থুথু ফেলে নদীকে অপবিত্র করবে না। এমনকি, নদীতে তারা হাত পর্যন্ত ধোবে না, অথবা কাউকে ধুতে দেবে না। ওদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যদিও ওরা নিজেরা এ সম্বন্ধে সচেতন নয়। ইরানিদের যে সকল নাম শানশওকত বা দৈহিক গুণাবলি প্রকাশ করে তার প্রত্যেকটির অন্তে 'স' হরফটি থাকবেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে, এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

এ সবই আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বর্ণনা করছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ইরানিদের আরেকটি রীতি আছে। সেটি মৃতের সৎকার সম্পর্কিত। এর কথা প্রকাশ্যে বলা হয়না; কেননা এর উপর কিছুটা রহস্যের আবরণ রয়েছে। কোনো পুরুষ মারা গেলে

যতোক্ষণ না তার লাশ কোনো পাখি বা কুকুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে ততোক্ষণ তাকে করব দেয়া হয় না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, মাজুসিদের মধ্যে এই রীতি রয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে তারা মোটেই কোনো গোপনীয়তা অবলম্বন করে না। সাধারণভাবে ইরানিরা মৃতের লাশ মোম দিয়ে আবৃত করে, তারপর তাকে কবর দেয়। মাজুসিরা এক অদ্ভুত সম্প্রদায়; মিশরীয় পুরোহিতদের থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা তো বটেই — আসলে তারা, অন্য সকল মানুষ থেকেই আলাদা। মিশরীয় পুরোহিতরা কুরবানি ছাড়া অন্য কোনো কারণে জীব হত্যা না করা তাদের ধর্মীয় নিষেধ বলে মনে করে। কিন্তু মাজুসিদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যে শুধু কুকুর এবং মানুষ ছাড়া আর সব প্রাণীকে নিজ হাতে হত্যা করে তাই নয়, এ ব্যাপারে তারা বিশেষ বাড়াবাড়িও করে থাকে। পিপড়ে, সাপ, জানোয়ার, পাখি — যাই হোক না কেন তারা নির্বিচারে এসবকে হত্যা করে। এটি একটি প্রাচীন রীতি — সুতরাং তারা তাদের এ রীতি বাঁচিয়ে রাখুক।

এখন আমি আমার কাহিনী আবার শুরু করছি। ইরানিরা লিডিয়া জয় করার পর পরই আইয়োনীয় এবং ঈওলীয়রা সার্দিসে সাইরাসের নিকট তাদের প্রতিনিধি পাঠায়। উদ্দেশ্য — তারা তাদের সাবেক প্রভু ক্রীসাসের নিকট থেকে যে সব সুযোগসুবিধা ভোগ করছিলেন, সাইরাসের লিখা থেকে সেগুলি আদায় করার জন্য চেষ্টা করবে। সাইরাস তাদের অনুরোধের জবাব দিলেন একটি গল্পের মাধ্যমে। এক বংশীবাদকের গল্প — যে সমুদ্রে কিছু মাছ দেখার পর এই আশায় বাঁশি বাজাতে শুরু করেছিলো যে মাছগুলি তীরে উঠে আসবে। যখন সে দেখলো মাছ তার বাঁশির সুরে সাড়া দিতে রাজি নয়, তখন সে একটি জাল নেয় এবং সেই জালের সাহায্যে অনেক মাছ ধরে ও মাছগুলিকে জালের এক কোণে থলের মতো একটি জায়গায় এনে জড় করে। তখন মাছগুলি লাফাতে শুরু করে এবং তাই দেখে বংশীবাদক বললো, বড়ো দেরিতে তোরা নাচছিস! আমি যখন বাঁশি বাজাচ্ছিলাম তখনি তোরা নাচতে পারতিস — কিন্তু তা তোরা করিসনি। গল্পটির বক্তব্য এই যে সাইরাস যখন ক্রীসাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আইয়োনীয়ানদের আহ্বান করেছিলেন তারা তখন তাতে রাজি হয়নি। অথচ এখন যখন সাইরাসের অনুকূলে সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে ওরা তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। সাইরাস তাদের উপর ভীষণ ক্রুব্ধ হয়েছিলো। এ কাহিনী সেই ক্রোধের অভিব্যক্তি।

বিভিন্ন শহরে যখন এ খবর এসে পৌছলো তখন আইয়োনীয়রা প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর ও কেল্লা নির্মাণ করতে শুরু করলো। তাছাড়া তারা 'প্যানআইয়োনীয়ামে' বহু সভা করলো। মাইলেসীয়রা ছাড়া আর সকলেই এসব সভায় যোগদান করে। মাইলেসীয়রা আসেনি — তার কারণ, ওরা ক্রীসাসের নিকট থেকে যে সব শর্ত আদায় করেছিলো, সাইরাসের নিকট থেকেও সেই শর্তগুলি আদায় করতে সমর্থ হয়। বাকি সবাই একমত হয়ে স্পার্টার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

সৌভাগ্যক্রমে প্যানআইয়োনীয়ামের অধিকারী এই আইয়োনীয়রা এমন একটি এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করে যার আবহাওয়া, আমার জানা আর সকল জায়গার আবহাওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট। সুদূর উত্তরাঞ্চল, যেখানে রয়েছে শীত এবং আর্দ্রতার আধিক্য তার সাথে যেমন এ এলাকার মিল নেই — তেমনি এর মিল নেই সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে, যেখানকার আবহাওয়া সাতিশয় উষ্ণ এবং শুষ্ক। আইয়োনীয় ভাষার চারটি পৃথক উপভাষা আছে। এই উপভাষাগুলি নিম্নবর্ণিত মতো বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। আইয়োনীয় শহরগুলির মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণের শহর হচ্ছে মিলেতুস, তার উত্তরে মাইয়াস এবং তার পরে প্রিয়েন। এই তিনটি শহরই ক্যারীয়ার অন্তর্গত; এদের বাসিন্দাদের মধ্যে একই উপভাষা প্রচলিত। ইফেসাস, কলোফোন, লিবেডাস, তিওস, ক্লাজোমিনী এবং ফসীয়া লিডিয়ার অন্তর্গত; এদের উপভাষা একটিই এবং তা পূর্বোক্ত উপভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ছাড়া আরো তিনটি আইয়োনীয় বসতি আছে; এর মধ্যে দুটো হচ্ছে স্যামোস ও কীওস দ্বীপ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ইরিত্রিয়া, মূল ভূখণ্ডস্থ একটি শহর। শেষোক্ত দুটো স্থানের উপভাষা একই, তবে স্যামোসের নিজস্ব উপভাষা আছে।

সাইরাসের সাথে মাইলেসীয়রা যে চুক্তি করেছিলো সে কারণেই সাইরাসের দিক থেকে তাদের কোনো বিপদ ছিলো না। অন্য আইয়োনীয়দের মধ্যে দ্বীপবাসীদের কোনো ভয় ছিলো না। কারণ, ফিনিশীয়রা তখনো পারস্যের অধীনতা স্বীকার করেনি এবং পারস্য তখন পর্যন্ত সামুদ্রিক শক্তিও ছিলো না।

অন্যান্য আইয়োনীয় শহর থেকে মিলেতুসকে পৃথক করার সোজাসুজি কারণ হচ্ছে — তখনকার হেলেনীয় জাতিগুলির সাধারণ দুর্বলতা, বিশেষ করে আইয়োনীয়দের, যারা গ্রীক জাতিপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষমতাশালী ও কম প্রভাবশালী ছিলো। এথেন্স ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য আইয়োনীয় বসতি আর কোথাও ছিলো না। পূর্বোল্লিখিত বারোটি শহর বাদে এথেন্সসহ গোটা জাতিই আইয়োনীয় নামটিকে ভীষণ অপছন্দ করতো এবং এ নাম গ্রহণ করতে নারাজ ছিলো। আমার ধারণা এ নাম সম্বন্ধে আজো তারা লজ্জিত। অপরপক্ষে, এই বারোটি শহর কিন্তু এ নাম নিয়ে গর্ববোধ করতো। তাদের এই গর্বের চিহ্নস্বরূপ তারা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটি মন্দির তৈরি করে এবং বাকি সকল আইয়োনীয়কে এর বাইরে রাখে। এই মন্দিরটিরই নাম 'প্যানআইয়োনীয়াম'। অবশ্য, স্মার্না ছাড়া আর কোনো শহরের লোক এ মন্দিরে প্রবেশের জন্য কখনো অনুমতিও চায়নি। এর কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়, ডরীয়ানদের পেন্টাপোলিস (অথবা হেক্সাপোলিস, যে নামে একে অভিহিত করা হতো) এর সঙ্গে। ডরীয়ানরা খুব সর্তকতার সাথে তাদের প্রতিবেশী সকলের জন্য এ মন্দিরের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমন কি, এ মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলি যে সব ডরীয়ান পালন করতো না তাদের জন্যও এতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। ডরীয়ানদের এ মন্দিরটির নাম হচ্ছে : 'ত্রিয়পিয়ম'। এখানকার রীতি ছিলো এই 'ত্রিয়পিয়মের' এ্যাপলোর নামে যে সব খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হতো, তার জন্য ব্রোঞ্জের তৈরি টিপয় উপহার দেয়া হতো। তবে বিজয়ীরা সেগুলি নিয়ে যেতে পারতো না, বরং সেখানেই তাদের দেবতার নামে সেগুলি উৎসর্গ করতে হতো।

আগাসিকলস নামক হালিকার্নাসাসের এক বাসিন্দা এই পুরনো রীতির খেলাফ করে, টিপয় বিজয়ের পর সেটা সে স্বগৃহে নিয়ে যায় এবং নিজের বাড়ির দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ, লিন্ডাস, ইয়ালিসাস, ক্যামিরাস, কস এবং স্নিডাস, এই পাঁচটি শহরের লোকেরা মিলে মন্দিরের অধিকার ও সুযোগসুবিধা থেকে হালিকার্নাসাসকে বঞ্চিত করে।

যে কারণে আইয়োনীরা এশিয়ায় তাদের বসতি এলাকার সংখ্যা বারোয় সীমাবদ্ধ রেখেছিলো, বাড়তে দেয়নি, তা আমার মতে এই যে, ওরা যখন পিলোপোনিসে বাস করতো তখন ওদের স্টেটের সংখ্যা ছিলো বারোটি — যেমন বর্তমানে ওখানে আখীয়ানদের স্টেটের সংখ্যাও হচ্ছে বারো। এই আখীয়রাই ওদেরকে পিলোপোনিস থেকে বিতাড়িত করেছিলো। আখীয়ান শহরগুলির মধ্যে নিকটতম হচ্ছে সাইসিওন পাল্লোনি, এর পরে ঈজিরা, তারপরে ক্রাথিস তীরবর্তী ঈজি। এই ক্রাথিস এমন একটি নদী যা কখনো শুকায় না — এ থেকেই ইটালীয় শহর ক্রাথিসের নামকরণ হয়েছে। ঈজির পর বুরা এবং হিলিস (যেখানে আখীয়ানদের নিকট হেরে গিয়ে আইয়োনীরা আশ্রয় নিয়েছিলো), তারপর ঈজিয়ম, রাইপেস, পাত্রেস, ফারেস এবং ওলিনাস (বড়নদী পীরাসের তীরে) এবং তারপর ডাইমি ও ত্রিত্তাঈস। এগুলির মধ্যে সর্বশেষ শহরটিই কেবল মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত। তাহলে, এগুলিই হচ্ছে বর্তমান আখিয়ার এবং সাবেক আইয়োনীয়ার বারোটি বিভাগ। আমার মতে, এ কারণেই, আইয়োনীরা এশিয়াতে তাদের বারোটি বসতি এলাকা স্থাপন করে। ওরা যে এখনো আইয়োনী কিংবা সাধারণভাবে আইয়োনীদের চেয়ে খাঁটি রক্তের অধিকারী, এমন ধারণা হাস্যকর। এর কারণ এদের একটা বিরাট অংশ প্রকৃতপক্ষে ইউরীয়া থেকে আগত অ্যাবান্তীয়; এই অ্যাবান্তীয়ানেরা মোটেই আইয়োনী নয়, এমন কি নামেও নয়। ওর্খোমিনাসের মিনী এবং কাদেমীয়, দ্রিয়পেস এবং ফসিসের বিভিন্ন শহর থেকে আগত ফসীয়ান, মলোসীয়, আর্কেডীয় ও পেলাসজীয়, এপিডোরাস থেকে আগত ডোরীয়ান এবং আরো বহু জাতির মধ্যে যে মিশ্রণ হয়েছে, সে কথা না হয় এখানে উল্লেখ নাই করা হলো। এমনকি, যাদের বংশ এথেন্সের রাষ্ট্রভবনের সাথে সম্পর্কিত, যারা নিজেদেরকে বিশুদ্ধতম আইয়োনী রক্তের উত্তরাধিকারী বলে বিশ্বাস করে তারাও তাদের সঙ্গে করে তাদের স্ত্রীলোকদের নিয়ে আসেনি, বরং তারা বিয়ে করেছে ক্যারীয়ান যুবতিদেরকেই, যাদের মাবাপকে তারা হত্যা করেছিলো। এই মেয়েদের যে তাদের পিতা, স্বামী এবং পুত্রের হত্যার পর জোর করে বিয়ে করা হয়েছিলো সেই ঘটনা শপথের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের নারী বংশধরদের নিকট বংশ পরম্পরায় প্রসারিত একটি আইনের উৎস; আইনটি এই যে, মেয়েরা তাদের স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেতে পারবে না এবং তাদের নাম ধরে ডাকতে পারবে না। ঘটনাটি ঘটেছিলো 'মিলেতুস'-এ।

রাজ্য পরিচালনার জন্য তাদের কেউ কেউ লিসীয়ান জাতির রাজাদের বরণ করে। এসব রাজা ছিলেন হিপ্লো লোকাসের পুত্র গ্লুকাসের বংশধর। কেউ কেউ বরণ করে

পীলাসের কোনো কোনো বংশের লোকদের। এঁরা ছিলেন মেলান্থাসের পুত্র কদ্রাসের বংশধর। অন্যেরা আবার এই দুই পরিবারের লোকদের দ্বারাই শাসিত হয়। কিন্তু আইয়োনীয়রা যেহেতু আর সবার চাইতে নামকে বেশি গুরুত্ব দিতো, সেজন্য তারা খাঁটি রক্তের অধিকারী বলেও পরিচিত হতে পারে। আসলে কিন্তু, শুরুতে যারা এথেন্স থেকে এসেছিলো এবং আপাতুরীয়া উৎসবটি যারা পালন করে এ নামটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ সকল আইয়োনীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য — শুধু ইফেসাস এবং কলোফোনের লোকেরা বাদে, যারা হত্যা বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য এ নাম থেকে বঞ্চিত।

'প্যানআইয়োনীম, মাইকেলির উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত একটি পবিত্র জায়গা। স্থানটি আইয়োনীয়দের সাধারণ সম্মতিক্রমে নির্বাচিত এবং এপোলোর প্রতি উৎসর্গিত। পূর্বে এ এপোলোরই পূজা হতো হিলিসে। মাইকেলি নিজেই একটা উচ্চ অন্তরীপ, মূল ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে স্যামোসের দিকে এগিয়ে গেছে। এখানেই আইয়োনীয়রা বিভিন্ন শহর থেকে এসে মিলিত হতো এবং প্যানআইয়োনীয়া নামক উৎসবটি পালন করতো। পারসিক ব্যক্তি নামের মতোই বিভিন্ন উৎসবের নাম শুধু আইয়োনীয়দের মধ্যেই নয়, গ্রীকদের মধ্যেও, 'স' হরফে শেষ হয়।

উপরে যে শহরগুলির কথা আমি উল্লেখ করেছি এগুলিই হচ্ছে আইয়োনীয়দের বারোটি শহর। ঈওলীয় শহরগুলি হচ্ছে সাইমে (ফ্রিকনিস নামেও পরিচিত), লারিসা, নিওঁ টিনাস, তেমনাস, সিল্লা, নতিয়াম, ঈজীরীস্সা, পিতানো, ঈজীঈ, মাঈরিনা এবং প্রাইনী। ঈওলীয়দের এগারোটা প্রাচীন শহর এগুলিই। শুরুতে আইয়োনীয়দের মতো, তাদেরও বারোটি শহরই ছিলো মূলভূখণ্ডে, কিন্তু একটি অর্থাৎ স্মার্না আইয়োনীয়রা তাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়। ঈওলিসের মৃত্তিকা আইয়োনীয়ার মৃত্তিকার চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আবহাওয়া ততো ভালো নয়।

বিশ্বাসঘাতকতার দরুন স্মার্না ঈওলীয়ানদের হাতছাড়া হয়। ওরা ওদের শহরে কলোফোনের কিছু লোককে স্থান দিয়েছিলো। লোকগুলি একটি প্রতিদ্বন্দ্বীদলের দ্বারা পরাজিত হয়ে বহিষ্কৃত হয়। পলাতকরা তাদের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। স্মার্নার লোকেরা যখন নগর প্রাচীরের বাইরে দায়োনিসাসের উৎসব পালন করছিলো, তখন ওরা প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়ে শহর দখল করে নেয়। তখন অন্যান্য রাষ্ট্রের ঈওলীয়ানরা ওদের সাহায্যে ছুটে আসে। সন্ধির শর্তাবলী স্থিরীকৃত হয়। ঠিক হয় যে, আইয়োনীয়ানরা তাদের সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে দেবে এবং শহরটি নিজেদের দখলে রাখবে। এরপর স্মার্নার লোকদেরকে ঈওলীয়ার বাকি এগারোটি শহরের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এ সব জায়গায় তারা নাগরিক অধিকার লাভ করে। এগুলিই হচ্ছে মূল ভূখণ্ডে ঈওলীয়ান বসতি, তবে, ইডা পর্বতের আশপাশে যে বসতিগুলি আছে সেগুলি এর মধ্যে পড়ে না। কনফেডারেশনের অংশ সেগুলি নয়। দ্বীপ বসতিগুলির মধ্যে লেসবসে আছে পাঁচটি (ষষ্ঠ বসতি, আরিসবা তাদের স্বগোত্র মেসিনীয়দের দ্বারা দখল হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা গোলামে পরিণত হয়), টেগুসে একটি এবং তথাকথিত শতদ্বীপে আরেকটি। এসময়ে

দ্বীপবাসী আইয়োনীয়দের মতো লেসবস ও টেওসের ঈওলীয়ানদের ভয়ের কিছুই ছিলোনা। বাকি ঈওলীয়রা সাধারণভাবে আইয়োনীয়রা যেপথ বেছে নেবে, তাই অনুসরণ করতে রাজি হলো।

ঈওলীয় এবং আইয়োনীয় দূতেরা স্পার্টায় পৌঁছানোর পর (এ কাজে তারা মোটেই সময়ক্ষেপন করেনি) পাইথার্মাস নামক এক ফসীয়কে তার মুখপত্র মনোনীত করে। শ্রোতা ও দর্শকদের সংখ্যা যাতে যথাসম্ভব বেশি হয়, সে জন্য তিনি রক্তবর্ণ পোশাক পরে, এগিয়ে এলেন স্পার্টার সাহায্যে সুদীর্ঘ ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে। তাঁর এ বক্তৃতা নিষ্ফল হয়। স্পার্টার অধিবাসীরা আইয়োনীয়দের সাহায্য করতে রাজি হলো না। ফলে দূতেরা ফিরে গেলো। কিন্তু আইয়োনীয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেও স্পার্টা পঞ্চাশ দাঁড়ের একটি যুদ্ধ জাহাজ এশীয় উপকূলে পাঠায়। আমার ধারণা এই জাহাজ পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিলো সাইরাসের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং আইয়োনীয়ায় কি হচ্ছে তার উপর নজর রাখা। জাহাজটি ফসীয়ায় নোঙর ফেলে। জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর ব্যক্তি ছিলেন ল্যাক্রিনেস; তাঁকে ল্যাসিদিমনীয়দের তরফ থেকে সার্দিসে পাঠানো হলো সাইরাসকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্য। সাইরাস যেন কোনো গ্রীক নগরীর কোনো ক্ষতি না করেন, করলে তাদের অসন্তোষের ফল তাঁকে ভুগতে হবে। কথিত আছে সাইরাস নকিবের মুখে কথা শুনে, তার সঙ্গে যেসব গ্রীসীয় ছিলো তাদের জিজ্ঞেস করেন — এই ল্যাসিদিমনীয়ানরা কারা এবং এদের সংখ্যা কতো, যে এরা তাঁকে এমন একটি হুকুম করবার দুঃসাহস করছে। এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হবার পর সাইরাস স্পার্টার নকিবকে এরূপ জবাব দেন : আমি এখনো এমন সব লোকদের ভয় করতে শিখিনি — যাদের নিজ শহরের মাঝখানে মেলামেশার একটি বিশেষ জায়গা আছে, যেখানে তারা কসম করে এটা ওটা নিয়ে আর একে অপরকে ঠকায়। এ জাতীয় লোকের মোকাবেলা যদি আমাকে করতেই হয়, তারা শুধু আইয়োনী বিপদ নিয়েই হৈচৈ করবে না, নিজেদের বিপদ নিয়েও চেঁচাবে। সাইরাসের এই উক্তির উদ্দেশ্য ছিলো সাধারণভাবে গ্রীকদের সমালোচনা করা, কারণ ওদের বেচাকেনার জন্য বাজার আছে, কিন্তু ইরানিরা কখনো খোলা বাজারে কিছু কেনে না। বস্তুত সারা ইরানে ওদের একটি বাজারও নেই। সাইরাস এরপর তাবানস নামক একজন ইরানিকে সার্দিসের গবর্নর নিযুক্ত করেন। এবং পাকতায়েস নামক একজন লিডীয়ানের উপর ভার দেন ক্রীসাস ও অন্যান্য লিডীয়ানের সম্পদরাশি সংগ্রহ করে সেগুলি পাঠাবার জন্য। তিনি নিজে ক্রীসাসকে সঙ্গে করে পূর্ব দিকে একবাতানার দিকে তাঁর অভিযান শুরু করেন। আইয়োনীয়া তাঁর কাছে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি যে, এ তাঁর প্রধান লক্ষ্যও হতে পারে। তাঁর চোখ ছিলো ব্যাবিলন ও ব্যাক্ট্রিয়ার উপর, সাকী এবং মিশরের উপর। এসব দেশে সশরীরে অভিযান চালানোর ইচ্ছা ছিলো তাঁর। আইয়োনীয়কে ঠিক করার জন্য অন্য যে কোনো সেনাপতিই ছিলো যথেষ্ট।

সাইরাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইরানি গবর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য পাকতায়েস লিডীয়ানদের উসকানি দিতে শুরু করেন। সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে

গিয়ে, তিনি তাঁর হস্তগত সার্দিয়ার অর্থের জোরে সিপাহিসামন্ত জোগাড় করতে সমর্থ হন। তাছাড়া তিনি উপকূলের বাসিন্দাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের সমর্থন আদায়েও সমর্থ হন। এরপর তিনি সার্দিসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাবালুস ঘেরাও করেন। তাবালুস তখন নগরীর কেন্দ্রস্থ দুর্গের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়েন। পথে সাইরাসের নিকট এখবর পৌঁছলে তিনি ক্রীসাসকে জিজ্ঞেস করলেন, এর পরিণতি কি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। 'কারণ আমি মনে করি না যে,' সাইরাস বললেন, লিডীয়ানরা আমাকে — এবং শুধু আমাকেই বা বলি কেন, তাদের নিজেদেরও উপদ্রব না করে স্থির থাকবে! ওদের গোলামে পরিণত না করাই উত্তম কাজ হবে কিনা আমি নিশ্চিত নই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমি এমন এক ব্যক্তির মতো কাজ করেছি যে পুত্রদের জিন্দা রেখে পিতাকে খুন করে। কারণ, তুমি ছিলে লিডীয়ানদের বাপের মতো অথচ আজ তুমি আমার বন্দি এবং লিডীয়ানদেরও আমি উপহার দিয়েছি সার্দিস নগরী, অথচ আমিই আবার বিস্ময় প্রকাশ করছি যে ওরা আমার প্রতি অনুগত নয়।'

এভাবে সাইরাসকে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করতে শুনে ক্রীসাসের ভয় হলো পাছে না সার্দিসকে ধ্বংস করা হয়। তাই তিনি বললেন, 'হুজুর, আপনার কথা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও আমার আরজ, আপনার রাগ যেন অসংযত না হয়, অথবা আপনি যেন এই প্রাচীন শহরটি ধ্বংস না করেন, কারণ, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ শহরের বাসিন্দারা যেমন দায়ী নয়, তেমনি অতীতে যা ঘটেছে তার জন্যও দায়ী নয়। অতীতের অপরাধের জন্য দায়ী আমি। আমি দোষ করেছিলাম এবং তার শাস্তিও আমি ভোগ করে চলেছি। এবার দুষ্কৃতকারী হচ্ছে পাকতায়েস, সার্দিস নগরীকে যার এখতিয়ারে আপনি রেখেছিলেন। সুতরাং পাকতায়েসকেই আপনার শাস্তি দেয়া উচিত। আর লিডীয়ানরা — ওদের আপনি ক্ষমা করুন।' এ সঙ্গে একথাও বলছি যে আপনি যদি এদের অনুগত রাখতে চান এবং ভবিষ্যতে তাদের তরফ থেকে যাতে কোনো বিপদ না আসে সে কামনা করেন, তাহলে আপনি এদের অস্ত্র রাখার উপর নিষধাজ্ঞা জারি করুন। এদেরকে এদের ঢিলা জামার নিচে নিমা পরতে ও পায় বুট পরতে বাধ্য করুন এবং এরা যেন এদের ছেলেদের গীটার ও বীণা বাজাতে শেখায় আর দোকানদারি শুরু করে। হুজুর, আপনি যদি তা করেন, তাহলে আপনি শিগগির দেখতে পাবেন তারা মরদ না হয়ে মেয়ে হয়ে গেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের আর কোনা আশঙ্কাই থাকবে না।'

ক্রীসাস এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো লিডীয়ানদের বিচারে দাসত্ব বরণের চাইতে এ ব্যবস্থা পছন্দনীয়। তাছাড়া তিনি জানতেন যে, সাইরাসের মত বদলাতে তাঁর পরামর্শ কখনো কার্যকরী হবে না, যদি না সে পরামর্শ কিছুটা মূল্যবান হয়। তাঁর এ ভয়ও ছিলো — লিডীয়ানরা আশু বিপদ থেকে রেহাই পেলেও ভবিষ্যতে কোনো না কোনো এক দিন পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝুঁকি তাদের নিতেই হবে এবং তার জন্য অবশ্য তাদেরও ভুগতে হবে। প্রস্তাবটিতে সাইরাস খুশি হলেন এবং তা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বললেন, এখন আর তাঁর রাগ নেই। এরপর তিনি সাজাবেস

নামক এক মিডীয়কে ডেকে পাঠালেন এবং ক্রীসাসের পরামর্শ মোতাবেক লিডীয়ানদের নিকট ঘোষণা করে দেবার হুকুম দিলেন। আরো বললেন, যারা সার্দিসের উপর লিডীয়ানদের হামলার সময় ওদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলো তাদের সবাইকে গোলামরূপে বিক্রি করে দাও। যেভাবেই হোক, পাকতায়েসকে জীবিত অবস্থায় কয়েদ করে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে। এভাবে সাইরাস তাঁর হুকুম জারি করে, পারস্যের দিকে তাঁর যাত্রা অবার শুরু করলেন।

পাকতায়েস যখন খবর পেলেন যে এক ফৌজ তাঁর এলাকার দিকে আসছে এবং এরই মধ্যে খুব কাছে এসে পড়েছে তিনি ভীষণ ভয়ে পেয়ে সাইমেতে পালিয়ে গেলেন। এদিকে মিডিয়ার মাজাবেস সাইরাসের একদল সিপাহীকে নিয়ে সার্দিসের দিকে রওয়ানা দিলেন। পাকতায়েস এবং তার সমর্থকরা পালিয়ে যাওয়ায় মাজাবেস প্রথমেই লিডীয়ানদের সাইরাসের আদেশ তামিলে বাধ্য করলেন। এর ফলে সেই মুহূর্ত থেকেই ওদের গোটা জীবনপদ্ধতি বদলে গেলো। এরপর তিনি সাইমেতে আদেশ পাঠালেন পাকতায়েসকে অবশ্য তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হবে। তখন শহরের লোকেরা মিলে ঠিক করলো — তারা এ আদেশ মানবে কি না এ সম্বন্ধে ব্রাংকিডের দৈবজ্ঞের মতামত গ্রহণ করবে। ব্রাংকিডে প্যানরমাস পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী মিলেস্তীয় এলাকার অন্তর্গত। এখানে যে দৈবজ্ঞ রয়েছেন, আইয়োনী ও ঈওলীয়ানরা প্রায়ই তার খবর নিয়ে থাকে। বহু প্রাচীন এই মন্দির। দূতদের বলে দেয়া হলো তারা যেন জিজ্ঞেস করে পাকতায়েসের সাথে কিরূপ ব্যবহার করলে দেবতা খুশি হবেন। জবাব মিললো, পাকতায়েসকে অবশ্য পারসিকদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। খবর নিয়ে দূতেরা ফিরে এলে সাইমের নাগরিকরা পাকতায়েসকে পারসিকদের হাতে তুলে দিতে তৈরি হলো। তারা যখন পাকতায়েসকে সমর্পণ করার জন্য তৈরি হয়েছে তখন তাদেরই একজন হিরাক্লিডাসের পুত্র বিখ্যাত এরিস্টভিকাস তাদের বাধা দেন। তিনি বললেন, দৈবজ্ঞের জবাব সম্বন্ধে তার সন্দেহ রয়েছে। তাঁর ধারণা সংবাদবাহকরা বিবরণ ঠিকমত দিতে পারে নি। এর ফলে আরেকটি দল — এবং এরিস্টভিকাস ছিলেন এ দেশের সদস্য — ব্রাংকিডে রওনা হলো পাকতায়েস সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। সেখানে পৌঁছানোর পর দলের সর্দার হিসাবে, এরিস্টভিকাস দৈবজ্ঞকে এই প্রশ্ন করলেন; প্রভো এপোলো, সিদিয়ার পাকতায়েস পারসীয়ানদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ভয়ে পালিয়ে আমাদের নিকট এসেছেন, আশ্রয়ের আশায় এবং জান বাঁচানোর জন্য। পারসীয়ানরা এখন তাঁকে ফেরৎ চাইছে। আশ্রয়প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়া মহা পাপ; পারসীয়ানদের শক্তিতে যদিও আমরা ভীত — তবু এ ব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত? আপনার কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পূর্বে আমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার সাহস পাইনি।' দ্বিতীয় বারের এই প্রশ্নের জবাবও একই হলো : অর্থাৎ পাকতায়েসকে পারসীয়ানদের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

এরিস্টভিকাস এরূপ জবাব আশা করলেও তখনো তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি মন্দিরের বাইরে চারদিকে ঘুরলেন এবং সেখানে চড়ুই ও অন্যান্য যেসব পাখি বাসা তৈরি করেছিলো সেগুলিকে তিনি ধরলেন। লোকে বলে তিনি যখন পাখিগুলি

ধরছিলেন তখন মন্দিরের একেবারে মর্মস্থল থেকে উত্থিত কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন : "পাষণ্ড। কি সাহস যে তুই এমন জঘন্য কাজ করছিস? আমার মন্দিরে যারা আমার আশ্রয় নিতে এসেছে তুই কি তাদের ধ্বংস করতে চাস?" এরস্টভিকাস কিছুমাত্র ভড়কে না গিয়ে বললেন, 'প্রভো এপোলো, আপনি তো আপনার আশ্রয়প্রার্থীকে রক্ষা করছেন অথচ সাইমের বাসিন্দাদের বলছেন তাদের আশ্রয়প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে।" "হ্যাঁ আমি তাই বলছি, দেবতা বললেন, যাতে তোরা তোদের এই ধর্মের অবমাননার জন্য শীঘ্রই শাস্তি পেতে পারিস এবং আশ্রয়প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে দৈবজ্ঞের মত জানার জন্য এখানে আর কখনো না আসিস।"

এ জবাবে সাইমের অধিবাসীরা একেবারেই ফাঁপরে পড়ে গেলো। তারা যেমন শত্রুর হাতে আশ্রয়প্রার্থীকে সঁপে দিয়ে দুঃখ পেতে চায়নি, তেমনি তারা এও চায়নি যে, ওকে সাহায্য করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ইরানিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ুক। কাজেই তারা ওকে মাইতেলিনিতে পাঠিয়ে দিলো। মাইতেলিনির অধিবাসীরা কিন্তু পাকতায়েসকে ফিরিয়ে নিতে হবে, মাজারেসের এই দাবির ফলে, কিছুটা অর্থের বিনিময়ে (সেই অর্থের পরিমাণটা যে ঠিক কতো আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। কারণ এ অর্থ কখনো আদায় করা হয়নি) ওদের হাতে পাকতায়েসকে সঁপে দেয়ার জন্য তৈরিই হয়ে পড়েছিলো। সেই সময় সাইমের লোকেরা এ আলাপের কথা জানতে পারে এবং লেসবসে একটা নৌকা পাঠিয়ে পাকতায়েসকে সুদূর কীওসে নিয়ে যায়। এখানেই এথেনার মন্দির থেকে শীয়ানের অধিবাসীরা এঁকে টেনে হিঁচড়ে বার করে এবং ইরানিদের হাতে তুলে দেয়। এর বদলে তারা পায় লেসবসের বিপরীত দিকে অবস্থিত মাইসিয়ার একটি জায়গা — আতারনিউস জেলা। এভাবে ইরানিদের হাতে পড়লেন পাকতায়েস; তারা তাঁকে সাইরাসের সমুখে হাজির করার জন্য প্রহরাধীন রেখে দিলো।

এই ঘটনার পরে, বেশ কিছুকাল, শীয়ার কোনো অধিবাসীই বলির পশুর উপর ছিটিয়ে দেয়ার জন্য আতারলিউস-এর বার্লি গুঁড়ো ব্যবহার করতো না। কিংবা সেখানে উৎপন্ন কোনো শস্য থেকে পিঠা তৈরি করতো না। আসলে তারা, ধর্মীয় কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য ওখানে উৎপন্ন প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। শীয়ার অধিবাসীরা পাকতায়েসকে বিচারকদের হাতে তুলে দেয়ার পর, তাবালুস অবরোধে যেসব লোক অংশ গ্রহণ করেছিলো মাজারেস তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি প্রিয়েনের বাসিন্দাদের গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেন; তিনি ম্যাগনেশিয়া অঞ্চল ও মিআন্দার প্রান্তর জয় ও লুঠ করেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মারা যান। অপর একজন মিডিয়াবাসী হারপাগাস সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তিকেই, মিডিয়ার রাজা অস্তাইজেস সেই ঘৃণ্য খাবার পরিবেশন করেছিলেন। ইনিই সাইরাসকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করেন। সাইরাস তাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে তিনি মার্চ করে আইয়োনীয়াতে ঢোকেন এবং মাটির কাজের সাহায্যে শহরগুলি দখল করার জন্য ফন্দি আঁটেন। তাঁর কৌশল ছিলো শহররক্ষীদের কেল্লার ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য

করবেন এবং দেয়ালের সাথে লাগালাগি একটা মাটির স্তূপ তৈরি করবেন যাতে সেই স্তূপের উপর চড়ে শহরে ঢোকা যায় এবং শহরটিকে দখল করা যায়। আইয়োনীয়ায় যে শহরটি প্রথম তিনি আক্রমণ করেন — তা হচ্ছে ফসীয়া।

এই ফসীয়াবাসীরা ছিলো গ্রীকদের অগ্রবর্তী নাবিক দল। এরাই গ্রীকদেরকে আড্রিয়াটিক ও টিরেনীয়ার এবং সুদূর তার্তিসাস পর্যন্ত স্পেনীয় উপদ্বীপের পথ দেখায়। তারা বেশি পানি ভাঙে এমন কোনো প্রশস্ত তেজারতি জাহাজ ব্যবহার করতো না। তারা ব্যবহার করতো পঞ্চাশ দাঁড়ের গ্যালি নৌকা।

তার্তিসাস পৌঁছানোর পর তারা ওখানকার রাজা আর্গানিথনীয়াসের সাথে ভাব করে। এই রাজা আশি বছর রাজত্ব করেন এবং একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। বলতে কি, তিনি ওদের প্রতি এতোটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, ওদের তিনি স্থায়ীভাবে আইয়োনিয়া ত্যাগ করে তাঁর দেশের যে-কোনো স্থানে ওদের বাস করার জন্য বলেন। ফসীয়াবাসীরা এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর রাজা যখন শুনতে পেলেন পৃথিবীর অন্য এক অঞ্চলে মিডীয় শক্তি বেড়েই চলেছে তখন তিনি তাদের নিজ শহরের চারপাশে এক উঁচু দেয়াল তোলার জন্য অর্থ দান করেন। তিনি ফসীয়ায় এই প্রাচীরের জন্য প্রচুর টাকা দিয়ে থাকবেন। কারণ ফসীয়ার এই দেয়ালটি বেশ দীর্ঘ, উঁচু ও প্রশস্ত; শিলাখণ্ড জোড়া দিয়ে প্রাচীরটি তৈরি করা হয়েছিলো।

হারপাগাস তাঁর বাহিনী নিয়ে ফসীয়ায় পৌঁছেন এবং শহরটি অবরোধ করেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন ফসীয়রা যদি দুর্গের একটি মিনার ভেঙে দিয়ে রাজার থাকার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে রাখে তাতেই তিনি খুশি হবেন। ফসীয়রা এই প্রস্তাবে ভীষণ রাগ করে। কারণ, তারা গোলামির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলো। তারা ওয়াদা করলো এ বিষয়ে আলোচনা করে তারা পরদিন জবাব দেবে। তবে শর্ত এই যে, আলোচনাকালে হারপাগাসকে ফৌজ ফিরিয়ে নিতে হবে। হারপাগাস বললেন, ওদের মতলব কি তিনি তা ভালোভাবেই জানেন, তবু তিনি ওদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। কাজেই ফৌজ প্রত্যাহার করা হলো। এদিকে ফসীয়রা সময় নষ্ট না করে তাদের গ্যালি নৌকাগুলি পানিতে ভাসালো, তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েগুলিকে নৌকায় তুললো, মন্দিরের পবিত্র দ্রব্যাদি ও মূর্তিসহ সকল অস্থাবর সম্পত্তি তারা বোঝাই করলো নৌকায়। বাকি থাকলো কেবল দেয়ালে আঁকা চিত্রসমূহ এবং ব্রোঞ্জ ও মার্বেল পাথরের তৈরি প্রতিমাগুলি। এভাবে গ্যালিগুলি বোঝাই করে তারা পাল তুললো 'কীওস'-এর পথে। কাজেই ইরানিরা ফিরে এসে একটি শূন্য শহর দখল করলো।

ফসীয়রা ঈনাসী নামক দ্বীপগুলি কেনার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফসীয়দের আশঙ্কা হলো তাদের নিজ দ্বীপের স্থলে এই দ্বীপগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের এক নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। কাজেই তারা দ্বীপগুলি বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফসীয়রা তাই কর্সিকা যাত্রার জন্য তৈরি হলো। দৈবজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক কুড়ি বছর আগে এই কর্সিকা দ্বীপে আলালিয়া নামে এক শহর তৈরি হয়। এর আগেই অর্গানিথনীয়াসের মৃত্যু হয়েছে। যাত্রা শুরু করার আগে ওরা আবার ফসীয়ায় ফিরে আসে এবং যে সব ইরানি সিপাহী হারপাগাসের নিকট থেকে শহরটি দখল করে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল তাদের

সবাইকে হত্যা করে। এরপর ওরা ওদের অভিযানে সবাই যাতে শরিক হয় সে উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর সব অভিশাপ দিতে শুরু করলো। ওরা বলতে লাগলো, ওদের সঙ্গে যারা অভিযানে শরিক হবে না তাদের উপর মস্ত বড়ো গজব নাজিল হবে। ওরা আরো একটি কাজ করলো। এক খণ্ড লোহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে বললো, এই লোহা যতোদিন না ভাসবে ততো দিন ওরা ফসীয়ায় ফিরবে না। কিন্তু কর্সিকা যাত্রার শুরুতেই শুরু হলো প্রতিক্রিয়া; যাত্রীদের অর্ধেকেরও বেশি তাদের নিজ শহর এবং পুরনো বাড়িঘর একটি বারের মতো দেখার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে পড়লো যে, তারা তাদের ওয়াদা খেলাফ করে ফসীয়ায় ফিরে গেলো। অন্যরা অবশ্য তাদের ওয়াদা খেলাপ করে। ঈনাসী হয়ে তারা নিরাপদে গিয়ে পৌছলো কর্সিকায়। তারা আগের বাসিন্দাদের সাথে পাঁচ বছর আলালিয়ায় বাস করে এবং শহরে তৈরি করে বহু মন্দির। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তারা লুটতরাজের দ্বারা প্রতিবেশীদের এতোটা বিরক্তি উৎপাদন করে যে তাইরেন ও কার্থেজের অধিবাসীরা ষাটটি জাহাজের এক নৌবহর নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে তৈরি হয়। ফসীয়ানরা তাতে দমে গেলো না; তারা এর জবাব দিলো তাদের নিজেদের নৌবহর সুসজ্জিত করে; তাদেরও যুদ্ধজাহাজ ছিলো ষাটটি; এই নৌবহর নিয়ে তারা সার্দিনীয়ার নিকটে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যায়। এ যুদ্ধে ফসীয়রা জয়লাভ করে; কিন্তু এ বিজয় ছিলো ক্যাডমীয় বিজয়ের অনুরূপ — এতে তাদের লাভের চাইতে ক্ষতিই হলো বেশি। কারণ তাদের চল্লিশটি জাহাজই ধ্বংস হলো। যেগুলি টিকে রইলো সেগুলিও এমনভাবে জখম হলো যে কাজের উপযোগী রইলো না। যারা বেঁচে রইলো তারা আলালিয়ায় ফিরে গিয়ে তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেদেরকে জাহাজে তুলে নিলো; তাছাড়া, আর যে সব সম্পত্তির জন্য জাহাজে জায়গা ছিলো সেগুলিও তারা তুললো। তারপর পাল তুলে কর্সিকা থেকে রওনা দিলো রিজিয়মের পথে। ডুবে যাওয়া জাহাজগুলি থেকে যাদের বন্দি করা হয়েছিলো তাদের মালিকানা নিয়ে তাইরেন ও কার্থেজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে লটারি খেললো। তাইরেনবাসীদের মধ্যে আগিল্লার লোকেরাই পেলো সবচাইতে বেশি সংখ্যক কয়েদি; তারা বন্দিদের সবাইকে তীরে তুলে পাথর ছুড়ে হত্যা করে। এই পাশবিক কার্যের পরিণাম এই হলো যে, যখনি কোনো প্রাণী — সে ভেড়া, গরু, মানুষ যাই হোক — এই নিহত ফসীয়ানরা যেখানে পড়ে আছে তার নিকট দিয়ে যেতো, তখনি পক্ষাঘাতে তার দেহ কুঁকড়ে গিয়ে পাংশু হয়ে পড়তো। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আগিল্লার লোকেরা ডেলফিতে লোক পাঠায়। সেখানে আচার্যা তাদের একটি রীতি প্রবর্তনের কথা বলেন। ওখানকার লোকেরা এই রীতিটি আজো অনুসরণ করছে। আচার্যা তাদের বলেছিলেন, জাঁকজমকের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা মৃতের সম্মান করতে এবং খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে।

ফসীয়ার এই লোকগুলির অবস্থা এরকমই হয়েছিলো। রিজিয়মে যারা চলে গেলো, তারা রিজিয়মকে কেন্দ্র করেই পরে ঈমেত্রিয়ায় একটি নতুন শহর তৈরি করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলো। বর্তমানে এই শহরটি ইলিআ নামে পরিচিত। সিডোনিয়ার একজন

লোকের পরামর্শেই এই শহরটি তৈরি করা হয়। সে বললো দৈবজ্ঞ 'সীর্নাস' বা কর্সিকার কথা বলতে ঐ দ্বীপটির কথা বোঝান নি বরং ঐ নামের একজন বীরের কথাই বুঝিয়েছেন। এই বীরেরই পূজা তাদের প্রবর্তন করতে হবে।

আইয়োনীয়ার 'ফসীয়া' নামক শহরটি সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বলতে চাই না। তিওসের কাহিনীও খুব ভিন্ন নয়; কারণ, হারপাগাস স্তূপ তৈরি করে ওদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই তেইওবাসীরা জাহাজে করে পালিয়ে যায় থ্রেসে; ওখানে ওরা আবদেরা নামক বসতি স্থাপন করে। ইতিপূর্বে ওখানেই ক্লাজোমেনীর তিমেসীয়স বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ থ্রেসীয়রা তাকে তাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে আবদেরায় বসবাসকারী তেইওরা তাঁকে প্রায় দেবতার মতো সম্মান করে।

আইয়োনীয়ানদের মধ্যে কেবল ফসীয়া এবং তিওসের লোকেরাই গোলামি থেকে বাঁচার জন্য স্বেচ্ছায় নির্বাসিন বরণ করে। বাদবাকি লোক যেখানে ছিলো সেখানেই থেকে যায়। মিলেসীয়ানরা ছাড়া আর সকলেই ফসীয়ান এবং তেইওদের মতো হারপাগাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে, নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও ওরা পরাজিত হয়। ওদের শহরগুলি দখল করে নেয়া হয়। এবং নতুন প্রভুদের নিকট ওরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আগেই বলেছি, মিলেসীয়ানরা সাইরাসের সঙ্গে আপোস রক্ষা করে ফেলেছিলো, কাজেই যুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

এভাবে, আইয়োনীয়াকে অবার গোলাম বানিয়ে ফেলা হয়। হারপাগাস কর্তৃক মূল ভূভাগের শহরগুলি জয়ের পর আইয়োনীয়ানরা ঘাবড়ে যায় এবং যুদ্ধ না করে সাইরাসের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

পরাজয়ের পরও, আইয়োনীয়ানরা প্যানআইয়োনীয়ামে মিলিত হবার অভ্যাসটা বজায় রাখে। আমি শুনেছি, এ ধরনের এক জমায়েতে বিয়্যাস নামক প্রিয়েনের একজন লোক খুবই উল্লেখযোগ্য এক পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওরা এই পরামর্শ গ্রহণ করলে গ্রীকজগতে ওরাই হতে পারতো সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী জাতি। সে পরামর্শটি ছিলো এইরূপ: আইয়োনীয়ার সকলেরই উচিত একতাবদ্ধ হওয়া, তারপর জাহাজে করে সার্দিনিয়ায় রওয়ানা হওয়া। সেখানে গিয়ে একটি মাত্র সম্প্রদায় হিসেবে একত্রে তাদের বসতি স্থাপন করা উচিত। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের বাসিন্দা হিসাবে সেখানে তারা গোলামি থেকে অব্যাহতি পাবে; তাদের প্রতিবেশীদের উপর রাজত্ব করতে পারবে, হতে পারবে ধনী ও সুখী। তা না করে তারা যদি আইয়োনীয়াতেই থেকে যায় তাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনাই নেই। আইয়োনীয়ানদের পরাজয়ের পরই বিয়্যাস এই প্রস্তাব দেন। তাছাড়া এর চাইতে কিছুটা নিকৃষ্ট আরো একটি প্রস্তাব ছিলো; মিলেতুসের থেলস নামক এক ফনেসীয়ান পূর্বে এই প্রস্তাবটি করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিলো — আইয়োনীয়ানদের উচিত 'তীওস'-এ একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা; কারণ, এই স্থানটি ছিলো কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

বাকি শহরগুলিও চালু থাকবে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে; রাজধানীর সাথে প্রান্তবর্তী জেলাসমূহের সম্পর্কের মতো হবে ওদের সম্পর্ক। প্রস্তাব দুটো এ রকমই ছিলো।

আইয়োনীয়াকে পদানত করার পর হারপাগাস ক্যারিও, কাউনীও, এবং লিসীয়ানদের আক্রমণ করেন এবং আইয়োনীয়ান ও ঈওলীয়ানদের তাঁর ফৌজে কাজ করতে বাধ্য করেন। ক্যারীয়ানেরা বর্তমানে মূলভূখণ্ডে বাস করলেও আদিতে ওরা ছিলো দ্বীপবাসী। বহুকাল আগে ওরা যখন দ্বীপে বাস করতো তখন ওরা পরিচিত ছিল লিলিজেস নামে; তখন ওরা ছিলো মাইনোসের প্রজা। কিন্তু আমি যতোদূর জানতে পেরেছি ওরা কখনো করস্বরূপ টাকাপয়সা দিতো না; যখনি প্রয়োজন হতো মাইনোসের জাহাজের নাবিক ও মাল্লা হিসাবে কাজ করতো। মাইনোস ছিলেন বিরাট সামরিক সাফল্যের অধিকারী। তিনি বিশাল এলাকা জয় করেছিলেন। এ কারণে ওরা তাঁর জাহাজে নাবিক ও মাল্লার কাজ করে, তাঁর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান জাতি হয়ে ওঠে। গ্রীক জাতি তাদের নিকট তিনটি আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ঋণী; শিরস্ত্রাণের উপর, বর্মের উপর নানা রকম কৌশল তৈরি করা এবং হাতলওয়ালা বর্ম তৈরি করা। এর আগে যারা বর্ম ব্যবহার করতো, তাদের প্রত্যেকই বর্মকে একটি চামড়ার বেল্ট দিয়ে গলা ও বাম কাঁধের সঙ্গে বেঁধে রাখতো। হাতল ব্যবহার করতো না। এর অনেক পরে এ সব দ্বীপ থেকে ডরীয়ান এবং আইয়োনীয়ানদের দ্বারা ক্যারীয়ানরা বিতাড়িত হয় এবং মূল ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। ক্রীটের বাসিন্দাদের কাছ থেকে এ ধরনের বিবরণই পাওয়া যায়, তবে ক্যারীয়ানরা তা অস্বীকার করে; তারা বলে যে আদি থেকেই তারা মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা এবং তাদের বর্তমান নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে তারা কখনো পরিচিত ছিলো না। তারা যে আদিম বাসিন্দা তাদের দাবির সমর্থনে তারা ক্যারীয়ান 'জিয়ূস' দেবতার এক মন্দিরের কথা উল্লেখ করে। মাইল্যাসায় অবস্থিত এই মন্দির ক্যারীয়ানদের বংশধর হিসাবে মাইসীয়ান এবং লিডীয়ানরা যুগ্মভাবে ব্যবহার করে থাকে। তাদের মতে, লীডাস এবং মীসাস হচ্ছে 'কার' এর ভাই। এই লোকগুলিই এই মন্দিরটি ব্যবহার করে এবং অন্যরা ক্যারীয়ান উপভাষায় কথা বললেও, এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না।

আমার নিজের বিশ্বাস, কাউনীয়ানরা তাদের দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের বংশধর। অবশ্য তারা নিজেরা দাবি করে, তাদের পূর্বপুরুষরা ক্রীট থেকে এসেছিলো। উপভাষার দিক দিয়ে তাদের মিল ক্যারীয়ানদের সাথে । অথবা উল্টো করে বলা যায়, ক্যারীয়ানদের সাথে রয়েছে ওদের সাদৃশ্য। একথা ঠিক যে, জীবনযাপনের দিক দিয়ে তারা ক্যারীয়ানদের থেকে খুবই আলাদা। বলতে গেলে তারা সকলের থেকেই স্বতন্ত্র। কারণ তারা মনে করে, সমবয়সী বন্ধুদের জন্য বড় পানোৎসবের আয়োজন করা পুরুষ, নারী বা শিশুদের জন্য সবচাইতে চমৎকার কাজ। একবার তারা এক মজার কাজ করেছিলো। তারা ঠিক করলো তাদের মধ্যে যে সব বিদেশী মন্দির স্থাপিত হয়েছে তারা সেগুলি ব্যবহার করবে না — কেবল নিজেদের পৈতৃক দেবতাদেরই পূজা করবে। এই সিদ্ধান্তের পর, ছেলেরা বাকি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শূন্যে বর্শা ছুড়তে ছুড়তে একেবারে

ক্যালিন্দার সীমানা পর্যন্ত পৌছেছিলো। এমনি করেই নাকি তারা বিদেশী দেবতাগুলিকে তাড়িয়েছিলো।

আদিতে লাইসীয়ানেরা এসেছিলো ক্রীট থেকে। প্রাচীনকালে এই ক্রীট ছিলো সম্পূর্ণভাবে অগ্রীক জাতিদের দখলে। ইউরোপার দুই পুত্র সার্পেডন ও মাইনোস সিংহাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। মাইনোস এ লড়াইয়ে বিজয়ী হয় এবং সার্পেডন ও তার দলবলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। নির্বাসিত হবার পর ওরা জাহাজে করে এশিয়ায় রওনা করে এবং মিলিয়াস অঞ্চলে অবতরণ করে। লাইসীয়ানরা বর্তমানে যেখানে বাস করে তারই প্রাচীন নাম হচ্ছে মিলিয়াস। সে সময় মিলিয়াস ছিলো সোলাইমি জাতির দখলে। সার্পেডনের রাজত্বকালে লাইসীয়ানরা অভিহিত হতো টার্মিলিএ নামে। তারা এই নামটি নিয়ে এসেছিলো ক্রীট থেকে। এদের পার্শ্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এখনো এ নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রীট থেকে সার্পেডনের বিতাড়নের মতোই প্যান্ডিয়নের পুত্র লাইসাস তার ভাই ঈজিয়স কর্তৃক এথেন্স থেকে বিতাড়িত হয়ে টার্মেলীয়দের মধ্যে আশ্রয় নেয়। পরে, কালক্রমে তারা তারই নাম গ্রহণ করে এবং লাইসীয়ান নামে অভিহিত হতে থাকে। আচারআচরণের দিক দিয়ে কোনো কোনো ব্যাপারে তাদের মিল রয়েছে ক্রীটের বাসিন্দাদের সাথে এবং কোনো কোনো ব্যাপারে ক্যারীয়ানদের সাথে — কিন্তু, একটি রীতির দিক দিয়ে তারা সবার থেকে স্বতন্ত্র — তারা বাপের নামে পরিচিত না হয়ে মা–এর নামে পরিচিত হয়। যদি একজন লাইসীয়ানকে জিজ্ঞেস করেন সে কে — সে তার নিজের নাম, তার মায়ের নাম এবং তার মায়ের নাম বলবে। এদের মধ্যে কোনো স্বাধীন রমণীর গর্ভে কোনো গোলাম সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হয়, কিন্তু একজন স্বাধীন পুরুষ যতো সম্মানিতই হোন না কেন, তার ঔরসে ও কোনো বিদেশী রমণী বা রক্ষিতার গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম নিলে তাদের কোনো নাগরিক অধিকারই থাকে না।

হারপাগাস ক্যারীয়ানদের গোলামে পরিণত করেন। লড়াই–এ ওরা, কিংবা দেশের এ এলাকায় বসবাসকারী কোনো গ্রীক জাতিই খুব দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। এদের মধ্যে ছিলো স্নিদীয়ানরা। এরা ল্যাসিদিমন থেকে এসে বাইবেসাস উপদ্বীপের লাগা উপকূলবর্তী ত্রিওপিয়ম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীবার মতো একটুখানি সঙ্কীর্ণ জায়গা ছাড়া এর আর বাকি সবটুকুই চারদিক থেকে পানি দ্বারা বেষ্টিত। সিরামিক উপসাগর উত্তর দিকে এবং সাইমে ও রোদস থেকে দূরে রয়েছে সাগর। উপদ্বীপটির গ্রীবাটি প্রস্থে আধ মাইলের মতো। হারপাগাস যখন আইয়োনীয়াতে তাঁর বিজয় অভিযান চালাচ্ছেন সে সময়ই স্নিদীয়রা সেই জায়গাটিতে আড়াআড়ি একটি খাল খনন করছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো তাদের দেশটিকে তারা একটি দ্বীপে পরিণত করবে। তারা সে পরিখা খনন করছিল সেই জায়গাটিতে যা স্নিদীয় এলাকার স্থলভাগের একেবারে কিনারে অবস্থিত। কাজেই সে জায়গাটির সব টুকুই উপদ্বীপটির অন্তর্গত। একাজে অনেক লোক যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু দেখা গেলো, মজুরেরা ছিটকে পড়া পাথরের টুকরার আঘাতে

শরীরের নানা জায়গায়, বিশেষ করে চোখে জখম হচ্ছে; এতো বেশি বেশি পাথরের টুকরা ছিটকে পড়তে লাগলো, যা তারা পূর্বাহ্নে আশঙ্কা করেনি মোটেও। ব্যাপারটি এতোই অস্বাভাবিক ছিলো যে তারা এর রহস্য উদঘাটনের জন্য ডেলফিতে লোক পাঠালো, কিসে কাজে বাধা দিচ্ছে সেই রহস্য উন্মোচনের জন্য।

ওদের বিবরণ থেকে জানা যায়, আচার্যা কবিতার ছন্দে নিম্নরূপ জবাব দিয়েছিলো :

গ্রীবাটির বেড়া দিয়োনা, খনন করোনা,
বৃহস্পতি যদি ইচ্ছা করতেন তিনি সৃষ্টি করতেন একটি দ্বীপ।

স্নিদীয়রা এ জবাবের পর পরিখা খননের কাজ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে তারা হারপাগাসের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে।

হালিকার্নাসাসের পূর্বে স্থল এলাকায় বাস করতো পিদেসাসের লোকেরা। এদের এবং এদের পাশ্ববর্তী এলাকার লোকদের প্রায়ই এক আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতো এথেনার আচার্যা, যার মুখে ছিলো বেশ লম্বা দাড়ি। সত্যি সত্যি তিন তিনবার এই বিপদ ঘটেছিলো। ক্যারীয়ানদের মধ্যে কেবল ওরাই কিছুকালের জন্য হারপাগাসকে বাধা দেয়; ওরা লিডা পর্বতে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো তারি আড়ালে থেকে হারপাগাসকে বেশ অসুবিধায় ফেলে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ শেষ পর্যন্ত হারপাগাস তা দখল করে নেন।

জান্তাস-এর লাইসীয়ানদের পরিণাম কিন্তু ভিন্ন রকম। জান্তাস-এর ময়দানে যখন হারপাগাস উপস্থিত হয়েছেন তখন ওরা তাঁর মোকাবেলা করে যুদ্ধে। সংখ্যায় ওরা ছিলো অনেক কম, তুবও খুব বীরত্বের সাথে ওরা লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত ওরা হেরে যায় এবং দেয়ালের আড়ালে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর ওরা নারী, ছেলে-মেয়ে, দাস-দাসী ও সকল সম্পদ একত্র করে এবং নগরের ভেতরের সুরক্ষিত দেয়ালের মধ্যে ওদের বন্দি করে, সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়, সে আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এরপর ওরা হয় বাঁচবো, না হয় মরবো, এই কসম খেয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দেয়। আজকাল যে সব 'জান্তীয়' নিজেদেরকে লাইসীয়ান বলে দাবি করে তারা প্রায় সকলেই বিদেশাগত ঔপনিবেশিক মাত্র, আশিটি পরিবার ছাড়া। এই আশিটি পরিবার উক্ত যুদ্ধের সময় বাইরে ছিলো বলে বেঁচে যায়। কাউনুসের লোকেরা প্রায় সকল দিক দিয়েই লাইসীয়দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জান্তাস যেভাবে হারপাগাসের দ্বারা বিজিত হয়, অনেকটা সেভাবেই ওদের শহরটিও হারপাগাসের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এশিয়ার পশ্চিম অথবা নিম্ন এলাকা যখন হারপাগাস লণ্ডভণ্ড করে চলছিলেন ঠিক সেই সময়ই সাইরাস ব্যস্ত ছিলেন এশিয়ার পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চল নিয়ে। যে দেশ আক্রমণ করেন সেই দেশই তিনি জয় করেন। তাঁর ছোটখাট বিজয়গুলির বেশিরভাগ

সম্বন্ধেই আমি কিছু বলবোনা, বলবো কেবল সেই সব অভিযান সম্বন্ধে, যেগুলিতে তিনি সব চেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েন — যে অভিযানগুলি মূলতই খুব চিত্তাকর্ষক।

মহাদেশের বাকি সব এলাকা বিজয় করার পর তিনি মনোযোগ দিলেন আসিরিয়ার প্রতি। আসিরিয়ায় ছিলো অনেকগুলি বড় বড় শহর এবং সেগুলির মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ও মশহুর ছিলো ব্যাবিলন। নাইনিভের পতনের পর রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিলো ব্যাবিলনে। এক বিস্তৃত সমতল এলাকায় ব্যাবিলন শহর অবস্থিত। এই বৃহত নগরীর আকার বর্গক্ষেত্রের মতো, প্রত্যেক পাশে প্রায় চৌদ্দমাইল লম্বা, এবং চারপাশে প্রায় ছাপান্ন মাইল। শুধু যে আকারেই এ নগর সুবৃহৎ তাই নয়, ঐশ্বর্য এবং জাঁক–জমকের দিক দিয়েও ব্যাবিলন দুনিয়ার আর সকল নগরীর চাইতে শ্রেষ্ঠ। এক চওড়া ও গহীন পরিখা দ্বারা নগরীটি বেষ্টিত; পরিখাটি পানিতে ভর্তি, পরিখার ভেতরেই প্রাচীর পঞ্চাশ হাত প্রস্থ এবং দুশো হাত উঁচু। (এই মাপ রাজকীয় হাতের মাপে — যা সাধারণ হাত থেকে ২ ইঞ্চ লম্বা)।

এখানে বলা দরকার — পরিখা খনন করতে গিয়ে যে মাটি তোলা হয়েছিলো তা কি করে ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং প্রাচীরটি কিভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। একদিকে খননকার্য চলতো অন্য দিকে পরিখার মাটি দিয়ে বানানো হতো ইঁট, আর বেশ কিছু সংখ্যক ইঁট তৈরি হবার পরই সেগুলি পাঁজায় দিয়ে পোড়ানো হতো, তারপর গরম মেটে তৈল ব্যবহার করা হতো গাঁথুনির জন্য। এইভাবে মিস্ত্রিরা পরিখাটির প্রত্যেক পাশে প্রাচীরের ভিৎ গাঁথতে থাকে এবং পরে তারি উপর গেঁথে তুলে আসল প্রাচীরটি। প্রত্যেকবার উপর্যুপরি তিরিশটি ইঁট বসানোর পর দেয়া হতো তৃণের মাদুর। প্রাচীরের উপর প্রত্যেক কিনার ঘেঁষে ওরা এক সারি এক কোঠাওয়ালা ইমারত তৈরি করে। ইমারতগুলির মুখ ছিলো ভেতরের দিকে, পরস্পর মুখোমুখি। দু কিনারের দু'সারি ইমারতের মাঝখানে চার ঘোড়ার গাড়ি চলার মতো জায়গা ছিলো ফাঁকা। প্রাচীরের চারদিকে মোট একশো প্রবেশদ্বার রয়েছে। প্রত্যেকটি ব্রোঞ্জের তৈরি; চৌকাঠ এবং লিন্টেলও ব্রোঞ্জের।

ব্যাবিলন থেকে আট দিনের পথ হচ্ছে 'ইস' শহর। এটি ফোরাতের একটি ছোট্ট উপনদী ইস–এর তীরে অবস্থিত। এই নদীতে প্রচুর পরিমাণে দলা দলা আসফল্ট পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের প্রাচীর তৈরির জন্য আসফল্ট এখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়। প্রশস্ত, গভীর খরগতি ফোরাতের উৎপত্তিস্থল আর্মেনিয়া; ব্যাবিলনের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, শহরটিকে দুভাগ করে, ফোরাত একে বেঁকে চলে গেছে নিচের দিকে এবং গিয়ে পড়েছে পারস্য উপসাগরে। দু দিক থেকে নগরীর প্রাচীর এসে মিলিত হয়েছে ফোরাতের পানির সঙ্গে। এই প্রাচীরের সঙ্গে কোণ করে ফোরাতের উভয় তীরে রয়েছে আরো দুটো পোড়া ইটের দেয়াল, শহরের মাঝখান দিয়ে। এই দেয়ালগুলিতে সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়নি। তিন তলা চার তলা বহু বাড়ি রয়েছে ব্যাবিলনে। প্রধান প্রধান পথ এবং যে সব পার্শ্ব নদীর দিকে চলে গেছে, সেগুলি একদম সরল, প্রত্যেক পার্শ্বপথ ও গলির জন্যই নদী

তীরের দেয়ালে রয়েছে ব্রোঞ্জের একেকটি দরোজা, যাতে করে সবাই ফোরাতের পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

যে মহাপ্রাচীরের কথা এখানে বর্ণিত হলো তাকে নগরীর প্রধান রক্ষাব্যবস্থা বলা যায়। কিন্তু নগরীর ভেতরেও আরেকটি প্রাচীর রয়েছে যা এতো পুরনো হলেও কম মজবুত নয়। নগরীর এই এক অর্ধাংশের ভেতরে রয়েছে একশটি দুর্গ; একটি দুর্গের ভেতরে রয়েছে রাজপ্রাসাদ বা শাহী বালাখানা। খুব মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অন্যটির ভেতরে রয়েছে ব্যাবিলনের বৃহস্পতি দেবতা বা'লের মন্দির। মন্দিরটি আকারে বর্গক্ষেত্রের মতো। একেকটি দিক দু' ফার্লং লম্বা এবং দরোজাগুলি ব্রোঞ্জের তৈরি। মন্দিরটি আমার সময়েও বিদ্যমান ছিলো। এর কেন্দ্রে একটি নীরন্ধ্র মিনার রয়েছে, আয়তনে এক বর্গক্ষেত্র। এর উপর রয়েছে দ্বিতীয় একটি মিনার, তার উপর তৃতীয় আরেকটি। এভাবে উপর্যুপরি আটটি মিনার রয়েছে। মিনারের বাইরে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে এ আটটি মিনারেই ওঠা যায়। যারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে তাদের জিরানোর জন্য মাঝ পথে আসন রয়েছে। সকলের উপরের মিনারটির চূড়ায় রয়েছে একটি মস্ত বড় মন্দির, যার ভেতরে রয়েছে দামি কাপড়ে মোড়া একটি চমৎকার কৌচ এবং তার পেছনে রয়েছে একটি সোনার টেবিল। মন্দিরটির ভেতরে কোনো মূর্তি নেই। যে সব কেলদীয়ান বা'লের মন্দিরের পুরোহিতে তাদের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, সেখানে একা এক আসিরীয়ান রমণী ছাড়া কেউ রাত কাটায় না। দেবতা পছন্দ করেছেন অমন রমণী যেই হোক না। আমি কেলদীয়ানদের বিশ্বাস করি না। ওরা কিন্তু এও বলে যে, দেবতা সশরীরে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেয়। এ ধরনের একটা কাহিনী থিবিসের মিশরীয়রাও বলে থাকে। সেখানে থিবিসের বৃহস্পতির মন্দিরে সবসময়ই এক রমণী রাত কাটায়। ওরা বলে, এই রমণীটির উপর নাকি ব্যাবিলনের মন্দিরের রমণীটির মতোই আদেশ রয়েছে। — কোনো পুরুষের সাথে সহবাস না করতে। এ ধরনের আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইসীয়ার শহর পাতারার ঘটনা; সেখানে নাকি প্রয়োজন হলে যে আচার্যা দৈব ঘোষণা করে, তাকেই রাতের বেলা মন্দিরে বন্দি করে রাখা হয়।

ব্যাবিলনের মন্দিরের নিম্নদিকে আরো একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রয়েছে আগাগোড়া সোনার তৈরি এক মস্ত বড় প্রতিমা; বা'ল দেবতার মূর্তি। একটি সোনার আধারে স্থাপিত সোনার সিংহাসনের উপর সেই মূর্তিটি আসীন। পেছনে একটি সোনার টেবিল রক্ষিত। কেলদীয়ানরা আমাকে বলেছিলো এগুলি তৈরি করতে নাকি দুই টনেরও বেশি সোনা লেগেছিলো। মন্দিরের বাইরে রয়েছে একটি সোনার বেদি, তাছাড়া রয়েছে আরো একটি বেদি, যা সোনার তৈরি নয়, কিন্তু আকারে বৃহৎ। এর উপর ভেড়া বলি দেয়া হতো। সোনার বেদি ছিলো কেবল কচি শিশুদের বলি দেয়ার জন্য। তাছাড়া, বড় বেদিটির উপর প্রতিবছর বা'ল-এর উৎসবের সময় কেলদীয়ানরা আড়াই টন সুগন্ধি ঢালতো। সাইরাসের আমলে এই পবিত্র মন্দিরের পনেরো হাত উঁচু আরেকটি সোনার তৈরি সলিড মানবমূর্তিও ছিলো। কেলদীয়ানরা আমাকে একথা বলেছিলো। কিন্তু আমি এ

মূর্তি কখনো দেখিনি। হিসতাসপিসের পুত্র দারায়ুসের লোভ ছিলো এই মূর্তিটির উপর। কিন্তু কখনো তাঁর সাহস হয়নি, তিনি এটি নিয়ে যাবেন। অবশ্য যার্কসেস এই মূর্তিটি নিয়ে যান এবং যে পুরোহিত তাঁকে এই ধর্মবিরোধী কাজে বাধা দিয়েছিলো তাঁকে তিনি কতল করেন। যে সব শোভাসৌন্দর্যের কথা এখানে বর্ণিত হলো, তাছাড়াও এ মন্দিরে আরো বহু ব্যক্তিগত অর্ঘ্য আসতো।

ব্যাবিলনে বহু রাজাবাদশা ছিলেন যাঁরা নগরীর রক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করেছিলেন এবং মন্দিরগুলিকে সাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের কথা আমি বলবো আমার আসিরিয়ার ইতিহাসে। এছাড়া দু জন রানীও ছিলেন। প্রথম জনের নাম হচ্ছে সেমিরামিশ, দ্বিতীয় জনের পাঁচ পুরুষ পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন।

শহরের বাইরে সমতল অঞ্চলে সেমিরামিশই নদীর পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাঁধ তৈরি করেন। এর আগে নদীর পানিতে সারা দেশ সয়লাব হয়ে যেতো। দুই রানীর মধ্যে পরবর্তী রানী নীতোক্রিস সেমিরামিশের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আমি তাঁর যে সব কীর্তিকলাপের বিবরণ দিতে যাচ্ছি তাঁর রাজত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তিনি যে কেবল সেগুলিই রেখে গিয়েছিলেন তা নয়। তিনি নজর রেখেছিলেন মিডিসের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর, আর নাইনিভসহ সেইসব নগরীর উপর যেগুলি পূর্বেই পরাজয় বরণ করেছিলো মিডিসের নিকট। তিনি নিজের নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নততর করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি ব্যাবিলন নগরীর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ফোরাত নদীর গতি পরিবর্তন করেন। নদীটির গতিপথ আগে ছিলো সরল; কিন্তু নদীর উজান দিকে খাল কেটে তিনি তার স্রোতকে এভাবে এঁকে বেঁকে চলার ব্যবস্থা করেন যে ফোরাত নদী এখন আসিরিয়ার একটি গ্রাম আর্দেরিকার পাশ দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে তিনবার বয়ে যায়। এর ফলে, আজ যদি কেউ ভূমধ্যসাগর থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত সফর করে এবং ফোরাত নদী বেয়ে ভাটির দিকে নেমে আসে, তাহলে সে তিন দিন আর্দেরিকার পাশ দিয়ে তিনবার অতিক্রম করবে। এছাড়াও তিনি নদীর উভয় তীরে বেশ উচু ও মজবুত বাঁধ তৈরি করেন এবং শহরের উজান দিকে নদীর খুব কাছ ঘেঁষে একটি হ্রদ খনন করান; হ্রদটির আয়তন প্রায় সাতচল্লিশ মাইল। মজুরেরা মাটি খনন করতে করতে যেখানে এসে দেখলো পানি উঠে গেছে, সে পর্যন্তই গভীর হলো হ্রদটি। খনন করে যে মাটি উঠলো তাই দিয়ে তৈরি করা হলো বাঁধ। হ্রদটির খনন কার্য শেষ হলে রানী পাথর আনিয়ে হ্রদের চারটি পারই বাঁধিয়ে দিলেন। হ্রদ খনন ও নদীর গতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্য এই ছিলো, ঘন ঘন বাঁকের ফলে স্রোতের গতি কমে যাবে, এবং সোজাসুজি ভাটির স্রোতে শহরে পৌঁছার পথে বাধা সৃষ্টি হবে। নৌকার পথ হবে বাঁকা, বারবার পরিবর্তনশীল। এবং যাত্রা শেষে হ্রদটিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে হবে। তাছাড়া, এই কাজগুলি করা হয়েছিলো আসিরিয়ায় প্রবেশপথের কাছাকাছি স্থানে এবং মিডিয়ায় পৌঁছানোর সোজা রাস্তার পার্শ্বে। রানীর উদ্দেশ্য ছিলো — ব্যাবিলনের লোকদের সাথে মিডিসের লোকদের মেলামেশাকে উৎসাহিত না করা। ব্যাবিলনে কি হচ্ছে

না হচ্ছে মিডিসের লোকেরা তা জানুক রানী তা চাইতেন না। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও তিনি আরেকটি কাজ করেন, যার গুরুত্ব কিছুটা কম। আমি আগেই বলেছি শহরটি নদীর দ্বারা দুভাগে ভাগ হয়ে পড়েছিলো, ফলে ব্যাবিলনের পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে কেউ এপার থেকে ওপারে যেতে হলে তাকে নৌকায় নদী পার হতে হতো। এই নৌ-সফর ছিলো খুবই ক্লান্তিকর। অবশ্য নিতোক্রিস হ্রদের তলা খনন করার ব্যবস্থা করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এতে করে একদিকে তিনি এই অসুবিধা দূর করেন, অন্যদিকে তিনি তাঁর রাজত্বকালের আরো একটি কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হন। পাথর কেটে লম্বা লম্বা চাঁই তৈরি করার জন্য তিনি হুকুম দেন। সেগুলি তৈরি হবার পর যখন খনন কার্যও শেষ হলো তখন তিনি নদীর গতি পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে দিলেন এই হ্রদের দিকে। হ্রদটি যখন ভরে উঠছিলো এবং মূল নদীর তলা শুকিয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি পোড়া ইঁট দিয়ে অবিকল দেয়ালটির মতো শহরের ভেতরে নদীর উভয় তীরে বাঁধ তেরি করলেন এবং গলিপথগুলি গেট থেকে যেখানে গিয়ে নদীতে নেমেছে তার কিনার দুটিও তিনি বাঁধিয়ে দিলেন। তারপর যতদূর সম্ভব শহরের কেন্দ্রস্থলে নদীর উপরে পাথরের চাঁই দিয়ে এক পুল তৈরি করলেন। শীশা এবং লোহা দিয়ে চাঁইগুলিকে বেঁধে দেয়া হলো। নগরীর বাসিন্দারা যাতে নদী পার হতে পারে, সে জন্য উঁচু পুলের উভয় প্রান্ত থেকে দুটো চৌকোণা কাঠের গুঁড়ি দিনের বেলা নামিয়ে দেয়া হতো; রাতের বেলা এই কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে ফেলা হতো — যাতে অন্ধকারে একপারের লোক অপর পারে গিয়ে ডাকাতি করতে না পারে। অবশেষে যখন হ্রদটি পানিতে ভরে গেলো এবং পুল তৈরি সম্পূর্ণ হলো, তখন তিনি নদীর গতি আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো নদীর মূল খাতের দিকে। এর ফলে হ্রদের দ্বারা রানীর উদ্দেশ্য হাসিল হলো এবং শহরের বাসিন্দারাও পেয়ে গেলো একটি পুল।

এই রানীই একটি ভয়ানক রসিকতাও করেছিলেন। তিনি নগরীতে প্রবেশের প্রধান দরাজাগুলির একটিতে প্রবেশপথের ঠিক উপরেই নিজের জন্য একটি সমাধি তৈরি করান এবং তার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদাই করিয়ে দেন : যদি এরপর ব্যাবিলনের কোনো রাজার অর্থাভাব হয় তিনি যেন আমার কবর উন্মোচন করে যতো ইচ্ছা ধনরত্ন নিয়ে যান। কিন্তু কেবল অভাবের সময়েই তা করতে হবে। অন্য যে কোনো অবস্থায় যে কেউ আমার কবর উন্মোচন করবে এ থেকে সে কোনো উপকার পাবে না। দারিয়াসের জামানা পর্যন্ত কবরটি কেউ স্পর্শ করেনি। নগরীর একটি প্রধান দরোজা ব্যবহার করতে না পেরে তিনি খুবই বিরক্ত হন। সমাধির নিচেকার প্রধান দরজাটি তিনি কখনো এভাবে ব্যবহার করেননি, যে তা করতে গেলে তাকে সোজাসুজি লাশটির নিচ দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। তাছাড়া, তাঁর এও মনে হলো ওখানে যখন নেয়ার জন্যই সম্পদ রয়েছে তখন তা না নেয়াই হাস্যকর হবে। এই ভেবে তিনি কবরটি উন্মোচন করলেন। কিন্তু তিনি তার ভেতরে কেবল রানীর লাশ এবং অন্য একটি খোদিত লিপি ছাড়া একটি কানাকড়িও পেলেন না। লিপিটিতে ছিলো : অর্থের জন্য তোমার লোভ যদি সীমাহীন না হতো এবং

গর্হিততম উপায়ে অর্থোপার্জনের জন্য যদি তুমি বেপরোয়া না হতে তুমি কিছুতেই মৃতের কবর উন্মোচন করতে পারতে না।

নীতোক্রিস সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এইটুকুই। আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি, নীতোক্রিসের চরিত্র নাকি সেরূপই ছিলো।

নীতোক্রিসের পুত্রের বিরুদ্ধেই সাইরাস তাঁর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁর পিতার মতোই তাঁর নাম ছিলো ল্যাবিনিতাস এবং তিনি ছিলেন আসিরিয়ার রাজা। পারস্যরাজ যখন যুদ্ধে বেরোন তখন যে তিনি কেবল বাড়ি থেকে খাদ্য এবং নিজের গবাদি পশুই সঙ্গে নিয়ে চলেন তা নয়, তিনি সোয়াস্পিস নদীর পানিও সাথে নিয়ে থাকেন। এই নদীটি সুসার পাশ দিয়ে প্রবাহিত। কোনো পারস্যরাজই অন্য কোনো নদীর পানি খান না। খাবার জন্য এই পানি ফুটিয়ে রূপার কলসিতে ভরে চার চাকাওয়ালা গাধায় টানা গাড়ীর সুদীর্ঘ বহরে করে রাজার সঙ্গে সঙ্গে এই পানি নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাবিলন অভিযানে বেরিয়ে সাইরাস জিন্দিস নদীতে এসে পৌছান। এ নদীটির উৎপত্তি হয়েছে ম্যাটিনীয়াম পর্বতমালা থেকে। নদীটি দার্দানিস নামক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাইগ্রিস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত ওপিস নগরী হয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পৌছেছে। সাইরাস নদী পার হবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিলো নৌকার, এমনসময় ঘটলো এক ব্যাপার। রাজার পবিত্র সাদা ঘোড়াগুলির মধ্যে একটি অতি তেজি ঘোড়া পানিতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে নদী পার হবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল স্রোতে ঘোড়াটি তলিয়ে যায়। নদীর এই দু:সাহসে সাইরাস রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। কসম করলেন, নদীটিকে তিনি তার অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। তাকে তিনি এতো ক্ষীণস্রোতা করে দেবেন যে ভবিষ্যতে কোনো নারীও তা পার হতে কোনো অসুবিধা বোধ করবে না। এমনকি হাঁটু পর্যন্ত না ডুবিয়েই পার হতে পারবে। তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান মুলতবি রাখলেন। তারপর নদীর দু পারে বিভিন্ন দিকে একশো আশিটি করে খাল কাটার জন্য তিনি স্থান চিহ্নিত করলেন। এরপর সিপাহীদের সেই খালগুলি কাটার জন্যে হুকুম দিলেন। জনবল বিপুল হওয়ায় তিনি একাজটি সমাধা করতে পারলেন সহজেই। কিন্তু গোটা একটি গ্রীস্মকাল তাতে নষ্ট হলো। এভাবে তিনশো আশিটি খাল খনন করে সাইরাস জিন্দিস নদীকে শাস্তি দিলেন। তারপর পরবর্তী গ্রীষ্মের শুরুতে তিনি আবার ব্যাবিলনের দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

ব্যাবিলনীয়রা আগেই ময়দানে এসে সাইরাসের আগমণের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। শহরের উপর হামলা করতে পারেন সাইরাস এমন কাছাকাছি স্থানে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাইরাস বাহিনীকে আক্রমণ করে ব্যাবিলনীয়রা। কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং নগরীর ভেতরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সাইরাসের অস্থির উচ্চাকাংখার কথা তারা আগেই জানতে পেরেছিলো। বিভিন্ন জাতির উপর তাঁর উপর্যুপরি হামলা তারা লক্ষ্য করে এসেছে। এ কারণে তারা আগে থেকেই ব্যাবিলনে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য মওজুদ

করেছিলো — এতো খাদ্য মওজুদ করেছিলো যাতে কয়েক বছর চলে যেতে পারে। কাজেই নগরী অরবোধ করা হতে পারে এই চিন্তায় তারা মোটেই বিব্রত ছিলোনা।

দীর্ঘ দিন ধরে অবরোধ অব্যাহত থাকলো, কিন্তু তাতে, সাইরাসের বাহিনীর মোটেই কোনো ফায়দা হলো না। সাইরাস প্রায় নিরাশ হয়েই পড়েছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে তাঁকে এক উপায় বাৎলে দিলো। পরিকল্পনাটি (যা সম্ভবত: সাইরাসেরই তৈরি ছিলো) ছিলো এইরূপ : ফোরাত নদী যেখানে শহরে এসে ঢুকেছে, ঠিক সেই স্থানে তিনি তাঁর বাহিনীর একটি অংশকে মোতায়েন করলেন, আরেকটি অংশ মোতায়েন করলেন, নদীটি যেখানে শহর থেকে বাইরে বেরিয়েছে সেইখানে। উভয় দলকে তিনি হুকুম দিলেন — পানি যখন একদম কমে যাবে, তখনি যেন তারা নদীর তলা দিয়ে জোর করে শহরে ঢুকে পড়ে। তারপর তিনি তাঁর অযোদ্ধা বাহিনী নিয়ে নীতোক্রিস যেখানে হ্রদ খনন করেছিলেন, সেই খানে সরে গেলেন এবং রানী যা করেছিলেন তিনিও তাই করতে তৈরি হলেন। খাল কেটে তিনি নদীর স্রোতকে ঘুরিয়ে দিলেন হ্রদের দিকে (হ্রদটি তখন ছিলো একটি এঁদো ডোবা বিশেষ)। এভাবে তিনি নদীর পানি এতোটা কমিয়ে দিলেন যে, সেই নদী হেঁটে পার হওয়া আর অসম্ভব হলো না। নগর প্রবেশের উদ্দেশ্যে যে পারস্য বাহিনীকে ব্যাবিলনে মোতায়েন রাখা হয়েছিলো তারা তখন নেমে পড়লো নদীতে — নদীর পানি তখন মানুষের উরুর মাঝামঝি। এই পানি পার হয়ে তারা অনায়াসেই শহরে গিয়ে ঢুকে পড়লো। সাইরাস কি করছিলেন ব্যাবিলনীয়ানরা যদি তা জানতে পারতো কিংবা ঠিক সময়ে যদি তারা নিজেরা তা দেখতে পেতো, তাহলে তারা ইরানিদের নগরে ঢুকতে দিয়ে পানির কিনারে নগরী থেকে যে সব রাস্তা বেরিয়েছে সেগুলি বন্ধ করে দিতে পারতো এবং নদীর দুই পারের দেয়ালগুলি পাহারা দিয়ে তারা পারতো ইরানিদের এক ফাঁদে আটকিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো অন্য রকম; সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হলো ব্যাবিলনীয়রা। ওরা নিজেরাই বলে, নগরী আকারে খুবই বড়ো হওয়ায় নগরীর উপকণ্ঠ যখন শত্রুর অধিকারে চলে যাচ্ছিলো, নগরীর কেন্দ্রের বাসিন্দারা তখনো কিছুই জানতে পারেনি। ওখানে তখন এক উৎসব চলছিলো, নগরীর যখন পতন ঘটছিলো তখনো তারা নাচগান ও পানাহারে ছিলো মশগুল। অবশেষে কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাদের হুঁশ ফিরে এলো। প্রথম ব্যাবিলনের বিজয়ের কাহিনী এই।

ব্যাবিলনের ধনসম্পদের কয়েকটি প্রমাণ আমি উল্লেখ করতে চাই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মামুলি কর ছাড়া রাজা এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর রসদ যোগানোর জন্য গোটা পারস্যসাম্রাজ্যই কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত; বছরের বারো মাসের মধ্যে চার মাসের রসদ আসে ব্যাবিলনীয়ান এলাকা থেকে, বাকি আট মাসের রসদ আসে এশিয়ার বাকি অঞ্চল থেকে। এর মানে এই যে আসিরিয়ার সম্পদ গোটা এশিয়ার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের সমান। দেখা যাবে, আসিরিয়ার লাটগিরি (ইরানিদের ভাষায় 'সাতরাপি') পারস্য সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোভনীয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় — অর্তবাজুসের পুত্র ত্রিতানটেখবিস রাজার নিকট থেকে

আসিরিয়ার গবর্নরের পদ লাভ করার পর রোজ একটি করে রূপালি 'অর্তাব' পেতেন। অর্তাব হচ্ছে শুকনা জিনিস মাপার পারস্য দেশীয় একটি ওজন। এক অর্তাব পাঁচ বুশেলের কিছু উপরে। জংলী ঘোড়া ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে ছিলো আটশো টাট্টু ঘোড়া, প্রত্যেক টাট্টু ঘোড়ার জন্য কুড়িটি হিসাবে ষোলো হাজার মাদি ঘোড়া এবং বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কুকুর। সমতল অঞ্চলের চারটি বড়ো গ্রাম কেবল এদের খাদ্য যোগান দিতো। অন্যসব কর থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিলো। এতে ব্যাবিলনের গবর্নরের ধনসম্পদের কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আসিরিয়াতে বৃষ্টি হয় সামান্যই, এতে যে আর্দ্রতা মেলে তাতে বীজের থেকে কেবল অঙ্কুর উদগম এবং শিকড় গজানোই সম্ভব। এথেকে পুষ্ট পক্ক শস্যদানা পাবার জন্য কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন হয়। মিশরের মতো নদীর স্বাভাবিক প্লাবন দ্বারা নয়, মজুর নিয়োগ করে হাত চালানো পাম্পের সাহায্যে পানি দেয়া হয়।

মিশরের মতোই সারা দেশটি বহু পরিখা দ্বারা বিভক্ত। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো সেটি পার হতে নৌকার দরকার হয়। এই পরিখাটি ফোরাত নদী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে তাইগ্রিস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই তাইগ্রিসের তীরেই নির্মিত হয়েছিলো নাইনিভ নগরী। শস্য উৎপাদক দেশ হিসেবে আসিরিয়া দুনিয়ার সবচাইতে ঐশ্বর্যশালী। এদেশে ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই বা অন্য কোনো ফলের গাছ উৎপাদনের কোনো চেষ্টা করা হয় না। কারণ আসিরিয়ার শস্যক্ষেত্রগুলি এতোই উর্বর যে এদেশে স্বাভাবিক সময়েই ফলন দুশো গুণ বেশি হয় এবং অতিরিক্ত ফলনের বছরে ফসল তিনশো গুণ পর্যন্ত হয়। গম এবং বার্লির পাতাগুলি কমপক্ষে তিন ইঞ্চি চওড়া হয়। জোয়ার এবং তিল গাছ যে কি বিস্ময়কর রকমে বড় হয় তা আমি বলবো না — যদিও আমি নিজে তা ভালো রকম জানি। আমি এও জানি যে, যারা ব্যাবিলনিয়া সফর করেনি তারা এর উর্বরতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছি তাও পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। আসিরিয়ান লোকেরা কেবল তিল তৈলই ব্যবহার করে। অতি-প্রজ খেজুর গাছ এদেশের সবত্রই জন্মায়। এই ফল থেকে লোকেরা পায় খাদ্য, মদ এবং মধু। খেজুর চাষের পদ্ধতি ডুমুরের চাষের মতোই; এই পদ্ধতিটিকে গ্রীসীয়রা পুরুষ গাছের ফল নিয়ে নারী গাছের সঙ্গে বেঁধে দেয়ার রীতি বলে উল্লেখ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোমরাকে ফলের ভেতর ঢুকতে দেয়া এবং ফলটি যাতে পড়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা। কারণ এটি একটি বাস্তব সত্য যে বুনো ডুমুরের মতো পুরুষ খেজুর গাছের ফলের মধ্যেও ভোমরাকে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাবিলনকে বাদ দিলে আর যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছিলো সেইটিই এখন বর্ণনা করবো। এগুলি আর কিছু নয়, যে নৌকা ফোরাত নদী বেয়ে ব্যাবিলন শহরে যায়। এই নৌকাগুলি গোলাকার এবং চামড়া দিয়ে তৈরি। ওরা আসিরিয়ার উত্তর দিকে আর্মেনিয়াতে এই নৌকোগুলি বানায়। সেখানে ওরা উইলো গাছের নরম শাখা দিয়ে নৌকোর কাঠামোগুলি তৈরি করে। তারপর নৌকার তলায় খুব টান করে চামড়া বিছিয়ে দেয়। গলুই কিংবা পিছন দিকে এগুলিকে সূক্ষ্ম বা পাতলা করা হয় না।

ঢালের মতোই এগুলি গোলাকার হয়ে থাকে। ওরা এ গুলি ভর্তি করে খড় দিয়ে, তারপর মাল বোঝাই করে। প্রধানত তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি পাত্রভর্তি শরাবই হচ্ছে সেই মাল। এভাবে নৌকা বোঝাই করার পর নৌকা ছেড়ে দেয় ভাটি স্রোতে। নৌকাগুলি চালায় দু'জন করে লোক। প্রত্যেকের হাতে একটি করে বৈঠা থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা বৈঠা চালায়। যে সম্মুখে থাকে সে তার বৈঠা টানে তার নিজের দিকে; আর যে পেছনে থাকে সে তার বৈঠা দিয়ে পানিকে পেছন দিকে ধাক্কা দেয়। আকারে নৌকাগুলি নানারকমের। কোনো কোনোটি খুবই বড়ো; সব চাইতে যেটি বড়ো সেটি প্রায় চৌদ্দ টন মাল টানে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করে গাধা থাকে : বড়ো নৌকাগুলিতে কয়েকটি করে থাকে। ব্যাবিলনে পৌঁছানোর পর যখন মাল বিক্রি হয়ে যায় তখন নৌকাগুলি ভেঙে ফেলা হয়। নৌকার তক্তা এবং খড় বিক্রি করে দেয়া হয় এবং চামড়াগুলি গাধার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে স্থল পথে আবার আর্মেনিয়া রওনা হয়। বৈঠা বেয়ে উজান দিকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব; কারণ স্রোত খুবই তীব্র। তবু মাত্র এ কারণেই তারা সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে নৌকা না বানিয়ে তক্তার বদলে চামড়া দিয়ে নৌকা তৈরি করে। গাধাসহ আর্মেনিয়ায় ফিরে তারা একই আকৃতির নৌকা আবার তৈরি করে।

ব্যাবিলনীয়ানদের পোষাক হচ্ছে সুতিনির্মিত নিমা যা পায়ের গোড়ালিতে গিয়ে ঠেকে। এই নিমার উপর ওরা পরে একটি পশমি কাপড়। সকলের উপরে থাকে একটি ঢিলা আলখেল্লা। ওদের জুতার একটি নিজস্ব ঢঙ আছে, বীওশীয়ার চটির সাথে তা তুলনীয়। ওরা লম্ব চুল রাখে, মাথায় পাগড়ি পরে এবং সারা গায়ে সুগন্ধি মাখে। প্রত্যেকের নিকট থাকে একটি করে সীলমোহর এবং তার জন্য খাস করে তৈরি একটি ছড়ি। ছড়িটির মাথায় খোদিত থাকে আপেল, গোলাপ, লিলি, ঈগল বা ঐ রকম একটা কিছু। একটা কিছু অলঙ্কার ছাড়া ছড়ি ব্যবহারের নিয়ম এখানে নেই। এদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এ পর্যন্তই। এখন এদের আচারআচরণ সম্বন্ধে কিছু বলছি।

এদের রীতিনীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে একটি। ইলিরীয়ার এনেতিরাও একই রীতি অনুসরণ করে। বছরে একবার প্রত্যেকটি গাঁয়ের বিবাহযোগ্য সকল মেয়েকে এক জায়গায় জড় করা হয়। পরে পুরুষেরা তাদেরকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে দাঁড়ায়। তখন এক নিলামদার পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি মেয়েকে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করে এবং তাকে বিক্রি করা হবে বলে চিৎকার করে জানায়। সবচেয়ে সুদর্শনা মেয়েটিকে বিক্রি করা হয় সকলের আগে। প্রথমাকে উচ্চমূল্যে বিক্রি করার পর সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যে দ্বিতীয়া তাকে বিক্রি করা হয়। এই বিক্রির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ে। যে সব ধনী ব্যক্তি স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইতো তারা বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েগুলির জন্য দর হাঁকাহাঁকি করতো। আসলে কিন্তু গরিব লোকদের, যাদের স্ত্রীদের সুন্দরী হওয়া আবশ্যক ছিলো না — অর্থই দেয়া হতো কুশ্রী মেয়েগুলিকে গ্রহণ করার জন্য। নিলামদার সবক'টি সুন্দরী মেয়েকে এভাবে বিক্রি করার পর সবচেয়ে সাধারণ, এমন কি বিকলাঙ্গ মেয়েটিকে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করতো। তারপর জিজ্ঞেস করতো, এই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য সবচেয়ে কম অর্থ-

গ্রহণ করতে কে রাজি আছে। যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম অর্থ গ্রহণ করতো তারি দিকে ঠেলে দেয়া হতো সেই মেয়েটিকে। সুন্দরী মেয়েগুলিকে বিক্রি করে অর্থ সংগৃহীত হতো। এই ভাবে সুন্দরী মেয়েরাই তাদের কুৎসিৎ অথবা হতভাগ্য বোনদের যৌতুক যোগাতো। কোনো মানুষই তার মেয়েকে তার খায়েশ মতো কারো কাছে বিয়ে দিতে পারতো না। এই ধরনের বিয়ে ছিলো বেআইনী। কোনো মানুষই কোনো কেনা বালিকাকে নিয়ে স্বগৃহে যেতে পারতো না, যদি না সে এমন কাউকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হতো, যে এই গ্যারান্টি দেবে যে, ঐ মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে বিয়ে করবে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বনিবনাও না হলে আইনে ক্রয় মুল্য ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। স্ত্রীক্রয়ের জন্য যে কেউ আসতে পারতো, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকেও।

এই প্রশংসনীয় রীতি আজকাল আর চালু নেই। এর স্থানে ওরা এক নতুন রীতি প্রবর্তন করেছে। এই নিয়মানুসারে নিম্নশ্রেণীর সবমেয়েকেই বেশ্যাবৃত্তি করতে হয়। দেশ বিজিত হওয়ার পর যে দুর্দশা ও সর্বনাশ হয়েছে তার ফলে দেখা দিয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য; তা থেকে কিছুটা নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যেই বেশ্যাবৃত্তি চালু করা হয়েছে।

ওদের পুরনো বিবাহ প্রথাকে বাদ দিলে আরেকটি চমৎকার বিষয় হচ্ছে ওদের চিকিৎসাপদ্ধতি। ওদের মধ্যে ডাক্তার কবিরাজ নেই। ওরা রোগীকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তখন যেই তাকে দেখে তার অসুখের বিবরণ শুনে তাকে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা অন্যের মধ্যে এইরূপ রোগ দেখার আলোকে নানা উপদেশ পরামর্শ দেয়। প্রত্যেকেই রোগীর পার্শ্বে এসে থামবে এবং ওষুধ বা প্রতিকারের কথা বলবে, যা থেকে, অসুখ যাই হোক না কেন, সে নিজে ফল পেয়েছে, অথবা অন্যকে ফল পেতে দেখেছে। কাউকেই রোগীর কাছ দিয়ে কথা না বলে যেতে দেয়া হয় না। প্রত্যেককেই রোগীকে তার হাল অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। ওরা ওদের মৃতলোকদের মধুতে গোসল করিয়ে কবর দেয়। ওদের শোকগীতিগুলি মিশরীয়দের মতো। ব্যাবিলনের লোক স্ত্রী সঙ্গমের পর পাত্রে ধূপধুনা জ্বালিয়ে আসনের নিচে রেখে তারি ধোয়ায় নিজেকে সুরভিত করে। ঠিক তার বিপরীত দিকে তার স্ত্রীও তাই করে থাকে। পরে সকালে দু'জনেই গোসল করে। গোসলের আগে তারা ঘরের কোনো বাসন পত্র স্পর্শ করে না। এদিক দিয়ে আরবদের সাথে ওদের মিল রয়েছে।

ওদের মধ্যে একটি রীতি অত্যন্ত লজ্জাজনক। এদেশের প্রত্যেকটি রমণীকে জীবনে একবার এ্যফ্রোদিতের মন্দিরে গিয়ে বসতে হবে এবং সেখানে একজন অপরিচিতকে দেহদান করতে হবে। অনেক ধনবতী রমণী, যারা অন্যের সাথে মেলামেশা করতে ঘেন্না বোধ করে তারা ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে করে মন্দিরে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে। তাদের পেছনে পেছনে চলে একদল চাকরচাকরানী। অবশ্য বেশিরভাগই বসে মন্দিরের সামনে প্রাচীরবেষ্টিত খোলা জায়গায়। সরু দড়ি বিনুনি করে প্রত্যেকে মাথায় পরে। মস্ত বড় জমায়েত ওদের। কেউ বসে আছে, কেউ চলে যাচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্য দিয়ে নানাদিকে

চলাফেরার পথগুলি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। যাতে করে পুরুষরা এইসব পথ দিয়ে চলতে চলতে নারী নির্বাচন করতে পারে। কোনো নারী একবার আসন গ্রহণ করলে যতোক্ষণ না কোনো পুরুষ তার কোলে একটি রৌপ্য মুদ্রা ছুড়ে মেরেছে এবং তাকে বাইরে নিয়ে গেছে যৌনমিলনের জন্য ততোক্ষণ তাকে ঘরে ফিরতে দেয়া হয়না। মুদ্রাটি ছুঁড়ে মারার সময় পুরুষটিকে বলতে হয়, দেবী মাইলিত্তার নামে, আসিরিয়ায় এফ্রোদিতে এই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। মুদ্রাটির দামের কোনো গুরুত্ব নেই। নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রাটি হয়ে ওঠে পবিত্র। এ মুদ্রা গ্রহণ না করা আইনে নিষিদ্ধ। নির্বাচনের ক্ষমতা নারীর নেই। যে পুরুষ প্রথমে মুদ্রা নিক্ষেপ করবে তার সঙ্গেই নারীকে যেতে হবে। তার সঙ্গে যৌনমিলনের পর দেবীর প্রতি নারীর কর্তব্য শেষ হয়। তখন সে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারে। এরপর আর কোনো মুল্যেই তাকে ফুসলানো যাবে না। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দর রমণীরা শীঘ্রই আবার বাড়ি ফিরে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু যারা কুৎসিত, আইনের শর্ত পালন করবার জন্য তাদেরকে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয়; কখনো কখনো তিন চার বছর থাকতে হয় তাদের। এ ধরনের একটি প্রথা সাইপ্রাসের কোনো কোনো অঞ্চলেও চালু আছে।

এগুলি ছাড়া ব্যাবিলনের তিনটি গোত্রের মধ্যে একটি বিশেষ আচারও দেখতে পাওয়া যায়। এরা মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। মাছ ধরে তারা রোদে শুকিয়ে তারপর 'গাইলে' কুটে গুঁড়া করে। ওরা এই গুঁড়া পাৎলা কাপড়ে ছেঁকে দলা করে পিঠা বানিয়ে অথবা এক রকম রুটি শেকে খায় — যার যেমন রুচি।

আসিরিয়া দখল করার পর সাইরাসের ইচ্ছা হলো মাস্সাজেতীদের পরাভূত করতে। ওদের দেশ হচ্ছে অনেক পূর্ব দিকে, আরাকসেস ছাড়িয়ে, আইসোডনিসদের বিপরীত দিকে। ওরা সংখ্যায় অনেক এবং যুদ্ধপ্রিয় জাতি হিসাবে মশহুর। কেউ কেউ মনে করে ওরা জাতি হিসাবে মিডীয়ান। আরাকসেস নদীটি কেমন তা জানা যায়নি। কেউ কেউ বলে এটি দ্যানিয়ুব নদী থেকে বড়ো, আবার অন্যরা বলে অতো বড়ো নয় মোটেই। একটা বিবরণ থেকে জানা যায়, এ নদীতে কিছুসংখ্যক দ্বীপ রয়েছে যেগুলি আকারে প্রায় লেসবসের মতোই বড়ো। এ সব দ্বীপে মানুষ গরমকালে মাটি খুঁড়ে নানা রকম মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে, শীতকালে ওরা পাকা ফলমুল সংগ্রহ করে এবং খাবার উপযোগী সকল প্রকার ফলমুল তারা সঞ্চয় করে রাখে। ওরা আরো একটি গাছের ব্যবহার আবিষ্কার করেছে। এই গাছের ফলগুলি অদ্ভুত রকমের। ওদের যখন মজলিস বসে তখন ওরা আগুনের চারপাশে বসে এবং কিছু কিছু ফল আগুনে নিক্ষেপ করে। ফলগুলি যখন পুড়তে থাকে তখন ধূপধুনার ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া বেরোয় এবং তার গন্ধে ওরা মাতাল হয়ে পড়ে যেমন আমরা মাতাল হই মদ খেয়ে। যতো বেশি ফল আগুনে নিক্ষেপ করা হয় ততো বেশি করে ওরা মাতাল হয়ে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে ওরা লাফাতে এবং নাচতে ও গাইতে শুরু করে দেয়। এই বিচিত্র লোকগুলি এভাবেই জীবনযাপন করে বলে শুনেছি।

জিন্দিস নদীর মতো, যাকে সাইরাস তিনশো ষাটটি খালে ভাগ করেছিলেন, সারাকসেস নদীরও উৎপত্তিস্থল মাতিয়েনিতে। এর মুখ আছে চল্লিশটি। একটি ছাড়া বাকি সব ক'টিই গিয়ে পড়েছে কাদা ও ডোবার মধ্যে। এখানে যে সব মানুষ থাকে তারা কাঁচা মাছ খায় এবং সীল মাছের চামড়া গায়ে দেয়। বাকি একটি মোহনা দিয়ে নদী সোজা গিয়ে পড়ে কাসপিয়ান সাগরে। কাসপিয়ান সাগর নিজেই একটি সাগর এবং অন্য কোনো সাগরের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। গ্রীক জাতি যে ভূমধ্যসাগর ব্যবহার করে তা থেকে এবং হার্কিউলিসের স্তম্ভ ছাড়িয়ে গিয়ে যাকে বলা হয় আটলান্টিক মহাসাগর সেই মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর থেকে কাসপিয়ান ভিন্নতরো। আসলে এগুলি একই সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ। কিন্তু কাসপিয়ান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লম্বায় কাস্পিয়ান পনেরো দিনের পথ এবং যেখানে কাসপিয়ান সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেখানটা পাড়ি দিতে লাগে আট দিন। এর পশ্চিম দিকে ককেসাস পর্বতমালা বিস্তৃত। সকল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ককেসাস পর্বতমালা হচ্ছে দীর্ঘতম এবং উচ্চতম। এই পর্বতে বাস করে বহু গোত্র। এদের অনেকেই অসভ্য জংলী মানুষ। এখানে এমন গাছ আছে বলে শুনেছি যার পাতা গুঁড়া করে পানির সঙ্গে মেশালে এক ধরনের রঙ তৈরি হয়। এখানকার বাসিন্দারা এই রঙ দিয়ে কাপড়ের মধ্যে নানা রকমের ছবি আঁকে। এই রঙটি অতো স্থায়ী যে ছবিগুলি কখনো মুছে যায় না। কাপড় যতো দিন স্থায়ী হয় এই রঙও ততোদিন স্থায়ী হয়। মনে হয় বোনার সময়ই যেন এই রঙ বোনা হয়েছে। এখানকার নারী পুরুষ জন্তুজানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে সুরত-ক্রিয়া করে।

কাসপিয়ান সাগরের পশ্চিম দিক ককেসাস পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব দিকে এক বিশাল সমতল এলাকা রয়েছে যার উপর নজর করলে দৃষ্টি সুদূরে হারিয়ে যায়। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা মাস্সাজেতীদের দ্বার অধ্যুষিত। সাইরাস এদেরই আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। বহু কারণ ছিলো যার জন্য তাঁর মনে বিজয়াভিলাষ জাগে, যা তাঁকে এই নতুন যুদ্ধের প্রেরণা দিয়েছিলো। সবচেয়ে বড়ো দুটি কারণ হচ্ছে তাঁর অতি মানবিক জন্ম এবং পূর্ববর্তী সবকটি যুদ্ধে তার বিজয়। ইহা সত্য যে তখন পর্যন্ত এমন কোনো জাতি ছিলো না যা সাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর রেহাই পেয়েছে।

এ সময়ে মাস্সাজেতীদের রানী ছিলেন তমিরিস। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাইরাস তার কাছে লোক পাঠান এবং তাঁকে বিয়ে করার ভান করেন। কিন্তু তমিরিস যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন যে সাইরাস স্ত্রী হিসেবে তাঁকে চান না, চান তাঁর রাজ্যকে। এভাবে সাইরাস চাতুর্যের দ্বারা মতলব হাসিল করতে না পেরে প্রকাশ্যে শক্তি প্রয়োগ করেন। আরাকসেসের দিকে এগিয়ে তিনি মাস্সাজেতীর উপর আক্রমণ শুরু করলেন। তার লোকদের পার হওয়ার জন্য যিনি নদীর উপর সেতু তৈরি করলেন এবং ফেরি নৌকা দিয়ে বাঁধ দিলেন। এই কাজ যখন চলছে তখনি তমিরিস সাইরাসকে একটি বার্তা পাঠালেন : "মিডিস রাজ, আমি আপনাকে এই চেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ, এতে

পরিণামে আপনার কি লাভ হবে, তা আপনি জানেন না। আপনি আপনার নিজের জাতির উপর রাজত্ব করুন এবং আমি আমার রাজ্য শাসন করবো। আপনি তা সহ্য করতে চেষ্টা করুন। আমি অবশ্য জানি আপনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করবেন। কারণ আপনি শান্তিতে বাস করতে মোটেই চান না। তাহলে মন দিয়ে শুনুন, আপনি যদি মাস্সাজেতীদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে থাকেন তাহলে সেতু তৈরির কষ্টকর কাজটি রাখুন। আমার ফৌজকে নদী তীর থেকে তিন দিন মার্চ করে যতোদূর যাওয়া যায় ততোদূর সরে যেতে দিন। তারপর আপনি নিজে এপারে আসুন। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় আপনি নিজেই নদী তীর থেকে ঠিক এই পরিমাণ দূরে সরে পড়ুন যাতে আমরা, আপনি যে পারে আছেন সেই পারেই আপনার মোকাবেলা করতে পারি।'

সাইরাস রানীর এই প্রস্তাব পাবার পর তার প্রধান কর্মচারিদের এক বৈঠক ডাকলেন। রানীর এ প্রস্তাব তাদের সামনে পেশ করে তিনি তাঁদের নিকট জানতে চাইলেন এ দুটো বিকল্পের কোনটি গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকেই বললেন, রানী তমিরিসকেই তাঁর ফৌজ নিয়ে এপারে আসতে দেয়া হোক। ভিন্নমত প্রকাশ করলেন কেবল একজন। লিডিয়ার ক্রীসাস ইরানি অফিসারদের এই সভায় হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, 'জাহাঁপনা, আমি আগেই বলেছি, খোদা যখন আমাকে অপানার সেবাদাস করেছেন, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, আপনার ঘরকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। নিজের দুর্ভাগ্য থেকে আমি অনেক শিখেছি। আপনি যদি মনে করেন, আপনি এবং আপনার লোকজন অমর তাহলে আপনাকে আমার মত জানানোর কোনো মানেই হয় না। কিন্তু আপনি যদি এ সত্য উপলব্ধি করেন যে আপনি এবং আপনার ফৌজ মানুষ মাত্র তাহলে আমি প্রথমেই একথা বলবো যে, মানব জীবন একটা ঘূর্ণায়মান চাকার মতো, একই ব্যক্তিকে তা দীর্ঘদিন সুখে থাকতে দেয়না। আপনারা যে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন সে ব্যাপারে আমার মত অন্যদের থেকে ভিন্ন। আমার মতে আমরা যদি দুশমনকে এপারে আসতে দিই তাতে বিপদ রয়েছে। সে বিপদ এই যে হেরে গেলে আপনি যে শুধু যুদ্ধেই হারবেন তা নয়, গোটা সাম্রাজ্যই খোয়াতে পারেন। কারণ ইহা অবধারিত যে মাস্সাজেতীরা জয়ী হলে তারা নিজেদের বাড়ি ঘরের দিকে ছুটে যাবে না; পক্ষান্তরে তারা অভিযান চালাবে আপনার রাজ্যে। অন্যদিকে যুদ্ধের ফল যদি আপনার অনুকূলেও হয়, তাহলেও আপনি নদী পার হয়ে ওদের এলাকায় প্রবেশ করলে এবং পরাজিত দুশমনের পিছু ধাওয়া করলে যেরূপ নিশ্চিত জয় হতো সে জয় সেরূপ হবে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি জয়ী হলে যা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি, তারি সাথে তুলনা করছি মাস্সাজেতীরা জয়ী হলে কি করতে পারে। অর্থাৎ আপনি জয়ী হলে নিশ্চয়ই আপনি অভিযান চালাবেন তমিরিসের রাজ্যের ভেতরে। আমি যা বলেছি তা বাদ দিলেও কোনো রমণীর কাছে হার মানা ক্যামবিসেসের পুত্র সাইরাসের জন্য হবে অসহনীয় অসম্মান। তাহলে আমার পরামর্শ হচ্ছে এই : নদী পার হোন, দুশমন যতোদূর

সরে যাবে ততোদূর অগ্রসর হোন। তারপর একটা কৌশলের সাহায্যে ওদের পরাভূত করুন। আমি শুনেছি, ইরানিরা যে ধরনের আরামআয়েশ ভোগ করে এই লোকগুলির সে অভিজ্ঞতা একদম নেই। জীবনের সুখ সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। চলুন আমরা এর সুযোগ নেই এবং ওদের আমাদের তাঁবুতে এক ঢালাও মেহমানিতে দাওয়াত করি। আয়োজন হবে বিপুল; বহু ছাগল ভেড়া জবাই ও রোস্ট করা হবে, সকল রকমের খানা তৈরি করা হবে এবং বড় বড় গামলা ভর্তি বিপুল পরিমাণ কড়া মদ পরিবেশন করা হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর আমরা মার্চ করে আবার নদীতীরে পৌছবো, পেছনে রেখে যাবো কেবল একদল অধস্তন সৈনিককে। আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, আমাদের দুশমনরা যখন এসব ভালো ভালো চিজ দেখবে, নিশ্চয়ই তারা এগুলি খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখনি আমরা সুযোগ পাবো — প্রচণ্ড আঘাত হেনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে।"

এই পরস্পরবিরোধী দুটো মত শোনার পর সাইরাস নিজের মত পরিবর্তন করেন এবং ক্রীসাসের পরামর্শই গ্রহণ করেন। তিনি তমিরিসকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তার ফৌজকে সরিয়ে নেন, কারণ, সাইরাস নিজেই নদী পার হবেন বলে এরাদা করেছেন। রানী তমিরিস তাঁর পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী তাই করলেন। এদিকে সাইরাস তাঁর পুত্র ক্যামবিসেসের হেফাজতে সমর্পণ করলেন ক্রীসাসকে। তিনি ক্যামবিসেসকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন, নানা উপদেশ দিয়ে বললেন, যুদ্ধে কোনো বিপর্যয় ঘটলে ক্যামবিসেসের প্রতি যেন সদয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়; এইভাবে উপদেশ দিয়ে ওঁদের দুজনকে ইরানের পথে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে তার ফৌজ নিয়ে নদী পার হলেন।

সাইরাস আরাকসেস নদী যেদিন পার হলেন সেই রাত্রেই মাস্সাজেতীদের এলাকায় নিদ্রা যান এবং এক স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন হিসতাসপেসের জ্যেষ্ঠপুত্রের কাঁধে দুটো ডানা, এক ডানার দ্বারা তিনি ছায়া ফেলেছেন এশিয়ার উপর, অন্য ডানার ছায়া পড়েছে ইউরোপের উপর। হিসতাসপেসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অর্সামিশ-হিসতাসপেসের পৌত্র দারিয়াস ছিলেন অ্যাকীমেনিদ বংশের লোক; তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর। যুদ্ধে যাবার বয়স হয়নি বলে তাঁকে ইরানে রেখে আসা হয়েছিলো। সাইরাসের যখন ঘুম ভাঙলো তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো ব্যাপার অতি গুরুতর। কাজেই তিনি হিসতাসপেসকে ডেকে পাঠালেন এবং নিজের কাছে নিয়ে বললেন, 'হিসতাসপেস' আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার পুত্র আমার সিংহাসন ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; আমি কি করে তা জানতে পারলাম তা তোমাকে বলছি। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তুমি জানো, দেবতারা আমাকে পাহারা দেয় এবং সবসময়ই আমার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেয়। গত রাতে আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, তাঁর কাঁধে দুটো ডানা, একটিতে ছায়া ফেলেছে এশিয়ার উপর, অপরটিতে ইউরোপের উপর। এ স্বপ্নের দ্বারা কেবল এই বুঝাচ্ছে, তোমার পুত্র

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কাজেই তুমি এখনি ইরান রওয়ানা করো এবং সেখানে ফিরে এই ব্যবস্থা করো যে আমি যেন যুদ্ধ জয়ের পর দেশে ফিরে এই তরুণকে পরীক্ষা করতে পারি।'

দারায়ূসের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সাইরাস এতোটা নিশ্চিত হলেও, স্বপ্নের আসল মানে তিনি যা কল্পনা করেছিলেন তা ছিলো না। বরং এস্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তাকে সতর্ক করে দেন যে, সাইরাস তখনই সেখানে মারা যাবেন এবং এর পর দারায়ূস সিংহাসনে বসবেন।

হিসতাসপেস এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, 'জাঁহাপনা, খোদা না করুন, কোনো ইরানি যেন আপনার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে। কেউ যদি তা করে তার যেন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। আপনি, আপনি . . . ইরানিদের পেয়েছিলেন গোলামরূপে, তাদের করেছেন আজাদ, মুক্ত মানুষ। তারা ছিলো প্রজা, আপনি তাদেরকে বানিয়েছেন রাজা। স্বপ্ন যদি আপনাকে বলে থাকে যে, আমার পুত্র রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দেবো; আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।' এই জবাব দিয়ে তিনি আরাকসেস পার হয়ে পারস্যে ফিরে গেলেন এবং সাইরাসের আদেশ মতো তাঁর পুত্র দারায়ূসের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

এদিকে সাইরাস, নদী থেকে, একদিন মার্চ করে যতোদূর এগোনো যায় ততোদূর এগোলেন এবং ক্রীসাস যা করতে বলেছিলেন তারই জন্য প্রস্তুত হলেন। এরপর, তাঁর সৈন্যবাহিনীর অযোদ্ধা অংশটিকে পেছনে রেখে যোদ্ধাবাহিনীকে নিয়ে মার্চ করে আবার ফিরে গেলেন। মাস্সাজেতীর মোট সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ এই অবসরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছনে রেখে যাওয়া ইরানিদের উপর এবং তাঁদের সবাইকে হত্যা করে, তারা বাধা দেয়া সত্ত্বেও। এই বিজয়ের পর, তাদের নজর পড়ে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে চমৎকার খাবার দ্রব্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তারা বসে পড়ে এবং শুরু করে ফূর্তি । তারা এতো বেশি পরিমাণে খেলো ও মদ্য পান করলো যে, তারা ঘুমে ঢলে পড়লো শিগগিরই। এবার সুযোগ পেলো ইরানিরা। ওরা ঝাঁপিয়ে পরলো মাস্সাজেতী ফৌজের উপর, তাদের অনেককেই হত্যা করলো, তারো চেয়ে বেশিসংখ্যক লোককে করলো বন্দি; এই বন্দিদের মধ্যে ছিলেন স্পার্জাপিসেস — রানী তমিরিসের পুত্র এবং সেনাপতি।

সৈন্যবাহিনীর পরাজয় এবং পুত্রের বন্দি হওয়ার খবর রানীর নিকট পৌঁছলে রানী সাইরাসের কাছে নিম্নমর্মে এক চিঠি পাঠান : আপনি যেহেতু রক্তলোভী, আজকের এই কর্মের জন্য আপনার গর্বিত হওয়ার কিছুই নেই। বীরোচিত সাহসের নামগন্ধও এতে নেই। আপনার অস্ত্র ছিলো আঙুর ফল — আপনারা এ সব এতোবেশি পরিমাণে খান যে শেষ পর্যন্ত আপনারা মাতাল হয়ে যান এবং খাবার যতোই গলা থেকে নিচে নামতে থাকে, তার ফেনার উপর কেবলই ভাসতে থাকে নির্লজ কথাবার্তা; এ বিষয় আপনি বিশ্বাসঘাতকের মতো ব্যবহার করেছেন — আমার পুত্রকে আপনার কবলে পাবার জন্য। এখন আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে আপনার ভালোর জন্য পরামর্শই দেবো।

আপনি আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দিন এবং আপনার ফৌজকে অক্ষত অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে আমার দেশ থেকে ফিরে যান; মাস্সাজেতীর এক তৃতীয়াংশের উপর আপনি যে জয় লাভ করেছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। আপনি যদি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, আমি আমাদের দেবতা সূর্যের নামে কসম করছি, রক্তলোলুপ আপনি যতো রক্ত পান করতে পারবেন তার চেয়ে ঢের বেশি রক্ত আমি আপনাকে দেবো।'

সাইরাস রানীর এই হুঁশিয়ারির প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দিলেন না। এদিকে রানীর পুত্র স্পার্জাপিসেসের জ্ঞান ফিরে এলো; তিনি নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে সাইরাসের নিকট তাঁর শিকল খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সাইরাস তাঁর এ অনুরোধ রক্ষা করলেন। স্পার্জাপিসেস হাত দুটো মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে হত্যা করে বসেন। রানী যখন শুনতে পেলেন যে সাইরাস তাঁর শর্ত মানেননি, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সাইরাসের সাথে ময়দানে মোকাবেলা করলেন। এর ফলে যে যুদ্ধ হলো, তেমন যুদ্ধ দুই ভিন্নজাতির মধ্যে কখনো ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না। আমি যে সব তথ্যের সন্ধান পেয়েছি তা থেকে জানা যায় — দুই পক্ষ যখন আক্রমণের পাল্লার মধ্যে এসে পৌঁছলো তাদের মধ্যে প্রথম শুরু হলো ধনুকের সাহায্যে তীর ছোড়াছুড়ি। যুদ্ধ এভাবে শুরু হলো। তীর ফুরিয়ে গেলে যুদ্ধের তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। খুব কাছাকাছি ব্যবধানে থেকে নিজ বল্লমের ছুরির সাহায্যে অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চললো। কোনো পক্ষই পিছু হটতে রাজি নয়। অবশ্য শেষকালে মাস্সাজেতীদেরই জয় হলো। ইরানিবাহিনী যেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলো তাদের বেশিরভাগ সেখানেই ধ্বংস হলো, সাইরাস নিজেও নিহত হলেন। তিনি উনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

যুদ্ধের পর তমিরিস মৃত ইরানিদের মধ্যে সাইরাসের লাশ খুঁজে বের করার জন্য হুকুম দিলেন । যখন তা পাওয়া গেল, তমিরিস করলেন কি — তিনি তাঁর খণ্ডিত মস্তকটি মানুষের রক্তে বোঝাই একটি চামড়ার ভেতর নিক্ষেপ করলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন ঃ 'যদিও আমি জয় করেছি এবং বেঁচেও আছি তবু বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার পুত্রকে হত্যা করে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছো। এখন দেখতো পাচ্ছো, আমি আমার হুঁশিয়ারি কার্যকর করেছি। এখন যতো ইচ্ছা রক্ত তুমি পান করতে পারো।' সাইরাসের মৃত্যু সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যায়। আমার নিকট যে কাহিনীটি সবচেয়ে বাস্তব মনে হয়েছে তাই আমি বর্ণনা করলাম এখানে।

পোশাকপরিচ্ছদ এবং জীবনযাপনের দিক দিয়ে মাস্সাজেতীরা সিদীয়ানদেরই অনুরূপ। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ কেউ চড়েনা, মাস্সাজেতীদের মধ্যে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক — উভয় বাহিনীর প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ধনুক এবং বর্শাধারী; ওরা 'সাগারিস' বা কুঠার বহন করতেও অভ্যস্ত। ধাতুর মধ্যে ওরা কেবল সোনা ও ব্রোঞ্জই ব্যবহার করে; বর্শার আগা, তীরের আগা ও কুড়ালে ওরা ব্যবহার করে ব্রোঞ্জ এবং সোনা ব্যবহার করে শিরস্ত্রাণে, পেটি ও কোমরবন্ধে। ওরা ওদের ঘোড়ার বুকে ব্রোঞ্জের পাত এবং মুখোশ ও লাগামে সোনা ব্যবহার করে। এদেশে কোথাও রূপা এবং

লোহা নেই — ফলে, ওরা এ দুটি ধাতুর সাথে অপরিচিত। তবে সোনা এবং ব্রোঞ্জ এদেশে অফুরন্ত।

এদের রীতিনীতি সমন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেক পুরুষেরই একটি করে স্ত্রী আছে; তবে সকলের স্ত্রীকেই অন্য পুরুষেরা অবাধে ভোগ করে থাকে। গ্রীসীয়রা মনে করে, এটি একটি সিদীয়ান প্রথা কিন্তু আসলে তা নয়। এ প্রথা মাস্সাজেতীদের নিজস্ব। কোনো পুরুষের যদি ইচ্ছা হয় কোনো নারীকে সম্ভোগ করবে সে ঐ রমণীর শকটের সম্মুখে নিজের তূণীর ঝুলিয়ে দেয়, তারপর নিশ্চিত হয়ে তাকে সম্ভোগ করে।

মৃত্যুর উপযুক্ত সময় কোনটি তা নির্ধারণ করার জন্য ওরা একটি মাত্র উপায়ই অলম্বন করে। কোনো মানুষ যখন খুব বুড়ো হয়ে পড়ে তখন তার আত্মীয়স্বজনেরা একটি ভোজের আয়োজন করে এবং গরুবাছুরের সাথে তাকেও বলি দেয়। তারপর, তারা ঐ গোশত সিদ্ধ করে খায়। এই রকম মৃত্যুকেই ওরা উত্তম মৃত্যু মনে করে। অসুখে যারা মারা যায় তাদের ওরা খায় না, কবর দেয়; বলির জন্য জবাই হওয়ার উপযুক্ত দীর্ঘ আয়ু না পেলে মানুষ নিজেকে দুর্ভাগা মনে করতো। ওরা চাষবাস করে না; ওরা গোশত এবং মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। আরাকসাস নদীতে মাছ মিলে প্রচুর। ওরা দুধ খায়। ওদের একমাত্র দেবতা হচ্ছে সূর্য; যার উদ্দেশ্যে ওরা ঘোড়া বলি দিয়ে থাকে। সবচাইতে দ্রুতগামী দেবতার জন্য সবচাইতে ত্বরিতগতি প্রাণী উৎসর্গ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাইরাসের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ক্যামবিসেস। তাঁর জননী ছিলেন ফার্নাসপিসেসের কন্যা ক্যাসানদানে। সাইরাস বেঁচে থাকতেই তাঁর পত্নী ক্যাসানদানে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে তিনি যে কেবল নিজেই গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তাঁর সকল প্রজা যেন তাঁর জন্য শোক করে। এই ক্যামবিসেস মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য এক ফৌজ তৈরি করেছিলেন। সেই ফৌজে তিনি, তাঁর অন্যান্য প্রজার সঙ্গে আইয়োনীয়ান এবং ঈওলীয়াদের নিয়োগ করেন; কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি তাদের উপর তাঁর পিতার কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন।

সামেতিকাসের আগে মিশরীয়রা মনে করতো, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে মিশরীয়রাই সবচাইতে প্রাচীন জাতি। সিংহাসনে বসার পর সামেতিকাস এই প্রাচীনত্বের প্রমাণটির একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করতে চাইলেন। তখন থেকেই মিশরীয়রা বিশ্বাস করে আসছে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ফ্রিজিয়া হচ্ছে প্রথম আর মিশরীয়রা দ্বিতীয়। তিনি দেখলেন যে, কেবল খোঁজাখুঁজি করে মানুষের আদি জাতি কোন্‌টি জানা যাবে না। কাজেই ব্যাপারটির ফয়সালা করার জন্য তিনি এক অদ্ভুত পদ্ধতি বের করলেন। তিনি ইচ্ছামতো এক সাধারণ ঘর থেকে দুটি নবজাত শিশু সংগ্রহ করলেন, তারপর, সেই শিশু দুটিকে তিনি দিলেন এক রাখালের হাতে তার গরু, ছাগল ও ভেড়ার সাথে লালন-পালনের জন্য। তবে রাখালটিকে হুকুম দেয়া হলো শিশু দুটির সামনে যেন কেউ কখনো একটি শব্দও উচ্চারণ না করে। তাদেরকে এক নির্জন কুটিরে একা রেখে দিতে হবে; রাখাল মাঝে মাঝে ছাগল নিয়ে এসে বাচ্চা দুটিকে দুধ খাওয়াবে; তাছাড়া, আরো যেভাবে যত্ন নেয়া দরকার সেভাবে ওদের যত্ন নিতে হবে।

সামেতিকাস এসব ব্যবস্থা করেন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর ধারণা তিনি এভাবে জানতে পারবেন, শিশুর অর্থহীন আবোল তাবোল বলার বয়স পার হবার পর ওরা পয়লা কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করে। তার এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। সামেতিকাস ওকে যা যা করতে বলেছিলেন দু'বছর ধরে রাখাল তাই করলো। অতঃপর একদিন যখন কুটিরের দরজা খুলে সে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় শিশু দুটি দুহাত বাড়িয়ে তার নিকট ছুটে এলো এবং উচ্চারণ করলো একটি শব্দ 'becos' 'বেকোস্'। প্রথমবার এ ঘটনার পর রাখাল এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললো না । কিন্তু পরে যখন দেখলো যে শিশু দুটির সেবাযত্নের জন্য যখনি সে ওদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রত্যেক বারই ওরা অবিরাম এই শব্দটিই উচ্চারণ করতে থাকে, তখন সে তার প্রভুর কানে তা না তুলে পারলো না।

সামেতিকাস ছেলে দুটিকে তার নিকট আসার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি নিজেও যখন ওদের মুখে 'বেকোস্' শব্দটি শুনলেন, তিনি স্থির করলেন — এটি কোন্ ভাষার শব্দ, আগে তা বের করতে হবে। এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গেলো 'বেকোস্' শব্দটি একটা ফ্রিজীয়ান শব্দ, যার মানে হচ্ছে 'রুটি'। এই তথ্য বিবেচনার পর, মিশরীয়রা ওদের প্রাচীনত্বের দাবি ছেড়ে দেয়, এবং ফ্রিজীয়ানদের প্রাচীনত্ব মেনে নেয়। আসলে যে তা-ই ঘটেছিলো, তা আমি মেম্‌ফিসে অবস্থিত হিফিইসতাস-মন্দিরের পুরোহিতদের নিকট থেকে জেনেছিলাম। অবশ্য গ্রীকদের মধ্যে এই কাহিনীর বিভিন্নরূপ প্রচলিত আছে এবং সেগুলি অবিশ্বাস্য। তারমধ্যে একটি কাহিনী এই ঃ সামেতিকাস একটি মেয়ের জিব্ কেটে ফেলে দিয়ে তারই উপর শিশু দুটির লালন পালনের ভার অপর্ণ করেছিলেন। যা-ই হোক, পুরোহিতরা যে কাহিনীটি বিশ্বাস করতেন আমি তাই বর্ণনা করছি। মেম্‌ফিসে হিফীইসতাসের পুরোহিতদের সাথে কথা বলে আমি আরো অনেককিছু জানতে পেরেছিলাম। বস্তুত আমি থিবিস এবং হেলিওপোলিসে গিয়েছিলাম একটা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলাম মেমফিসে পুরোহিতরা যা বলেছে তার সঙ্গে এ দু'শহরের পুরোহিতদের কথার মিল আছে কিনা। হেলিওপোলিসেই মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে বড় পণ্ডিতেরা আছেন বলে শোনা যায়। ওরা ওদের যেসব দেবদেবীর নাম উল্লেখ করেছিলেন, কেবল সেগুলি বাদে মিশরের ধর্ম সম্পর্কে আমাকে ওরা যা বলেছিলেন আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কারণ, আমি মনে করিনা যে কোনো একটা জাতিই এ সব বিষয়ে অন্য জাতি থেকে খুব বেশি জানে। এ বিষয়ে আমি যা কিছুই বলবো তা কেবল আমার কাহিনীর প্রয়োজনেই বলবো।

বাস্তব ক্ষেত্রে ওরা সকলেই একথায় একমত যে, মিশরীয়রাই জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে সৌর বৎসর আবিষ্কার করেছে এবং ওরাই সর্বপ্রথম বছরকে বার ভাগে ভাগ করেছে। আমার মতে, মিশরীয়দের গণনাপদ্ধতি গ্রীকদের গণনাপদ্ধতির চাইতে উৎকৃষ্ট কারণ, গ্রীকরা সঠিকভাবে ঋতুগুলি নির্ণয়ের জন্য এক বছর অন্তর পুরা একটা মাস যোগ করে, কিন্তু মিশরীয়রা প্রতিবছর বার মাস ধরে এবং প্রতিমাস ধরে ত্রিশ দিন এবং প্রতি বছরের সঙ্গে অতিরিক্ত পাঁচদিন যোগ করে। এভাবে ওরা নিয়মিত ঋতু পর্যায় সম্পূর্ণ করে। ওরা আমাকে এও বললো যে, মিশরীয়রাই প্রথম বারোটি দেবতার নাম চালু করে, এই নামগুলি পরে গ্রীকরা মিশরীয়দের নিকট থেকে ধার করে। ওদের কাছ থেকে আমি আরো জানতে পারি, মিশরীয়রাই প্রথম দেবতাদের জন্য বেদি ও মন্দির তৈরি করে, সে সবের মূর্তি বানায় এবং পাথরে খোদাই করে। ওরা তাদের এই সব বক্তব্যের বেশিরভাগেরই সত্যতা প্রমাণ করলো। ওরা এও বললো, মিশরের প্রথম রাজার নাম হচ্ছে, "মিন"। তাঁর রাজত্বকালে, থিবিসের আশপাশ ছাড়া বাকি গোটা দেশটাই ছিলো জলাভূমি। সমুদ্র থেকে নদী পথে, সাত দিনের পথ নেয়ারিজ হ্রদ পর্যন্ত সমুদয় স্থানটিই ছিলো তখন পানির নিচে। তাদের এই মতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে কোনো জ্ঞান না থাকলেও, যে কোনো আক্কেলমন্দ পর্যবেক্ষকের

নিকট এটা খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে যে, আমরা যে মিশরে আজকাল জাহাজযোগে সফর করি তা নীল নদেরই দান, আর কেবল অতি সম্প্রতি তা এখানকার বাসিন্দাদের দখলে এসেছে। হ্রদের উজানে তিন দিনের পথ পর্যন্ত এলাকা সম্বন্ধে একই কথা। পুরোহিতরা এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি বটে, আসলে তা একই ধরনের স্থান।

নিচে মিশরের ভূ-প্রকৃতির একটা সাধারণ বিবরণ দেয়া যাচ্ছে

তীর থেকে একদিনের পথ গিয়ে যদি শীশা ঢালেন পানিতে, আপনি দেখবেন পানি এগার ফ্যাদম গহীন, এবং তলায় কাদা; এতেই প্রমাণিত হয় যে, মিশরে নদীর তলানি কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

মিশরীয় উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষাট শোয়েনি (shoeni) (সাধারণত যেমন আমরা হিসাব করি ঃ প্লিন্থিনে উপসাগর থেকে, ক্যাসিয়াস পর্বতের নিম্নদেশে আড়াআড়ি অবস্থিত সার্বোনিস হ্রদ পর্যন্ত); শীনাস (shoenus) হচ্ছে একটি মিশরীয় মাপ, যা গ্রীক ষাট স্তাদেশ, অর্থাৎ, প্রায় সাত মাইলের সমান। ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে যারা কেবল একটা ক্ষুদ্র স্থানের মালিক তারা তা মাপে ফ্যাদম হিসাবে, যারা বড়ো এলাকার মালিক তারা মাপে স্তাদেশ বা ফার্লং হিসেবে। তারো চাইতে বড়ো এলাকার মালিকরা মাপের একক হিসাবে ব্যবহার করে পারাসাং (parasang)। যাদের এলাকা অতি বৃহৎ তাদের মাপের একক হচ্ছে ৩০ স্তাদেশের সমান এবং শীনাস সমান ৬০ স্তাদেশ। এই হিসাবে, মিশরের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬০০ স্তাদেশ বা প্রায় ৪২০ মাইল। উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে হেলিওপোলিস পর্যন্ত দূরত্ব এথেন্সের বারো দেবতার বেদি থেকে পিসায় ওলিম্পীয় দেবতা জিয়ুস-এর মন্দিরের দূরত্বেরই সমান। অঞ্চলটি প্রশস্ত, সমতল এবং প্রচুর জলমাটি ও কাদামাটিতে পূর্ণ।

আসলে কিন্তু হেলিওপোলিস থেকে সমুদ্র এবং এথেন্স থেকে পিসা এই দুই দূরত্ব হুবহু সমান নয়, তবে প্রায় সমান। খুব যত্নের সাথে হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দূরত্বের মধ্যে তারতম্য হচ্ছে মাত্র পনেরো স্তাদেশের। এথেন্স থেকে পিসার দূরত্ব হচ্ছে পনেরো শ' স্তাদেশ আর হেলিওপোলিস থেকে সমুদ্রের দূরত্ব হচ্ছে পুরা পনেরো শ' স্তাদেশ। হেলিওপোলিসের দক্ষিণ দিকে এলাকাটি ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। একদিকে এলাকাটি আরবীয় পর্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই পর্বতমালা একটানা এগিয়ে গেছে আরব উপসাগরের দিকে। এ সব পর্বত থেকেই পাথর কেটে সংগ্রহ করা হয়েছিল মেমফিসের পিরামিডের জন্য। এখান থেকেই পর্বতমালাটি দিক বদলেছে এবং আরব উপসাগরের দিকে মোড় নিয়েছে। আমি জানতে পারলাম পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দূরত্ব হচ্ছে দু-মাসের পথ, আর এর পূর্ব সীমার দিকে উৎপন্ন হয় গুগগুল। মিশরের যেদিকে লিবিয়া রয়েছে সেদিকে আরো একটি পর্বতমালা রয়েছে, পিরামিডগুলি এখানেই অবস্থিত। এই পাহাড়গুলি শিলাময় এবং বালুতে ঢাকা; আরব্য পর্বতমালার মতোই

এটিও দক্ষিণ দিকে এগুনোর পর আবার মোড় নিয়েছে পূর্বদিকে। কাজেই হেলিওপোলিসের উজান দিকে নদীপথে চারদিনের উজানপথের পর মিশরের ভূভাগ অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; বলাবাহুল্য, এরূপ একটা গুরত্বপূর্ণ দেশের জন্য এলাকার পরিমাণ খুবই কম। লিবিয়া এবং আরবীয় এই দুই পর্বতমালার মাঝখানে রয়েছে একটি সমতল এলাকা। আমি যতদূর ধারণা করতে পারলাম তাতে মনে হলো, এই সমতল এলাকাটি যেখানে সবচেয়ে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে আড়াআড়িভাবে দূরত্ব দুশো ফার্লঙের বেশি হবে না। এর দক্ষিণে দেশটি আবার প্রশস্ততর হয়ে উঠেছে।

নীল নদের উজান বেয়ে হেলিওপোলিস থেকে থিবিসের দূরত্ব হচ্ছে এক-আশি শোয়েনি বা ৪৮৬০ স্তাদেশ — অর্থাৎ ৫৫২ মাইল। যে সব পরিমাপের কথা আমি উল্লেখ করেছি সেগুলি একত্র করলে, আমার সুষ্ঠু ধারণা মতোই মিশরীয় উপকূলের দৈর্ঘ হবে প্রায় ৪২০ মাইল, এবং সমুদ্র থেকে স্থলাভিমুখে থিবিসের দূরত্ব হবে ৭১৪ মাইল। থিবিস থেকে এলিফ্যান্টাইন আরো ২১০ মাইল দূরে।

পুরোহিতরা আমাকে যা বললো তাতে আমার এই মতেরই সমর্থন মেলে যে আমার বর্ণিত এই এলাকার বেশিরভাগই গড়ে উঠেছে নীলনদের পলিমাটি দিয়ে। আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে মেমফিসের উজানে, পর্বতমালার মধ্যবর্তী গোটা এলাকাটাই প্রথমে ছিল একটা উপসাগর, আর এর সাদৃশ্য রয়েছে, যদি আমি ছোট জিনিসের তুলনা করি বড় জিনিসের সাথে, ট্রয় ও তিউথ্রেনিয়ার চারপাশের এলাকার সঙ্গে, এফিসুসের সঙ্গে এবং মাইআন্দারের সমতল অঞ্চলটির সাথে। এ নয় যে, যে সব নদীর পলি থেকে এই এলাকাটি গড়ে উঠেছে তার কোনোটি আয়তনের দিক দিয়ে নীলনদের পাঁচটি মুখের কোনো একটির সমান। নীল নদের চাইতে ছোট আরো অনেক নদীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি উপকূলরেখায় বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একিলাউসের কথা বলা যায়। এই নদীটি একর্নোনিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মূল ভূভাগকে ইতিমধ্যেই এচিনাদেশ দ্বীপমালার অর্ধেকের সাথে যুক্ত করেছে।

মিশরের অনতিদূরে আরব দেশে একটি অতি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ উপসাগর রয়েছে। এই উপসাগরটি ভারত মহাসাগর থেকে প্রবেশ করেছে ভূভাগে। এই উপসাগরে জোয়ার হয়। এর প্রস্থ যেখানে সংকীর্ণতম সেখানে এটি পার হতে নৌকাযোগে মাত্র আধা দিন লাগে। কিন্তু এর শেষ প্রান্ত থেকে শুরু সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত দাঁড়টানা জাহাজ বা নৌকায় দূরত্ব হচ্ছে চল্লিশ দিনের পথ। আমার মতে, আদিতে মিশরই ছিলো সমুদ্রের এ ধরনের একটি বাহু। অর্থাৎ, উপসাগর ছিলো দুটি ঃ একটি ভূমধ্যসাগর থেকে দক্ষিণমুখী ইথিয়োপিয়ার দিকে এবং অপরটি ভারত মহাসাগর থেকে উত্তরমুখী সিরিয়ার দিক পর্যন্ত। আর দুটিই তাদের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌছানোর পর একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিলো। দু-এর মাঝখানে ছিলো সামান্য একটু ভূখণ্ড।

এখন মনে করুন, নীল নদ যদি তার গতি বদলে এই উপসাগরে, অর্থাৎ লোহিত সাগরে গিয়ে পড়তো, তাহলে এর স্রোতবাহিত পলি যে লোহিত সাগরে জমে আগামি কুড়ি হাজার বছরের মধ্যে তা লোহিত সাগরকে ভরাট করে দেবে, তাতে বাধা দেবে কে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এর জন্য দশ হাজার বছরই যথেষ্ট। তা যদি হতে পারে, তাহলে আমার জন্মের আগে যে সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে সে সময়ের মধ্যে, এর চাইতে আকারে অনেক বৃহৎ উপসাগরও নীল নদবাহিত পলি জমে শুকনা স্থলভাগে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ নীল নদ একটা বড় নদ এবং সে যে পরিবর্তন ঘটায় তা বস্তুতই ব্যাপক। এ জন্যই যারা মিশরের এ বিবরণ দিয়েছে আমি যে কেবল তাদেরই বিশ্বাস করি তা নয়, আমার নিজের সিদ্ধান্তগুলি ওদের বক্তব্যকে জোর সমর্থন করে। আমি নিজে দেখেছি নীলনদের বদ্বীপের মিশরীয় ভূভাগ উভয় পার্শ্বেই উপকূলভাগ ছাড়িয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে। আমি এই এলাকার পাহাড়ের উপর শামুকঝিনুক দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি মৃত্তিকা থেকে এতো নুন বেরোয় যে পিরামিডগুলির উপর পর্যন্ত তার আছর পড়ে। আমি আরো লক্ষ্য করেছি ঃ কেবল একটি পাহাড়েই বালু আছে। আর সেই পাহাড়টি মেমফিসের উজান দিকে অবস্থিত।

আরো একটি ব্যাপার আমার নজরে ধরা পড়েছে মিশরের মৃত্তিকা নিকটবর্তী আরব, লিবিয়া এমন কি সিরিয়ার মৃত্তিকার মতো নয়। আরবের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে সিরীয়ানরা বসবাস করে। মিশরের মৃত্তিকা কালো, ভঙ্গুর পলিমাটির বৈশিষ্ট্যই তা; আর এ এলাকাটি ইথিয়োপিয়া থেকে নদীস্রোতে আনীত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। আমরা জানি লিবিয়ার মৃত্তিকা লালাভ এবং বালুময় অথচ আরব ও সিরিয়ার মাটিতে পাথর এবং কাদার ভাগ বেশি। এ দেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরোহিতদের কাছ থেকে আরো একটি চমৎকার প্রমাণ আমি পেলাম ঃ মোওরিজের রাজত্বকালে মেমফিসের ভাটিতে গোটা এলাকাটি, নদীর পানি মাত্র বারো ফুট বাড়লেই সয়লাব হয়ে যেতো। আমি যখন এ বিষয়টি জানতে পারলাম তার প্রায় ন'বছর আগে মোওরিজ পরলোক গমন করেছেন। এখন অবশ্য নদীতে কখনো আর সয়লাব হয় না, যদি না পানি সাড়ে তেইশ ফুট থেকে চব্বিশ ফুট উপরে ওঠে। এজন্য আমার মনে হয়, ভূভাগ যদি উচ্চতা আর বিস্তারের দিক দিয়ে এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে যেসব মিশরীয় — মোওরিজ হ্রদের ভাটিতে বদ্বীপ এলাকায় এবং তার আশেপাশে বাস করে, তারা নীল দরিয়ায় সয়লাব না হলে, চিরদিনের জন্য সেই ভাগ্যেরই সম্মুখীন হবে যা, লোকদের মতে, অপেক্ষা করছে গ্রীকদের জন্য; কারণ মিশরীয়রা যখন শুনলো যে, গ্রীসবাসীরা পানি পায় শুধু বৃষ্টি থেকে, মিশরের মতো নদীর সয়লাব থেকে পানি পায় না, তারা বললো, এমন দিন আসবে, যখন গ্রীকরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নিরাশ হবে এবং উপোস করে মরবে। অন্য কথায় এর মানে এই যে, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন যে, তিনি বৃষ্টি পাঠাবেন না এবং আমাদের খরা দ্বারা শাস্তি দেবেন, তাহলে আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাবো, কারণ তিনি ইচ্ছা করে আমাদের যে বৃষ্টি দেন তাছাড়া আমাদের আর পানির কোনো উৎস নেই। এ সব খুবই সত্য। তবে এর জবাবে আমি মিশরীয়দেরকে তাদের নিজেদের অবস্থাটির প্রতি ইঙ্গিত করবো। ইতিপূর্বে আমি যেমন বলেছি, মেমফিসের ভাটিতে ভূভাগ যদি (এলাকাটিই ক্রমাগত উঁচু হয়ে চলেছে) উচ্চতার দিক দিয়ে অতীতে যে হারে বেড়েছে সেই হারেই বাড়তে থাকে, তাহলে

এ বিষয় কি খুবই স্পষ্ট নয় যে নদী যখন আর জমিকে বন্যার পানিতে প্লাবিত করতে পারবে না এবং বৃষ্টিরও যেখানে সম্ভাবনা নেই — তখন যে সব লোক ঐ এলাকায় বাস করবে তারা খাদ্যাভাবে উপোস করতে বাধ্য হবে? বর্তমান অবস্থায় এই লোকগুলি এতো কম খাটুনিতে ফসল তোলে যা পৃথিবীর আর কোথাও কেউ পারে না। মিশরের অন্য এলাকার লোকেরাও নয়।

জমি চাষ করার জন্য ওদের লাঙল, কোদাল নিয়ে কাজ করতে হয় না। ওরা কেবল অপেক্ষা করে নদী কখন এসে নিজেই ডুবিয়ে দেবে ওদের জমি, তারপর, পানি যখন সরে যায়, প্রত্যেক চাষী তার নিজনিজ ক্ষেতে বীজ বোনে, বীজকে পায়ে মাড়িয়ে কাদায় পোতার জন্য ওরা ওদের শুয়োরের পালকে জমিতে ঘুরিয়ে আনে, তারপর অপেক্ষা করে ফসলের। গম মাড়া দেয়ার কাজেও ওরা শুয়োর ব্যবহার করে; এরপর ওরা শস্য ভাঁড়ারে তোলে। আইয়োনীয়রা মনে করে মূল মিশর নীল দরিয়ার বদ্বীপ এলাকায় সীমিত। এই ভূভাগটি পার্সিউসের ওয়াচ টাওয়াররূপে পরিচিত মিনার হতে পেলুনিয়ার লবণ এলাকা পর্যন্ত উপকূল ঘেঁষে প্রসারিত; এ দু'স্থানের দূরত্ব ৪০ শোয়েনি। স্থলভাগের অভ্যন্তরে, এলাকাটি এগিয়ে গেছে সার্কাসোরাস পর্যন্ত যেখানে গিয়ে নীল দরিয়া দুভাগে ভাগ হয়ে সমুদ্রে পড়েছে — পেলুপিয়াম এবং ক্যানোপাস নামক দুটি স্থানে। এই মত অনুসারে বাকি যে এলাকাটিকে মিশর বলা হয়, তা আসলে লিবিয়া, না হয় আরবের অংশ। তাই, আমরা এ মত গ্রহণ করলে এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, এককালে মিশরীয়দের কোনো দেশই ছিলো না। কারণ, আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত, আর মিশরীয়রা নিজেরাও স্বীকার করে যে, বদ্বীপ এলাকাটি — পলিমাটি দ্বারা তৈরি এবং খুব সাম্প্রতিককালে তা পানির উপর জেগে উঠেছে। যদি এক সময়ে ওদের বসবাসের জন্য কোনো স্থানই না থেকে থাকে তাহলে ওরা এই থিওরী নিয়ে এতো ডামাডোল কেন বাজায় যে দুনিয়াতে মিশরীরাই প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী? ঐ দুটি শিশুকে নিয়ে, ওরা প্রথমে কোন্ শব্দ উচ্চারণ করবে সে পরীক্ষণনিরীক্ষণের কোনো দরকারই ছিলো না। তবে, আসল কথা এই যে, বদ্বীপটি যখন পানি থেকে জেগে উঠে মিশরীয়দের আর্বিভাবও তখনি হয়েছে (আইয়োনীয়ানরা এরূপই বলে থাকে)। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে, মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছে মিশরীয়রাও তখন থেকেই ছিলো, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন বদ্বীপটি বাড়তে লাগলো, তখন মিশরীয়দের অনেকেই নতুন চর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করতে লাগলো এবং অনেকে প্রথমে যেখানেই ছিলো সেখানেই থেকে গেলো। প্রাচীনকালে থিবিসের নামকরণ করা হয়েছিল মিশররূপে। তখন থিবিসের মোটমাট পরিধি ছিলো মাত্র ৬১২০ ফার্লং। কাজেই, আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হলে, মিশর সম্পর্কে আইয়োনীয়ানদের মত অবশ্য ভুল। পক্ষান্তরে, আইয়োনীয়ানদের মত যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি যে, তারা কিংবা অবশিষ্ট গ্রীকরা কেউই গোনতে জানে না। কারণ, তারা মনে করে, পৃথিবী তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এশিয়া, ইউরোপ এবং লিবিয়া — অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, এর সাথে চতুর্থ আরেকটি অংশ

অর্থাৎ মিশরীয় বদ্বীপটিও তাদের যোগ করা উচিত ছিল, কারণ ওরা এটিকে এশিয়া কিংবা লিবিয়ার কোনো অংশের মধ্যেই ধরে না। ওদের থিওরি অনুসারে নীল দরিয়া হচ্ছে এশিয়া আর লিবিয়ার মধ্যকার সীমানা, কিন্তু নীল দরিয়া বদ্বীপের চূড়ায় দু'ভাগ হয়ে বদ্বীপটি ঘিরে বয়ে চলছে, আর এভাবেই একে এশিয়া ও লিবিয়ার মধ্যে একটি পৃথক ভূমিতে পরিণত করেছে।

আইয়োনীয়ানদের মত সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু বললাম। এখন আমি আমার নিজের মত কিছু বলছি; আমি মনে করি, মিশরীয়রা যে অঞ্চল জুড়ে বাস করে সেই গোটা আঞ্চলটিই মিশর — ঠিক যেমন সিলিশিয়া সিলিশীয়ানদের দেশ, অর্ধেক আসিরিয়া আসিরীয়ানদের দেশ। এশিয়া এবং লিবিয়ার মধ্যে একমাত্র প্রকৃত সীমারেখা হচ্ছে মিশরের সীমান্তসমূহ। সাধারণ গ্রীক হিসাব মতে আমাদের অনুমান করতে হয়, জল প্রপাতসমূহ এবং এলিফ্যান্টাইন থেকে মিশর আগাগোড়া দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন — অর্ধেক লিবিয়ার অংশ আর বাকি অর্ধেক এশিয়ার অংশ। কারণ, নীল দরিয়া মিশরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, জলপ্রপাত থেকে যাত্রা শুরু করে মিশরের ঠিক মাঝখান দিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। সার্কাসোরাস পর্যন্ত নীল দরিয়া বেয়ে চলেছে একটি মাত্র স্রোতরূপে, আর সেই শহরের ভাটিতে গিয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি গেছে পুব মুখে যা পেলুসিয়মের মোহনা নামে পরিচিত, আরেকটি গেছে পশ্চিম দিকে যাকে বলা হয় ক্যানোপাসের মোহনা। এরপর রইলো তৃতীয় শাখাটি, যা দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে বদ্বীপটির চূড়া পর্যন্ত; তারপর বদ্বীপটিকে দু'ভাগে ভাগ করে সোজা বয়ে গেছে সমুদ্র পর্যন্ত। এই শাখাটি সেবিন্নাইতুসের মোহনারূপে পরিচিত একটি স্থানে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। শাখাটি আকারে যেমন বাকি দু'টি শাখার চেয়ে ছোট্ট নয়, তেমনি খ্যাতির দিক দিয়েও কম নয় ওদের চেয়ে। এ ছাড়া আরো দুটি মোহনা আছে — 'সাইতিক' মোহনা এবং মেন্দোসীয়ান মোহনা; এ দু'টি সেবিন্নাইতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে গিয়ে নেমেছে। বোলবিতাইন এবং বিউকোলিক মোহনা দু'টি স্বাভাবিক শাখা নয়, এ দু'টি খনন করা খাল।

মিশর সম্পর্কে আমার সব মতামতের সমর্থন আছে, অ্যামনের মন্দিরের এক দৈবজ্ঞের কথায়। আমি আমার নিজের মতামত গঠন করার পরই উক্ত দৈবজ্ঞ প্রদত্ত তথ্য আমার নজরে পড়ে। লিবিয়া সীমান্তে অবস্থিত মারিয়া ও 'আপিসে'র লোকেরা কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান — বিশেষ করে, গরুর গোশ্‌ত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাকে অপছন্দ করে। এজন্য তারা অ্যামোনের মন্দিরে লোক পাঠায় এবং বলে তারা মিশরীয় রীতিরকম মেনে চলতে কিছুতেই বাধ্য নয়, কারণ তারা নিজেদের মোটেই মিশরীয় বলে গণ্য করে না, কেবল লিবীয়ান মনে করে। তারা বাস করে বদ্বীপ এলাকার বাইরে। মিশরীয়দের সাথে কোনো ব্যাপারেই তাদের মিল নেই। কাজেই তারা চায় যে, তাদের যা ইচ্ছা তাই খাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু দৈবজ্ঞ তাদের সে অনুরোধ না-মঞ্জুর করে ঘোষণা করলেন, নীল দরিয়ার পানিতে যে এলাকা সিঞ্চিত তার সবটাই মিশর, এবং এলিফ্যান্টাইনের ভাটিতে যে সব লোক বাস করে আর নীল দরিয়ার পানি পান করে, তারা সকলেই

মিশরীয়। ব্যাপারটি এই যে, নীল দরিয়ায় যখন বান ডাকে তখন যে শুধু বদ্বীপ এলাকাই প্লাবিত হয় তা নয়, নীল দরিয়ার উভয় পাশে, দু'দিনের পথ পর্যন্ত, কোনো কোনো স্থলে বেশি, কোনো কোনো জায়গা কম প্লাবিত হয়; এই এলাকাগুলিকে লিবিয়া এবং আরবের এলাকা বলে মনে করা হয়ে থাকে। নীল দরিয়ার যা স্বভাব তা ঠিক এই রকমই কেন, এ সম্পর্কে আমি পুরোহিতবর্গ বা অন্য কারো কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। বিশেষ করে, আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন পানি গ্রীষ্মের শুরুতে বাড়তে শুরু করে এবং এভাবে পুরা এক শো দিন ধরে বেড়ে চলে, আর এই সময়ের পরে আবার তা কমতে থাকে যার ফলে গোটা শীতকালই পানি কম থাকে যতোদিন না পরবর্তী বছরে আবার ঘুরে ফিরে আসে গ্রীষ্মে অয়নকাল, যখন নিরক্ষরেখা থেকে সূর্য অবস্থান করে দূরতম স্থানে। মিশরের কেউই আমাকে এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি — যদিও আমি বরাবর জানতে চেষ্টা করেছি — সেই বিশেষ ধর্ম বা প্রকৃতি যা অন্য সকল নদী থেকে নীল দরিয়ার বিপরীত আচরণের কারণ, এবং কেন, কেবল নীল দরিয়াই একমাত্র নদী যার বুকে সৃষ্টি হয় না হাওয়া।

কোনো কোনো গ্রীক, তারা কতো চালাক, একথা জাহির করার আশায়, নীল দরিয়ার বন্যার কারণ তিনভাবে দেখাতে চেয়েছে। এর দুটি ব্যাখ্যা মোটেই বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য নয়, ব্যাখ্যা দুটি কি, কেবল তার উল্লেখ ছাড়া। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ ইতিশিয়ান (Etision) বায়ু প্রবাহ সমুদ্রমুখী নদী-স্রোতকে বাধা দেয়ার ফলে পানি ফুলে ওঠে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, অনেক সময় এ বায়ু প্রবাহিতই হয় না। তবু নীল দরিয়া চিরদিনকার মতোই বন্যায় ফুলে ফেঁপে উঠছে। তাছাড়া, ইতিশিয়ান বায়ু-প্রবাহই যদি বন্যার কারণ হতো, তাহলে অন্য যে সব নদী এই বায়ু প্রবাহের প্রতিকূলে প্রবাহিত হয় সেগুলির পানিও তো ঠিক নীল দরিয়ার পানির মতোই ফুলে উঠতো; বরং আরো বেশি ফুলে উঠতো, কারণ এ নদীগুলি ক্ষুদ্রতর এবং এদের স্রোত নীল দরিয়ার স্রোতের চাইতে কম-জোর। দুর্বল সিরিয়া এবং লিবিয়ায় এরকম অনেক নদী রয়েছে, কিন্তু তার কোনোটিতেই নীল দরিয়ায় যেভাবে বন্যা হয় সেভাবে বন্যা হয় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির যৌক্তিকতা আরো কম — কারণ এ ব্যাপারে তা অনেকটা উপকথা ধরনের। নীল দরিয়ার এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণ এ নদী মহাসাগর থেকে প্রবাহিত, যার স্রোত সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। তৃতীয় থিওরিটি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু একই সঙ্গে তা সত্য থেকে সবচেয়ে দূরেও বটে। এই থিওরি মতে নীল দরিয়ার পানি আসে গলিত বরফ থেকে, ইথিয়োপিয়ার মধ্য দিয়ে, মিশরে — অর্থাৎ খুব উষ্ণ আবহাওয়া থেকে শীতল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে। কাজেই বরফ হতে এই দরিয়ার উৎপত্তি কি করে সম্ভব? বলা বাহুল্য, এই মতটিও বাকি দুটি মতের মতোই বাজে। এ ব্যাপারে যে কেউ একটু বুদ্ধি খাটালেই একথার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাবেন যে, নীল নদের বন্যার কারণ বরফ, এ মত কতো ভিত্তিহীন। সবচাইতে মজবুত যুক্তি হচ্ছে ঝড়ো বায়ুসমূহ, যা

কিনা এসব এলাকা থেকে খরবেগে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয়ত, এখানে বৃষ্টি আর কুয়াশা একেবারেই হয় না — এবং বরফ পড়লে পাঁচদিনের মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে বাধ্য। কাজেই পৃথিবীর এই অংশটুকুতে যদি বরফ পড়ে তাহলে ওখানে অবশ্য বৃষ্টিও হবে; তৃতীয়ত, এখানকার বাসিন্দারা সব কৃষ্ণবর্ণ, কারণ এদেশের আবহাওয়া উষ্ণ। তাছাড়া, চিল এবং চাতক পাখি এখানে সারা বছরই থাকে, আর সিরিয়ার ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সারসপাখিরা এখানে এসে ভিড় করে শীতকালে। কিন্তু যে এলাকা দিয়ে নীল দরিয়া বয়ে চলেছে এবং যেখানটায় নীল দরিয়ার উৎপত্তি তার কোথাও যদি বরফ জমতো, তা যতো সামান্যই হোক, তাহলে এসব ব্যাপারের কোনোটিই সম্ভব হতো না হয়তো। কারণ এগুলি আদতেই অযৌক্তিক। এ ব্যাপারে যে লেখক মহাসাগরের কথা উল্লেখ করেছেন, তার বিবরণ রূপকথা মাত্র, যার ভিত্তি একটি অজ্ঞাত পরিমাণ — যে কারণে যুক্তির সাহায্যে এটিকে প্রমাণ করা যায় না। আমি নিজে মহাসাগর নামক কোনো নদীর নাম জানি না। আমার কেবল এ ধারণাই হয় যে হোমার কিংবা তাঁরও আগের কোনো কবি হয়তো এ নামটি তৈরি করেছেন এবং পরে তাদের কাব্যে তা ব্যবহার করেছেন। এসব থিওরি বিচারের পর গরমকালে কেন নীল দরিয়ায় বান হয়, এ জটিল বিষয়ে যদি আমাকে মত দিতেই হয়, আমি বলবো যে (সমস্ত বিষয়টি স্বল্পতম কটি শব্দে) শীতকালে সূর্য ঝড়ের তাড়ায় তার গতিপথ থেকে তাড়িত হয় লিবিয়ার উজান অঞ্চলে। একথা যুক্তিসংগত যে, যে অঞ্চলটি সূর্যের সবচেয়ে নিকটে এবং সোজাসুজি সূর্যের নিচে অবস্থিত সে অঞ্চলেই পানির প্রভাব হবে সব চাইতে বেশি, এবং আশপাশের নদীগুলিতে যে সব নালা নহর পানি সরবরাহ করে সেগুলি অতি সহজেই যাবে শুকিয়ে। আমি এখানে সূর্য যখন লিবিয়ার উজান অঞ্চল অতিক্রম করে তখন কি ঘটে তাই কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করবো। এখানকার আবহাওয়া সব সময়ই স্বচ্ছ — এবং গরম কমানোর জন্য কোনো প্রকার ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হয় না। একারণে সূর্য যখন এই অঞ্চল অতিক্রম করে, তখন তার ফল তাই হয়, যা ঘটে থাকে অন্যান্য স্থানে — সূর্য যখন মাঝ আসমানে তার পথ ধরে চলে গ্রীষ্মকালে। অর্থাৎ সূর্য পানিকে নিজের দিকে টেনে নেয়, এবং তাকে ঠেলে দেয়, দেশের আরো ভেতরের সেই সব অঞ্চলের দিকে যেখানে সূর্যের উপর পড়ে ঝড়ো প্রভাব। এই বায়ুই পানিকে ছড়িয়ে দিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করে; তাই স্বাভাবিকভাবেই, এই এলাকা থেকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় (দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু) তা সর্বাধিক বৃষ্টি বহন করে। তাছাড়া, আমার আরো মনে হয়, নীল দরিয়া থেকে যে বাষ্প ওঠে তার সবটুকুই বিতাড়িত হয় না, বরং তার কিছুটা যেন সূর্যের আশেপাশে থেকে যায়। শীতকালের পাগলা আবহাওয়া যখন শেষ হয় তখন সূর্য আবার মধ্য আকাশে তার স্বাভাবিক সফর শুরু করে। এবং তখন থেকেই সকল নদীকে একই রকম আকর্ষণ করতে থাকে; শীতকালে নীল দরিয়া ছাড়া আর সকল নদীতেই বন্যা হয়, যেহেতু বিপুল পরিমাণ

বৃষ্টির পানি তখন নদীগুলির পানির সাথে যুক্ত হয়, কেননা সারাদেশে বৃষ্টির পানি স্রোত হয়ে এসে নদীগুলিতে মিশে কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন বৃষ্টির অভাবের সাথে সূর্যের খরতাপের টান যুক্ত হয় তখন নদীগুলির পানির পরিমাণ কমে যায়। পক্ষান্তরে, নীল দরিয়ার আচরণ হচ্ছে এর বিপরীত। আর তার একটি সুস্পষ্ট কারণ আছে : সূর্যের খরতাপে নীল নদের পানি প্রচুর পরিমাণে বাষ্প হয়ে উঠে যাওয়ায় এবং পানি বাড়ানোর জন্য বৃষ্টি না হওয়ায় নীলই হচ্ছে একমাত্র নদী যার পানি গ্রীষ্মকালে অন্য সকল নদীর চাইতে নিচু থাকে, কারণ গ্রীষ্মকালে অন্যসব নদীর মতোই নীলনদ একই সৌর আকর্ষণের অধীন, কিন্তু শীতকালে সৌর আকর্ষণ কেবল নীলনদের উপরই কাজ করে। তাহলে ঐগুলিই আমার এ ধারণার হেতু যে সূর্যই এ রহস্যের কারণ। আর তা আমার মতে মিশরের আবহাওয়ার শুষ্কতারও কারণ; সূর্য তার যাত্রাপথে যাই পায় দগ্ধ করে করে এগুতে থাকে — পরিণামে, লিবিয়ার উজান অঞ্চলে সবসময়ই থাকে গ্রীষ্মকাল। মনে করা যাক, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের নিজ নিজ অবস্থার বদল হলো, মনে করা যাক — উত্তর বায়ু ও দক্ষিণা বায়ু প্রত্যেকেই যেন আকাশের সেই অংশ দখল করে বসলো, যে অংশটি অপরের অধিকারে। যদি এরকম কিছু ঘটেই, তাহলে, সূর্য তখন শীতকালের উত্তুরে ঝড়ে তার নিজের স্বাভাবিক পথ থেকে তাড়িত হয়ে বর্তমানের মতো লিবিয়ার উপর দিয়ে যাত্রা না করে, ইউরোপের উত্তর অঞ্চলের উপর দিয়ে যাত্রা করবে। আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, ইউরোপের উপর দিয়ে তার সফরকালে, দ্যানিয়ুবের উপর সূর্যের প্রভাব হুবহু তাই হবে, যা এখন হচ্ছে নীল দরিয়ার উপর। আমি আগেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি; নীল নদ থেকে কোনো হাওয়া প্রবাহিত হয় না; এর ব্যাখ্যাস্বরূপ আমি বলতে চাই, সাধারণত বায়ুর উৎপত্তি হয় ঠাণ্ডা অঞ্চলে, উষ্ণ অঞ্চলে নয়। আসল কথা, অনাদি কাল থেকেই এসব ব্যাপার একইরূপ রয়ে গেছে। কাজেই আমি এখন অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। আমি মিশরীয়, লিবিয় বা গ্রীক যার সঙ্গেই কথা বলেছি তারা কেউই নীল নদের উৎস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন বলে দাবি করেননি — কেবল একজন ছাড়া। ইনি মিশরের একটি শহর 'সাইস' এ এথেনার ধনদৌলতের তালিকা রক্ষক, এক লিপিকর ঃ কিন্তু লোকটি এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন বলে দাবি করলেও তার বিবরণীও আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তিনিই আমাকে বলেন, থিবিসের নিকটবর্তী সিয়েনী ও এলিফ্যান্টাইনের মধ্যে কোণাকৃতি দুটি পাহাড় রয়েছে। পাহাড় দুটির নাম হচ্ছে ক্রফি ও সফি আর নীল দরিয়ার উৎস গভীরতর দিক দিয়ে যা অতল তা এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানেই উৎসারিত হয়েছে। এর অর্ধেক পানি প্রবাহিত হয়েছে উত্তরমুখী মিশরের দিকে, এবং অর্ধেক প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণমুখী ইথিয়োপিয়ার দিকে। তাঁর মতে, নহরগুলি যে অতল, এ তথ্য মিশররাজ সামেতিকাস কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে, তিনি হাজার হাজার ফ্যাদম দীর্ঘ এক শিকল তৈরি করিয়েছিলেন এবং সেটি নীল দরিয়ার পানিতে ছেড়ে দিয়ে

দেখেছিলেন, তল পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় লিপিকরের এই কাহিনীতে যদি কোনো সত্য থাকে তা এই ইঙ্গিতই বহন করে যে নীল দরিয়ার এই অঞ্চলের পানিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাক ও চক্র রয়েছে, যা সৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ের সাথে পানির ধাক্কার ফলে ঃ আর এই ঘূর্ণিচক্র ও পাকের ফলেই শিকল তলা স্পর্শ করতে পারে না, এবং তলা স্পর্শ করার কোনো আভাসও পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে এর বেশি কোনো তথ্য আমি আর কারো কাছ থেকে পাইনি। আমার নিজ চোখে যা দেখা সম্ভব তা দেখার জন্য আমি এলিফ্যান্টাইন পর্যন্ত গিয়েছিলাম, কিন্তু তারো দক্ষিণের অঞ্চল সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার জবাবে আমাকে যা বলা হয়েছিল তাই নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি শুধু এটুকু জানতে পারলাম যে এলিফ্যান্টাইনের পরের অঞ্চলটি খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে এবং নদীর ঐ অংশটিতে নৌকার দু'দিকে রশি বেঁধে নদীর দুতীর থেকে গুন টেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন লোকে টেনে নিয়ে যায় ষাঁড়কে। যদি রশি ছিঁড়ে যায় মুহূর্তের মধ্যেই লোক তলিয়ে যাবে স্রোতের প্রবল টানে। এ নদীতে চারদিনের রাস্তা পর্যন্ত এই অবস্থা। নদীটি প্রতিটি মুহূর্তে এঁকে বেঁকে চলেছে মাইআন্দারের মতো; এভাবে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তা হচ্ছে বার শোয়েনী। এর পরেই একটি সমতল অঞ্চল যেখানে নদীটি 'তাখোম্পসো' নামক এক দ্বীপ দ্বারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে; এলিফ্যান্টাইনের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করে ইথিওপীয়রা। ওরা এ দ্বীপটির অর্ধেক অংশের উপর কর্তৃত্ব করে, বাকি অর্ধাংশ মিশরীয়দের দখলে। এই দ্বীপের পরেই রয়েছে একটি মস্তোবড়ো হ্রদ। এই দ্বীপের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ইথিয়োপিয়ার যাযাবর গোত্রগুলি বাস করে। হ্রদটি পার হবার পর আপনি আবার গিয়ে পৌছবেন নীল দরিয়ায়, যার স্রোত এসে পড়েছে এই হ্রদটিতে। এখানে এসে নৌকা থেকে নেমে তীর ধরে চল্লিশ দিন পায়ে হেঁটে চলতে হবে, কারণ সূক্ষ্মাগ্র শিলা, যার কোনো কোনোটি পানির উপর ভেসে আছে, এবং কোনো কোনোটি পানির কেবল নিচেই মাথা ডুবিয়ে আছে। এ অবস্থা নদীটিকে এ অংশে নৌকা চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে তুলেছে। এভাবে স্থলভাগে চল্লিশ দিন চলার পর আবার নৌকোয় চড়তে হবে, তারপর বারো দিন নৌকা চালিয়ে গিয়ে পাওয়া যাবে একটি শহর, যার নাম সেবোই; এ শহরটি ইথিয়োপীয়দের রাজধানী শহর হিসাবে পরিচিত। এখানকার বাসিন্দারা বহু দেবদেবীর মধ্যে কেবল 'জিয়ূস' এবং 'দীওনিসাস' নামক দুটি দেবতার পূজা করে। ওখানে দেবতা 'জিয়ূস'-এর দৈববাণী প্রকাশের এক স্থান আছে; এরই ঘোষণা মতো ইথিয়োপীয়রা যুদ্ধ করে থাকে। বিভিন্ন সামরিক অভিযানের সময়ও লক্ষ্য এখানকার দৈবজ্ঞই ঠিক করে দেয়। এলিফ্যান্টাইন থেকে রাজধানীতে পৌছতে যতো সময় লাগে সেই সময়েই উজান স্রোত বেয়ে আপনি গিয়ে পৌছবেন দলত্যাগীদের (deserters) এলাকায়; এই জনগোষ্ঠীর নাম হচ্ছে "আস্‌চাম", গ্রীক ভাষায় যার মানে 'যারা রাজার বাম পাশে অবস্থান করে'। সংখ্যায় এরা দু-লাখ চল্লিশ হাজার। মিশরের যোদ্ধাজাতের এই লোকগুলি সামেতিকাসের রাজত্বকালে মিশর ছেড়ে ইথিয়োপীয়দের সাথে যোগ দেয়। দেশের বিভিন্ন

স্থানে ছিলো মিশরীয়দের চৌকি; একটি ছিল এলিফ্যান্টাইনে ইথিয়োপীয়দের বিরুদ্ধে, একটি ছিল "দাফনির" পেল্যুসিয়মে আরব ও এসিরীয়ানদের বিরুদ্ধে, আর তৃতীয়টি ছিলো "মারিয়াতে" লিবিয়ার উপর নজর রাখার জন্য। বর্তমানে ইরানিদের অনুরূপ ফৌজি চৌকি আছে এলিফ্যান্টাইনে ও দাফনিতে। সামেতিকাসের রাজত্বকালে ফৌজি চৌকিতে একলাগা তিন বছর রাখা হয়েছিলো উক্ত মিশরীয়দের। এই সময়ের মধ্যে একবারো তাদের ছুটি দেয়া হয়নি; একারণেই ওরা দলত্যাগ করে। ওরা ওদের অভাব অভিযোগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তারপর একজোট হয়ে চলে যায় ইথিয়োপিয়ায়। রাজা এখবর পেয়ে ওদের তাড়া করেন এবং ধরে ফেলেন। শোনা যায়, রাজা যখন ওদের দেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন তখন ওদের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও দেশের দেবদেবীকে ত্যাগ না করার জন্য সকল রকম যুক্তি পেশ করেছিলেন। তখন তার জবাবে ওদের একজন তার পুরুষাঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো যেখানেই ওগুলি থাকবে, সেখানেই স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের অভাব হবে না; তাই ওরা মিশরে না ফিরে ওদের ইথিয়োপিয়া যাত্রা অব্যাহত রাখে, এবং ওখানে পৌঁছে ইথিয়োপিয়ার রাজার কাছে নিজেদের সঁপে দেয়। রাজা ওদেরকে পুরস্কৃত করলেন। যে সব ইথিয়োপীয়ানের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না সেই দলত্যাগী মিশরীয়দের বসত করালেন। ওরা ওখানে বসবাস করায় ইথিয়োপীয়ানরা মিশরীয়দের আচারব্যবহারের সাথে পরিচিত হয় এবং ক্রমে অধিকতরো সভ্য হয়ে ওঠে।

কাজেই, নীল দরিয়ার গতিপথ মিশরের যেসব অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কেবল সে সব এলাকায়ই যে পরিচিত, তা নয়, বরং আরো দক্ষিণে নৌকায় বা স্থল পথে চারমাসে যতদূর যাওয়া যায়, ততোদূর পর্যন্ত নীল দরিয়ার গতিপথের কথা লোকে জানে। কারণ হিসাব করলে দেখা যাবে, এলিফ্যান্টাইন থেকে দেশত্যাগীদের বসতি পর্যন্ত যেতে ঐ সময়ই লাগে। ওখানে পৌঁছে নদীটি পশ্চিম থেকে পূব দিকে মোড় ফিরিয়েছে; এরপরে নদীটি কোথায় গেছে তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। কারণ, প্রচণ্ড গরমের জন্য ঐ এলাকায় কোনো জনবসতি নেই।

অবশ্য 'সাইরেনির' একজন লোকের কাছ থেকেও একটি কাহিনী আমি শুনেছি। লোকটি আমাকে বললো — ওরা একবার 'অ্যামন'-এর দৈবজ্ঞের কাছে গিয়েছিলো। ওখানে ওরা অ্যামোনিয়ার রাজা ইতীসারদুমের সাথে আলাপ আলোচনাকালে নীল দরিয়া ও তার উৎস রহস্যের প্রসঙ্গে এসে পড়ে। ইতীসারদুম ওদের বললেন — কিছুটা পূব দিকের একটি দেশের "সীর্তিক' নামক জায়গা থেকে কিছুলোক তাঁর সাথে একবার দেখা করতে এসেছিলো। ঐ লোকগুলি ছিলো "নাসমনীয়ান" গোত্রের আর এদের বাসস্থান ছিলো সীর্তিস'। ওদের যখন জিজ্ঞেস করা হলো লিবিয়ার জনবসতিহীন এলাকাগুলি সম্পর্কে তারা বেশি কিছু জানে কিনা, জবাবে লোকগুলি জানালো, একবার ওদের দেশের সরদারদের একদল বেপরোয়া ছেলে যৌবনে উপনীত হবার পর নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা করে — কোনো রকম দুঃসাহসিক অভিযানের; এর মধ্যে একটি হলো

লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা, যারা লিবিয়ার মরুভূমি অঞ্চল অনুসন্ধান করে দেখবে, এবং যে অঞ্চলে আগে কখনো মানুষ ঢোকেনি সে অঞ্চলে ঢুকবার চেষ্টা করবে। মিশর থেকে শুরু করে সলয় অন্তরীপ পর্যন্ত গোটা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলেই লিবিয়ানদের নানাগোত্র বাস করে। ব্যক্তিক্রম কেবল সেই অংশটুকু যা গ্রীক এবং ফিনিসীয়ানদের দখলে রয়েছে। তবে, জনবসতিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত অভ্যন্তরভাগে কেবল বুনো জীবজন্তুই বাস করে, তারো দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিশাল মরুভূমি, যেখানে পানি বা কোনো রকম প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কাহিনীটি এই যে, এই বেপরোয়া যুবকদের, ওদের বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীরা প্রচুর খাবার ও পানিসহ এই সফরে পাঠালে ওরা জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে বুনো জীবজন্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে পৌছায়, সেখান থেকে ওরা এসে প্রবেশ করে মরুভূমিতে। ওরা পশ্চিমমুখী হয়ে মরুভূমি অতিক্রম করবার জন্য এগুতে থাকে। বালুর উপর দিয়ে বহু দিন চলার পর ওরা দেখতে পেলো, একটা সমান জায়গায় গাছগাছড়া দেখা যাচ্ছে। সেখানে পৌছানোর পর ওরা গাছের ফল পাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সেই সময়ে কতিপয় বামন ওদের আক্রমণ করে বসে। লোকগুলির উচ্চতা সাধারণ মানুষের উচ্চতার অর্ধেক হবে। বামনেরা ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো। বামনদের ভাষা ছিলো অবোধ্য — ওরাও নাসামনীয়ানদের ভাষা বুঝতে পারছিলো না। তখন ওরা বন্দিদের নিয়ে গেলো একটা বিশাল জলাভূমির মধ্য দিয়ে। সে এলাকা ছাড়িয়ে ওরা গিয়ে পৌছলো একটি শহরে যার সকল বাসিন্দাই একই রকমের বামন, এবং কৃষ্ণাঙ্গ। কুমিরে ভর্তি এক বিশাল নদী এই শহর ঘেঁষে চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূব দিকে।

অ্যামনীয়ার রাজা ইতীসারদূম এবং তার কাহিনী সম্বন্ধে উপরে আমি যা বলেছি তাই যথেষ্ট; এর সঙ্গে শুধু তাঁর এই উক্তিটিই যোগ করতে চাই যে (সাইরেনের লোকদের প্রমাণের ভিত্তিতে আমি এ কথার পুনরাবৃত্তি করছি) অনুসন্ধানকারীরা নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছিল; আর ওরা যারা দেশ সফর করেছিলো তারা ছিল এক যাদুকর জাত। ওদের শহরের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে ইতীসারদূম অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করতেন সে নদীটিই হলো নীলনদ। কারণ নীলনদ আসলে লিবিয়া থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। এ নদী লিবিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছে এবং (জানা থেকে অজানা বিষয় অনুমান করার নিয়মে) আমি এ কথা বিশ্বাস করতে তৈরি যে, নীলনদ তার মোহনা থেকে যতোদূরে উৎপন্ন হয়েছে মোহনা থেকে দ্যানিয়ুবের উৎসের দূরত্ব প্রায় তাই। সাইরেনির নিকটে কেল্ট জাতিগুলির বসতিস্থানের মধ্য থেকেই উৎপন্ন হয়ে দ্যানিয়ুব সোজা মধ্যে ইউরোপের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং গিয়ে পড়েছে কৃষ্ণসাগরে ইস্ত্রিয়ার মাইলেসীয়ান উপনিবেশের নিকটে। দ্যানিয়ুবের গতিপথ সকলেরই জানা, কারণ, এ নদী বয়ে চলেছে জনবসতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু নীলনদের কথা আলাদা, এর উৎসের কথা কেউ জানেনা; কারণ লিবিয়ার এমন এক অংশের মধ্য দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত হয়েছে যা লোক বসতিহীন এবং মরুভূমি। জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার পক্ষে যা কিছু জানা সম্ভব হয়েছে তাই আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এ নদী মিশরে ঢুকেছে মিশরের পূববর্তী দেশ থেকে।

মিশর কমবেশি সাইলেসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের বিপরীত* বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ঐ অঞ্চল থেকে একটা মানুষ যদি সোজা কৃষ্ণসাগর পারের সিনোপির পথ ধরে, তার লাগবে পাঁচ দিন; এবং সিনোপি দ্যানিয়ুব নদীর উৎসের বিপরীত দিকে অবস্থিত। তাই আমার বিশ্বাস সমগ্র লিবিয়ার মাঝখান দিয়ে বেয়ে চলা নীলনদ লম্বায় দ্যানিয়ুবের সমান। এব্যাপারে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।

তবে মিশর দেশ সম্বন্ধে আমার আরো অনেক কিছু বলার আছে — কারণ এদেশে বহু উল্লেখযোগ্য বস্তু রয়েছে। তাছাড়া এদেশে এতোবেশি বর্ণনাতীত স্মৃতি সৌধ রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মিশর সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্য এ কারণটিই যথেষ্ট। মিশরের আবহাওয়াই যে কেবল বিশিষ্ট তা নয়। কিংবা নীলনদের আচরণই যে কেবল পৃথিবীর অন্যান্য নদনদী থেকে আলাদা তা নয়; বরং মিশরীয়রা নিজেরাই যেন, চালচলন ও রীতিনীতির দিক দিয়ে, মানব জাতির স্বাভাবিক রীতিনীতির আচরণের বিপরীত পথ বেছে নিয়েছে। নজীরস্বরূপ — মিশরের মেয়ে লোকেরা হাট বাজার করে, ব্যবসাবাণিজ্য করে, আর পুরুষরা ঘরে থাকে এবং তাঁত বোনে। বোনার স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে সুতা চালিয়ে চালিয়ে উপর দিকে যাওয়া, কিন্তু মিশরীয়রা উপর দিক থেকে বুনে নিচের দিকে আসে। মিশরের পুরুষরা তাদের বোঝা মাথায় বহন করে, আর স্ত্রীলোকেরা নেয় কাঁধে। স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে, পুরুষরা পেশাব করে বসে। স্বস্তি ও আরামের জন্য ওরা ঘরের ভেতরে যায়, কিন্তু খাওয়াদাওয়া করে রাস্তার উপরে। ওদের যুক্তি, যা অশোভন অথচ প্রয়োজন তাঁ করতে হবে গোপনে কিন্তু যা অশোভন নয়, তা করা উচিত প্রকাশ্যে। কোনো দেবতা বা দেবীর পূজোর জন্য কোনো রমণী কখনো পুরোহিতের কাজ করে না, এ কাজ উভয়ক্ষেত্রে কেবল পুরুষরাই করে। পুত্রসন্তানেরা যদি না চায় তারা বাপমায়ের লালনপালন করতে বাধ্য নয়, কিন্তু কন্যারা চাক আর না চাক তারা বাপমা'র ভরণপোষণ করতে বাধ্য। অন্যান্য দেশে পুরোহিতরা লম্বা চুল রাখে, কিন্তু মিশরে তারা মাথা কামিয়ে ফেলে। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায় — মৃতের খাশ আত্মীয়স্বজনরা শোক প্রকাশকালে চুল দাড়ি কেটে ফেলে, কিন্তু মিশরীয়রা অন্যান্য সময় চুল দাড়ি কামিয়ে ফেললেও এ সময়ে মাথায় ও চিবুকে চুল না কেটে লম্বা করে। ওরা ওদের পোষা জীবজানোয়ারগুলির সঙ্গে থাকে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা থাকে আলাদা। অন্যান্য দেশের মানুষ গম আর বার্লি খেয়ে জীবন ধারণ করে, কিন্তু ওরা ওদের রুটি তৈরি করে গম, কিংবা কেউ কেউ যেমন বলে, pea দিয়ে। ওরা তা দিয়ে আটার তাল দলাই মলাই করে কিন্তু কাদা দলাইমলাই করে হাত দিয়ে। এমন কি, সরবত ওরা ঘন করে, অথচ অন্যান্য দেশের লোকেরা যারা মিশরীয়দের কাছ থেকে ঘন করা শিখেছে তারা ছাড়া তাদের যৌনঅঙ্গসমূহ প্রকৃতি যেভাবে দিয়েছে সেভাবেই রেখে দেয়।

---

* কেল্ট জাতিগুলি হারকিউলিসের স্তম্ভের ওপাশে বাস করে সাইনেশীয়দের পরেই ; সাইনেশীয়রা হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী।

মিশরের পুরুষরা দুটি কাপড় পরে কিন্তু মেয়েরা পরে একটি। দুরিয়ার সাধারণ রীতি হচ্ছেঃ পালের দড়ি নৌকা বা জাহাজের বহির্দেশে লাগানো কড়ার সাথে শক্ত করে বাঁধা; কিন্তু মিশরীয়রা নৌকা বা জাহাজের ভেতরেই কড়া লাগায় আর সেই কড়ার সাথে পালের দড়ি বাঁধে। লিখতে বা হিসাব করতে গিয়ে মিশরীয়রা গ্রীকদের মতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে যায় না, ডান দিক থেকে বাঁদিকে যায়। ওদের এই বিশ্বাস আপোষহীন যে, ওদের এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর এবং আমাদের নিয়ম 'বাঁউয়া' (left handed) ও কষ্টকর। ওদের লেখা দু'রকম, পবিত্র ও সাধারণ। ওরা অতিমাত্রায় ধর্মভীরু পৃথিবীর যে কোনো জাতির চেয়ে বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওদের কয়েকটি রীতিনীতির উল্লেখ করা যায়। ওরা কাঁসার পাত্র থেকে পানি খায় এবং রোজ একবার করে পাত্রগুলি ঘষেমেজে ঝকঝকে করে তোলে। প্রত্যেকই পানি খায় এভাবে, ব্যতিক্রমহীনভাবে। ওরা সুতার কাপড় পরে; যা সবসময়ই ওরা ধুয়ে সাফসুফিদা রাখে। খৎনা করে পরিছন্নতার খাতিরে। ওরা সৌন্দর্যের চাইতে পরিচ্ছন্নতাকে দাম দেয় বেশি। উকুনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য বা অনুরূপ অন্য কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মিশরের পুরোহিতরা রোজ একবার করে সারা শরীর ক্ষুর দিয়ে চেঁচে ফেলে — ধর্মীয় কোনো কাজ শুরু করার আগে আগে। পুরোহিতরা কেবল সুতি কাপড় পরে এবং প্যাপিরাস গাছের দ্বারা তৈরি জুতা পায় দেয়; পুরোহিতদের পোষাক ও জুতা হিসাবে কেবল এগুলিই পরতে দেয়া হয়। ঠাণ্ডা পানিতে দিনে দু'বার ও রাতের বেলা দু'বার করে ওরা গোসল করে। এছাড়াও অসংখ্য অনুষ্ঠান ওরা পালন করে থাকে। এর মানে এই নয় যে, ওদের জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রতা ছাড়া কিছু নেই। ওরা নানা সুবিধাও ভোগ করে থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ ওদের ব্যক্তিগত খরচ বলতে কিছুই নেই। কারণ ওদের রুটি তৈরি হয় মন্দিরে উৎসর্গীকৃত অর্ঘ্য দিয়ে; তাছাড়া, ওদের রোজকার বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে প্রচুর রাজহাসের গোশ্‌ত, গরুর গোশ্‌ত এবং তার সঙ্গে শরাব। মাছ স্পর্শ করা ওদের জন্য হারাম; আর মটরশুঁটি; কলাই ইত্যাদি ওসবের দিকে ওরা চোখ তুলে চাইতেও পর্যন্ত রাজি নয়; কারণ, ওরা মনে করে ওসব নোংরা, নাপাক। আসলে, মিশরীয়রা কখনো মটরশুঁটি বোনে না, আর যদি কখনো তা এমনি বনেজঙ্গলে জন্মায়, ওরা কখনো তা খাবে না, সিদ্ধ করেও নয়, কাঁচাও নয়। প্রত্যেক দেবতার জন্য ওদের পুরোহিত কেবল একজন নয়, বহু; তবে পুরোহিতদের মধ্যে একজন, যাকে প্রধান পুরোহিত বলা হয়, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র হয় তার উত্তরাধিকারী।

ষাঁড়গুলি দেবতা ইপাফুস বা আপিসের সম্পদ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এ কারণে ষাঁড়গুলিকে নিম্নরূপে পরীক্ষা করা হয়। মনোনীত একজন পুরোহিত ষাঁড়টিকে পরীক্ষা করে এবং তার গায়ে যদি একটি কালো পশমও পায় ওটিকে নাপাক, অপবিত্র বলে ঘোষণা করে। সে পরম যত্নের সাথে ষাঁড়টিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। প্রথমে ওটিকে দাঁড় করায়, তারপর ওটিকে শোয়ায় চিৎ করে। তারপর ষাঁড়টির জিভ টেনে বার করে দেখে ওটিও পরিস্কার কিনা। স্বীকৃত লক্ষণাদি মোতাবেক এ লক্ষণগুলি যে কি তা আমি পরে

আলোচনা করবো। পুরোহিত মশাই ষাঁড়টির লেজও পরীক্ষা করে দেখে, তাতে পশমগুলি ঠিক মতো রয়েছে কিনা। ষাঁড়টি যদি সাফল্যের সাথে এসব কটি পরীক্ষা পাশ করতে পারে, তাহলে পুরোহিত তাকে চিহ্নিত করে; ওর শিঙে প্যাপিরাস দিয়ে এবং মোম দিয়ে তা মোহর করে; মোহর অঙ্কিত আংটি দিয়ে তাতে মোহর মেরে। এরপর ষাঁড়টিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে কোনো জানোয়ার চিহ্নিত না হলে, সেই জানোয়ারকে কেউ বলি দিলে তার কাফ্ফারা হচ্ছে মৃত্যু। বলির নিয়ম নিম্নরূপ ঃ ওরা ষাঁড়টিকে (পূর্বোক্ত নিয়মে চিহ্নিত) ঠিক বলির জায়গায় নিয়ে যায়; এবং আগুন জ্বালে। তারপর সেই আগুনে শরীর আহুতি দিয়ে, আর দেবতার নাম উচ্চারণ করে এরা জানোয়ারটিকে জবাই করে; মাথা কেটে নিয়ে চামড়া তুলে নেয়। মাথাটিকে দেয়া হয় বহু অভিশাপ, তারপর সেটিকে ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাজারে কোনো ইউনানী সওদাগর থাকলে তার কাছে সেটি বিক্রি করে, আর না থাকলে সেটি পানিতে ফেলে দেয়। ওদের অভিশাপ উচ্চারিত হয় একটি পরীক্ষার আকারে, যদি ওদের উপরে বা ওদের দেশের উপরে কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে, তা যেন তাদের উপর আপতিত না হয়ে আপতিত হয় ঐ কর্তিত মুণ্ডুটির উপর। আগুনে শরাব আহুতি এবং বলির পশুর মুণ্ডু কাটার রীতি সকল মিশরীয়ই অনুসরণ করে — ওদের সকল পশু বলির ক্ষেত্রে শেষোক্ত রীতিটিতে জানা যায় কেন মিশরীয়রা কোনো প্রাণীরই মাথা খায় না। নাড়িভুঁড়ি বের করা এবং পোড়ানোর নিয়ম নানারকম। ওরা ওদের যে দেবীকে সবচেয়ে বড় মনে করে এবং যার সম্মানে সবচেয়ে বড় উৎসব উদযাপন করে, তার পূজা করতে গিয়ে ওরা নাড়িভুঁড়ি বের করা ও জ্বালানোর যে রীতি মেনে চলে আমি সেটি বর্ণনা করছি। এক্ষেত্রে ওরা পশুটিকে খালানোর পর প্রথমে প্রার্থনা করে, তারপর ওর গোটা ধড়টি টেনে বার করে, ভেতরে থাকে কেবল নাড়িভুঁড়ি আর চর্বি। এরপর ওরা ওর পা কাঁধ, গলা, এবং রান কেটে ফেলে এবং পূর্ণ পেট ভর্তি করে রুটি, মধু, কিশমিশ, ডুমুর, গুগগুল, মস্তাকি এবং আরো নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে, সকলের শেষে ওরা কিছুটা তেল ঢেলে দেয় ওর উপর এবং আগুন দিয়ে পোড়ায়। বলির আগে সবসময়ই ওরা উপোস করে এবং আগুন যখন জন্তুটিকে পুড়তে থাকে তখন ওরা নিজেদের বুক চাপড়াতে থাকে। অনুষ্ঠানের এই অংশ শেষ হওয়ার পর ওরা পুড়িয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাই খাবার হিসাবে পরিবেশন করে।

সকল মিশরীয়ই ষাঁড় এবং এঁড়ে বাছুর বলির জন্য ব্যবহার করে — যদি এই জানোয়ারগুলি পরিচ্ছন্নতার সকল পরীক্ষায় উৎরে যায়। কিন্তু ওদের জন্য 'গাভী' বলি দেয়া নিষিদ্ধ — কারণ গাভী হচ্ছে দেবী আইসিস কর্তৃক রক্ষিত। দেবী আইসিসের সকল মূর্তিতেই দেখা যায়, একটা নারী দেহের মাথায় গাভীর শিঙ সংযোজিত, এর সঙ্গে মিল রয়েছে গ্রীকদেবী 'আইও'র প্রতিমার। মিশরে সকল প্রাণীর মধ্যে গাভীই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পায়, সকলের কাছে। এ কারণেই, কোনো মিশরীয় নারী অথবা পুরুষই কোনো ইউনানীকে কখনো চুমু খাবে না, অথবা ইউনানী ছুরি, সিক বা ডেগ ব্যবহার করবে না, অথবা পরিচ্ছন্ন বলে ঘোষিত ষাঁড়ের গোশ্তও পর্যন্ত খাবে না, যদি তাকে জবাই করা হয় ইউনানী ছুরি দিয়ে।

মৃত ষাঁড় এবং গাভীর সৎকার করার মিশরীয় রীতিটি অদ্ভুত। গাভী মরলে তাকে ফেলে দেয়া হয় নদীতে, কিন্তু ষাঁড়কে শহরের উপকণ্ঠে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। কখনো একটি, কখনো বা দুটি শিঙই থাকে মাটি থেকে বেরিয়ে — জায়গাটিকে চিহ্নিত করার জন্যে।

যথাসময়ে যখন ষাঁড়টি পচে গলে যায় তখন প্রসোপিতিসি নামক এক দ্বীপ থেকে আসে একটি নৌকা, হাড়গুলি তোলার জন্য। এই দ্বীপটি নীলনদের বদ্বীপ অঞ্চলের একটি অংশ এবং এর পরিধি হচ্ছে নয় শোয়েনি। দ্বীপটিতে কয়েকটি শহর আছে। এর একটি হচ্ছে 'আতার বেচিস্'। নৌকাগুলি এ শহর থেকেই আসে; খুবই পবিত্র একটি মন্দির আছে এ শহরে। মন্দিরটি এফ্রোদিতের উদ্দেশ্যে স্থাপিত। আতার বেচিস্ থেকে বহু লোক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মাটি খুঁড়ে হাড় বার করার জন্য। এগুলি নিয়ে গিয়ে ওরা একটি মাত্র স্থানে জড়ো করে, মাটির নিচে আবার একসঙ্গে পুঁতে রাখে। অন্য যে-সব গরুবাছুর স্বাভাবিকভাবে মারা যায় সেগুলির সৎকারও ষাঁড়ের মতোই করা হয়, কারণ এ-ই হচ্ছে আইন। কোনোটিকেই জবাই করা হয় না। যে সব মিশরীয় থিবিস এলাকায় বাস করে কিংবা থিবিসের জিয়ূস-এর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মন্দির যাদের আছে তারা কেবল ছাগল বলি দেয়, কখনো ভেড়া বলি দেয় না; কারণ সকল মিশরীয় একই দেবতার পূজা করে না, কেবল দুটিই সকলের পূজা পায়। এর একটি হচ্ছে দেবী আইসিস আর অপরটি হচ্ছে দেবতা অসিরিস যাকে ওরা বলে দিওনাইসিয়াস। অপরদিকে যাদের বসতি মেন্দোসীয়ান অঞ্চলে অথবা যারা মেন্দেস্-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরের অধিকারী তারা কখনো ছাগল বলি দেয় না, কেবল ভেড়াই বলি দেয়।

থিবীয় এবং যারা তাদের অনুসারী তারা ভেড়া বলি না দেয়ার কারণ সম্পর্কে হিরাক্লিসের একটি কাহিনীর অবতারণা করে থাকে। ওরা বলে — হিরাক্লিসের একবার পরম বাসনা হলো — তিনি 'জিয়ূস'কে দেখবেন।

জিয়ূস কিন্তু তাঁর এই বাসনা পূরণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু হিরাক্লিস পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। জিয়ূস তখন তা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এক উপায় বার করেন। তিনি করলেন কি — একটা ভেড়াকে খালিয়ে তার মুণ্ডুটা কেটে আলাদা করে নিলেন, তারপর ভেড়ার মুখটাকে নিজের সামনে ধরে এবং ভেড়ার খাল দিয়ে নিজের গা ঢেকে হিরাক্লিসকে দেখা দিলেন। মিশরীয়রা যে কেন দেবতা জিয়ূসের মুখ ভেড়ার মুণ্ডুর মতো মনে করে, তার ব্যাখ্যা এই কাহিনীতেই মিলবে, জিয়ূসের এরূপ প্রতিমা কল্পনার রীতি অ্যামোনীয়দের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে। অ্যামোনীয়ানরা হচ্ছে মিশরীয় ও ইথিয়োপীয়দের একটি মিশ্র উপনিবেশ। ওরা এমন এক ভাষায় কথা বলে যার অনেক মিল রয়েছে মিশরীয় ও ইথিয়োপীয়দের ভাষার সাথে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয় অ্যামোনীয়ানরা তাদের নামও এই সূত্র থেকেই গ্রহণ করেছে, কারণ, এমন হচ্ছে জিয়ূসের মিশরীয় নাম। তাহলে থিবীয়রা যে কেন ভেড়া বলি দেয় না বরং ভেড়াকে যে কেন পবিত্র জীব বলে মনে করে তার কারণ এই। তা সত্ত্বেও জিয়ূসের উৎসবের দিনে,

যা বছরে মাত্র একবারই হয়ে থাকে, ওরা এই প্রথা লঙ্ঘন করে এবং ভেড়া বলি দেয় — কেবল একটি মাত্র ভেড়া। ওরা ভেড়াটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে খালটা তুলে নিয়ে তা জিয়ুসের মূর্তির গায়ে পরিয়ে দেয়, যেমনটি জিয়ুস এককালে নিজেই করেছিলেন ঃ তারপর ওরা জিয়ুসের মূর্তির সামনে স্থাপন করে হিরাক্লিসের একটা মূর্তি। এরপর অনুষ্ঠানে যোগাদানকারী সকলে মিলে বুক চাপড়াতে থাকে, যেন তারা ভেড়ার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করছে। পরে ওরা ভেড়াটির হাড়গোড় একটি পবিত্র মন্দিরে সমাহিত করে।

আমাকে বলা হলো ঃ এই হিরাক্লিস বারোজন দেবতার অন্যতম; ইউনানীরা যে হিরাক্লিসের সাথে পরিচিত তিনি অন্য হিরাক্লিস। তাঁর সম্পর্কে আমি মিশরে কোথাও কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি। যাই হোক, এ কথা সত্য যে হিরাক্লিস নামটি মিশরীয়রা ইউনানীদের কাছ থেকে নেয়নি। ইউনানীরাই যারা অ্যামফিত্রায়নের পুত্রের এই নামকরণ করে। এই নামটি আমদানি করেছিল মিশর থেকে। এ মতের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট, বিশেষ করে এ তথ্যই তো একটি অকাট্য প্রমাণ যে হিরাক্লিসের বাপ মা অ্যামফিত্রায়ন এবং আলেক্‌মিনি দু' জনই মিশরীয়। তাছাড়া, মিশরীয়রা বলে ওরা পসেইদন অথবা দিওসকুরির নাম জানে না। এবং এ দু'জনকে অন্যান্যের মধ্যে দেবতা বলে মানে না। এ কথা নিশ্চিত যে ওরা যদি ইউনানীদের কাছ থেকে কোনো দেবতার নাম গ্রহণই করতো তাহলে ঠিক এই দুটি নামের সাথেই ওদের পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশি। অবশ্য, মিশরীয়রা ঐ সময়ের আগে থেকেই ছিল একটি সমুদ্রগামী জাতি, এবং কিছু কিছু ইউনানীও সমুদ্রে যাতায়াত করতো। আমার বিশ্বাস যদি আমি মারাত্মক ভুল করে থাকি তাহলে অন্য কথা। মিশরীয়রা যেহেতু নাবিক জাতি তাই হিরাক্লিসের নামের সাথে পরিচিত হবার আগেই ওরা পসেইদন ও দিওসকুরির নামের সাথে পরিচিত হতো।

যাই হোক, মিশরীয়দের মতে স্মরণাতীত কাল থেকেই হিরাক্লিস নামক এক দেবতা রয়েছে। ওরা বলে অ্যামাসিস–এর রাজত্বকালের সতেরো হাজার বছর আগে আটজন দেবতা থেকে এই বারোজন দেবতার সৃষ্টি হয়। আর হিরাক্লিস হচ্ছেন এই বারো জনের অন্যতম। এ বিষয়ে খুবই নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া হয়তো সম্ভব ছিলো না। তবু এ ব্যাপারে আমি আমার মনের সন্তুষ্টির জন্য ফিনিসীয়ার টায়ার শহরে যাত্রা করি, কারণ আমি শুনেছিলাম ওখানে হিরাক্লিসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খুবই পবিত্র একটা মন্দির রয়েছে। সে মন্দিরে গিয়ে দেখলাম যে সব উৎসর্গীকৃত বস্তুর দ্বারা সেটি সজ্জিত সে সবের সংখ্যা বহু এবং সেগুলি খুবই দামী; এর মধ্যে ছিল দুটি স্তম্ভ, একটি খাঁটি সোনার তৈরি। অপরটি তৈরি পান্না দিয়ে যা অন্ধকারে আলো বিকিরণ করতো — এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আলো।

পুরোহিতদের সাথে আলাপ করতে করতে আমি জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরটি কতো আগে নির্মিত হয়েছে। তাঁদের জবাব থেকে জানতে পারলাম ওঁরাও ইউনানীদের সাথে একমত নয়। ওঁরা বললেন — মন্দিরটি টায়ার শহরের মতোই পুরনো এবং টায়ারেরই

দু'হাজার তিনশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ওখানে আমি আরো একটি মন্দির দেখতে পাই — মন্দিরটি থেসীয় হিরাক্লিসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এ কারণে, আমি থেসোস রওনা করি আর সেখানে ফিনিসীয়ানদের তৈরি এক হিরাক্লিসের মন্দির দেখি। ওরা নাকি ইউরোপের খোঁজে বের হয়ে এখানে এসে বসতি গেড়েছিলো।

এ ব্যাপারটিও ঘটেছিলো গ্রীস দেশে অ্যামফিত্রায়নের পুত্র হিরাক্লিস আবির্ভূত হওয়ার পাঁচ পুরুষ আগে। এসব অনুসন্ধানের সাদামাটা ফল এটাই প্রমাণ করে যে হিরাক্লিসের পূজা অতি প্রাচীন। আমার মতে, যে সব ইউনানী এই দেবতার পূজার দুটি রীতি মেনে চলে, তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করছে। ওরা দুটি মন্দির স্থাপন করে একটিতে হিরাক্লিসকে পূজা করে অলিমপীয়ান ঐশী দেবতারূপে, অপরটিকে পূজা করে উপদেবতা বা বীররূপে। সাধারণভাবেই, ইউনানীদের কাল্পনিক কাহিনী উদ্ভাবনের দুর্বলতা রয়েছে — যার সত্যিকার কোনো বুনিয়াদ নেই। এর মধ্যে, হিরাক্লিস কি করে মিশরে এলেন, কেমন করে তাকে মিশরীয়রা নিয়ে গেলো ঘটা করে, কপালে বলির মালা পরিয়ে জিয়ূসের নিকট বলি দিতে, কেমন ক'রে চুপ করেছিলেন তিনি যতক্ষণ না বেদিতে বলির আসল অনুষ্ঠান শুরু হলো এবং তিনি তার শক্তি প্রয়োগ করে সবাইকে হত্যা করলেন — এই কাহিনীটিই সবচেয়ে উদ্ভট ও হাস্যকর। অন্তত আমার জন্য প্রমাণ হিসাবে এই যথেষ্ট যে, ইউনানীরা মিশরীয়দের প্রকৃতি এবং রীতিনীতির কিছুই জানে না। মিশরীয়দের জন্য পশুবলি নিষিদ্ধ — কেবল ভেড়া, রাজহাঁস আর সেই সব ষাঁড় ও এঁড়ে বাছুর ছাড়া — পরিছন্নতার সকল পরীক্ষায় যেগুলি উৎরে গেছে। কাজেই এ কি করে সম্ভব যে ওরা মানুষ বলি দেবে? তাছাড়া, হিরাক্লিস যদি মানুষই হয়ে থাকেন, যেমন ওরা বলে থাকে এবং একলাই হয়ে থাকেন, তাহলে এ কি করে কল্পনা করা যায় যে, তিনি হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছিলেন? আশা করি, আমি এসব বিষয়ে যা বললাম তার জন্য দেবতা ও বীরেরা আমাকে মাফ করবেন।

আগেই বলেছি, মিশরীয়রা (মেন্দেসীয়ানর) ছাগল বলি দেয় না — সে ছাগ হোক, আর ছাগীই হোক। এর কারণ ওরা মনে করে, দ্বাদশ দেবতার আবির্ভাবের পূর্বে যে আটজন দেবতা ছিলো, 'প্যান' হচ্ছে তাদেরই একজন। চিত্রকর ও ভাস্কর শিল্পীরা প্যানের যে মূর্তি কল্পনা করেছেন তা অধিকাংশ ইউনানীদেরই মতো; ওদের কল্পনায় প্যান দেবতার মুখ ও পা হচ্ছে ছাগলের মুখ ও পায়ের মতো। প্যান যে আসলে এ রকমই তা নয়, বরঞ্চ ওরা বিশ্বাস করে না যে, চেহারার দিক দিয়ে এ দেবতা অন্যান্য দেবতা থেকে আলাদা। তবে প্যানের ছবি যখন ওরা আঁকে তখন ঐ রকমই আঁকে। কেন আঁকে, সে কারণ আমি উল্লেখ করতে চাইনে। মেন্দেসীয়রা সকল ছাগলকেই ভক্তি করে, বিশেষ করে পাঁঠাগুলিকে — যাদের সেবাইতরা বিশেষ সম্মানের পাত্র। ওদের মধ্যে একজনের সম্মান সকলের চেয়ে বেশি। তিনি যখন মারা যান তখন গোটা প্রদেশটি তাঁর জন্য মাতম করে। মেন্দেশ্ হচ্ছে প্যান এবং ছাগল, উভয়েরই মিশরীয় নাম। খুব বেশি দিন আগে নয়, এ প্রদেশেই সকলের চোখের সামনে একটি পাঁঠা ছাগল এক রমণীর উপর

চড়াও হয়। ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। শূকরকে এদেশের লোকেরা অপবিত্র মনে করে। কেউ যদি পথ চলতে গিয়ে কখনো ভুল করে শূকরকে স্পর্শ করে সে তখনি তার কাপড় চোপড় নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে গোসল করার জন্য। শূকরের রাখালরা রক্তের দিক দিয়ে খাঁটি মিশরীয় হলেও মিশরে কেবল ওরাই কখনো মন্দিরে ঢুকতে পারে না। ওদের এবং ব্যকি মিশরীয়দের মধ্যে আন্তঃবিবাহ হয় না। শূকর পালকদের কেবল নিজেদের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়।

যে দুটি মাত্র দেবতার নিকট মিশরীয়রা শূকর বলি দেয়া অন্যায় মনে করেনা, তারা হচ্ছে দীওনাইসাস এবং চন্দ্র। এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যেই ওরা একই দিনে, পূর্ণিমার রাতে শূকর বলি দেয় এবং পরে এর মাংস খায়। এছাড়া, অন্য কোনো উৎসবে ওরা যে শূকর বলি দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না, তার ব্যাখ্যাস্বরূপ ওদের মধ্যে একটি কাহিনী চালু আছে। কাহিনীটি আমি যদিও জানি তবু তা উল্লেখ না করাই শোভনতরো মনে করি। চন্দ্রের নিকট শূকর বলি দেয়ার নিয়ম হচ্ছে, ওটাকে জবাই করা, লেজের আগা, যকৃত, মাথার ছাল একত্র করা এবং পেটে যে চর্বি আছে তাই দিয়ে ওগুলিকে ঢেকে দিয়ে আগুনে পোড়ানো। বাকি মাংস, যেদিন শূকর বলি দেয়া হয় সেই দিনই পূর্ণিমার রাতে ওরা আহার করে। আর কোনো দিনই ওরা শূকর মাংস স্পর্শ করতে রাজি নয়। যেসব লোকের সঙ্গতি কম, তারা ময়দার তাল দিয়ে শূকরের মূর্তি তৈরি করে ঢেকে নেয়। তারপর, আসল শূকরের বদলে সেটি উৎসর্গ করে।

দীওনাইসিয়াসের উৎসবের শুরুতে প্রত্যেকে তার বাড়ির দরোজার সামনে একটি করে শূকর বলি দিয়ে থাকে। জবাই করার পর যে শূকরপালকের নিকট থেকে ওটি কেনা হয়েছিলো তাকেই আবার তা ফিরিয়ে দেয়া হয়। শূকরপালক তখন সেটি তুলে নিয়ে যায়। অন্যান্য দিক দিয়ে, দীওনাইসিয়াসের উৎসব পালনের রীতিনীতি প্রায় অবিকল ইউনানীদেরই মতো — তফাৎ শুধু এই যে মিশরীয়রা দল বেঁধে নাচে না। লিঙ্গের পরিবর্তে ওরা তৈরি করে ছোট ছোট প্রতিমা, উচ্চতায় ওগুলি আঠারো ইঞ্চি হয়। এই সব প্রতিমার লিঙ্গ আকারে প্রায় মূর্তিগুলিরই মতো বড়ো করে বানানো হয় । মেয়েরা যখন মূর্তিগুলিকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে তখন তারের সাহায্যে লিঙ্গগুলিকে উঠানোনামানো হয়। মিছিলের আগে আগে বাঁশী বাজিয়ে চলে লোকেরা, এবং ওদের পেছনে পেছনে চলার সময় মেয়েরা দীওনাইসিয়াসের উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র গেয়ে থাকে। লিংগের এই আকৃতি এবং এর প্রতিমার সারা শরীরের মধ্যে কেবল যে এই অঙ্গটিকেই নাড়ানো হয়, এর এক ধরনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

মনে হয়, আমাইথিয়োনের পুত্র মেলাম্‌পুস্‌ এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবকিছু জানতেন; কারণ গ্রীসে তিনিই দীওনাইসিয়াসের নাম প্রবর্তন করেন আর তার সাথে আমদানি করেন দীওনাইসিয়াসের উদ্দেশ্যে বলিদানের প্রথা, এবং লিঙ্গ মিছিল। অবশ্য এই মতবাদের তাৎপর্য তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। কিংবা এর সম্পূর্ণ বিবরণও দেননি; এর পূর্ণতর বিকাশ সাধন করেছিলেন পরবর্তী ওস্তাদেরা। তা সত্ত্বেও মেলাম্‌পুস্‌ই লিঙ্গ

শোভাযাত্রা প্রবর্তন করেন। আজকাল ইউনানীরা যে সব রীতিনীতি পালন করে সেগুলি ওরা মেলাম্‌পুসের কাছেই শিখেছিল। আমার মতে, মেলাম্‌পুস ছিলেন একজন দক্ষ মানুষ, তিনি আগাম কথা বলার ক্ষমতা হাসিল করেছিলেন এবং তিনি যে সব বিষয় মিশরে শিখেছিলেন তার মধ্যে দীওনাইসিয়াসের পূজাও রয়েছে; সামান্য রদবদল করে তিনি তা গ্রীসে আমদানি করেন। গ্রীসে এবং মিশরে একই ধরনের যে সব অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলি আকস্মিক মিল মাত্র, একথা আমি কখনো মানবো না। তাই যদি হতো তাহলে আমাদের রীতিনীতিগুলির প্রকৃতি হতো আরো অনেক বেশি ইউনানী ধরনের, এবং সময়ের দিক দিয়ে হতো আরো অনেক বেশি প্রাচীন। আমি এ কথাও স্বীকার করবোনা যে মিশরীয়রা কখনো এই প্রথা বা অন্য কোনো রীতি গ্রীসের কাছ থেকে ধার করেছিলো। মেলাম্‌পুস সম্ভবত টায়ারের ক্যাডমুস এবং তার সঙ্গে যে সব লোক ফিনিসীয়া থেকে এসে বর্তমানে বোয়েশীয়া নামে পরিচিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তাদের নিকট থেকেই দীওনাইসিয়াসের পূজার কথা জানতে পেরেছিলো। প্রায় সকল দেবদেবীর নামই মিশর থেকে আমদানি হয় গ্রীসে। অনুসন্ধান করে আমি জানতে পেরেছি, এই নামগুলি এসেছে বিদেশ থেকে এবং খুব সম্ভব মিশর থেকে। কারণ অনাদি কাল থেকেই, কেবল পসেইদন ও দিওসকুর ছাড়া, আর সবকটি নামই মিশরে পরিচিত। এমন কি হিরা, হেস্তিয়া, থেসিস, দিগ্রেসেস এবং নীরিদস–এর নামও। এ ব্যাপারে মিশরীয়রাই আমার প্রমাণ। আমার মনে হয় মিশরীয়রা যে সব দেবদেবীর নাম জানে না তাদের নামকরণ করেছিলো পেলাস্‌জীয়ানরা, কেবলমাত্র পসেইদনের নাম ছাড়া। এ নামটি ওরা শিখেছিলো লিবীয়ানদের নিকট থেকে। লিবীয়ানরাই একমাত্র জাতি যারা সবসময় পসেইদনের নাম জানতো এবং তাকে পূজা করতো; বীর পুরুষরা অর্থাৎ যেসব মানুষ পরবর্তীকালে দেবতায় উন্নীত হয়েছে মিশরীয়দের ধর্মে তাদের স্থান নেই।

তাহলে, এসব রীতিনীতি, এবং আরো যে সব প্রথা সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেগুলি মিশরীয়দের কাছ থেকেই ধার করেছিলো ইউনানীরা। অবশ্য ইউনানীরা হার্মিসের উত্থিত লিঙ্গসহ যে ধরনের মূর্তি তৈরিতে অভ্যস্ত সে প্রথার বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। এথেনীয়রা এ রীতি গ্রহণ করে পেলাসজীয়সদের কাছ থেকে এবং পরে এথেনীয়দের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে গ্রীসের আর সকল অঞ্চলে। কারণ এথেনীয়ানরা ঠিক যে সময়ে হেলেনী জাতীয়তা গ্রহণ করছিলো সেই সময়েই পেলাসজীয়রা এসে ওদের সাথে যোগ দেয় এবং এভাবে প্রথম ওরা ইউনানী হিসাবে গণ্য হয়। যে সব ব্যক্তি 'ক্যাবিরি' আচারঅনুষ্ঠানাদির রহস্যের সঙ্গে পরিচিত তারা সকলেই জানে, আমি কি বলতে চাইছি। এসব আচারঅনুষ্ঠান স্যামোথেসের লোকেরা শিখেছিলো পেলাসজীয়দের কাছ থেকে যারা আতিকায় চলে যাওয়ার আগে ঐ দ্বীপেই বাস করতো, এবং এথেনীয়দের এ সব রহস্যের বিষয়ে জানাতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, এথেনীয়ানরাই হচ্ছে প্রথম গ্রীক যারা উত্থিত শিশ্নসহ হার্মিসের মূর্তি বানাতো, ওরা এই রীতি শিখেছিলো পেলাসজীয়ানদের কাছ থেকে। পেলাসজীয়ানেরা এক বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে থাকে,

যে মতবাদের প্রকৃতি স্যামোপ্রোসীয় মূল রহস্যে সুস্পষ্ট। ডডোনায় আমি যা শুনলাম তাতে জানতে পারলাম, প্রাচীনকালে পেলাসজীয়ানরা সকলপ্রকার বলিই দিতো, এবং দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতো, তবে দেবতাদের মধ্যে নাম বা উপাধির কোনো পার্থক্য ছিলো না। কারণ তখনো ওরা এ ধরনের কোনো নাম বা উপাধি শুনেনি। ওরা দেবতাদের ডাকতো গ্রীক শব্দ "থিওই" দ্বারা। 'থিওই' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্যবস্থাপক; কারণ ওরা সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে, এবং প্রত্যেকটি বস্তু বা বিষয়কে যথাযথভাবে বিন্যাস করেছে এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্য তার স্থাননির্দেশ করেছে সঠিক শ্রেণীতে। বহুকাল পরে মিশর থেকে দেবতাগুলির নাম গ্রীসে আমদানি করা হয়, এবং পেলাসজীয়ানরা এ ভাবেই সেগুলি লেখে। কেবল দীওনাইসিয়াসের নাম ছাড়া। এই নামটির সাথে আরো অনেক পরে ওরা পরিচিত হয়। তারপর, কালক্রমে ওরা সে সময়ে গ্রীসের একমাত্র এবং সবচেয়ে পুরনো দৈবজ্ঞস্থান ডডোনায় লোক পাঠায়, বিদেশ থেকে আমদানি করা দেবতাদের নাম গ্রহণ করা উচিত কিনা, তা জানার জন্য। দৈবজ্ঞ ঐসব নাম গ্রহণ করার পক্ষে মত দেয়। সে সময় থেকেই পেলাসজীয়ানেরা বলি দেয়ার সময় দেবতাদের নাম ব্যবহার করতে থাকে। এভাবে পেলাসজীয়ানদের কাছ থেকেই সেগুলি পরে চলে যায় গ্রীসে।

কিন্তু আমার মতে, মাত্র এই সেদিন ইউনানীরা জানতে পেরেছে কি করে বিভিন্ন দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছে। তাছাড়া তাদের চেহারা কি এবং তাদের সকলেই সবসময় বিদ্যমান ছিলো কি না। কারণ হোমার ও হেসিয়দ দেবদেবীদের নসবনামা রচনা করেছেন এবং দেবতাদের প্রত্যেককে যথোপযুক্ত নাম, কাম ও ক্ষমতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আমার বিশ্বাস তারা চার শো বছরের আগে জীবিত ছিলেন না। যে সব কবি ওঁদের পূর্বসুরি ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, আমার মতে, তাঁরা আসলে পরবর্তীকালের লেখক। অবশ্য এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত; কিন্তু এ সব বিষয়ে আমার উক্তির প্রথমাংশের প্রমাণ হিসেবে আমি ডডোনার আচার্যার উপর নির্ভর করছি।

গ্রীসের অন্তর্গত ডডোনা এবং লিবিয়ার অ্যামোন-এর দৈবজ্ঞস্থান সম্বন্ধে মিশরীয়রা নিম্নবর্ণিত কাহিনীর অবতারণা করে থাকে। থিবিসের জিয়ুসের পুরোহিতদের মতে মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত দুটি রমণীকে একবার ফিনিশীয়রা ধরে নিয়ে যায় এবং একজনকে লিবিয়ায় ও অপরজনকে গ্রীসে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। ওরাই নাকি ঐ দুই দেশে দুটি দৈবজ্ঞস্থান প্রতিষ্ঠিত করে। আমি থিবিসের পুরোহিতদের জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি এ বিষয়ে তাদের এই নিশ্চয়তার ভিত্তি কি? জবাবে ওরা বললো, সে সময়ে ঐ দুটি রমণী সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নেয়া হয়েছিলো এবং অনুসন্ধানের ফল যেভাবে বিবৃত হয়েছে ঘটনা আসলে তাই বটে। অবশ্য ডডোনায় যে সব সন্ন্যাসিনী দৈববাণী প্রকাশ করে তারা ভিন্ন কাহিনী বলে। ওরা বলে, দুটি কালো ঘুঘু থিবিস থেকে উড়ে গিয়েছিলো মিশরে, ওদের একটি বসে ডডোনায়, আরেকটি লিবিয়ায়। প্রথমটি বসেছিলো একটি ওক্‌গাছের শাখায়, আর মানুষের ভাষায় ওদের বলেছিলো ঠিক ঐ স্থানেই দেবতা

জিয়ূসের জন্য একটি 'ওরাকল' স্থাপন করতে হবে। যারা ওর কথা শুনেছিলো, তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এই কথাগুলি দেবতারই হুকুম, কাজেই কালবিলম্ব না করে ওরা তার হুকুম পালন করে। এভাবে যে ঘুঘুটি লিবিয়ায় গিয়ে বসেছিলো, সেটি লিবীয়ানদের বলেছিল ওখানে দেবতা অ্যামোন-এর 'ওরাকল' প্রতিষ্ঠিত করতে আর এটিও হচ্ছে জিয়ূসেরই 'ওরাকল'। আমাকে ডডোনার তিনটি আচার্যা এসব তথ্য সরবরাহ করে। এদের নাম হচ্ছে সকলের বড় প্রমিনীয়া, মধ্যমা তিমারীতে এবং কনিষ্ঠা নিকান্দ্রা। ডডোনার মন্দিরের সাথে যে সব ডডোনীয় কোনো না কোনো সম্পর্কে সম্পর্কিত রয়েছে তারা মনে করে, এ বিবরণ সত্য। অবশ্য আমি নিজে একথাই বলবো যে, ফিনিসীয়ানরা সত্যি সত্যি মেয়েগুলিকে মন্দির থেকে অপহরণ করে যথাক্রমে লিবিয়া ও গ্রীসে এনে বিক্রি করে থাকলে, যাকে গ্রীসে (অথবা পেলাসজিয়ায়, যা ছিলো তখন গ্রীসের নাম) আনা হয়েছিলো নিশ্চয়ই তাকে থেস্‌প্রোশীয়ানদের নিকটই বিক্রি করা হয়, এবং পরে সে যখন দেশের ঐ অংশে বাঁদির কাজ করছিলো তখন ওখানে বেড়ে ওঠা একটি ওকগাছের নিচে সে জিয়ূসের জন্য একটি মন্দির তৈরি করে। কারণ, নির্বাসিত জীবনে, তার নিজ দেশ থিবিসে সে যে দেবতার পূজা করতো তাকে স্মরণ করা তার পক্ষে ছিলো খুবই স্বাভাবিক। পরে যখন সে ইউনানী ভাষা শেখে তখন সে ওখানে একটি দৈবজ্ঞস্থান স্থাপন করে এবং একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাকে যে সব ফিনিসীয়ান এনে বিক্রি করেছিলো তারাই তার বোনকেও লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। ডডোনার লোকেরা ঘুঘুর যে কাহিনী বলে তার উৎস আমার মতে এই যে, মেয়েগুলি ছিলো বিদেশী, যাদের ভাষা ওদের কাছে পাখির কিচিরমিচিরের মতো শোনাতো, কিন্তু পরে ঐ ঘুঘু দুটি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারতো, কারণ ইত্যবসরে ওরা কিচিরমিচির ছেড়ে দিয়ে এমন ভাষায় কথা বলতে শিখেছিলো যা বোঝা যায়। ঘুঘুর পক্ষে যে মানুষের ভাষায় কথা বলা সম্ভব নয় এভাবেই আমি তার ব্যাখ্যা করতে চাই। পাখিগুলির রঙ কালো হওয়া সম্পর্কে কেবল এই বলবো যে, মেয়েগুলি ছিলো মিশরীয়। এ কথা সত্য যে, থিবিস এবং ডডোনার 'ওরাকল' দুটি একই প্রকৃতির। বলির পশুর পরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করার আরেকটি পদ্ধতিও মিশর থেকেই আসে। তাছাড়া, মিশরীয়রাই উৎসব, সভা, মিছিল এবং মন্দিরে প্রার্থনা-বিধি প্রবর্তন করে আর ইউনানীদের শেখায়। আমার এ কথার প্রমাণ এই যে এগুলি সন্দেহাতীতভাবেই বহু প্রাচীনকাল থেকে মিশরে চালু রয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি এগুলি প্রবর্তিত হয়েছে গ্রীসে। মিশরীয়রা জাঁক জমক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মজলিসে, বছরে কেবল একবার নয় কয়েকবারই মিলিত হয়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি মানুষের উপস্থিতিতে জমজমাট উৎসব হচ্ছে 'বুবাসতিস্'-এ আর্টেমিসের উৎসব। গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় হচ্ছে, বুসাইরিসের সমাবেশ; এ শহরটির অবস্থান নীল দরিয়ার বদ্বীপের মাঝখানে। এতে আইসিস-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত একটি বিশাল

মন্দির রয়েছে; আইসিস্‌-এর সম্মানেই এখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেমিতারের মিশরীয় রূপ এই আইসিস্‌। এছাড়া সমাবেশ হয় এথেনার সম্মানে সাইস্‌-এ, সূর্যের সম্মানে হেলিওপোলিস-এ, লেটোর সম্মানে বুতোয় এবং আরিস-এর সম্মানে প্যাপরেমিশ্‌-এ।

বুবাসতিস-এ অনুসৃত রীতি এরূপ; মেয়ে পুরুষ মিলে ওরা বজরায় করে একসাথে আসে। একেক নৌকায় অনেক নরনারী। পথে, কয়েকজন স্ত্রীলোক বিরামহীনভাবে খোল করতাল বাজিয়ে চলে, পুরুষদের কেউ কেউ বাঁশের বাঁশি বাজায়, বাকি সব নারীপুরুষ মিলে গান গায় ও হাততালি দেয়। যখনি ওরা নদী তীরের কোনো শহর অতিক্রম করে ওরা ওদের বজ্‌রাকে তীরের কাছে নিয়ে আসে। কিছু সংখ্যক মেয়ে তখনো আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি সেরূপই করে চলে, কিন্তু অন্যরা ঐ শহরের মেয়ে লোকদের চিৎকার করে গালিগালাজ করে, অথবা দাঁড়িয়ে তাদের আঁচল ঝাঁটকি দিয়ে উঠাতে নামাতে থাকে। "বুবাসতিস'-এ পৌঁছানোর পর ওরা নানারকম বলি ও অর্ঘ্য সহযোগে উৎসব পালন করে, এবং বছরের বাকি সময়ে ওরা যতো শরাব পান করে ঐ সময়েই তার চেয়ে বেশি শরাব ওরা খায়। স্থানীয় বর্ণনা মতে, ওখানে যে সব নারীপুরুষের সমাবেশ ঘটে ওদের সংখ্যা, শিশুদের বাদ দিয়ে, সাত লাখের মতো হবে।

বুসাইরিস-এ আইসিস্‌-এর উৎসবের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ওখানেই উপস্থিত লাখো লাখো নরনারীর প্রত্যেকে বলির পর বুক চাপড়ায়। অবশ্য কার সম্মানে ওরা এরূপ করে তা আমার পক্ষে বলা শোভন হবে বলে মনে করি না। মিশরে যে সব ক্যারীয়ান বাস করে তারা এদেরও ছাড়িয়ে যায়, এবং ছুরি দিয়ে নিজেদের কপাল ক্ষতবিক্ষত করে। এভাবেই ওরা প্রমাণ করে যে ওরা বিদেশী, মিশরীয় নয়।

সাইস-এ যে রাতে বলি দেয়া হয় সেই রাতে প্রত্যেকে বাড়িঘরের চারপাশে খোলা জায়গায় অসংখ্য বাতি জ্বালায়। ওদের বাতিগুলি হচ্ছে তেল ও নুনভর্তি চেপ্টা থালা, যাতে ভাসিয়ে দেয়া হয় একটি সল্‌তে আর ঐ সল্‌তে সারা রাত পুড়ে পুড়ে আলো দিতে থাকে। এই উৎসবকে বলা হয় দীপালি উৎসব। যে সব মিশরীয় এ উৎসবে যোগ দিতে পারে না তারাও বলির এই রাত উদযাপন করে প্রদীপ জ্বালায়। ফলে ঐ রাতে প্রদীপ কেবল সাইসেই জ্বলে না, সারা দেশ জুড়েই জ্বলে। ওদের এসব উৎসবের নিয়মকানুন ও তারিখের মূলে রয়েছে একটি পবিত্র ঐতিহ্য।

হেলিওপোলিস্‌ ও বুতোয় যে জমায়েত হয় সে কেবল বলি দেয়ার জন্য। কিন্তু প্যাপরেমিশ-এ, অন্যান্য জায়গায় মামুলি যে সব অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং যেসব বলি দেয়া হয় সে সব ছাড়াও একটি খাস পর্ব পালিত হয়ে থাকে। সূর্য যখন ডুবুডুবু হয় তখন পুরোহিতদের মাত্র কয়েকজন দেবতার প্রতিমার পূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর বেশির ভাগই কাঠের লাঠি হাতে নিয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকে; ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়ায় আরেকদল মানুষ, সংখ্যায় হাজারের বেশি। ওদের হাতেও লাঠি, ওরা জমায়েত

হয় দেবতার সামনে শপথ নেয়ার জন্য। পর্বের আগের দিন, একটি কাঠের তৈরি ও সোনার পাতে মোড়া ছোট্ট মন্দিরে স্থাপিত দেবতার প্রতিমাটিকে সেই মন্দিরসহ পবিত্র মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। যে অল্প কজন পুরোহিতের উপর এই দেবতার সেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা প্রতিমাটিকে সেই সোনার পাতে মোড়া কাঠের তৈরি ছোট্ট মন্দিরসহ একটি চারচাক্কাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর স্থাপন করে; এবং মন্দিরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অন্যরা, যারা মন্দিরের প্রবেশ পথে খাড়া থাকে তারা ওটিকে মন্দিরের ভেতরে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু শপথ নেয়ার জন্য যে সব ভক্ত উপস্থিত থাকে, তারা দেবতার পক্ষ নেয় এবং ওদের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরস্পর এ আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়, ফলে এক তীব্র লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ লড়াই–এ অনেকেরই মাথা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, এবং জখম থেকে যারা সত্যি সত্যি মারা যায় তাদের সংখ্যাও কম নয়। যাই হোক, আমার ধারণা এরূপই, যদিও, মিশরীয়রা আমাকে বলেছিলো এ ধরনের লড়াই–এ কেউ মারা যায় না।

স্থানীয় লোকেরা এই উৎসবের উৎস সম্পর্কে একটি কাহিনী বলে থাকে। সে কাহিনীটি এই ঃ এককালে আরিস–এর মা এই মন্দিরে বাস করতো। আরিস নিজে লালিত পালিত হয়েছিল অন্য জায়গায়। কিন্তু বয়স হবার পর সে তার মা–এর সাথে পরিচিত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং এ উদ্দেশ্যে সে তার মা যে মন্দিরে ছিলো সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তার মার ভৃত্যরা তাকে আগে কখনো দেখেনি বলে তাকে মন্দিরে ঢুকতে দিলো না। ওরা আরিসকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে। তখন আরিস অন্য এক শহরে গিয়ে লোকজন যোগাড় করে এবং জোর করে মন্দিরে প্রবেশ করে। এই কাহিনীকেই লাঠি নিয়ে লড়াই যে কেন আরিস–এর উৎসবের একটি অঙ্গ তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

মিশরীয়রাই প্রথম মন্দিরের ভেতরে নারীসঙ্গম অথবা নারীসঙ্গমের পর গোসল না করে মন্দিরে প্রবেশ ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে ঘোষণা করে। মিশরীয় এবং ইউনানী ছাড়া আর প্রায় কোনো জাতিরই এ ধরনের কোনো নৈতিক বিচার বোধ নেই। বরং সকলেই মনে করে এ ব্যাপারে পুরুষ ও রমণী অন্যান্য জীবজানোয়ার থেকে আলাদা নয় — যাদের ওরা মন্দিরের ভেতরে এবং পবিত্র স্থানসমূহে, সে পশুই হোক আর পাখিই হোক, সব সময়ই সঙ্গম করতে দেখে। সংশ্লিষ্ট দেবতার যদি এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতো নিশ্চয়ই সে তা হতে দিতো না। এই হচ্ছে থিওরি। তা সত্ত্বেও আমি এ অভ্যাসকে কখনো সমর্থন করবোনা। ধর্মের সাথে সম্পর্কিত আর সকল বিষয়ে মিশরীয়রা খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যেমন খুব হুঁশিয়ার তেমনি এ বিষয়েও তারা অতিমাত্রায় সতর্ক।

মিশরের সীমান্ত লিবিয়ার সাথে যুক্ত হলেও মিশরে জংলী জানোয়ার খুব বেশি নেই। যে কটি জানোয়ার এ দেশে আছে, তা জংলী হোক আর পোষাই হোক, প্রত্যেকটিকেই পবিত্র গণ্য করা হয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে আমাকে ধর্মের নিয়মনীতি আলোচনা করতে হবে অথচ এ বিষয়টি আমি বিশেষ করে এড়িয়ে চলতে চাই। যার কিছু ছিটেফোঁটা উল্লেখ আমি এর মধ্যে করেছি তা আমার

ইতিহাসের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই করেছি। যাই হোক, কারণ ব্যাখ্যা না করে বাস্তবে ওরা জীবজানোয়ারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে থাকে আমি তা বর্ণনা করছি।

বিভিন্ন পশু ও প্রাণীর জন্য নির্ধারিত আছে অভিভাবক — কখনো পুরুষ কখনো স্ত্রীলোক। ওদের দায়িত্ব হচ্ছে পশু পাখিগুলিকে খাওয়ানো। অভিভাবকের দায়িত্ব পিতা থেকে পুত্র পায় উত্তরাধিকারসূত্রে। বিভিন্ন শহরে শপথ অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন এইরূপ ঃ প্রাণীটি যাই হোক না কেন, যে দেবতার জন্য প্রাণীটি পবিত্র সেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করার পর, ওরা ওদের ছেলেমেয়েদের মাথা কামিয়ে ফেলে, কখনো গোটা মাথা, কখনো অর্ধেক কখনো বা এক তৃতীয়াংশ, এবং নিক্তিতে সেই চুল ওজন করে তার সমান ওজনের রূপা দেয় পাখি বা পশুপালককে। সে তখন সেই রূপার মূল্যের মাছ, যা পশু পাখিগুলির সাধারণ খাদ্য, তা কেটে ওদের খেতে দেয়। এসব পশুপাখির কোনোটিকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আর কেউ যদি ভুলক্রমে হত্যা করে বসে তাহলে তার শাস্তি পুরোহিতরা যা ঠিক করবে তাই হবে। কিন্তু বাজপাখি বা কাঁচিচোরাকে (ibis) কেউ যদি হত্যা করে, তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, তার অপরিহার্য শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।

গৃহপালিত পশুদের সংখ্যা এমনিতে প্রচুর। এ সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যেতো কিন্তু তা হয়নি — বিড়ালের ক্ষেত্রে যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, সে কারণেই। মাদি বিড়াল যখন বাচ্চা দেয় তখন সে নর বিড়ালকে এড়িয়ে চলে। ফলে, নর বিড়ালগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে, ওরা ওদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। নর বিড়ালগুলি চাতুর্যের সাথে এ অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য, বিড়ালছানাগুলিকে প্রকাশ্যে ধরে বা গোপনে চুরি করে মেরে ফেলে, তবে ওদের খায় না। ফলে মাদি বিড়ালগুলি ওদের ছানাগুলিকে হারিয়ে, নতুন করে ছানা পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে, (কারণ, ওদের মা হওয়ার সহজাত প্রকৃতি অতিশয় তীব্র) এবং আবার নর বিড়ালের খুঁজে বার হয়ে পড়ে। কোনো বাড়িতে যখন আগুন লাগে তখন যা ঘটে তা সত্যি বড় বিচিত্র। কেউই আগুন নিবাবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না, কারণ তাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বিড়াল। সকলেই সার বেঁধে দাঁড়ায় একজন থেকে আরেক জন সামান্য তফাতে, বিড়ালগুলিকে বাঁচানোর জন্য; তা সত্ত্বেও বিড়াল লাইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যায় অথবা তার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে মিশরীয়রা ভয়ানক কষ্ট পায়। যে বাড়িতে কোনো বিড়ালের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় সে বাড়ির প্রত্যেকেই তাদের ভুরু কামিয়ে ফেলে, আর কুকুর মারা গেলে, কামায় মাথাসহ গোটা শরীর। মৃত বিড়ালকে নিয়ে যাওয়া হয় বুবাসতি; সেখানে তেল ও ওষধি মাখিয়ে একটি পবিত্র আধারে তাকে সমাহিত করা হয়। কুকুরকেও, যে শহরে কুকুর মারা যায় সেই শহরেই, পবিত্র সমাধিস্থানে সমাহিত করা হয়। কুকুরের মতোই নেউলকেও গোর দেয়া হয়। মৃত ইঁদুর আর বাজপাখিকে নেয়া হয় 'বুতোয়', 'কাঁচিচোরা'কে নেয়া হয় হার্মোপোলিসে। ভালুক এদেশে ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

ভালুক এবং নেকড়ে (মিশরে নেকড়ে খেঁকশিয়ালের চেয়ে খুব বড় নয়) যেখানে মরে সেখানেই ওদের গোর দেয়া হয়। শীতের চারটি মাসে কুমির কিছু খায় না। এটি একটি চারপেয়ে উভচর জানোয়ার, তীরে ডিম পাড়ে ও তাতে তা দেয়। দিনের বেশিরভাগ সময় সে তীরেই কাটায়, এবং রাত কাটায় নদীতে যেখানে রাতের হাওয়া আর শিশিরের চেয়ে পানি কিছুটা গরম। কুমিরছানা আর পানিতে বয়স্ক কুমিরের আকারের মধ্যে পার্থক্য বিশাল। অন্য যে কোনো প্রাণীর ছানা আর সেই প্রাণীর আকারের পার্থক্যের চাইতে তা বেশি। কারণ, কুমিরের ডিম রাজহাঁসের ডিমের চাইতে খুব বড় নয় এবং ডিম থেকে যখন ছানা বের হয়ে আসে তখন অনুপাতে তা খুবই ছোট থাকে অথচ পরিণত বয়সে এই সামান্য ছানাই লম্বায় প্রায় তেইশ ফুট, এমন কি তার চাইতেও বেশি হয়ে থাকে। কুমিরের চোখ শূকরের চোখের মতো এবং দাঁত সাঁড়াশির মতো। কুমিরই একমাত্র প্রাণী যার জিভ নেই, যার নিচের চোয়ালটি স্থির, কারণ যখন কিছু খায় তখন উপরের চোয়ালটিকে নামিয়ে আনে নিচের চোয়ালের উপরে। কুমিরের থাবা ও নখর ভীষণ মজবুত, তার চামড়ার উপর রয়েছে আঁশ, যার জন্য কুমিরের পিঠ অভেদ্য। কুমির যে অত দীর্ঘক্ষণ পানির নিচে থাকে তার একটি ফল এই হয় যে, কুমিরের মুখের ভেতরটা অসংখ্য জোঁকে একেবারে ঢেকে দেয়। অন্য সব প্রাণীই কুমিরকে এড়িয়ে চলে। সব পাখিও তাই করে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে স্যাণ্ডপাইপার বা মিশরীয় প্লোভার নামক পাখি; এই পাখিটি কুমিরের খেদমত করে। এর ফলে সে পরম বন্ধুত্বের সংগে বাস করে কুমিরের কাছাকাছি, কারণ কুমির যখন তীরে উঠে আসে এবং মুখ মেলে বিশাল হা করে পড়ে থাকে (সাধারণত পশ্চিম দিকে মুখ করে হা করে থাকে) তখন এই পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে আসে এবং জোঁকগুলিকে গিলতে থাকে। কুমির তা উপভোগ করে; ফলে, কখনো সে পাখির কোনো ক্ষতি করে না। কোনো কোনো মিশরীয় কুমিরকে পবিত্র জীব বলে ভক্তি করে, কিন্তু অন্যরা তা করে না। ওরা কুমিরকে শত্রুই মনে করে। কুমিরের পবিত্রতায় গভীরতম বিশ্বাস পাওয়া যাবে, থিবিসের বাসিন্দা এবং মোত্তরিজ হ্রদের আশেপাশের লোকজনের মধ্যে।

এ সব স্থানে ওরা একটি কুমিরকে রাখে পোষ মানিয়ে, কুমিরটির কানে ওরা কাঁচ কিংবা সোনার তৈরি দুল পরায়, তার সামনের পা দুটোতে পরায় ব্রেসলেট বা বাজুবন্দ; কুমিরটিকে ওরা বিশেষ খাদ্য এবং আনুষ্ঠানিক অর্ঘ্য দান করে থাকে। বলতে কি, এই প্রাণীগুলি যতো দিন বেঁচে থাকে ততোদিন ওরা ওদের প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করে, এবং যখন মারা যায়, তখন তেল ও ওষধি মাখিয়ে পবিত্র সমাধিস্থানে গোর দেয়।

অন্যদিকে এলিফ্যান্টাইনের আশেপাশে কুমিরকে মোটেই পবিত্রজীব বলে গণ্য করা হয় না, বরং ওখানকার লোকেরা কুমিরের মাংস খায়।*

---

* মিশরীয় ভাষায় এই প্রাণীগুলিকে বলা হয় শ্যাম্পসি (Champsae) আইয়োনীয়ানরা ওদের দেশে পাথুরে দেয়ালে যে সব গিরগিটি চলাফেরা করে সেগুলির সাথে কুমিরের মিল দেখেই এই নামকরণ করেছে।

কুমির ধরার নানা রকম কৌশলের মধ্যে একটি আমি বর্ণনা করছি। আমার কাছে এটি খুবই মজার ব্যাপার মনে হয়। ওরা একটি বড় বড়শিতে, শূকরের মাংসের একটি টুকরো টোপ হিসেবে গেঁথে নদীর পানিতে নিক্ষেপ করে, অন্য দিকে তীরে দাঁড়িয়ে ওরা একটা জ্যান্ত শূকরকে এমনভাবে পিটাতে থাকে যে শূকরটি যেন চিৎকার করে। কুমির শূকরের চিৎকার শুনে তারই দিকে ধাবিত হয়, পথেই টোপটি পায় এবং গপ করে তা গিলে ফেলে। তখন শিকারীরা কুমিরটিকে টেনে শুকনায় তুলে ফেলে। কুমিরটিকে শুকনায় তোলার পর প্রথমেই ওরা কাদা দিয়ে ওর চোখ দুটো লেপে দেয়। এরপর, সহজেই কুমিরটিকে আয়ত্ত্বে আনা হয়। এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে কুমির অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

প্যাপরেমিশ জেলায় জলহস্তীকে পবিত্র মনে করা হয়, তবে অন্য কোথাও নয়। এই জন্তুটির পা চারটি, এর খুর গরুর খুরের মতো দ্বিধা বিভক্ত, এর নাক চ্যাপটা, ঘোড়ার মতো কেশর এবং লেজ আছে। দাঁত তার বাইরে বের হয়ে থাকে। এর স্বর ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনির মতো। আকারে জলহস্তী খুব বড় একটা ষাঁড়ের মতো। এর চামড়া এত পুরু এবং শক্ত যে, তা শুকালে তা দিয়ে বর্শার ফলা তৈরি করা যায়।

নীল নদে উদ্‌ও পাওয়া যায়। উদ, লেপিদোউস নামক মাছ এবং বাইন মাছ সবই নীল নদের পবিত্র জীব বলে মনে করা হয়। 'ফক্স গোজ' নামক পাখিকেও এমনি ধারা পবিত্র মনে করা হয়। আরো একটি পবিত্র পাখি হচ্ছে 'ফনিক্স'; ছবিতে ছাড়া আমি কিন্তু কখনো এ পাখিটি দেখেনি; কারণ, এ পাখিটি অত্যন্ত বিরল, এবং এদেশে এ পাখি (হেমিওপোলি-এ লোকেরা এ কথাটি বলে থাকে) পাঁচশো বছরের ব্যবধানে মাত্র একবার আসে, যখন জন্মদাতা পাখিটির মৃত্যু হয়। চিত্র পরীক্ষা করলে দেখা যায় এ পাখির পালক আংশিক সোনালি রঙের, আংশিক লাল রঙের, এবং পাখিটি আকৃতি ও আকারে ঠিক ঈগল পাখির মতো। ফনিক্স সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সে তার জন্মদাতাকে আরব দেশ থেকে সারা পথ নিয়ে আসে এক তাল মস্তকিতে করে, এবং সূর্য মন্দিরে তার দেহ কবর দেয়। এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার জন্য প্রথমে সে মস্তকি দলা করে ডিমের মতো বানায় এবং সেটিকে পরীক্ষা করে ততোটুকু বড় করেই বানায়, যতো বড় হলে সে তা বহন করতে পারবে। এরপর সে দলাটির ভেতর থেকে মস্তকি বের করে; ভেতরটায় একটি গর্ত করে, এবং সেই গর্তের মধ্যে তার জনককে পুরে গর্তের মুখে আরো কিছু মস্তকি ছড়িয়ে দেয়। তখন ডিম্বাকৃতি দলাটির ওজন হয় ঠিক তার মূল ওজনের সমান। সবশেষে, পাখিটি এটিকে বহন করে নিয়ে যায় মিশরে, সূর্য মন্দিরে। আমি কাহিনীটি যেমন শুনেছি, তেমনি বর্ণনা করেছি, তবে আমি নিজে তা মোটেই বিশ্বাস করি না।

থিবিসের কাছে এক জাতের সাপ পাওয়া যায়, যাকে লোকে দেবতা জিয়ূসের জন্য পবিত্র মনে করে। এই সাপগুলি আকারে ছোট এবং একেবারেই নিরীহ। ওদের মাথার

উপর দুটো শিং জন্মায়। এ জাতীয় সাপ মারা গেলে, সেটিকে সমাহিত করা হয় জিয়ূসের মন্দিরে।

বুতো নগরীর কমবেশি বিপরীত দিকে আরব দেশে একটা জায়গা আছে যেখানে আমি গিয়েছিলাম উড়ন্ত সাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। সেখানে পৌছানোর পর আমি দেখতে পেলাম ওদের অগণিত কংকাল; ওগুলিকে রাখা হয়েছে স্তূপীকৃত করে — যার কোনো কোনোটি আকারে বড়, কোনো কোনোটি তার চেয়ে ছোট, এবং বাকিগুলি — সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং আরো ছোট। যে জায়গায় এ কংকালগুলি স্তূপীকৃত রয়েছে সে হচ্ছে একটা গিরিপথ, যা চলে গেছে একটা প্রশস্ত সমতল অঞ্চলের দিকে, আর সেই সমতল অঞ্চলটি গিয়ে মিশে গেছে মিশরের সমতল এলাকার সাথে। বলা হয়, বসন্তকালে যখন উড়ন্ত সাপগুলি উড়তে শুরু করে আরব দেশ থেকে মিশরের দিকে, তখন কাঁচিচোরা (ibis) পাখি সেগুলির মোকাবেলা করে গিরিপথের প্রবেশ মুখে, এবং সাপগুলি যাতে বেরোতে না পারে সে জন্য কাঁচিচোরা পাখি ওদের মেরে ফেলে। আরবদের মতে এই উপকারের জন্যই কাঁচিচোরাকে মিশরে এত ভক্তি করা হয়। মিশরীয়রা নিজেরাও এই অভিমত স্বীকার করে। কাঁচিচোরা পাখিটি আগাগোড়া আলকাতরার মতো কালো, এর পাগুলি বকের পায়ের মতো, এর ঠোঁট অনেকটা কাস্তের মতো বাঁকানো, যেন শকুনের ঠোঁট এবং আকারে এ পাখি ল্যাণ্ডবলের মতো, মোটামুটিভাবে। কালো কাঁচিচোরা পাখি দেখতে ঠিক এমনিই, আর এজাতীয় কাঁচিচোরাই উড়ন্ত সাপকে আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য, আরেক জাতের আইবিস রয়েছে, যা সাধারণত লোকঅধ্যুষিত এলাকায় পাওয়া যায়। এর মাথায় এবং গলায় পালক নেই, মাথা, গলা, ডানার আগা, এবং পাস্থাগার কালো, কিন্তু বাকি গোটা শরীরটাই ওর সাদা।* এর পা এবং ঠোঁট কাল, কাঁচিচোরারই মতো। উড়ন্ত সাপ দেখতে জলবুরা সাপের মতো, পাখায় পালক নেই, বাদুড়ের ডানার মতো সাপদের ডানা।

এখন আমি পবিত্র জীবজানোয়ারের কাহিনী বাদ দিয়ে মানুষ সম্পর্কে কিছু বলবার চেষ্টা করবো।

মিশরীয়দের রীতিনীতি

যে সব জাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের সকলের মধ্যে, দেশের কর্ষিত অঞ্চলে বসবাসকারী মিশরীয়রাই তাদের অতীতের রেকর্ড রক্ষার অভ্যাসের বদৌলতে নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে প্রমাণিত করেছে। আমি কিছু কিছু অভ্যাস বর্ণনা করছি। প্রত্যেক মাসে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, পর পর ওরা তিন দিন, খেলে বমি হয় এমন ওষুধ এবং জোলাপ নিয়ে পেট পরিষ্কার করে। কারণ তাদের বিশ্বাস যে, মানুষ যে

---

* সিলেটের ভাটি অঞ্চলে এই পাখিকে 'ধলবাহাদুর' বলে অনুবাদক

খাদ্য গ্রহণ করে তা থেকেই সকল রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। আর একথা সত্য, এই সতর্কতার কথা বাদ দিলেও লিবীয়ানদের পরে ওরাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে স্বাস্থ্যবান জাতি। আমার কিন্তু মনে হয়, এর কারণ — আবহাওয়াতে তেমন কোনো পরিবর্তনের অভাব। কারণ পরিবর্তন এবং বিশেষ করে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে রোগব্যাধির প্রধান হেতু। ওরা গম থেকে তৈরি পাউরুটি খায়। পাউরুটিকে ওদের ভাষায় বলে "সিলেসতিস"। এছাড়া ওরা বার্লি থেকে তৈরি এক রকমের মদ খায়, কারণ ওদের দেশে আঙ্গুর নেই। কোনো কোনো জাতের মাছ ওরা রান্না না করেই খায়, হয় রোদে শুকিয়ে , না হয় নুনে ভিজিয়ে। তিতির বা বৈদর পাখিও ওরা খায়, হাঁস এবং নানা রকম ছোট ছোট পাখি খায়, নোনা পানিতে সংরক্ষণ করে। যে সব মাছ বা পাখিকে পবিত্র মনে করা হয়, সেগুলি ছাড়া, আর বাকি সকল রকম পাখি ও মাছ ওরা পুড়িয়ে বা রান্না করে খায়।

যখন কোনো ধনী মানুষ মেহমানির আয়োজন করে এবং খাওয়া শেষ হয়, তখন একটি লোক, কাফনে ঢাকা লাশের একটি কাঠের প্রতিমূর্তি, যা এমনভাবে খোদিত ও চিহ্নিত যে, যতদূর সম্ভব আসলেরই মতো দেখায়, এবং যা লম্বায় হতে পারে আঠারো ইঞ্চি হতে তিন ফুট পর্যন্ত তা নিয়ে মেহমানদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়ে। সে প্রত্যেক মেহমানকে একবার করে সেই প্রতিমূর্তিটি দেখায় এবং বলে, আপনারা যখন মদ খাচ্ছেন, উপভোগ করছেন, তখন এই প্রতিকৃতিটির দিকে একবার তাকান, কারণ মৃত্যুর পর আপনারা প্রত্যেকে ঠিক এরকমই হবেন।

মিশরীয়রা তাদের দেশি প্রথা আঁকড়ে ধরে থাকে এবং বিদেশের কোনো প্রথা কখনো গ্রহণ করে না। এসব প্রথার অনেকগুলিই কৌতূহলোদ্দীপক, বিশেষ করে 'লিনাস' এর গান। এই ব্যক্তিটি বিভিন্ন নামে কীর্তিত হয়ে থাকেন, কেবল মিশরে নয়, ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস, এবং অন্যান্য স্থানেও; মনে হয় গ্রীকরা এই ব্যক্তিরই কীর্তন করে, 'লিনাস' নামে। তাই যদি হয়, তা হলে মিশরে যে বহু অপ্রত্যাশিত চমকের অবকাশ রয়েছে এটা হচ্ছে তারি আরেকটি। প্রশ্ন হচ্ছে, মিশরীয়রা এ গান কোত্থেকে পেয়েছে? স্পষ্টতই এ গান অনেক প্রাচীন। 'লিনাস'-এর মিশরীয় নাম হচ্ছে ম্যানারোস, আর তাদের কাহিনী এই যে, তাদের প্রথম রাজার পুত্র ছিল মাত্র একজন; তরুণ বয়সে সে মারা গেলে — এই শোক সঙ্গীত — তাদের প্রথম এবং সে সময়কার একমাত্র সঙ্গীত — উদ্ভাবিত হয় তাঁর সম্মানে গাইবার জন্য।

একটি ব্যাপারে ইউনানী জনসাধারণের একটি অংশের সাথে মিশরীয়দের মিল রয়েছে। সে মিল হচ্ছে গ্রীক ল্যাসিডিমনীয়দের সাথে। মিলটি এই যে ঃ রাস্তায় যখন বড়দের সাথে তরুণদের দেখা হয় তখন তরুণরা ওদের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়, এবং বড়রা ঘরে ঢুকলে তরুণরা তাদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ইউনানীদের সাথে অমিল এখানে যে, তারা রাস্তার কাউকে নাম ধরে সম্ভাষণ জানায় না, বরং মাথা একটু নিচু করে একটি হাত নামিয়ে হাঁটুর উপর রাখে। তাদের পরিচ্ছদের মধ্যে রয়েছে আঁটসাট সুতি নিমা, (যার ঝুল হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত এবং তাদের ভাষায় এর

নাম হচ্ছে 'ক্যালাসিরিস') এবং এর উপর একটা সাদা পশমি জামা। অবশ্য পশমি পোশাকে সমাহিত হওয়া অথবা মন্দিরে পশমি পোশাক পরা ধর্মীয় প্রথার বিরোধী। এ ব্যাপারে ওরা ওর্ফিউস এবং ব্যাককাসের অনুসারীদের সাথে একমত(আসলে ওরা হচ্ছে মিশরীয়দের এবং পীথাগোরাসেরই অনুসারী) কারণ, যে কেউ এদের অনুষ্ঠানাদিতে দীক্ষিত তার জন্যই অনুরূপভাবে, পশমি পোশাক পরে সমাহিত হওয়া নিষিদ্ধ। এর কারণ হিসাবে ওদের একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

মিশরীয়রাই সর্বপ্রথম একেকটি মাস ও একেকটি দিনের জন্য একেকটি দেবতা স্থির করে, এবং মানুষের জন্ম তারিখ দ্বারা, তার চরিত্র, তার ভাগ্য, এবং মৃত্যুর দিন আগাম বলে দেয়ার বিদ্যাও তারা আয়ত্ত করে। এই আবিষ্কারের বিবরণ পাওয়া যায় গ্রীক কবিদের রচনায়। এছাড়াও, মিশরীয়রা আর সকল জাতির চাইতে বেশি কাজে লাগিয়েছে রোগব্যাধির পূর্বলক্ষণ ও ভবিষ্যদ্বাণীকে। যে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার দৃষ্ট ফলেরই ওরা লিখিত রেকর্ড রাখে, তাই ওরা ভবিষ্যতে একইরূপ ঘটনার একইরূপ পরিণাম বা ফল আশা করতে অভ্যস্ত। দৈববাণীর ক্ষমতা ওরা কোনো মানুষের প্রতি আরোপ করে না, কেবল দেবতার প্রতিই আরোপ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিরাক্লিস, এপোলো, এথেনা, আর্টেমিশ, আরেস, এবং জিয়ুস, প্রত্যেকেরই একটি করে দৈববাণী প্রকাশের স্থান আছে এদেশে, যদিও 'বুতো'য় লেটোর দৈববাণী প্রকাশের স্থানকেই এদের সকলের চাইতে বেশি সম্মান করা হয়। বিভিন্ন মন্দিরে, উত্তর দানের পদ্ধতি বিভিন্ন।

চিকিৎসাপদ্ধতিকে ওরা কয়েকটি আলাদা ভাগে ভাগ করেছে। প্রত্যেক চিকিৎসকের কাজ হচ্ছে কেবল একটা রোগের চিকিৎসা করা। ফলে, এদেশে চিকিৎসক রয়েছে অসংখ্য, কেউ চোখের অসুখে বিশেষজ্ঞ, কেউ মাথার অসুখে, কেউ দাঁতের অসুখে, কেউবা পেটের অসুখে ইত্যাদি। এদিকে যে সব অসুখের বা রোগের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা যায় না, অন্যরা, সেগুলির চিকিৎসা করে থাকে। শোকপ্রকাশ এবং শেষকৃত্যের বেলায় দেখা যায়, কোনো নাম করা লোক মারা গেলে, সেই বাড়ির সকল রমণী তাদের মাথা এবং মুখমণ্ডলে কাদা লেপে, তারপর লাশটি বাড়ির ভেতর রেখে দিয়ে ওরা শহর পরিক্রমণ করে, মৃত লোকটির সব আত্মীয়াকে সংগে নিয়ে তাদের গায়ের পরিচ্ছদ আটকানো থাকে একটি কোমরবন্ধ দিয়ে, এবং ওরা ওদের নগ্ন বক্ষে আঘাত করতে করতে নগর পরিক্রমণ করে। এদিকে পুরুষরাও, একটা নিয়ম অনুসরণ করে, তাদেরও কোমরে থাকে কোমরবন্ধ, এবং মেয়েদের মতো ওরাও বুক চাপড়ায়। এ ভাবে অনুষ্ঠানে শেষ হলে, তারা লাশটিকে নিয়ে যায়, সুগন্ধি ওষুধ ইত্যাদি লেপে তাকে অক্ষত রাখার জন্য।

সুগন্ধি ওষুধ ইত্যাদি লেপে মৃত্যুদেহ অক্ষত এবং তাজা রাখার পদ্ধতি

সুগন্ধি ওষুধ ইত্যাদি লেপে, মৃত দেহটিকে পচন থেকে রক্ষা করার কাজটি একটি বিশেষ পেশা। এটি যাদের পেশা, তাদের কাছে যখন কোনো লাশ আনা হয়, তখন ওরা

কাঠ দিয়ে নমুনা তৈরি করে, যাতে তা স্বাভাবিক দেখায় এভাবে চিত্রিত করে, এবং গুণের দিক দিয়ে কয়েকটি শ্রেণী নির্ধারণ করে। সবচাইতে উত্তম এবং সবচাইতে ব্যয়বহুল নমুনাটিকে অমন একটি সত্তার প্রতিকৃতি বলে মনে করা হয়, যার কথা এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করতে আমি অনিচ্ছুক। এর পরে যেটি উৎকৃষ্ট তা কিছুটা নিকৃষ্টতরো এবং কম ব্যয়বহুল, এবং তৃতীয় শ্রেণীর নমুনাটি হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা। এসব গুণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে, তারা জিজ্ঞেস করে, এ তিনটির মধ্যে কোনোটি চাই। তখন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা একটির দাম দিতে রাজি হয়। পরে এরা ওখান থেকে চলে যায়, এবং পেশাদার ব্যক্তিদের তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলে।

সবচেয়ে নিখুঁত এবং প্রকৃষ্ট প্রণালী হচ্ছে এই ঃ একটি লোহার বড়শি দিয়ে, যতটুকু সম্ভব মগজ বের করে নেয়া হয় নাকের ভিতর দিয়ে, এবং বড়শি যেখানে পৌঁছতে পারে না সেটুকু বের করে আনে ওষুধের সাহায্যে (ওষুধ প্রয়োগ করে)। তারপর পেটটি ছিঁড়ে খুলে ফেলা হয় একটা ধারালো কাঁচের ছুরি দিয়ে এবং পেটের ভেতরে যা কিছু আছে সব কিছু বের করে নেয়। এরপর পেটের ভিতরের খালি স্থানটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হয় এবং ধুয়ে ফেলা হয়, প্রথমে তালের মদ দিয়ে, পরে গুঁড়া মশলা ঢুকিয়ে। এরপর, খালি যায়গাটি ভর্তি করা হয় গুঁড়া মস্তকি, ক্যাসিয়া, এবং আরো সব সুগন্ধি দিয়ে, কেবল ধূপধুনা ছাড়া; এবং এর পর পেটটি সেলাই করে ফেলা হয় ও লাশটি রাখা হয় ন্যাট্রামে, পা থেকে মাথা ঢেকে — সত্তর দিন — এর বেশি কখনো নয়। যখন এই মেয়াদ যা কখনো বাড়ানো চলবে না, শেষ হয়, তখন লাশটিকে ধোয়া হয়, এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হয় কয়েক টুকরা সুতি কাপড় দিয়ে আর নিচের দিকটায় আঠা দিয়ে লেপ দেওয়া হয়। শিরিষের পরিবর্তে মিশরীয়রা সাধারণভাবে এই আঠাই ব্যবহার করে থাকে। এই অবস্থায় লাশটি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার পরিবারের কাছে। ওরা আগেই মানবাকৃতির একটি কাঠের শবাধার বানিয়ে নেয়, লাশটি ফিরে পাওয়ার পর তা ওরা ঐ শবাধারের ভিতর স্থাপন করে। এরপর, শবাধারটিকে বন্ধ করে সীল করে দেয়া হয়, এবং কবরের মতো একটি কুঠরিতে ওটিকে রাখা হয়, সোজা দেয়ালের সঙ্গে, ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে। যখন ব্যয়ের দিক বিবেচনা না করে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা নির্বাচন করা হয়, তখন কাজ হয় ভিন্নরকম; কোনো কাটাছেঁড়া করা হয় না, তবে গুহ্যদ্বার দিয়ে পিচকারীর সাহায্যে ভেতরে প্রবেশ করানো হয় 'সিডারের' তেল, পরে তা বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে করে তরল পদার্থটি বের হয়ে আসতে না পারে। এরপর লাশটিকে নির্দিষ্ট কতগুলি দিনের জন্য ন্যাট্রামে ভিজিয়ে রাখা হয়, শেষদিন আবার তেলটা বের করে দেয়া হয়।

এর ক্রিয়া এঁতই শক্তিশালী যে তেলটা যখন শরীর থেকে বের হয়ে আসে, তখন সঙ্গে করে বের করে নিয়ে আসে পাকস্থলি এবং নাড়িভুঁড়ি, তরল পদার্থের আকারে। আর ন্যাট্রামে যেহেতু মাংসও গলে যায়, সে কারণে, হাড্ডি এবং কংকাল ছাড়া, এদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এরপরে দেহটিকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়, কোনো বাকবিতণ্ডা না করে। তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে, গরীব লোকদের লাশ সম্পর্কিতঃ

এ পদ্ধতিটি খুব সোজা, নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করার ওষুধ দিয়ে লাশটির নাড়িভুঁড়ি সাফ করা হয়, তারপর লাশটি সত্তর দিন রাখা হয় ন্যাট্রামে; সেটিকে পরে ফিরিয়ে দেয়া হয় তার পরিবারের নিকট।

কোনো নামকরা মানুষের স্ত্রী কিংবা কোনো সুন্দরী বা মশহুর রমণী যখন মারা যায় তার দেহ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যারা সুগন্ধি ওষুধ মাখিয়ে লাশ তাজা রাখে তাদের হাতে দেয়া হয় না। তিন কিংবা চারদিন পরই কেবল দেয়া হয়। ওরা যাতে লাশের উপর বলাৎকার না করে তার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এরূপ করা হয়ে থাকে । সদ্য মৃত একটা রমণীর ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি তা ঘটেছিল এবং সঙ্গীদের একজন এই দুষ্কৃতকারীর কথা ফাঁস করে দিয়েছিল।

মিশরীয় কিংবা বিদেশী, যে কেউ পানিতে ডুবে মারা গেলে কিংবা কুমির তাকে মেরে ফেললে নিকটতম শহরের বাসিন্দাদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে, লাশটিকে পরম যত্নের সঙ্গে, অতি বিশদভাবে, সুগন্ধি ওষুধ ইত্যাদির সাহায্যে পচন থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা, এবং একটি পবিত্র সমাধি স্থানে তাকে সমাহিত করা। নীলনদের পুরোহিতরা ছাড়া আর কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি তার আত্মীয়স্বজনও নয়, কেবল পুরোহিতরাই এটিকে নিজের হাতে সমাহিত করার ব্যবস্থা করে, এবং কবরে রাখে, যেন তা মানুষের দেহের চাইতেও পবিত্রতর কিছু।

মিশরীয়রা ইউনানীদের প্রথা গ্রহণ করতে রাজি নয়, কিংবা সাধারণভাবে বলা যায়, অন্য কোনো দেশেরই প্রথা গ্রহণ করতে তারা অনিচ্ছুক।

অবশ্য, এই প্রায় সর্বজনীন নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে 'মেমফিস'–এর বেলায়; এটি থিবিস অঞ্চলে, নিয়াপোলীসের নিকটবর্তী একটি বড় শহর। এখানে ঘেরদেয়া চতুষ্কোণ একটি জায়গা আছে, জায়গাটি 'দানীর' পুত্র 'পার্সিউস'—এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত। এর চারদিকে রয়েছে তাল গাছ, আর একটা পাথুরে প্রবেশ পথ, মস্ত বড় আকারের; প্রবেশ পথের উপরে রয়েছে দুটি বড় পাথুরে মূর্তি। ঘেরাও–এর ভিতরে রয়েছে একটি মন্দির, যার ভিতরে পার্সিউসের মূর্তি স্থাপিত। স্থানীয় কাহিনী মোতাবেক, মন্দিরের আশেপাশে এবং মন্দিরেও পার্সিউসকে দেখা যায়। কখনো কখনো পার্সিউসের ব্যবহৃত একটি পাদুকা দেখা যায়, যা লম্বায় তিন ফুট। ওরা বলে, এটি, গোটা মিশরের মহাসমৃদ্ধির এক যুগ যে আসছে তারি লক্ষণ। পার্সিউসের পূজার ক্ষেত্রে ইউনানী আচারাদি পালিত হয়, এর পূজার সঙ্গে থাকে সকল রকমের খেলাধূলার প্রতিযোগিতা এবং গবাদি পশু, পোশাকআশাক এবং চামড়ার পুরস্কার। আমি যখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম কেন পার্সিউস কেবল মেমফিসের বাসিন্দাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছে, এবং মিশরীয়দের মধ্যে কেন কেবল ওরাই তাঁর সম্মানে খেলাধূলার আয়োজন করে, তখন ওরা বললো, 'পার্সিউস' জন্মের দিক দিয়ে তাদেরই শহরের।' ওরা বলে, 'গ্রীস রওনা করার আগে, দানাউস এবং লীনসিউস ছিল মেমফিসের বাসিন্দা এবং ওরা এই দু'জনেই পার্সিউসের

জনক জননী বলে উল্লেখ করে থাকে। এছাড়া, পার্সিউস যখন গর্গনের মাথা নিয়ে লিবিয়া থেকে মিশরে আসে তখন সে 'মেমফিসে'ও এসেছিল; কারণ, এই স্থানের কথা সে আগেই তার মায়ের কাছে শুনেছিল। এখানে এসে সে তার সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে পরিচয় করে এবং তাদের তার সম্মানে খেলাধূলার আয়োজন করতে উপদেশ দেয়। ওরা তার উপদেশ মতো তাই করেছিল।

মিশরের জলা অঞ্চলে যে সমস্ত লোক বাস করে এ পর্যন্ত আমি তাদেরই জীবন বয়ান করেছি। জলা অঞ্চলের বাসিন্দারাও প্রায় সব ব্যাপারে বাকি সকলেরই মতো। তারাও ইউনানীদের মতো এক বিয়ে প্রথা মেনে চলে। যা হোক, কোনো কোনো ব্যাপারে তারা বিশিষ্ট; বিশেষ করে খুব কম খরচে জীবন যাপনের যে নিয়ম তারা আবিষ্কার করেছে সেদিক দিয়ে তাদের নিজস্বতা রয়েছে। যেমন, তারা জলপদ্ম সংগ্রহ করে (মিশরীয়রা বলে 'পদ্ম') এবং রোদে শুকায়; যখন নদী কূলে কূলে ভরে যায় এবং পার্শ্ববর্তী সমতল এলাকাগুলিতে সয়লাব হয়, তখন প্রচুর পরিমাণ জলপদ্ম জন্মায়। শুকানোর পরে প্রত্যেকটি ফুলের কেশর থেকে ওরা পোস্তদানার মতো এক প্রকার বীজ বের ক'রে। তা চূর্ণ করে, এবং তাই দিয়ে রুটি বানিয়ে সেঁকে নেয়। এই গাছের মূলও খাওয়া যায়। মূলটি দেখতে গোল, আকারে প্রায় আপেলের মতো বড় এবং খেতে মিষ্টি। নদীতে আরেক রকমের পদ্ম পাওয়া যায়; এটি দেখতে গোলাপের মতো, এবং এর যে কাণ্ডে ফুল হয়, তা থেকে আলাদা একটি কাণ্ডে ফল হয়। ফলটি দেখতে অনেকটা বোলতার চাকের মতো। ফলটির মধ্যে বেশ কয়েকটি বীজ থাকে। একেকটি আকারে অনেকটা জলপাই-এর আঁটির মতো; কাচা এবং শুকনা দু'অবস্থায়ই খেতে মজা লাগে। জলা অঞ্চলে যে 'প্যাপিরাস' জন্মায় তা ওরা বছরে একবার টেনে তোলে, প্যাপিরাসের কাণ্ডটি কেটে দু'টুকরা করে; প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা নিচের টুকরাটি ওরা খায়। প্রথমে ওরা মুখ বন্ধ করা একটা কড়াইতে জ্বাল দিয়ে উত্তাপে একেবারে লাল করে — যখন ওরা এর পূর্ণ স্বাদ পেতে চায়। উপরের টুকরাটি ওরা অন্য কাজে লাগায়। এখানকার কোনো কোনো লোক কেবল মাছ খেয়ে জীবন কাটায়। মাছ ধরার পরই ওরা নাড়িভুঁড়ি বের করে নেয়, তারপর রোদে শুকিয়ে তা খায়। কোনো বিশেষ ধরনের মাছই, এখানকার নদী-নালায় খুব বেশি পরিমাণে মেলে না। ওরা হ্রদে থাকে, কিন্তু ডিম দেয়ার সময় হলে ওরা সমুদ্রের দিকে ছোটে। আগে আগে ছোটে পুরুষ মাছগুলি তাদের মণি ছাড়তে ছাড়তে, পিছু পিছু চলা নারী মাছগুলি তাই মুখে নিয়ে গিলতে থাকে। এভাবে নারী মাছগুলি গর্ভবর্তী হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রে কিছুদিন কাটাবার পর যখন ওদের ডিম ছাড়ার সময় আসন্ন হয়ে ওঠে, তখন ওরা ঝাঁক বেঁধে ওদের আগেকার জায়গা, দেশের ভেতরের হ্রদগুলিতে ফিরে যায়। এবার কিন্তু স্ত্রী মাছগুলি আগে আগে চলে, এবং শত শত মাছ একসঙ্গে চলতে চলতে, পুরুষ মাছগুলি প্রথমে যা করেছিল ওরাও তাই করে। ওরা এখানে কিছু, ওখানে কিছু এদের ডিম ছাড়ে, এবং ওদের পেছনে পেছনে চলতে চলতে পুরুষ মাছগুলি এসব ডিম গপগপ করে গিল্‌তে থাকে। এই ডিমগুলির প্রত্যেকটিই ভ্রূণাকারে একটি মাছ; এর

কোনো কোনোটি পুরুষ মাছের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়, এবং এগুলিই পরে বড়ো মাছ হয়ে ওঠে। সমুদ্রগামী যে সব মাছ ধরা পড়ে, দেখা যায়, ওদের মাথার বাঁদিক ক্ষয়ে গেছে, এবং যখন তারা উজান বেয়ে উপর দিকে চলে তখন দেখা যায় ওদের মাথা ক্ষয়ে যায় ডান পাশে। এর কারণ, ওরা যখন নদীপথ বেয়ে সমুদ্রের দিকে চলে তখন ওরা বাঁ তীর ঘেঁষে চলে, এবং ফেরৎ পথে ওরা একই তীর ধরে চলে যতদুর সম্ভব নদীর তীর ঘেঁষে ঘেঁষে এবং একটানা নদী তীরের সঙ্গে মাথা দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে — এই ভয়ে যে, তীব্র স্রোত না শেষে ওদিকে পথ থেকে ঠেলে অন্য দিকে নিয়ে যায়।

নীল দরিয়া যখন ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে তখন প্রথমেই নদীর তীর চুঁয়ে চুঁয়ে দু-পারে সব গর্ত এবং কর্দম ভরে যায়। আর এসব নিচু এলাকা সেই পানিতে ভর্তি হয়ে ওঠে অমনি সেখানে দেখা যায় অসংখ্য রকমের ছোট ছোট মাছ। আমার মনে হয় এর সম্ভাব্য কারণ এরূপ ঃ পূর্ববর্তী বছরে যখন পানি নামতে শুরু করেছিল, আমি বলবো, তখনি মাছ কাদার মধ্যে ডিম ছেড়েছিল, শেষ পানির সাথে, ঐ জায়গা থেকে ওদের বের হয়ে আসার ঠিক আগেই — যার ফলে, আবার যখন পানি আসে তখন ডিমগুলি সহসা ফুটে যায়, এবং মাছের পোনা বের হয়ে আসে। নীল দরিয়ার মাছ সম্বন্ধে এই হলো আসল ব্যাপার।

জলা অঞ্চলে যে সব মিশরীয় বাস করে তারা ভেরেণ্ডার গাছ থেকে তোলা এক রকম তেল ব্যবহার করে। এই উদ্ভিদ গ্রীসে এমনিতে জন্মায় যাকে ওরা বলে 'কি কি'। মিশরে এই তৃণের যে রকমটি জন্মায় তার ফলন খুবই বেশি। তৃণটির একটি বিশ্রী গন্ধ আছে। ওরা এ তৃণ বোনে নদী এবং হ্রদের তীর ধরে ধরে — এবং যখন ফল তোলা হয়, তখন তাকে হয় গুঁড়া করা হয় বা যাঁতা কলে পেশা হয় সিদ্ধ করার জন্য। এই ফলের যে তরল পদার্থ বের হয় তা তেল জাতীয়, এবং বাতিতে পোড়াবার জন্য জলপাই তেলের মতোই উৎকৃষ্ট, তবে গন্ধটি উৎকট।

দেশটি ঝাঁক ঝাঁক ডাঁশ মাছিতে পূর্ণ। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নানা রকম কৌশল বের করেছে। জলাভুমির দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা রাতের বেলা উঁচু মাচানের উপর রাত কাটায়; এতে তাদের খুব উপকার হয়। কারণ, বাতাসের জন্য ডাঁশ মাছি উপরে উঠতে পারে না। জলা এলাকার ভেতরে যারা বাস করে তারা কিন্তু অতো উঁচু মাচান তৈরি করে না, এর বদলে তারা এক ধরনের জাল ব্যবহার করে। দিনের বেলা এই জালই ওরা ব্যবহার করে মাছ ধরতে, এবং রাতের বেলা বিছানার চারিদিকে তা খাটিয়ে দেয়, এবং ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢোকে, ঘুমোনোর আগে। জোব্বায় বা সুতিকাপড়ে নিজেকে মুড়িয়ে শোওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, ওরা এসব ভেদ করেও কামড়াতে পারে, কিন্তু জালের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঢোকার চেষ্টাও পর্যন্ত এসব মাছি করে না।

নীলের নৌকা

জিনিষপত্র বহন করবার জন্য নীল দরিয়ায় যে সব নৌকা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি তৈরি হয় আকান্তা কাঠ দিয়ে। আকান্তা আকৃতির দিক দিয়ে সাইরেনের পদ্ম গাছের মতো। এই গাছ থেকে আঠা নির্গত হয়। ওরা এই গাছের কাণ্ড থেকে তিন ফুট লম্বা একেকটি টুকরা কেটে বের করে। নৌকা তৈরির নিয়ম হলো ঃ এই খণ্ডগুলিকে ইটের মতো পাশাপাশি রাখে, তারপর সেগুলি পেরেক মেরে জুড়ে দেয়। এভাবে নৌকার কাঠামো তৈরি হলে, তার গো'রা বসিয়ে তার উপর পাটাতন চাপানো হয়। নৌকাগুলির পুলিন্দা নেই। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে ভেতর দিকে প্যাপিরাস গুঁজে পানি বন্ধ করা হয়। নৌকাগুলির হাল থাকে মাত্র একটি করে। সে হাল নৌকার তলদেশ থেকে উপরে উঠে আসে। নৌকার মাস্তুল তৈরি করা হয় আকান্তা গাছ দিয়ে, আর পাল তৈরি হয় প্যাপিরাস দিয়ে। এসব নৌকা নদীপথে উজান দিকে এগুতে পারে না, জোর অনুকূল হাওয়া না পেলে। এগুলিকে গুণ দিয়ে টানতে হয় নদীর কিনারের দিকে; স্রোতের ভাটির দিকে যেতে হলে নৌকাগুলির জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয় : প্রত্যেক নৌকার মধ্যে একটি ভেলা থাকে, এক ধরনের হরিৎ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি এই ভেলার উপরে নলের তৈরি একটি মাদুর শক্ত করে বাঁধা হয়, আর বাঁধা হয় প্রায় চারশত হন্দর ওজনের ছেদাওয়ালা একটি পাথর। ভেলা আর পাথরটিকে বাঁধা হয় নৌকার সাথে, রশি দিয়ে — ভেলাটিকে সামনের দিকে এবং পাথরটিকে পিছন দিকে। যাতে করে ভেলাটি স্রোতের টানে দ্রুত এগিয়ে যায় সামনের দিকে, 'বারিস'টিকে (এ জাতীয় নৌকার নাম) পিছু পিছু টেনে নিয়ে যায়, আর পাথরটি পেছন দিকে নদীর তলা থেকে চলতে চলতে নৌকার গতিকে আয়ত্তে রাখে, এবং নৌকাটিকে দেয় পথের নির্দেশ। নীল দরিয়ায় এ ধরনের বহু নৌকা রয়েছে — এদের কোনো কোনোটির মাল বহন ক্ষমতা প্রচুর।

নীল দরিয়ায় যখন সয়লাব হয়, গোটা দেশটি একটা সমুদ্র হয়ে ওঠে এবং কেবল শহরগুলি পানির উপর ভেসে থাকে। তখন তা দেখায় ঈজীয়ান সাগরের দ্বীপমালার মতো। এসময় সারা দেশে নৌকা ব্যবহৃত হয়। কেবল নদীপথে নৌ-চালনার পরিবর্তে কেউ যদি নাউক্রেটিস থেকে মেমফিস যেতে চায়, তাকে যেতে হবে একেবারে পিরামিডগুলির পাশ ঘেঁষে, সারকেসোরাস এবং বদ্বীপের মুখ হয়ে যে স্বাভাবিক রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় না গিয়ে, সমতল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। যদি আপনি সমুদ্র তীরবর্তী ক্যানোপাস থেকে নাউক্রেটিস যেতে চান আপনার পথের পাশে পড়বে আনথাইলা, আর্খাণ্ডপোলিস; এই দুটির মধ্যে আনথাইলা বেশ মশহুর একটি শহর। পারস্য কর্তৃক ইরান বিজয়ের পর থেকেই রাজার স্ত্রীকে তা অর্পণ করা হয়েছে শহরটিকে পদানত রাখার জন্য। দ্বিতীয় শহরটির নাম, আমার মনে হয়, আর্খাণ্ডপোলিস হয়েছে পৃথিউসের পুত্র, অখিউসের পৌত্র এবং দানাউয়ের জামাতা অর্খাণ্ডারের নাম থেকে। অবশ্য আরো একজন অর্খাণ্ডার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে — তা যাই হোক, এ নামটি মোটেই মিশরীয় নয়।

এ পর্যন্ত আমি আমার বিবরণ সীমাবদ্ধ রেখেছি, আমার নিজের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মধ্যে এবং মতামতগুলি আমি নিজেই গঠন করেছি। এখন থেকে আমার কাহিনীর ভিত্তি হবে, মিশরীয়রা নিজেরা আমাকে যে বিবরণ দিয়েছে সেই বিবরণ। অবশ্য এখানেও আমি দু'একটি জিনিস লিপিবদ্ধ করবো, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পুরোহিতরা আমাকে বলে, মিশরের প্রথম রাজা ছিলেন 'মিন', যাঁর তৈরি বাঁধ মেমফিসকে প্লাবন থেকে রক্ষা করছে। লিবিয়ার সীমান্তবর্তী বালুপাহাড়ের তলদেশ ঘেঁষে নদীটি বয়ে যেতো; তাই এই নৃপতি মেমফিস-এর কয়েক ফার্লং দক্ষিণে একটি বাঁকে বাঁধ দিয়ে মূল খালের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন, এবং তার মোড় ফিরিয়ে দেন একটা নতুন খালের দিকে, দুটি গিরিশ্রেণীর মাঝ বরাবর স্থানে। নীল দরিয়া এখানে যে বাঁক সৃষ্টি করেছে, যে স্থানে এর স্রোতকে বইয়ে দেয়া হয়েছে একটি নতুন খালে, সেই বাঁকটি আজ পর্যন্ত অতি সতর্কতার সাথে পাহারা দিচ্ছে ইরানিরা। ওরা প্রত্যেক বছরই বাঁধটিকে মজবুত করে। কারণ, নদী এই বাঁধটিকে ভেঙে দিলে তা মেমফিসকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নদীর গতিপথ বদলে দেয়ার পর, যে জায়গাটির পানি নিষ্কাশিত হলো, সেই স্থানে রাজা 'মিন' তৈরি করেন শহরটি। বর্তমানে শহরটি মেমফিস নামে পরিচিত — মিশরের সংকীর্ণ স্থানে এর অবস্থান। এর পরে রাজা 'মিন' শহরটির পশ্চিম ও উত্তর দিকে একটি হ্রদ খনন করে, তাকে নদীর সাথে যুক্ত করেন। পূবদিক থেকে এই হ্রদটিই শহরটিকে রক্ষা করে। তা ছাড়া, পুরোহিতরা আমাকে এ-ও বললো যে, 'মিন' হিফিইসতাসের বিশাল এবং খুবই উল্লেখযোগ্য মন্দিরটিও নির্মাণ করেন।

এরপর পুরোহিতরা আমাকে পড়ে শোনান, একটা লিখিত বিবরণ থেকে তিনশো ত্রিশ জন রাজার নাম। এসব রাজা 'মিনের' পর একে একে সিংহাসনে বসেন, তিনশো ত্রিশ পুরুষ ধরে। এঁদের মধ্যে আঠার জন ছাড়া আর সকলেই ছিলেন মিশরীয়, এবং আর একজন ছিলেন এক মিশরীয় রমণী। উপরোক্ত আঠার জন ছিলেন ইথিয়োপিয়ার লোক। আর এই মিশরীয় রমণীর নাম আর ব্যাবিলনের রানীর নাম ছিল একই — 'নিতোক্রিস'। কাহিনী এই যে, নিতোক্রিস তার ভ্রাতৃ হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ফাঁদে ফেলে শতশত মিশরীয়কে হত্যা করেন। তার ভাই ছিলেন মিশরের রাজা; তার প্রজারা তাকে খুন করে 'নিতোক্রিস'কে সিংহাসনে বসতে বাধ্য করেছিলো। তিনি বদলা নেন এভাবে ঃ মাটির নিচে বিশাল এক কক্ষ তৈরি করে, আনুষ্ঠানিক উৎসবের মাধ্যমে তা উদ্বোধন করার অছিলায়, তিনি তাঁর ভাই-এর মৃত্যুর জন্য মুখ্যত যারা দায়ী বলে মনে করতেন তাদের সবাইকে এক মেহমানিতে দাওয়াত করেন। তারপরে খাওয়াদাওয়া যখন পুরোদমে চলছে, তখন তিনি মাটির নিচে গোপন এক নলের ভিতর দিয়ে নদীর পানি ছেড়ে দেন ভিতরে, সেই কক্ষের ভিতরে। তার সম্পর্কে আমাকে আর যে কথাটি বলা হলো, তা এই ঃ এই ভয়ংকর প্রতিশোধ গ্রহণের পর, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাইভর্তি একটা কোঠায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

পুরোহিতরা আমাকে বলেন, বাকি রাজারা মোটেই যশস্বী ছিলেন না; তাঁরা তাঁদের রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছুই করে যাননি। তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছেন রাজা মোসতরিজ; তিনি হিফিইস্তাস মন্দিরের জন্য উত্তর দিকে যে প্রবেশদ্বার তৈরি করেন এবং পিরামিডসহ যে হ্রদটি তার আদেশে নির্মিত হয় তার জন্যই লোকে তাঁকে স্মরণ করে। হ্রদের পরিসর এবং পিরামিডের আকার সম্পর্কে আমি পরে বলছি। পুরোহিতদের তালিকায় যে সব রাজা রয়েছেন, তাঁদের কেউই কোনো স্মৃতি রেখে যাননি। কাজেই তাদের পরে পরেই যে সিসোসত্রিস সিংহাসনে বসেন তার সম্পর্কে এবার কিছু বলতে চেষ্টা করবো।

পুরোহিতদের মতে, সিসোসত্রিস, প্রথমে যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর নিয়ে, আরব উপসাগর থেকে ভারত সাগরের উপকূল বরাবর রওনা করেন। পথে তিনি উপকূলের উপজাতিগুলিকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই অভিযানে তিনি এক সময় এমন এক অবস্থায় এসে পড়েন যে, অগভীর পানির জন্য তাঁর পক্ষে আর এগুনো সম্ভব ছিল না। পরে তিনি মিশরে ফিরে গিয়ে (এখানে-পুরোহিতদের উপরই আমি নির্ভর করছি) একটি শক্তিশালী সামরিক ফৌজ গড়ে তোলেন এবং মহাদেশের মধ্য দিয়ে মার্চ করে অগ্রসর হন। পথে যে জাতিই পড়লো তাকেই তিনি পদানত করলেন। পথে যখনি তিনি এমন কোনো সাহসী শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, যে তার আজাদির জন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে, সেখানেই তিনি তাঁর বিজয় স্তম্ভ তৈরি করে তাতে তাঁর নাম ও সেই দেশের নাম খোদাই করান, এবং এমন একটি বাক্যও যোগ করেন যাতে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর সামরিকশক্তিতে এ দেশ জয় করেছেন। তবে কোনো শহর, যুদ্ধ ছাড়াই সহজে তাঁর হস্তগত হলে, তিনি স্তম্ভের খোদিত লিপিতে, আরো কিছু যোগ করতেন। স্তম্ভে শুধু আগের কথাগুলিই তিনি লিপিবদ্ধ করতেন না, তার সঙ্গে তিনি নারীর যৌন অঙ্গের চিত্রও একথা বুঝবার জন্য খোদাই করতেন যে, এ শহরের পুরুষরা মেয়েদের চাইতে বেশি কিছু সাহসী নয়। এভাবে তিনি এশিয়ার ভিতর দিয়ে দেশের পর দেশ জয় করে অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলেন; তারপর তিনি একসময়ে ইউরোপে প্রবেশ করে সিদীয়ান ও গ্রীকদের পরাজিত করেন। আমার মনে হয়, মিশরীয় সামরিকবাহিনীর বিজয় অভিযানের শেষ সীমা এখানেই। এই এলাকার পরে, আর কোনো বিজয় স্তম্ভ দেখা যায় না। ফেরার পথে সিসোসত্রিস, ফাসিস নদীর তীরে পৌছেন; খুবই সম্ভব যে, এখানে তিনি তার সৈন্যবাহিনীর একটি দলকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং তাদের বসবাস করার জন্য এখানে রেখে তিনি এগিয়ে চলেন। এও হতে পারে যে, তাঁর সৈন্য বাহিনীর কেউ কেউ দীর্ঘ অভিযানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং দল ত্যাগ করেছিলো। এর মধ্যে কোনটি সত্য তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারবো না, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কলখীয়ানরা মিশরীয়দের বংশধর। অন্য কেউ বলার আগে, আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি এবং আমার মনে এ প্রশ্ন জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কলখিস এবং মিশরীয় উভয় ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন করি, এবং দেখতে পেলাম, কলখীয়ানরা মিশরীয়দের বেশি স্পষ্ট

মনে রেখেছে মিশরীয়দের চাইতে। অবশ্য মিশরীয়রা বলে, তার কলখীয়ানদেরকে 'সিসোসত্রিসের সৈন্যদেরই বংশধর মনে করে। এ ব্যাপারে আমার মনে যে ধারণা জন্মে, তার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে তাদের কালো চামড়া এবং পশমের মতো চুল (এ নয় যে তার মূল্য খুব বেশি, কারণ অন্যান্য দেশের মানুষেরও কালো চামড়া এবং পশমের মতো চুল আছে) এবং দ্বিতীয়ত এবং আরো বিশেষ করে, এই তথ্যের উপর যে, প্রাচীনকাল থেকে কেবল কলখীয়ান, মিশরীয় এবং ইথিয়োপীয়ানরাই খৎনা করিয়ে আসছে। ফিনিশীয়ান ও ফিলিসিস্তিনের সিরীয়ানরা স্বীকার করে যে, তারা এই প্রথা মিশর থেকেই গ্রহণ করেছে, এবং থার্মোডন ও পার্থেনিয়াস নদীদ্বয়ের নিকট যে সব সিরীয়ান বাস করে তারা এবং তাদের প্রতিবেশী ম্যাকরোনীয়ানরা বলে, তারা মাত্র কিছুদিন আগে কলখীয়ানদের কাছ থেকে তা শিখেছে। অন্য কোনো জাতিই খৎনা করায় না। এক্ষেত্রে এই সকল জাতিই মিশরীয়দের অনুসরণ করে থাকে। মিশরীয় এবং ইথিয়োপীয়ানদের কে কার থেকে এই প্রথা শিখেছে বলা মুশকিল; কারণ, প্রথাটি খুবই প্রাচীন। কিন্তু এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য জাতি, মিশরীয়দের সাথে যোগাযোগের ফলেই এ প্রথা শিখেছে। আমার এই বিশ্বাসে আমি আরা জোর সমর্থন পাই এই তথ্য থেকে যে, ফিনিসীয়ানরা যখন ইউনানীদের সমাজের সাথে মিশে যায় তখন তারা এই মিশরীয় প্রথা পরিত্যাগ করে, এবং তাদের ছেলেদের আর খৎনা করায় না।

এখন আমার মনে হয়, কলখীয়ান ও মিশরীয়দের মধ্যে আরো সাদৃশ্য আছে। তারা উভয়ই এমন এক ধরনের সুতিবস্ত্র বোনে যা অন্য কোনো জাতির লোকেরা পারে না। তাদের ভাষা এবং জীবনপদ্ধতির মধ্যেও মিল রয়েছে।•

বিজিত দেশগুলিতে রাজা সিসোসত্রিস যে সব স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন তার প্রায় সবগুলিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে ফিলিস্তিনে কয়টি স্তম্ভ নিজেই আমি দেখেছি যাতে পূর্বোল্লিখিত খোদিত লিপি রয়েছে একটি নারীর যৌন অঙ্গের চিত্রসহ। আইয়োনীয়ায়, শিলার উপর খোদাই করা সিসোসত্রিস-এর দুটি মূর্তি রয়েছে, একটি ইফেসুস থেকে ফসিয়ার রাস্তার ওপর, অপরটি স্মার্ণা ও সার্দিস-এর মধ্যবর্তী পথের ওপর। দুটি মূর্তিরই উচ্চতা প্রায় সাত ফুট পুরুষের মূর্তি, ডান হাতে বর্শা এবং বাম হাতে ধনুক, এবং তার বাকি সাজসজ্জা হচ্ছে কিছুটা মিশরীয় এবং কিছুটা ইথিয়োপীয়, বুকের উপর এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত, পবিত্র মিশরীয় হরফে একটি লিপি খোদিত রয়েছে — "আমার কাঁধের জোরে আমি এই দেশ জয় করেছিলাম।"

এখানে বিজয়ীর নাম ও দেশের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি, এবং যারা মূর্তিটি দেখেছেন তারা মনে করেন, এটি মেমননের মূর্তি। যাই হোক এসব কথা প্রসঙ্গবহির্ভূত, কারণ সিসোসত্রিস অন্যত্র সত্যকে খোলাসা করে দিয়েছেন।

• কলখিস-এ তৈরি সুতিবস্ত্র সার্দিনীয়ান বস্ত্র বলে পরিচিত — আর যা মিশরে তৈরি হয় তাকে বলা হয় মিশরীয় বস্ত্র।

পুরোহিতেরা আমাকে বলে, সিসোসত্রিস বিজিত দেশগুলি থেকে বহু যুদ্ধ বন্দি নিয়ে দেশে ফেরার পর পেল্যুসিয়ামের নিকটবর্তী ডেফ্নিতে তার ভাই-এর সাথে মিলিত হন। তিনি তার এই ভাইকে তার অবর্তমানে মিশর শাসন করার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। সিসোসত্রিস তাঁকে তার পুত্রসন্তানাদিসহ এক মেহমানিতে দাওয়াত করেন। যখন তারা খাচ্ছেন তখন তাঁর ভাই প্রাসাদের চারিপাশে লাকড়ি স্তূপীকৃত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ব্যাপার দেখে সিসোসত্রিস তড়িঘড়ি তাঁর স্ত্রীকে (তিনিও ভোজ সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন) জিজ্ঞেস করলেন, এখন তাঁর কি করা উচিত। রানী তখন তাঁকে পরামর্শ দেন, তাঁদের ছ'জন পুত্রের মধ্যে দু'জনকে নিয়ে জলন্ত কাঠের উপর তাদেরকে স্থাপন করে একটি সেতু তৈরি করা হোক, যাতে করে তারা আগুনের উপর দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছতে পারেন। রাজা পরামর্শ গ্রহণ করেন, এর ফলে তাঁর দুটি পুত্র পুড়ে মরে এবং অন্যরা তাদের পিতাসহ বেঁচে যায়। নিজ দেশে, মিশরে আবার যখন তিনি ফিরে এলেন, প্রথমেই তিনি তাঁর ভ্রাতাকে শাস্তি দিলেন এবং যুদ্ধবন্দিদের বিভিন্ন কাজে খাটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই বন্দিদেরই সিসোসত্রিসের রাজত্বকালে হিফীইসতাসের মন্দিরের জন্য বিশাল বিশাল সব পাথর টেনে আনতে এবং এখানে বিদ্যমান পরিখাগুলি খনন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই খননের ফলে, আর সারা দেশে সর্বত্র যে সব ঘোড়া এবং টাঙ্গার ব্যবহার ছিলো, মিশর সেগুলি থেকে বঞ্চিত হয়, যদিও এসব থেকে মিশরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা রাজার মোটেই ছিলো না। গোটা মিশরই থালার তলার মতো সমতল অঞ্চল। কিন্তু সেই সময় থেকেই, অসংখ্য পরিখা মিশরকে টুকরো টুকরো করে কেটে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ায়, এদেশ ঘোড়া এবং চাকাওয়ালা যানবাহন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে, নীল থেকে দূরে যে সব শহর রয়েছে সেগুলিতে পানি সরবরাহই ছিলো রাজার উদ্দেশ্য। কারণ, আগে যখন পানি কমে যেতো তখন এসব শহরের লোকেরা কুয়া থেকে ঈষৎ নোনা পানি পান করতো। তাছাড়া, এই রাজাই দেশের জমিকে খণ্ড খণ্ড ভাগ করে প্রত্যেকের জন্য সমান আয়তনের চতুষ্কোণ একখণ্ড ভূমি বরাদ্দ করেন। প্রত্যেকের নিকট থেকে তিনি এজন্য একটি সালানা খাজনা আদায় করতেন। যারই জমি নদী-শিকস্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, সেই রাজার নিকট গিয়ে তা নিবেদন করতো। জমির উপর যে খাজনা ধার্য করা হয়েছে, ভবিষ্যতে সে খাজনার কতটুকু চাষীকে দিতে হবে তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাজা ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপের জন্য পরিদর্শকদের পাঠাতেন। হয়তো এভাবেই জ্যামিতি উদ্ভাবিত হয়েছিল, এবং পরে তা সেখান থেকে গিয়েছিলো গ্রীসে। কারণ, সূর্য-ঘড়ি, সূর্য-ঘড়ির কাঁটা এবং দিনের বারোটি ভাগ ব্যাবিলন থেকে গ্রীসে এসেছিল।

সিসোসত্রিসই হচ্ছেন একমাত্র মিশরীয় রাজা, যিনি ইথিয়োপীয়াও শাসন করতেন। তাঁর রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি তাঁর নিজেরও স্ত্রীর মূর্তি তৈরি করান — একেকটি পয়তাল্লিশ ফুট উঁচু। তিনি তাঁর চার ছেলের মূর্তি তৈরি করান — যার একেকটির উচ্চতা তিরিশ ফুট। এগুলি হিফিইসতাসের মন্দিরের সামনেই তৈয়ার করা হয়েছিলো।

বহুকাল পরে, এই মন্দিরের পুরোহিত পারস্যের রাজা দারায়ুসকে এই মন্দিরের সামনে তার মূর্তি তৈরি করার অনুমতি দেননি, কারণ (তাঁর কথা মতো) মিশরের সিসোসত্রিসের কীর্তির মতো দারায়ুসের কীর্তি ততো বড়ো ছিলো না। সিসোসত্রিসের বিজয়গুলির মধ্যে, যা দারায়ুসের বিজয়গুলির চেয়ে মোটেই কম ব্যয়বহুল ছিলো না, সিদীয়ানদের পরাজয়ও ছিলো; অথচ, দারায়ুস সিদীয়ানদের হারাতে পারেনি। কাজেই দারায়ুসের নিজের মূর্তি সেই রাজার স্থাপিত মূর্তিগুলির সামনে স্থাপন করা উচিত নয়, যাঁর সাফল্যকে দারায়ুস অতিক্রম করতে পারেননি। ওরা বলে, দারায়ুস এই যুক্তির সারবস্তুতা মেনে নিয়েছিলেন।

সিসোসত্রিসের মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র ফিরোন রাজা হন। তিনি কোনো সামরিক অভিযানে বের হননি। তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্ধত্বের কারণ নির্দেশ করা হয় এই কাহিনী দ্বারা ঃ কোনো এক বছর, নীল দরিয়ার পানি অত্যধিক বেড়ে যায়। প্রায় সাতাস ফুট উঁচু হয়েছিলো পানি। যখন সমস্ত মাঠময়দান পানির নিচে চলে যায়, তখন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে নীল দরিয়া অত্যন্ত বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। রাজা তখন আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা বর্শা হাতে নিয়ে পাক খাওয়া পানিতে তা ছুঁড়ে মারেন। এই অসঙ্গত আচরণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হন এবং অন্ধ হয়ে পড়েন। দশ বছর অন্ধ অবস্থায় কাটানোর পর তিনি "বুতো" নগরীর দৈবজ্ঞের কাছ থেকে এক দৈবনির্দেশ পান। তাতে বলা হয়, তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, এখন তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, যদি তিনি তাঁর চোখ দুটি এমন এক রমণীর পেশাব দিয়ে ধুয়ে নেন যে কখনও আপন স্বামী ছাড়া আর কোনো পুরুষের অংকশায়িনী হয়নি। প্রথমে তিনি তাঁর নিজ স্ত্রীকে নিয়ে পরীক্ষা করেন, কিন্তু তিনি আগের মতো অন্ধই রয়ে গেলেন। পরে তিনি একের পর এক বহু রমণীকে নিয়ে পরীক্ষা করেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো। তখন তিনি যে রমণীটির পেশাবে ফল হয়েছে, তাকে ছাড়া আর সব স্ত্রীলোককে লোহিত স্তূপ নামে পরিচিত একটা শহরের দেয়ালের মধ্যে জমা করেন। এবং শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দেন, আর শহরসহ সকল রমণীকে পুড়িয়ে মারেন। এর পর যে রমণীটি তার রোগ নিবারণের সহায় হয়েছিল তাকে তিনি বিয়ে করেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি নামকরা প্রত্যেকটি মন্দিরে বহুবিধ অর্ঘ্য দান করেন — এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হিফিইসতাসের মন্দিরের প্রাঙ্গণে নির্মিত দুটি চতুষ্কোণ, ক্রমেই সূক্ষ্মাগ্র হয়ে ওঠা, পাথরের স্তম্ভ। এ দুটি দেখবার মতো বস্তু। এগুলি বারো ফুট চওড়া এবং একশত পঞ্চাশ ফুট উঁচু, এবং একটি মাত্র শিলা খোদাই করে প্রত্যেকটিকে তৈরি করা হয়েছে।

ফিরোনের পর মেমফিসের এক বাসিন্দা সিংহাসনে বসেন, গ্রীক ভাষায় তার নাম প্রোতিয়াস। আজো তার একটি পবিত্র অঙ্গণ রয়েছে মেমফিসে — অতি সুন্দর এবং জাঁকজমকের সাথে অলংকৃত। হিফিইসতাসের মন্দিরের দক্ষিণে এটি অবস্থিত। লোকে আশেপাশের গোটা এলাকাটিকেই টায়ারের লোকদের তাঁবু বলে; কারণ, এ এলাকার ঘরবাড়িগুলি টায়ার থেকে আগত ফিনিসীয়দেরই দখলে রয়েছে। চারদিকের বেষ্টনীর মধ্যে

বিদেশিনী এফ্রোদিতের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মন্দির রয়েছে একটি। আমার নিজের অনুমান, তীনদারিউসের কন্যা হেলেনের সম্মানে এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিলো। আমার এ অনুমানের ভিত্তি কেবল এ নয় যে, হেলেন কিছুসময় প্রোতিয়াসের দরবারে কাটায় বলে আমাকে বলা হয়েছিলো; বরং আরো একটি কারণ আছে ঃ এফ্রোদিতেকে এখানে বিদেশিনী বলে বর্ণনা করা হয়, অথচ অন্য কোনো মন্দিরেই এ দেবীকে এই খেতাব দেয়া হয় না। পুরোহিতদের আমি হেলেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা আমাকে বলে, প্যারিস স্পার্টা থেকে তার চুরি করে আনা বধূকে নিয়ে স্বদেশে ফিরছিলো। পথে ঈজীয়ান সমুদ্রের কোনো এক স্থানে ঝড় তুফানে পড়ে; এই তুফানের ঝাপটায় তার জাহাজ গতি বদল করে মিশরের দিকে রওনা করে; তুফান অবিরাম একইভাবে বইতে থাকে। আর শেষে ঝড়তুফান ঠেলে তার জাহাজকে নিয়ে ভেড়ায় উপকূলভাগে, নীল দরিয়ার 'ক্যানোপিক' নামক মোহনায়। 'সল্টপ্যানস' নামক স্থানে প্যারিস কোনো রকমে তীরে অবতরণ করতে সমর্থ হয়। এখানে, সমুদ্রতীরে, হিরাক্লিসের উদ্দেশে নির্মিত একটি মন্দির ছিলো। মন্দিরটি এখনো টিকে আছে। এ মন্দিরের সঙ্গে একটি অতি পুরনো প্রথা জড়িত রয়েছে। প্রথাটি আজও অপরিবর্তিত আবস্থায় বিদ্যমান। কোনো পলাতক গোলাম যদি এ মন্দিরে আশ্রয় নেয় এবং এ দেবতার সেবায় আত্মসমর্পণের প্রমাণস্বরূপ সে যদি নিজের শরীরে কিছু চিহ্ন অঙ্কিত হতে দেয়, তাহলে তার প্রভু যেই হোক না কেন, তার উপর আর সে হাত তুলতে পারবে না। প্যারিসের কোনো কোনো ভৃত্য একথা জানতে পারে, ওরা ওকে বিপাকে ফেলার জন্য ওকে ফেলে মন্দিরের আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে পালিয়ে যায় এবং প্যারিস কি করে হেলেনকে অপহরণ করেছে আর মেনিলাউসের প্রতি কি জঘন্য ব্যবহার করেছে সবকিছু বর্ণনা করে। ওরা যে পুরোহিতদের সামনে কেবল ওদের মুনিবের বিরুদ্ধেই এসব অভিযোগ উত্থাপন করে তা নয়; নীল দরিয়ার ঐ মোহনার প্রহরী থনিস-এর নিকটও সেই একই অভিযোগ করে। থনিস সঙ্গে সঙ্গে মেমফিসে প্রোতিয়াসের নিকট একটি বার্তা পাঠায় — একজন ট্রয়বাসী বিদেশী এখানে এসেছে গ্রীস থেকে। গ্রীসে সে এক জঘন্য অপরাধ করেছে; সে যার অতিথি হয়েছিলো প্রথমে তারই স্ত্রীকে সে ফুসলায়; তারপর বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদসহ তাকে নিয়ে আসে অপহরণ করে। এখন প্রতিকূল আবহাওয়া তাকে এই উপকূলে অবতরণ করতে বাধ্য করেছে। আমাদের কি এখন উচিত, এই সব অপহৃত জিনিসপত্রসহ তাকে আবার চলে যেতে দেয়া? না, এগুলি আমরা বাজেয়াপ্ত করবো? প্রোতিয়াস জবাব দেন, বন্ধুর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, সে যে ব্যক্তিই হোক, তাকে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি শুনতে পারি, তার নিজের সমর্থনে তার কি বলবার আছে। থনিস এই হুকুম মোতাবেক প্যারিসকে গ্রেফতার করে, তার জাহাজগুলি আটক করে, এবং তাকে ও হেলেনকে, অপহৃত দ্রব্যাদি এবং মন্দিরে তাদের যেসব ভৃত্য আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের সহ মেমফিসে পাঠিয়ে দেয়। তারা পৌঁছলে প্রোতিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করেন — সে কে, এবং কোথা থেকে এসেছে। প্যারিস তাঁকে তার নাম এবং তার পরিবারের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত

জানায়, এবং তার সফরের একটি নিখুঁৎ বিবরণ দেয়। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো — হেলেনকে সে কি করে পেয়েছে, তখন সে সত্য গোপন করে আবোলতাবোল বলতে শুরু করে; শেষ পর্যন্ত পলাতক নৌকররা তাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তার অপরাধের গোটা কাহিনীটা বয়ান করে। অবশেষে প্রোতিয়াস তার রায় দেন এভাবে; তিনি বলেন, 'আমার উপকূলভাগে যেসব বিদেশী তুফানে পড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের কাউকেই যে আজো আমি মৃত্যুদণ্ড দিইনি, এই তথ্যটিকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি; যদি তা মনে না করতাম, আমি তোমাকে দণ্ডিত করতাম তোমার মেহমানদার মেনিলাউসের কথা বিবেচনা ক'রে। মেহমান হিসেবে সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে এরূপ জঘন্যভাবে তুমি তার মেহেরবানির প্রত্যুত্তর দিলে; তুমি একটা আস্ত পাষণ্ড ! তুমি তোমার বন্ধুর স্ত্রীকে ফুসলিয়েছো, এবং তাও যেন যথেষ্ট নয় তুমি তার কামনা–বাসনা জাগিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছো। তুমি তাতেও সন্তুষ্ট হওনি; তোমার বন্ধুর বাড়ি থেকে যে ধনরত্ন তুমি অপহরণ করেছিলে তাও তুমি নিয়ে এসেছো। যদিও আমি কোনো বিদেশীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারি না, তবু তোমার পাপের মাধ্যমে অর্জিত কিছুই আমি তোমাকে নিয়ে যেতে দেবো না। আমি এই রমণী আর সম্পদ রেখে দেবো, যতো দিন না, যে সব ইউনানী এদের মালিক তারা তাদের নিতে আসে। তোমাকে এবং তোমার অভিযানের সঙ্গীদের আমি তিন দিনের সময় দিলাম, এর মধ্যে তোমাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং অন্য কোথাও গিয়ে নোঙর গাড়তে হবে। যদি তোমরা এই সময়ের মধ্যে চলে না যাও, আমি তোমাদের দুশমন মনে করবো।'

প্রোতিয়াসের দরবারে হেলেনের আগমন সম্পর্কে এ বিবরণই আমি পুরোহিতদের কাছ থেকে জানতে পাই। আমার মনে হয়, হোমার এই গল্পের সাথে পরিচিত ছিলেন; কারণ আসলে যে কাহিনীকে তিনি তাঁর মহাকাব্যে কাজে লাগিয়েছিলেন তার চেয়ে তিনি এই কাহিনীটিকে মহাকাব্যের জন্য কম উপযোগী মনে করলেও, এমনসব ঈঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন যাতে বোঝা যায়, এ গল্পটি তার অজানা ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন তিনি ইলিয়াডে প্যারিসের ভবঘুরে সফরের বর্ণনা করেন (এবং অন্য কোথাও তিনি তার বিবরণের বিরোধিতা করেননি) তিনি বলেন যে, এই সফরকালেই সে হেলেনকে নিয়ে যায় ফিনিশিয়ার সিডন শহরে। এ বিবরণ পাওয়া যায় ইলিয়াডের দিওমিদের কীর্তিগাথা নামক সর্গে; বিবরণটি এরূপ ঃ

সেগুলি ছিলো সিডনের রমণীদের বোনা উজ্জ্বল পোশাক, বীর প্যারিস, যাকে দেখায় দেবতার মতো বিস্ময়কর, এগুলি এনেছিলো তাদের সেই নগরী থেকে, যখন সে পাল তুলেছিলো বিশাল সমুদ্রে, উচ্চবংশজাত হেলেনকে নিয়ে সমুদ্র পথে, যখন তাকে প্যারিস নিয়ে এসেছিলো নিজ দেশে।

ওডিসিতেও একই বিষয়ের ইঙ্গিতমূলক একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে ঃ

জিয়ূসের কন্যাকে এই সূক্ষ্ম গুণসম্পন্ন ওষুধগুলি দেয়া হয়েছিল একজন মিশরীয় নারী পলিডমেনা কর্তৃক — থনের সহধর্মিণী — কারণ মিশরের উর্বর জমিতে ফলে বহু

তৃণলতা-ওষুধ, যা সুরায় ডুবিয়ে রাখলে শক্তি অর্জন করে রোগ নিরাময়ের, অথবা হত্যার।

আবার অন্যত্র মেনিলাউসের মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে টেলিমেকাসকে — 'মিশরে তখনো দেবতারা আট্‌কে রাখে আমাকে, যদিও আমি ব্যগ্র ছিলাম ফিরে আসতে, কারণ, আমি তাদের দিইনি তাদের বলির প্রাপ্য।'

এসব স্তবকে হোমার পরিষ্কার করে বলেছেন, প্যারিস যে পথহারা হয়ে মিশরে পৌছেছিল, একথা তিনি জানতেন; প্রথম উদ্ধৃত স্তবকটির বক্তব্য হচ্ছে সিরিয়া-মিশর সীমান্তে অবস্থিত এবং সিডনের অধিকারী ফিনিসীয়ানরা সিরিয়ায় বসবাস করে। এসব স্তবকদ্বারা, বিশেষ করে, সিডন সম্পর্কিত উল্লেখ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, হোমার 'সাইপ্রিয়া'র গ্রন্থকার নন, কারণ, এ কবিতাতে লেখা হয়েছে, প্যারিস স্পার্টা ত্যাগ করার তিন দিন পর হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ে পৌছেছিলো যেহেতু বাতাস ছিল খুবই অনুকূল আর সমুদ্র ছিলো খুবই শান্ত; অথচ আমরা 'ইলিয়াড' থেকে জানতে পারি, সে হেলেনকে নিয়ে পথহারা হয়ে অনেক দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। যাই হোক, হোমার এবং সাইপ্রিয়ার উপর আমার আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

আমি পুরোহিতদের জিজ্ঞেস করি, ট্রয়ে কি ঘটেছিলো সে সম্পর্কে যে গ্রীককাহিনী প্রচলিত আছে তার মূলে কোনো সত্য আছে কিনা। জবাবে তারা আমাকে অমন কতগুলি তথ্য সরবরাহ করে যা, ওদের দাবি মতে, ওরা সরাসরি মেনিলাউসের নিকট থেকেই শুনেছে। কাহিনীটি এই ঃ হেলেনের অপহরণের পর, ইউনানীরা খুব শক্তিশালী বাহিনী পাঠায় ট্রয়ে, মেনিলাউসের সাহায্যে ওরা স্থলভাগে অবতরণ করে। ট্রয়ের মাটিতে মজবুত হয়ে বসার পরই, দূতদের, যাদের মধ্যে মেনিলাউসও ছিলো একজন, পাঠানো হয় ট্রয়ে। ওদের অভ্যর্থনা জানানো হয় নগর প্রাচীরের মধ্যে; ওরা অপহৃত ধনরত্নসহ হেলেনকে ফেরৎ চায় এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ট্রয়বাসীরা কিন্তু এ জবাবই দেয় — কখনো কখনো কসম করেই এ জবাব দেয়, আর পরবর্তীকালে ওরা সবসময়ই এই জবাবই দিয়েছে যে, হেলেন কিংবা ধনরত্ন কিছুই তাদের হাতে নেই, বরং ওরা আছে মিশরে; কাজেই, যে সম্পত্তি আটক করে রেখেছেন মিশরের রাজা প্রোতিয়াস তার জন্য ওদের ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করার চেষ্টায় কোনো যৌক্তিকতা নেই। গ্রীকরা এ জবাবকে একেবারেই মিথ্যা মনে করে। তাই তারা ট্রয় অবরোধ করে, ট্রয়ের পতন না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যায়; কিন্তু হেলেনকে পাওয়া গেল না। ইউনানীদের একই কাহিনী বলা হলো আবার, তখন ওরা এ কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করে; এবং মেনিলাউসকে মিশরে প্রোতিয়াসের দরবারে পাঠিয়ে দেয়। সে পাল তুলে উজান বেয়ে মেমফিসে গিয়ে পৌছায়; এবং যা যা ঘটেছে তার একটা সত্যিকার বিবরণ দেয়ার পর তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় পরম যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে, এবং হেলেনের জীবনের কলংকজনক ঘটনার পরও সমস্ত ধনরত্নসহ তাকে ফেরৎ দেয়া হয়। কিন্তু এই মহানুভবতা সত্ত্বেও মেনিলাউস নিজেকে মিশরের বন্ধু প্রমাণ করতে পারেনি; কারণ, সে যখন মিশর ত্যাগ করার ইচ্ছা করে তখন প্রতিকূল

বাতাসের জন্য তাঁর অনেক দিন বিলম্ব করতে হয়। এ সময়ে সে দুটি মিশরীয় বালককে ধরে নিয়ে বলি দেয়। এই অন্যায় ব্যাপার জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর মিশরের বন্ধুত্ব ঘেন্নার রূপ নিলো। মেনিলাউসকে গ্রেফতার করার জন্য পিছু পিছু লোক পাঠানো হলো। কিন্তু সে তার জাহাজগুলি নিয়ে লিবিয়ায় পালিয়ে যায়। এর পরে সে কোথায় গিয়েছিলো এ সম্পর্কে মিশরীয়রা কিছু জানে না। পুরোহিতরা আমাকে বলেছে — এসব ঘটনার কিছু কিছু ওরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জেনেছে, কিন্তু যে সব ঘটনা ওদের নিজ দেশে ঘটেছিলো সেগুলি সম্পর্কে ওরা আমাকে বললো — দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাহলে মিশরীয় পুরোহিতরা আমাকে হেলেনের যে কাহিনী বলেছে তা এই — আমি নিম্নলিখিত যুক্তিতে এই বিবরণটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। হেলেন যদি সত্যি ট্রয়-এ থাকত তাকে ইউনানীদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হতো, প্যারিসের সম্মতিসহ, অথবা সম্মতি ছাড়াই। কারণ, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, প্রায়াম অথবা তার জাতির কোনো লোক প্যারিসকে হেলেনের স্বামীরূপে জীবন যাপন করতে দিয়ে, তার নিজের জীবন ও তার নিজের সন্তানসন্ততির জীবন এবং নগরের নিরাপত্তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার মতো এতটা পাগল হতে পারে। তা ছাড়া, গণ্ডগোলের সূত্রপাতের সময় ওদের মনোভাব ঐরূপ হলে, নিশ্চয়ই পরে যখন প্রত্যেকটি যুদ্ধে ট্রোজানরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কখনো, এমন একটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি (আমরা যদি মহাকাব্যে বিশ্বাস করি) যাতে প্রায়াম নিজে দুটি তিনটি, এমন কি তারও বেশি সন্তানকে হারান নি, নিশ্চয়ই তেমন অবস্থায়, এ সন্দেহের অবকাশ খুব কমই থাকে যে, রাজা প্রায়ামের নিজ স্ত্রী হলেও তিনি হেলেনকে ইউনানীদের হাতে ফেরৎ দিতেন, যদি তার ফলে, যুদ্ধ যে দুঃখদুর্দশা ডেকে এনেছিল তা থেকেই রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। অন্যদিকে প্যারিস সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিল না; কাজেই তার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং মানুষ হিসেবে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হেক্টরেরই প্রায়ামের মৃত্যুর পর প্রায়ামের উত্তরাধিকারী হবার কথা; এবং এও সম্ভব ছিলো না যে, হেক্টর তার ভ্রাতার অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করবে; বিশেষ করে যখন প্যারিসের এই অন্যায় কর্ম হেক্টরের নিজের জন্য এবং প্রত্যেকটি ট্রোজানের * জন্য নিয়ে এসেছে চরম দুর্দশা। আসল ব্যাপার এই যে, ওরা হেলেনকে ফিরিয়ে দেয়নি, কারণ হেলেন ওদের হাতে ছিল না, ইউনানীরা যা বলেছিল তা সত্য, এবং একথা বলতেও আমার দ্বিধা নেই যে, ইউনানীরা যে তা বিশ্বাস করেনি তার মূলে ছিল দৈব ইচ্ছা, যাতে করে ওদের সমূহ ধ্বংস মানব জাতির নিকট সোজাসুজি একথাই প্রমাণ করে যে, সবসময়েই, পাপের অনিবার্য ফল হচ্ছে আল্লাহর হাতে সমুচিত শাস্তি; অন্ততপক্ষে আমার নিজের তাই বিশ্বাস।

প্রোতিয়াসের পরবর্তী রাজা ছিলেন র‍্যামপ্‌সিনিতাস। তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছে — হিফিসতাসের মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে তিনি যে প্রবেশদ্বারগুলি তৈরি করেছিলেন এবং

---

* ট্রয়বাসী, ট্রয়ের লোক

প্রায় আটত্রিশ ফুট উঁচু যে দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজাগুলির দিকে মুখ করে, সেগুলি। দুটির মধ্যে যেটি একটু বেশি উত্তরে মিশরীয়রা তাকে বলে 'গ্রীষ্ম' এবং যেটি একটু বেশি দক্ষিণে, তাকে বলে 'শীত'। প্রথমটিকে ওরা খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রতি ওদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

র‍্যামপ্‌সিনিতাস-এর ছিল বিপুল পরিমাণ রৌপ্যভাণ্ডার — এতো বিপুল যে পরবর্তী কোনো রাজা এর ধারে কাছেও আসতে পারেননি, অতিক্রম করাত দূরের কথা। এই সম্পদের নিরাপত্তার জন্য তিনি পাথর দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে মনস্থ করেন, যার একটি দেয়াল হবে তার রাজপ্রাসাদের বাইরের প্রাচীরের একটি অংশ। তিনি যে মিস্ত্রিকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করেন তার এই সম্পদের প্রতি ছিল লোভ; তাই সে চালাকি করে দেয়ালটি এমন কৌশলে তৈরি করে যাতে দেয়াল যে সব প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তৈরি হলো তার একটি সহজেই, দুজন মানুষ কর্তৃক, এমন কি একজন কর্তৃকও সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। নতুন খাজাঞ্চিখানা তৈরি হবার পর রাজার টাকাপয়সা ওখানে সঞ্চিত রাখা হয়। কয়েক বছর পর মিস্ত্রি যখন তার মৃত্যু শয্যায়, সে তখন তার দুই পুত্রকে কাছে ডেকে, তাদের বললো — সে কতো চতুর! কারণ, সে কেবল তার পুত্রদের উপকারের জন্যই অপসারণযোগ্য পাথরটি স্থাপনের কৌশল অবলম্বন করেছিলো, যাতে করে ওরা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে। তারপর সে ঠিক ঠিক মাপটি ওদের জানায়, আর জানায় পাথরটি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ। সে ওদের বললো, ওরা যদি ব্যাপারটিকে কেবল ভালো করে গোপন রাখতে পারে, তাহলেই ওরা রাজভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে — যতোদিন ওরা বেঁচে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত। এরপর পিতা মারা যায়, এবং পুত্ররা কিছু মাত্র বিলম্ব না করে কাজটি সমাধা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরা রাতের বেলা প্রাসাদে প্রবেশ করে, এবং খাজাঞ্চিখানার প্রাচীরে সেই পাথরটিকে দেখতে পায়। ওটিকে ওরা সহজেই সরিয়ে ফেলে এবং বিপুল পরিমাণ রূপা নিয়ে সরে পড়ে। রাজা যখন পরের বের খাজাঞ্চিখানায় প্রবেশ করলেন তিনি দেখে বিস্মিত হলেন যে, যে সব পাত্রে টাকাকড়ি সঞ্চিত রাখা হয়েছিলো তার কোনো কোনোটি আর ভরা নয়। কিন্তু পাত্রের সীলগুলি ভাঙা নয়, এবং সকল তালাই অটুট রয়েছে দেখে রাজা অপরাধীদের কোনো হদিসই পেলেন না। এরপর বের বার একই ব্যাপার ঘটতে লাগলো। তিনি দেখতে পেলেন, প্রত্যেকবারই যখন তিনি কক্ষটিতে প্রবেশ করেন কলসগুলিতে টাকার পরিমাণ আরও কমে গেছে। কারণ চোরেরা নিয়মিত চুরি করে চলছিলো। তখন তিনি সতর্কতা হিসেবে ফাঁদ তৈরির আদেশ দিলেন এবং সেগুলি কলসগুলির কাছে রাখার নির্দেশ দিলেন। অন্যান্যবারের মতো এবারো চোরেরা এলো এবং তাদের একজন সেই কোঠায় প্রবেশ করলো। কিন্তু যেইমাত্র সে তার উদ্দিষ্ট টাকার কলসটির নিকটবর্তী হলো অমনি সে ফাঁদে আটকে গেলো। নিজের বিপদের কথা বুঝতে পেরে সে চিৎকার করে তার ভাইকে ডাকতে লাগলো, তার কি ঘটেছে তা বলার জন্য, এবং তাকে কাতর মিনতি করে সে বললো, সে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার মুণ্ডু কেটে

ফেলে, অন্যাথায়, চিনতে পারলে তাদের উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে। ভাই তার অনুরোধের মর্ম বুঝতে পেরে কালবিলম্ব না করে সেমতো কাজ করে। তারপর পাথরটিকে আবার তার নিজের জায়গায় বসিয়ে, সে ভাইয়ের মুণ্ডুটি নিয়ে ঘরে ফেরে। পরদিন রাজা আবার খাজাঞ্চিখানা দেখতে যান এবং তিনি যখন দেখলেন একটি মুণ্ডুহীন ধড় ফাঁদে আটকে পড়ে আছে এবং দালানের কোনো ক্ষতির চিহ্ন নেই কিংবা প্রবেশের বা বের হবার কোনো রাস্তাও দেখা যাচ্ছে না, তখন কি বিস্ময়ই না তার হলো! অনেকটা হতবুদ্ধি হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, চোরটির ধড় প্রাচীরের বাইরে লুকিয়ে রাখা হবে, এবং সেখানে থাকবে একটি প্রহরী, এই আদেশসহ যে আশেপাশে যে কাউকে চোখের পানি ফেলতে বা শোকের কোনো চিহ্ন প্রকাশ করতে দেখা যাবে, তাকেই গ্রেফতার করতে হবে। যুবকটির মা, তার মৃত সন্তানের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে খুব দুঃখ পায়, এবং ওকে ফিরিয়ে পাওয়ার কোনো না কোনো উপায় সম্বন্ধে সাধ্যমতো চিন্তা করার জন্য তার জীবিত পুত্রকে বলে। এমনকি, তাকে একথা বলেও শাসায় যে, জীবিত পুত্রটি যদি তার কথা না শোনে, মা নিজেই রাজদরবারে গিয়ে তাকে চোর হিসেবে তিরস্কার করবে। যুবকটি বহু ওজর আপত্তি করে। কিন্তু তাতে কোনো ফলই হলো না। তার মা তাকে অবিরাম চাপ দিতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত সে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটি উপায় খুঁজে বের করলো। সে কতকগুলি চামড়ার মশকে মদ ভর্তি করে তারপর সেগুলি গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যায় প্রাসাদের কাছে, যেখানে সিপাহীরা তার ভাই-এর মুণ্ডহীন লাশ পাহারা দিচ্ছে। সেখানে পৌছানোর পর, সে দুতিনটি মশকের গলা ধরে হেচকা টান মারে, যেন সেগুলি ঝুলে পড়ে এবং পরে মশকের মুখের গিঠ খুলে দেয়। এর ফলে, মশক থেকে মদ পড়ে যায়। যুবকটি তখন চিৎকার করে মাথা চাপড়াতে থাকে — যেন সে বুঝতে পারছে না — কোন গাধার মদ সে প্রথম বাঁচাবে।

এদিকে রাস্তার উপর মদ গড়াগড়ি যেতে দেখে, সৈন্যরা পাত্র নিয়ে ছুটে আসে সেই মদ ধরতে — নিজেদের এই সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে। যুবকটি রাগের ভান করে তাদের বিরুদ্ধে শপথ করতে থাকে। সিপাহীগুলি তার এই রাগ প্রশমিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সে তার সুর বদলায় এবং সে যেন তার রাগ হজম করে ফেলেছে এভাবে তার গাধাগুলিকে সে পথ থেকে সরিয়ে নেয়; আর তাদের পিঠে মদের মশকগুলি গুণতে থাকে। ইত্যবসরে যুবকটি যখন সিপাহীদের সাথে বাতচিত করছে তখন ওদের একজন তার প্রতি এক মারাত্মক রসিকতা করে বসে। এর ফলে সে হেসে ফেলে এবং ওদের একটি শরাবের মশক উপহার দেয়। ওরা বেশি হৈ চৈ না করে শরাব পানের জন্য বসে পড়ে এবং যুবকটিকে ওদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে ও শরাব পানে শরিক হতে অনুরোধ করে। যুবকটি তাদের প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করে — এবং শিগগিরই যখন পেয়ালার পর পেয়ালা সাবাড় হতে শুরু করলো সিপাহীগুলি তখন তার সঙ্গে ক্রমেই অধিকতর পরিচিতের মতো ব্যবহার শুরু করে দিলো। তখন ওদের দিলো আরো

একটি মশক। এত বিপুল পরিমাণ শরাব খেয়ে পাহারাদাররা আর ঠিক থাকতে পারলো না, ওরা তন্দ্রায় দুলতে লাগলো, তারপর সটান সেই স্থানেই শুয়ে পড়লো। যুবকটির জন্য ঐ ছিলো মস্ত বড়ো সুযোগ ঃ মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে তার ভাইয়ের লাশটিকে নামিয়ে ফেলে এবং ওদের বোকামিতে তার কি রকম হাসি পেয়েছিলো তার প্রমাণস্বরূপ, সে পাহারাদারদের প্রত্যেকের ডানগালের দাড়ি কেটে ফেলে। এরপর সে লাশটিকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। এভাবে সে সাফল্যের সঙ্গে মা-এর নির্দেশ পালন করে।

চোরের লাশটি চুরি হয়ে গেছে শুনে রাজা অতিমাত্রায় রেগে যান এবং যে লোকটি এতো চাতুর্যের সাথে একাজটি করেছে তাকে যে কোনো মূল্যে গ্রেফতার করার জন্য তিনি মনস্থির করেন। ওকে ধরার জন্য রাজা যে উপায় বেছে নিলেন বলে পুরোহিতরা আমাকে বলেছিলো, তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। ওদের কাহিনীটি এইরূপ ঃ রাজা তাঁর নিজের মেয়েকে একটি বেশ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন; তাকে এই নির্দেশ দেন, সে যেন যে আসে তার কক্ষে তাকেই সাদর অভ্যর্থনা করে এবং আগন্তুক মাত্রকেই অনুগৃহীত করার আগে, তাকে যেন বলতে বাধ্য করে — আগন্তুক জীবনে সবচেয়ে চাতুর্যপূর্ণ এবং শয়তানী কাজ কি করেছে। কেউ যদি বাদশার কন্যাকে সেই চোরের কাহিনী বলে, বাদশাজাদী যেন তাকে ধরে ফেলে এবং পালিয়ে যেতে না দেয়। রাজকন্যা তার পিতার হুকুম পালন করে। কিন্তু চোরটি যখন জানতে পারলো — বাদশাজাদী কেন এ বৃত্তি গ্রহণ করেছে, সে বাদশার চাতুর্যকে আরো বড়ো চাতুর্যের দ্বারা হারিয়ে দেয়ার লোভ সামলাতে পারলো না। সে সদ্যোমৃত একজন লোকের দেহ থেকে তার হাত এবং বাহু কেটে নেয়। এবং সেগুলিকে নিজের কাপড়ের নিচে লুকিয়ে, বেশ্যালয়ে বাদশাজাদীর সাথে দেখা করতে যায়। বাদশাজাদী অন্য সবাইকে যে প্রশ্ন করেছে তাকেও যখন সেই একই প্রশ্ন করলো, তখন সে জবাব দিলো, তার জীবনের জঘন্যতম কাজ হচ্ছে, বাদশার খাজাঞ্চিখানায় ধরা পড়া তার ভাই-এর মুণ্ডু কেটে ফেলা এবং তার সবচেয়ে চাতুর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে সিপাহীদের শরাব খাওয়ানো, যাতে করে প্রাচীরের সাথে ঝুলানো তার ভাই-এর লাশটিকে নামিয়ে সে সরিয়ে ফেলতে পারে। বাদশাজাদী সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জাবড়ে ধরে, কিন্তু চোরটি রাতের অন্ধকারে তার দিকে ঠেলে দিলো লাশের হাতটি; বাদশাজাদী হাতটি সজোরে চেপে ধরলো এই বিশ্বাসে যে, ওটি চোরের নিজের হাত। এভাবে কর্তিত হাত বাদশাজাদীর হাতে রেখে জানালা দিয়ে চোরটি বের হয়ে যায়।

এই সর্বশেষ কাজটিতে তার যে চাতুর্য এবং দুঃসাহসের পরিচয় মিললো, তাতে বিস্ময়ে এবং প্রশংসাবোধে বাদশা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর নিকট এ খবর পৌছানোর পরই তিনি মিশরের সকল শহরে এ এত্তেলা পাঠিয়ে দিলেন, এই ওয়াদাসহ যে যদি সে নিজে ধরা দেয়, তাকে কেবল ক্ষমাই করা হবে না, একটি মস্তবড়ো পুরস্কারও দেয়া হবে। চোর বাদশার এই কথায় বিশ্বাস করে; নিজেই গিয়ে সে বাদশার নিকট হাজির

হয়। র‍্যামপ্‌সিনিতাস মানবজাতির মধ্যে এই সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটির কদরদানির প্রমাণস্বরূপ, তাঁর সঙ্গে তার নিজ কন্যার শাদি দিলেন। তিনি বললেন — পৃথিবীর মধ্যে মিশরীয়রা হচ্ছে চতুর জাত, কিন্তু এই লোকটি তাদের সকলকেই হার মানিয়েছে।

র‍্যামপ্‌সিনিতাস সম্পর্কে আমি আরো একটি গল্প শুনেছি। সেটি এই : পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে, ইউনানীরা যাকে 'হাদেস' বা পাতাল বলে সেখানে তিনি সশরীরে অবতরণ করেন এবং দেমিতারের সাথে পাশা খেলেন। সেই খেলায় কখনো তিনি জেতেন; কখনো হারেন। পরে তিনি 'দেমিতারের' দেয়া একটি সোনালি রুমাল নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আমাকে বলা হলো তার এই পাতাল গমন এবং পৃথিবী প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মিশরীয়রা একটি উৎসব প্রবর্তন করে। এই উৎসব নিশ্চয়ই ওরা আমার সময়েও পালন করতো, যদিও আমি নিশ্চয় করে বলতে পারবো না, এ উৎসবের যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছিলো, আসলে কারণটি তাই কিনা। পুরোহিতরা একটি জোব্বা তৈরি করে; সেটি তৈরি করতে লাগে মাত্র একদিন। তারপর ওরা ওদেরই একজনের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে ওর হাতে সেই জোব্বাটি দেয়, এবং ওকে সেই রাস্তাটি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, যা চলে গেছে দেমিতারের মন্দিরের দিকে। এখানে ওরা ওকে ছেড়ে চলে আসে। এরূপ মনে করা হয় যে, শহর থেকে বিশ ফার্লং দূরে, ওকে পাহারা দিয়ে মন্দিরে নিয়ে যায় দুটি নেকড়ে বাঘ, পরে আবার ওকে ওরা যেখানে পেয়েছিলো সেখানে নিয়ে আসে। যে কোনো ব্যক্তিই এসব মিশরীয় কাহিনী বিশ্বাস করতে পারে, যদি সে খুব বিশ্বাসপ্রবণ হয়। আমার বেলায় আমি এই নীতিই অনুসরণ করে চলেছি যে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য আমাকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইভাবেই তা লিপিবদ্ধ করবো।

মিশরীয়রা বলে পাতালপুরীতে দেমিতার এবং দীওনাইসিয়াসই দুটি প্রধান শক্তি। মিশরীয়রাই প্রথম এই মতবাদ উপস্থিত করে যে, আত্মা অমর, এবং ওরা দাবি করে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা, ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে এমন একটি প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। আত্মা তখন সকল প্রাণী, পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করে ঘুরে ফিরে; এভাবে অনুবর্তন শেষ করে সর্বশেষে আবার মানব দেহে প্রবেশ করে। এইরূপ জন্মান্তরের জন্য দরকার হয় তিন হাজার বছরের। এই মতবাদ কোনো কোনো গ্রীক লেখক গ্রহণ করেছেন মিশরীয়দের কাছ থেকে — কেউ কেউ বেশ আগেই গ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ করেছেন পরে; আর এটিকে ওদের নিজস্ব মতবাদ বলে দাবি করেছেন। ওদের নাম আমি জানি কিন্তু এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

র‍্যামপ্‌সিনিতাসের সময় পর্যন্ত, মিশরের শাসনব্যবস্থা ছিলো চমৎকার এবং দেশটি ছিল অতি সমৃদ্ধ। কিন্তু তার উত্তরাধিকারী চিওপ্‌স (পুরোহিতদের দেয়া কাহিনীর সূত্র ধরে বলছি) দেশটিকে সকল প্রকার দুঃখদুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মন্দির বন্ধ করে দেন। তাঁর প্রজাদের ধর্মকর্ম থেকে বিরত রেখেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাদের প্রত্যেককে তাঁর নিজের সুবিধার জন্য গোলামের কাজ করতে বাধ্য করেন — একজনও অব্যাহতি পায়নি। ওদের অনেককে আরবের পাহাড়গুলি থেকে বড়ো বড়ো পাথর

নীলনদ পর্যন্ত টেনে আনতে বাধ্য করা হয়। এগুলি ফেরি দিয়ে পার করা হতো এবং অন্যরা সেখান থেকে এগুলিকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলতো লিবিয়ার পাহাড়গুলিতে। কাজটি চলতো তিনমাসের এককেটি পালায়; একেক পালায় এক লাখ লোক কাজ করতো। এই ধরনের নিদারুণ দাসমজুরির মাধ্যমে যে পথে পাথরগুলি টেনে নেয়া হতো সেই পথটি তৈরি করতে দরকার হয়েছিলো পুরো দশটি বছর। আমার মতে, এ কাজটি খোদ পিরামিড নির্মাণের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না; কারণ পথটি ছিলো দৈর্ঘে পাঁচ ফার্লং, প্রস্থে ষাট ফুট এবং সর্বোচ্চস্থানে উচ্চতায় আটচল্লিশ ফুট। এটি তৈরি করতে জীব-জন্তুর চিত্র খোদাইকরা মসৃণ পাথরের চাঁই সব ব্যবহৃত হয়েছে। যে পাহাড়ের উপর পিরামিডগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে ভূগর্ভে সমাধি কক্ষগুলিসহ এটি নির্মাণ করতে আমার মতে, দশ বছর লেগেছিলো। নীল নদ থেকে একটি খাল কাটা হয়েছিলো যাতে করে এই খালের পানি পিরামিডের এলাকাটিকে একটি দ্বীপে পরিণত করে। খোদ পিরামিড তৈরি করতে লেগেছিলো কুড়ি বছর; পিরামিডের তলদেশ আয়তক্ষেত্রাকার; এর উচ্চতা ৮০০ ফুট যা প্রত্যেক পার্শ্বের সমান। এটি পালিশ করা পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি, এবং কোনো একটি চাঁই-ই দৈর্ঘে তিরিশ ফুটের নিচে নয়। পাথরগুলি অতি নিপুণভাবে বসানো হয়েছে। স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে তৈরি করার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিলো পিরামিড বানাতে গিয়ে; অনেকটা যেন ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে। বুনিয়াদটি সম্পূর্ণ হবার পর এর উপরে নির্মিতব্য প্রথমস্তরের পাথরগুলি জমিন থেকে উপরে তোলা হয় — ভারি জিনিস উপরে তোলার খাটো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি যন্ত্র দিয়ে। এই প্রথমস্তরের উপরে ছিলো পরবর্তী ঊর্ধ্ব স্তরে পাথর তোলার জন্য আরেকটি ক্রেন, তারপর, আরো একটি ক্রেন পাথর আরো উপরে তোলার জন্য। প্রত্যেক স্তরের জন্যই ছিলো ক্রেন অথবা এমনো হতে পারে যে, ক্রেন একটিই ছিলো এবং সেটি বহন করা সহজ হওয়ায় সেটিকে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে নিয়ে যাওয়া হতো, ক্রেনের বোঝা তার নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দেয়ার পর। দুটি পদ্ধতির কথাই বলা হয়ে থাকে, এজন্য আমি দুটির কথাই লিখেছি। পিরামিডের শেষ কাজ শুরু হতো পিরামিডের চূড়া থেকে, এবং সেকাজ ক্রমশ এগুতো নিচের দিকে এবং তা শেষ হতো গিয়ে সর্বনিম্ন অংশে জমিনের নিকটতম অংশে। এর উপর মিশরীয় লিপিতে একটি লিপি খোদাই করা হয় — যাতে মজুরদের জন্য কি পরিমাণ মূল, পিঁয়াজ এবং পিঁয়াজজাতীয় কন্দ ব্যয় করা হয়েছে তা রেকর্ড করা হয়েছিলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, যে দোভাষী আমার জন্য শিলালিপিটি পড়েছিলো সে আমাকে বলেছিলো, এজন্য ১৬০০ ট্যালেন্ট রোপ্য ব্যয় করা হয়েছে। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে যে বছরগুলিতে পিরামিড তৈরির কাজ চলেছিলো সেই সময়ে এখরচ ছাড়াও, মজুরদের রুটি কাপড়ের জন্য আরো কি বিপুল পরিমাণ অর্থই না ব্যয় হয়েছিলো। পাথরসংগ্রহ, পাথরগুলিকে টেনে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া এবং ভুগর্ভস্থ কক্ষ তৈরি করার জন্য যে সময় লেগেছিলো, তার উল্লেখ না হয় এখানে নাই করা হলো।

কিন্তু চিওপস-এর জন্য কোনো অপরাধই খুব বড়ো ছিলো না। তাঁর যখন টাকার অভাব হলো তিনি তার নিজ কন্যাকে এক কসাইখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রতি নির্দেশ ছিলো সে একটা নির্দিষ্ট ফি আদায় করবে। তার সেই পরিমাণটি কি ছিলো তা অবশ্য ওরা আমাকে বলেনি। রাজকন্যা সত্যি এই ফি আদায় করে, এর সঙ্গে সে তার নিজস্ব একটি ফিও উশুল করে। মৃত্যুর পর যাতে সে স্মরণীয়া হয়ে থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কিছু পেছনে রেখে যাওয়ার জন্য সে তার প্রত্যেক খদ্দেরকে তাকে একটি করে পাথর দিতে বলে। কাহিনীটি এই যে, এই পাথরগুলি দিয়েই নাকি তৈরি হয়েছিলো বড়ো পিরামিডের সম্মুখে নির্মিত তিনটি পিরামিডের মাঝখানের পিরামিডটি। এর প্রত্যেকটি পার্শ্ব হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ফুট।

মিশরীয়দের বিবরণ মতে চিওপস পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই শিফরেন রাজা হন। শিফরেন তাঁর পূর্বসূরি অপেক্ষা ভালো ছিলেন না। তাঁর শাসন ছিলো একইরূপ কষ্টকর। চিওপস-এর মতোই তিনি একটি পিরামিড তৈরি করান, কিন্তু সেটি আকারে ছিলো ছোটো। আমি দুটি পিরামিড নিজেই মেপেছিলাম। এর নিচে ভু-গর্ভে কোনো কক্ষ ছিলো না এবং নীল দরিয়া থেকে পিরামিড পর্যন্ত পানি আসার জন্য তিনি চিওপস-এর মতো কোনো খালও খনন করাননি। আমি আগেই বলেছি, খাল কাটার ফলে চিওপস-এর পিরামিডের এলাকাটি একটি দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছে; এবং লোকের ধারণা তার দেহ ঐ পিরামিডেই রয়েছে। শিফরেনের পিরামিড চিওপস্-এর মহাপিরামিডের নিকটেই। এটি চিওপস্-এর পিরামিড থেকে চল্লিশ ফুট নিচু — কিন্তু এছাড়া দুটি পিরামিডের আয়তন একই। এর নিচু অংশটি অবশ্য আবিসিনিয়ার রঙিন পাথরে তৈরি। দুটি পিরামিড একই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার উচ্চতা প্রায় একশো ফুট। শিফরেন রাজত্ব করেন ছাপ্পান্ন বছর। কাজেই মিশরীয়রা মোটমাট একশো ছ' বছরের একটি হিসাব করে, যখন মন্দিরে পূজাঅর্চনা ছিলো সম্পূর্ণ বন্ধ। এবং সবদিক দিয়ে দেশটির দুর্গতি হয়েছিল চরম। মিশরীয়রা চিওপস এবং শিফরেনের নাম উচ্চারণ করতে পর্যন্ত রাজি নয়, এঁদের বিরুদ্ধে এতোই ওদের ঘেন্না। এমনকি, ওরা পিরামিডগুলির নামকরণ করে থাকে ফিলাইতিস নামক এক রাখালের নামে, যে তার পশুগুলিকে এর আশেপাশে ঘাস খাওয়াতো।

শিফরেনের পর, মিশরের রাজা হন চিওপস-এর পুত্র মাইসার্নিয়াস। তিনি তাঁর পিতার নীতি পালটে দিয়েছিলেন, তা পছন্দ করতেন না বলে। মন্দিরগুলির দ্বার তিনি খুলে দেন এবং তাঁর যে প্রজাদের হীন দাসত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো তাদের আবার তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্ম এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাবার অনুমতি দেন। মিশরে যতো রাজা রাজত্ব করেছেন তাঁদের সবার মধ্যে, আইনবিষয়ক মামলার রায়ের ক্ষেত্রে তিনি ইনসাফের জন্য ছিলেন সব চেয়ে যশস্বী। এজন্য মিশরীয়রা অন্য যে কোনো রাজার চাইতে তাঁর প্রশংসা বেশি করে। কারণ, বিচারে তাঁর নিরপেক্ষতার কথা

বাদ দিলেও, বিচারের রায়ে যে পক্ষ অসন্তুষ্ট হতো তিনি নিজ সম্পদ থেকে তাঁর ক্ষতিপূরণ করতেন এবং এভাবে, তার নালিশের আর কোনো সুযোগ রাখতেন না।

মাইসার্নিয়াসের মহানুভবতা আর তাঁর নরম শাসন ছিলো এইরূপ ঃ যখন তাঁর জীবনের প্রথম বিপদ আপতিত হলো তাঁর উপর, তাঁর একমাত্র সন্তান তাঁর কন্যাটি মারা গেলো। এই শোকে মূহ্যমান হয়ে রাজা তাঁর কন্যার জন্য তখন একটি সমাধি তৈরি করতে ইচ্ছা করলেন, যা অন্য সব সমাধি হতে হবে আলাদা। তিনি কাঠের একটি গরু তৈরি করান, যার ভেতরটা ছিলো ফাঁপা আর বাইরটা ছিলো সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। রাজার কন্যার লাশটা ধারণ করার জন্য ভেতরটা ফাঁপা রাখা হয়েছিলো। গরুটিকে কবর দেওয়া হয়নি। আমার সময়েও আমি ওটিকে দেখেছি — সাইস-এ, রাজ প্রাসাদের একটি সুশোভিত কক্ষে সেটি দাঁড়িয়ে আছে। এতে রোজ সকল রকমের পণ্য দ্রব্য পোড়ানো হয় এবং রাতের বেলা কোঠার ভেতরে জ্বালানো হয় একটি চেরাগ। পুরোহিতরা আমাকে বলে, পার্শ্বে আরেকটি কোঠায় মাইসার্নিয়াসের রক্ষিতাদের কয়েকটি মূর্তি রয়েছে। বলতে কি, এক কক্ষে প্রায় কুড়িটি বড় আকারের উলঙ্গ নারীমূর্তি রয়েছে! কিন্তু এগুলি যে কাদের মূর্তি সে সম্বন্ধে ওরা আমাকে যা বলেছিলো, আমি কেবল তাই বর্ণনা করতে পারি।

গরু এবং মূর্তিগুলি সম্বন্ধে আরেকটি একেবারে ভিন্ন কাহিনী রয়েছে। এ কাহিনী মতে, মাইসার্নিয়াস তার কন্যার প্রতি কামাতুর হয়ে পড়েন এবং তার সতীত্ব নষ্ট করেন। এই জঘন্য কাজের পর রাজকুমারী শোকে শরমে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে আত্মহত্যা করে। তাকে গরুটির ভেতরে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁর মা, রাজার যেসব ভৃত্য রাজাকে রাজকুমারীর নিকট আসতে দিয়েছিলো তাদের সবার হাত কেটে ফেলেন। ঐ মূর্তিগুলো হচ্ছে এইসব ভৃত্যের মূর্তি। তাদের জীবৎকালের আসল দেহের মতোই, ওদের হাত নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এ কাহিনীটি একেবারেই অর্থহীন। বিশেষ করে, মূর্তিগুলির হারানো হাতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি নিজেই দেখতে পাই যে, কালক্রমে ওদের হাতগুলি খসে পড়েছে। হাতগুলি আজো ওখানেই রয়েছে এবং স্পষ্ট নজরেও পড়ে। মূর্তিগুলির পায়ের কাছেই ওগুলি মাটিতে পড়ে আছে।

মাথা এবং কাঁধ ছাড়া গো মূর্তিটির সারা দেহ লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা, কাঁধ এবং মাথা সোনার পাতে মোড়ানো, এবং শিঙ দুটির মাঝখানে রয়েছে একটি সোনার থালা, সূর্যের প্রতীক এটি। মূর্তিটি সোজা নয়, বরং হাঁটু গেড়ে থাকার ভঙ্গিতে রয়েছে। আকারে এটি একটি জীবন্ত গরুরই মতো। বছরে একদিন, একটি উৎসবে, মিশরীয়রা নিজেরা একটি দেবতার সম্মানে নিজেদের বুক চাপড়ায়। দেবতাটির নাম আমি এখানে উল্লেখ করবো না। ঐ দিন গোমূর্তিটিকে কোঠা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় দিনের আলোতে; কারণ কন্যাটি নাকি তার মৃত্যু শয্যায় তার পিতা মাইসার্নিয়াসের নিকট আরজ করেছিলো — তাকে যেন প্রতি বছর একবার করে রোদের আলোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

কন্যার মৃত্যুর পর, মাইসার্নিয়াসের উপর দ্বিতীয় আরেক বিপদ এসে পড়ে। তিনি বুতো থেকে এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পান — তিনি নাকি আর মাত্র ছ'বছর বাঁচবেন এবং সপ্তম বছর মারা যাবেন। তিনি মন্দিরে এক ক্রুদ্ধ বার্তা পাঠান এবং দেবতাকে এই বলে তিরস্কার করেন যে, দেবতা তাঁর মতো একজন ধর্মপ্রাণ লোককে এতো শিগগির মৃত্যুবরণ করতে দিচ্ছেন, অথচ তাঁর দাদা ও পিতা, যাঁরা মন্দির বন্ধ করে দিয়েছিলেন, দেবতাদের বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গীসাথী লোকজনকে কষ্ট দিয়েছিলেন, তাঁরা একেবারে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এর জবাবে দৈবজ্ঞের কাছ থেকে আরেকটি বার্তা আসে, তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে একারণে যে, তাঁর ঠিক যা করা উচিত ছিলো তা তিনি করেননি।

কারণ, এটাই নিয়তি যে মিশরকে একশো পঞ্চাশ বছর দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারটি তার দুই পূর্বসূরি ভালো বুঝেছিলেন তাঁর চেয়ে। এতে মাইসার্নিয়াসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো তাঁর অন্তিমকাল চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। তিনি তখন অগুণতি প্রদীপ তৈরি করান। এইসব বাতির আলোতে তিনি রোজ সন্ধ্যায় শরাব পানে ও ফূর্তিতে মগ্ন হলেন — রাতদিনের মধ্যে তিনি কখনো বিরত হলেন না সুখসন্ধান থেকে। হ্রদ, নহর এবং বনভূমিতে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় — যেখানেই আনন্দের জায়গা আছে বলে তিনি শুনলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এভাবে রাতগুলিকে দিন করে তোলা এবং ছ'বছরকে বাড়িয়ে বারো বছর করা, আর এভাবে, মিথ্যার জন্য দেবতাকে শাস্তি দেয়া। তিনিও একটি পিরামিড তৈরি করান। বর্গাকৃতি এই পিরামিডটির নিচের অংশ আবিসিনিয়ার পাথর দিয়ে নির্মিত। এ পিরামিডটি তাঁর নির্মিত পিরামিডের চাইতে আকারে অনেক ছোটো — ভূমিতে প্রত্যেকটি পার্শ্ব মাত্র দু'শো আশি ফুট লম্বা।

গ্রীসে এমন লোক অনেক রয়েছে যারা মনে করে এই পিরামিডটি দরবারের বাইজি ড়ডোপিস কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো। ওদের ধারণা একেবারেই ভুল। আমি মনে করি না যে, ওরা জানতো কে এই ড়ডোপিস ছিলো। যদি তারা তা জানতো নিশ্চয়ই তারা একথা বলতে পারতো না যে অমন একটি স্মৃতিসৌধ সত্যি ওর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব; কারণ, এর জন্য যে অর্থের দরকার হয়েছে তার পরিমাণ হিসাবের অতীত। তাছাড়া, ওরা একথাও জানে না যে, ড়ডোপিস আমাসিস-এর রাজত্বকালে বেঁচে ছিলো, মাইসার্নিয়াসের আমলে নয়— যেসব রাজা পিরামিডগুলি বানিয়েছিলেন, তাদের সময়ের অনেক পরে। জন্মের দিক দিয়ে ও ছিলো থ্রেসীয়ান, স্যামোস-এর হেফিস্তোপোলিস-এর পুত্র ইয়াডমনের দাসী এবং কাহিনীকার ঈশপের* সঙ্গী বাঁদি। সামিয়ার্ন জানথিউস ওকে

---

* ঈশপ যে ইয়াডমনের গোলাম ছিলেন তার সবচাইতে স্পষ্ট প্রমাণ এইযে, যখন দৈবজ্ঞের নির্দেশ অনুযায়ী ডেলফীয়ানরা ঘোষণা করছিলো ঈশপের হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে কেউ না কেউ যেন এগিয়ে আসে তখন কেবল ইয়াডমনের পৌত্রই এগিয়ে এসেছিলো, যার নাম ছিলো একই।

মিশরে এনেছিলো, যাতে ও নিজের পেশা অনুসরণ করতে পারে। মাইতেলিনের শারাকসাস অর্থাৎ স্ক্যামান্দ্রানমাস-এর পুত্র ও কবি সাফোর ভাই ওকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এভাবে মুক্তি লাভ করে ও মিশরে থেকে যায়। নিজের সৌন্দর্য বিক্রি করে সে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলো তা ওর নিজের জন্য উল্লেখযোগ্য হলেও একটা পিরামিড তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিলো না। এ ধরনের ভান করে কোনো লাভ নেই যে ও অতিশয় ধনবতী ছিলো — কারণ, যে কোনো ব্যক্তি চাইলে তার সম্পত্তির দশভাগের একভাগ আজো ওখানে দেখতে পারে — যদি সে ওখানে যায় এবং লক্ষ্য করে। গ্রীসে কোনো এক প্রকারের অর্ঘ্যদান করে চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবে, এ ইচ্ছায় তার অর্থের এক দশমাংস দিয়ে সে কাবাবের জন্য যতোগুলি লোহার শিক কেনা সম্ভব, ততোগুলি শিকের জন্য উক্ত এক দশমাংস খরচ করে এবং সেগুলি ডেলফি-তে পাঠিয়ে দেয়। সত্যিকার মন্দিরের বিপরীত দিকে খিওসের অধিবাসীরা যে বেদি তৈরি করে দিয়েছিলো সেগুলি আজো ওখানেই পড়ে আছে। যে কারণেই হোক খুবসুরৎ বারাঙ্গনাদের জন্য নাউক্রেতিস নিশ্চয়ই চমৎকার জায়গা ছিলো। কারণ, ওখানে ড়ডোপিস যে কেবল বসবাস করেছে (এবং সে কারণে অতো মশহুর হয়েছে যে প্রত্যেকটি ইউনানীই তার সাথে পরিচিত) তা নয়, বরং পরবর্তী এক সময়ে আর্কিডিসে নামে এক বারাঙ্গনা, যাকে নিয়ে গল্প গুজব কম হতো ড়ডোপিসের চাইতে, গ্রীসের এক কিনার থেকে আরেক কিনার পর্যন্ত কাব্যে স্থান পেয়েছিলো। ড়ডোপিসের আজাদি ক্রয়ের পর শারাকসাস যখন মাইতেলিনেতে ফিরে এলেন তখন সাফো তাঁর এক কাব্যে তাঁর নিন্দা করেন। যাই হোক, ড়ডোপিস সম্বন্ধে আমি অনেক বলেছি — আর কিছু বলতে চাইনা। পুরোহিতরা আমাকে বললো, মাইসার্নিয়াসের পরে উত্তরাধিকারী হন আসুকিস। তিনিই পূব্ দিকের প্রবেশদ্বারটি হিফিসতাসের মন্দিরের সংগে যুক্ত করেন। আর এটি হচ্ছে চারটি দরোজার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে বড়ো। অন্যান্য দরজার মতোই কিন্তু ব্যাপকভাবে অনেক বেশি খোদিত লিপিতে এটি চিত্রিত এবং বিপুল পরিমাণে স্থাপত্য শিল্পে শোভিত। আসুকিসের আমলে টাকার পরিমাণ এতো কম এবং তেজারতি এতো মন্দা ছিলো যে, একটি আইন করা হয়েছিলো — মানুষ তার মরা বাপের লাশ বন্ধক রেখে অর্থ কর্জ করতে পারবে, যার সংগে পরবর্তীকালে এই ধারাটি যুক্ত হয় যে, মহাজন খাতকের গোটা পারিবারিক পাকা কবরের (ভূগর্ভস্থ কামরা) উপরই ক্ষমতাবান হবে। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এ ধরনের বন্ধক রেখে কর্জ করেছে এবং কর্জ শোধ করার আগে মারা গেছে তাঁকে তাঁর নিজের পারিবারিক গোরস্তান বা অন্য কোথাও সমাধিস্থ করা যাবে না এবং তাঁর নিজের ভূগর্ভস্থ কামরায় তাঁর আত্মীয়দের কাউকে কবর দিতে পারবে না। আসাইবিস তাঁর পূর্বে যারা সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁদের চেয়ে বেশ সুনাম করার খায়েশে তাঁর রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইট দিয়ে একটি পিরামিড তৈরি করেন এবং তার গাত্রে একটি পাথর বসিয়ে তাতে এই কথাগুলো উৎকীর্ণ করেন ঃ পাথরের পিরামিডগুলির সঙ্গে তুলনা করে আমার খুঁত ধরোনা। দেবতা জিয়ূস যেমন আর সকল দেবতার উপরে ঠিক তেমনি আমিও সকল পিরামিডের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ওরা একটি লগি ঠেলে দিতো হ্রদের তলায় এবং সেই লগিতে যে কাদা লেগে থাকতো তাই সংগ্রহ করে ওরা বানিয়েছিলো ইট। এভাবেই নির্মিত হয়েছিলাম আমি।

এই রাজার অন্য কোনো কৃতিত্ব নেই। কাজেই ওর সম্পর্কে আমার আর বলার কিছু নেই। এর পরের রাজা হচ্ছেন এনাইসিস। তিনি ছিলেন অন্ধ এবং ঐ নামের এক শহরেই তাঁর জন্ম। তাঁর রাজত্বকালে ইথিয়োপিয়ার রাজা সাবাকোসের নেতৃত্বে এক বিশাল ইথিয়োপীয়ান বাহিনী মিশর অবরোধ করে। অন্ধ এনাইসিস মিশর থেকে পালিয়ে জলা অঞ্চলে আশ্রয় নেন। মিশরে ইথিয়োপীয়ান সাবাকোস রাজত্ব করেন পঞ্চাশ বছর। কোনো মিশরীয় অপরাধ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সাবাকোসের রীতি ছিলো না; মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তিনি অপরাধীকে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বাধ্য করতেন — অপরাধীর নিজ শহরের পার্শ্ববর্তী ভূমি স্তরকে মাটি দিয়ে উঁচু করতে। এভাবে শহরগুলি আগের থেকেও উঁচু হয়ে ওঠে; কারণ এর আগেও একবার সিসোসত্রিস-এর আমলে, যখন খাল কাটা হয়েছিলো তখন ভূমিস্তর উন্নত হয়েছিলো। এইবার নিয়ে দুবার হল। ফলে শহরগুলির ভূমিস্তর অনেক উঁচু হয়ে গেল। বুবাসতিসের মতো মিশরের আর কোনো শহরেরই ভূমিস্তরকে এত উন্নত করা হয়নি। এখানেই রয়েছে বুবাসতিসের (গ্রীক আর্টেমিসের) একটি মন্দির, যা বর্ণনার যোগ্য। অন্যান্য মন্দির আকারে বৃহত্তরো হতে পারে অথবা সেগুলি তৈরি করতে বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে। কিন্তু কোনো মন্দিরই দেখতে এই মন্দিরের মতো এত মনোমুগ্ধকর নয়। মন্দির প্রাসাদের স্থানটি একটি দ্বীপ বিশেষ। কারণ, নীল দরিয়া থেকে দুটি খাল কেটে আনা হয়েছে; খাল দুটি এর পাশ ঘেঁষে বেষ্টন করেছে দ্বীপটিকে শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত; এখানে গিয়ে খাল দুটি হঠাৎ থেমে গেছে, পরস্পর না মিশে। প্রত্যেকটি খালই একশত ফুট প্রস্থ যার দু'তীরে রয়েছে সারি সারি ছায়াদার তরু। প্রবেশদ্বারটি সাত ফুট উঁচু এবং প্রায় নয় ফুট উঁচু কতগুলি চমৎকার খোদাই করা মূর্তির দ্বারা শোভিত। মন্দিরটি শহরের মাঝখানে অবস্থিত। কিন্তু এটি তার মূল অবস্থানে থাকায় এবং আর সর্বত্র দালানগুলির ভূমিস্তর উন্নীত হওয়ায় লোকজন এর চারপাশে উঁচু অবস্থান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে সুন্দর এক দৃশ্য. দেখতে পায়। মন্দিরটি খোদাই করা মূর্তি-চিত্রিত নিচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ঘেরাও-এর মধ্যে রয়েছে আসল মন্দিরটির মতোই উঁচু এক অত্যুচ্চ বৃক্ষের সারি। মন্দিরটি মস্তবড় এবং তার ভেতরে রয়েছে এক দেবী প্রতিমা। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটুকু আয়তনে এক বর্গ ফার্লং। এতে ঢুকতে হয় পাথর বিছানো একটি রাস্তা দিয়ে, চার শ ফুট চওড়া সেই রাস্তা বাজারের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পূর্বমুখে এবং বুবাসতিসের মন্দিরকে যুক্ত করেছে হারমিসের মন্দিরের সাথে। রাস্তার উভয় পাশে লাগানো হয়েছে সারি সারি অগণিত বৃক্ষ — এত উঁচু সেসব বৃক্ষ যেন আকাশ স্পর্শ করবে।

শেষ পর্যন্ত যে ইথিয়োপিয়ার সাবাকোস মিশর ত্যাগ করলেন অথবা মিশর থেকে পালিয়ে গেলেন তার মূলে রয়েছে একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি লোক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বলছে তিনি যেন মিশরের সব পুরোহিতকে একত্র করে কেটে দু'টুকরা করে

ফেলেন। লোকের ধারণা, সাবাকোস বলেছিলেন তাঁর বিশ্বাস দেবতারা তাঁকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছে তাঁকে একটি ধর্মবিরোধী কাজে কুমন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে, এবং এভাবে দেবতা অথবা মানুষের হাতে তাকে কোনো না কোনো বিপদে ফেলার জন্য। তাই তিনি স্থির করলেন তিনি দেবতাদের পরামর্শ শুনবেন না। পক্ষান্তরে তিনি মিশর পরিত্যাগ করাই স্থির করলেন। কারণ, মিশরে তাঁর রাজত্বকালের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল, ইথিয়োপিয়া ত্যাগ করার আগেই। তিনি ইথিয়োপিয়ার দৈবজ্ঞের কাছ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলেন যে, মিশরে তিনি রাজত্ব করবেন পঞ্চাশ বছর। সেই পঞ্চাশ বছর এখন শেষ হয়েছে। স্বপ্নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সেই ভবিষ্যদ্বাণী যুক্ত হয়ে তাঁকে বাধ্য করে স্বেচ্ছায় মিশর ত্যাগ করতে।

সাবাকোস চলে যাওয়ার পর অন্ধ এনাইসিস্ আবার ফিরে আসেন জলা অঞ্চল থেকে, যেখানে একটি দ্বীপে তিনি বাস করেন পুরা পঞ্চাশ বছর। দ্বীপটিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন মাটি আর ছাই দিয়ে। এবার স্বদেশে ফিরে এসে আবার মিশরের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। নির্বাসনের সেই বছরগুলিতে, যে সব মিশরীয়ের দায়িত্ব ছিল গোপনে তাঁর জন্য খাদ্য পাচার করা, তিনি সাবাকোসকে না জানিয়ে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎসঙ্গে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাই আনতে। পরবর্তীকালে আমীর্থিউসই প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্ববর্তী বহু রাজা কর্তৃক এই দ্বীপটি খুঁজে বের করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সাত 'শ বছরের অধিককাল এর অবস্থান ছিল অজ্ঞাত। এই দ্বীপটির নাম এলবো। এর যে কোনো স্থানে বরাবর এক কিনার থেকে আরেক কিনার পর্যন্ত দৈর্ঘ দশ ফার্লং।

এনাইসিসের পর সিংহাসনে বসেন সিথোস, হিফিসতাসের প্রধান পুরোহিত। বলা হয়, তিনি নাকি মিশরের যোদ্ধাশ্রেণীটিকে অবহেলা করতেন এবং তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল ঘেন্না ও তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক, যেন ওদের কোনো খিদমতেরই তাঁর প্রয়োজন হবে না। তিনি নানাভাবে ওদের অনুভূতিকে আঘাত করতেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, প্রাক্তন রাজাদের আমলে, বিশেষ সুবিধা হিসাবে ওরা মাথাপিছু যে বারো একর জমির অধিকারী ছিল তা থেকে তিনি তাদের বঞ্চিত করেন। ফল এই হলো, আরব এবং আসিরিয়ার বাদশা সেনাশেরিবের অধীনে যখন এক শক্তিশালী বাহিনী মিশর অবরোধ করে বসে তখন ওদের কেউই যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ; কি করতে হবে বুঝতে না পেরে পুরোহিত রাজা মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তাঁর বিপদের কথা দেবতার মূর্তির নিকট নিবেদন করেন করুণভাবে। কাতরোক্তির মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্ন দেখেন দেবতারা তাঁর পক্ষে আছেন, তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনি যদি আরব ফৌজের মোকাবেলা করার জন্য হিম্মতের সঙ্গে এগিয়ে যান তাঁর কোন ক্ষতি হবে না, কারণ, দেবতা তার জন্য সাহায্যকারী পাঠাবেন।

এই স্বপ্নে রাজার আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো এবং যে সব লোক তার সঙ্গী হতে রাজি হল — যারা একজনও যোদ্ধাশ্রেণীর নয় বরং ছিলো দোকানদার, কুটির শিল্পী,

বাজারের লোক, এদেরই একটি মিশ্রদল নিয়ে তিনি মার্চ্ করে পৌছলেন পেলুউসিয়াম, যা পাহারা দেয় মিশর প্রবেশের পথগুলি; ওখানে তিনি তাঁর অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি যখন ওখানে আসিরীয়দের মুখোমুখি অবস্থান করছিলেন তখন রাতের বেলা হাজার হাজার মেঠো ইঁদুর ঝাঁকবেধে উঠে আসে ওদের উপর এবং ওদের তূনীর, ধনুকের ছিলা এবং ঢালের চামড়ার হাতল সব খেয়ে ফেলে, যার ফলে পরদিন যুদ্ধের জন্য কোনো হাতিয়ারই না পেয়ে ওরা ওদের অবস্থান ত্যাগ করে এবং পিছু হঠার সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হিফিসতাসের মন্দিরে আজো দেখতে পাওয়া যায় সিথোসের একটি লৌহ মূর্তি। মূর্তিটির হাতে রয়েছে একটি ইঁদুর আর সঙ্গে একটি উৎকীর্ণ লিপি "আমার দিকে চাও এবং ভক্তি করতে শেখ"।

এ পর্যন্ত আমি মিশরীয়রা এবং তাদের পুরোহিতরা আমাকে যে বিবরণ দিয়েছিল তারই উপর নির্ভর করেছি। ওরা বলেন — মিশরের প্রথম রাজা, আর আমি সর্বশেষে যার কথা উল্লেখ করেছি তাঁর মধ্যে তিনশো একচল্লিশ পুরুষের ব্যবধান রয়েছে এবং প্রত্যেক পুরুষই একজন করে রাজা এবং প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি — সর্বশেষ রাজার নাম হচ্ছে সিথেসে, হিফিসতাসের প্রধান পুরোহিত। এখন তিন পুরুষে এক শ' বছর ধরলে তিনশ' পুরুষে দশ হাজার বছর হয়, এবং বাকি এক চল্লিশ পুরুষে হয় আরো এক হাজার তিন শ' চল্লিশ বছর। ওরা বলে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো কোনো দেবতা মানুষের মূর্তি ধারণ করেনি; পরবর্তী রাজাদের আমলে এ ধরনের কোনো ব্যাপারই ঘটেনি। ওরা অবশ্য বলেছিল যে এই সময়ের মধ্যে সূর্য চারবার তার স্থান বদল করেছে, দু'বার তার উদয় হয়েছে সাধারণত সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেখান থেকে আর দুবার অস্ত গেছে সাধারণতঃ সূর্য যেখানে থেকে উদয় হয় সেখানে। ওরা আমাকে একথা জানায় যে তাতে মিশরের উপর মোটেই কোনো প্রভাব পড়েনি। ফসল এবং নদীর উৎপন্ন ছিল আগের মতোই স্বাভাবিক এবং রোগব্যাধি অথবা মৃত্যুর পরিমাণও বাড়েনি বা কমেনি।

যখন ঐতিহাসিক হীকাতীয়ুস থিবিসে ছিলেন তখন তিনি এক দেবতা থেকে ষোড়শতম পুরুষে তার বংশের উৎপত্তি হয়েছে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। একথা শুনে জিয়ুস দেবতার পুরোহিতরা তার প্রতি ঠিক তাই করেছিল ওরা যা করেছিল আমার প্রতি — যদিও হীকাতীয়ুসের মতো আমি ব্যক্তিগত বংশপঞ্জি রাখার আদৌ কোন চেষ্টাই করিনি। ওরা আমাকে মন্দিরের বৃহৎ মিলনায়তনে নিয়ে যায় এবং আমাকে গুণে গুণে ওখানকার কাঠের প্রতিমাগুলি দেখায়। ওদের সংখ্যা আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই ছিল, কারণ প্রত্যেক প্রধান পুরোহিতই তার মৃত্যুর পূর্বে ওখানে তার একটি মূর্তি তৈরি করতো। সবশেষে যে প্রধান পুরোহিত মারা যায় তাঁর মূর্তি থেকে শুরু করে গুণে উপর দিকে যেতে যেতে আমাকে মূর্তিগুলি দেখিয়ে ওরা বলে যে, এদের প্রত্যেকেই ছিলো তার পূর্ববর্তী জনের পুত্র। এভাবে সবকটি মূর্তি গোনা হয়। হীকাতীয়ুস তাঁর বংশপঞ্জি অনুসরণ করতে গিয়ে যখন ষোলো পুরুষ আগের এক দেবতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থির করলেন তখন

পুরোহিতেরা তাকে বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। ওরা বললেন, কোনো মানুষেরই পূর্বপুরুষ কখনো দেবতা ছিল না। ওরা তার দাবি নাকচ করে দিলেন ওদের আপন প্রধান পুরোহিতর বংশধারার দৃষ্টান্ত দিয়ে। ওরা বললেন, প্রত্যেকটি মূর্তিই হচ্ছে একজন পিরোমীসের (শব্দটির দ্বারা বুঝায় ভদ্রলোক), যিনি ছিলেন আর একজন পিরোমীসের পুত্র, এবং কোনো দেবতা বা উপদেবতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন নি। তাহলে এ মূর্তিগুলি ছিল মানুষেরই মূর্তি। ওদের দেবতা হওয়ার তো কথাই ওঠে না। তা সত্ত্বেও, ওদের কালের আগে নিশ্চয়ই মিশরের শাসক ছিল দেবতারা। ওরা মানুষের মধ্যে বাস করতো তাদেরই একজন হিসাবে; কখনো বা বাকি সকলের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারীরূপে। ওদের মধ্যে সর্বশেষ শাসক ছিল ওসিরিসের পুত্র হোরাস। হোরাস হচ্ছে গ্রীকদের এপোলো আর ওসিরিস হচ্ছে ওদের দীওনাইসিয়াস। হোরাসই পরাভূত করেন টাইফোনকে এবং মিশরের সিংহাসনে তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ দেবতা।

গ্রীসে হিরাক্লিস, দীওনাইসিয়াস ও প্যানকে মনে করা হয় দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ। কিন্তু মিশরে প্যান হচ্ছে খুবই প্রাচীন এবং সকল দেবতার আগে যে আটজন দেবতা ছিল তাদেরই একজন। হিরাক্লিস হচ্ছেন ওদের পরবর্তী বারো জনের একজন আর দীওনাইস্যাস হচ্ছেন তাদেরও পরবর্তী বারো দেবতার অন্যতম। হিরাক্লিস এবং এমাসিসের রাজত্বকালের মধ্যে মিশরীয়দের গণনামতে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তার দৈর্ঘ আগে উল্লেখ করেছি। প্যান তাদেরও আগের, এমনকি এই তিন দেবতার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক যে দীওনাইসিয়াস তিনিও ওদের মতে, আর্বিভূত হয়েছিলেন এমাসিসের পনেরো হাজার বছর আগে। এই তারিখগুলি সম্পর্কে ওরা খুবই নিশ্চিত বলে দাবি করেন। কারণ ওরা সব সময় খুব সতর্কতার সঙ্গে বর্ষ পরিক্রমা লিপিবদ্ধ করে এসেছেন। কিন্তু ক্যাডমাসের কন্যা সিমেলীর পুত্র দীওনাইসিয়াসের জন্ম থেকে বর্তমান পর্যন্ত মাত্র ষোল শ' বছর হয়েছে। আল্‌কমেনির পুত্র হিরাক্লিসের জন্ম থেকে হয়েছে ন শ' বছর; পেনিলোপের পুত্র প্যানের জন্ম থেকে, যাকে গ্রীকরা মনে করেন হার্মিস ও পেনিলোপের পুত্র বলে, আট শ' বছরের বেশি নয়। অর্থাৎ ট্রয়ের যুদ্ধের পর যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তার চাইতেও কম।

এই দুই ইতিবৃত্তের মধ্যে যে কোনোটি যে কোনো জন বিশ্বাস করতে পারে। আমি আমার নিজের মত ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করেছি। যদি সত্যি সত্যি গ্রীসে এম্‌ফিত্রিওনের পুত্র হিরাক্লিস, সিমেলীর পুত্র দীওনাইসিয়াস এবং পেনিলোপের পুত্র প্যান–এর মতো এই সকল দেবতার কথা সকলের জানা থাকত এবং গ্রীসে ওরা বার্ধক্যে উপনীত হতো, তাহলে একথাই হয়তো বলা হতো যে সর্বশেষে উল্লেখিত দেবতা দুজন ছিলেন আসলে মানুষ, যারা পূর্বেকার দেবতাদের নাম ধারণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রীক কাহিনীটি এই যে, দীওনাইসাসের জন্মের পর পরই তাকে জিয়ূসের উরুদেশে ভরে সেলাই করে নিয়ে যাওয়া হয় মিশরের উজানে ইথিয়োপিয়ার 'নাইসা' নামক স্থানে। তবে প্যানের জন্ম সম্পর্কে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে কাহিনীটি নীরব। তাই আমার নিকট বিষয়টি খুব

পরিষ্কার যে, অন্যসব দেবতার পর এই দেবতাগুলির নামের সঙ্গে পরিচিত হয় গ্রীসের লোকেরা, এবং ওরা ওদের বংশধারার উৎস খুঁজতে গিয়ে সে-সময় পর্যন্ত গিয়ে থাকে যখন প্রথম ওরা জানতে পারে ঐ দেবতাগুলি সম্পর্কে।

এ পর্যন্ত আমি মিশরীয়দের উপরই নির্ভর করেছি। কিন্তু এর পর যা বলছি তাতে অন্যান্য জাতির লোকেরাও এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে যা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাই বর্ণনা করবো এবং এখানে ওখানে নিজের মতও যোগ করবো। হিফিসতাসের পুরোহিত সিথোসের রাজত্বের পর মিশরীয়রা কিছুকালের জন্য রাজতন্ত্রী সরকারের শাসন থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু রাজা ছাড়া দীর্ঘকাল চলতে না পেরে ওরা মিশরকে বারোটি অংশে ভাগ করে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন করে রাজা নিযুক্ত করে। আন্তর্বিবাহের মাধ্যমে বন্ধুত্বে আবদ্ধ এই বারো জন রাজা পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে এই শর্তে রাজ্য শাসন করতে থাকেন যে, ওদের কেউই অপর কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করবেন না, কিংবা অন্যের ক্ষতি করে নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করবেন না। ওরা কয়েকজন এই চুক্তিতে আসেন, এবং স্থির করেন যে চুক্তির শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কারণ বারোটি রাজ্য যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এক দৈবজ্ঞ নাকি বলেছিলো ওদের মধ্যে যিনি হিফিসতাসের মন্দিরে ব্রঞ্জের পিয়ালা থেকে সুরা ঢালবেন তিনিই হবেন সমগ্র মিশরের অধীশ্বর।

ওরা ওদের বন্ধনকে আরো মজবুত করার উদ্দেশ্যে ওদের অঞ্চলগুলিতে একটি সাধারণ স্মৃতিসৌধ তৈরি করে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যে মোওরিজ হ্রদের কিছু উজানে 'মকর নগরী'র নিকটে একটি চক্ তৈরি করেন। আমি এই প্রাসাদটি দেখেছি। এর যথাযথ বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। এটি তৈরি করতে শ্রমে ও অর্থে যা ব্যয়িত হয়েছে তা ইউনানীদের সকল দালানকোঠা আর প্রাচীরাদির জন্য মোটমাট যা ব্যয় হয়েছে তার চাইতে তা নিশ্চয়ই বেশি। অবশ্য এফিসাস এবং স্যামোসের মন্দিরগুলি যে সৌধ হিসেবে উল্লেখযোগ্য, তাতে সন্দেহ নাই। পিরামিডগুলিও বিস্ময়কর এক একটি সৌধ — প্রত্যেকটিই গ্রীকদের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সৌধগুলির অনেকগুলির সমান, কিন্তু এই চক্টি সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। এর বারোটি ছাদবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ রয়েছে এক সারিতে ছয়টি উত্তরমুখী, আর ছয়টি দক্ষিণমুখী। এক সারির প্রবেশদ্বারগুলি আর এক সারির প্রবেশদ্বারগুলির মুখোমুখি এবং গোটা চক্টির বাইরে রয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীর। ভেতরে প্রাসাদটি হচ্ছে দোতলাবিশিষ্ট এবং তাতে রয়েছে তিন হাজার কামরা। এর মধ্যে অর্ধেক কামরা রয়েছে মাটির নিচে আর বাকি অর্ধেক ঠিক সে সবের উপরে। আমাকে উপর তলার কামরাগুলির ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই এগুলির সম্পর্কে আমি বলবো আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কামরাগুলি সম্পর্কে আমি কেবল অন্যের বিবরণের ভিত্তিতেই কথা বলতে পারি। প্রাসাদটির দায়িত্ব যে সব মিশরীয়ের হাতে ছিলো তারা আমাকে সেসব দেখতে দেয়নি, কারণ যেসব বাদশা এ চক্ তৈরি করেছিলেন তাঁদের সমাধি এবং পবিত্র কুমিরদের সমাধিও রয়েছে এ সব কামরায়।

পক্ষান্তরে, উপর তলার কামরাগুলি আমি নিজে দেখবার সুযোগ পাই। বিশ্বাস করা কঠিন যে, এগুলি মানুষের তৈরি। কামরা থেকে কামরায়, প্রাঙ্গণ থেকে প্রাঙ্গণে বিভ্রান্তিকর এবং জটিল রাস্তাগুলি ছিল আমার জন্য এক অন্তহীন বিস্ময় — যখন আমরা একটি কামরা থেকে যাচ্ছিলাম অন্য কামরাগুলিতে, কামরা থেকে গ্যালারিতে, গ্যালারি থেকে আরো কামরায় এবং সেখান থেকে নবতরো প্রাঙ্গণে। প্রত্যেকটি কামরার প্রাঙ্গণ এবং গ্যালারির ছাদ পাথরের দেয়ালের মতো। প্রাচীরগুলি ঢাকা রয়েছে উৎকীর্ণ মূর্তিতে; প্রত্যেকটি প্রাঙ্গণই নিখুঁতভাবে তৈরি, শাদা মর্মর পাথরে, আর একটি তরুবীথির দ্বারা তা বেষ্টিত। যেখানে চক্টি শেষ হয়েছে সেখানেই রয়েছে একটি পিরামিড, উচ্চতায় দু'শ চল্লিশ ফুট, যার উপর রয়েছে উৎকীর্ণ পশু মূর্তি, আর মাটির নিচ দিয়ে রয়েছে একটি রাস্তা, তাতে প্রবেশের জন্য। চক্টি চমৎকার তো বটেই, তথাকথিত মোওয়ারিজ হ্রদটি, যার পাশে অবস্থিত এই চক্টি, সম্ভবত আরো বিস্ময়কর। এর পরিধি হচ্ছে তিন হাজার ছয়'শ স্তাদেশ অথবা ষাট শোয়েনি, অর্থাৎ প্রায় চার 'শ কুড়ি মাইলের ব্যবধান, মিশরের সমগ্র উপকূল রেখার দৈর্ঘের সমান। আকৃতিতে এটা দীর্ঘায়িত, উত্তরে দক্ষিণে প্রসারিত এবং এর সবচেয়ে বেশি গহীনতা হচ্ছে পঞ্চাশ ফেদম। এই বিশাল বেসিনটি স্পষ্টতই কৃত্রিম। কারণ এর প্রায় ঠিক মাঝখানেই রয়েছে দুটি পিরামিড পানির উপরে তিনশ ফুট উঁচু (আর ওদের ভিত্তি রয়েছে পানির ভেতরে, সমান নিচে) এবং প্রত্যেকটির উপরে রয়েছে সিংহাসনে আসীন এক মানুষের শিলামূর্তি। এই হ্রদের পানি স্বাভাবিক উৎস থেকে আসে না (এখানে এলাকাটি অতিমাত্রায় শুষ্ক)। এ পানি আনা হয়েছে নীল নদ থেকে একটি কৃত্রিম খাল কেটে এবং বছরের ছয়মাস এই খাল দিয়ে হ্রদে পানি ঢুকে, বাকি ছয় মাস হ্রদ থেকে পানি পড়ে গিয়ে নদীতে। যে ছয় মাস পানি যায় সেই ছয় মাসের জন্য হ্রদ এলাকায় যে ব্যক্তি মাছ ধরে সে তার শুল্ক হিসেবে রাজভাণ্ডারে এক ট্যালেন্ট রূপা দান করে; বাকি ছয় মাসের জন্য কেবল কুড়ি মিনি অর্থাৎ এক ট্যালেন্টের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে থাকে।

যারা এখানে বাস করে তারা আমাকে বলেছে, মাটির নিচ দিয়ে আরো একটি খাল রয়েছে যা পাহাড়ের কাছ দিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে চলে গেছে, মেমফিসের উজানে, দেশের অভ্যন্তরে। এই খাল দিয়েই পানি লিবিয়ার সীর্তিস পর্যন্ত পৌছে। আমার জানতে ঔৎসুক্য হল এই হ্রদ খোদাই করাকালে যে মাটি তোলা হয়েছিল তা কোথায় গেলো, কারণ কোথাও আমি তার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম না। হ্রদের আশেপাশে যারা বাস করে তাদের যখন আমি এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে বলি, তখন তারা আমাকে যে জবাব দেয়, তা বিশ্বাস করতে আমার অসুবিধা নেই। কারণ আমার মনে পড়ল, আসিরিয়ার রাজধানী নাইনীভেও ঠিক এমনি এক ব্যাপার ঘটেছিল। রাজা সার্দানাপালাসের ছিল বিপুল ধনদৌলত। তিনি সেই সম্পদ মাটির নিচে এক মজবুত কামরায় সঞ্চিত রেখেছিলেন। কতকগুলি চোর সেই ধন চুরি করার ষড়যন্ত্র করে। ওরা যেখানে থাকত সেখান থেকেই

সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করে, দূরত্ব এবং দিক সম্পর্কে যতদূর সম্ভব, সঠিক আন্দাজ রেখে এবং রোজ রাত তারা যে মাটি বের করত তা নিয়ে ফেলত তাইগ্রীস নদীতে, যা প্রবাহিত হচ্ছে ঐ শহরের পাশ দিয়ে; শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সফল হল। আমাকে বলা হল, হ্রদটি খুঁড়তে গিয়েও ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করা হয়। তফাৎ শুধু এই যে, মাটি ফেলতে গিয়ে তাদের রাত্রির অন্ধকারে অপেক্ষা করতে হয়নি। তারা মাটি খুঁড়ে তা নীল দরিয়ায় নিক্ষেপ করে। তারা জানতো যে নীল এ মাটি বয়ে নিয়ে যাবে এবং ওর ভার থেকে মুক্ত করবে নিজেকে।

যখন এই বারো জন রাজা চুক্তি করেছিলেন যে একে অপরকে পীড়া দেবেন না তার কিছুকাল পর ওরা হিফিসতাসের মন্দিরে উপস্থিত হন বলিদানের জন্য। উৎসবের শেষ দিনে যখন সুরা ঢালার সময় এল তখন, প্রধান পুরোহিত সবসময় এ উদ্দেশ্যে যে সোনার পেয়ালাগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি আনতে গিয়ে গণনায় ভুল করে ফেলেন এবং একটি কম আনেন; এর ফলে, সারির একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো সামেতিকাস কোনো পেয়ালা পেলেন না। ওদের প্রথানুসারে সকল রাজাই ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ মাথায় পরেছিলেন এবং সামেতিকাস তার হাতে পেয়ালা না থাকায় অত্যন্ত সরলভাবে কোনো বাহ্যিক মতলব ছাড়াই, তাঁর শিরস্ত্রাণ মাথা থেকে খুলে তাই উল্টিয়ে ধরেন সুরা নেবার জন্য, এবং এভাবে তিনি তাঁর মদ ঢালেন। অন্য রাজারা সহসা এই ঘটনাটির সঙ্গে দৈববাণীর একটি সম্পর্ক দেখতে পান — যাতে বলা হয়েছিল, ব্রোঞ্জের পেয়ালা থেকে তাদের মধ্যে যিনিই তাঁর সুরা ঢালবেন তিনিই হবেন মিশরের একচ্ছত্র রাজা। এরপর ওঁরা তাঁকে নানান প্রশ্ন করেন এবং যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তিনি কোনো বদ মতলব নিয়ে এ কাজ করেননি, ওঁরা তখন স্থির করলেন তাঁকে হত্যা করা হবে না; তবে তাঁর ক্ষমতার বেশিরভাগ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হবে ডোবা অঞ্চলে। তাঁকে নিষেধ করে দেওয়া হলো তিনি এ অঞ্চল ত্যাগ করতে পারবেন না, কিংবা মিশরের বাকি এলাকার সঙ্গে কোন সংযোগ রাখতে পারবেন না।

এটি হচ্ছে সামেতিকাসের দ্বিতীয় নির্বাসন। প্রথম বার তিনি ইথিয়োপিয়ার সাবাকোস, যিনি তাঁর পিতা নিকোসকে হত্যা করেছিলেন, তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। সেবার তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সিরিয়ায় এবং স্বপ্নের পরিণতিস্বরূপ সাবাকোস যখন মিশর ত্যাগ করেন তখন সাইস প্রদেশের মিশরীয়রা তাঁকে দেশে ডেকে নিয়ে আসে। এখন হলো তাঁর আর এক দুর্ভাগ্য। এগারোজন রাজা আবার তাঁকে তাঁর সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে জলা অঞ্চলে নির্বাসন দেন। এসবই ঘটলো তিনি তাঁর শিরস্ত্রাণ নিয়ে যা করেছিলেন তারই কারণে। ক্ষোভে সামেতিকাস প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করেন। পরামর্শের জন্য তিনি লোক পাঠালেন বুতোর দৈবজ্ঞের (মিশরের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী) নিকট কিন্তু জবাবে তাকে জানানো হলো — শাস্তি আসবে সমুদ্র থেকে যেখান থেকে ব্রোঞ্জের মানুষরা উঠে আসবে। সামেতিকাস

এর একটি কথাও বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু ব্রোঞ্জ মানবদের নিকট থেকে তিনি কোনো সাহায্য পাবেন তা তাঁর কাছে একেবারেই অসম্ভব মনে হলো। কিছুকাল পরে এক ব্যাপার ঘটলো ঃ আইয়োনিয়া এবং ক্যারিয়া থেকে এক সামুদ্রিক দস্যুদল তুফানে পড়ে মিশরীয় উপকূলে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। ওরা ছিল ব্রোঞ্জের জেরা পরিহিত। একজন মিশরীয়, যে কখনো এরূপ জিনিস আগে দেখেনি, জলা অঞ্চলে ছুটে যায় এবং সামেতিকাসকে বলে যে, সমুদ্র থেকে ব্রোঞ্জ মানবরা উঠে এসেছে এবং সারাদেশ লুটপাট করছে। এই ঘটনায় দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেখে সামেতিকাস দস্যুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং মূল্যবান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাদের তাঁর অধীনে চাকুরি নিতে সম্মত করেন। তাদের সাহায্য এবং মিশরে তাঁর সমর্থকদের সাহায্য নিয়ে তিনি তাঁর এগারো শত্রুকে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করেন।

এভাবে সমগ্র মিশরের একচ্ছত্র প্রভু হওয়ার পর সামেতিকাস মেমফিসে অবস্থিত হিফিসতাসের মন্দিরের দক্ষিণের প্রবেশদ্বারটি তৈরি করেন, আর তৈরি করেন তার বিপরীত দিকে এপিসের জন্য একটি মহল; এই এপিসেরই গ্রীক নাম হচ্ছে ইপাফাস। এপিস যখনই আবির্ভূত হন তখনই তাঁকে রাখা হয় এই মহলে। এর পাশে রয়েছে একটি স্তম্ভশ্রেণী, স্তম্ভের পরিবর্তে যার রয়েছে আঠারো ফুট উঁচু উঁচু মূর্তিসকল; কলোনেডটিতে উৎকীর্ণ রয়েছে নানা প্রতিকৃতি।

যে সব আইয়োনীয়ান এবং ক্যারীয়ানদের সাহায্যে সামেতিকাস সিংহাসন লাভে সমর্থ হন তিনি তাদের পরস্পর বিপরীত দিকে নীল দরিয়ার দুপারের দুখণ্ড ভূমি দান করেন। এগুলি পরে পরিচিত হয় তাঁবু বলে। এছাড়াও তিনি ওদের প্রতি তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। এমনকি, তিনি কয়েকটি মিশরীয় বালককে পর্যন্ত ওদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন — ওদের নিকট গ্রীক ভাষা শেখার জন্য। তাদের এই ভাষা শিক্ষাই হচ্ছে মিশরের দোভাষী শ্রেণীর উৎপত্তির মূল। আইয়োনীয়ান এবং ক্যারীয়নরা যেসব ভূমিখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং বহু বছর বাস করেছিলো সেগুলি বুবাসতিস থেকে সমুদ্রের দিকে কিছুটা দূরে, নীল দরিয়ায় পেলুসীয়ান মোহনায় অবস্থিত। পরবর্তীকালে, এসব জায়গা থেকে ওদের বসতি তুলে দিয়ে এমাসিস ওদের নিয়ে আসেন মেমফিসে, তার নিজ লোকদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ওরাই হচ্ছে মিশরের প্রথম বিদেশী বাসিন্দা এবং এভাবে সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করার পর ইউনানীরা মিশরীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের সূচনা করে। একারণে, আমরা সামেতিকাসের সময় থেকে মিশরীয় ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান পাই। ওদের প্রথম আবাসস্থলের বন্দর ও ঘরবাড়িগুলি, যেখানে ওরা বাস করতো এমাসিস ওদের মেমফিস নিয়ে যাওয়ার আগে, আমি আমার সময়েও দেখেছি। সামেতিকাস কি করে মিশরের সিংহাসন পেলেন এই হলো তার ইতিহাস।

আমি ইতিমধ্যেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি — মিশরের দৈবজ্ঞের কথা। কিন্তু এসম্পর্কে আরো বলার মতো আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে। লেটোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি, নীলনদের সেবিন্নাইতিক মোহনায়, সমুদ্রের দিক থেকে নদীতে ঢুকলে ডান

তীরে পড়ে, এক মহান নগরী 'বুতো' সেখানে অবস্থিত। এই নগরীতে আরো দুটি মন্দির রয়েছে ঃ একটি এপোলোর ও অপরটি আর্টেমিসের। লেটোর সমাধি মন্দিরটি, যেখানে দৈবজ্ঞ অবস্থান করে, একটি বিরাট প্রাসাদ বিশেষ, যার প্রবেশদ্বার ষাট ফুট উঁচু। কিন্তু সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু খোদ মন্দিরটি নয়, বরং সেটি হচ্ছে প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে একটি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরি একটি ছোট্ট সমাধি মন্দির। এটা আকৃতিতে ষড়ভূজের মতো যার প্রত্যেকটি পার্শ্ব হচ্ছে ষাট ফুট লম্বা ও ষাট ফুট উঁচু। একটি একক শিলাখণ্ড দিয়ে ছাদ করা হয়েছে, যা সমাধি মন্দিরের দেয়ালগুলি থেকে বের হয়ে আছে ছ'ফুট দূর পর্যন্ত। আমি এখানে যা কিছু দেখেছি তার মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে চমকপ্রদ।

এরপরে আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে শেমিশ্ নামক দ্বীপটি। মন্দিরের পাশেই এক গভীর প্রশস্ত হ্রদে এই দ্বীপটি অবস্থিত। মিশরীয়রা বলে এটি নাকি একটি ভাসমান দ্বীপ, ভেসে ভেসে বেড়ায়। আমি কখনো এটিকে নড়তে দেখিনি এবং এটি যে ভাসছে দেখে কখনো তাও মনে হয়নি। আমি যখন শুনলাম এর কথা ভারি আশ্চর্য বোধ করলাম — দ্বীপ আবার ভাসমান হয় কি করে। এতে রয়েছে এপোলোর বৃহৎ মন্দির, তিনটি পৃথক পৃথক বেদিবিশিষ্ট, এবং অসংখ্য খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছ, যার কোনো কোনোটি ফলের আর কোনো কোনোটি নয়। দ্বীপটি যে কি করে ভাসমান হল তার ব্যাখ্যাস্বরূপ মিশরীয়রা একটি উপকথার আশ্রয় নেয়। সুদূর অতীতে মূল অষ্ট দেবতার একজন, লেটো বাস করতেন 'বুতো' নগরীতে, যেখানে এখন তার দৈবজ্ঞস্থান রয়েছে, এবং তিনি আইসিসের নিকট থেকে ওসিরিসের পুত্র এপোলোকে একটি পবিত্র আমানতরূপে গ্রহণ করে তাঁকে রক্ষা করেন টাইফোনের হাত থেকে, তাকে এই দ্বীপে লুকিয়ে টাইফোন যখন বিশ্বব্যাপী তার অনুসন্ধান করে, তখন — মিশরীয়রা বলে এপোলো এবং আর্টেমিশ হচ্ছে আইসিস এবং দীওনাইসিসের সন্তান এবং লেটো তাদেরকে বাঁচায় ও লালনপালন করে। মিশরীয় ভাষায় এপোলো হচ্ছে হোরাস, দেমিতার হচ্ছে আইসিস এবং আর্টেমিশ হচ্ছে বুবাসতিস। এই কাহিনী থেকেই ইউফোরিওনের পুত্র ইস্কাইলাস আর্টেমিশকে দেমিতারের কন্যা মনে করার ধারণাটি (যা পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় পাওয়া যায় না) ধার করেন। একারণেই দ্বীপটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং আজো এটাকে বলা হয় ভাসমান দ্বীপ।

সামেতিকাসের রাজত্বকাল চুয়ান্ন বছর স্থায়ী হয়। এর মধ্যে উনত্রিশ বছর তিনি সিরিয়ার একটি বৃহৎ শহর এজোতাস অবরোধ করে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তা অধিকার করেন। এজোতাসের অবরোধ ইতিহাসের দীর্ঘতম আরবোধ।

সামেতিকাস এক পুত্র রেখে যান। সেই পুত্র নিকোস তাঁর পরে ক্ষমতাসীন হন। নিকোসই আরব উপসাগরের দিকে খালটি কাটাতে শুরু করেন, পারস্যের দারায়ূস পরে একাজটি সম্পূর্ণ করেন। খালটির দৈর্ঘ হচ্ছে নৌকায় দুদিনের পথ এবং বড় বড় দুটো জাহাজ গলাগলি করে একসঙ্গে দাঁড় টেনে আসতে পারে এমন প্রশস্ত। এ খাল পানি পায় নীল দরিয়া থেকে। বুবাসতিসের কিছু দক্ষিণে একটি স্থান থেকে খালটি নীল নদ থেকে

শুরু হয়েছে। এরপর আরব শহর পেটুমাস ছাড়িয়ে সেটি গিয়ে পড়েছে আরব উপসাগরে। এই খালের গতিপথের প্রথম অংশটি পড়ে মিশরীয় সমতলভূমির আরবীয় দিকে, মেমফিসের নিকটবর্তী পাহাড়শ্রেণীর কিছুটা উত্তর দিকে, যেখানে রয়েছে শিলা কোয়ারীগুলি। এই খালটি পাহাড়গুলিকে বেষ্টন করেছে পশ্চিম থেকে পূবদিক পর্যন্ত। এরপর ঢুকেছে একটি সংকীর্ণ গিরিসংকটের ভিতরে এবং পরে সেখান থেকে মোড় ফিরিয়েছে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ মুখে এগুতে গিয়ে পড়েছে আরব উপসাগরে। ভূমধ্যসাগর তথা উত্তর সাগর থেকে দক্ষিণ সাগর তথা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অর্থাৎ মিশর এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী মাউন্ট কেসিয়াস থেকে আরব উপসাগর পর্যন্ত — ন্যূনতম দূরত্ব হচ্ছে একহাজার স্তাদেস অথবা প্রায় একশ পঁচিশ মাইল। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সোজা পথ — খালপথে, যা সর্বত্র সোজা চলে না, পথ হচ্ছে অনেক বেশি দীর্ঘ। রাজা নিকোসের রাজত্বকালে খালটি তৈরি করতে গিয়ে একলক্ষ কুড়ি হাজার মিশরীয়কে প্রাণ দিতে হয়েছে। নিকোস কাজটি সম্পূর্ণ করেননি; দৈবজ্ঞের কথা শুনে তিনি তা অসমাপ্ত রেখে দেন; দৈববাণী তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় তাঁর এই পরিশ্রমের ফায়দা লুটবে বর্বররা। মিশরীয়রা, যারা তাদের ভাষায় কথা বলে না, তাদের সবাইকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এরপর তিনি মনোনিবেশ করলেন যুদ্ধের দিকে। তিনি যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করলেন। কোনো কোনোটি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে এবং কোনো কোনোটি আরব উপসাগরে, যেখানে বন্দরগুলি আজো দেখা যায়। যখনই দরকার হত তিনি তাঁর এই নৌবহরগুলিকে কাজে লাগাতেন। তা ছাড়া, তিনি স্থলপথে সিরিয়া আক্রমণ ক'রে ওদের ম্যাগদোলো নামক স্থানে পরাজিত করেন, এবং পরে সিরিয়ার একটি বড় শহর কেদাইতিস দখল করেন। এসময় তিনি যে পোশাক পরেছিলেন তাই তিনি অর্ঘ্যস্বরূপ পাঠান মাইলেতুসো ব্রাংখিদী নামক স্থানে, এপোলো মন্দিরে। তারপর ষোল বছর রাজত্বকাল পূর্ণ করে তিনি মারা যান এবং তাঁর পুত্র সাম্‌মিশ রাজা হন।

সামমিশ সিংহাসনে বসার পর ইলিস থেকে তাঁর নিকট এক প্রতিনিধিদল আসে। এই লোকগুলি অলিম্পিক খেলাধুলার ব্যবস্থাপনার চমৎকারিত্ব সম্পর্কে তাদের গর্ব প্রকাশ করে। তারা মনে করেছিল মিশরীয়দের পক্ষেও এই অলিম্পিক খেলাধুলার ইন্তেজাম এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিরপেক্ষভাবে করা সম্ভব নয়, যদিও মিশরীয়রা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে সামর্থশীল মানুষ। ইলিসের প্রতিনিধিদল রাজা সামমিশ-এর নিকট তাদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করে; রাজা তখন তার প্রজাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিদ্বান তাদের এক মজলিস আহবান করেন। ওঁরা অভ্যাগতদের নানা প্রশ্ন করে খেলাগুলি আয়োজনের নিয়মকানুন সম্পর্কে একটি পূর্ণ বিবরণ ওদের নিকট থেকে পান। এভাবে সবকিছুর খুঁটিনাটি বর্ণনা করে ইলিসের প্রতিনিধিরা বলল — ওরা দেখতে এসেছে মিশরীয়রা এর চাইতে নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত কোনো ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারে কি না। মিশরীয়রা বিষয়টি নিয়ে বিচারবিবেচনা করে জানতে চাইলেন ইলিসবাসীরা তাদের নিজেদের শহরের কোনো লোককে এসব প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় যোগ দিতে দেয়

কি না। ওরা যখন বলল, এই প্রতিযোগিতা ইলিসসহ গ্রীসের সকল রাষ্ট্রের জন্যই উন্মুক্ত তখন মিশরের পণ্ডিতরা তাদের মত ব্যক্ত করে বললেন — এই নীতিতে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা মোটেই নিরপেক্ষ বা ন্যায়সঙ্গত না; কারণ, নিজের দেশের লোকজন যখন কোনো খেলায় অংশ গ্রহণ করে তখন বিদেশীদের বিরুদ্ধে নিজের দেশের প্রতিযোগীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা মোটেই সম্ভব নয়। যদি তারা প্রতিযোগিতায় সত্যিই নিরপেক্ষতা চায় এবং তাদের মিশরে আগমনের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ইলিসবাসীদের উচিত কেবল অতিথি খেলোয়াড়গণকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়া এবং ইলিসের কোনো লোককে অংশ গ্রহণ করতে না দেয়া।

সামমিশ তাঁর স্বল্প ছয় বছরের রাজত্বকালের মধ্যে ইথিয়োপিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু অভিযানের পরেই তিনি মারা যান এবং তাঁর পুত্র য়াপ্রিয়েস রাজা হন। তাঁর প্রপিতামহ সামেতিকাসকে বাদ দিলে, য়াপ্রিয়েস ছিলেন সেকালের সকল রাজাবাদশা অপেক্ষা অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী। তাঁর রাজত্বকাল পঁচিশ বছর স্থায়ী হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি সিডোনের বিরুদ্ধে এক সামরিকবাহিনী প্রেরণ করেন এবং টায়ারবাসীদের সঙ্গে এক নৌযুদ্ধ করেন।

অবশ্য শেষপর্যন্ত দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পাওয়া তাঁর কপালে ছিল না। এই বিষয়টি আমি লিবিয়ার বিবরণ দেয়ার সময় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। এখানে তার উল্লেখ করছি মাত্র। যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যাপারটি হচ্ছে এই ঃ সাইরেনির বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। এ পরাজয়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজে ছিলেন দায়ী। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে, তিনি সৈন্যদের পরিকল্পিতভাবে পাঠিয়েছিলেন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এবং ওদের মৃত্যু কামনা করেছিলেন, যাতে তাঁর প্রজাদের মধ্যে বাকি যারা বেঁচে থাকে তাদের উপর তিনি তাঁর কর্তৃত্ব আরো মজবুত করতে পারেন।

এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের পর, জীবিত যে সব লোক দেশে ফিরে এল তারা এবং নিহত ব্যক্তিদের বন্ধুবান্ধবরা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে বসে। য়াপ্রিয়েস বিদ্রোহীদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বশ করার জন্যে এমাসিসকে পাঠান।

এমাসিস যখন ওদের কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য তার সাধ্যমতো বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন তখন যে লোকটি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল সে তাঁর মাথায় একটি শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিয়ে বলল — সে রাজার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। তাঁর আচরণে বোঝা গেল, এমাসিস তাতে মোটেই নাখোশ হননি, কারণ বিদ্রোহীরা যখন সত্যিই সিংহাসনে বসানোর ওয়াদা করল তখন তিনি য়াপ্রিয়েসের বিরুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দানে তৈরি হয়ে গেলেন। য়াপ্রিয়েস তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানতে পেরে তাঁর দরবারে একজন বিশিষ্ট সদস্য পাতারবেমিশকে প্রেরণ করেন এই আদেশসহ যে এমাসিসকে জীবিত অবস্থায় তাঁর নিকট এনে হাজির করতে হবে, কিন্তু এমাসিস পাতারবেমিসের সমনের জবাবে রেকাবে দাঁড়িয়ে

গিয়ে (তিনি সে সময় ঘোড়ার পিঠে ছিলেন) বাতকর্ম করেন এবং তাকে বলেন — ঐ জিনিসটি তোমার মনিবের কাছে নিয়ে যাও। পাতারবেমিশ বারবার অনুরোধ করতে থাকেন — বিদ্রোহীর উচিত রাজার হুকুম তামিল করা এবং পাতারবেমিসের সাথে রাজার নিকট যাওয়া। এর জবাবে এমাসিস বলেন, তিনিও বহুদিন ধরে এই ইচ্ছাই পোষণ করছেন ঃ এ ব্যাপারে রাজার নালিশের কোনো কারণ থাকবে না। নিশ্চয়ই তিনি আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যরাও আসবে। এই জবাব এবং তিনি যে প্রস্তুতি লক্ষ্য করলেন তাই এমাসিসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাতারবেমিসের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য ছিল যথেষ্ট। যতদূর সম্ভব স্বল্প সময়ে ঘটনার এই পরিবর্তন সম্পর্কে রাজাকে জানানোর জন্য পাতারবেমিশ দরবারে ছুটে গেলেন। এমাসিসকে না নিয়ে আসায় য়াপ্রিয়েস ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং মুহূর্তের উত্তেজনায় আদেশ করেন, তার নাক কানো কেটে ফেলতে। যেসব মিশরীয় তখনো রাজার প্রতি অনুগত ছিল তারা তাদের দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এমনিতরো লজ্জাজনক ব্যবহার দেখে কালবিলম্ব না করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয় এবং এমাসিসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ওদের দল ত্যাগের খবর পেয়ে য়াপ্রিয়েস তাঁর বেতনভুক সৈনিকদের নিয়ে (তিরিশ হাজার ক্যারীয়ান এবং আইয়োনীয়ানের একটি দল, যারা ওঁর সাথে ছিল সাইসে, যেখানে ছিল ওঁর প্রাসাদ — একটি বৃহৎ এবং উল্লেখযোগ্য দালান) অগ্রসর হলেন মিশরীয়দের আক্রমণ করতে, যারা এমাসিসের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে তাদের মোকাবেলা করার জন্য। দুই সৈন্যবাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয় মেমফিস নামক স্থানে এবং আসন্নযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়।* যে যুদ্ধ শুরু হল

---

* মিশরীয়রা তাদের পেশা অনুসারে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ পুরোহিত, যোদ্ধা, গোপালক, শূকর-পালক, সওদাগর, দোভাষী, কর্ণধার। যোদ্ধাশ্রেণীটি কেলাসিরি এবং হারমোতুবি নামে পরিচিত ; ওদের সাধারণতঃ রিক্রুট করা হয় নিম্নলিখিত জেলাগুলি থেকে (গোটা মিশর কয়েকটি জেলায় বিভক্ত) ঃ হারমোতুবিদের রিক্রুট করা হয় বুসাইরিস, সাইস, সামমিস, পাপরেমিস, প্রসোপিটিস দ্বীপ ও নাথো জেলার অর্ধাংশ থেকে। এদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার ; এদের কেউই কোনো ব্যবসাব্যণিজ্যের ধারে কাছে যায় না; কিন্তু প্রত্যেকেই অবিমিশ্র সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে। কেলাসিরিদের সংগ্রহ করা হয় থিবিস, বুবাসতিস, আফতিস, ট্যানিস, মেন্দিস, সেবিন্নাইতিস, আথ্রিবিস, ফারবিথিস, তুইস, ওনুফিস, এনাইতিস, মাইসেফোরিস (শষোক্তটি বুবাসতিসের বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি দ্বীপ) জেলাগুলি থেকে। ওদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। হারমোতুবিদের মতোই ওদের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য বা হস্তশিল্প নিষিদ্ধ, ওদেরকে কেবল সামরিক শিক্ষাই দেওয়া হয়, পিতার পর পুত্র সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে, এই নীতিতে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারব না আরো বহুকিছুর মতোই ইউনানীরা ব্যবসাবাণিজ্যের ধারণাও মিশরীয়দের কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল কিনা। এ ধারণাটি ব্যাপকভাবে রয়েছে সর্বসাধারণের মাঝে এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে থ্রেস, সিদিয়া, পারস্য, লিডিয়া, বলা যায় প্রায় সকল বিদেশীই হস্তশিল্পী ও তাদের বংশধরগণকে সামাজিক বিচারে নিচ মনে করে সেইসব লোক থেকে যারা গতর খাটিয়ে কোনো কাজ করে না। কেবল শোষোক্তরা এবং বিশেষ করে যারা সামরিকশিক্ষা পায় তারাই অভিজাতদের মধ্যে গণ্য হয়। সকল ইউনানীই এবং বিশেষ করে স্পার্টার অধিবাসীরা এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তবে কোরিন্থে হস্তশিল্পের বিরুদ্ধে ঘৃণা সবচেয়ে কম।

তাতে বিদেশী বেতনভুক সৈনিকরা বেশ বীরত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু ওরা ছিল সংখ্যায় শত্রু সৈন্যের চেয়ে অনেক কম, ফলে ওরা হেরে যায়। লোকে বলে, য়াপ্রিয়েস নাকি বিশ্বাস করতেন তাঁর ক্ষমতা এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোনো দেবতাও তাঁর পতন ঘটাতে পারবে না। যাই হোক, তার চরম বিপর্যয় হলো। তাকে কয়েদ করে সাইসে তার নিজেরই রাজকীয় প্রাসাদে পাঠানো হল — যে প্রাসাদ এখন আর তার নিজের নয়, বিজয়ী এমাসিসের সম্পত্তি। এখানে তাকে কিছুকাল রাখা হয় এবং তার বিজেতা তার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশরীয়রা এমাসিসের এবং তাদের নিজের পরম শত্রু এই লোকটিকে এভাবে রাখার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করে এবং এমাসিসকে বুঝিয়ে বাধ্য করে বন্দিকে তাদের হাতে অর্পণ করতে। ওরা তাকে গলাটিপে মেরে ফেলে এবং সমাধি মন্দিরের সবচেয়ে নিকটে, ঢুকতে বাঁদিকে পড়ে, এথেনার মন্দিরে পারিবারিক গোরস্তানে তার লাশ সমাহিত করা হয়। সাইসের লোকেরা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব রাজার আবির্ভাব হয় তাদের সকলকে এখানে কবর দিয়ে থাকে — য়াপ্রিয়েস এবং তার পূর্বপুরুষদের গোরস্তান অপেক্ষা দূরে হলেও এমাসিসের সমাধিটিও মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত, একটি থামের উপর স্থাপিত একটি বিশাল পাথরে তৈরি প্রাসাদটি পামগাছের অনুকরণে পাথর কেটে তৈরি করা সারি সারি থাম ও অন্যান্য মূল্যবান অলংকারে শোভিত। চারদিক উন্মুক্ত ঐ ছাদের নিচে রয়েছে দুই দরোজাওয়ালা একটি কামরা এবং দরোজার পরে রয়েছে কবরটি। এখানেও সাইসে এথেনার মন্দিরে এমন একজনের কবর রয়েছে যার নাম আমি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ না করাই শোভন মনে করি। এটি কবরের পেছন দিকে রয়েছে এবং প্রাচীর ঘেঁসে প্রাচীরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রসারিত। প্রাচীরঘেরা খালি জায়গার মধ্যে রয়েছে শিলানির্মিত মস্তবড় চতুষ্কোণ পিরামিডসমূহ, আর কাছেই রয়েছে গোলাকৃতি, পার পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি হ্রদ, যা আকারে, আমি বলব, দেলোস দ্বীপের 'চক্র' নামক হ্রদের সমান; এই হ্রদেই মিশরীয়রা যাকে ওরা ওদের রহস্য বলে সেই রহস্যের আশ্রয় নিয়ে রাতের বেলা এমন এক সৎকার প্রবৃত্তির অভিনয় করে যার নাম আমি বলব না। এইসব অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি আমি জানি, কিন্তু এ সম্পর্কে অধিক কিছু বলার আর ইচ্ছা নাই। তেমনিভাবে দেমিতারের রহস্যজনক অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কেও আমি আমার জিহ্বাকে সংযত রাখব। ইউনানীরা এই

মিসরের যোদ্ধাশ্রেণী কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত ; পুরোহিতশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী এই সুবিধাগুলি ভোগ করত না। প্রত্যেক সৈনিককে বারো এ্যারুরী খাজনামুক্ত জমি দেওয়া হত (এক এ্যারুরী হচ্ছে একশ মিশরীয় অথবা সেমীয় বর্গহাত, অর্থাৎ প্রায় $\frac{৩}{৪}$ একর)। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি গোটা শ্রেণীটি একত্রে ভোগ করতনা, পর্যায়ক্রমে ভোগ করত এবং কেউই একবারের বেশি নয় ঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ — একহাজার কেলাসিরি এবং এক হাজার হারমোতুবি রাজার দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত এবং ওদের এই চাকুরিকালে উক্ত পরিমাণ জমি ছাড়া ওরা রোজ আড়াই সের রুটি, একসের গরুর গোস্ত ও চার পেয়ালাভর্তি মদ পেত।

অনুষ্ঠানগুলিকে বলে থিসমোফোরিয়া, অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোনো রকমের পাপ না করেই দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দানোসের কন্যারাই এই শ্রীমনি উৎসবটি মিশর থেকে আমদানি করে এবং পেলাসজিয়ার মেয়েলোকদের এতে দীক্ষিত করে এবং ডোরীয়ানরা পিলোপর্নিস জয় করলে এই উৎসবটি লুপ্ত হয়ে যায়, কেবল আর্কেডিয়ার লোকেরাই, যারা হানাদারদের দ্বারা নিজেদের ঘরবাড়ি বিতাড়িত হয়নি এই উৎসবটি পালন করতে থাকে।

এভাবে য়াপ্রিয়েস্ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এমাসিস সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন সাইস জেলার বাসিন্দা এবং সিয়াপ নামক শহরের অধিবাসী। প্রথম দিকে মিশরীয়রা তাঁকে একটু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত এবং তার দরিদ্র অনভিজাত পরিবারে জন্মের জন্য তাঁকে ওরা তেমন কোনো গুরুত্ব দিত না। কিন্তু পরে কোনো কঠোর পন্থা অবলম্বন না করেই তিনি চাতুর্যের সঙ্গে ওদের দর্পচূর্ণ করেন। তাঁর অপরিমেয় ধনসম্পদের মধ্যে ছিল পা ধোয়ার জন্য একটি সোনালি পাত্র — যাতে তিনি এবং তাঁর মেহমানরা বিশেষ বিশেষ সময়ে পা ধুতেন। এটিকে ভেঙে তিনি এরই উপাদান দিয়ে দেবতাদের একজনের মূর্তি বানালেন এবং সেটিকে তাঁর ধারণায় শহরের সবচেয়ে উপযুক্ত একটি স্থানে স্থাপন করলেন। মিশরীয়রা সবসময় এই মূর্তিটির নিকট আসাযাওয়া করত এবং মূর্তিটির প্রতি গভীর ভক্তি নিবেদন করত। এমাসিস যখন তা জানতে পারলেন তখন তিনি একটি সভা ডাকলেন এবং সবাইকে বললেন এই পরম ভক্তির পাত্র মূর্তিটি ছিল এককালে একটি পা ধোবার পাত্র, যেখানে লোকে পা ধুতো, পেশাব করতো ও বমি করতো। তিনি আরো বললেন তাঁর নিজের বিষয়টিও একইরূপ, কারণ এককালে তিনি অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি ওদের রাজা। কাজেই যেভাবে তারা একটি রূপান্তরিত পা-ধোওয়ার পাত্রকে ভক্তি করছে সেভাবেই তাদের উচিত তাঁর প্রতিও ওদের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা। এভাবে মিশরীয়দের বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে ওদের রাজা বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তিনি তাঁর দিনের কাজের সময়কে একটা নির্দিষ্ট নীতির উপর ভাগ করতেন। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে হাটবাজারগুলি জনাকীর্ণ হয়ে ওঠার সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর নিকট উপস্থাপিত সকল বিষয়ের প্রতি তাঁর সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতেন। এরপর দিনের বাকি অংশটি তিনি কাটাতেন তুচ্ছ ফূর্তিতে, বন্ধুবান্ধবদের সাথে মদ খেয়ে, হাসিঠাট্টা ক'রে। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর এই ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাঁকে তাঁর চরিত্র সংশোধন করতে পরামর্শ দেন। ওরা বলল — 'হুজুর এই অতিরিক্ত লঘুত্ব আপনার রাজকীয় মর্যদা অক্ষুণ্ন রাখার উপযোগী নয়। আপনার বরং উচিত সারাদিন রাজকীয় সিংহাসনে বসা এবং আপনার রাজকীয় কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাহলেই মিশরীয়রা মনে করবে একজন মহামানব তাদের রাজা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে আপনি হবেন অনেক বেশি খ্যাতিমান, কিন্তু আপনার বর্তমান চালচলন মোটেই রাজার উপযোগী নয়।'

এমাসিস জবাব দিলেন — 'ধনুর্ধররা ধনুকে ছিলা লাগায় তখনি যখন তারা তীর ছুঁড়তে ইচ্ছা করে, কিন্তু ব্যবহারের পর ধনুকের ছিলা খুলে ফেলে। যে ধনুকে সবসময় ছিলা লাগিয়ে রাখা হয় তা ভেঙে যাবে এবং প্রয়োজনের সময় অকেজো হয়ে পড়বে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা ঃ যে ব্যক্তি সবসময় গম্ভীর এবং কখনো নিজের জন্য উপযুক্ত বিরাম এবং আমোদপ্রমোদ চায় না হঠাৎ তার মাথা বিগড়ে যেতে পারে অথবা তার পক্ষাঘাত হতে পারে। আমি তা জানি বলেই আমি আমার সময়কে কর্তব্য ও আনন্দের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি।'

লোকে বলে রাজক্ষমতা পাবার আগে এমাসিস তার ব্যক্তিগত জীবনে একইরূপ হাসিঠাট্টা ও শরাবপ্রিয় ছিলেন এবং সিরিয়াস কোনো বিষয়ের প্রতি কখনো তাঁর অনুরাগ ছিল না। এমনকি, কখনো যদি দেখতেন যে তার মদ ও ফূর্তির জন্য টাকা নেই তিনি চুপি চুপি বের হয়ে পড়তেন এবং চুরি করতেন। যারা বলতো যে তাদের সম্পদ রাজার হাতে রয়েছে রাজা তা অস্বীকার করলে ওরা তাঁকে নিয়ে যেত সবচেয়ে কাছের দৈবজ্ঞের নিকট। কখনো কখনো দৈবজ্ঞ তাঁকে শাস্তি দিতেন, কখনো দিতেন না। এর ফল এই হল যে, তিনি যখন সিংহাসনে বসলেন তখন দেবতাদের প্রতি তিনি খুব নিচু ধারণা পোষণ করতেন, কারণ ওরা তাকে চুরির পরও রেহাই দিয়েছে। তিনি তাদের মন্দিরগুলিকে অবহেলা করতেন, ওদের শোভাবৃদ্ধির জন্য কিছুই দান করতেন না এবং বলির জন্য কখনো মন্দিরে যেতেন না, এই যুক্তিতে যে মন্দিরের দৈবজ্ঞরা মিথ্যুক এবং ওদের কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু যারা তাঁকে দণ্ডিত করেছিলেন তাদের তিনি দিতেন সর্বোচ্চ মর্যাদা, কারণ তাদের দৈবজ্ঞরা সত্যবাদী এবং তারা সত্যই দেবতা।

তাঁর প্রথম কীর্তি হচ্ছে সাইসে এথেনার মন্দিরের চমৎকার প্রবেশদ্বারটি। এই সৌধের আকার ও উচ্চতার বিচারে এবং এটি তৈরি করতে যেসব প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলির আকার এবং গুণের দিক দিয়ে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি মন্দিরে কয়েকটি বৃহৎ মূর্তি এবং বিশাল পুরুষ-স্ফিংকস স্থাপন করেন এবং মন্দিরটির মেরামতের জন্য আনয়ন করেন বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড — কোনো কোনোটি মেমফিসের নিকটবর্তী কোয়ারীগুলি থেকে, এবং সবচাইতে বড়টি এলিফ্যান্টাইন থেকে, যা নদীপথে সাইসে থেকে কুড়িদিনের পথ। তবে আমাকে যা সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত করল তাহচ্ছে একটি মাত্র শিলাখণ্ডে গর্ত করে তৈরি করা একটি কামরা। এই শিলাখণ্ডটিও আনা হয়েছিল এলিফ্যান্টাইন থেকে । এটি সাইসে আনতে দুহাজার মানুষের লেগেছিল তিন বছর। ওরা সবাই ছিল মাঝিশ্রেণীর লোক। এই কামরাটির বাইরের মাপ হচ্ছে এইরূপ ঃ দৈর্ঘ ২১ হাত, প্রস্থ ১৪ হাত, উচ্চতা ৮ হাত। ভেতরে এর দৈর্ঘ হচ্ছে ১৮ $\frac{৫}{৬}$ হাত, প্রস্থ হচ্ছে ১২ হাত এবং উচ্চতা ৫ হাত। এটি মন্দিরের প্রবেশপথে অবস্থিত। কারণ, লোকে বলে শিলাখণ্ডটি টেনে প্রাচীর বেষ্টনীর ভেতরে আনা হয়নি, কারণ, এই কামরাটি তৈরি করার জন্য যে লোকটি প্রধানত দায়ী ছিল সে সময় ও শ্রমের এই অপব্যয়ে নৈরাশ্যে আর্তনাদ

করে ওঠে। এমাসিস এ ব্যাপারটিকে একটি অশুভ আলামত বলে মনে করেন এবং শিলাখণ্ডটিকে আর টানতে অমত করেন। আরো একটি কাহিনী এই যে, শিলাখণ্ডটিকে বাইরে রেখে দেওয়া হয়, কারণ যেসব মজুর শিলাখণ্ডটির নিচে গাছের গুঁড়ি ঠেলে দিয়ে শিলাখণ্ডটিকে ধাক্কা দিয়ে উল্টিয়ে উল্টিয়ে নিয়ে আসছিলো তাদেরই একজন পাথরটির নিচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মারা যায়।

এমাসিস সবকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরেই বিশিষ্ট আকারের কতকগুলি মূর্তি দান করেন। এখানে আমি মেমফিসে হিফিসতাসের মন্দিরের সামনে পঁচাত্তর ফুট লম্বা ঠেস দিয়ে বসা মূর্তিটি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। একই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ইথিয়োপিয়া থেকে আনা পাথরে তৈরি দুটি মূর্তি, একেক পাশে একেকটি, আর দুটিরই উচ্চতা ২০ ফুট। মেমফিসের মূর্তিটির মতই একই আকারের একটি ঠেস দেওয়া মূর্তি রয়েছে সাইসে। এমাসিসই মেমফিসে আইসিসের প্রশস্ত এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দিরটিও তৈরি করেন।

লোকে বলে, এমাসিসের রাজত্বকাল হচ্ছে মিশরের অনুপম বৈষয়িক সমৃদ্ধির যুগ।* এই সময়ের লোকবসতিপূর্ণ মোট শহরের সংখ্যা হচ্ছে বিশ হাজার। এমাসিস একটি প্রশংসনীয় প্রথা প্রবর্তন করেন। এই প্রথাটি সোলোন ধার করে নিয়ে এসে এথেন্সে চালু করেন। ওখানে আজো এটি বহাল রয়েছে; প্রথাটি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে একবার করে নোমার্ক অর্থাৎ প্রাদেশিক গবর্নরের সম্মুখে তার জীবিকার উৎস ঘোষণা করতে হবে; কেউ তা না পারলে কিংবা উৎসটি যে সৎ একথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

এমাসিস ইউনানীদের পছন্দ করতেন। তিনি তাদের নানা রকম সুযোগসুবিধা দিয়েছিলেন। এ সবের মধ্যে তার সবচেয়ে বড় দান ছিল নাউক্রেটিস। এটি ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র — এদেশে যে কেউ বসতি স্থাপন করতে চাইত তার জন্য। যেসব ইউনানী সওদাগর মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইত না তারা যাতে বেদি ও মন্দির তৈরি করতে পারে তার জন্যও তিনি ভূমি দান করেন। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে বৃহৎ হচ্ছে হেলেনিয়াম; এটি তৈরি হয় কীওস, টীওস, ফসিআ এবং ক্লাৎসোমেনির আইয়োনীয়ানদের এবং রোদস, ক্নিদস, হ্যালিকার্নাসাস ও ফ্যাসেলিসের ডোরীয়ানদের এবং মাইতেলিনির ঈওলীয়ানদের যুগ্ম উদ্যোগে। মন্দিরটি এসব রাষ্ট্রেরই এখতিয়ারভুক্ত এবং বন্দরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের নিযুক্ত করার অধিকার কেবল তাদেরই রয়েছে। অন্যান্য শহরও হেলেনীয়ানে তাদের অংশ আছে বলে দাবি করে, কিন্তু সে দাবি অযৌক্তিক। অবশ্য ঈজিনেতার লোকেরা তাদের নিজেদের

---

* জমি যেমন তার ঐশ্বর্য দান করেছিল মিশরবাসীকে তেমনি নদী তার ঐশ্বর্য দিয়েছিল মাটিকে।

উদ্যোগে জিয়ূসের একটি মন্দির তৈরি করেছিলো, সেমিয়ার বাসিন্দারা মন্দির তৈরি করেছিল হীরার সম্মানে, আর মাইলেসীয়রা তৈরি করেছিলো এপোলোর উদ্দেশ্যে।

পুরাকালে নাউক্রেটিসই ছিল মিশরের একমাত্র বন্দর। যদি কেউ নীল নদের অন্য কোনো মোহনায় জাহাজ ভিড়াত তাকে শপথ করে বলতে হতো যে সে বাধ্য হয়ে তা করেছে এবং তারপর তাকে জাহাজ নিয়ে যেতে হতো ক্যানোপি মোহনায়। যদি প্রতিকূল বাতাস তাকে ঐ মোহনায় জাহাজ নিয়ে আসতে বাধা দিতো তাহলে তাকে মালবাহী নৌকায় করে সমস্ত বদ্বীপটি ঘুরে মালপত্র নিয়ে আসতে হতো; এতেই বোঝা যায় বন্দরটি কেমন একক সুযোগসুবিধা ভোগ করতো।

ডেলফির মন্দিরটি আকস্মিক আগুনে ধ্বংস হয়ে গেলে এমফিকটীওনরা তিনশত ট্যালেন্ট ব্যয়ে সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি মতে ডেলফির লোকেরা এর সিকিভাগ অর্থ সরবরাহে বাধ্য ছিল। ওরা ঐ অর্থ সরবারহের জন্য নগরে নগরে চাঁদা চেয়ে ফেরে। অন্যান্য দেশের মধ্যে ওরা মিশরও সফর করে। ওখানে ওরা যে পরিমাণ সাহায্য পেল তেমন আর কোথাও পায়নি। এমাসিস তাদের একহাজার এলুমিনিয়ম ট্যালেন্ট দান করেন, আর মিশরে বসবাসকারী ইউনানীরা দেয় কুড়ি মিনি।

সাইরেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তির পর এমাসিস তার শুভেচ্ছার নমুনা হিসাবে — অথবা হয়তো তিনি একটি ইউনানী স্ত্রী চেয়েছিলেন, কেবল এই কারণেই, তিনি সেই নগরী থেকে এক রমণীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি 'যে রমণীকে পছন্দ করেন তার নাম হচ্ছে ল্যাদিস—কেউ বলে তিনি নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের একজন — বাউস, আরসিলাউস অথবা ক্রীতোবুলাসের কন্যা। কিছু দিনের জন্য সে বিয়ে সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ যখনি তিনি তার সঙ্গে এক বিছনায় শুতে গেলেন প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হলেন তার সঙ্গে সঙ্গত হতে, এবং তাঁকে রেখে, তাঁকে যেতে হলো তাঁর অন্য স্ত্রীদের কাছে। বারবার তা ঘটতে লাগলো, তখন এমাসিস তাকে বললেন যে, নিশ্চয় ল্যাদিস তাকে যাদু করেছে; এর ফলে অত্যন্ত কষ্টজনক মৃত্যু থেকে তার রেহাই নাই। ল্যাদিস তা অস্বীকার করেন কিন্তু অযথাই; রাজার ক্রোধ থামল না। তখন ল্যাদিস গোপনে এফ্রোদিতের নিকট শপথ করেন, যদি সেই রাত্রেই, সর্বশেষ সেই রাত যা তাকে বাঁচাতে পারতো মৃত্যু থেকে, তার বিয়ে সম্পূর্ণ হয় তাহলে তিনি সাইরেনিতে দেবীর মন্দিরে একটি মূর্তি স্থাপন করবেন। তার প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়। এমাসিস সাফল্যের সঙ্গে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। এর পরে প্রত্যেকবারই সাফল্য লাভ করতে থাকেন এবং তিনি ল্যাদিসকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেন। ল্যাদিস এফ্রোদিতের নিকট তার শপথ পূরণ করেন; তিনি মূর্তিটি বানিয়ে সাইরেনিতে পাঠিয়ে দেন। সেটি এখনো আমার কালেও ওখানেই রয়েছে, শহর থেকে বাইরের দিকে মুখ করে। ক্যামবিসেস যখন মিশর জয় করেন তখন ল্যাদিসের কোনো ক্ষতি হয়নি; ক্যামবিসেস যখন জানতে পারলেন তিনি কে, তাঁকে তিনি নিরাপদে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর নিজের শহর সাইরেনিতে।

এমাসিস ইউনানী মন্দিরগুলিতে অর্ঘ্য দেবার জন্য উপহারাদি পঠিয়ে দেন। ইউনানের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছার আরো প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন। সাইরেনিতে তিনি পাঠিয়ে ছিলেন সোনার পাতে মোড়ানো এথেনার একটি প্রতিমা এবং তাঁর নিজের একটি চিত্র; লিণ্ডাসে এথেনার মন্দিরে তিনি পঠিয়ে ছিলেন শিলাবিগ্রহ এবং একটি উল্লেখযোগ্য সূতি গাত্রাবরণ, আর সামোসে দেবী হীরার নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁর নিজের দুটি কাঠের প্রতিকৃতি, যা আমি আমার সময়েও দেখেছি বিশাল মন্দিরটির দরজার পিছনে দণ্ডায়মান। তাঁর এই শেষোক্ত উপহার ছিল স্যামোসের রাজা ঈসেসের পুত্র পলিকেটিসের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শন; কিন্তু রোদসে লিণ্ডাসের নিকট যে উপহার তিনি পাঠিয়েছিলেন তা তাঁর কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিব্যক্তি হিসাবে নয়, বরং তিনি এই ঐতিহ্যেরই প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ যে, ওখানকার এথেনার মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন দানৌসের কন্যারা, যারা ইজিপতাসের পুত্রদের হাত থেকে পালিয়ে বাচাঁর সময়ে স্পর্শ করেছিলেন এই স্থান।

এমাসিসই প্রথম সাইপ্রাস দখল করেন এবং তাকে করদানে বাধ্য করেন।

তৃতীয় খণ্ড

সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস যখন তাঁর অধিকারভুক্ত বহু জাতির মধ্য থেকে সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী নিয়ে, যাঁদের মধ্যে আইয়োনীয়া এবং ঈওলীয়ার ইউনানীরাও ছিল, মিশর অভিযানের জন্য তৈরি হন তখন মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমাসিস। এই অভিযানের কারণগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত কাহিনীটি রয়েছে। সাইরাস মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসককে তাঁর দরবারে পাঠাবার জন্য এমাসিসের নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। যে লোকটিকে নির্বাচন করা হলো সে তাকে তার স্ত্রী এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইরানিদের নিকট অর্পণ করায় বিক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মতলবে সে ক্যামবিসেসকে পরামর্শ দেয়, তিনি যেন এমাসিসের কন্যার বিবাহপ্রার্থী হন। চিকিৎসকটি জানতো এ প্রস্তাবে রাজি হতে হলে তা মিশরের রাজার ব্যক্তিগত মনোকষ্টের কারণ হবে এবং এতে গররাজি হলে তিনি ক্যামবিসেসের ক্রোধভাজন হবেন। ক্যামবিসেস তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করেন এবং এই প্রস্তাবসহ মিশরে একজন প্রতিনিধি পাঠান। এমাসিস ইরানের শক্তির ভয়ে ছিলেন ভীত এবং তিনি ভালভাবেই জানতেন যে ক্যামবিসেস তার কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে চান না, চান রক্ষিতা হিসাবে। তাই তিনি বড় অসুবিধায় পড়লেন, কারণ তিনি হ্যাঁও বলতে পারছেন না, নাও বলতে পারছেন না। ভূতপূর্ব রাজা য়াপ্রিয়েসের ছিল এক কন্যা, এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী বালিকা, নাম তার নিকেতিস এবং তার পরিবারের একমাত্র জীবিত মানুষ। এমাসিস এ বিষয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করে স্থির করলেন মেয়েটিকে রাজকন্যার মতো মূল্যবান পোশাক ও সোনার অলংকার পরিয়ে পারস্যে পাঠিয়ে দেবেন তার নিজের কন্যা পরিচয়ে। আসলেও তিনি তাই করলেন এবং কিছুকাল পরে ক্যামবিসেস যখন নিকেতিসকে তার পিতার নাম করে সম্বোধন করলেন তখন সে জবাব দিল, 'হুজুর! আপনি জানেন না এমাসিস আপনাকে প্রতারণা করেছেন। তিনি আমাকে জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক পরিয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন তাঁর আপন কন্যারূপে। কিন্তু প্রকৃতই আমি তাঁর কন্যা নই; আমি তাঁর প্রভু য়াপ্রিয়েসের কন্যা, যাঁকে এমাসিস হত্যা করেছিলেন মিশরীয়দের বিদ্রোহের সময়। এমাসিসই মিশরীয়দের বিদ্রোহের মন্ত্রণা দিয়ে আমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেছিলেন।' ইরানিদের বিবরণ মতে, এই কথাগুলি, এবং এতে ঝগড়ার যে কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লো তাই মিশরের উপর ডেকে আনে সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেসের ক্রোধাগ্নি। অন্যদিকে মিশরীয়রা দাবি করে ক্যামবিসেস হচ্ছেন য়াপ্রিয়েসের কন্যা নিকেতিসের পুত্র, এবং সে কারণে ওদের দেশেরই বাসিন্দা — কারণ ওদের মতে ক্যামবিসেস নন, বরং সাইরাসই এমাসিসের নিকট চেয়ে পাঠান তার কন্যাকে। অবশ্য দাবিটি বাস্তব তথ্যের দ্বারা সমর্থিত

নয়, কারণ ওরা যেহেতু আর সকলের চাইতে পারস্যের আইনকানুন ভাল জানে তাই ওদের পক্ষে অবহিত না হয়ে সম্ভব ছিল না যে পারস্য প্রথানুযায়ী, বৈধ উত্তরাধিকারী যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ জারজ কারো পক্ষে উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, এবং ক্যামবিসেস ছিলেন একইমিনাইদিদেরই একজন, ফারনাসপেসের কন্যা কাসসানদানীর পুত্র এই মিশরীয় রমণীর পুত্র নয়। আসল ব্যাপার এই যে, ওরা সাইরাসের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক দাবি করে এবং ওদের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য ওরা সত্যকে বিকৃত করে। আরো একটি কাহিনী চালু আছে, কিন্তু আমার মতে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাহিনীটি এই যে এক ইরানি রমণী সাইরাসের স্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এবং কাসসানদানীর পাশে দাঁড়ানো সুন্দর দীর্ঘদেহী পুত্রদের দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। তার এই প্রশংসা শুনে নিকেতিসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা কাসসানদানী বললেন, "আমার এত সুন্দর সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও সাইরাস আমাকে তাচ্ছিল্য করেন এবং তিনি তাঁর সকল মনোযোগের কেন্দ্র করেছেন সেই রমণীকে, যাকে তিনি পেয়েছেন মিশর থেকে।" একথা শোনার পর দুই পুত্রের মধ্যে যিনি বড় সেই ক্যামবিসেস চিৎকার করে উঠলেন, "তাহলে মা, আমার যখন বয়স হবে আমি তখন তোমার এ দুঃখ দূর করার জন্য মিশরকে লণ্ডভণ্ড করে দেব।" তিনি যখন এই অঙ্গীকার দ্বারা উপস্থিত রমণীদের চমৎকৃত করলেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ এবং পরে তার বয়স হবার পর তিনি তার অঙ্গীকার ভোলেননি; সিংহাসনে বসার পর সত্যিসত্যিই মিশর আক্রমণ করেছিলেন।

এর পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরো একটি ব্যাপার রয়েছে যা এই মিশরীয় অভিযানের অন্যতম কারণ। হ্যালিকার্নাসিয়ার একজন লোক, নাম যার ফ্যানিস, এমাসিসের একজন বেতনভুক সৈন্য ছিল; এই সাহসী এবং বুদ্ধিমান সৈনিকটি তার চাকুরির বিষয়ে কোনো-না কোনো কারণে অসন্তুষ্ট ছিল বলে সে সৈন্যদল ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রপথে মিশর থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তার উদ্দেশ্য ছিল ক্যামবিসেসের সঙ্গে মোলাকাত করা। ফ্যানিস যেহেতু সামরিকবাহিনীতে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল এবং মিশরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল খুবই সঠিক একারণে ওকে গ্রেফতার করার জন্যও এমাসিস খুবই ব্যগ্র ছিলেন। তিনি তাঁর সবচাইতে বিশ্বস্ত খোজাদের পাঠান একটি যুদ্ধজাহাজে করে। ফ্যানিস লাইসিয়া নামক স্থানে ধরা পড়ে, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো না; কারণ তার প্রহরীদের প্রচুর মদ খাইয়ে অবশ করে সে তার গ্রেফতারকারীকে বুদ্ধির দৌড়ে হারিয়ে দেয় এবং নিরাপদে পারস্য গিয়ে পৌঁছে। ক্যামবিসেস মিশরের উপর তার আক্রমণ পরিচালনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, সবচেয়ে সহজ কি উপায়ে তিনি মরুভূমি অতিক্রম করতে পারবেন। ঠিক সেই সময় ফ্যানিস এসে হাজির হলো। সে যে কেবল এমাসিসের সব রহস্যই ফাঁস করে দিল তা নয়, বরং তাকে এ পরামর্শও দিলো যে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মরুভূমি অতিক্রম করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হবে আরব মুলুকে বাদশার নিকট দূত পাঠানো এবং তার নিকট একজন নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক চেয়ে পাঠানো।

মিশরে প্রবেশের একমাত্র পথ হচ্ছে এই মরুভূমির মধ্য দিয়ে। ফিনিসীয়া থেকে শুরু করে গাজা সরহদ পর্যন্ত এলাকাটি হচ্ছে সিরীয়ানদের, যাদের বলা হয় ফিলিস্তিনী ঃ গাজা শহর, যা আমার মতে সারদিস থেকে খুব ছোট নয়, সেই শহর থেকে আয়েনাইসাস পর্যন্ত সবকটি সামুদ্রিক বন্দর হচ্ছে আরবের বাদশার অধীনে। সেখান থেকে শুরু করে সারবোনিস হ্রদ পর্যন্ত, যার নিকটে মাউন্ট কেসিয়াস চলে গেছে সমুদ্রের দিকে, গোটা এলাকাটি আবার সিরিয়ার, এবং সারবোনিস হ্রদের পরেই (যেখানে টাইফোনকে কবর দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়) মিশর আরম্ভ হয়েছে। একদিকে আয়েনাইসাস এবং অন্যদিকে মাউন্ট কেসিয়াস ও হ্রদ সারবোনিস — যা বেশ প্রশস্ত এলাকা, তিনদিনের কম পথ নয় — সবটুকুই মরুভূমি এবং কোথাও একবিন্দু পানি নাই।

আমি এখন এমন কিছুর কথা বলবো যে বিষয়ে কোনো কোনো মিশর সফরকারী অবহিত। সারা বছর ধরে কেবল গ্রীসের সব অংশ থেকেই নয় ফিনিসীয়া থেকেও মিশরে মদ আমদানি করা হতো মাটির পাত্রে করে; তবু বলা যায় এদেশে কোথাও একটিমাত্র খালি মদের পাত্রও কেউ দেখতে পাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে এগুলি দিয়ে কি করা হয়। এর ব্যাখ্যা আমি করছি। প্রত্যেক এলাকার মেয়রের উপর আদেশ আছে, তারা যেন সবগুলো পাত্র সংগ্রহ করে মেমফিসে পাঠিয়ে দেয় এবং মেমফিসের লোকেরা সেগুলি পানি ভর্তি করে সিরিয়ায় এই মরু অঞ্চলে পাঠিয়ে দেবে। এভাবে মিশরে আমদানি করা প্রত্যেকটি টাটকা মদের পাত্র সেখানে খালি করার পর আবার সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সিরিয়ায়, পূর্ববর্তী পাত্রগুলির সঙ্গে জমা করার জন্য। মিশর জয়ের অব্যবহিত পর ইরানিরাই মরুভূমিতে পানি জমা করার এই উপায় বের করে এবং এভাবে, দেশের ভেতরে রাস্তাটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি, তখন একবিন্দু পানিও ছিল না। তাই ক্যামবিসেস তাঁরহ্যালিকার্নাসের বন্ধু ফ্যানিসের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং আরবের রাজার নিকট একটি নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক চেয়ে পাঠান। তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করা হয় এবং দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি বিনিময় হয়।

আরবদের মতো কোনো জাতিই চুক্তির পবিত্রতাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে না। যখন দুজন মানুষ কোনো একটা পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তখন ওরা তৃতীয় আর একজনের সাহায্য নেয়। সে ওদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়ায় এবং একটি ধারালো পাথর দিয়ে ওদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গোড়ার দিকে ওদের হাতের তালুতে দাগ কাটে। তারপর সে ওদের কাপড় থেকে ছোট্ট একগুচ্ছ পশম নেয় এবং তা ওদের রক্তে ডুবায় এবং ওদের মধ্যে অবস্থিত সাতটি পাথরের উপর সেই রক্তের দাগ মাখিয়ে দেয় — দিওনাইসিয়াস ও ইউরানীয়ার নাম জপতে জপতে। এরপর, যে ব্যক্তি চুক্তি করছে সে অপরিচিত লোকটিকে — অথবা সহনাগরিকটিকে, যেই হোক, তার বন্ধুবান্ধবের নিকট তাকে ন্যস্ত করে এবং ওরাও আবার এই চুক্তি মেনে চলতে নিজেদের একই রকম বাধ্য মনে করে। আরবরা কেবল দিওনাইসিয়াস এবং ইউরানীয়া, এই দুই দেবতাকেই স্বীকার করে। ওরা যেভাবে গোল করে চুল কাটে, কপালের দুই পার্শ্বের চুল একেবারে চেঁচে

ফেলে দিয়ে, ওরা বলে এতে করে নাকি ওরা দিওনাইসিয়াসেরই অনুকরণ করে। ওদের ভাষায় দিওনাইসিয়াস হচ্ছে ওরোতালট এবং ইউরানীয়া হচ্ছে আলীলাত।

আরবের রাজা যখন ক্যামবিসেসের দূতগণকে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন তিনি মিশরীয় সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য একটি উপায়ও উদ্ভাবন করলেন। তিনি স্থির করলেন উটের চামড়ার মশক পানি দিয়ে ভর্তি করবেন এবং সেগুলি তার সব জীবিত উটের পিঠে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেবেন মরুভূমিতে, যেখানে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন সৈন্যবাহিনীর আগমনের। তাঁর অবলম্বিত ব্যবস্থার এই বিবরণ অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। আরো একটি বিবরণ রয়েছে যা আমার উল্লেখ করা উচিত, যদিও তা বিশ্বাস করা খুব সহজ নয়। এই বিবরণ মতে, আরবের রাজা গরু ও অন্যান্য প্রাণীর চামড়া সেলাই করে তৈরি করেছিলেন এক সুদীর্ঘ পাইপ, যা করীজ থেকে শুরু করে গিয়ে পৌঁছতে পারে সোজা মরুভূমি পর্যন্ত। করীজ হচ্ছে আরবের একটি বড় নদী যা লোহিত সাগরে গিয়ে পড়েছে। মরুভূমিতে তিনি তৈরি করিয়েছিলেন বড় বড় জলাশয়, পাইপের সাহায্যে সেগুলি ভর্তি করে সঞ্চয় করেছিলেন পানি। নদী আর মরুভূমির মধ্যে বারো দিনেরও বেশি পথের দূরত্ব অতিক্রম করে এই পানি আনা হয়, তিনটি পৃথক পৃথক স্থানে।

এমাসিসের পুত্র সামমেনিতাস নীল নদের পেলুসিয়া মোহনায় তাঁর ছাউনি ফেলে ক্যামবিসেসের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকেন। এমাসিস যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর ইন্তেকাল করেন; তাঁর রাজত্বকালে তিনি কখনো তেমন কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হননি। তিনি সাইসেতে এথেনার মন্দিরে নিজের জন্য যে সমাধিগৃহ তৈরি করেছিলেন সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়, তাঁকে মমী করার পর। তাঁর উত্তরাধিকারী সামমেনিতাসের রাজত্বকালে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে ঃ থিবিসে বৃষ্টিপাত হয়। ঐ শহরের লোকেরা বলে, এর আগে নাকি কখনো এখানে বৃষ্টিপাত হয়নি এবং তখন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কখনো এমন ব্যাপার ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবে মিশরের উজান অঞ্চলে কখনো বৃষ্টিপাত হয় না; এই প্রথমবার বৃষ্টি হল, সামান্য বর্ষণ।

ইরানিরা মরুভূমি পার হয়ে মিশরীয় ফৌজের কাছেই এক জায়গায় ছাউনি ফেলে এবং মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। মিশরীয় সেনাবাহিনীতে ইউনানের ও ক্যারিয়ার যেসব বেতনভুক সেপাই ছিল তারা যুদ্ধের আগে ফ্যানিসের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র করে। ফ্যানিস মিশরের বিরুদ্ধে একটি বিদেশী সৈন্যবাহিনী ডেকে এনেছেন বলে ফ্যানিসের ওপর ওদের রাগের সীমা পরিসীমা ছিল না ঃ ফ্যানিস তাঁর ছেলেদের রেখে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ওরা সেই ছেলেদের ধরে নিয়ে আসে তাঁবুতে, যেখানে ওরা ফ্যানিস যাতে ওর ছেলেদেরকে দেখতে পান তার ব্যবস্থা করে; তারপর দুই ফৌজের মাঝখানে খোলা জায়গায় একটি বড় গামলায় রেখে ওরা ছেলে দু'টিকে পরপর ওখানে নিয়ে যায় এবং সেই গামলায় এক কোপে ওদের গর্দান আলাদা করে দেয়। ওদের একজনকেও রেহাই দেয়া হলো না। যখন সর্বশেষ ছেলেটিও মারা গেল তখন ওরা

গামলার রক্তে মদ ও পানি ঢাললো এবং বেতনভুক সিপাহীদের প্রত্যেককেই তা পান করালো। একাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হয় এবং মিশরীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

যেখানে এইযুদ্ধ হয়েছিল আমি সেখানে এক অদ্ভুত বস্তু দেখেছিলাম। ওখানকার বাসিন্দারাই আমাকে এ ব্যাপারটি বলেছিল। হাড্ডিগুলি যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে, যেমন প্রথমে ওরা আলাদা আলাদা ছিল ঠিক তেমনি; পৃথকভাবে এক জায়গায় ইরানিদের ও অন্য জায়গায় মিশরীয়দের হাড্ডি পড়ে আছে। আমি লক্ষ্য করলাম ইরানিদের মাথার খুলিগুলি এতই পাতলা যে এতে নুড়ি দিয়ে অতি মৃদু স্পর্শ করলেও তা ছেঁদা হয়ে যাবে ঃ অপরদিকে মিশরীয়দের খুলি এতই শক্ত যে পাথরের আঘাতেও তা ভাঙা অতি সহজ নয়। এর কারণ আমাকে যা বলা হয়েছে তা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। মিশরীয়রা নাকি শৈশবকাল থেকেই মাথা কামিয়ে রাখে — যার ফলে রোদের ক্রিয়ায় খুলির হাড় অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত হয়ে ওঠে। একারণেই কচিৎ ওদের টাক পড়ে — অন্য যে কোনো স্থানের চাইতে মিশরে টেকো মাথা বিরল। তা হলে ওদের মাথার খুলির পুরুত্বের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই। ইরানিদের মাথার খুলি পাতলা হওয়াও অনুরূপ একটি নিয়মের উপর নির্ভরশীল। সেটি এই যে — ওরা রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য সবসময়েই শোলার তৈরি টুপি ব্যবহার করে। আমি একই ব্যাপার দেখেছি প্যাপরমিশ নামক স্থানে, যেখানে ইরানিরা দারায়ুসের পুত্র এফইমিনিসের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে গিয়ে লিবীয়ার এনারুসের হাতে বিধ্বস্ত হয়।

পরাজয়ের পর মিশরীয়রা বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করে এবং মেমফিসে ঢুকে নগরদ্বার বন্ধ করে দেয়। ক্যামবিসেস নদী পথে মাইতেলিনিয়ার একটি জাহাজে করে এক ইরানি নকিব পাঠিয়ে মিশরীয়দের সন্ধি করার আহ্বান জানান। কিন্তু যখন ওরা দেখতে পেল জাহাজটি শহরে এসে প্রবেশ করছে, তখন ওরা এক জোট হয়ে ছুটে বের হয়ে আসে শহর থেকে, জাহাজটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং জাহাজের প্রত্যেকটি লোককে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে এবং টুকরোগুলি নিয়ে যায় প্রাচীরের ভেতরে। ক্যামবিসেস তখন নগর অবরোধ করেন এবং কিছুকাল পর নগরটি আত্মসমর্পণ করে। মিশরের দুরবস্থায় পার্শ্ববর্তী লিবিয়ার অধিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আঘাত না করেই আত্মসমর্পণ করে। ওরা কর দিতে সম্মত হয় এবং নানা রকম মূল্যবান উপহার পাঠায়। সাইরেনি এবং বার্কার লোকেরাও একই রকম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লিবীয়ানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। লিবিয়ার অধিবাসীরা যা পাঠিয়েছিল ক্যামবিসেস তাই গ্রহণ করেন সহানুভূতির সঙ্গে, কিন্তু সাইরেনির উপহার তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। আমার মনে হয়, যে অর্থ তাকে দেয়া হয়েছিল তা পরিমাণে খুব কম দেখেই তিনি আপত্তি করেছিলেন; মাত্র পাঁচশত রৌপ্য মিনা অর্থাৎ পাউণ্ডের হিসাবে দুহাজার পাউণ্ড দেয়া হয়েছিলো। যাই হোক, টাকাটা নিজ হাতে কেড়ে নিয়ে তিনি তা ছুঁড়ে মারলেন নিজের লোকজনের মাঝে।

দশদিন চলে গেল; মিশরের রাজা সামমেনিতাস — যিনি মাত্র ছয়মাস আগে সিংহাসনে বসেছেন — কি পদার্থ দিয়ে তৈরি তা দেখবার জন্য ক্যামবিসেস নগরীর উপকণ্ঠে একটি আসনে বসে একটি দৃশ্য দেখতে তাঁকে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য মিশরীয়কে বাধ্য করেন; দৃশ্যটি পরিকল্পিতভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিলো সামমেনিতাসকে অপমানিত করার জন্য। প্রথমে তিনি তার কন্যাকে বাঁদির পোশাক পরান এবং খান্দানি পরিবারগুলি থেকে নির্বাচিত একই রকমের পোশাকপরা মেয়েদের সঙ্গে তাকে একটি কলসসহ পাঠান পানি আনতে। পিতারা যেখানে বসে ওদের দেখছিলো তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েগুলি তুমুল কান্নার রোল তোলে এবং কেবল সামমেনিতাস ছাড়া আর সকলে তাদের সন্তানদের এই বেইজ্জতির দৃশ্য ওদের মতোই কান্নাকাটি ও বিলাপ করলো। এদিকে সামমেনিতাস এক নজরে তার কন্যাকে চেনার পর নীরবে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েন। মেয়েগুলি কলস নিয়ে চলে গেল এবং তারপর এল রাজারপুত্র, তারই সমবয়সী দু'হাজার তরুণকে নিয়ে; প্রত্যেকের মুখে লাগাম পরানো এবং গলায় দড়ি। মেমফিসে মাইতেলেনীয়ানদের হত্যা এবং জাহাজ ধ্বংস করার অপরাধে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি দেয়ার জন্য। কারণ, রাজকীয় বিচারক রায় দিয়েছেন, একেকটি নিহত মানুষের জন্য দশটি করে মিশরীয় খানদানি লোককে প্রাণ দিতে হবে। সামমেনিতাসের সম্মুখ দিয়েই ওরা চলে গেল এবং তিনি বুঝতে পারলেন তার পুত্রও মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর পাশে যেসব মিশরীয় বসেছিল তাঁরা আগের মতো কাঁদতে এবং দুঃখযন্ত্রণার সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত করতে থাকলেও তিনি তাঁর কন্যাকে দেখে যা করেছিলেন এবারও ঠিক তাই করলেন। এভাবে তরুণরাও এগিয়ে গেল। সে সময়, নগরীর উপকণ্ঠে অন্যান্যের সঙ্গে এমাসিসের পুত্র সামমেনিতাসও যেখানে বসেছিলেন তারই পাশ দিয়ে, বুড়ো একটি লোক হেঁটে যাচ্ছিলো। লোকটি এককালে রাজার বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেতেন। কিন্তু লোকটি তার সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এখন সে একজন ভিক্ষুক, যার কাজ হচ্ছে সিপাহীদের নিকট থেকে যা কিছু পাওয়া সম্ভব তাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা। তাকে দেখে সামমেনিতাসের চোখ ফেটে পানি এলো, তিনি তাকে নাম ধরে ডাকেন এবং দুঃখে ও যন্ত্রণায় নিজের মাথা চাপড়াতে থাকেন। কাছেই দাঁড়িয়েছিল প্রহরীরা, যাদের উপর দায়িত্ব ছিল প্রত্যেকটি মিছিল সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় সামমেনিতাস যে আচরণ করেন ক্যামবিসেসের নিকট হুবহু তা বিবৃত করা। কিন্তু ক্যামবিসেস যা শুনলেন তাতে তিনি এতই বিস্মিত হন যে তিনি সামমেনিতাসের নিকট একজন দূত পাঠালেন, তার এই আচরণের কারণ জানার জন্য। 'আপনার প্রভু ক্যামবিসেস জানতে চাইছেন — দূতটি বলল, — 'আপনার কন্যাকে অপমানিত হতে এবং পুত্রকে মৃত্যুর মুখে যাত্রা করতে দেখে আপনি কেন কোনো শব্দ করেননি এবং চোখের পানি ফেলেননি, যদিও আপনি কেঁদে ও দুঃখ প্রকাশ ক'রে সম্মানিত করেছেন একটি ভিক্ষুককে, যার, ক্যামবিসেস যতদূর জানেন, আপনার পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত নেই।' 'সাইরাসের পুত্র, — জবাব দেন সামমেনিতাস 'আমার নিজের কষ্ট এত বেশি যে

চোখের পানি তার জন্য যথেষ্ট নয়; কিন্তু আমার এক বন্ধু যে তার বিপুল ধনদৌলত হারিয়েছে এবং বার্ধক্যের প্রান্তে এসে পরিণত হয়েছে একটি ভিক্ষুকে তার বিপদে আমি অশ্রু বিসর্জন না করে পারিনি।'

যখন এ জবাবের কথা তাকে জানানো হলো জবাবটিকে খুব ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়া হয়, এবং মিশরীয়রা বলে যে ক্রীসাস — যিনি মিশরের বিরুদ্ধে এই অভিযানে ক্যামবিসেসের সঙ্গী হয়েছিলেন — এ জবাব শোনার পর কেঁদে ফেলেন, যেমন কেঁদেছিলো উপস্থিত অন্যান্য ইরানিরা। এমনকি ক্যামবিসেস পর্যন্ত করুণাবোধ করেন — কারণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম দেন, সামমেনিতাসের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিতে হবে এবং নগরীর উপকণ্ঠে সামমেনিতাস যেখানে আছেন সেখান থেকে তাকেও এনে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে।

বার্তাবাহকদের খুব দেরি হয়ে পড়ায় তরুণটিকে বাঁচানো গেল না, কারণ সকলের আগে তাকেই হত্যা করা হয়; কিন্তু সামমেনিতাসকে ওরা নিয়ে আসে ক্যামবিসেসের নিকট এবং তখন থেকে সামমেনিতাস ওর দরবারে বাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করা হয়। বলতে কি তাঁর যদি কেবল দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকার বোধটুকু থাকতো তিনি হয়তো মিশর পুনরুদ্ধার করতে ও গভর্নর হিসেবে তা শাসন করতে পারতেন; কারণ ইরানিদের একটি রীতি হচ্ছে, রাজার পুত্রদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। এমনকি, যারা ইরানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো তাদের সিংহাসন তাদের পুত্রদের নিকট আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন ঘটনা অনেক রয়েছে যার থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ধরনের মহানুভবতা ইরানিদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছাননীরাসের কাহিনী; লিবিয়ার ইনারীসের পুত্র ছাননীরাসকে তাঁর পিতার পর তাঁর সিংহাসনে বসতে দেয়া হয়েছিলো। আরেকটি দৃষ্টান্ত ঃ আমীরথিউসের পুত্র পৌসিরিস ঃ তাঁকেও তাঁর পিতার রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং ইনারাউস এবং আমীরথিউসের চেয়ে আর কেউই কখনো ইরানিদের বেশি কষ্ট না দিলেও এবং ওদের বেশি ক্ষতি না করলেও, ওদের প্রতি এই মহানুভবতা দেখানো হয়েছিলো। অবশ্য সামমেনিতাস রাজনীতিতে নাক না গলিয়ে থাকতে পারেননি; তিনি তাঁর ইরানি প্রভুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং তার জন্য উচিত সাজা পান। তিনি যখন মিশরীয়দের মধ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিলেন তখনই তিনি ধরা পড়েন এবং ক্যামবিসেস তাঁর অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ষাঁড়ের রক্ত পান করতে বাধ্য করেন এবং সেখানেই সামমেনিতাসের মৃত্যু হয়। এইভাবে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

এরপর ক্যামবিসেস মেমফিস ত্যাগ করেন এবং সাইসেতে যান। সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি যা করবেন সে সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাঁর এই ইচ্ছাকে সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হয়; কারণ এমাসিসের প্রাসাদে ঢুকেই তিনি কবর থেকে এমাসিসের লাশটি তুলে আনবার হুকুম দেন। লাশটিকে বের করে আনার পর তিনি সেটিকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে — যেমন চাবুক দিয়ে আঘাত ক'রে, অংকুসের ঘা মেরে, চুল উপড়ে তুলে ফেলে,

তাঁকে অপমানিত করেন। এসব করতে করতে জল্লাদরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত, লাশটিকে যেহেতু মমী করা হয়েছিলো এবং আঘাতেও যেহেতু তা ভাঙলো না, তাই ক্যামবিসেস হুকুম দিলেন ওটিকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য। এটি ছিল একটি জঘন্য পাপ কর্ম; কারণ ইরানিরা আগুনকে একটি দেবতা মনে করে এবং ওদের লাশ কখনো পোড়ায় না। আসলে এ ধরনের একটি কাজ ইরানি এবং মিশরীয়, উভয় জাতির নিকটই অশ্রুতপূর্ব। ইরানিদের ক্ষেত্রে তার কারণ আমি উল্লেখ করেছি। ইরানিরা মনে করে দেবতার নিকট মৃতদেহ সমর্পণ করা মানুষের জন্য একটি পাপকর্ম; আর মিশরীয়দের বেলায় কারণ এই যে, মিশরীয়রা বিশ্বাস করে আগুন একটি জীবন্ত প্রাণী, সে যা পায় তাই গ্রাস করে এবং যথেষ্ট খাওয়ার পরও সে যে খাদ্য খায় তারই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। মৃতদেহকে জীবজন্তু কর্তৃক খেতে দেয়া মিশরীয় রীতিনীতির ঘোর বিরোধী। এই জন্যই ওরা মৃতদেহকে মমী করে, যেন কবরের ভিতরে পোকা সেগুলিকে খেতে না পারে। তাই ক্যামবিসেস এধরনের একটি হুকুম দিয়ে উভয় জাতির ধর্মীয় বিশ্বাসেরই বিরুদ্ধাচরণ করেন। মিশরীয়দের একটি কাহিনী মতে, যার লাশের প্রতি এ ধরনের ব্যবহার করা হয়েছিলো তিনি এমাসিস নন, অন্য একজন, আকৃতি ও উচ্চতায় এমাসিসেরই সমান। কিন্তু ইরানিরা যখন লাশটির বেইজ্জত করে, তখন ওরা ওটিকে এমাসিসেরই লাশ মনে করেছিলো। কারণ এই কাহিনী অনুসারে, এমাসিস মৃত্যুর পর তার কি পরিণাম হবে তা এক দৈবজ্ঞের নিকট থেকে জানতে পেরেছিলেন এবং পরিণাম এড়াবার জন্য তাঁর কবরের ভেতরে দরজার একেবারে কাছেই এই লোকটিকে কবর দিয়েছিলেন, যার লাশের উপর চাবুক মেরেছে ইরানিরা। তার নিজের লাশ তিনি সমাধিকক্ষের দূরতম প্রান্তে সমাহিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ছেলেকে। আমি নিজে বিশ্বাস করিনা যে এমাসিস এ ধরণের কোনো আদেশ দিয়েছিলেন। এটি মিশরীয়দের মুখরক্ষা করার জন্য নিজেদের একটি বানোয়াট গল্প।

এরপর ক্যামবিসেস তিনটি পৃথক পৃথক সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন ঃ একটি কার্থেজবাসীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়টি আম্মনিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয়টি লিবিয়ার দক্ষিণে, ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত বহু প্রাচীন দেশ ইথিয়োপিয়ার দীর্ঘজীবী জাতির বিরুদ্ধে। তিনি স্থির করেন, তাঁর নৌবহর পাঠাবেন কার্থেজের বিরুদ্ধে এবং তাঁর স্থলবাহিনীর এক ভাগকে পাঠাবেন আম্মনীয়ানদের বিরুদ্ধে। ইথিওপিয়ায় তিনি প্রথমে গুপ্তচর পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন, বাহ্যত ওরা যাবে রাজার জন্য উপহার নিয়ে কিন্তু আসলে তাদের কাজ হবে তাদের সাধ্যমতো খবর সংগ্রহ করা; বিশেষ করে তিনি ওদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তথাকথিত সৌরপ্রান্তর বলে সত্যি সত্যি কিছু আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে। এই সৌরপ্রান্তর নাকি শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত একটি ঘাসে ঢাকা মাঠ, যেখানে সকল রকমের সিদ্ধ গোশত রেখে দেয়া হয় প্রচুর পরিমাণে। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য হচ্ছে ঃ রাতের বেলা এই গোশত ওখানে রেখে দেয়া এবং দিনের বেলা যেই ইচ্ছা করে এখানে এসে তা খেয়ে যেতে পারে। স্থানীয় লোকেরা বলে, এই গোশত নাকি আপনাআপনি আবির্ভূত হয় এবং ইহা ধরিত্রীর দান।

এভাবে গুপ্তচর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ক্যামবিসেস এলিফ্যানটাইনে লোক পাঠালেন কয়েকজন মৎস্যভোজীকে আনার জন্য, যাঁরা ইথিয়োপীয়ান ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল। ঐ লোকগুলিকে যখন আনা হচ্ছিল সে সময়ই তিনি তাঁর নৌবহরকে হুকুম দিলেন কার্থেজের বিরুদ্ধে রওয়ানা করতে। অবশ্য ফিনিসীয়রা যেতে অস্বীকার করল, কারণ ফিনিসীয়া এবং কার্থেজের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিলো নিবিড় এবং নিজেদের সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ওরা পাপ মনে করতো। এভাবে, ফিনিসীয়রা যুদ্ধে যোগদান না করায় এবং অবশিষ্ট নৌ-শক্তি একা অভিযান চালানোর জন্য খুবই দুর্বল হওয়ায়, কার্থেজ ইরানিদের প্রভুত্ব থেকে বেঁচে যায়। ক্যামবিসেস ওদের উপর চাপ দেয়া উচিত মনে করেননি, কারণ ফিনিসীয়রা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় তাঁর অধীনে চাকরি নিয়েছিলো এবং তাঁর সমগ্র নৌশক্তি নির্ভর করতো ওদের উপর। সাইপ্রাসের লোকেরাও ইরানিদের সাহায্য করেছিলো এবং মিশরের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলো।

যেসব মৎস্যভোজীকে এলিফ্যানটাইন থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তারা ইথিয়োপিয়ায় পৌছানোর পর কি বলবে সে ব্যাপারে ওদের নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর ওদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওরা রাজার জন্য উপহার হিসেবে সঙ্গে নিলো একটি উজ্জ্বল লাল রঙের জোব্বা, একটি সোনার চেনওয়ালা কণ্ঠহার এবং সোনার বাজুবন্ধ, গন্ধ দ্রব্য রাখার জন্য একটি শ্বেতমর্মরের বাক্স এবং তালের শরাব রাখার জন্য একটি পাত্র। ইথিয়োপীয়ান লোকেরা, যাদের জন্য এতসব যত্ন নেয়া হয়েছিল, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী, এবং দেখতে সবচেয় সুশ্রী বলে অনেকের ধারণা। মৎস্যভোজীরা ওদেশে পৌঁছে রাজাকে উপহারগুলি দিয়ে বলে : পারস্যের রাজা ক্যামবিসেস–আপনার বন্ধু এবং অতিথি হবার বাসনায় আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন, আপনার সঙ্গে বাৎচিত করার নির্দেশ দিয়ে এবং এই যে উপহারগুলি তিনি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন এগুলি ব্যবহার করতে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান।

ইথিয়োপিয়ার রাজাকে প্রতারণা করা গেলো না, কারণ তিনি জানতেন ঐ লোকগুলি হচ্ছে গুপ্তচর। তাই তিনি ওদের বললেন, "পারস্যরাজ তোমাদের এইসব উপহারসহ পাঠিয়েছেন এ জন্য নয় যে, তিনি আমার বন্ধু হওয়াকে খুব মূল্যবান মনে করেন। তোমরা এসেছো আমার রাজ্য সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে; কাজেই, তোমরা হচ্ছ মিথ্যুক আর তোমাদের ঐ রাজা হচ্ছেন বদ্ লোক। ন্যায় এবং সত্যের জন্য তাঁর যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকতো তাহলে তিনি নিজের রাজ্য ছাড়া অন্য কোনো রাজ্য গ্রাস করার জন্য লোভ করতেন না — কিংবা যে জাতি তার কোনো ক্ষতি করেনি তাদের গোলামে পরিণত করতেন না। কাজেই, তোমরা এই ধুনকটি নাও এবং তাকে গিয়ে বলো ইথিয়োপিয়ার রাজা তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে চান : যখন পারস্যের লোকেরা সহজে এই আকারের একটি ধনুক বাঁকিয়ে ছিলা লাগাতে সক্ষম হয় তখন যেন তিনি উৎকৃষ্টতরো শক্তিসম্পন্ন ফৌজ গঠন করেন এবং দীর্ঘজীবী ইথিয়োপীয়ানদের দেশ আক্রমণ করেন। তারপর তাঁকে বলো, ইথিয়োপিয়ার সন্তানদের চিন্তা যে বিদেশ জয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়নি সে জন্য

যেন তিনি দেবতাদের ধন্যবাদ জানান।" এরপর তিনি ধনুকটির ছিলা খুলে নিয়ে ধনুকটি দিলেন মৎস্যভোজীদের হাতে এবং সেই উজ্জ্বল লাল বর্ণের জোব্বাটি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "ওটি কি এবং কিভাবে তৈরি করা হয়েছে।" লোকগুলি, রংটি সম্পর্কে, এবং কিভাবে তাতে কাপড়টি চুবানো হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে। তখন রাজা বললেন, "যারা রং দিয়েছে এবং যে পোশাকটি রং করা করেছে এর উভয়েই, তারা যা ভান করছে তা নয়। কাজেই ওরা প্রতারক। তারপর তিনি ওদের জিজ্ঞেস করলেন — সোনার হার এবং বাজুবন্দ সম্পর্কে। মৎস্যভোজীরা যখন অলঙ্কার হিসেবে ঐগুলির ব্যবহার ব্যাখ্যা করলো তখন তিনি হাসলেন এবং ঐগুলিকে শিকল মনে করে তিনি বললেন — তাঁর দেশে এর চাইতে বেশি মজবুত শিকল রয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন — গন্ধদ্রব্যাদির কথা, এবং কিভাবে তা লোকে সুগন্ধিরূপে তাদের দেহে মাখে তা শোনার পর, তিনি লাল জোব্বা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। সর্বশেষ এলো শরাবের ব্যাপারটি। শরাব কিভাবে তৈরি হয় তা অবগত হওয়ার পর তিনি কিছুটা শরাব পান করলেন এবং দেখলেন তা বেশ স্বাদু। এরপর তিনি একটি শেষ প্রশ্ন করলেন, তিনি জানতে চাইলেন — পারস্যের রাজা কি খান এবং পারস্যের লোকেরা সবচেয়ে বেশি কতবছর বাঁচে? গম কেমন এবং কিভাবে গমের চাষ হয় ওদের জবাব থেকে তা জানতে পেরে এবং পারস্য রাজ রুটি খান এবং পারস্যের লোকেরা সাধারণত ৮০ বছরের বেশি বাঁচে না, একথা শুনে তিনি বললেন যে, যারা গোবর খায়, তারা যে এতো অল্প বয়সে মারা যায় তাতে মোটেই তিনি বিস্মিত নন; এর সঙ্গে তিনি এও যোগ করলেন, ওরা আরো কম বয়সে মারা যেতো যদি না ওরা ঐ পানীয়টি নিয়মিত খেতো — এবং এখানে ইংগিত করলেন শরাবের প্রতি, যে বিষয়ে তিনি স্বীকার করেন পারস্যবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব।

এখন মৎস্যভোজীদের রাজাকে জিজ্ঞেস করবার পালা। ওরা জানতে চাইল ইথিয়োপীয়ানরা কত বছর বাঁচেন এবং কি খায়। ওদের বলা হলো — বেশিরভাগ লোকই বাঁচে ১২০ বৎছর পর্যন্ত এবং কেউ কেউ আরো বেশিও বাঁচে এবং ওরা খায় সিদ্ধ গোশত আর দুধ। কোনো মানুষ যে এত দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে একথা শুনে ওরা বিস্মিত হলো। তখন ওদের নিয়ে যাওয়া হলো একটি প্রস্রবণের কাছে যার পানির গন্ধ ভায়োলেট ফুলের খোশবুর মতো এবং তাতে গা ধুলে গাত্রচর্ম এমনি চক চক করে যে, মনে হয় যেন তেলের মধ্যে গোসল করে উঠেছে। ওরা বলল — এই উৎসটির পানির ঘনত্ব এতই কম যে এতে কোনো কিছুই ভাসে না; কাঠ না, কিংবা তার চাইতে হাল্কা কিছুই না — সব কিছুই নিমজ্জিত হয়ে একেবারে তলায় চলে যায়। একথা সত্য হলে নিশ্চয় এ পানির নিয়মিত ব্যবহারই ইথিয়োপীয়ানদের দীর্ঘ পরমায়ুর কারণ। প্রস্রবণকে দেখার পর রাজা ওদের নিয়ে গেলেন একটি কয়েদখানায় — যেখানে ওদের সবাইকে বাঁধা হলো সোনার শিকল দিয়ে, কারণ ইথিয়োপিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে ব্রোঞ্জ। কয়েদখানা পরিদর্শনের পর ওরা পরিদর্শন করে সূর্যপ্রান্তর এবং সবশেষে ওদের নিয়ে যাওয়া হয় কফিন দেখার

জন্য। বলা হয় এই কফিনগুলি স্ফটিক দ্বারা তৈরি। ইথিয়োপীয়ানদের অনুসৃত পদ্ধতি মতে, প্রথমে লাশটিকে শুকিয়ে ফেলা হয়, মিশরীয় প্রণালীতে অথবা অন্য কোনো পন্থায়, এবং পরে সেটিকে জিপসাম দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে দেয়া হয় এবং তারপর এমনভাবে চিত্রিত করা হয়, দেখতে যেন যতদূর সম্ভব জীবিত মানুষটির মতো হয়। এরপর সেটিকে প্রবেশ করানো হয় একখণ্ড স্ফটিকের মধ্যে, যা খুদে চোঙার মতো করা হয় —লাশটিকে ভেতরে স্থান দেয়ার জন্য। স্ফটিককে সহজেই কাজে লাগানো হয় এবং বিপুল পরিমাণে তা খনি থেকে তোলা হয়। চোঙার ভিতরে লাশটি স্পষ্ট দেখা যায়; কোন দুর্গন্ধ নেই কিংবা বিরক্তির অন্য কোনো কারণ নেই, এবং লাশটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, দর্শকের চোখ আর লাশটির মাঝখানে আর কোনো কিছু আছে বলে মনে হয় না। রক্তসম্পর্কের দিক থেকে যারা সবচেয়ে নিকটে তারা ঐ নলটিকে এক বছরের জন্য নিজেদের ঘরে রাখে এবং তার উদ্দেশ্যে বছরের প্রথম ফল-মূল অর্ঘ্য দেয় ও বলি দেয়। এরপর ওটিকে বের করে নিয়ে গিয়ে শহরের নিকটে কোথাও রাখে।

এভাবে ওদের পক্ষে যা কিছু দেখা সম্ভব ছিলো তা দেখার পর গুপ্তচররা মিশরে ফিরে এলো তাদের বিবরণ পেশ করার জন্য। ক্যামবিসেস এই বিবরণ শুনে এত গোস্বা হলেন যে তিনি তখনই ইথিয়োপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন; তিনি রসদ জোগানোর নির্দেশ না দিয়ে এবং তিনি যে তার লোকজনকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে মুহূর্তের জন্য চিন্তা না করেই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং উন্মাদের মতো তিনি মৎস্যভোজীদের বক্তব্য শোনামাত্রই যে সব ইউনানী তার অধীনে কাজ করতো তাদের পিছনে রেখে তাঁর গোটা বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন। থিবিসে পৌঁছানোর পর তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি দলকে আদেশ করলেন আম্মনীয়ানদের আক্রমণ করতে, তাদের গোলাম বানাতে এবং জিয়ূস দেবতার দৈববাণী স্থান পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে। এরপর তাঁর বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি ইথিয়োপিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু এক পঞ্চমাংশ পথ অতিক্রম করার আগেই সমস্ত রসদ ফুরিয়ে যায় এবং সৈন্যরা তাদের ভারবাহী জন্তুগুলিকে হত্যা করে তাদের গোশত খেতে বাধ্য হয়। শেষপর্যন্ত ঐ জন্তুগুলিও ফুরিয়ে যায়। পরিস্থিতি কি তা দেখার পর ক্যামবিসেস যদি তার মতো বদলাতেন এবং তাঁর নিজ এলাকায় ফিরে যেতেন তা হলে তার গোড়ার দিকের ভুল সত্ত্বেও কিছুটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন; কিন্তু যা ঘটছিলো তার প্রতি মোটেই তিনি কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তিনি আগের মতোই এগতে লাগলেন। সৈন্যরা দেশে যতদিন লতাপাতা ঘাস পাওয়া গেলো তাই খেয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করল; কিন্তু যেই তারা মরুভূমিতে পৌঁছলো তাদের অনেকে বাধ্য হলো নরখাদকদের বীভৎস বৃত্তি অবলম্বন করতে। প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে লটারির সাহায্যে নির্বাচন করা হলো খাদ্য হিসাবে। ক্যামবিসেসের জন্য এ ছিল অসহনীয়। যখন তাকে একথা জানানো হলো তিনি তাঁর অভিযান ত্যাগ করে ফিরে চললেন এবং থিবিসে পৌঁছলেন বিপুলসংখ্যক সৈন্য হারানোর পর। সেখান থেকে তিনি

গেলেন মেমফিস এবং ইউনানীদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এভাবেই ইথিয়োপিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হলো।

আমমনীয়ানদের বিরুদ্ধে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিলো তারা থিবিস থেকে রওনা করে পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে; ওদের পথ অনুসরণ করা যায় ওয়েসিস শহর পর্যন্ত। এই শহরটি ইসক্রিওনীয় গোত্রের লোক বলে অনুমিত সেমীয়ানদের। শহরটি থিবিস থেকে বালু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সাতদিনের পথ। এটি গ্রীকভাষায় আশীষপ্রাপ্তদের দ্বীপ বলে পরিচিত। সাধারণ বিবরণ এই যে, সৈন্যরা এ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো কিন্তু এরপর ওদের নসিবে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো খবরই নেই। এ বাহিনী কোনো দিন আম্মনীয়া পৌঁছায়নি এবং মিশরেও ফিরে আসেনি। অবশ্য এ সম্পর্কে আম্মনীয়ানরা একটি কাহিনী বলে থাকে এবং ওদের নিকট যারা একাহিনীটি শুনেছে তারাও তা বলে থাকে ঃ ওরা যখন ওয়েসিস ত্যাগ করে এবং মার্চ করতে করতে মরুভূমিতে এমন এক স্থানে পৌছায় যা আম্মনীয়া এবং ওয়েসিসের ঠিক মাঝামাঝি, তখনও অতি প্রচণ্ড এক দক্ষিণা ঝড় তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে স্তূপস্তূপ বালু, তখন ওরা ওদের দুপুরের খাবার গ্রহণ করছিলো; এভাবে ওরা চিরদিনের তরে বালুর নিচে হারিয়ে যায়।

মেমফিসে ক্যামবিসেসের উপস্থিতির পর এপিস, ইউনানীরা যাকে বলে ইপেফাস, মিশরীয়দের নিকট আবির্ভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সবলোক তাদের সবচেয়ে ভাল কাপড়চোপড় পরে কাজকর্ম ছেড়ে ফূর্তিতে মেতে গেলো; ক্যামবিসেস এই ফূর্তি দেখে এবং তাঁর সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে মিশরীয়রা আনন্দ-উল্লাস করছে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি মেমফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তলব করলেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যখন আগেরবার এই শহরে আসেন তখন কেন মিশরীয়রা এধরনের কোনো উৎসবই করেনি এবং কেন ওরা ওদের উৎসব উদযাপন করার জন্য অপেক্ষা করেছে বর্তমান ঘটনা পর্যন্ত — যখন তিনি ফিরে এসেছেন তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটা বিশাল অংশকে হারিয়ে? জবাবে ওরা বলল যে, তাদের মধ্যে একজন দেবতা এসেছে এবং এই দেবতার স্বভাব হচ্ছে দীর্ঘকাল পর এক একবার আবির্ভূত হওয়া এবং যখনই তাঁর আবির্ভাব ঘটে, গোটা মিশর আনন্দ-উল্লাস করে এবং একটি উৎসব পালন করে। ক্যামবিসেস এর জবাবে বললেন যে ওরা মিথ্যুক এবং সে কারণে তিনি ওদের ফাঁসি দিলেন। এরপর তিনি পুরোহিতদের তার দরবারে তলব করলেন এবং ওরাও যখন ঠিক একই রকম জোর দিয়ে বললো তখন তিনি বললেন — যদি সত্যিই কোনো বশীভূত দেবতা বা অন্য কেউ মিশরীয়দের নিকট আত্মপ্রকাশ করে, তিনি তাকে খুব শীঘ্রই খুঁজে বের করবেন। আর কোনো কথা না বলেই তিনি পুরোহিতদের হুকুম দিলেন এপিসকে হাজির করতে। ওরা তাকে সত্যি সত্যি হাজির করলো।

এই এপিস বা ইপেফাস হচ্ছে এমন একটি গাভীর বাছুর যে পরে আর কখনো বাছুর দিতে সক্ষম নয়। মিশরীয়দের বিশ্বাস এই যে, আকাশ থেকে এক ঝলক আলো নেমে আসে গাভীটির উপর এবং তারই ফলে সে এপিসকে গর্ভে ধারণ করে। এই এপিস

বাছুরটির বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ আছে ঃ এর বর্ণ কালো, কপালের উপর একটি সাদা ত্রিভুজ থাকে, পিঠের উপরে থাকে একটি ঈগলের চিত্র, লেজের লোমগুলি দ্বিধা বিভক্ত এবং জিবের নিচে একটি গোবরে পোকা থাকে। পুরোহিতরা জানোয়ারটিকে তার সামনে এনে হাজির করে এবং উন্মাদ ক্যামবিসেস তাঁর ছোরা বের করে আঘাত করেন ওর পেটে, কিন্তু সে আঘাত পেটে না লেগে লাগলো তার উরুতে। তারপর তিনি হাসলেন এবং হাসতে হাসতেই পুরোহিতদের বললেন — "নির্বোধের দল, তোমরা এটিকে একটি দেবতা মনে করছ? তোমরা কি দেবতাদের জ্ঞাতি নাকি? ওরা কি ইস্পাতের খোঁচা টের পায়? সন্দেহ নেই যে এ ধরনের একটি দেবতা মিশরীয়দের জন্য যথেষ্ট কিন্তু তোমরা এভাবে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে পার পাবে না।" এরপর তিনি চাবুক মারার শাস্তি কার্যকর করে তাদের হুকুম দিলেন পুরোহিতদের আচ্ছা করে চাবকাতে এবং যে মিশরীয়ই এখনো উৎসবে মগ্ন পাওয়া যাবে তাকেই কতল করতে। এভাবে উৎসবটি বানচাল হয়ে যায়। পুরোহিতরা দণ্ডিত হয় আর এপিস — যে তার উরুর যখমের ফলে কিছুক্ষণের জন্য মন্দিরে পড়েছিলো এবং তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো, শেষ পর্যন্ত সে মারা যায় এবং ক্যামবিসেসের অজ্ঞাতসারে পুরোহিতরা তাকে কবর দেয়।

এর আগেও ক্যামবিসেস মনের দিক দিয়ে মোটেই সুস্থ ছিলেন না। তবে মিশরীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর অপরাধেরই সাক্ষাৎ পরিণাম হচ্ছে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশতা। পরে তিনি যেসব গর্হিত কাজ করেছিলেন তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে তাঁর আপন ভ্রাতা স্মারদিসের হত্যা (স্মারদিস তাঁর পিতার ঔরষে এবং মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন)। এর আগেই তিনি স্মারদিসকে ইরানে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সম্পর্কে ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। ঈর্ষার হেতু এই যে, স্মারদিসই ছিলেন একমাত্র পারস্যবাসী যিনি ইথিয়োপিয়া থেকে মৎস্যভোজীদের দ্বারা আনীত ধনুকটি টেনে বাঁকাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও মাত্র দু আঙ্গুল পরিমাণ বেঁকে ছিল ধনুকটি। তার ওখানে পৌঁছানোর পর ক্যামবিসেস স্বপ্ন দেখেন — মিশর থেকে এক বার্তাবাহক এসেছে এই সংবাদ নিয়ে যে, স্মারদিস রাজসিংহাসনে বসেছেন এবং তার মাথা আকাশ ছুঁয়েছে। পাছে না স্বপ্নের অর্থ এই হয় যে, তার ভ্রাতা তাকে হত্যা করে তার জায়গায় রাজত্ব করবেন সেই ভয়ে ক্যামবিসেস তাঁর ইরানি বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রেকসাসপিসকে পাঠালেন স্মারদিসকে শেষ করে দেয়ার জন্য। প্রেকসাসপিস উজান অঞ্চল হয়ে সুসা গেলেন এবং তার উপর অর্পিত কাজটি সম্পন্ন করলেন। এক বিবরণ মতে, তিনি বেচারা স্মারদিসকে নিয়ে শিকারে বের হয়ে তাঁকে হত্যা করেন; আর এক বিবরণ মতে তাঁকে লোভ দেখিয়ে লোহিত সাগরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে ডুবিয়ে মারা হয়। ওদের মতে এই হচ্ছে শুরু এবং ক্যামবিসেসের পরবর্তী অপরাধ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে তার যে বোন মিশরে এসেছিলেন তার হত্যাসাধন। এই স্ত্রীলোকটি ছিলেন তার পিতার ঔরস ও মায়ের গর্ভজাত বোন এবং তার স্ত্রীও, যদিও এর আগে কখনো পারস্যে ভাইবোনের বিয়ের রীতি ছিল না। ক্যামবিসেস নিম্নবর্ণিত উপায়ে এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠেন ঃ তাঁর বোনদের একজনের

সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাঁকে তাঁর স্ত্রী করার বাসনায় তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজকীয় বিচারকদের তলব করলেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোনো পুরুষ তার বোনকে বিয়ে করতে চাইলে তার সমর্থনে দেশে কোনো আইন আছে কিনা। রাজকীয় বিচারপতিরা হচ্ছেন বিশেষভাবে নির্বাচিত লোক, যাঁরা তাঁদের দায়িত্বে বহাল থাকেন আজীবন, অথবা ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তারা অসদাচারণের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন; তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে মামলায় রায় দেয়া, দেশের প্রাচীন আইন-কানুনের ব্যাখ্যা করা। সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়ে তাঁদের মতামত চাওয়া হয়ে থাকে। কাজেই ক্যামবিসেস যখন ওদেরই প্রশ্ন করলেন তখন ওরা এমন একটি উত্তর উদ্ভাবন করলেন যাতে সত্যের হানি হয় না এবং ওদেরও গর্দান রক্ষা হয় ঃ অর্থাৎ ভাই বোনকে বিয়ে করতে পারে এমন কোনো আইন যদিও তারা আবিষ্কার করতে পারলেন না, তবু নিশ্চয়ই এমন একটি আইন রয়েছে যার বলে পারস্যের রাজা যা খুশি তা করতে পারেন। এইভাবে বিচারপতিরা, ক্যামবিসেসকে ভয় করা সত্ত্বেও, প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার দায় এড়িয়ে যান; তৎসঙ্গে, রাজার ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে রাজাকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ আইন আমদানি করে তাঁরা সেই বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচান — পূর্বপুরুষের নিয়মকানুন অতি কঠোরভাবে মেনে চললে যে বিপদে তাঁদের পড়তে হতো। এভাবে ক্যামবিসেস তাঁর যে বোনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন তাকে বিয়ে করেন এবং কিছুদিন যেতে না যেতে আরো একটি বোনকে বিয়ে করেন এবং দুজনের মধ্যে এই ছোট বোনটিকেই তিনি তার সঙ্গে নিয়ে আসেন মিশরে।

স্মারদিসের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এই মেয়েটির মৃত্যুর ব্যাপারেও দুটি কাহিনী আছে; ইউনানীরা বলে যে ক্যামবিসেস একটি কুকুরছানা ও একটি সিংহছানার মধ্যে লড়াই লাগান, এবং দর্শকদের মধ্যে তার এই স্ত্রীও ছিলেন। কুকুরছানাটি মার খেয়ে খুবই কাবু হয়ে পড়ছিলো। তখন তারই মায়ের গর্ভ থেকে একই সঙ্গে পয়দা আর একটি কুকুরছানা শিকল ছিড়ে ছুটে আসে তার ভাইয়র সাহায্যে এবং দু'জনে মিলে সিংহছানাটিকে একেবারে কাবু করে ফেলে। ক্যামবিসেস লড়াইটা খুবই উপভোগ করছিলেন, কিন্তু তার বোন, যিনি তার পাশেই বসেছিলেন, কাঁদতে শুরু করেন। তার চোখে অশ্রু দেখে ক্যামবিসেস তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বললেন, কুকুরছানাটি তার ভাইয়ের সাহায্যের জন্যই ছুটে এসেছে এই দৃশ্যই তাকে কাঁদিয়েছে, কারণ তিনি স্মারদিসকে মনে না করে পারেন নি এবং এ না ভেবে পারেননি যে তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য এখন আর কেউ নেই। ইউনানীদের মতে তাঁর এই মন্তব্যই নাকি ক্যামবিসেস কর্তৃক তাঁর হত্যার কারণ। অন্যদিকে মিশরীয়রা বলে যে, ক্যামবিসেস এবং তাঁর বোন বসেছিলেন একই টেবিলে যখন রমণীটি একটি লেটুস হাতে নেন্ এবং পাতাগুলি ছিড়ে ফেলে তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর মতে কোন্‌টি দেখতে সুন্দর — পাতাসহ লেটুস, না, পাতাশূন্য লেটুস। ক্যামবিসেস বললেন, পাতাগুলি ছিড়ে ফেলার আগেই লেটুসটি সুন্দর ছিল। তখন তার বোন বললেন যে, ক্যামবিসেসের বোন লেটুসটিকে নিয়ে যা

করেছেন ক্যামবিসেস ও সাইরাসের খান্দানের প্রতি তিনি তাই করেছেন — তিনিও সাইরাসের খান্দানকে পত্রশূন্য করেছেন। ক্যামবিসেস রাগে অন্ধ হয়ে তার স্ত্রীকে লাথি মারেন; রমণীটি তখন ছিলেন গর্ভবতী, লাথির ফলে তার গর্ভপাত হয় এবং তিনি মারা যান।

তিনি এ দুটি অপরাধই করেন তাঁর আপনজনদের বিরুদ্ধে। এ দুটি কাজই হচ্ছে এক উন্মাদের কাজ — দেবতা এপিসের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন তার তা পাগলামোর কারণ হোক বা না হোক। আসলে মানুষকে যে সব নানাবিধ পীড়া ক্লেশ দেয় তার যে-কোনো একটি এই পাগলামির কারণ হতে পারে। বস্তুত এক কাহিনী মতে, জন্ম থেকেই তিনি একটি গুরুতর রোগে ভুগেছেন। এই রোগটি হচ্ছে মৃগী রোগ, যাকে কেউ কেউ বলে 'পবিত্র ব্যাধি'। কাজেই, একটি মারাত্মক শারীরিক ব্যাধি যে মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।কিন্তু এ দুটি অপরাধ ছাড়াও, আরো পারস্যবাসী ছিলেন যাদের সঙ্গে তিনি এক বদ্ধ পাগলের মতো পাশবিক আচরণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেকসাসপিসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লোকটিকে রাজা খুবই সম্মান করতেন। ইনি রাজার জন্য খবরবার্তা ও চিঠিপত্র আনতেন আর তার পৌত্র ছিলেন রাজার পেয়ালাবাহক — যা ছিলো খুবই সম্মানের বিষয়। একবার ক্যামবিসেস এই মশহুর কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ পারস্যবাসীরা আমাকে কি রকম লোক মনে করে এবং ওরা আমার সম্পর্কে কি বলে।

"প্রভো" — প্রেকসাসপিস বলেন, — "ওরা আপনার ভূয়সী প্রশংসা করে, তবে ওরা একটি বিষয়ে আপনার সমালোচনা করে ঃ ওরা বলে আপনি মদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত।"

ক্যামবিসেস এতে রাগে জ্বলে ওঠেন এবং বলেন "তা হলে ইরানিরা এখন বলছে যে অতিরিক্ত শরাবপানের ফলে আমি পাগল হয়ে গেছি। আগে কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলতো। এখন আমি বুঝতে পারছি তা ছিল মিথ্যা।" কারণ, আগে আরেকবার যখন কিছুসংখ্যক ইরানি তাঁর সঙ্গে বসেছিল এবং ক্রীসাসও উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওদের জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর পিতার তুলনায় তাঁর সম্পর্কে ওদের ধারণা কি। ওরা তখন সবাই জবাব দিয়েছিল, তিনি তাঁর পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সাইরাসের সমগ্র এলাকা দখলে রেখেছেন, মিশর দখল করেছেন এবং সমুদ্রের উপরও আধিপত্য স্থাপন করেছেন। ক্রীসাস অবশ্য এ জবাবে সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলেছিলেন, "সাইরাসপুত্র, আমি কিন্তু আপনাকে আপনার পিতার সমতুল্য মনে করি না; কারণ আপনার পিতা আপনার মতো একটি ছেলে রেখে গেছেন, কিন্তু আপনার এখনো সেরকম কোনো পুত্র নেই।" ক্যামবিসেস এই জবাবে খুব খুশি হন এবং ক্রীসাসকে তার অভিমতের জন্য প্রশংসা করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ঘটনার স্মৃতিই তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে, যার ফলে তিনি প্রেকসাসপিসকে বলেন ঃ "আমি শীঘ্রই তোমাকে দেখাব ইরানিরা সত্য কথা বলে কিনা, অথবা ওরা যা বলে তা আমার পাগলামোর লক্ষণ না হয়ে ওদের পাগলামোর লক্ষণ

কিনা। তুমি দেখতে পাচ্ছ, তোমার পুত্র দাঁড়িয়ে আছে। আমি যদি ওর হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানটায় তীরবিদ্ধ করতে পারি, তাহলে প্রমাণিত হবে ইরানিদের কথা শূন্য ও অর্থহীন, আর যদি আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, তাহলে ইচ্ছা করলে তুমি বলতে পার, ইরানিরা অভ্রান্ত এবং আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

আর কোনো কথা না বলেই তিনি তার ধনুকে টান মারেন এবং বালকটির বুকে তীর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি হুমুক দিলেন বালকটির দেহ ফেড়ে উন্মুক্ত করে আঘাতটি পরীক্ষা করতে। যখন দেখা গেল তীরটি ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে, তখন তিনি উল্লসিত হলেন এবং সহাস্যে বালকটির পিতাকে বললেন ঃ "প্রেকসাসপিস, প্রমাণিত হল যে আমার মাথা ঠিক আছে এবং পারস্যবাসীরাই বিকৃতমস্তিষ্ক। এখন তুমি আমাকে বলো তুমি কখনো কাউকে এমন অব্যর্থভাবে তীর ছুঁড়তে দেখেছ কিনা।"

প্রেকসাসপিস ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজার মন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই তিনি নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় বললেন ঃ "প্রভো, আমি বিশ্বাস করিনা যে খোদ ঈশ্বর এর চেয়ে ভাল লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম।" অন্য এক সময় তিনি তুচ্ছ অভিযোগে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বারোজন ইরানিকে গ্রেফতার করেন এবং ওদের মাথা নিম্নমুখী করে ওদের জ্যান্ত কবর দেন। তাঁর এই কাজের পর লিডিয়ার ক্রীসাস তাকে কিছু নসিহত করা সঙ্গত মনে করেন। তিনি বলেন, 'প্রভো, সবসময় তরুণের তীব্র আকস্মিক উত্তেজনাবশে কাজ করবেন না। নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করুন। ভবিষ্যৎ-চিন্তার মধ্যে প্রজ্ঞা আছে, এবং বুদ্ধিমান লোক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ করে। যথেষ্ট কারণ ছাড়াই আপনি যেভাবে আপনার স্বদেশবাসীকে হত্যা করে চলেছেন এবং তাদের বাচ্চাকাচ্চাকেও — আপনি যদি খুব বেশি দিন তা চালিয়ে যান তা হলে আপনি হুঁশিয়ার হোন, পাছে না পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করে বসে আপনার বিরুদ্ধে। আপনার পিতা সাইরাস আমাকে বারবার বলেছিলেন, যে উপদেশ আপনার সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি, আমি যেন আপনাকে সেই উপদেশ দিই।'

ক্রীসাস যদিও পরম বন্ধুর মতো কথা বললেন তবু ক্যামবিসেস উত্তর দেন নিম্নরূপ ঃ "তাহলে, তুমিও আমার আচরণ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কথা বলার দুঃসাহস করছো — তুমি — যে তুমি তোমার দেশ শাসন করেছিলে এত চমৎকারভাবে এবং এ্যারাকসেস পার হয়ে ম্যাসসাজেতিদের আক্রমণ করবার জন্য আমার পিতাকে এত চমৎকার উপদেশ দিয়েছিলে যখন ওরা কেবল চাইছিলো, নিজেরাই এসে আমাদের আক্রমণ করতে, তুমি — যে নাকি নিজের বদ শাসনের মাধ্যমে নিজের সর্বনাশ করেছিলে এবং সাইরাসেরও সর্বনাশ করেছিলে কেবল একারণে যে, তিনি তোমার উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখন তোমাকে তার জন্য খেসারত দিতে হবে — আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি তোমাকে শায়েস্তা করার একটি অজুহাতের অপেক্ষায়।" তিনি তাঁকে তীর বিদ্ধ করার জন্য যখন তার ধনুক হাতে নিতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় ক্রীসাস তার আসন থেকে লাফ মেরে উঠে কামরা থেকে ছুটে বের হয়ে যান। তীর ছোঁড়ার সুযোগ না পেয়ে ক্যামবিসেস

তার নওকরদের পাঠালেন তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে। কিন্তু ওরা তাদের প্রভুর মেজাজমর্জি বুঝতো; তাই ওরা তাকে হত্যা না করে লুকিয়ে রাখে, ক্যামবিসেসের যদি মনের পরিবর্তন হয় এবং তিনি যদি ক্রীসাসকে আনতে বলেন, তখন ওরা তাকে ক্যামবিসেসের নিকট উপস্থিত করতে পারে এবং ক্রীসাসের জীবন রক্ষার জন্য তার নিকট থেকে পুরস্কার পেতে পারে; কারণ ওরা জানতো ওরা তাঁকে পরেও হত্যা করতে পারবে যদি রাজা তাঁর উদ্দেশ্যে অবিচল থাকেন এবং কোনো অনুশোচনা প্রকাশ না করেন। আসলেও তাই ঘটলো, ক্যামবিসেসের লক্ষ্য ব্যর্থ হবার পর, তাঁর ভৃত্যরা যখন রাজার মেজাজমর্জি বুঝতে পারল তখন ওরা রাজাকে জানিয়ে দিল যে ক্রীসাস এখনো বেঁচে আছে — ক্যামবিসেস একথা শুনে বললেন যে, তিনি এতে খুবই খুশি হয়েছেন কিন্তু যারা ওকে রক্ষা করেছে তাদের তিনি অত সহজে ছাড়বেন না — তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন — এবং করলেনও তাই।

মেমফিসে অবস্থানকালে ক্যামবিসেস ইরানি এবং তার মিত্রবর্গের প্রতি যে আচরণ করেছিলেন তা উম্মাদ ও পাশবিকতার নমুনারূপে গণ্য হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রাচীন সমাধিমন্দিরগুলো ভেঙে উম্মুক্ত করেছিলেন, লাশগুলি পরীক্ষা করেছিলেন; এমনকি, হিফিসতাসের মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এবং দেবতার প্রতিমার প্রতি দাঁত খিঁচিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। এই মূর্তিটি দেখতে পেতাইসীর খুব কাছাকাছি। এই পেতাইসীকে ফিনিসীয়রা তাদের যুদ্ধজাহাজের গলুইতে বসিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়। যারা এ জাহাজগুলি কখনো দেখেনি তাদের জন্য আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, মূর্তিটি দেখতে একটি বামনের মতো। তিনি ক্যাবীরির মন্দিরেও প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে পুরোহিত ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হতো না; তিনি সেই মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলিকে নিয়ে হাসিতামাশা করেন (দেখতে ওগুলো হিফিসতাসের প্রতিমাগুলোরই মতো, এবং মনে করা হয় ওরা হিফিসতাসের পুত্র) এবং বস্তুতপক্ষে সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলেন।

এসব কারণে, আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে, ক্যামবিসেস ছিলেন একটি বদ্ধ পাগল। প্রাচীন আইন এবং রীতিনীতি যা কিছুকেই মিশরে পবিত্রতার মর্যাদা দিয়েছে, সেসবের উপর তার হামলার এবং সেগুলির প্রতি তার বিদ্রূপের এটাই হচ্ছে সম্ভাব্য একমাত্র ব্যাখ্যা। যদি কোনো ব্যক্তিকে, সে যেই হোক, দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে কোনো বিশ্বাসসমূহ তাঁর মতে সবচেয়ে উত্তম সেগুলি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে সেগুলির আপেক্ষিক মূল্য সযত্নে বিচার করে, সে অনিবার্যভাবে তার নিজের দেশের বিশ্বাসসমূহ বেছে নেবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই — এবং তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই — তার নিজের দেশের রীতিপ্রথাকে এবং যে ধর্মের মধ্যে সে লালিত হয়েছে তাকে সবচেয়ে উত্তম মনে করে; এবং ব্যাপার যখন এই, সে অবস্থায় পাগল ছাড়া আর কেউ এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করবে, তা সম্ভব নয়। এই যে নিজের দেশের প্রাচীন রীতিনীতি সম্পর্কে সর্বজনীন মনোভাব, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

বিশেষ করে, এক্ষেত্রে দারায়ূসের একটি কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি যখন পারস্যের রাজা তখন তিনি একবার তার দরবারে উপস্থিত ইউনানীদের তলব করেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি পেলে ওদের মৃত পিতাদের লাশ খেতে রাজি হবে। ওরা তার জবাবে বলে যে, সারা পৃথিবীর ধনরত্ন দিলেও ওরা তাতে রাজি হবে না। পরে ইউনানীদের সামনেই তিনি যা বলছেন তা যাতে ওরা বুঝতে পারে সে জন্য, একজন দোভাষীর মাধ্যমে, কল্লাতিয়াই গোত্রের কয়েকজন ভারতীয়কে, যারা সত্যিসত্যি তাদের মৃত পিতার লাশ ভক্ষণ করত, জিজ্ঞেস করেন — ওরা কি পেলে ওদের মৃত পিতার লাশ পোড়াতে রাজি হবে। ওরা আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে এবং এ ধরনের ভয়ঙ্কর ব্যাপার ওদের নিকট উল্লেখ করতে বারণ করে। এতে করেই আমরা বুঝতে পারি রীতিনীতি কি করতে পারে এবং আমার মতে পিণ্ডার যখন বলেছিলেন রীতিনীতি হচ্ছে সকলের 'রাজা' তখন তিনি ভুল করেননি।

ক্যামবিসেস যখন তার মিশর অভিযান নিয়ে ব্যস্ত সে সময় ল্যাসিদিমনীয়ানরা ঈসেসের পুত্র পলিক্রেটিসের বিরুদ্ধে স্যামোসে এক ফৌজ প্রেরণ করে।

পলিক্রেটিস একটি প্রবল আঘাত হেনে দ্বীপটিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং শুরুতে তার রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করেন — তাঁর এবং তাঁর দু'ভাই পেনটাগনটাস এবং সাইলোসোনের মধ্যে। পরে অবশ্য তিনি প্রথমোক্ত জনকে হত্যা করেন এবং দুজনের মধ্যে কনিষ্ঠ সাইলোসোনকে নির্বাসন দিয়ে তিনি নিজেই গোটা দ্বীপটি দখল করেন। দ্বীপটি দখল করার পরই তিনি মিশরের রাজা এমাসিসের সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি করেন এবং চুক্তিটিকে সম্পূর্ণ করেন পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে। বেশিদিন যেতে না যেতেই আইয়োনিয়া এবং গ্রীসের বাকি অংশে মুখে মুখে ফিরতে লাগলো তাঁর ক্ষমতার দ্রুত প্রসারের কথা। তাঁর সবকটা অভিযানই সফল হয়, তাঁর প্রত্যেকটি উদ্যমই সার্থক হয়। তাঁর ছিল দেড়শত দাঁড়ের যুদ্ধজাহাজের এক নৌবহর এবং এক হাজার দাঁড়ীর এক ফৌজ। লুটতরাজের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে এবং নির্বিচারে অভিযান চালান — তিনি বলতেন, বন্ধু, তার নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হলে যদি তিনি তা স্পর্শ না করেন এবং তার নিকট থেকে কিছুই না নেন, তার চাইতে অধিকতর কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি অনেকগুলি দ্বীপ দখল করেন এবং মূল ভূখণ্ডেও অনেকগুলি শহর জয় করেন। তাঁর অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে অন্যতম এই যে তিনি সমুদ্রে লেসপীয়ানদের, যারা তাদের সমগ্র নৌবহর মিলেতাসের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিল, পরাজিত করেন। তিনি যেসব লোককে বন্দি করেছিলেন তাদেরকে শিকলপরা অবস্থায়, স্যামোস নগরীর দুর্গের চারদিকের গড়খাইটি খনন করতে বাধ্য করেছিলেন।

পলিক্রেটিস যে বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে এমাসিস খুবই অবহিত ছিলেন এবং তা তাঁর কিছুটা অস্বস্তিরও কারণ হয়ে উঠেছিলো। তাই যখন তিনি পলিক্রেটিসের ক্রমেই চড়া হয়ে ওঠা সাফল্যের কাহিনী শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁকে নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখে স্যামোসে পাঠিয়ে দেন ঃ "এমাসিস থেকে পলিক্রেটিসের নিকট,

— কোনো বন্ধু এবং মিত্র উত্তম কাজ করছেন, তা শুরুতে খুবই আনন্দায়ক, কিন্তু আমি যেহেতু জানি যে সাফল্যে দেবতারাও ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠেন তাই আপনার অতিরিক্ত সমৃদ্ধিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি না। আমার নিজের জন্য এবং যাদের আমি স্নেহ-যত্ন করি তাদের জন্য আমার কামনা হবে কোনো কোনো বিষয়ে ভাল করা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া, পর্যায়ক্রমে সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটানো — কারণ আমি আজ পর্যন্ত কখনো এমন কোনো মানুষের কথা শুনিনি যে নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের পর শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়নি। এখন আপনাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি আপনার অবিরাম সাফল্যের বিপদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করুন ঃ আপনি যাকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করেন তার কথা ভাবুন, যা হারালে আপনি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাবেন তার কথা চিন্তা করুন এবং সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিন; সেটি এখনি দূরে নিক্ষেপ করুন যাতে কখনো কেউ তা আর দেখতে না পায়। যদি তারপর আপনি দেখেন যে এ ব্যর্থতার পরও সাফল্য আসছেনা তাহলে আমি যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছি তাই প্রয়োগ করে চলুন।"

পলিক্রেটিস চিঠিখানা পড়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি তার সম্পদের মধ্যে কোনটি হারালে তিনি সবচেয়ে কষ্ট পাবেন তাই নিয়ে চিন্তা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন একটি আংটি হচ্ছে সেই বস্তু। এটি ছিল একটি মীনাকরা আংটি, যা তিনি ব্যবহার করতেন। আংটিটিতে সোনার মধ্যে বসানো ছিল একখানা জমরুদ পাথর। সেমিয়ার অধিবাসী টেলিকলেসের পুত্র থিওডোরাস আংটিখানা বানিয়ে ছিলো। এই আংটিটি তাঁর ত্যাগ করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি একটি জাহাজে লোকজন তুলে তিনিও তাতে চড়ে বসলেন এবং সমুদ্রযাত্রা করার জন্য হুকুম দিলেন। জাহাজটি যখন উপকূল থেকে অনেক দূরে এসে পড়লো তখন তিনি আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে জাহাজের সকল লোকজনের সামনে সেটি পানিতে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি আবার সেই দ্বীপটিতে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন এবং তার হারানো সম্পদের জন্য খুবই খেদ করলেন।

পাঁচ-ছ'দিন পর এক জেলে একটি চমৎকার বড় মাছ ধরে। তার মনে হলো সেটি পলিক্রেটিসকে উপহার দেয়ার মতো একটি যোগ্য বস্তু। সে মাছটি নিয়ে গিয়ে পলিক্রেটিসের দরজায় হাজির হয় এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা মঞ্জুর হলে সে মাছটি পলিক্রেটিসের সামনে রেখে বলে ঃ প্রভো, যদিও আমি দরিদ্র মজুর, তবু আমি মাছটি ধরার পর এটিকে বাজারে নিয়ে যাওয়া সংগত মনে করিনি, মাছটি এতই চমৎকার যে আমার মনে হলো এটি আপনার জন্য উপযোগী। তাই আমি তা আপনাকে দেয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি।

পলিক্রেটিস জেলের কথায় খুব খুশি হয়ে বললেন, 'খুবই ভালো কাজ করেছো, আমি তোমাকে দুবার প্রশংসা করছি — একবার, তোমার কথার জন্য এবং আরেকবার তোমার উপহারের জন্য। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য দাওয়াত করছি।'

পলিক্রেসি জেলেটিকে যে সম্মান করলেন, তাতে সে খুবই গর্বিত হয়ে ঘরে ফিরে গেলো। এই ফাঁকে পলিক্রেটিসের ভৃত্যরা মাছটিকে কেটে তার পেটে মীনাকরা আংটিটি দেখতে পায়। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সেটি তুলে নেয় এবং বিজয়ের আনন্দে পলিক্রেটিসের নিকট তা নিয়ে যায় এবং কি করে ওরা তা পেয়েছে তা খুলে বলে। এতে অদৃষ্টের হাত দেখতে পেয়ে পলিক্রেটিস মিশরে এমাসিসের নিকট একটি চিঠি লেখেন এবং তাঁর নিকট তিনি যা করেছেন এবং কি ফল পেয়েছেন চিঠির মাধ্যমে তা বর্ণনা করেন। এমাসিস চিঠিখানা পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেন — একজন মানুষকে তার নিয়তি থেকে রক্ষা করা অপর একজনের পক্ষে কত অসম্ভব এবং এবিষয়টি কত সুনিশ্চিত যে, পলিক্রেটিস যা ইচ্ছাকৃতভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তা আবার ফিরে পাওয়ার মতো সৌভাগ্য যদিও তাঁর হয়েছে তবু একদিন তিনি মরবেন দুঃখজনকভাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্যামোসে একজন দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে, পলিক্রেটিস এবং তাঁর মধ্যেকার চুক্তি বাতিল হয়ে গেলো। একাজ তিনি এ উদ্দেশ্য নিয়ে করেন, যে পলিক্রেটিসের উপর যখন অবশ্যম্ভাবী মুসিবত নাযিল হবে, তখন যেন তিনি পলিক্রেটিস তাঁর বন্ধু থাকলে যে-কষ্ট পেতেন সেই কষ্ট থেকে বাঁচতে পারেন।

তা হলে এই হচ্ছে পলিক্রেটিসের চরিত্র, যিনি তখনো নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য ভোগ করে চলেছেন, যাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ল্যাসিদিমনীয়ানরা, ক্রিটে পরবর্তীকালে যে সেমীয়ানরা সিগোনিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলো তারাই ল্যাসিদিমনীয়ানদের এ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে। কারণ, সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস যখন তার মিশর অভিযানের জন্য ফৌজ গঠন করছিলেন সে সময় পলিক্রেটিস গোপনে তাঁকে অনুরোধ করে পাঠান। তার সঙ্গে যোগদানের জন্য একটি বাহিনী পাঠতে স্যামোসের নিকট তিনি আবেদন করেন। ক্যামবিসেস সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি স্যামোসে পলিক্রেটিসের নিকট লোক পাঠান — মিশরের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানের জন্য একটি নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে। পলিক্রেটিস উপর্যুপরি তিন সারি দাঁড়বিশিষ্ট চল্লিশটি জাহাজ প্রস্তুত করেন সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত নাবিকদের নিয়ে; এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে তাঁর এই সন্দেহের এক একটা বিশেষ যুক্তি ছিলো যে, সে পলিক্রেটিসের প্রতি অনুগত নয়; তিনি ওদের পাঠিয়ে দিয়ে ক্যামবিসেসকে জানিয়ে দেন যে ওদের যেন আর কখনো স্যামোসে ফিরে আসতে না দেয়া হয়। একটি বিবরণ মতে, এই লোকগুলি কখনো মিশরে পৌছায়নি। ওরা কারপাতুসে পৌছানোর পর এবিষয়ে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ করে এবং আর না এগুনোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্য বিবরণ মতে, ওরা মিশরে পৌছলে ওদের গ্রেফ্‌তার করা হয় এবং পরে ওরা পালিয়ে নৌকাপথে স্যামোসে ফিরে আসে। এই দ্বীপের কিছু দূরে পলিক্রেটিস ওদের মোকাবেলা করেন নিজের নৌবহর নিয়ে; তখন এক যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ওরা জয়ী হয়। যুদ্ধ জয়ের পর ওরা দ্বীপে অবতরণ করে। কিন্তু তখন যে যুদ্ধ শুরু হল সেই যুদ্ধের ফল ওদের বিরুদ্ধে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ওরা জাহাজে উঠে আবার ল্যাসিদিমনে ফিরে যায়। কেউ কেউ বলে, মিশর থেকে আগত এই

লোকগুলি সত্যি সত্যি পলিক্রেটিসকে পরাজিত করে। আমি মনে করি, এ কাহিনী সত্য নয়, কারণ যদি তারা কারো সাহায্য না নিয়েই পলিক্রেটিসকে শায়েস্তা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হতো তাহলে তাদের সাহায্য করার জন্য ল্যাসিদিমনীয়দের আহ্বান করার কোনো প্রয়াজন হতো না। তাছাড়া, এ ধারণাও যুক্তি সঙ্গত নয় যে, যে ব্যক্তির এত বিশাল এক নিজস্ব তীরন্দাজ বাহিনী রয়েছে, এবং তাছাড়া রয়েছে এক বেতনভুক ফৌজ তিনি এত অল্প সংখ্যক নির্বাসিত স্যামীয়ানদের দ্বারা পরাজিত হবেন। স্যামীয়ানরা, যারা তখনো ছিলো তাঁর প্রজা, যাতে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং নির্বাসিতদের সঙ্গে যোগদান করতে না পারে সেজন্য পলিক্রেটিস তাঁদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নৌকার ভেতরে বন্দি করেন এবং প্রয়োজন হলে নৌকাসুদ্ধ তাদের সবাইকে পুড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যারা দ্বীপটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো তারা যখন স্পার্টায় পৌছলো তখন তারা বিচারকমণ্ডলীর দরবারে হাজির হবার সম্মতি আদায় করে এবং তাদের অনুরোধের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য লম্বা বক্তৃতা দেয়। অবশ্য এ সভায় স্পার্টানরা বক্তৃতার জবাব এভাবে দেয় যে, ওরা বক্তৃতার শুরুটা ভুলে গিয়েছিলো এবং শেষটা বুঝতে পারলো না; কাজেই স্যামীয়ানদের আবার চেষ্টা করতে হয়। দ্বিতীয় বৈঠকে ওরা একটি থলে আনে এবং কেবল এই কথা বলে যে থলেটির জন্য ময়দা প্রয়োজন।

এতে স্পার্টানরা বলে 'থলে' শব্দটি তো প্রয়োজনাতিরিক্ত। এ সব সত্ত্বেও তারা সাহায্যের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো এবং অভিযানের জন্য তারা প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

স্যামীয়ানরা দাবি করে, ইতিপূর্বে আরেকবার ওরা ম্যাসেনীওদের বিরুদ্ধে স্পার্টানদের সাহায্য করার জন্য জাহাজ পাঠিয়ে যে উপকার করেছিলো তারই প্রতিদান-স্বরূপ স্পার্টানরা এই অভিযানে বের হয়। স্পার্টানরা অবশ্য বলে যে, এই অভিযানের পেছনে কৃতজ্ঞতা রয়েছে বলে যে ইঙ্গিত করা হয় তা সত্য নয়। এর উদ্দেশ্য — সাহায্যের অনুরোধ রক্ষা করার ইচ্ছা যতটুকু ছিলো তার চাইতে বেশি ছিলো ওরা ক্রীসাসকে যে গামলা পাঠিয়ে ছিলো এবং মিশরের বাদশাহ এসিস ওদেরকে যে জেরাটি পাঠিয়েছিলেন তা অপহরণ করার জন্য স্যামীয়ানদের শাস্তি দেয়া। স্যামীয়ানরা গামলাটি অপহরণ করার এক বছর আগে একবার হানা দিয়ে এই জেরাটি নিয়ে যায়। এটি ছিলো লিনেনের তৈরি, তাতে জরি এবং সুতার কাজ করা ছিলো, আর ছিলো কয়েকটি জীবজন্তুর ছবি বোনা। এর সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে সব সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে জেরাটি বোনা হয়েছিলো তার প্রত্যেকটিই প্রস্তুত ছিলো তিনশত ষাটটি পৃথক পৃথক সুতা দ্বারা, এবং তার প্রত্যেকটিই আলাদাভাবে দেখা যেতো। এমাসিস লিণ্ডাসে অবস্থিত এথেনার মন্দিরে যে জেরাটি পাঠিয়েছিলেন সেটিও ছিলো এইরূপ।

কোরিন্থীয়ানরাও স্যামোসের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য করতে খুবই আগ্রহী ছিলো। এ আগ্রহের মূলে ছিলো প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা এক পুরুষ আগে গামলাটি দখল করার সময় ওরা স্যামীয়ানদের হাতে অপদস্থ হয়েছিলো; তারই বদলা নিতে তারা ছিল উৎসুক। সীপসেলাসের পুত্র প্যারিয়াণ্ডার সার্দিসে আলীয়াস্তেসের নিকট কোরসাইরার প্রধান প্রধান

পরিবার থেকে সংগৃহীত তিনশত ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন ওদেরকে খোঁজা বানাবার জন্য। এই ছেলেগুলিকে যে কোরিন্থীয়ানরা নিয়ে যাচ্ছিলো তারা পথে স্যামোসে জাহাজ ভিড়ায়। ঐ দ্বীপের লোকেরা যখন শুনলো ছেলেগুলিকে কেন সারদিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ওরা ওদের আর্টেমিসের মন্দিরে আশ্রয় নিতে বললো এবং এই মন্দির থেকে কোরিন্থীয়ানরা ওদের টেনে বের করে নিতে দিলো না। কোরিন্থীয়ানরা চেষ্টা করলো ওদের উপোস রাখিয়ে মারতে। কিন্তু স্যামোসের লোকেরা ছিলো ওদের থেকে অনেক বেশি চালাক। ওরা একটি উৎসবের আয়োজন করে (এটি আজো তার আদিরূপে উদযাপন করা হয়ে থাকে)। এই উৎসবে প্রত্যেক রাতে যতক্ষণ ছেলেগুলি নিয়াজমন্দ বা প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত থাকতো পুরো সেই সময়টাতে ওরা মন্দিরের কাছাকাছি নাচের আয়োজন করতো। নর্তক-নর্তকী ছেলেমেয়েরা বহন করত ভুট্টার দানা, আর মধু দিয়ে তৈরি পিঠা এবং ওরা যখন কোরসাইরিয়ার ছেলেদের পাশ দিয়ে যেতো তখন ওরা এই ছেলেগুলিকে তা কাড়াকাড়ি করে নিতে দিতো। এভাবে তারা বেঁচে থাকার উপযোগী প্রচুর খাদ্য পেতো। এভাবে, কিছুদিন যাওয়ার পর কোরিন্থীয়ার প্রহরীরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং ছেলেগুলিকে এখানে রেখে ওরা সে দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়। পরে স্যামোসের লোকেরা ছেলেগুলিকে আবার কোরসাইরায় তাদের স্বদেশে নিয়ে যায়।

পেরিআন্দারের মৃত্যুর পর কোরিন্থ এবং কোরসাইরার মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে, এ ঘটনার জন্য, কোরিন্থীয়ানরা কখনো স্যামোসের বিরুদ্ধে অভিযানে শরিক হতো না। কিন্তু আসল কথা এই যে, দ্বীপটিতে আদি বসতির শুরু থেকেই এ দুই জন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিলো না। কাজেই, ঘটনাটিকে ওরা মনে রেখেছিলো, এবং একারণে, কোরিন্থীয়ানরা স্যামীয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতো। পেরিআন্দার ছেলেগুলিকে বেছে নেন কোরসাইরার প্রধান প্রধান পরিবারগুলি থেকে এবং তাদের সার্দিস-এ পাঠিয়ে দেন খোজা বানাবার জন্য; উদ্দেশ্য ঃ কোরসাইরীয়ানরা যে পাশবিক অপরাধের মাধ্যমে এ ঝগড়ার সূত্রপাত করেছিলো এভাবে তার বদলা নেয়া হবে। পেরিআন্দার তাঁর স্ত্রী মেলিসাকে হত্যা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য একা আসে না, এবং পরে পরেই, আরো একটি মুসিবত ঘটে। মেলিসার গর্ভে পেরিআন্দারের দুটি পুত্র ছিলো। একজনের বয়স সতেরো বছর; অপর জন আঠারো বছরের। ওদের মায়ের মৃত্যুর পর, ওদের নানা প্রক্লিস, যিনি ইপিদৌরুস-এর প্রভু ছিলেন, ওদের নেয়ার জন্য লোক পাঠান। দৌহিত্রের যে দয়া মায়া প্রাপ্য ওদের প্রতি প্রক্লিস তেমনিতরো দয়ামায়া দেখান এবং যখন বিদায়ের সময় এলো, তিনি তাঁদের কিছু পথ এগিয়ে দেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কে ওদের মাকে, হত্যা করেছে ওরা জানে কিনা। দুজনের মধ্যে যে বড়ো সে এ প্রশ্ন কানেই তুললো না। কিন্তু ছোটো ভাই লাইকোফ্রোন এই প্রশ্নে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। সে এতোটা বিচলিত হলো যে, তার পিতাই তার মায়ের হন্তা, সে যখন কোরিন্থে এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরলো তখন তার পিতাকে অভিবাদন করতে বা তার কথার জবাব দিতে, এমন কি তাঁর সাথে কোনো কথা বলতে পর্যন্ত সে রাজি হলো না। তাঁর প্রতি সে এরূপ আচরণই করে চলে। পরিণামে

ক্রোধান্ধ পেরিআন্দার একদিন তাকে ঘর থেকে বের করে দেন। এরপর তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর নানা তাকে কি বলেছেন। তরুণটি, তারা যে সদয় অভ্যর্থনা পেয়েছিলো তাই বর্ণনা করে, কিন্তু প্রক্লিস বিদায়কালে কি বলেছিলেন তা সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো — তার এক কান দিয়ে ঢুকে তা তার অপর কান দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো।

পেরিআন্দার কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তাঁর প্রশ্নগুলির উপর বারবার জোর দিতে থাকলেন, এবং বলে চল্লেন, এই যে সব এ কিছুতেই সম্ভব নয়, এবং প্রক্লিস নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ইঙ্গিত তাদের দিয়ে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তরুণটির মনে পড়ে গেলো, ইঙ্গিতটি কি ছিলো, এবং তা সে খুলে বললো তাঁর পিতাকে। পেরিআন্দার ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন। রূঢ়তা দমন করার ইচ্ছা যেহেতু তাঁর ছিলোনা, তাই তিনি, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যাদের মধ্যে বাস করছিলো তাদের বলে পাঠালেন তারা তাকে ওদের ঘরে যেন ঠাঁই না দেয়। কাজেই লাইকোফ্রোনকে আবার বের করে দেয়া হলো। আবার তাঁকে খুঁজে নিতে হলো এক নতুন আশ্রয়। কিন্তু ফের তার ভাগ্যে একই ব্যাপার ঘটলো। পেরিআন্দার, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয় দেখিয়ে, তাঁর বাহিনীকে আদেশ দেন, লাইকোফ্রোনের জন্য তারা যেন তাদের গৃহদ্বার বন্ধ করে দেয়। এভাবে ছেলেটিকে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে আরেক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং প্রত্যেকটি পরিবারই, বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও, তাকে প্রথম গ্রহণ করে পেরিআন্দারের পুত্র বলে — শেষ পর্যন্ত পেরিআন্দার ঘোষণা করে দিলেন — যে কেউ ছেলেটিকে আশ্রয় দেবে, এমনকি, তার সাথে কথা বল্‌বে, তাকেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হবে, এবং সেই অর্থ এপোলোর পূজায় ব্যয় করা হবে। কেউ যাতে তাকে আশ্রয় না দেয়, এমনকি তার সাথে কথাও না বলে, এজন্য এতোটুকুই ছিলো যথেষ্ট। এমনকি লাইকোফ্রোন নিজেও আর এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করা সমুচিত মনে করলোনা। সে এই মন্দ অবস্থা থেকে যতোটুকু ফায়দা হাসিল করা যায় তাই করলো। মানুষের বাড়ির পোর্টিকোর নিচে মাটির উপর শুয়ে শুয়ে সে সাধ্যমতো তার আশ্রয়ের অভাব মেটালো। পেরিআন্দার তাকে দেখতে পেলেন চারদিন পর। সে তখন খুবই ময়লা এবং ক্ষুধার্ত। তাকে এ অবস্থায় দেখে পিতার হৃদয় করুণায় গলে যায়। তাঁর কাছে গিয়ে তিনি বললেন, "বেটা, কোন্‌টি বেহ্‌তর — তুমি এখন যে বদনসিবী হালতে আছো, সেভাবেই থাকা — না — কেবল আমার কথা মেনে — যে আমি তোমার পিতা — আমি এখন যে ক্ষমতা ও সম্পদ উপভোগ করছি তোমার পিতার সেই ধনসম্পদ ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হওয়া? তুমি আমার পুত্র এবং ঐশ্বর্যশালী নগরী কোরিন্থের মালিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও , তুমি এক ভিক্ষুকের জীবন বেছে নিয়েছো, কারণ তুমি এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং বিরোধিতা করছো যার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করা তোমার জন্য একেবারেই উচিত ছিলো না। যদি দুর্ভাগ্যজনক এমন-কিছু ঘটে থাকে যার জন্য তুমি আমার চরিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছো — তুমি মনে রেখো, আমিও তোমার মতোই একজন দুঃখী, — বরং

বলা যায়, তার চাইতে বেশি, কারণ এর জন্য আমি নিজেই দায়ী। করুণার পাত্র হওয়ার চাইতে ঈর্ষার পাত্র হওয়া অনেক বেশি পছন্দনীয়; এবং এতোদিনে, তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছো — নিজের বাপ-মা এবং মুরুব্বীজনের সঙ্গে রাগ করার পরিণাম কি? — কাজেই, তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

এভাবে তার মন জয় করার জন্য পিতার চেষ্টার জবাবে লাইকোফ্রোন কেবল একথাই বললো যে, — তার সঙ্গে কথা বলার জন্য তার পিতাকে এপোলোর নিকট জরিমানা দিতে হবে। পেরিআন্দার বুঝতে পারলেন — ছেলেটির বিক্ষোভ প্রচণ্ড এবং আরোগ্যের অতীত। তিনি তাকে একটি জাহাজে তুলে, তাঁর দৃষ্টির বাইরে 'কর্সাইরায়' পাঠিয়ে দিলেন; কর্সাইরা ছিলো তাঁর রাজ্যেরই একটি অঞ্চল।

এভাবে লাইকোফ্রোনকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে, পেরিআন্দার তাঁর শ্বশুর প্রক্লিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; কারণ, তাঁর শ্বশুরই ছিলেন তাঁর আজকের সকল দুর্দশার মূল কারণ। তিনি এপিদৌরুস দখল করে নেন এবং প্রক্লিসকেও বন্দি করেন।

এভাবে সময় যেতে থাকে। এবং পেরিআন্দার যখন বুড়ো হয়ে পড়লেন এবং বুঝতে পারলেন নিজের দায়িত্ব পালনের মতো ক্ষমতা আর তাঁর নেই, তখন তিনি কর্সাইরায় লোক পাঠালেন লাইকোফ্রোনের নিকট দেশে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে কোরিন্থে ফিরে এসে চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য। এর কারণ, তার মনে হয়েছিলো তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বুদ্ধিশুদ্ধি কম এবং তাঁর কোনো সামর্থই নেই। লাইকোফ্রোন কিন্তু পত্রবাহককে কোনো জবাব দেয়াও প্রয়োজন মনে করলো না। তাই পেরিআন্দার, যিনি এখন তাঁর পুত্রের সাথে একটা আপোস রক্ষা করার জন্য খুবই আগ্রহী, তাঁর কন্যা, অর্থাৎ লাইকাফ্রোনের বোনকে তাঁর নিকট তার পক্ষে ওকালতি করতে পাঠালেন এই বিশ্বাসে যে, আর যে কোনো জনের চাইতে, বোনের কথা শোনা তার জন্য সহজতরো ও স্বাভাবিক হবে।

— "ভাইয়া', মেয়েটি বললো, তুমি কি এটাই চাও যে আমাদের পিতার ক্ষমতা অপরিচিতদের হাতে চলে যাক? — এবং পারিবারিক সম্পদ একজন দস্যু লণ্ডভণ্ড করে ফেলুক আর তারপর তুমি কোরিন্থে ফিরে এসে নিজে সেই দৃশ্য উপভোগ করো? তুমি নিজেই নিজেকে হত্যা করো না, — আমার সাথে চলো। গোঁয়ার্তুমি করে বড়ো কিছু কেউ কখনো করতে পারেনি। তোমার নিকট আমার প্রার্থনা, তুমি এক পাপের দ্বারা আরেক পাপ শোধরাবার চেষ্টা করো না। অনেকেই মনে করে, ইনসাফের চাইতে দয়া অনুকম্পা মহত্তরো, এবং অনেক মানুষই, তাদের মায়ের দাবিদাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে পিতার ভাগ্যকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ক্ষমতার পানি প্রার্থনা করার মতো প্রেমিকের অভাব কখনো হয়নি, এবং ক্ষমতা হাসিলের পথ খানাখন্দকে পূর্ণ। আমাদের পিতা এখন

বুড়ো হয়েছেন, তাঁর যৌবনকাল বহু আগেই চলে গেছে। তাই, তুমি যার মালিক তা তুমি এসে গ্রহণ করো, — অপরিচিতদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না।"

পেরিআন্দার তাঁর কন্যাকে এই যুক্তিগুলি প্রয়োগ করতে বলে দিয়েছিলেন, এ বিশ্বাসে যে এসব যুক্তিতেই তার ভাইয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রয়েছে সব চাইতে বেশি। কিন্তু লাইকোফ্রোন তার জবাবে কেবল একথাই বললো যে তার পিতা যতোদিন বেঁচে আছেন ততোদিন সে কিছুতেই কোরিন্থে ফিরে যাবেনা। একথা শোনার পর পেরিআন্দার তৃতীয়বার এবং সর্বশেষ আরেকটি চেষ্টা করেন; তিনি একজন লোক পাঠালেন এই কথা বলে যে, তিনি নিজে কর্সাইরা আসতে রাজি আছেন, যদি তিনি এই আশ্বাস পান যে তাঁর পুত্র কোরিন্থে ফিরে এসে রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব নেবে। লাইকোফ্রোন এ প্রস্তাবে রাজি হয় — এবং দুজনেই যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন — পেরিআন্দার কর্সাইরার উদ্দেশ্যে এবং লাইকোফ্রোন কোরিন্থের উদ্দেশ্যে; কিন্তু কর্সাইরার লোকেরা যখন জানতে পারলো কি ঘটতে যাচ্ছে, তারা পেরিআন্দারকে দূরে রাখার জন্য তরুণটিকে হত্যা করে বসে। এই হত্যার জন্যই, পেরিআন্দার তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ল্যাসিদিমনীয়ানরা এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হয় এবং স্যামোস অবরোধ করে। প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর হামলা চালিয়ে ওরা সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছায়। ঐ দিকটাতেই শহরের উপকণ্ঠ। কিন্তু পলিক্রেটিস একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এই বিপদের মোকাবেলা করেন এবং ওদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। এই সময়ে বেতনভুক সিপাহীদের সাহায্য নিয়ে কিছুসংখ্যক স্যামোসে পাহাড়ের কিনারে শৈলশিরায় অবস্থিত উপর দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে ঠেলে বের হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ল্যাসিদিমনীয়ানরা এরপর তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের অনেককেই হত্যা করে। সেদিন যদি সকল ল্যাসিদিমনীয়ান আর্কিয়াস এবং লাইকোপেস-এর মতো সাহস দেখাতো তাহলে স্যামোসের নিশ্চয়ই পতন হতো; কারণ এই দুই ব্যক্তি তাদের কোনো সঙ্গীসাথীর সাহায্য না নিয়েই পলায়নপর স্যামীয়ানদের পেছনে পেছনে ধাবিত হয়। শহরে ঢোকার পর ওরা দেখতে পেলো ওদের বের হবার পথ বন্ধ। সেখানেই ওদের দুজনকে হত্যা করা হয়। এই আর্কিয়াসের নিজ গ্রাম পিতানায় আমি নিজে একবার আর্কিয়াসের পৌত্রের সাক্ষাৎ পাই। তারও নাম ছিলো আর্কিয়াস; সে ছিল স্যামিয়াসের পুত্র এবং প্রথম আর্কিয়াসের পৌত্র। স্যামীয়ানদের চেয়ে বেশি প্রশংসা সে কোনো বিদেশীকেই করতো না। সে আমাকে বলে স্যামোসে তার পিতামহের বীরোচিত মৃত্যুর স্মরণেই তার পিতাকে স্যামিয়াস ডাকা হতো এবং স্যামীয়ানদের প্রতি তার সম্মানের কারণ এই যে ওরা তার পিতামহকে সম্মানিত করেছিল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করে।

চল্লিশ দিন ধরে ব্যর্থ অবরোধের পর ল্যাসিদিমনীয়ানরা পিলোপোনিসে ফিরে যায়। এ প্রসঙ্গে এই গাঁজাখুরি গল্পটা চালু হয় যে পলিক্রেটিস সীসা দিয়ে স্থানীয় মুদ্রা তৈরি করেন বিপুল পরিমাণে, তারপর সেগুলিকে সোনার রং চড়িয়ে ওদের অর্পণ করেন ঘুষ

হিসেবে। ওরা সেই মুদ্রা গ্রহণ করে, আর এই হচ্ছে ওদের চলে যাওয়ার কারণ। ডোরীয়ানরা এশিয়াতে যে সব সামরিক অভিযান চালায় তার মধ্যে এটি হচ্ছে প্রথম।

যেসব স্যামীয়ান পলিক্রেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো, তারা যখন দেখতে পেল যে ল্যাসিদিমনীয়ানরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পালাচ্ছে তখন তারাও যুদ্ধে ক্ষান্ত হয় এবং জাহাজে পাল তুলে সিফনোসে চলে যায়। ওদের টাকাকড়ির দরকার ছিল এবং সে সময়ে সিফনোসের লোকেরা ছিল তাদের সমৃদ্ধির শিখরে। অন্য যে কোনো দ্বীপের বাসিন্দাদের চেয়ে তারা ছিল অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালী, কারণ তারা ছিল সোনা এবং রুপার খনির অধিকারী। ঐসব খনি থেকে এতো বিপুল পরিমাণ সোনারূপা তোলা হতো যে তার উৎপন্নের এক দশমাংশ দিয়েও ডেলফিতে এমন একটি অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন সম্ভব হয়েছিল যা মূল্যের দিক দিয়ে সেখানকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অর্থভাণ্ডারের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলো না। খনিগুলি থেকে তোলা অবশিষ্ট সোনারূপা প্রতিবছর দ্বীপবাসীরা নিজদের মধ্যে ভাগ করে নিতো। যখন তারা ডেলফিতে তাদের অর্থভাণ্ডারে টাকাপয়সা জমাতে শুরু করে তখন তারা দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞেসা করেছিলো তাদের বর্তমান সমৃদ্ধি কিছুকাল টিকে থাকবে কিনা? যাজিকা এই প্রশ্নের জবাব দেয় এভাবে ঃ

"যখন সিফনোসের পরিষদ কক্ষ ঝলমল করবে শুভ্রতায়
এবং বিপনীকেন্দ্রের কপোলদেশও যখন সাদা ধবধবে,
তখনই দূরদৃষ্টির অধিকারী মানুষের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন,
বিপদ বয়ে আনবে এক কাঠের অতিথি, এবং লোহিত বার্তাবহ।"

ব্যাপার এই যে সে সময়ে, মাত্র কিছুদিন আগে, সিফনোসের পরিষদ কক্ষ এবং বিপনীকেন্দ্রটিকে পেরীয়ান মর্মরপাথর দ্বারা বাঁধানো হয়েছিলো। এই দৈববাণী যখন দেয়া হল তখনো দ্বীপবাসীরা যেমন এর মানে বুঝতে পারেনি, পরে যখন স্যামীয়ানরা এলো তখনও এরা এর তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ হয়নি, কারণ যে মুহূর্তে ওরা দ্বীপের কাছে এসে পৌছলো তখনি ওরা একদল প্রতিনিধিসহ ওদের একটা জাহাজকে শহরে পাঠালো। তাহলে দৈবজ্ঞের দৈববাণীর ব্যাখ্যা এখানেই মিলছে। প্রাচীনকালে সকল জাহাজেরই সমুখ দিকের দু'পাশের তক্তার পল রং দেয়া হতো; কাজেই যাজিকা যখন সিফনোসের লোকদের কাঠের অতিথি এবং লোহিত বার্তাবহ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে বলছিলো তখন সে এই জাহাজ আর প্রতিনিধির কথাই বুঝিয়েছিলো।

পৌছানোর পর স্যামিয়ার দূতেরা সিফনীয়ানদের নিকট দশ ট্যালেন্ট দাবি করে এবং তাদের এই অনুরোধ গৃহীত না হওয়ায় তারা দেশটিকে তছনছ করতে শুরু করে দেয়। সিফনীয়ানরা কালবিলম্ব না করে তাদের ফসল রক্ষা করার জন্য সিপাহী-সান্ত্রী নিয়ে বের হয়ে আসে — কিন্তু যুদ্ধে তারা ভীষণ মার খায়। ওদের অনেককেই শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, এবং গোটা দ্বীপটিই পরে স্যামীয়ানদের একশো ট্যালেন্ট দিতে বাধ্য হয়। এই অর্থ দিয়ে তারা হার্মিনীয়দের কাছ থেকে হাইড্রিয়া নামক দ্বীপটি কেনে;

দ্বীপটি পিলোপোনিসের অদূরে অবস্থিত। এরপর ওরা হাইড্রিয়া দ্বীপটিকে ত্রিওজেনের বাসিন্দাদের নিকট আমানতস্বরূপ অর্পণ করে, এবং নিজেরা ক্রীটে ফিরে গিয়ে সাইডোনিয়া নামক নগরীটি প্রতিষ্ঠা করে। ওরা যখন সমুদ্রে যাত্রা করে তখন ওদের উদ্দেশ্য এ ছিলো না যে ওরা ক্রীটে গিয়ে বসতি স্থাপন করবে; বরং ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ওরা লেসিন্থীয়দের বিতাড়িত করবে। অবশ্য, ওঁরা শেষ পর্যন্ত ক্রীটে বসবাস করতে শুরু করে এবং সে দ্বীপে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যময় পাঁচটি বছর ওরা উপভোগ করে। ওরাই ওখানকার মন্দিরগুলি তৈরি করে যার মধ্যে রয়েছে ডিফটিনার সমাধি । এই সমাধি এখনো সাইডোনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ বছরে ওরা ঈজিনেতানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঈজিনেতানদের সাহায্য করে ক্রীটের লোকেরা। সমুদ্রে এক সম্মুখ যুদ্ধে ওরা পরাজিত হয়ে, গোলামে পরিণত হয়। স্যামীয়ানদের জাহাজের গলুইতে যে সব শূকর-মুণ্ডু স্থাপিত ছিলো সেগুলি করাত দিয়ে কেটে নিয়ে ওরা ঈজিনায় এথেনের মন্দিরে স্থাপন করে। একটি পুরনো জখমের দাদ তোলার জন্যই এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিলো; কারণ, কিছুকাল আগে যখন এমিফক্রেটিস ছিলেন স্যামোস-এর প্রভু, তখন স্যামীয়ানরা ঈজিনার উপর আক্রমণ করে এবং দ্বীপটির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, যদিও তাদের নিজেদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো বিপুল।

আমি স্যামীয়ানদের ইতিহাস নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি তা করা হয়তো উচিত হয়নি; তবে একটি কারণ আছে — গ্রীক জগতের মহত্তম স্থাপত্য ও প্রকৌশলী কৃতিত্বের নিদর্শন — তিনটি কীর্তির জন্য ওরা দায়ী; এর একটি হচ্ছে, একটি সুড়ঙ্গ আট ফুট প্রস্থ, আটফুট উঁচু এবং এক মাইল লম্বা — সুড়ঙ্গটি একটি পাহাড়ের তলদেশে নয়শো ফুট নিচ দিয়ে সোজা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই একমাইল দীর্ঘ এবং তিরিশফুট গভীর ও তিনফুট চওড়া আরো একটি সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। এই সুড়ঙ্গে স্থাপিত পাইপ দিয়ে পানির একটি অপর্যাপ্ত উৎস থেকে শহরে পানি নেয়া হয়। এটি হচ্ছে মেগারিয়ার বাসিন্দা, নৌসট্রোফাস-এর পুত্র ইউপ্যালিমুস-এর কীর্তি। তাছাড়া রয়েছে একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়, যার চারদিকে রয়েছে ঢেউ ঠেকানোর জন্য বাঁধ; পোতাশ্রয়টির গভীরতা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়ি 'ফেদম্' এবং দৈর্ঘ একমাইলের এক চতুর্থাংশের উপরে। সর্বোপরি, দ্বীপটিতে রয়েছে পরিজ্ঞাত সকল গ্রীক মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মন্দিরটি। এর প্রথম স্থপতি ছিলেন স্যামিয়ার বাসিন্দা, ফিলিউসের পুত্র ড়োক্কাস। আমার কাছে এই তিনটি কীর্তিই এ দ্বীপটির ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করার উপযুক্ত কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস, মাথা বিগড়ে যাওয়ার পরও, মিশরেই অবস্থান করতে থাকেন। তিনি যখন ওখানে অবস্থান করছিলেন, তখন ম্যাগি সম্প্রদায়ভুক্ত দু'ভাই স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ওদের একজন — প্যাটিজীতেসকে — ক্যামবিসেস, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘরসংসার দেখাশোনা করার দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন। এই প্যাটিজীতেসই বিদ্রোহের পরিচকল্পনা করে। সে জানতো যে স্মার্দিস বেঁচে নেই, কিন্তু

তার মৃত্যু প্রায় সকল ইরানির নিকটই গোপন রাখা হয়েছে, যাদের প্রায় সবাই মনে করতো — স্মার্দিস এখনো বেঁচে আছেন। প্যাটিজীতেস এই অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ করে সিংহাসনের জন্য একটি দুঃসাহসিক চেষ্টা চালাতে গিয়ে। যে ভাইটিকে আমি, এরি মধ্যে, তার ষড়যন্ত্রের সাথি বলে উল্লেখ করেছি, তার খুবই নিকট-সাদৃশ্য ছিলো সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসের সঙ্গে। ক্যামবিসেসের নিহত ভ্রাতাই স্মার্দিস। চেহারায় মিল ছাড়াও, দু'জনের নামও ছিলো একই। প্যাটিজীতেস তার ভাইকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করেন যে সে কাজটি সাফল্যের সাথে আঞ্জাম দেবে। এরপর প্যাটিজীতেস তাকে রাজ-তখ্‌তে বসায় এবং শুধু পারস্যেরই নয়, মিশরের সৈন্যদের নিকটও এই ফরমান পাঠায় যে ভবিষ্যতে ওরা স্মার্দিসেরই আদেশ মেনে চলবে, ক্যামবিসেসের নয়। ঘোষণাটি যথারীতি প্রচারিত হয়। যে নকিবকে এটি মিশরে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে সিরিয়ায় 'এক্‌বাতানা' নামক স্থানে ক্যামবিসেস এবং তার বাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। ওখানে সে জমায়েত ফৌজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নতুন আদেশটি ঘোষণা করে। ঘোষণাটি শোনার সাথে সাথে তার মনে হলো নকিবটি যা বলেছে তা সত্য, এবং তিনি যে প্রেকসাসপিসকে পারস্যে পাঠিয়েছিলেন স্মার্দিসকে খতম করার জন্য সে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেনি এবং তাঁর প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি প্রেকসাসপিসের দিকে তাকিয়ে বললেন — "তাহলে, এভাবেই তুমি আমার আদেশ পালন করেছো।"

'প্রভো,' প্রেক্‌সাসপিস জবাব দেয়, 'একথা মিথ্যে। আপনার ভ্রাতা স্মার্দিস আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, এবং আর কখনো আপনি তার সাথে, ছোট বড়, কোনোরকম ঝগড়া করার ওজুহাত পাবেন না। আপনি আমাকে যা করতে বলেছিলেন তাই করেছি এবং আমি তাকে নিজ হাতে কবর দিয়েছি। যদি মরা মানুষ তাদের কবর থেকে উঠে আসে তাহলে, আপনি ইচ্ছে করলে বিশ্বাস করতে পারেন যে, মিডিয়ার অস্তাইজেস ফিরে আসতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। কিন্তু যদি প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তিত থেকে যায় তাহলে, আপনি আমার কাছ থেকে এ ওয়াদা পেতে পারেন যে, আপনার আর কখনো স্মার্দিসকে ভয় করবার কারণ রইলো না। আপনার প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, আমাদের উচিত এই নকিবকে ধ'রে পরীক্ষা করা — যাতে আমরা জানতে পারি — রাজা স্মার্দিসকে মেনে চলবার জন্য এ আদেশ দিয়ে কে তাকে পাঠিয়েছে?" ক্যামবিসেস এ প্রস্তাবে রাজি হন, এবং তৎক্ষণাৎ একদল লোককে পাঠান নকিবের তল্লাশে। তাকে ধরে আনা হলো। প্রেকসাসপিস তাকে জিজ্ঞেস করেন — তুমি দাবি করছো, তুমি সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসের একটি পয়গাম নিয়ে এসেছো; কিন্তু, বাছাধন, তুমি যদি জান নিয়ে নিরাপদে পালাতে চাও, তুমি বরং সত্য কথাটি খুলে বলো — স্মার্দিস কি নিজেই তোমাকে এ আদেশ দিয়েছেন, না, তাঁর অধস্তন কেউ দিয়েছে?

"রাজা ক্যামবিসেস তাঁর ফৌজ নিয়ে মিশর অভিমুখে বের হওয়ায় আমি একবারের জন্যও সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসকে চোখে দেখিনি, লোকটি জবাব দেয়, — আমাকে এই নির্দেশ দেন মেগাস, যাকে ক্যামবিসেস তার ঘর সংসারের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি

আমাকে বললেন যে, আমাকে এই পয়গামটি পৌঁছাতে হবে স্মার্দিসের অথোরিটিতে।' এই বিবরণ ছিলো ষোলো আনা সত্য। ক্যামবিসেস তখন বললেন, প্রেকসাসপিস, তুমি আমার হুকুম তামিল করেছো একজন সৎ মানুষের মতো — এবং তোমার কোনো দোষই নেই। — কিন্তু আমাকে বলো, কে সে এই লোকটি যে স্মার্দিসের নাম নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে?'

— "প্রভো" সে জবাব দেয়, 'আমার মনে হয়, কি হয়েছে, আমি তা বুঝতে পারছি — বিদ্রোহীরা হচ্ছে দু'জন ম্যাগি — একজন প্যাটিজীতেস যাকে আপনি রেখে এসেছিলেন আপনার ঘরের কর্তৃত্ব দিয়ে, আরেকজন, তার ভাই স্মার্দিস।'

ক্যামবিসেস নামটি শোনার সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন প্রেকসাসপিস যা বলেছেন তা কতো সত্য, এবং উপলব্ধি করলেন,সেই যে একজন তাকে বলেছিলো স্মার্দিস সিংহাসনে বসে আছেন আর তার মাথা আসমান স্পর্শ করেছে, সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তার ভ্রাতার হত্যায় কোনো ফায়দাই হয়নি। তিনি তাঁর ভ্রাতাকে হারানোর জন্য শোকে মূহ্যমান হলেন এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি লাফ মেরে উঠলেন তাঁর ঘোড়ায়, — উদ্দেশ্য ঃ সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে সুস্নার দিকে অভিযান এবং ম্যাগাসের উপর আক্রমণ। কিন্তু তিনি যখন লাফ মেরে জিনে উঠছিলেন তখনি তার তলোয়ারের খাপের ঢাকনাটি খুলে পড়ে যায়, এবং তলোয়ারের উন্মুক্ত অংশটি তার উরুতে বিঁধে যায় — ঠিক সেই স্থানটিতে, যেখানে তিনি আগে আঘাত করেছিলেন মিশরীয় গোকুলের ষাঁড় এপিসকে। তাঁর বিশ্বাস হলো, এ জখম হচ্ছে মারাত্মক, তিনি আর বাঁচবেন না। তাই ক্যামবিসেস জিজ্ঞেস করলেন শহরটির নাম কি — তাকে বলা হলো, শহরটির নাম 'একবাতানা'। বু'তোর দৈবজ্ঞ এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো — ক্যামবিসেস মারা যাবেন একবাতানায় — এবং তিনিও ধরে নিয়েছিলেন, মিডিয়ায় একবাতানা, যা ছিলো তার রাজধানী-নগর, সেখানে তিনি ইন্তেকাল করবেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু দেখা গেলো, দৈবজ্ঞ সিরিয়ার 'একবাতানার' কথাই বুঝিয়েছিলেন। উক্ত নামটি উল্লেখিত হবার পর, তাঁর নিজের জখম এবং প্যাটিজীতেস-এর বিদ্রোহ — এই দুই আঘাতে তার হুঁশ ফিরে আসে। দৈবজ্ঞের কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং তিনি বললেন — 'এখানেই সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেসের ইন্তেকাল করা উচিত।' সে মুহূর্তে তিনি এর বেশি কিছুই বললেন না, এবং বিশ দিন পর তিনি, ফৌজের সাথে যে সব নেতৃত্বস্থানীয় ইরানি এসেছিলেন, তাদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সম্বোধন করলেন এভাবে ঃ পারস্যের সুধীজন, আমি ঘটনার চাপে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের নিকট এমন কিছু ব্যক্ত করতে যা আমি গোপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। আমি যখন মিশরে আসি আমি একটা স্বপ্ন দেখি। হায়, সে স্বপ্ন যদি আমি, কখনো না দেখতাম। স্বপ্নটি এই যে পারস্য থেকে একজন কাসেদ এসে আমাকে বলছে — স্মার্দিস আমার সিংহাসনে বসে আছে এবং তার মাথা আসমান স্পর্শ করেছে। পাছে আমার ভাই আমার সিংহাসন কেড়ে নেয় এই ভয়ে আমি বিচারবুদ্ধির আশ্রয় না নিয়ে তাড়াহুড়া করি। কারণ,

এখন আমি বুঝতে পারছি, যা ঘটবেই তা বদলাবার ক্ষমতা মানুষের আয়ত্বে নেই। নির্বুদ্ধিতাবসে আমি প্রেকসাসপিসকে সুসায় পাঠাই স্মার্দিসকে হত্যা করার জন্য। ভয়াবহ কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর আমি নির্ভয়ে দিন গুজরান করতে থাকি। কখনো একথা অনুমানও করিনি যে, স্মার্দিসের মৃত্যুর পর আরেক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। আমার কপালে কি আছে তার আসল প্রকৃতি বুঝতে না পেরে আমি অনর্থক আমার ভাইকে খুন করি এবং তা সত্ত্বেও, সিংহাসন খুইয়ে বসি। আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন ম্যাগাস-স্মার্দিসের বিদ্রোহ সম্পর্কে, আমার ভাই-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে নয়। হ্যা অপরাধ আমি অবশ্য করেছি, এবং তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসকে আর কখনো দেখতে পাবে না। এখন তেমাদের উপর রাজত্ব করবে — ম্যাগি ভ্রাতৃদ্বয় — এদের একজন হচ্ছে প্যাটিজীতেস, যাকে আমি রেখে এসেছিলাম আমার ঘর সংসারের দায়িত্বে, আরেকজন হচ্ছে তার ভাই, স্মার্দিস। আর সকলের মধ্যে এই দুই ম্যাগির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে লোকটি পৃথিবীতে আমাকে সাহায্য করতে পারতো তারই ভয়াবহ মৃত্যু ঘটেছে তার ঘনিষ্ঠতম স্বজনদের হাতে। কিন্তু সে যখন আর জীবিত নেই যা মন্দের ভালো তাই আমাকে করতে হবে, এবং আমার শেষ নিঃশ্বাসের সাথে বলতে হবে, তোমরা কি করলে আমি খুশি হবো। যে সব দেবতা আমাদের রাজপরিবারের উপর লক্ষ্য রাখেন তাদের নামে তোমাদের সকলের জন্য, এবং বিশেষ করে, যে সব 'একীমিনাদি' এখন হাজির আছে, তাদের জন্য আমার আদেশ এই : 'মিডিসদের হাতে তোমরা রাজ্যটি আবার তুলে দিয়োনা। যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তা দখল করে থাকে, তোমরাও একই হাতিয়ার দিয়ে তাদের নিকট থেকে আবার তা ছিনিয়ে নাও; আর যদি বল প্রয়োগ করে নিয়ে থাকে তোমরাও লোক লাগাও এবং বলপ্রয়োগে আবার তা দখল করো। যদি তোমরা আমার আদেশমতো কাজ করো, আমি প্রার্থনা করি পৃথিবী তোমাদের জন্য হোক সুফলা, তোমাদের স্ত্রীরা সন্তানবতী হোক, তোমাদের গরুছাগলগুলি বাড়ুক, এবং স্বাধীনতা তোমাদের চিরস্থায়ী হোক। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের দেশটি পুনরুদ্ধার করতে না পারো, কিংবা পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টা না করো তোমাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে, তাহলে, তোমাদের উপর আমার লানত — তোমাদের ভাগ্য যেন ঠিক এর বিপরীত হয় এবং তারো চেয়ে বেশি, আমারি মতো প্রত্যেকটি ইরানি যেন ধ্বংস হয় করুণভাবে।'

ক্যামবিসেস এ কথা বলে, আহাজারি করলেন তার নিষ্ঠুরভাগ্যে এবং ইরানিরা যখন দেখলো বাদশার চোখে আসুর নহর, তারা দুঃখে নিজেদের পরনের কাপড়চোপড় টেনে ছিঁড়ে ফেললো, এবং প্রচুর কান্নাকাটি করে রাজ্যের প্রতি তাদের সহানুভূতি দেখালো। এর কিছু দিন পরেই, ক্যামবিসেসের উরুতে পচন এবং জ্বালাযন্ত্রণা শুরু হয় এবং ক্যামবিসেস মারা যান — মোটমাট সাত বছর পাঁচমাস রাজত্ব করার পর। তাঁর কোনো সন্তান ছিলোনা — ছেলেও নয়, মেয়েও নয়।

ক্যামবিসেসের মৃত্যুর সময় যে সব ইরানি তাঁর কাছে ছিলো তাদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো যে, মাজুসিরা ক্ষমতা দখল করেছে। বরং তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিকতরো মনে হলো যে, ক্যামবিসেস স্মার্দিসের মৃত্যু সম্পর্কে এ কাহিনী হয়তো এই মতলব নিয়েই তৈরি করেছেন যে, এর দ্বারা তিনি গোটা ইরানকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবেন। তাদের সন্দেহ ছিলোনা যে, সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসই সিংহাসনে আসীন রয়েছেন — এবং তার আরো বড়ো শরণ এই যে, প্রেকসাসপিস এই হত্যার কথা সকল জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে, কারণ, প্রেকসাসপিস একথা জানতো যে, এখন যেহেতু ক্যামবিসেস আর বেঁচে নেই, তাই একথা এখন স্বীকার করা মারাত্মক হবে যে, তার হাতে সাইরাসের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। এর ফল এই হলো, ম্যাগাস সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসের নাম গ্রহণ করে মজবুত হয়ে বসলেন সিংহাসনে, এবং সাতমাস রাজত্ব করলেন, আর এভাবেই ক্যামবিসেসের রাজত্বের অষ্টম বছর পুরো হলো।

এ সময়ে তাঁর প্রজারা তাঁর নিকট থেকে বিপুল পরিমাণে সহায়তা পান এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অধীনস্থ সকল এশিয়াবাসীই তাঁর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করে, যদিও ইরানিরা নিজেরা তাঁর জন্য কোনো শোকই করেনি। তিনি সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজ্যভুক্ত প্রত্যেকটি জাতির জন্য তিনি তিন বছরের ট্যাক্স মওকুফ ও সামরিক বৃত্তি থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করেন। কিন্তু সাতমাস রাজত্ব করার পর নিম্নোক্ত ঘটনাবলী তাঁর উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয়। তিনি যে সাইরাসের পুত্র নন, বরং একজন ভণ্ড, এ সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে ওতানেস নামক জনৈক ব্যক্তির। ওতানেস ছিলেন সবচাইতে ধনী অভিজাত ইরানি পরিবারগুলির অন্যতম সদস্য ফার্মাসাপেস-এর পুত্র; তাঁর সন্দেহ জাগলো একারণে যে, স্মার্দিস কখনো রাজধানীর একেবারে মাঝখানকার দুর্গের বাইরে বের হতেন না, এবং কখনো কোনো নামজাদা ইরানিকে তাঁর সাথে একান্তভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য আহ্বান করতেন না।

পরে, ম্যাগাস যখন সিংহাসন দখল করলেন, তিনি ক্যামবিসেসের সকল স্ত্রীকেই গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওতানেসের এক কন্যা, যার নাম ছিলো ফাইদিমে। ওতানেস তার সন্দেহের ভিত্তি যাচাই করে দেখার জন্য তাঁর এই কন্যার কাছে খবর পাঠান, এবং তাঁর নিকট জানতে চান — ফাইদিমে যার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে রাত কাটায় সে কি সাইরাসের পুত্র স্মার্দিস, না অপর কোনো পুরুষ? ফাইদিমে জবাব পাঠায় — এ ব্যাপারে সে কিছু জানে না; সে সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসকে কখনো দেখেনি, এবং তার স্বামী যে কে এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। ওতানেস দ্বিতীয় বের চিঠি পাঠান — তুমি নিজে যদি সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসকে নাই চেনো, তুমি এতোসসাকে জিজ্ঞেস করো তোমরা দুজনে বাস করছো কার সঙ্গে। সে তার নিজের ভাইকে চিনতে মোটেই ভুল করবেনা। ফাইদিমে উত্তরে জানায়, "এতোসসার সাথে আমার কথা বলার কোনো উপায় নেই, উপায় নেই রাজার অন্য কোনো স্ত্রীকে দেখার —কারণ, এই ব্যক্তি,তিনি যেই

হোন, সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই আমাদের সবাইকে আলাদা করে প্রত্যেকের জন্য একেকটি আলাদা কামরা দিয়েছেন।" এই উত্তর ওতানেসের সন্দেহের আরো একটি প্রমাণ বলে মনে হলো। কাজেই তিনি তাঁর কন্যাকে তৃতীয় আরেকটি পত্র পাঠান। "ফাইদিমে", তিনি লিখলেন, "তোমার শিরায় শিরায় প্রবহমান অভিজাত রক্তধারা; কাজেই, তোমার আব্বা তোমাকে যে বিপদের মোকাবেলা করতে বলছেন, তাতে তুমি ঘাবড়ে যেয়োনা। তোমার স্বামী যদি, আমি যে ব্যক্তি মনে করছি, সেই ব্যক্তি হয় এবং সাইরাসের পুত্র না হয়, তাকে কিছুতেই তোমার শয্যাসঙ্গী হতে দেয়া উচিত নয়, — উচিত নয় ইরানের সিংহাসনে তাকে বসতে দেয়া। তাকে অবশ্য শাস্তি দিতে হবে। তাহলে তোমার কর্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ পরবর্তীসময় সে যখন তোমার সাথে রাত কাটাবে তুমি অপেক্ষা করবে, যতোক্ষণ না তুমি নিশ্চিত হবে যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তারপর হাত দিয়ে দেখবে তার কান আছে কিনা — যদি দেখো যে তাঁর কান আছে তাহলে বুঝবে তুমি — সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসের স্ত্রী, আর যদি দেখো যে, তার কান নেই, তাহলে বুঝবে তোমার বিয়ে হয়েছে ম্যাগাস-এর স্মার্দিসের সাথে।' ফাইদিমে জবাবে জানালো এ ধরনের একটি কাজ করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক হবে; কারণ, তার স্বামীর যদি কান নাই থাকে এবং কান আছে কিনা হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে যদি সে ধরা পড়ে, ফাইদিমেকে আস্ত রাখা হবেনা, মেরেই ফেলা হবে। তা সত্ত্বেও সে বিপদের এই ঝুঁকি নিতে তৈরি আছে।

এখানে আমার উল্লেখ করা দরকার, সাইরাস যখন রাজত্ব করছিলেন তখন মাজুসি স্মার্দিসের কান দুটি কেটে দিয়েছিলাম — তার গুরুতর কোনো অপরাধের জন্য।

ফাইদিমে তার পিতা ওতানেসের নিকট যে কথা দিয়েছিলো তা সে রক্ষা করে। মাজুসির সাথে তার রাত্রি যাপনের পালা যখন এলো (ইরানে স্ত্রীরা পর্যায়ক্রমে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে থাকে), সে শোবার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লো, তারপর, মাজুসি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সাথে সাথে ফাইদিমে তার কান পরখ করতে চেষ্টা করলো। শিগগিরই সে বুঝতে পারলো যে, তার হাতে কোনো কান লাগছে না, কাজেই, পরদিন সে তার পিতাকে তার পরীক্ষার ফল জানাতে তিলমাত্র বিলম্ব করলোনা। ওতানেস দু'জন নামজাদা ইরানি অস্পথিনেস ও গোবরিয়াসকে একান্তে কাছে ডাকলেন। এ দু'জনকে তাঁর বিশ্বাস করার বিশেষ কারণ ছিলো। তিনি ওদের তার আবিষ্কারের কথা বললেন। এ বিষয়ে ওদের দুজনেরই আগে থেকে সন্দেহ ছিলো; কাজেই ওতানেস যা বললেন, তা শুনবার জন্য ওরা প্রস্তুত ছিলেন ষোলো আনা। এরপর ঠিক হলো, ওঁদের তিনজনের প্রত্যেকেই তার পছন্দমতো লোক নির্বাচন করবেন সঙ্গী হিসেবে। ওতানেস নিলেন ইন্তাফ্রেনিসকে, গোবরিয়াস নির্বাচন করলেন মেগাবাইজুসকে এবং অস্পথিনেস পছন্দ করলেন হাইদারনেসকে। এভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে ছয়ে, এবং সুসায় ইরানি দারায়ুসের উপস্থিতির পর, যাঁর পিতা হিসতাসপেস ছিলেন সেখানকার গবর্নর, তাঁকেও তাদের সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সাত ষড়যন্ত্রকারী এখন মিলিত হলো ঃ একে অন্যের প্রতি আনুগত্যের কসম খাওয়ার জন্য এবং তাদের কর্তব্য স্থির করার জন্য। যখন দারায়ূসের পালা এলো মত দেয়ার, তিনি বললেন, সাইরাসের পুত্র স্মার্দিস যে মারা গেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন, আর বর্তমান রাজা যে একজন মাজুসি তাও কেবল তিনিই অবগত আছেন বলে মনে করেন। এবং "কেবল একারণেই," তিনি বললেন, "আমি সুসা ছুটে গিয়েছিলাম তার হাত থেকে বাঁচার জন্য। এখন যেহেতু বুঝতে পারছি এ গোপন রহস্য কেবল আমি একাই জানিনা, আমার মত হচ্ছে, আমাদের কালবিলম্ব না করে কাজ করা উচিত। বিলম্বে কেবল বিপদই বাড়বে।" ওতানেস জবাবে বললেন, "দারায়ূস, আপনি এক সাহসী পিতার পুত্র এবং মনে হয়, আপনি তাঁরই মতো মহৎ। যাইহোক, আমি তবু আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি বেপরোয়া না হতে কিংবা বেশি তাড়াহুড়া না করতে। আমাদের এখন দরকার সুবিবেচনার এবং আঘাত হানার আগে আমাদের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে।"

"আপনারা মনদিয়ে শুনুন", দারায়ূস বললেন, "আপনারা যদি ওতানেসের পরামর্শ নেন, তার ফল হবে সকলের বিনাশ। নিশ্চয়ই আমাদের কেউ না কেউ ব্যক্তিগত মতলব হাসিল করার জন্য আমাদের ধরিয়ে দেবে মাজুসির হাতে। একাজ আপনাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত ছিলো একেবারেই একাকী; কিন্তু আপনারা যেহেতু অন্যকেও এতে শরিক করেছেন এবং আপনাদের ইচ্ছা আমার নিকটও ব্যক্ত করেছেন, আপনাদেরকে আমার শুধু একটি কথাই বলার আছে — চলুন, আমরা দেরি না-করে কাজটি সমাধা করে ফেলি। আমরা যদি একটু দেরি করি, আমি আপনাদের একটি একথা বলবো — আপনাদের কেউই আমাকে মাজুসির নিকট ধরিয়ে দেয়ার সময় পাবেন না, — কারণ আমি নিজেই আপনাদের সকলের কথা তার নিকট ফাঁস করে দেবো।"

দারায়ূসের এই প্রবল তাগিদে ওতানেস আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। "দেখতে পাচ্ছি", ওতানেস বললেন, "আপনি কাজটি তাড়াহুড়া করে সমাধা করে ফেলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমাদের আপনি চিন্তা করার জন্য মুহূর্তকাল সময় দিতেও রাজি নন। কিন্তু আপনি বলতে পারেন, হামলা করার জন্য আমরা কেমন করে প্রাসাদে ঢুকতে পারি? এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের মতো আপনিও জানেন,সব জায়গায়ই পাহারাদার মোতায়েন রয়েছে। আপনি তাদের দেখে না থাকলেও তাদের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাদের এড়িয়ে আমরা কি করে ঢুকবো?'

"ওতানেস", দারায়ূস জবাব দেন, "অনেক সময় কথায় কোনো কাজ হয় না; এবং কেবল কর্মই মানুষের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে। এ-ও ঠিক অনেক সময় কথা বলা সহজ — কেবলই কথা বলা। কারণ কোনো সাহসিকতাপূর্ণ কাজের দরকার হয় না। আপনারা জানেন, প্রহরীদের এড়িয়ে যাওয়া মোটেই বিপজ্জনক হবে না। আমাদের মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত লোকদের ঢুকতে দিতে আপত্তি করবে, সম্মানের জন্য না হলেও, অন্তত পরিণামের কথা চিন্তা করে এমন সাহস কার আছে? তাছাড়া আমাদের প্রবেশের একটি সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে; আমি বলবো, আমি এই মাত্র ইরান

থেকে এসেছি এবং বাদশার জন্য আমার পিতার কাছ থেকে একটি পয়গাম নিয়ে এসেছি। যদি মিথ্যা বলারই প্রয়োজন হয়, তা বলবো না কেন? আমাদের সকলের উদ্দেশ্য একই — তা আমরা মিথ্যা বলি আর সত্যই বলি, ফায়দাই আমাদের সকলের লক্ষ্য? মানুষ যখন মনে করে যে প্রতারণা দ্বারা তারা লাভবান হবে, তখন তারা মিথ্যা কথা বলে, এবং সত্যও বলে একই কারণে, তাদের বাঞ্ছিত জিনিসটি পাওয়ার জন্য, এবং তাদের সততার জন্য যাতে তারা আরো বেশি বিশ্বাসভাজন হতে পারে তার জন্য। এ আর কিছু নয় — একই গন্তব্যে পৌছানোর জন্য দুটো পৃথক রাস্তা। যদি ফায়দার প্রশ্ন থাকতো সৎ মানুষও হয়তো মিথ্যা কথা বলতো, মিথ্যাবাদীর মতো, এবং মিথ্যাবাদীও সহজেই সত্য কথা বলতো সৎ মানুষের মতো। যে প্রহরীই আমাদের প্রশ্ন না করে ঢুকতে দেবে তাকে পরে আমরা পুরস্কৃত করবো, আর যে আমাদের বাধা দেবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে শত্রু গণ্য করবো। আমাদেরকে জোর করে তার বাধা অতিক্রম ক'রে ঢুকে পড়তে হবে, এবং আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে দেরি না ক'রে।"

— "বন্ধুগণ", গোবরিয়াস বলল, 'সিংহাসন রক্ষা করার জন্য এর চেয়ে শুভ মুহূর্ত আর কখনো হবে কি? কিংবা, আমরা যদি ব্যর্থও হই, চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণের এমন মুহূর্ত আর কখনো পাবো কি? তোমরা কি চাও যে ইরানিদের উপর রাজত্ব করবে জনৈক মিডিয়াবাসী অথবা মাজুসি যার কান দুটি কেটে ফেলা হয়েছে? তোমরা যারা, ক্যামবিসেসের মৃত্যু-শয্যায় তার পাশে হাজির ছিলে তারা হয়তো ভুলে যাওনি, যেসব ইরানি সিংহাসন রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবে না, তাদের তিনি কি অভিশাপ দিয়েছিলেন। তখন আমরা তা খুব হালকাভাবেই নিয়েছিলাম, — একথা মনে করে যে, ক্যামবিসেসের এতে ব্যক্তিগত কোনো মতলব রয়েছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি, চলুন আমরা দারায়ুসের পরামর্শ মেনে চলি এবং এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ি, কেবল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আমরা সোজা এগিয়ে যাবো রাজ প্রাসাদের দিকে এবং আঘাত হানবো মাজুসির উপর।

সকল ষড়যন্ত্রকারী এতে একমত হলো।

যখন এইরূপ আলাপ-আলোচনা চলছিলো, অন্যত্র তখন ঘটে চলছিলো এক ব্যাপার। দুই মাজুসিতে মিলে গভীর ভাবনাচিন্তা চলছিলো, তারা এই সিদ্ধান্তে এলো যে, প্রেকসাসপিসকে তাদের বিশ্বাসে আনতে হবে। এ সিদ্ধান্তের অনেক কারণ ছিলো। প্রথম কারণ, ক্যামবিসেস নির্দয় ব্যবহার করেছিলেন প্রেকসাসপিসের প্রতি, কারণ, তার পুত্রকে তিনি গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারপর যেহেতু তিনি সরাসরি দায়ী ছিলেন সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসের হত্যার জন্য, কাজেই তাঁর মৃত্যুর রহস্য কেবল তিনি একাই জানতেন। শেষকথা, ইরানি সমাজে তিনি ছিলেন খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। ওরা তাই প্রেকসাসপিসেকে তাদের সামনে ডেকে পাঠালো এবং তার সমর্থনের জন্য মূল্য হাঁকতে লাগলো। ওরা তার নিকট এই প্রতিশ্রুতির শপথ চাইলো যে, ওরা ইরানিদের প্রতি যে প্রবঞ্চনামূলক আচরণ করেছে সে সম্বন্ধে ওরা কাউকে একটি কথাও বলবে না; ওরা তার চুপ থাকার জন্য প্রচুর টাকাপয়সা দিতে রাজি হলো।

প্রেকসাসপিস এতে রাজি হয়ে যান। তখন মাজুসি নতুন এই প্রস্তাব করে যে, তাদেরই উচিত সমস্ত ইরানিকে প্রাসাদের প্রাচীরমূলে জমায়েত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠনো এবং একটি মিনারচূড়া থেকে প্রেকসাসপিসের ঘোষণা করা উচিত যে, বর্তমান রাজা সাইরাসের পুত্র স্মার্দিস ছাড়া আর কেউ নন। প্রেকসাসপিসকে এই নির্দেশ দিতে গিয়ে মাজুসি এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে, ইরানিরা আর সবার চাইতে তাকেই বিশ্বাস করবে বেশি। কারণ, হত্যার কথা সে বারবার অস্বীকার করেছে এবং এই মতও প্রকাশ করেছে যে, স্মার্দিস এখনো বেঁচে আছেন। প্রেকসাসপিস আবারো রাজি হন। তাই, মাজুসি লোকজনকে জমায়েত হবার জন্য এত্তেলা দেয়, এবং প্রেকসাসপিসকে মিনার চূড়ায় উঠে তার ঘোষণা করার জন্য বলে।

এরপর যা ঘটলো তা কিন্তু মোটেই পরিকল্পনা মোতাবেক হলো না। কারণ, মাজুসি তাকে বলার জন্য যা কিছু বলেছিলো, প্রেকসাসপিস ইচ্ছাকৃতভাবে তা এড়িয়ে গিয়ে এমন একটি বক্তৃতা দিলেন — যাতে তিনি সরাসরি একিমিনিস থেকে শুরু করে সাইরাসের নসবনামা পর্যন্ত বর্ণনা করেন, নিজ দেশের প্রতি সাইরাসের মহৎ অবদানের কথা বিবৃত করেন এবং শেষ পর্যায়ে এসে আসল কথা ফাঁস করে দেন। তিনি আরো বলেন যে, এতোদিন এই বৃত্তান্ত গোপন রেখেছেন নিজের নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে, যখন আর তার পক্ষে রসনা সংযত করা সম্ভব নয়। তিনি কিছুই গোপন করলেন না। তিনি বললেন, ক্যামবিসেস তাকেই সাইরাসের পুত্র স্মার্দিসকে হত্যা করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তার ফলে দেশে এখন রাজত্ব করছে দুজন মাজুসি। সর্বশেষে তিনি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, ইরানিরা যদি সিংহাসন পুনরুদ্ধার না করে এবং জবরদখলকারীদের শাস্তি না দেয়, তাদের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। শেষে, তিনি মিনারচূড়া থেকে সোজা মাথা নিচের দিকে ক'রে, লাফিয়ে পড়েন জমিনের ওপর। প্রেকসাসপিস, তিনি সারা জীবনই ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি — এইভাবেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটেছিলো।

ইত্যবসরে, সাত ষড়যন্ত্রকারী, কালবিলম্ব না করে মাজুসিকে আহ্বান করার সিদ্ধান্তে আসার পর, সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা সেরে, রাজপ্রাসাদের পথে রওয়ানা করে। ওরা প্রেকসাসপিসের ব্যাপারে কিছুই জানতো না এবং অর্ধেক পথ যাবার পর তারা আসল ব্যাপার জানতে পারলো। এ খবর পেয়ে তারা থেমে পড়ে, কারণ, তারা ভাবলো, পরিস্থিতির এই নতুন দিকটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত।

যতক্ষণ না পরিস্থিতি আবার শান্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এবং বিপদের ঝুঁকি না নিতে অনুরোধ জানালো ওতানেসের সমর্থকরা। কিন্তু দারায়ূস এবং তার দল তখনো আশু ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরিকল্পনার যে কোনো পরিবর্তনেরই তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। বাদানুবাদ যখন খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে — তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সাত জোড়া বাজপাখি তাড়া করছে এক জোড়া শকুনকে এবং উড়ন্ত অবস্থায়ই ওরা শকুন দুটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে তাদের থাবা ও নখর দিয়ে। এটি ছিলো একটি শুভ আলামত। তাই বিলম্ব না করে দারায়ূসের পরিকল্পনা সকলে গ্রহণ করলো এবং নতুনতরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা ছুটলো প্রাসাদের দিকে। প্রহরীরা,

তাদের পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবশত এবং তাদের আগমনের আসল মতলব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ না ক'রে, তাদের বিনা প্রশ্নেই প্রাসাদে ঢুকতে দিলো। ওরা এমনভাবে বিনা বাধায় ঢুকে পড়লো যে, কোনো ঐশী শক্তি যেন ওদের খাস করে আগলে রেখেছিলো। অবশ্য, বড়ো চত্বরে আসার পর, কয়েকজন খোজা তাদের বাধা দেয়। ওরা ছিলো রাজার দূত; ওরা তাদের বাধা দেয় এবং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঢুকতে দেয়ার জন্য প্রহরীদের শাসিয়ে দেয়। এ বাধা ছিলো নেহায়েতই ক্ষণিক; ভেতরে প্রবেশের জন্য উদগ্রীব, সাত ষড়যন্ত্রকারী, পরস্পরের প্রতি উৎসাহের কথা উচ্চারণ করে, খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করে এবং যে খোজাগুলি তাদের বাধা দিচ্ছিলো তাদেরকে তলোয়ার বিদ্ধ ক'রে সোজা ছুটে যায় দরবার গৃহে।

দুই মাজুসিই তখন ঘরের ভেতরে ছিলো। দু'জনে তারা আলাপ করছিলো, প্রেকসাসপিসের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই নিয়ে। খোজাদের সুস্পষ্ট আতঙ্কমেশানো চিৎকার তারা শুনতে পায়। ব্যাপার কি ঘটেছে তা জানবার জন্য তারা দু'জনেই লাফিয়ে ওঠে। তারপর নিজেদের বিপদ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই তারা তৈরি হয়ে পড়ে লড়াই-এর মাধ্যমে তার ফয়সালার জন্য। একজন কেবল তার ধনুক হাতে নেয়ার সময় পেলো, আরেকজন রুখে দাঁড়ালো তার বর্শা নিয়ে। এভাবে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ধনুর্ধর তার ধনুক ব্যবহার করার সুযোগই পেলোনা — কারণ, লড়াই হচ্ছিলো একবারেই নিকট থেকে; অন্যজন অবশ্য সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে পারলো তার বর্শা, যার ফলে তার আক্রমণকারীরা দূরে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো, সে অস্পথিনেসের পা বিদ্ধ করলো বর্শা দিয়ে এবং আঘাত হানলো ইন্তাফ্রেনিসের চোখে। এই আঘাতের ফলে, ইন্তাফ্রেনিস তার চোখ হারায়, কিন্তু জীবনে বেঁচে যায়। তার সঙ্গী ধনুক ব্যবহার করতে না পেরে এবং আত্মরক্ষার উপায় না দেখে একটি শোবার ঘরে ছুটে যায়। তার দরজা ছিলো দরবার ঘরের দিকে খোলা; ইন্তাফ্রেনিস সেই ঘরে ঢুকে তার পিছু পিছু ছুটে আসা শত্রুদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের দু'জন অর্থাৎ দারায়ূস ও গোবরিয়াস, তার সঙ্গে সঙ্গেই জোর করে সেই ঘরে ঢুকে পড়েন এবং গোবরিয়াস তার হাত দিয়ে সেই মাজুসিকে জাবড়ে ধরেন। ঘরটির ভেতর ছিলো আঁধার; দারায়ূসের পায়ের কাছে ধস্তাধস্তি করছে দু'টি লোক। তিনি ওদের মধ্যে দাঁড়াবেন কিনা তা নিয়ে ইতঃস্তত করছিলেন, কারণ, তাঁর ভয় ছিলো, তিনি যদি আঘাত করেন, তাতে করে তিনি যাকে হত্যা করতে চান তাকে কতল না করে অন্যজনকেও মেরে ফেলতে পারেন। তাকে ইতস্তত করতে দেখে গোবরিয়াস চীৎকার করে উঠেন ঃ আপনার হাত দু'টি কিসের জন্য যদি তার ব্যবহার না করেন?

'আমি আঘাত করতে সাহস পাচ্ছি না', দারায়ূস, বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে না আমি তোমাকেই হত্যা করে বসি। 'কোনো ভয় করবেন না,' গোবরিয়াস বললেন, 'দরকার হলে আমাদের দু'জনকেই এক সাথে বিদ্ধ করুন।'

দারায়ূস তখন তার তলোয়ার বের করে আঘাত করলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সে আঘাত মাজুসির গায়েই লাগলো।

মাজুসিদের হত্যার পর, ওরা ওদের মুণ্ডুচ্ছেদ করে এবং মুণ্ডুগুলি হাতে ঝুলিয়ে ওরা ছুটে যায় রাস্তায়, প্রচণ্ড সোরগোল তুলে, চিৎকার করতে করতে। আহত দু'জনকে ওরা প্রাসাদেই ফেলে আসে, কারণ, চলাফেরার মতো শক্তি তাদের ছিলোনা। তাছাড়া, দুর্গের উপর নজর রাখার জন্যও তাদের প্রয়োজন ছিলো। আহত পাঁচজন বাইরে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাথি নাগরিকদের নিকট আহ্বান জানায়, যা ঘটেছে তাদের খুলে বলে এবং মুণ্ডুগুলি ওদেরকে দেখায়। এরপর ওরা, যে মাজুসির সাক্ষাৎ পেলো তাকেই কতল করতে লাগলো। অপর ইরানিরা যখন জানতে পেলো সাত সহযোগীর কার্যকলাপের কথা এবং দু'ভাই তাদের সাথে যে প্রতারণামূলক আচরণ করেছে তা বুঝতে পারলো, তখন তারাও কালবিলম্ব না ক'রে ওদের অনুকরণে লেগে গেলো। তারাও তলোয়ার বের ক'রে, যে মাজুসিকে খুঁজে বের করতে পারলো, তাকেই কতল করলো। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, আঁধার এসে হত্যাপর্ব বন্ধ না করলে, পুরো জাতিটাকেই খতম করে ফেলা হতো। এই দিনের বর্ষপূর্তি অর্থাৎ বার্ষিকী উদযাপন ইরানের পঞ্জিকায় একটি রক্তাক্ষরে চিহ্নিত দিবস বলে মর্যাদা পেয়ে আসছে। এই দিনেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পালিত হয়, যার নাম হচ্ছে 'ম্যাজোফোনিয়া' বা 'মাজুসিদের হত্যা'। এই উৎসবের সময় কোনো মাজুসিকে ঘর থেকেই বেরোতে দেয়া হয় না। ঐ জাতের প্রত্যেক লোকই ঐ দিন ঘরের ভেতরে থাকে।

পাঁচদিন পর উত্তেজনা যখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, ষড়যন্ত্রকারীরা আবার একসাথে বসলো — সমস্ত বিষয়টির খুঁটিনাটি আবার বিচার করে দেখার জন্য। বৈঠকে কয়েকটি বক্তৃতাওঁ দেয়া হয়। অবশ্য আমাদের দেশের কোনো কোনো লোক একথা মানতে চান না যে, সত্যি সত্যি কোনো বক্তৃতা দেয়া হয়েছিলো কি না। যাই হোক, বক্তৃতা কিন্তু সত্যি দেয়া হয়েছিলো।

প্রথম বক্তৃতা দেন ওতানেস, তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলো ঃ ইরানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দান। "আমি মনে করি", — তিনি বললেন, "আমাদের মধ্যে কোনো একজন চূড়ান্ত এবং একক ক্ষমতার অধিকারী হবে, সে সময় চলে গেছে। রাজতন্ত্র আনন্দের নয়, মঙ্গলজনকও নয়। তোমরা জানো, ক্ষমতাগর্ব ক্যামবিসেসকে কতদূর নিয়ে গেছে এবং মাজুসিদের আচরণে এ বিষয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তোমাদের নিজেদেরই রয়েছে। ন্যায়-দর্শনের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকে কি করেই বা খাপ খাওয়ানো সম্ভব? — যখন দেখতে পাই, রাজতন্ত্রে ব্যক্তিকে অধিকার দেয় যা ইচ্ছা তাই করার, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে, এবং কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া। এমন কি, সর্বোত্তম মানুষকেও যদি রাজপদে বসানো হয় তিনিও বদলে গিয়ে খারাপের দিকেই যেতে বাধ্য; কারণ তিনি আগে যেভাবে সবকিছু দেখতেন সেভাবে আর দেখা হয়তো তারপক্ষে সম্ভবই হবে না। রাজার বিশেষ পাপ হচ্ছে ঈর্ষা এবং অহঙ্কার — ঈর্ষা, কারণ, এ হচ্ছে স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা, এবং অহঙ্কার — কারণ, ধন ও ক্ষমতার আতিশয্য মানুষকে এই আত্মপ্রতারণায় ঠেলে দেয় যে সে মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু। এই দুই পাপ হচ্ছে

সমস্ত অপকর্মের মূল কারণ। এ দু'য়েরই পরিণাম হচ্ছে পাপ এবং অস্বাভাবিক হানাহানি। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলতে তো যুক্তিসঙ্গতভাবে একথাই বুঝানো উচিত যে, এতে ঈর্ষার অবকাশ নেই, কারণ যে ব্যক্তির চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে, তার তো, তিনি যাকিছু চান তারি উপর ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু আসল ব্যাপার যে তা নয় তার প্রমাণ প্রজাদের প্রতি রাজার ব্যবহার। প্রজাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাদের প্রতি রাজা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন, কেবল একারণে যে, তিনি বেঁচে থাকতে চান এবং আনন্দ পেতে চান নিকৃষ্টের মধ্যে। তাছাড়া, রাজা হচ্ছেন সবচেয়ে স্ববিরোধী মানুষ। তাকে যুক্তিসঙ্গত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো, তিনি রেগে যাবেন, কারণ, মাননীয় রাজা বাহাদুরের সামনে তুমি নিজেকে হেয় করোনি। নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করো, তিনি তোমাকে ঘেন্না করবেন এজন্য যে, তুমি একজন অতি-তাঁবেদার বদমাশ। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যে কথা তা এই যে, তিনি পুরনো ঐতিহ্য ও আইনের কাঠামো ভেঙে ফেলেন, মেয়েদেরকে বাধ্য করেন তাকে আনন্দ দান করতে, এবং মানুষকে হত্যা করেন বিনা বিচারে। জনগণের শাসনের সাথে এর পার্থক্য বিচার করে দেখো। প্রথমত, জনগণের শাসন বর্ণনা করার জন্য রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ 'আইসোনোমি', অর্থাৎ, আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতাসীন জনগণ কোনো দিন, রাজা যা করেন, তা করে না। জনগণের সরকারের অধীনে জনগণ লটারির সাহায্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে এবং চাকুরিতে বহাল থাকা অবস্থায় তার আচরণের জন্য তিনি জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাছাড়া, সকল বিষয়ই উত্থাপিত হয় খোলাখুলি আলোচনা ও বিতর্কের জন্য। এজন্য আমার প্রস্তাব এই যে, চলো, আমরা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাই এবং জনগণকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি। কারণ, রাষ্ট্র এবং জনগণ হচ্ছে সমার্থক।"

ওতানেসের পর বক্তৃতা করলেন মেগাবাইজুস — তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় গোষ্ঠীতন্ত্রের ওকালতি করেন ঃ "রাজতন্ত্র রহিত করা সম্পর্কে ওতানেস যা বলেছেন আমি তার সাথে একমত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমাদের পরামর্শ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। জনতা হচ্ছে কমজোর, দুর্বল প্রকৃতির; ওদের চাইতে বেশি অজ্ঞতা, বেশি দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা, বেশি হিংসাপরায়ণতা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। রাজার নরঘাতী খেয়ালিপনার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে, ইতর জনগণের অনুরূপ উন্মাদ পাশবিকতার কবলে পড়া হবে এক অসহনীয় অবস্থা। রাজা আর যা-ই করুন, সজ্ঞানে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেন, কিন্তু জনতা তা করে না। আসলে, একাজ তাদের পক্ষে কি করেই বা সম্ভব — যখন তাদের কখনো শেখানো হয়নি, ভালো কি মন্দ কি, এবং এব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোনো জ্ঞানও নেই। জনতার মাথায় চিন্তা বলে কিছুই নেই। তারা কেবল অন্ধভাবে ঝাপিয়ে পড়তে পরে রাজনীতিতে এবং নদীর বানের মতো, সামনে যা কিছু পায়, নিয়ে যেতে পারে ভাসিয়ে। তাহলে জনগণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তারা ইরানের দুশমনদের উপর রাজত্ব করুক ইরানের উপর নয়, এবং চলুন আমরা, দেশের নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তম ব্যক্তিকে বেছে নিই এবং তাঁদের হাতে

দিই রাজনৈতিক ক্ষমতা। আমরা নিজেরা তাঁদের মধ্যে থাকবো ব্যক্তিগতভাবে এবং এমন অনুমানই স্বাভাবিক যে, উত্তম ব্যক্তিরা মিলে প্রণয়ন করবেন উত্তম পলিসি বা নীতিমালা।”

দারায়ূস ছিলেন তৃতীয় বক্তা। “আমি জনগণ সম্পর্কে মেগাবাইজুসের সকল কথাই সমর্থন করি।” দারায়ূস বললেন, “কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন আমি তার সাথে একমত নই। আমরা গণতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও রাজতন্ত্র — এই তিনটি সরকার পরিচালনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি। এই তিনটিকে নিয়ে অনুমান করুন যে এর প্রত্যেকটিই সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। আমি মনে করি যে, তৃতীয় পদ্ধতিটি বাকি দুটি পদ্ধতি থেকে অনেক বেশি পছন্দনীয়। একজন মাত্র শাসক ঃ এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না, যদি তিনি এ কাজের জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হন। তাঁর বিচারশক্তি হবে তার চরিত্রের অনুরূপ, জনতার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হবে সমলোচনার অতীত। অন্যান্য শাসনব্যবস্থার চাইতে তাঁর শাসনে শত্রু ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে অনেক বেশি। গোষ্ঠীতন্ত্রে যেহেতু, কিছুসংখ্যক লোক পাব্লিক সার্ভিসে বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগতা করছে সে কারণে তার অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি; প্রত্যেকেই চায় উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করতে এবং তার প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করতে; তাই, তাদের মধ্যে শুরু হয় ঝগড়াবিবাদ। ব্যক্তিগত ঝগড়া রূপ নেয় প্রকাশ্য বিরোধের এবং হানাহানি ও রক্তপাতের। এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া; আর এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে, রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বোত্তম। এদিকে গণতন্ত্রে দুর্নীতি অবশ্যম্ভাবী; এক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট সার্ভিসে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের রূপ নেয়না, বরং নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্ম দেয়; দুর্নীতির জন্য দায়ী লোকেরা জোট বাঁধে এবং সবাই একে অপরকে সমর্থন করে। এভাবে, চলতে থাকে যতোক্ষণ না, কেউ না কেউ এগিয়ে আসে জনগণের পক্ষ হয়ে লড়বার জন্য, এবং দুর্নীতির আখড়াটি, যার সদস্যরা নিজেদের স্বার্থছাড়া কিছুই বোঝে না, ভেঙে দেয়। এতে করে সে জনতার বাহবা কুড়ায় এবং শীঘ্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে; আর এসবই হচ্ছে প্রমাণ যে, রাজতন্ত্রই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। সংক্ষেপে ঃ আমরা আমাদের স্বাধীনতা কোত্থেকে পেয়েছি এবং কে আমাদের তা দিয়েছে? স্বাধীনতা কি গণতন্ত্রের ফল? — না গোষ্ঠীতন্ত্রের ফল, অথবা রাজতন্ত্রের ফল? আমাদের মুক্তি দিয়েছেন একজন মানুষ এবং একারণে, আমার প্রস্তাব এই যে, আমাদের সেই সরকারপরিচালন ব্যবস্থা রক্ষা করা উচত এবং আমাদের আরো উচিত, প্রাচীন আইন কানুন, যা অতীতে আমাদের উপকার করেছে সেসব পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। আমরা যদি তা বদল করবার চেষ্টা করি, তা শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।”

তিনটি বক্তৃতায় তিনটি মত ব্যক্ত হয়। চতুর্থ ব্যক্তি, যিনি কোনো কথা বলেননি, তিনি সমর্থন করলেন সর্বশেষ মতটি। ওতানেস, যিনি আইনের সম্মুখে সকলেই সমান,

এই মতের ওকালতি করেছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, সিদ্ধান্তটি তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাই তিনি আরেকটি বক্তৃতা করেন — "বন্ধুগণ", তিনি বললেন," "একথা পরিষ্কার যে রাজা আমাদেরই মধ্যে কেউ না কেউ হবেন; আমরা এজন্য লটারি করি অথবা ইরানের সবলোককে আহ্বান করি, আমাদের মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ করে নিতে, অথবা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে — যাই করি না কেন; রাজমুকুটের জন্য আমি তোমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না, কারণ, শাসন করবার ইচ্ছা আমার নেই — কিংবা, শাসিত হবার বাসনাও আমার নেই। তাই একটি শর্তে আমি সরে পড়ছি ঃ আমাকে বা আমার বংশধরদের কাউকে যেন বাধ্য করা না হয় তোমাদের সেই একজনের শাসনের নিকট নতজানু হতে, যে রাজা হবে — সে যেই হোক।" অপর ছ'জন তাতে রাজি হয়ে যায়। ফলে ওতানেস তাঁর দাবি পরিত্যাগ করেন। আজো, সমগ্র ইরানে ওতানেসের পরিবারই হচ্ছে একমাত্র আজাদ পরিবার, এবং এই পরিবারের সভ্যরা কেবল তাদের পচ্ছন্দ মতো রাজার নিকটই বশ্যতা স্বীকার করেন; তবে তারা অন্য সবের মতোই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

তখন বাকি ছ'জন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন, সিংহাসনে কে বসবেন তা নির্ণয় করার সবচেয়ে নিরপেক্ষ পন্থা নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁরা একমত হলেন যে, যদি তাঁদের কারো নসিবে সিংহাসন জুটে যায় তাহলে ওতানেস এবং তাঁর বংশধরেরা প্রতিবছরই পাবেন একপ্রস্ত মিডীয়ান লেবাস, এবং এমন সব ইনাম, যাকে ইরানিরা সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে। এগুলি তাঁরা পাবেন — ওতানেস মাজুসির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারই প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ। কারণ, এ ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা এবং মুখ্য সঙ্গঠক তিনিই ছিলেন। এই সুবিধা কেবল ওতানেসই পারেন। আরো একটি ব্যাপারে তাঁরা একমত হন ঃ অর্থাৎ সাতজনের যে কোনো একজনের রাজপুরীতে সকলের অগোচরে প্রবেশের অনুমতি, — কেবল রাজা যখন কোনো রমণীর সাথে বিছনায় আছেন, সেই সময় ছাড়া। তাঁরা আরো একটি বিষয়ে একমত হলেন ঃ এই সাতটি পরিবারের বাইরে আর কোথাও রাজার বিয়ে করা উচিত হবেনা। কে রাজা হবেন তা স্থির করার জন্য, তাঁরা প্রস্তাব করলেন, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হবেন নগরীর কিনারায় গিয়ে এবং যার ঘোড়া সূর্য ওঠার আগেই চিহিচিহি করে উঠবে তিনিই সিংহাসন পাবেন।

ঈবারেস নামে দারায়ূসের এক চালাক গোলাম ছিলো। সভা ভঙ্গের পর তিনি ওর নিকট যান এবং তাঁরা যে ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে কথা তাকে বলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের ঘোড়ায় সওয়ার হবেন এবং সূর্যোদয়ের সাথে প্রথমে যার ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করবে তাঁকেই সিংহাসন দেয়া হবে। "কাজেই," তিনি বললেন, "তুমি যদি কোনো কৌশল বের করতে পারো — তোমার সাধ্যে যা কুলায়, করো, — যাতে পুরস্কারটি আমিই পেতে পারি এবং অন্য কেউ না পায়।"

"হুজুর," ঈবারেস জবাব দেয়, "যদি আপনার সিংহাসন পাওয়ার সম্ভাবনা এ ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর না করে, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনি — কেবল আপনিই রাজা হবেন, আর কেউ নয়। আমি একটি মন্ত্র জানি যাতে আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে।"

"যদি তুমি এমন কিছু জানো যা দ্বারা তা করতে পারো, তাহলে, তোমার জলদি করা উচিত, এবং কাজে লাগানো উচিত। আসছে কালই হচ্ছে সেই দিন — কাজেই, সময় বেশি নেই।"

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঈবারেস, আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, আস্তাবল থেকে দারায়ূসের ঘোড়ার বিশেষ প্রিয় ঘোড়ীটাকে বের ক'রে নগরীর কিনারে নিয়ে বেঁধে রাখে। তারপর সে ঘোড়াটিকে এনে ঘোড়ীটার চারপাশে বারবার হাঁটায় বৃত্তের আকারে, ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসা বৃত্তে, ঘোড়ীটার নিকট থেকে নিকটে এনে — এবং শেষ পর্যন্ত, ঘোড়াটিকে চড়তে দেয় ঘোড়ীটার উপর। পরদিন, সূর্যোদয়ের ঠিক আগে আগে, ছয় বন্ধু, তাদের কথা মতো, নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে আসে শহরের কিনারে এবং পূর্বরাত্রে, যে-জায়গায় ঘোড়ীটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো সেখানে পৌছানোর পর, দারায়ূ-সের ঘোড়া সম্মুখ পানে ধাবিত হয় এবং হ্রেষাধ্বনি করে ওঠে। ঠিক সেই সময়ই আসমান যদিও পরিষ্কার ছিলো, বিদুৎ চমকে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হলো বজ্রধ্বনি। এই দুই মোজেজা ঐশী ব্যাপার বলে মনে হলো; দারায়ূসের নির্বাচন নিশ্চিত হলো, বাকি পাঁচজন তাদের ঘোড়া থেকে নেমে মাথা নিচু করে মাটি ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করলো।

ঈবারেস কি করে ঘোড়াটির দ্বারা হ্রেষাধ্বনি করিয়েছিলো এটি হচ্ছে তারই একটি বিবরণ। ইরানিরা আরো একটি কাহিনী বলে থাকে। সে নাকি তার ঘুড়ীটির ভগদেশে ঘর্ষণ করে এবং পরে সে হাত তার পাজামার ভেতরে লুকিয়ে রাখে। যখন সূর্য উঠছিলো এবং ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেবার আয়োজন হচ্ছিলো, সেই সময় ঈবারেস তার হাত বের করে দারায়ূসের ঘোড়ার নাকের কাছে ধরে; সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটি ঘোড়ীর গন্ধে হাঁচি দেয় এবং হ্রেষাধ্বনি করে ওঠে।

এভাবে দারায়ূস ইরানের রাজা হলেন। সাইরাস এবং ক্যামবিসেসের বিজয়ের পর, দারায়ূসের রাজ্য বিস্তৃত হয় গোটা এশিয়ায় — কেবল আরব দেশ ছাড়া। আরবরা কোনোকালেই পারস্যের অধীনতা স্বীকার করেনি — তবে দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তখন থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, যখন আরবরা ক্যামবিসেসকে তার মিশর অভিযানের জন্য রাস্তা দিয়েছিলো তাদের নিজেদের দেশের মধ্য দিয়ে। এই সাহায্য ছাড়া, তাঁর পক্ষে মিশর অভিযান সম্ভব হতোনা।

দারায়ূস প্রথম বিয়ে করেন সাইরাসের দু'কন্যা — এভোসা ও আর্তাইস্তোনে'কে। এর আগে এভোসার প্রথম বিয়ে হয়েছিলো তার ভাই ক্যামবিসেসের সাথে এবং পরে মাজুসির সাথে। আর্তাইস্তোনে ছিলেন কুমারী। এরপর দারায়ূস বিয়ে করেন সাইরাসের

পুত্র স্মার্দিসের কন্যা পারমীসকে। তাছাড়া, তিনি ওতানেসের কন্যাকেও বিয়ে করেন, যে ওতানেস মাজুসিদের আসল পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

তাঁর ক্ষমতা যখন রাজ্যের সর্বত্র সবাই অনুভব করছে তখন তাঁর প্রথম কাজ হলো, একটি শিলা-স্তম্ভ তৈরি করা, যাতে খোদাই থাকবে ঘোড়ার উপর সওয়ার একটি প্রতিকৃতি, আর এই লিপিটি ঃ "হিসতাসপিসের পুত্র দারায়ূস তাঁর ঘোড়া ও তাঁর দাস ঈবারেসের সাহায্যে লাভ করেছিলেন সিংহাসন।" ঘোড়াটির নামও তাতে খোদাই করা হয়। শিলা-স্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছিলো ইরানের অভ্যন্তরে। এরপর তিনি কুড়িটি প্রাদেশিক গভর্নরের পদ সৃষ্টি করেন; এদেরকে বলা হতো 'সাতরাপ'। কয়েকজন গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জাতির দেয় কর নির্ধারিত হয়; শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রতিবেশী জাতিগুলিকে একটি মাত্র ইউনিটভূক্ত করা হয়; দূরবর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলিকে কোনো না কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সুবিধার খাতিরে।

বিভিন্ন প্রদেশের দেয় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার আগে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যারা রৌপ্য মুদ্রায় রাজস্ব দিতো তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ব্যাবিলনের ওজন ব্যবহার করতে, এবং স্বর্ণ মুদ্রার মাপের জন্য অনুমোদিত ছিল ইউবীয়ান ওজন। ব্যাবিলনীয় মূদ্রার মূল্য ছিলো ইউবীয়ান মুদ্রার ১ $\frac{১}{৬}$। সাইরাস এবং ক্যামবিসেসের রাজত্বকালে নির্দিষ্ট কোনো কর ছিলো না; শুধুমাত্র উপহার উপঢৌকন থেকেই রাজস্ব আসতো। যেহেতু দারায়ূস নিয়মিত ট্যাক্স ধার্য এবং এ ধরণের অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সে কারণে ইরানের লোকেরা বলে যে, দারায়ূস ছিলেন একজন সওদাগর, ক্যামবিসেস একজন প্রজা-পীড়ক এবং সাইরাস হচ্ছেন একজন পিতা — কারণ, প্রথম ব্যক্তি ব্যস্ত ছিলেন নিজের লাভ নিয়ে, তা যেভাবেই পাওয়া যায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন কঠোর এবং প্রজাদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন এবং তৃতীয় ব্যক্তি সাইরাস, তাঁর চিত্তের দয়ার্দ্রতার কারণে, জনকল্যাণের পরিকল্পনায় সর্বদা মগ্ন ছিলেন। এখন নিম্নে বিশটি প্রদেশ কর্তৃক দেয় রাজস্বের বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

প্রথম ঃ আইয়োনীয়ান, এশিয়াস্থিত ম্যাগনেসীয়ান, ঈওলীয়ান, ক্যারীয়ান, লাইসীয়ান, মিলীয়ান ও প্যামফাইলীয়ানেরা মিলিতভাবে কর দিতো মোট ৪০০ শত রৌপ্যমূদ্রা।

দ্বিতীয় ঃ মাইসীয়ান, লিডীয়ান, ল্যাসনীয়ান, ক্যাবালীয়ান ও হাইতেনীয়ানরা দিতো মোট ৫০০ ট্যালেন্ট রৌপ্য মূদ্রা।

তৃতীয় ঃ হেলেসপোন্টের দক্ষিণ তীরের বাসিন্দারা, ফ্রাইজীয়ান, এশিয়াস্থিত থ্রেসীয়ান, প্যাফলাগোনীয়ান, ম্যারিআন্দিনীয়ান ও সিরীয়ানরা কর দিতো মোট ৩৬০ ট্যালেন্ট রৌপ্য।

চতুর্থ ঃ সিলিসীয়ানরা ৫০০ রৌপ্য ট্যালেন্ট ও তার সাথে ৩৬০ টি সাদা ঘোড়া (বৎসরের প্রতিদিনের জন্য একটি ক'রে) কর দিতো। উপরোক্ত অর্থের মধ্যে

১৪০ মুদ্রা ব্যয় করা হতো সিলিসিয়াকে পাহারা দেবার জন্য ঘোড়সওয়ার দল পুষতে; বাকি মুদ্রা চলে যেতো দারায়ুসের নিকট।

পঞ্চম ঃ অ্যাম্ফিআরাউসের পুত্র অ্যাম্ফিলোকাস কর্তৃক, আরবী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে (কারণ আরব ছিলো করমুক্ত এলাকা) — মিশর, সিলিশিয়া এবং সিরিয়ার সীমান্তে স্থাপিত পসিডিয়াম নামক শহর থেকে আসতো ৩৫০ ট্যালেন্ট। এই প্রদেশের মধ্যে রয়েছে গোটা ফিনিসীয়া, এবং সিরিয়ার সেই অংশ যাকে ফিলিস্তিন বলা হয়, — আর রয়েছে সাইপ্রাস।

ষষ্ঠ ঃ সীমান্তবাসী লিবীয়ানগণসহ মিশর এবং সাইরেনি ও বার্কা শহর (দুই মিশর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত) কর দিতো ৭০০ ট্যালেন্ট; এছাড়া দিতো মোসারিজা নামক হ্রদের মাছের টাকা এবং মেমফিসের শুভ্র কিল্লায় অবস্থিত ইরানি ফৌজ ও তাদের অনুসঙ্গীদের জন্য ১২০,০০০ বুশেল খাদ্যশস্য।

সপ্তম ঃ সাত্তাজিদীয়ান, গ্যাণ্ডারীয়ান দ্যাডিকী ও অ্যাপরীতাইরা একসঙ্গে দিতো ১৭০ ট্যালেন্ট।

অষ্টম ঃ সিস্তিয়ার অবশিষ্ট অংশসহ সুসার দেয় করের পরিমাণ ছিলো ৩০০ ট্যালেন্ট।

নবম ঃ ব্যাবিলন এবং আসিরিয়া থেকে আসতো ১০০০ ট্যালেন্ট আর ৫০০ খোজা বালক।

দশম ঃ একবাতানা এবং প্যারিক্যানীয়া ও ওর্থকোরিব্যান্তিস–সহ বাকি মিডিয়ার কাছ থেকে কর আসতো ৪৫০ ট্যালেন্ট।

একাদশ ঃ কাস্পিয়ান, পৌসিকাই, পন্তিমথি এবং দারিতাইদের কাছ থেকে পাওয়া যেতো মোট ২০০ ট্যালেন্ট।

দ্বাদশ ঃ ব্যাক্ট্রিয়া এবং এগিলি পর্যন্ত তাদের প্রতিবেশিরা কর দিতো ৩৬০ ট্যালেন্ট।

ত্রয়োদশ ঃ প্যাকতাইকা এবং কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত তাদের প্রতিবেশিগণসহ আর্মেনীয়ানরা কর দেয় ৪০০ ট্যালেন্ট।

চতুর্দশ ঃ সাগর্তিয়া, সারাঙ্গিয়া, ছামানীয়া, উতিয়া, মাইসি, এবং তাদের সাথে পারস্য উপসাগরের বাসিন্দাগণ, যেখানে রাজা যুদ্ধকালে বন্দি এবং অন্যান্য উদ্বাস্তুদের নির্বাসন দিতেন, ৬০০ ট্যালেন্ট কর দিতো।

পঞ্চদশ ঃ স্যাকী এবং কাস্পিয়ানরা দিতো ২৫০ ট্যালেন্ট।

ষোড়শ ঃ পার্থিয়া, খোরামীয়ান, সোগদীয়ান এবং আরীয়ানদের কাছ থেকে কর আসতো ৩০০ ট্যালেন্ট।

সপ্তদশ ঃ প্যারিক্যানীয়ান এবং এশিয়ান ইথিয়োপীয়ানরা দিতো ৪০০ টালেন্ট।

অষ্টাদশ ঃ ম্যাশিনিয়া, স্যাসপাইরেস এবং অ্যালাপোদীয়ানরা দেয় ২০০ ট্যালেন্ট।

উনবিংশ ঃ মশচি, তিবারেনি, ম্যাকরোনিস, মসিনীশি এবং ম্যারসের কাছ থেকে কর আসতো ৩০০ ট্যালেন্ট।

বিংশ ঃ ভারতীয়রা, জ্ঞাত বিশ্বে সর্বাধিক জনবহুল জাতি, দিতো সবের চেয়ে বেশি — তাদের কাছ থেকে কর পাওয়া যেতো সবচেয়ে মোটা অঙ্কের — স্বর্ণ রেণুতে তৈরি ৩৬০ ট্যালেন্ট।

এখানে উল্লেখিত ব্যাবিলনীয়ান ট্যালেন্টকে ইউবীয়ান ট্যালেন্টে রূপান্তরিত করলে তাদের মোট করের পরিমাণ হবে — ৯৮৮০ মুদ্রা, এবং সোনার মূল্য যদি রূপার চাইতে তেরোগুণ বেশি ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে ভারতীয় স্বর্ণচূর্ণের পরিমাণ হবে প্রায় ৪৬৮০ ট্যালেন্টের সমান। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, দারায়ুসের বার্ষিক রাজস্বের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫৬০ ইউবীয়ান ট্যালেন্ট অর্থাৎ প্রায় ৩,৫৫২,০০০ পাউণ্ড; এর থেকে অবশ্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য আয় বাদ দেয়া হয়েছে।

এশিয়া থেকে এবং লিবিয়ার কিছু অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে এই। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আরো রাজস্ব আসে দ্বীপসমূহ থেকে এবং থেসালি পর্যন্ত য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। পারস্যের রাজারা সম্পদ মজুত করার যে পন্থাটি অবলম্বন করেন তা এই ঃ ধাতুকে গলিয়ে তারা মাটির পাত্রে ঢালেন, তারপর, পাত্রগুলির খোল ভেঙে ফেলা হয় এবং থাকে শুধু জমানো ধাতুটি। যখনি অর্থের দরকার হয় তখনি চাহিদা মতো মুদ্রা তৈরি করা হয়।

প্রদেশগুলির তালিকা, তারা কর হিসাবে যা দিতো তাসহ, এখানেই শেষ হলো। একটিমাত্র দেশ, যার কথা উল্লেখ করিনি, যে দেশ কোনো কর দেয় না, সে হচ্ছে খোদ ইরান। সে কোনো কর দেয় না বলেই তার উল্লেখ করা হয়নি। এমন কতকগুলি জাতি ছিলো যাদের উপর কোনো নিয়মিত ট্যাক্স ধার্য করা হয়নি। এসব দেশ উপঢৌকন পাঠাতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিশর সীমান্তের ইথিয়োপীয়ানদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লোকগুলিকে ক্যামবিসেস খাস ইথিয়োপিয়া অভিযানকালে পরাভূত করেছিলেন। এরা হচ্ছে সে সব মশহুর দীর্ঘজীবী ইথিয়োপীয়ান যারা পবিত্র নাইসা পর্বতের আশ-পাশের অঞ্চলগুলি দখল করে আছে; ওরা দিওনাইসিয়াসের সম্মানে উৎসব করে থাকে। ওরা এবং ওদের নিকট প্রতিবেশিরা যে সব শস্য ব্যবহার করে সেগুলো আর ক্যালেনতীয়ান ভারতীয়দের ব্যবহৃত খাদ্যশস্য একই। ওরা বাস করে মাটির নিচে। প্রতি দ্বিতীয় বছর এই দুই জাতি আনতো এবং এখনো এনে থাকে প্রায় এক সের চার ছটাক অশোধিত সোনা, আবলুস কাঠের দু'শত গুঁড়ি, এবং কুড়িটি হাতির দাঁত। তাছাড়া, খলকীয়ান এবং তাদের ও কৌকাসুসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রতিবেশিরাও স্বেচ্ছায় রাজস্ব পাঠাতো। কৌকাসুস হচ্ছে উত্তর দিকে সাম্রাজ্যের সীমা; এর উত্তরে সবকিছুই ইরানের প্রভাব বলয়ের বহির্ভূত। ওরা ইনাম পাঠাতো প্রতি চতুর্থ বছরে, এবং এখনো পাঠায় একশো

বালক এবং একশো বালিকা। সর্বশেষে, আরবরা প্রতিবছর উপঢৌকনস্বরূপ আনতো একহাজার ট্যালেন্টের গুগগুল — ওজনে প্রায় সাড়ে পঁচিশ টন। নিয়মিত শুল্কের উপরে, রাজা এই রাজস্বই পেতেন।

হিন্দুস্তানীরা কি পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ সোনা উৎপাদন করে, যার ফলে তাদের পক্ষে ইরানে স্বর্ণরেণু আনা সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলবো। হিন্দুস্তানের পূর্বদিকে রয়েছে এক বালি মরু। বলতে কি, যে সব এশিয়াবাসী সম্বন্ধে আমরা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান রাখি তাদের পূর্বাঞ্চলে বাস করে হিন্দুস্তানীরা; তাদের ছাড়িয়ে যে দেশ তা হচ্ছে বসতিশূন্য, মরুভূমি। হিন্দুস্তানে বহু গোত্র বাস করে — তারা ভিন্নভিন্ন ভাষায় কথা বলে; তাদের কেউ পশুচারী এবং যাযাবর, কেউ কেউ তা নয়। কেউ কেউ জলা অঞ্চলে নদীতীরে বাস করে, এবং কাঁচা মাছ খায়; নল খাগড়ার তৈরি নৌকা দিয়ে তারা এই মাছ ধরে; প্রত্যেকটি নৌকা একটি মাত্র জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। নদীতে এক ধরনের নল জন্মায়; তাই যোগাড় করে ওরা আছড়িয়ে-পিটিয়ে নরম করে নিয়ে তার দ্বারা এক ধরনের মাদুরের মতো বানায়, তারপর বুক ঢাকার জন্য সেটি ব্যবহার করে, বক্ষাবরণের মতো। আরো পূর্বদিকের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে 'পদী'; ওদের খাদ্য হচ্ছে কাঁচা গোশত। এদের সাধারণ জীবনপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে — ওদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ওর ঘনিষ্ট সঙ্গীরা নাকি ওকে হত্যা করে ফেলে — কারণস্বরূপ বলা হয়, রোগে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দিলে তার গোশত নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় অক্ষম ব্যক্তিটি আপত্তি জানিয়ে বলে যে, তার তেমন কোনো অসুখবিসুখ নেই, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। তার বন্ধুরা তার আপত্তি গ্রাহ্য করে না; তারা তাকে হত্যা করে তার গোশত মজা করে খায়। রোগীটি রমণী হলেও কোনো পার্থক্য নেই; পুরুষরা যা করে থাকে তার নারীবন্ধুরাও ঠিক তাই করে থাকে। কারো যদি দীর্ঘদিন বাঁচার মতো সৌভাগ্য হয় তখন তাকে বলি দেয়া হয়, এবং তার গোশত ভক্ষণ করা হয়। এরকম ব্যাপার অবশ্য কমই ঘটে থাকে — কারণ, বুড়ো হওয়ার আগেই, প্রায় সকলেরই কোনো না কোনো রোগ হয়ে থাকে এবং তাদের বন্ধুরা তাদের বুড়ো হবার আগেই হত্যা করে থাকে।

আরো একটি জাতি আছে, যাদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কোনো রকমের প্রাণী হত্যা করেনা; তারা কোনো বীজ বোনে না, তাদের ঘরবাড়ি নেই, তারা সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী। ওদের দেশে বনেজঙ্গলে একটি উদ্ভিদ জন্মায়; ভুট্টার দানার মতো বড়ো খোসার ভেতর এর বীজগুলি থাকে। ওরা এগুলো সংগ্রহ করে খোসাসহ সিদ্ধ করে খায়। এই জাতির কেউ অসুস্থ হলে, সে তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে কোনো পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে চলে যায়, মৃত্যুর কোলে আত্ম-সমর্পণের জন্য এবং কেউই আর তার অসুখ বা মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেনা।

আমি যে সব হিন্দুস্তানী জাতির কথা উল্লেখ করেছি তারা সকলেই গরুর মতো প্রকাশ্যে যৌনবিহার করে তাদের সকলের গাত্রবর্ণ প্রায় একই — অনেকটা হাবশীদের মতো। অন্যান্য জাতির শুক্রের মতো তাদের শুক্র সাদা নয়, বরং তাদের গাত্রচর্মের

মতোই কালো। হাবশীদের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। দেশটি ইরান থেকে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত; ওদেশের লোকেরা কখনো দারায়ুসের প্রজা ছিলো না।

আরো উত্তরে, কসপাতিরুস ও পাকটিকার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে আরো হিন্দী রয়েছে, যাদের জীবনপদ্ধতি ব্যাক্ট্রীয়ানদের জীবনপদ্ধতির অনুরূপ। ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে এরাই হচ্ছে সবচেয়ে যুদ্ধ প্রিয় জাতি; এরাই স্বর্ণ সংগ্রহ করে থাকে — কারণ হিন্দের এই অঞ্চলেই মরুভূমি রয়েছে। এই মরুভূমিতে এক ধরণের বিশাল আকৃতির পিঁপড়া আছে — খেঁকশিয়ালের চাইতে বড়ো, যদিও কুকুরের মতো ততো বড়ো নয়। এখানে যে সব পিঁপড়া ধরা হয়েছিলো তার কিছু কিছু নমুনা পারস্য-রাজের প্রাসাদে রাখা হয়েছে। এই প্রাণীগুলি, আমাদের দেশের পিঁপড়ার মতোই, গর্ত খোড়ার সময় বালু উপরে তুলে স্তূপীকৃত করে; দেখতে ওগুলো আমাদের দেশের পিঁপড়ার মতোই। এই বালুর মধ্যে প্রচুর স্বর্ণরেণু থাকে। হিন্দীরা যখন মরুভূমিতে অভিযানে বের হয় তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে এই স্বর্ণরেণু। প্রত্যেক লোক তিনটি উটকে পাশাপাশি এক সাথে বাঁধে; মাঝেরটি উষ্ট্রী এবং পাশের দুটি উট; উট দুটির মুখে লাগাম পরানো থাকে এবং উষ্ট্রীর উপর লোকটি সওয়ার হয়। এজন্য এমন উষ্ট্রী বেছে নেয়া হয় যে মাত্র কিছুদিন আগে বাচ্চা দিয়েছে। ওদের উটগুলি ঘোড়ার মতোই দ্রুতগামী এবং বাহন হিসাবে অনেক বেশি শক্তিশালী। এখানে উটের বর্ণনা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ, গ্রীকরা উটের আকৃতির সাথে পরিচিত। তবে একটা জিনিষ আমি এখানে উল্লেখ করবো, যা তাদের কাছে নতুন বলে গণ্য হবে। উটের পেছনের পায়ে রয়েছে চারটি উরু এবং চারটি হাঁটু; এবং এর যৌন অঙ্গগুলো হচ্ছে পশ্চাতমুখো, লেজের দিকে।

এভাবেই হিন্দীরা অভিযানের জন্য তৈরি হয়। তারা তাদের সময় এভাবে ঠিক করে যাতে দিনের সবচেয়ে উষ্ণ সময়ে সোনা সংগ্রহ করতে পারে, কারণ, তখন গরমে টিকতে না পেরে পিঁপড়া মাটির নিচে চলে যায়। পৃথিবীর এই অংশে, অন্যান্য স্থানের মতো, সূর্যের তাপ দুপুরে নয় সকাল বেলায়ই প্রচণ্ডতম — অর্থাৎ, ভোর থেকে আরম্ভ করে, বাজারে দোকানপাট বন্ধ করার সময় পর্যন্ত। দিনের এই অংশে উত্তাপ গ্রীসের দুপুরের উত্তাপ থেকে অনেক বেশি তীব্র। শোনা যায় এখানকার বাসিন্দারা নাকি এ সময়ে নিজেদেরকে পানিতে ভিজিয়ে রাখে, গরম থেকে বাঁচার জন্য। দুপুরে উত্তাপ কমে যায় এবং এখানকার উত্তাপ তখন অন্যান্য জায়গার মতই এবং বিকাল বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আবহাওয়া হয়ে উঠে অনান্য দেশের খুব সকালের হাওয়ার মতোই স্নিগ্ধ। সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠে, এবং সূর্যাস্তের সময় হয়ে ওঠে প্রকৃতই শীতল।

হিন্দীরা, সোনা যেখানে আছে সেখানে পৌঁছানোর পর, তাদের থলেগুলি বালু দিয়ে ভর্তি করে এবং আবার ঘরের পথ ধরে যতো দ্রুত গতিতে সম্ভব; কারণ, পিঁপড়া (আমরা যদি ইরানিদের কথা বিশ্বাস করি) তাদের গন্ধ পেয়ে তাদের পেছনে তাড়া করে। এদের গতি এতোই দ্রুত যে, পৃথিবীতে কিছুই এদের স্পর্শ করতে পারেনা। কাজেই, একজন হিন্দীর পক্ষেও জান নিয়ে ঘরে ফেরা সম্ভব নয় যদিনা তারা, পিঁপড়াগুলি যখন দলবদ্ধ

হচ্ছে তখনি, যাত্রা শুরু করে দেয়। উটের গতিবেগ উষ্ট্রীর গতিবেগের চাইতে কম বলে উটগুলো পেছনে পড়ে যায় এবং একারণে, ওদের একটির পর একটিকে পেছনে ফেলে, উষ্ট্রীগুলি তাদের শাবকের টানে ধেয়ে চলে সামনের দিকে। শাবকগুলিকে বাড়িতে ফেলে আসা হয়েছে বলে বাড়ির দিকে তারা ছোটে পাগলের মতো।

ইরানিদের মতে, আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি ঠিক এভাবেই বেশিরভাগ সোনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের নিজ এলাকায় খনি থেকেও তারা কিছু সোনা তোলে, তবে খুব বেশি নয়।

একথা সত্য বলে মনে হয় যে, পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলগুলি খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী এবং উত্তম জীবজানোয়ার ও গাছপালা ঐসব এলাকোতেই জন্মায়। মানুষের অধ্যুষিত সবচেয়ে পূবের দেশ হচ্ছে হিন্দ এবং এখানকার জীবজন্তু ও পাখি আর সকল স্থানের জীবজানোয়ার ও পাখির চাইতে আকারে অনেক বড়ো। অবশ্য, এখানকার ঘোড়ার কথা আলাদা; হিন্দের ঘোড়া মিডিয়ার ঘোড়ার চেয়ে নিকৃষ্ট, — মিডিয়ার ঘোড়াই নাইসীয়ান ঘোড়া নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সোনাও পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণে — খনি থেকে যেমন, তেমনি নদীর পানিতে গড়িয়ে আসা তলানি থেকে, অথবা আমার বর্ণিত পন্থায়, পিঁপড়ার নিকট থেকে। বনে জঙ্গলে এখানে এমন একজাতীয় গাছ জন্মায় যা থেকে পাওয়া যায়, সৌন্দর্য ও গুণে, ভেড়ার পশমের চাইতেও উৎকৃষ্টতরো একজাতীয় তুলা, যার দ্বারা হিন্দীরা তাদের কাপড় বোনে।

সবচেয়ে দক্ষিণের দেশ হচ্ছে আরব — আর আরবই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে উৎপন্ন হয় লুবান, মস্তকি, তেজপাতা, দারুচিনি আর লেদানোন নামক একপ্রকার গাম। এর মধ্যে একমাত্র মস্তকি ছাড়া আর প্রত্যেকটি সংগ্রহ করতেই আরবদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। লুবান সংগ্রহ করার সময় ওরা গ্রীস থেকে ফিনিসীয়দের আনীত একপ্রকার গাম পোড়ায়, তার ধোঁয়ায় উড়ন্ত সাপকে তাড়াবার জন্য। এই সকল সাপ, যা মিশরেও অভিযানের চেষ্টা করে থাকে, আকারে ছোটো এবং নানা রঙের হয়ে থাকে। এজাতীয় অসংখ্য সাপ, যেসব গাছে লুবান হয় সেগুলিকে পাহারা দেয়। এদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে পূর্বোক্ত গাম পুড়িয়ে ধোঁয়া তোলা। আরবীয়রা বলে, একটি বিশেষ কারণে, এই সাপগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, — ঠিক যে কারণে, এডার বা তক্ষক শ্রেণীর বিষধর সাপের বংশবিস্তারও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

আর, একথা অবিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে বিধাতা, আমরা তাঁর নিকট যে প্রজ্ঞা প্রত্যাশা করি, সেই প্রজ্ঞাবশে, নিরীহ এবং অন্যের শিকার সকল প্রাণীকেই করেছেন বহু-সন্তানপ্রসূ — যাতে ওদের বংশধারা নিরবচ্ছিন্ন থাকে, অথচ, হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণীগুলি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনুর্বর। নজিরস্বরূপ, পাখি এবং মানুষের কথা উল্লেখ না ক'রে বলা যায় সকল প্রাণীর মধ্যে খরগোস হচ্ছে অতিপ্রজ, এটিই একমাত্র প্রাণী, যার মধ্যে একই সঙ্গে একাধিক গর্ভাধান ঘটে। পরীক্ষা করলে, খরগোসের পেটে আপনি সকল

স্তরের ছানা দেখতে পাবেন — কোনোটির গায় হয়তো পশম গজিয়েছে, কোনোটির এখনো পশম হয়নি, আবার কোনোটি সবে আকার নিতে শুরু করেছে এবং কোনোটি এই মাত্র গর্ভে ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশুর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী এবং শক্তিশালী একটি সিংহী, তার জীবনে মাত্র একটি ছানা প্রসব করে — আর, সে শুধু ছানাই প্রসব করেনা, তার সঙ্গে সে তার গর্ভাশয় পর্যন্ত বের করে দেয়। এর কারণ, জন্মের আগে ছানাটি যখন নড়াচড়া করতে শুরু করে তখন সে তার নখ দিয়ে গর্ভাশয়ের প্রাচীর আচড়াতে থাকে। একথা তো সবাই জানে যে, কোনো প্রাণীর নখই সিংহে নখের মতো অতো ধারালো নয়। জননীগর্ভে তার বয়স যতোই বাড়তে থাকে ততোই সে আরো জোরে জোরে আঁচড় কেটে এগুতে থাকে, তারপর, যখন তার জন্ম আসন্ন হয়ে ওঠে তখন গর্ভাশয়টি প্রায় সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে, এডার এবং আরবের উড়ন্ত সাপ যদি স্বাভাবিকভাবে নিজেদের জন্ম নিতে পারতো, তাহলে কোনো মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। সৌভাগ্যক্রমে, তা হয় না। কারণ, যখন ওরা যৌনক্রিয়ায় মিলিত হয় শুক্রপাতের মুহূর্তে নারীটি পুরুষটির ঘাড়ে কামড় দিয়ে ধরে, এবং এভাবেই কামড়ে ধরে ঝুলে থাকে, যতোক্ষণ না দংশনক্রিয়া শেষ হয়। এভাবে পুরুষটির মৃত্যু হয় — এবং নারীটিকেও, তার স্বভাবের জন্য দিতে হয় খেশারত — কারণ, ওর পেটের বাচ্চাগুলি, ওদের বাপের বদলা নেয় মায়ের নাড়িভুড়ি চিবিয়ে খেয়ে এবং নাড়িভুড়িগুলিকে এভাবে সাবাড় ক'রে দিয়েই ওরা জন্ম নেয় পৃথিবীতে।

অন্য যে সব সাপ মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় সেগুলি ডিম পাড়ে, এবং তা দিয়ে বিপুল সংখ্যক বাচ্চা ফোটায়। আরবদেশে উড়ন্ত সাপ এতো বেশি হওয়ার কারণ এই যে, ঐ জাতীয় সাপ কেবল এ দেশেই আছে, অন্য কোথাও এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবেনা, — অথচ এডার বা কেউটে সাপ দুনিয়ার সব জায়গায়ই মেলে।

আরবের লোকেরা যখন তেজপাতা সংগ্রহ করতে বের হয়, তখন তারা, তাদের চোখ ছাড়া, বাকি সারা গতর এবং মুখ গরু বা অন্য জীবের চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়। তেজপাতার গাছ জন্মায় একটি অগভীর হ্রদে; চার পাশের ভূমিসহ হ্রদটিতে বাদুর জাতীয় প্রাণীদের আড্ডা। এগুলো যেভাবে কিচকিচ করে তা ভীতিপ্রদ। তাছাড়া, ওরা খুবই হিংস্রও বটে। লোকেরা যখন তেজপাতার গাছ কাটে তখন ঐ প্রাণীগুলিকে দূরে রাখতে হয়, যাতে ওরা ওদের চোখের উপর দিতে না পারে। দারুচিনি সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি আরো উল্লেখযোগ্য। দারুচিনি যে কোত্থেকে আসে এবং কোন দেশে যে তা জন্মায়, তা ওরা জানেনা। ওদের কেউ কেউ বড়োজোর এই অনুমানই করতে পারে যে, দিওনাইসিয়াস যেখানে বড়ো হয়েছিলো সেই এলাকার কোথাও দারুচিনি জন্মায়। ওরা বলে, শুকনা বাকলগুলি, যাকে আমরা দারুচিনি বলে জেনেছি, ফিনিসীয়দের বদৌলতে, বড়ো বড়ো একরকম পাখি চঞ্চুলে করে নিয়ে আসে এবং পাহাড়ের ঢালুতে, মাটির তৈরি তাদের বাসায় নিয়ে সেগুলি স্তূপীকৃত করে। এসব জায়গা এমনি দুর্গম যে কোনো মানুষই সেখানে উঠতে পারেনা। আরবীয়রা এই শুকনা বাকলগুলি পাবার যে পন্থা উদ্ভাবন করেছে তা

এই। ওরা মরা গরু, গাধা বা অন্যসব জানোয়ারকে বড়ো বড়ো খণ্ডে কাটে; তারপর সেগুলিকে ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যায় এবং পাখির বাসার কাছে মাটিতে রেখে দেয়। এরপর ওরা একটা নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়ে এবং পাখিগুলি নিচে নেমে গোশতের বড়ো বড়ো খণ্ডগুলোকে বাসায় নিয়ে যায়। কিন্তু বাসাগুলি খুব মজবুত না হওয়ায় গোশতের ভারে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। তখন লোকগুলি ছুটে এসে দারুচিনি সংগ্রহ করে এবং পরে তা অন্য দেশে রপ্তানি করে। ওদের লেদানোন — আরবীয়রা যাকে বলে 'লেদানাম' — সংগ্রহের পদ্ধতিটি আরো বিচিত্র। বস্তুটি যদিও খুব সুগন্ধি তবু এটি পাওয়া যায় খুবই দুর্গন্ধ স্থানে — আঠার মতো এ জিনিষটি লেগে যায় পাঁঠার দাড়িতে, যখন সে বনের মধ্যে দিয়ে লতাপাতা খেতে খেতে এগুতে থাকে। বহু রকমের সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে এটি একটি উপাদান হিসাবে কাজে লাগে। আরবীয়রা প্রধানত এই জিনিষটিকেই পোড়ায় লুবান হিসাবে।

আরবের গন্ধদ্রব্য সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু বললাম। এখন শুধু আমাকে একথাটাই যোগ করতে হয় যে, গোটা দেশটাই এমন একটি সুগন্ধি নিশ্বাস ফেলছে যা অপার্থিব — পার্থিব খোশবু থেকে খুব ভিন্ন।

আরো যে একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য সে হচ্ছে আরবের ভেড়া। এদেশে এমন দু'জাতের ভেড়া আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায়না। ওদের একজাতের লেজ এতোই লম্বা যে সাড়ে চারফুটের কম কিছুতেই নয়, মাটির উপর তা টেনে টেনে চলতে দিলে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে তাতে ঘা হয়ে যাবে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য রাখালরা, যারা ছুতারের কাজেও বেশ ওস্তাদ, ক্ষুদ্রাকৃতির গাড়ি বানিয়ে, প্রত্যেক ভেড়ার লেজের নিচে একটি গাড়ি — বেঁধে দেয়, যাতে লেজ মাটিতে না পড়ে। অন্যজাতের ভেড়ার লেজ চেপ্টা — প্রায় আঠারো ইঞ্চি চওড়া।

দক্ষিণ পশ্চিমদিকে, দূরতম অধ্যুষিত দেশ হচ্ছে আবিসিনিয়া। এখানে সোনা পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণে এবং জঙ্গলে পাওয়া যায় বিশালকায় হাতী, আবলুশ কাঠ, এবং সকল রকমের গাছ, গাছড়া। আর এখানকার মানুষরাও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ, দেখতে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে দীর্ঘজীবী।

এশিয়া এবং লিবিয়ার সর্বশেষ সীমানার দেশগুলি সম্পর্কে বক্তব্য এ পর্যন্ত। ইউরোপের সুদূর পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য আমার জানা নেই — কারণ, অগ্রীক লোকেরা এরিদানুস নামক যে নদীর গল্প বলে থাকে আমি তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। নদীটি উত্তর সাগরে গিয়ে পড়েছে, যেখান থেকে 'আম্বর' আসে বলে লোকে মনে করে। টীনদ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি কিছু জানিনে, যেখান থেকে আমরা টীন পাই বলে লোকে মনে করে। প্রথমত, 'এরিদানুস' নামক শব্দটি বিদেশী নয়, বরং গ্রীক; শব্দটি কোনো না কোনো কবি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমি এমন কাউকে পাইনি, যে আমাকে ইউরোপ ছাড়িয়ে যে সমুদ্র রয়েছে উত্তরে এবং পশ্চিমে সে খবর দিতে পারে। তা সত্ত্বেও, এতে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, পৃথিবীর প্রান্তদেশ থেকে

আমাদের নিকট টীন এবং আম্বর আসে। এতে সন্দেহ নেই যে, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে স্বর্ণ রয়েছে বিপুল। কিন্তু এই স্বর্ণ যে কি করে উৎপাদিত হয় সে এক রহস্য। বলা হয় যে, এক চক্ষু 'অ্যারিমাসপীয়ানরা' প্রহরারত গ্রিফিনদের[১] নিকট থেকে স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এক চক্ষু মানুষে বিশ্বাস করি না, যারা অন্য সবদিক দিয়ে আমাদেরই মতো। যাই হোক, একথা সত্য বলে মনে হয় না যে, অধ্যুষিত পৃথিবীর চতুঃসীমার দেশগুলি সবচাইতে দুর্লভ এবং সুন্দর জিনিষগুলি উৎপাদন করে থাকে।

এশিয়াতে এমন একটি স্থান আছে, যা একটি পর্বতমালা দ্বারা চারদিকে ঘেরা। অবশ্য এই পাহাড়গুলি পাঁচটি আলাদা আলাদা জায়গায় বিচ্ছিন্ন। এই ভূমি খণ্ডটির মালিক ছিলো কোরাজমীয়ানরা। স্থানটি পাঁচটি আলাদা আলাদা জাতির সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই জাতিগুলি হচ্ছে ঃ কোরাজমীয়ান, হীরকানীয়ান, পার্থীয়ান, সারাঙ্গীয়ান ও ছামানীয়ান। কিন্তু শক্তি হিসাবে ইরানিদের অভ্যুদয়ের পর থেকেই, এ অঞ্চলটি ইরানের রাজার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। এই পতর্বমালার কোনো এক স্থান থেকে একটি উল্লেখযোগ্য নদী প্রবাহিত হয়। নদীটির নাম এসেস। এই নদীই, আমি যে সব জাতির কথা উল্লেখ করেছি সেগুলিকে পানি সরবরাহ করতো, পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে; পৃথক পৃথক নালা বেয়ে সেই পানি স্বতন্ত্র গিরিবর্তের মধ্য দিয়ে গিয়ে পড়তো একেকটি জাতির এলাকায়। এখন যেহেতু, ইরানিরাই এদেশের প্রভু, এজন্য উপরোক্ত জাতিগুলির লোকেরা খুবই অসুবিধায় পড়েছে; কারণ, বাদশাহ গিরিবর্তগুলি বন্ধ করে দিয়ে সুইস গেট তৈরি করেছেন পানি প্রবাহ রোধ করার জন্য। এর ফলে, এককালে যা একটি সমতল অঞ্চল ছিলো তাই এখন একটি মস্ত বড়ো হ্রদে পরিণত হয়েছে। নদীটি আগের মতোই বয়ে চলেছে। কিন্তু পানি নিষ্কাশনের আর কোনো পথই তার নেই। এর পরিণাম এই পানির উপর নির্ভরশীল এই লোকগুলির জন্য খুবই মারাত্মক হয়েছে। শীতকালে আর সবেরই মতো ওরাও নিশ্চয়ই বিষ্টি পায়, কিন্তু তাদের নদীর পানির দরকার হয় তখন যখন তারা গ্রীষ্মকালে জোয়ার, ভূট্টা এবং তিল বোনে। কাজেই যখন তারা পানির অভাবে পড়ে, তারা তাদের স্ত্রীদেরসহ দলবলে গিয়ে হাজির হয় পারস্যে এবং রাজ-প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে হৈহল্লা চিৎকার শুরু করে, যতোক্ষণ না রাজা সুইসগেটগুলি খুলে দেয়ার হুকুম দেন। এবং সে যে গোত্রই হোক না কেন, যার পানির দরকার সবচেয়ে বেশি তারই দিকে পানি বয়ে যেতে দেয়া হয়। জমিন যখন তার প্রয়োজনীয় পানি পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে সুইসগেটগুলি তখন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরে রাজা পালাক্রমে প্রত্যেকটি গেট খোলার আদেশ দেন, বাকি জাতিগুলির প্রয়োজন মতো। আমি শুনেছি, নিয়মিত শুল্কের উপর আরো অনেক মোটা অঙ্ক আদায় করার পর রাজা সুইসগেটগুলি খোলার হুকুম দিয়ে থাকেন।

---

১. কল্পিত জীব — যার মাথা ও পাখা ঈগলের মতো এবং দেহ সিংহের মতো।

মাজুসিদের বিরুদ্ধে সাত ইরানিদের অভ্যুত্থানের পরপরই, তাদেরই একজন, ইন্তাফ্রানেসের ফাঁসি হয়। অপরাধ এই যে সে রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি যথোচিত ইজ্জৎ দেখাতে পারেনি। দারায়ুসের সাথে তার কাজ ছিলো বলে সে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু, আগেই এ বিষয়ে তারা একমত হয়েছিলো যে, না জানিয়েই ষড়যন্ত্রকারীদের যে কেউ রাজার সাথে দেখা করতে পারবে, যদি না রাজা সেই মুহূর্তে কোনো রমণীর সঙ্গে শয্যায় অবস্থান করেন। একথার তাৎপর্য চিন্তা করে, ইন্তাফ্রানেস দূত মারফৎ তার নাম পাঠাতে রাজি হলো না। বরং সে দাবি করলো — সাতজনের অন্যতম হিসেবে সরাসরি ঢুকে পড়ার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু রাজার দেহরক্ষী এবং রাজ-প্রাসাদের দরজায় প্রহরারত সান্ত্রী — তাকে বাধা দেয়। ওরা ওকে জানালো — এই মুহূর্তে দারায়ূস এক রমণীর সাথে শয্যা যাপন করছেন। ইন্তাফ্রানেস ভাবলো তাকে বাধাদানের জন্য এ বানোয়োট অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়; সে তখন তার তরবারি বের করে দেহরক্ষী ও সান্ত্রীর নাককান কেটে সেগুলি তার ঘোড়ার লাগামের সাথে গেঁথে ফেলে, এবং লাগামটি ওদের গলায় বেঁধে ওদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। হতভাগারা হাজির হলো দারায়ূসের সামনে এবং রাজাকে তাদের লাঞ্ছনার কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝালো। এতে রাজার হঠাৎ মনে হলো — আরেকটি নতুন ষড়যন্ত্রের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা বুঝি আসন্ন। তাঁর সাবেক ছয় সহযোগীর সকলে মিলেই এ কাজটি করতে পারে, একথা ভেবে তিনি তাদের প্রত্যেককে পরপর ডেকে পাঠালেন এবং জানতে চাইলেন 'ইন্তাফ্রানেস' যা করেছে তা ওরা অনুমোদন করে কিনা। কেউই তা অনুমোদন করলোনা। কাজেই রাজা যখন বুঝতে পারলেন যে ইন্তাফ্রানেস সম্পূর্ণভাবে তার নিজের উদ্যোগেই একাজ করেছে তখন তিনি তার সন্তানাদি ও সকল আত্মীয়স্বজনসহ তাকে গ্রেফতার করলেন। কেননা, তাঁর প্রবল সন্দেহ হলো — সে আর তার পরিবারপরিজন একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে চলেছে। জীবজানোয়ারের মতোই সকল বন্দিকে বাঁধা হলো শিকল দিয়ে। ইন্তাফ্রানেসের গ্রেফতারির পর তার স্ত্রী রাজপ্রাসাদে এসে দরোজার বাইরে দাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে মাতম করতে লাগলো। তার মাতম আর থামেনা, শেষ পর্যন্তদারায়ূস ূস তার বিরামহীন কান্নায় বিচলিত হয়ে একজন লোককে পাঠালেন তার সাথে কথা বলার জন্য।

— 'ভদ্রে', রাজার পয়গামে বলা হলো, 'রাজা আপনার পরিবারের মাত্র একজনের জীবনরক্ষা করতে তৈরি আছেন। এখন আপনিই স্থির করুন বন্দিদের মধ্যে কাকে আপনি বাঁচাতে চান।'

প্রস্তাবটি সম্বন্ধে চিন্তা করে, রমণীটি বললো, রাজা যদি তার পরিবারের কেবল একজনেরই জীবন রক্ষা করেন, তাহলে সে তার ভাইকে বাঁচাবার কথাই বলবে। জবাবে দারায়ূস বিস্মিত হন এবং আবার লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, সে তার স্বামী আর সন্তানাদিকে বাদ দিয় কেন তার ভাইকে বাঁচাতে চাইছে, যে ভাই তার সন্তানসন্ততির মতো এতো নিকট নয়, এবং স্বামীর মতো এতো প্রিয় নয়।

— 'হুজুর', রমণীটি জবাব দেয় 'আমার মর্জি হলে আমি আরেকজন স্বামী পেতে পারি, এবং এই ছেলেমেয়েগুলি মারা গেলে অন্য ছেলেমেয়ে লাভ করতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমার বাপমা, দু'জনই লোকান্তরিত, কাজেই আমার পক্ষে আর কোনো ভাই পাওয়া সম্ভব নয়। আমার সিদ্ধান্তের পেছনে এই ছিলো যুক্তি।'

দারায়ূস রমণীটির সুন্দর যুক্তিতে প্রীত হন এবং তাঁর যুক্তির প্রমাণ হিসাবে, রমণীটি যার জীবন ভিক্ষে করেছিলো, কেবল যে তাকেই বাঁচালেন, তা নয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও প্রাণ রক্ষা করলেন। পরিবারের আর বাকি সকলকে ফাঁসি দেয়া হলো। এভাবেই, অকালে সাত ষড়যন্ত্রকারীর একজন শেষ হলো।

ক্যামবিসেসের শেষ অসুখের সময় নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটে। ওরীতেস নামক ইরানি, যাকে সাইরাস সার্দিসের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এক পাশবিক ষড়যন্ত্র আঁটে — স্যামোসের পলিক্রেটিসকে হত্যা করার জন্য। সে পলিক্রেটিসকে বন্দি ও হত্যার প্রতিজ্ঞা করে যদিও কখনো সে পলিক্রেটিসের কাছ থেকে কোনো আঘাতই পায়নি কথায় অথবা কাজে; এবং জীবনে কখনো তার সঙ্গে ওরীতেসের সাক্ষাৎও হয়নি। সাধারণ মত এই যে, এই জঘন্য কাজটি হচ্ছে ওরীতেস এবং মিত্রবেতিস নামক আরেক ইরানির মধ্যকার ঝগড়ার ফল। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ড্যাসিলীয়নের গভর্নর। কাহিনীটি এই যে, এ দু'ব্যক্তি, প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের নিকট বসে কথাবার্তায় মগ্ন ছিলেন। তাদের তর্কবিতর্ক চরমে পৌছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পরিণত হয় ঝগড়ায়। ওদের দুজনের মধ্যে মানুষ হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ এই হলো ঝগড়ার বিষয়। মিত্রবেতিস কটাক্ষের সাথে বললেন, 'কি? তুমি নিজেকে মানুষ বলছো, অথচ তুমি স্যামোসকে রাজার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেনি যদিও তা তোমার প্রদেশের এতো নিকটে এবং তাকে পরাভূত করা খুবই সহজ। কেন — মাত্র পনেরো জন সৈনিক নিয়ে ঐ দ্বীপের একজন লোক বিদ্রোহ করে তা দখল করে বসলো আর সেই এখন ঐ দ্বীপের প্রভু! ওরীতেস এই তিরস্কারে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যিনি একথা উচ্চারণ করেছেন তার উপর কোনো বদলা নেয়ার চেষ্টা না করে তিনি স্থির করলেন, পলিক্রেটিসকে ধ্বংস করে এর মূল কারণটি মুছে দেবেন।

এ বিষয়ে আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়। তবে অনেকেই এ বিবরণটি সত্য বলে গ্রহণ করেন না। এ কাহিনী মতে, ওরীতেস কোনো এক দূতকে স্যামোস পাঠায় একটা কিছু অনুরোধ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে (অনুরোধটি কি, তা বলা হয়নি)। সে যখন পৌছলো তখন পলিক্রেটিস তিওসের কবি এনাক্রিয়নকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসেছিলেন। লোকটি তার বক্তব্য পেশ করার জন্য যখন কামরায় ঢুকলো তখন পলিক্রেটিসের সামনে ছিলো কক্ষের দেয়াল, আর লোকটি ছিলো তার পেছনে। হয়তো বা ওরীতেসের ক্ষমতার প্রতি তাচ্ছিল্য হেতু, কিংবা, নেহায়েৎ ঘটনাক্রমেই তিনি যে কেবল কোনো জবাবই দিলেন না তা নয়; দূতটি যখন কথা বলছিলো তখন তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

পলিক্রেটিসের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এ দুটি কাহিনীই চালু আছে। পাঠক এ দুটির মধ্যে থেকে তাঁর পছন্দমতো একটি বেছে নিতে পারেন।

এরপর যা বলা হচ্ছে তা সত্য। ওরীতেস যখন মাইএন্দার দ্বীপের ম্যাগনেসিয়ায় বাস করছিলেন, তখনি তিনি পলিক্রেটিসের গোপন অভিসন্ধির কথা জানতে পেরেছিলেন। কারণ, গ্রীকদের মধ্যে পলিক্রেটিসই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে আমরা জানি, যদি না নেসেসোসের মীনোস বা অপর কারো কথা বিবেচনা করি, যাঁরা হয়তো বা আরো আগে সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করেছিলেন। অবশ্য, মানুষের সাধারণ ইতিহাসে এক্ষেত্রে পলিক্রেটিসই হচ্ছেন প্রথম; তিনি আইয়োনিয়া এবং দ্বীপাবলির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাংখা পোষণ করতেন। ওরীতেস যখন পলিক্রেটিসের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানতে পারলেন তখন তিনি গাইজেস–এর পুত্র, লিভিয়ান মীর্সাসকে পাঠালেন স্যামোস–এ, এই বার্তাসহ ঃ

'পলিক্রেটিস, আমি জানতে পেরেছি, তুমি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছো। কিন্তু তোমার শক্তি ও সামর্থ তোমার এই উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট নয়। আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই, যা তুমি গ্রহণ করলে, তোমার সাফল্য হবে সুনিশ্চিত এবং আমার নিরাপত্তারও — কারণ, আমি জানতে পেরেছি ক্যামবিসেস আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কাজেই, তুমি শিগগিরই এসে পড়ো, এবং আমাকে এদেশ থেকে বের করে নাও। আমি ওয়াদা করছি — আমার যা কিছু আছে তার সবকিছুতেই তোমার একটা হিস্সা থাকবে — এবং আমি তোমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবো, যাতে গোটা গ্রীস তোমার দখলে নিয়ে আসতে পারো। আমার ধনসম্পদ সম্পর্কে তোমার যদি কোনো সন্দেহ থাকে তোমার সব চাইতে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে পাঠাতে পারো, — আমি তাকে দেখিয়ে দেবো আমার যা আছে।'

পলিক্রেটিস ছিলেন ধনরত্নের জন্য পাগল। তাই এই প্রস্তাবে তিনি ভীষণ খুশি হন এবং বিনাদ্বিধায় তাতে রাজি হয়ে যান। তিনি তার সেক্রেটারী মিআন্দ্রিয়াসকে পাঠালেন। মিআন্দ্রিয়াস ছিলেন স্যামোসের বাসিন্দা এবং তার পিতার নামও ছিলো মিআন্দ্রিয়াস। তাকে পাঠানো হলো — ওরীতেস সত্যি সত্যি যে খুব ধনী মানুষ তা সত্য কিনা, দেখার জন্য। এই মিআন্দ্রিয়াসই অল্পকাল পরে, পলিক্রেটিসের বৈঠকখানার বিস্ময়কর আসবাবপত্র অর্ঘ্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন হিরার মন্দিরে। ওরীতেস যখন জানতে পারলেন কেউ না কেউ সত্যি সত্যি রওয়ানা হয়ে গেছে এবং শিগগিরই তার এসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এলেই সে ওরীতেসের ধনসম্পদ দেখতে চাইবে তখন তিনি তড়িঘড়ি আটটি বাকস পাথর দিয়ে কানায় কানায় বোঝাই করেন, এবং তার উপরে পাতলা একস্তর সোনা বিছিয়ে মজবুত করে কষে বাঁধলেন এবং এভাবে তা, পরিদর্শনের জন্য তৈরি করে রাখলেন। মীআন্দ্রিয়াস এসে সোনা দেখতে পেলেন, তারপর তার রিপোর্ট নিয়ে পলিক্রেটিসের কাছে ফিরে গেলেন।

তাঁর বন্ধু বান্ধবরা অনেক বুঝালো এবং নজ্জুমেরাও বহু চেষ্টা করলো, যাতে পলিক্রেটিস ওরীতেসের সাথে দেখা করতে না যান। কিন্তু পলিক্রেটিস কোনো কথাই

শুনলেন না। তিনি সশরীরে, ওরীতেসের সাথে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হলেন। তাঁর কন্যাও আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাকে নিবৃত্ত করতে। কারণ, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, 'তার পিতা' শূন্যে ঝুলে আছেন, জিয়ূস তাকে গোসল করাচ্ছেন এবং সূর্য দেবতা হেলিওস তাকে তৈল মাখাচ্ছেন। এই স্বপ্ন দেখে তিনি ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েন। ওরীতেসের সাথে তাঁর পিতা যাতে সাক্ষাৎ করতে না যান এজন্য তিনি তার সাধ্যমতো সবকিছুই করেছিলেন; কার্যত তিনি জাহাজ পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করেছিলেন, আসন্ন বিপদের কথা বলতে বলতে।

পলিক্রেটিস বিরক্ত হয়ে তাঁকে কেবল এই ভয় দেখালেন যে, তিনি যদি নিরাপদে ঘরে ফিরে আসেন তাহলে বহু বছর পর্যন্ত তিনি স্থগিত রাখবেন তাঁর কন্যার বিয়ে। তাতে তাঁর কন্যা জবাব দিলেন এই শাস্তি যেন কার্যে পরিণত হয়, কারণ পিতাকে হারানোর চাইতে তিনি সারাজীবন কুমারী থাকতে রাজি আছেন। কিন্তু পলিক্রেটিসের জন্য সব হুঁশিয়ারিই নিষ্ফল হলো। পলিক্রেটিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে সাথে নিয়ে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কালিফোনের পুত্র এবং তাঁর সময়ের সবচেয়ে মশহুর চিকিৎসক ক্রোটোনা নিবাসী দীমোসিদিস, জাহাজে করে রওয়ানা করেন ম্যাগনেসিয়ার উদ্দেশে এবং এমনভাবে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে যা তার ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং উচ্চাকাঙ্খার সাথে ভয়ঙ্কর ভাবে সামঞ্জস্যহীন। কারণ, সিরাকিউসের অভিজাতরা ছাড়া, গ্রীক জগতের অন্য কোনো ক্ষুদে নৃপতিই ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে পলিক্রেটিসের সাথে তুলনীয় নন। যেভাবেই হোক ওরীতেস তাঁকে হত্যা করান। তবে ঠিক কিভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো তা বলা যায় না। পলিক্রেটিসের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো একটা ক্রুশে। তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যামোসের অধিবাসীদের তিনি ছেড়ে দেন এবং তাদের বলেন, তাদের স্বাধীনতার জন্য ওরীতেসের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বাকি লোকেরা, যারা হয় বিদেশী ছিলো না হয় ক্রীতদাস, তাদের ওরীতেস যুদ্ধবন্দি গণ্য করে আটক করেন।

এভাবে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভেতর দিয়ে পলিক্রেটিসের কন্যার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। বৃষ্টির পর 'তাকে ধুয়ে দিলো জিয়ূস' এবং তাকে তেল মাখালো হেলিওস, যখন সূর্যের তাপে, তার শরীর থেকে ঘামের আকারে নির্গত হলো বাষ্প। এভাবে, পলিক্রেটিসের দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির পরিণতি ঘটে। মিশরের রাজা এমাসিস ইতিপূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক তাই ঘটলো।

শিগগিরই ওরীতেসকে এই হত্যার খেসারত দিতে হলো। ক্যামবিসেসের মৃত্যুর পর, ইরানের উপর মাজুসিদের প্রভুত্বের গোটা কালটাতেই ওরীতেস সার্দিসে বাস করেন। মিডীয়দের জবরদখলের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর দেশবাসীকে কোনো সাহায্যই করেননি। তাছাড়াও, তিনি এই অব্যবস্থিত সময়েই, দেসিলিয়মের গভর্নর মিত্রবেতিসকে, যিনি পলিক্রেটিসকে বিদ্রূপ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ক্রানাসপিসকে হত্যা করান। ক্রানাসপিসও তাঁর পিতার চেয়ে কম যশস্বী ছিলেন না। এই দুটি হত্যার মধ্যেই তাঁর হিংস্র কার্যাবলী সীমাবদ্ধ ছিলোনা। তিনি দারায়ূসের একজন দূতকেও গুম করে ফেলেন। দূত

এমন একটি বার্তা নিয়ে এসেছিলো যা ওরীতেসের পছন্দসই ছিলোনা; এ জন্য তিনি দূতটির ফেরার পথে একজন লোককে পাঠান তাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করার জন্য। তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু তাঁর লাশের অথবা তার ঘোড়ার মৃতদেহের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না। ক্ষমতায় কায়েম হয়ে বসার পরই দারায়ূস ওরীতেসকে তাঁর নানারকম অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কেবল মিত্রবেতিস এবং তাঁর পুত্রের হত্যার জন্যই নয়। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা ক'রে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে খোলাখুলি একটি সশস্ত্রবাহিনী পাঠানো বিজ্ঞজনোচিত মনে করেন নি; কারণ, দেশের অবস্থা তখনো এলোমোলা, অনিশ্চিত; আর তিনি নিজে সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি জানতেন যে ওরীতেস একজন শক্তিশালী লোক। কারণ, তিনি ফ্রাইজিয়া, লিডিয়া এবং আইয়োনীয়ার গভর্নর এবং তাঁর দেহরক্ষীদের মধ্যে রয়েছে একহাজার ইরানি। ফলে, দারায়ূস কতিপয় সূক্ষ্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি সম্মেলন ডাকেন এবং তাদের নিম্নলিখিত ভাষায় সম্বোধন করেন ঃ

> ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ইচ্ছা এই যে, আপনাদের মধ্য থেকে একজন আমার পক্ষ হয়ে এমন একটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার জন্য সম্মিলিত লোকবলের চাইতেও বেশি দরকার বুদ্ধি ও কৌশলের। সূক্ষ্মবুদ্ধিতেই যখন কাজ হয় তখন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ একেবারেই যুক্তিহীন। আপনাদের মধ্যে, কে আমার পক্ষ হয়ে ওরীতেসকে হত্যা করবেন অথবা তাকে জীবিত ধরে এনে হাজির করবেন আমার নিকট? ওরীতেস এমন এক ব্যক্তি,যে আজ পর্যন্ত একবার অঙ্গুলিও তুলেনি তার দেশের সাহায্যের জন্য। পক্ষান্তরে সে আমাদের সরাসরি ক্ষতিই করেছে। সে আমাদের দুজন বন্ধু — মিত্রবেতিস এবং তার পুত্রকে হত্যা করিয়েছে; আর এখন সে হত্যা করে বসেছে আমার নিজ দূতকে, যাকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাকে আমার দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশসহ। কতৃপক্ষের এই অবমাননা বরদাস্ত করা যায় না। আমাদের আরো ক্ষতি করার আগেই তাকে থামিয়ে দিতে হবে, — এবং তাকে নিবৃত্ত করার উপায় হচ্ছে — হত্যা।"

উপস্থিত নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে তিরিশজন এই দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু করে যে, তাদের বাকবিতণ্ডা থামাবার জন্য দারায়ূস লটারির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তখন তারা লটারি করে। এরিতনতেসের পুত্র ব্যাগীয়ূস সেই লটারিতে জিতে গেলো। সে দেরি না করে, বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি দলিল তৈরি করে রাজার সীল দিয়ে সীলমোহর ক'রে সেগুলি সঙ্গে নিয়ে সার্দিস পৌছায়। এখানে এসে সে ওরীতেসের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সম্মানেই সে ঐগুলি একটির পর একটি খোলে এবং তা রাজার সচিবের হাতে দেয় (প্রত্যেক গভর্নরের দফতরেই এই ধরণের একজন অফিসার অবশ্য থাকেন) এবং জোরে জোরে পড়তে বলে। তার এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিলো ওরীতেসের দেহরক্ষীদের আনুগত্য পরীক্ষা করা

— অর্থাৎ, ওরা ওদের মনিবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজি হবে কিনা, তা যাচাই করে দেখা। যখন সে দেখলো ওরা দলিলগুলিকে সম্মান করছে এবং তারো চেয়ে বড়ো কথা ঐসব দলিল থেকে যে-সব শব্দ পড়ে শোনানো হচ্ছে সেই শব্দগুলিকে সম্মান করছে সে তখন সচিবের হাতে সেই দলিলটি অর্পণ করলো যা দারায়ূসের কাছ থেকে এসেছে, বলা হলো বলে — যাতে এই নির্দেশ ছিলো যে দেহরক্ষীরা যেন ওরীতেসের অধীনে কাজ করতে অস্বীকার করে। হুকুমনামাটি পড়ে শোনানো হলে দেহরক্ষীরা তাদের বর্শা নামিয়ে ব্যাগীয়ূসের পায়ের কাছে রেখে দেয়। লিখিত ফরমান তামিল করতে দেখে ব্যাগীয়ূস শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে যে কাগজটি রেখেছিলো তাই সাহস করে এবার সে সচিবকে অর্পণ করলো। তাতে লিখা ছিলো এই কথা কটি ঃ

'রাজা দারায়ূস ইরানিদের আদেশ করছেন ওরীতেসকে হত্যা করতে।'

দেহরক্ষিরা সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে তাদের তরবারী বের ক'রে ওরীতেসকে খতম করে। এভাবেই, পলিক্রেটিসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইরানি ওরীতেসকে দণ্ড দেয়া হয়েছিলো।

ওরীতেসের ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত ক'রে সুসায় পাঠানোর অল্প কিছুদিন পরেই দারায়ূস শিকারে বের হয়েছিলেন। এ সময় ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে তাঁর পা মচকে যায়। তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন — কারণ, তার পায়ের ঘন্টি একেবারেই স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিলো। কিছুকাল ধরে তাঁর রীতি ছিলো — তিনি তাঁর সঙ্গে কতিপয় মিশরীয় চিকিৎসককে রাখতেন। এসব ডাক্তার ছিলেন চিকিৎসাক্ষেত্রে অতিশয় খ্যাতিমান। তিনি এই ডাক্তারদেরই পরামর্শ নেন। কিন্তু ওরা পায়ের জোড় ঠিক করতে গিয়ে তাঁর পা এমনি এলোমেলোভাবে মোচড়ায় যে তাতে তাঁর পায়ের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। সাতদিন সাতরাত ব্যথার জন্য দারায়ূস ঘুমাতে পারলেন না। ফলে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অষ্টম দিন, তিনি যখন খবর পেলেন, দিমোসিদেস নামে ক্রোটোনার এক দক্ষ চিকিৎসক রয়েছেন, যার কথা সংবাদদাতা আগে শুনেছিলেন সার্দিসে — তিনি তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। লোকটিকে খুবই অবহেলিত অবস্থায় পাওয়া গেলো ওরীতেসের গোলামদের মধ্যে। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়ই তাঁকে ছেঁড়া-তালি দেয়া নেকড়া পরনে, হাতে পায়ে পরা শৃঙ্খল টানতে টানতে নিয়ে আসা হলো। তিনি যখন রাজদরবারে হাজির হলেন এবং দারায়ূস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি চিকিৎসাবিদ্যা জানেন কিনা, তিনি নেতিবাচক জবাব দেন; কারণ, তাঁর ভয় ছিলো, তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁকে জীবনে কখনো গ্রীসে ফিরে যেতে দেয়া হবে না।

অবশ্য, দারায়ূসকে ঠকানো গেলোনা। দিমোসিদেস তাঁর পরিচয় গোপন করছেন, তিনি তা বুঝতে পেরে যে লোকটি তাঁকে এনেছে তাকে বললেন, চাবুক এবং লোহার পেরেক আনতে। কিছুটা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এই ছিলো যথেষ্ট। কারণ, দিমোসিদেস

তখনো বলছিলেন, তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান নেই, এক ডাক্তারের সাথে কিছুদিন থেকে এ ব্যাপারে তার কিছু ধারণা হয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও,দারায়ূস তাঁর চিকিৎসার ভার তাঁরই উপর অর্পণ করলেন। দিমোসিদেস ইউনানী পদ্ধতিতে তার চিকিৎকসা শুরু করেন। মিশরীয় চিকিৎসকদের ধরাবাঁধা কঠোর চিকিৎসাপদ্ধতির বদলে তিনি সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এর ফলে, রাজার কিছু ঘুম হলো এবং অল্প সময়েই রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। দারায়ূস ভাবতেই পারেননি যে, জীবনে আর কখনো তিনি জমিনে পা ফেলতে পারবেন। তিনি খুশি হয়ে দিমোসিদেসকে দুটি সোনার জিঞ্জির উপহার দিলেন। দিমোসিদেস তখন রাজার নিকট জানতে চাইলেন রাজাকে চিকিৎসা ক'রে ভালো করার জন্য তাঁর শাস্তি ডবল ক'রে দিচ্ছেন কিনা, এতে দারায়ূস আমোদ বোধ করেন। তিনি তখন তাঁকে মহিষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন — যে খোজা তাঁকে তাদের কামরায় নিয়ে এলো সে যখন বললো, এই লোকটিই রাজার জীবন বাঁচিয়েছেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই একটি সিন্দুক থেকে একেকটি পেয়ালাভর্তি সোনা তুলে দিমোসিদেসকে উপহার দিলেন। এতো বেশি পরিমাণ অর্থ জমা হলো যে, স্কিটন নামক এক ভৃত্য পেয়ালা থেকে উপচে পড়া মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করেই বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে পড়ে।

দিমোসিদেস তাঁর হিংস্র প্রকৃতির পিতার হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্রোটোনা ছেড়ে চলে যান — পলিক্রেটিসের সাথে বাস করার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিলো তা সহ্য করতে না পেরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রথমে গেলেন ঈজিনায়। তাঁর কাছে কোনো যন্ত্রপাতি অথবা অস্ত্রোপচারের জন্য অস্ত্রাদি না থাকলেও, এক বছরের মধ্যেই তিনি ওখানে নিজেকে দ্বীপের সেরা ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ওখানে তাঁর বসবাসের দ্বিতীয় বছরে ঈজিনাবাসীরা তাঁকে একটা সরকারি নিয়োগপত্র দেন, তাতে তাঁর বেতন নির্ধারিত হলো এক 'ট্যালেন্ট' — অর্থাৎ ২৪০ পাউণ্ডের কিছু বেশি। এক বছর পরে এথেনীয়ানরা তাঁকে নিয়োগ করে ১০০ 'মিনী' বেতনে — যা ৪০০ পাউণ্ডের সামান্য কিছু বেশি। এর এক বছর পর পলিক্রেটিস তাঁকে দুই 'ট্যালেন্ট' বেতন প্রদান করলে দিমোসিদেস তা গ্রহণ করেন এবং তিনি স্যামোস চলে যান। দিমোসিদেসের সাফল্যের কারণেই ক্রোটোনার চিকিৎসকরা এতো উচ্চ খ্যাতির অধিকারী হন। দারায়ূসের দুর্ঘটনা এমন সময়ে ঘটে যখন ক্রোটোনার ডাক্তাররা গ্রীসের সেরা ডাক্তার হিসেবে গণ্য হতেন। তারপরেই, স্থান ছিলো সাইরেনির ডাক্তারদের। এই সময়ে আর্গোসের সঙ্গীত শিল্পীদের মনে করা হতো সেরা সঙ্গীত শিল্পী।

সাফল্যের সাথে দারায়ূসের চিকিৎসার পর, দিমোসিদেস সুসায় এক প্রকাণ্ড বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তখন তিনি রাজার সঙ্গে একই টেবিলে বসে খানা খেতেন। সব সুবিধাই তিনি সে সময়ে ভোগ করেন — কেবল গ্রীসে ফেরার স্বাধীনতা ছাড়া। যে সব মিশরীয় ডাক্তার প্রথমে দারায়ূসকে সুস্থ করে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলো একজন ইউনানী চিকিৎসক তাদের হারিয়ে দেয়ায় শাস্তিস্বরূপ তিনি তাদের শূলে চড়াতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজার উপর দিমোসিদেসের প্রভাব এতোই বেশি ছিলো যে, তিনি

তাদের পক্ষে ওকালতি করায় রাজা তাদের ছেড়ে দেন। তাঁর প্রভাবের আরেকটি দৃষ্টান্ত ঃ তিনি ইলীস–এর এক পেসাদার গণকের মুক্তি আদায় করেন। পলিক্রেটিসের ধন সম্পদের সাথে এই গণকটিও আসে। পলিক্রেটিসের বাঁদি গোলামদের মধ্যে অত্যন্ত অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছিলো এই গণক।

কিন্তু দিমোসিদেসের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর কিছুদিন পরেই, সাইরাসের কন্যা এবং দারায়ূসের স্ত্রী, এতোসসার বুকে একটা ঘা হয়; তাই পরে ফেটে গিয়ে আকারে বাড়তে থাকে। যখন ঘা–টা আকারে ছোটো ছিলো তখন লজ্জায় তিনি তা গোপন রাখেন, এ বিষয়ে কাউকেই কোনো কিছু তিনি বলতে চাননি। কিন্তু যখন তা আরো খারাপের দিকে গেলো এবং তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি দিমোসিদেসের জন্য লোক পাঠালেন এবং বুক খুলে তাকে সেই ক্ষতটি দেখালেন।

দিমোসিদেস বললেন, তিনি তাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন, কিন্তু তার আগে তিনি এতোসসার কাছ থেকে এই কসম আদায় করলেন যে, এর বদলে দিমোসিদেস তাকে যা করতে বলবেন তাতেই তাকে রাজি হতে হবে। অবশ্য তিনি এ–ও বললেন যে, তিনি তাঁকে এমন কিছু করতে বলবেন না যাতে তাঁর শরমিন্দা হবার কারণ হতে পারে। এই শর্তে, দিমোসিদেস রানীর চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন এবং রানীকে কি করতে হবে, তা সরাসরি বলেন।

এর ফল এই হলো ঃ সেই রাত্রে, বিছানায় শুতে গিয়ে রানী দারায়ূসকে বললেন ঃ প্রভো, আপনার হাতে এতো বিপুল সম্পদ এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে আপনি ইরানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আর নতুন কোনো জয়ের চেষ্টা করছেন না তাতে মনে হয় আপনার মধ্যে উচ্চাভিলাষ নেই। সবাই আশা করে, আপনার মতো একজন তরুণ, যিনি এতো বিপুল বিত্ত–বিভবের মালিক তিনি কোনো না কোনো সক্রিয় অভিযানে নিয়োজিত থাকবেন — ইরানিদের দেখানোর জন্য যে, তাদের শাসন করবার জন্য একজন উপযুক্ত পুরুষ রয়েছেন। এই নিষ্ক্রিয়তা অবসানের অবশ্য দুটি কারণ রয়েছে। এতে করে ইরানিরা যে তাদের শাসককে একজন পুরুষ বলে জানতে পারবে কেবল তাই নয়, আপনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তাতে ক'রে আপনি তাদের শক্তি ক্ষয় করবেন এবং তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করারও ফুরসৎ পাবেনা। কর্মের সময় এখুনি — কারণ আপনি এখন তরুণ; আর একথা সবাই জানে যে শরীরে শক্তি বাড়ার সাথে সাথে মনের শক্তিও বেড়ে যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহও দুর্বল হয়ে পড়ে, মনেরও বার্ধক্য এসে যায় এবং ফলে তার ধার নষ্ট হয়ে পড়ে।

অবশ্য, দিমোসিদেস এই কথাগুলি দারায়ূসকে বলার জন্য রানীকে বলেছিলেন। তার জবাবে দারায়ূস বললেন ঃ তুমি যা বলেছো আমি ঠিক তাই করতে চাই। আমি এরি মধ্যে স্থির করেছি — এশিয়া এবং ইউরোপের প্রণালীগুলির উপর সেতু তৈরি করে সিথিয়া আক্রমণ করবো। এর জন্য তোমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

— 'এই মুহূর্তে সিথীয়ানদের নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে' এতোসসা বলতে থাকেন, — 'ওদেরকে আপনি যখনি চাইবেন তখনি জয় করতে পারবেন। দেখুন — আমি চাই আপনি গ্রীস অবরোধ করেন। আমি ওদের মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আমি স্পার্টা, আর্গোস, আতিকা ও করিন্থের তরুণীদের দেখতে চাই আমার দাসী রূপে। গ্রীস সম্পর্কে পুরো তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং গাইড হিসেবে কাজ করতে সক্ষম, এমন একজন লোক আপনার নিকট রয়েছে — পৃথিবীতে যার জুড়ি নেই। আমি সেই ডাক্তারের কথা বলছি যে আপনার পা সুস্থ করেছে।'

— 'ভদ্রে', দারায়ুস বললেন,' তোমার কথা মতো, গ্রীসই হবে আমার প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য। তবে তার আগে, তুমি যে লোকটির কথা বলেছো তাকেসহ আমি কয়েকজন ইরানিকে গ্রীসে পাঠাতে চাই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য — যাতে ওরা যা কিছু দেখলো শুনলো তার একটা পূর্ণ রিপোর্ট আমার জন্য আনতে পারে। যখন আমি আমার দরকারি পরিপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাবো তখনি আমি যুদ্ধ শুরু করবো।'

দারায়ূসের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত কাজ শুরু হয়ে গেলো। পরদিন সূর্যোদয়ের সাথেসাথেই তিনি পনেরো জন ইরানিকে, যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ডেকে পাঠালেন এবং দিমোসিদেসকে সাথে নিয়ে গ্রীক উপকূল বরাবর জাহাজে ক'রে ঘুরে দেখার নির্দেশ দেন। দিমোসিদেস পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে যাবেন। তিনি এর সাথে কড়া হুকুম দিলেন — দিমোসিদেসকে যেন পালিয়ে যেতে দেয়া না হয়; যে কোনো মূল্যেই তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

এরপর দিমোসিদেসকেও ডাকলেন দারায়ূস এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন — তিনি যেন পর্যবেক্ষক দলটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন, সঠিকভাবে পথ দেখান এবং পরে আবার পারস্যে ফিরে আসেন। তিনি দিমোসিদেসকে বললেন — তিনি যেন তাঁর ঘরের সব আসবাবপত্র এবং সামান সাথে করে নিয়ে যান এবং তাঁর বাপভাইদের উপহার দেন। দিমোসিদেস ফিরে এলে দারায়ূস এসব মালসামানের পরিবর্তে তাঁকে দ্বিগুণ মূল্যের মালসামান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন; তিনি এ অফারও দিলেন যে, মূল্যবান জিনিষপত্র বোঝাই একটি সদাগরি জাহাজও যাবে তাদের সাথে। আমি বিশ্বাস করি না যে, দারায়ূস যখন এসব ওয়াদা করেন তখন তিনি কপটতা এবং বক্রতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশ্য, দিমোসিদেসের আশঙ্কা হলো — দারায়ূস তাঁর সত্যিকার মনোভাব উদ্ঘাটিত করার জন্য ফাঁদ পাততে পারেন। তাই, দারায়ুসের এসব 'অফার' সোল্লাসে গ্রহণ না ক'রে তিনি বললেন, তিনি তাঁর সম্পত্তি যেখানে আছে সেখানেই রেখে যাবেন এবং ফিরে এসে এগুলি গ্রহণ করবেন। তবে, দারায়ূস তাঁর ভাইদের যে জাহাজ ও মাল উপহারস্বরূপ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, দিমোসিদেস তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

দারায়ূসের হুকুম পাবার পর, দিমোসিদেস এবং ইরানিদের সমুদ্র উপকূলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ফিনিসীয়ার সিডন বন্দরে তাঁরা তাড়াহুড়া করে দুটি যুদ্ধ জাহাজ রণসম্ভারে

সজ্জিত করলেন এবং নানা রকমের মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে একটি সদাগরি জাহাজ বোঝাই করলেন। তারপর, সমুদ্র যাত্রার জন্য সব কিছু প্রস্তুত হলে, তারা পাল তুললেন গ্রীসের পথে। তাঁরা উপকূলভাগের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যত্নের সাথে জরিপ করে তার লিখিত বিবরণী তৈরি করলেন এবং অবশেষে গিয়ে পৌছলেন ইতালীর তারেন্তম বন্দরে। এখানে এরিস্টফিলিদিস ছিলেন নগরীর অধিকর্তা। তিনি দিমোসিদেসের একজন উত্তম বন্ধু বলে প্রমাণিত হলেন, ইরানি জাহাজগুলির হাল খুলে ফেলে দিয়ে এবং ইরানিদের গুপ্তচর হিসেবে কয়েদ ক'রে। এর ফলে, ওরা যখন কয়েদখানায় বন্দি, তখন দিমোসিদেস ক্রোটোনায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

এদিকে, দিমোসিদেস নিরাপদে তাঁর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এরিস্টফিলিদিস্ তাঁর কয়েদিদের ছেড়ে দেন এবং জাহাজের যে হাল খুলে ফেলা হয়েছিলো তা আবার জাহাজে লাগানোর সুযোগ করে দেন। এরপর, ইরানিরা কাল-বিলম্ব না ক'রে দিমোসিদেসের খোঁজে আবার সমুদ্র যাত্রা ক'রে এবং তাঁকে ক্রোটোনার একটি হাটে দেখতে পায়। ওরা তাঁকে ঐ হাটেই পাকড়াও করে। শহরের কিছুলোক পারস্যের ভয়ে তাঁকে ইরানিদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু অন্যরা তাঁর পক্ষ নেয় এবং লাঠি সোটা নিয়ে ইরানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ইরানিরা তখন ওদের এই বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যে, তারা যে লোকটিকে বাঁচাতে চাইছে সে হচ্ছে দারায়ূসের এক পলাতক গোলাম — 'তোমরা যা করছো তার পরিণাম বুঝতে পারছো তোমরা'? ওরা চিৎকার করে বলতে লাগলো — 'তোমরা কি মনে করো রাজা এ ধরণের উদ্ধত আচরণ মুখ বুঁজে সহ্য করবেন? এই লোকটিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে রেখে তোমাদের কি ফায়দা হবে? এর ফলে, যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে তোমাদের এই শহরটি কি তারই প্রথম শিকার হবে না — এবং তোমাদেরকেই কি আমরা পরিণত করবো না গোলামে?'

অবশ্য তাদের এই শাসানিতে কোনো কাজ হলো না। তারা যে কেবল দিমোসিদেসকেই ছেড়ে আসতে বাধ্য হলো, তা নয়, তাদের সঙ্গে যে সদাগরি জাহাজটি ছিলো তাও কেড়ে রেখে দেয়া হলো। গ্রীক উপকূলভাগ জরিপ করার আর কোনো চেষ্টা না ক'রে, — কারণ, তাদের সঙ্গে আর তাদের গাইড ছিলো না; — তারা ফিরে এলো এশিয়ায়। তারা রওয়ানা করার ঠিক আগে আগে, দিমোসিদেস তাদের দারায়ূসের নিকট এ খবরটি পৌছাতে বললেন যে, তিনি, ইরানি রাজদরবারে বিশেষ মর্যাদাভাজন, কুস্তিগীর মিলোর কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আমার নিজের ধারণা, দিমোসিদেস যতো টাকাই লাগুক এই বিয়ের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। আর তার উদ্দেশ্য ছিলো, দারায়ূসের নিকট একথা প্রমাণ করা যে, তিনি তাঁর নিজ দেশে এবং বিদেশেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ক্রোটোনা থেকে সমুদ্র যাত্রার পর, লাপিজিয়ান উপকূলে এসে ইরানিদের জাহাজটি ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায় এবং তাঁরা গোলামরূপে বন্দি হয়। অবশ্য পরে, তারেন্তুমের এক নির্বাসিত ব্যক্তি যার নাম ছিলো গিল্লুস, মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নেন এবং তাদের দারায়ূসের দরবারে এনে হাজির করেন। এদের ফিরে পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দারায়ূস গিল্লুসের যে কোনো অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে জানান। কিন্তু গিল্লুস তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা ক'রে বললেন, তারেন্তুমে ফিরে যেতে পারাই হচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্খা। তিনি আরো বললেন, তাঁর পক্ষে, একটি শক্তিশালী রণতরী গ্রীস অভিমুখে রওয়ানা করলে গ্রীস আগেভাগে যুদ্ধের জন্য তৈরি হবার সুযোগ পেয়ে যাবে, সে জন্য, কেবলমাত্র স্লিদোস–এর লোকদের সাথে গৃহ–প্রত্যাবর্তন করতে পারলেই তিনি সুখী হবেন। তাঁর মতে ঃ তাদের সাহায্যই রাজার অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে নিশ্চিতভাবে, কারণ স্লিদোস এবং তারেন্তুমের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

দারায়ূস তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করেন। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি স্লিদোসে এক হুকুমনামা পাঠালেন। সেই আদেশ পালিত হলো। কিন্তু স্লিদোসের লোকেরা তারেন্তুমের লোকদেরকে এ নির্বাসিতের ফিরে আসার বিষয়ে রাজি করাতে পারলো না এবং শক্তিপ্রয়োগ করার মতো শক্তিও তাদের ছিলো না। আমি এই মাত্র যে ইরানিদের কথা লিখেছি ওরাই হচ্ছে এশিয়া থেকে গ্রীসে আগত প্রথম এশিয়ান দল যাদের উদ্দেশ্য ছিলো তথ্য সংগ্রহ — যার কারণ আমি ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি।

এই সব ঘটনার পরেই, 'স্যামোস' বিজিত হয়। গ্রীক জগতের ভেতরে কিংবা বাইরে, স্যামোসই হচ্ছে প্রথম শহর যা দারায়ূসের পদানত হয়। মিশরে, ক্যামবিসেসের অভিযান কালে, বহু গ্রীক কোনো না কোনো কারণে সে দেশ সফর করে। এদের মধ্যে, স্বাভাবিক ভাবেই, কেউ কেউ গিয়েছিলো ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, কেউ কেউ সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য — এবং সন্দেহ নেই যে, বহুলোক গিয়েছিলো কেবল ঔৎসুক্যবশে — ওদেশে কি দ্রষ্টব্য আছে তা দেখার জন্য। এসব স্থানদর্শনার্থিদের মধ্যে ছিলেন স্যামোসের পলিক্রেটিসের নির্বাসিত ভ্রাতা সাইলোসোনের পুত্র 'ঈয়াসেস'। মিশরে থাকাকালে সাইলোসোন এক অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অগ্নিবর্ণ এক জোব্বা প'রে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মেমফিস–এর রাস্তায় রাস্তায়, যখন তিনি দারায়ূসের নজরে পড়ে যান। দারায়ূস তখনো ক্যামবিসেসের দেহরক্ষীদের একজন মাত্র, তখনো তিনি বিশেষ কোনো গুরুত্ব অর্জন করেননি। ঐ অগ্নিবর্ণ জোব্বাটির জন্য তাঁর এক তীব্র ইচ্ছা জাগে। তিনি সাইলোসোনের কাছে এসে জোব্বাটি কিনতে চাইলেন। জোব্বাটির জন্য দারায়ূসের চরম খাহেশ ও উদ্বেগ সাইলোসোনের কাছে ছিলো যথেষ্ট। তিনি বললেন, কোনো দামেই তিনি এটি বিক্রি করবেন না, তবে যদি জোব্বাটি তাঁর জন্য অপরিহার্য হয়,তিনি তাদারায়ূসকে বিনামূল্যে দান করবেন। দারায়ূস ধন্যবাদের সাথে তা গ্রহণ করেন।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলিতে বোঝা যায়, সাইলোসোন অনুপ্রাণিত হয়েই এভাবে জবাব দিয়েছিলেন, যদিও সে মুহূর্তে তাঁর কেবল একথাই মনে হয়েছিলো যে, নির্বুদ্ধিতার জন্য তিনি তার মূল্যবান জোব্বাটি হারিয়েছেন। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে, ক্যামবিসেসের এবং মাজুসিদের বিরুদ্ধে সপ্ত ষড়যন্ত্রীর বিদ্রোহের পর দারায়ূস যখন সিংহাসনে বসলেন, পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হলো। কারণ, সাইলোসোনের কাছে এই প্রীতিকর খবর এলো যে, তিনি মিশরে যে লোকটিকে তাঁর অগ্নিবর্ণ জোব্বাটি দিয়ে একদিন খুশি করেছিলেন সেই লোকই এখন পারস্যের রাজা। তিনি 'সুসায়' ছুটে গেলেন, এবং রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে আসন গ্রহণ করে দাবি জানালেন — রাজার যাঁরা উপকার করেছেন তাদের সরকারি তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রহরারত সান্ত্রী ব্যাপারটি দারায়ূসের গোচরে আনে। তিনি তাজ্জব বনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কে হতে পারে এই লোক? কারণ, তিনি বললেন, "আমি যেহেতু খুবই হালে সিংহাসনে বসেছি, তাই এমন কোনো গ্রীকই থাকতে পারে না যার সেবার জন্য আমি ঋণী হতে পারি। ওদের মধ্যে কচিৎ কেউ আজ এখানে এসে থাকবে হয়তো; আমি কোনো গ্রীকের কাছে ঋণী একথা আমি একদম মনে করতে পারছি না। তবু, ওকে আমার কাছে এনে হাজির করো, যাতে আমি ওর এই দাবির মানে বুঝতে পারি।"

পাহারাদার সাইলোসোনকে নিয়ে হাজির করে রাজ দরবারে। দোভাষীরা যখন জানতে চাইলো তিনি কে এবং তিনি যে রাজার কল্যাণকারী তাঁর এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ করার মতো কি তিনি করেছেন। তিনি তখন দারায়ূসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন অগ্নিবর্ণ জোব্বার কথা এবং বললেন, জোব্বাটি তিনিই দিয়েছিলেন দারায়ূসকে।

—'জনাব,' দারায়ূস আবেগভরে বললেন,'মানুষের মধ্যে আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে উদার হৃদয়; কারণ, আমি যখন একেবারেই দুর্বল এবং নগণ্য ছিলাম সেই সময়ই আপনি আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন — ছোট্ট বটে সেই উপহার, — তবু আজ সবচেয়ে জমকালো উপহারের জন্য যে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য সেদিনকার সেই উপহারের জন্যও তেমনি কৃতজ্ঞতা আপনার পাওনা। এর বদলে আমি আপনাকে এতো সোনারূপা দেবো যা আপনি গোনে শেষ করতে পারবেন না। যেন আপনাকে কখনো যেন এই অনুশোচনা করতে না হয় যে, আপনি একদিন হিসতাসপিসের পুত্র দারায়ূসকে অনুগ্রহ করেছিলেন।'

—'প্রভো,' সাইলোসোন বললেন, 'আমাকে সোনারূপা দেবেন না — বরং আমার দেশ স্যামোস পুনরুদ্ধার করুন আমার পক্ষ হয়ে; ওরীতেস কর্তৃক আমার ভাই পলিক্রেটিসের হত্যার পর থেকে আমাদের দেশ রয়েছে আমাদেরই এক ভৃত্যের কব্জায়। 'স্যামোসই' হোক আমার জন্য আপনার পুরস্কার; তবে এই দ্বীপের কোনো লোককে যেন হত্যা করা না হয়, বা কাউকে যেন গোলাম বানানো না হয়।'

দারায়ূস সাইলোসোনের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং সাতজনের অন্যতম, ওতানেসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, সাইলোসোনের হুকুমমতো প্রত্যেকটি কাজ করতে

হবে, এই ফরমানসহ। এই আদেশ পেয়ে ওতানেস প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সমুদ্র-উপকূলে যান।

স্যামোসে তখন ক্ষমতা ছিলো মীআন্দ্রিয়াসের হাতে, পলিক্রেটিস যাঁকে দ্বীপত্যাগের প্রাক্কালে, তাঁর পক্ষে তাঁর কাজ কর্ম দেখার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। যখন তিনি পলিক্রেটিসের মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন তখন তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো, তিনি হয়তো সুবিচার ও জনস্বার্থের প্রতি অনুকরণযোগ্য শ্রদ্ধা রেখে কাজ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি। তাঁর প্রথম কাজ ছিল ত্রাণকর্তা জিয়ূস-এর জন্য একটি বেদি তৈরি করা এবং শহরের ঠিক কিনারে একখণ্ড জমিনে তা স্থাপন করা, চার দিকে প্রাচীর তুলে। বেদিটি সেই জায়গায় আজো দেখতে পাওয়া যায়। এরপর তিনি স্যামোসের সকল বাসিন্দার একটি সভা ডাকেন। এবং তাদের এই ভাষায় সম্বোধন করে ভাষণ দেন ঃ "আমি যে রূপ জানি তেমনি আপনারাও সকলেই জানেন, পলিক্রেটিসের রাজদণ্ড এবং সেই দণ্ড যে শক্তির প্রতীক তার সমস্তই এখন আমার হাতে এসেছে। এবং এ কারণে আমি ইচ্ছা করলে আপনাদের সর্বময় প্রভুরূপে নিজেকে ঘোষণা করতে পারি। তবে অন্যের যে কাজে আমার আপত্তি করা উচিত সে কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আমি পলিক্রেটিসের আচরণ সমর্থন করিনি এবং অন্য কোনো মানুষের আচরণও সমর্থন করব না, যে নিজেরই মত উত্তম মানুষের উপর দায়িত্বহীন ক্ষমতা খাটাতে চায়। কাজেই, এখন যেহেতু পলিক্রেটিসের জীবন অবসান হয়েছে তাই আমি ইচ্ছা করছি আমি আমার অধিকার বলে আমার ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে, এবং আমি এই ঘোষণা করতে চাই যে, আইনের সামনে আপনারা সকলেই সমান। আমি আপনাদের কাছে আমার নিজের জন্য বিশেষ সুবিধা হিসেবে পলিক্রেটিসের সম্পত্তি থেকে ছয়টি ট্যালেন্ট চাই — এবং তার সঙ্গে চাই ত্রাণ কর্তা জিয়ূসের পৌরোহিত্যের অধিকার আমার নিজের জন্য এবং আমার বংশধরদের জন্য। এই মন্দিরের নির্মাতা হিসেবে এবং এই মুহূর্তে আপনাদের মুক্তিদাতা হিসেবে এগুলি আমার প্রাপ্য।"

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যার নাম ছিল টেলিসআর্কাস — স্প্রিং-এর মত লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'কি', চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'তোমার মত এক ছন্নছাড়ার মুখে এত এক ভারি চমৎকার বক্তৃতা! আমাদের উপর প্রভুত্ব করার জন্য যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, তোমার বরং উচিৎ, তুমি যে ধনসম্পদ দখল করে আছ তার জন্য জবাবদিহি করা।' মীয়ান্দ্রিয়াস সার্বভৌম ক্ষমতা ত্যাগ করলে অন্য কেউ যে আবার তা নিশ্চয়ই দখল করে নেবে তা প্রমাণের জন্য এই ছিল মীয়ান্দ্রিয়াসের জন্য যথেষ্ট। কাজেই, তিনি মত বদল করেন এবং তিনি যার অধিকারী ছিলেন তা ধরে রাখার জন্য সঙ্কল্প করলেন। দুর্গে ফিরে গিয়ে তিনি একেক করে নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন। তাদের প্রত্যেকের কাছেই বলে পাঠান হ'ল — তিনি ওদের

তাঁর হিসাব দেখাতে চান। এইভাবে ওদেরকে ডেকে এনে তিনি কয়েদ করেন এবং কারাগারে পাঠান।

এ সব গ্রেফতারির পর মীয়ান্দ্রিয়াস অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর ভাই লাইকারিতাস মনে মনে ভাবলেন মীয়ান্দ্রিয়াস আর বাঁচবেন না। কাজেই নিজের ক্ষমতা দখলের পথ নিষ্কন্টক করার জন্য তিনি সবক'টি কয়েদিকে হত্যা করেন। এই সবঘটনা থেকে মনে হয় স্যামোসের লোকেরা স্বাধীনতা ভালবাসতোনা।

এর ফল হ'ল এই ঃ ইরানিরা যখন নির্বাসিত সাইলোসোনকে আবার ক্ষমতায় বসাবার জন্য স্যামোস পৌঁছলো তখন ওদের বিরুদ্ধে কেউ একটি অঙ্গুলিও তুললো না। মীয়ান্দ্রিয়াস এবং তার দলের লোকেরা বলল — কয়েকটি শর্তে তারা দ্বীপ ছেড়ে যেতে রাজি আছেন। ওতানেস শর্তগুলি মেনে নেন। ফলে, সন্ধিচুক্তি করা হ'ল। ইরানিদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তারা তাদের জন্য সরকারি আসনগুলি স্থাপন করলো দুর্গের বিপরীত দিকে এবং সে সব আসনে গিয়ে তারা বসলো।"

এখন, এই মীয়ান্দ্রিয়াসের এক পাগলাটে ভাই ছিল যার নাম কেরীলাউস। কোনো এক অপরাধে তাকে এক গুহার ভেতরে আটকে রাখা হয়। এই লোকটি, কি ঘটতে যাচ্ছে তা শুনতে পেয়ে, তার কয়েদখানার গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা ঠেলে বের করে। যখন সে দেখতে পেল ইরানি মহাশয়রা তাদের সরকারি আসনে চুপচাপ বসে আছে, সে তখন চিৎকার করে বলল — সে মীয়ান্দ্রিয়াসকে কিছু দরকারি কথা বলতে চায়। মীয়ান্দ্রিয়াসকে যখন এ কথা বলা হ'ল তিনি তাঁর ভাইকে জেল থেকে বের করে তাঁর নিকট নিয়ে আসার জন্য হুকুম পাঠালেন। কেরীলাউস পৌঁছেই হিংসাত্মক এবং তিরস্কারের স্বরে মীয়ান্দ্রিয়াসকে প্ররোচিত করতে শুরু করে ইরানিদের আক্রমণ করার জন্য।

'তুমি কি কাপুরুষ' — সে চিৎকার করে ওঠে, 'এই যে আমি, তোমার আপন ভাই, যে জীবনে তোমার সামান্যতম ক্ষতিও করেনি তাকেই তুমি শিকলে বেঁধে গর্তের ভেতর বন্দি করে রাখা সমীচীন মনে করছ। অথচ ঐ বিদেশীগুলিকে তোমার শাস্তি দেয়ার সাহস নেই — যারা তোমাকে তোমার বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করবে। কেন — চোখের পলকে তুমি ওদের চূর্ণ করে দিতে পার। তুমি যদি ওদের ভয়ই পাও আমাকে সৈনিকদের কমাণ্ডার বানাও এবং আমি ওদের শিগগিরই দেখিয়ে দেব — ওরা যে দুঃসাহস করে এখানে ঢুকেছে তার জন্য কি শাস্তি ওদের প্রাপ্য। আর তোমার ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই — তুমি যাতে এ দ্বীপ থেকে নিরাপদে বের হয়ে যেতে পার, আমি তাচাই।'

মীয়ান্দ্রিয়াস তার ভাই-এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। আমার ধারণা, তিনি রাজি হলেন এ কারণে নয় যে, ইরানিবাহিনীকে তিনি নিজে হারিয়ে দিতে সক্ষম। এ ধরনের চিন্তা করার মত নির্বোধ তিনি ছিলেন না। বরং আক্রোশবশেই তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। কারণ, কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে এবং কোনো হামলা না করেই সাইলোসন নগরীর নিয়ন্ত্রণ ভার ফিরে পাবেন, মীয়ান্দ্রিয়াস তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি কেবল চেয়ে

ছিলেন স্যামোসের বিরুদ্ধে ইরানিদের ক্ষেপিয়ে তুলতে, যাতে করে তিনি সবচেয়ে নাজুক এবং বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে এ নগরী অর্পণ করতে পারেন সাইলোসোনের নিকট। তিনি জানতেন ইরানিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হ'লে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিংস্র হয়ে উঠবে। নিজেকে নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তা ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি যখন চাইবেন তখনি একটি গোপন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারবেন নিরাপদে। বলা বাহুল্য, সুড়ঙ্গটি তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন — শহরের কেন্দ্রস্থিত দুর্গ থেকে শুরু ক'রে সমুদ্দুর পর্যন্ত।

এভাবে, মীয়ান্দ্রিয়াস জাহাজ করে স্যামোস থেকে পালিয়ে যান এবং তাঁর ভাই কেরীলাউস সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে নগর দ্বার খুলে দেয় এবং সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে এই স্বস্তিকর বিশ্বাসে শহরের বাইরে সরকারি আসনে উপবিষ্ট ইরানি অভিজাতদের উপর হামলা করে। অতর্কিত আক্রমণে ওরা সবাই নিহত হয়।

এরপর, ইরানি ফৌজের অবশিষ্টরা এগিয়ে গেলো এবং এর ফলে যে যুদ্ধ শুরু হলো তাতে কাবু হয়ে কেরীলাউসের সিপাহীরা পিছু হটে রক্ষা ব্যূহের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ওতানেস ইরানিদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পেয়ে, অভিযান শুরু করার আগে দারায়ূস তাঁকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, ইচ্ছা করে সেগুলি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন এবং ছেলেবয়সের হোক অথবা বয়স্ক পুরুষ, হোক, যাকেই ধরতে পারবে তাকেই হত্যা করবার জন্য তার সিপাহীদের হুকুম দিলেন। অথচ দারায়ূসের আদেশ ছিলো, স্যামোসের কোনো লোককেই যেন হত্যা বা কয়েদ করা না হয়, এবং অক্ষত অবস্থায় যেন দ্বীপটি সমর্পণ করা হয় সাইলোসোনের হাতে। ওতানেসের হুকুম তামিল করা হলো; একদল ইরানি ফৌজ যখন কিল্লা অবরোধ করে ছিলো তখন তারা শুরু করে পাইকারি হত্যা; — তারা বাছবিচার না করে, পবিত্র মন্দিরের বাইরে অথবা ভেতরে যাকেই পেলো তাকেই হত্যা করলো।

এভাবে অব্যাহতি পাবার পর, মীয়ান্দ্রিয়াস, দ্বীপ থেকে যে সব মূল্যবান সামগ্রী বের করে সঙ্গে নিতে পেরেছিলেন সেগুলি নিয়ে জাহাজ ছাড়েন ল্যাসিদিমনের পথে। এখানে এসে তিনি, স্পার্টার রাজা এনাকসানদ্রিসের পুত্র ক্লিওমেনিসের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেন এভাবে ঃ তিনি তাঁর টেবিলের উপর সোনা এবং রূপার পেয়ালা রেখে দেবেন এবং তাঁর ভৃত্যরা যখন এগুলি ঘষে-মেজে পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন তিনি ক্লিওমেনিসের সাথে আলাপআলোচনা শুরু করে দেবেন এবং ক্লিওমেনিসকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য উৎসাহিত করবেন। ক্লিওমেনিস যতোবারই পেয়ালাগুলি দেখে প্রশংসা ও বিস্ময়ে চমকিত হলেন প্রত্যেকবারই মীয়ান্দ্রিয়াস তাঁকে বললেন — তিনি যতোখুশি নিতে পারেন। ক্লিওমেনিস কিন্তু দু'তিনবার এভাবে প্রলুব্ধ হবার পর বেশ চমৎকার সুবুদ্ধির পরিচয় দেন এবং এই উপহার গ্রহণ করতে অসম্মত হন। অবশ্য, অন্যান্য স্পার্টানের নিকট এ ধরনের উপহারের লোভ দেখালে মীয়ান্দ্রিয়াস সাহায্য অবশ্য পাবেন, ক্লিওমেনিস একথা জানতেন বললেই তিনি ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট গিয়ে বললেন — স্পার্টার জন্য মঙ্গল হবে যদি স্যামোস থেকে আগত লোকটি, ক্লিওমেনিসকে বা অন্য কোনো স্পার্টানকে

নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য রাজি করতে পারার আগেই, এদেশ ছেড়ে বের হয়ে যায়। পরামর্শটি গৃহীত হলো এবং ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মীয়ান্দ্রিয়াসকে অবশ্য এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর স্যামোসের বেলায় এই করা হলো ঃ ছেলেরা যেমন টানাজালে সমস্ত মাছ বন্দি করে, তেমনিভাবে স্যামোসের সকল বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে শূন্য দ্বীপটি অর্পণ করা হলো সাইলোসোনের কাছে। যাই হোক, কয়েক বছর পর, ওতানেস জননাঙ্গের এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং একটা স্বপ্নের মর্মানুযায়ী দ্বীপটিতে আবার জনবসতি স্থাপনের জন্য তিনি ক্লিওমেনিসকে অনুপ্রাণিত করেন।

ব্যাবিলনের বিদ্রোহ

স্যামোসের পথে ইরানি নৌবহর যাত্রা করার পর ব্যাবিলন বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ ছিল এক সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ। বলতে কি, মেগাসের গোটা রাজত্বকালব্যাপী নীরবে প্রস্তুতি চলে অবরোধ ঠেকানোর জন্য। এই নীরব–প্রস্তুতি চলছিলো মেগাসের বিরুদ্ধে, সপ্ত ষড়যন্ত্রীর অভ্যুত্থানের পর যে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে, সে বিশৃঙ্খলার কালেও। এখন যে কারণেই হোক, এ গোপন প্রস্তুতির কথা কখনো বাইরে প্রকাশ পায় নি। যখন তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবার চূড়ান্ত সময় এলো ব্যাবিলনীয়ানরা তাদের খাদ্যের চাহিদা কমানোর জন্য নগরীর সব স্ত্রীলোককে এক জায়গায় জমা করে গলা টিপে মেরে ফেললো — প্রত্যক পুরুষ কেবল তার মাকে রেহাই দিলো এবং তার পরিবার থেকে বেছে এমন একজন রমণীকে অব্যাহতি দিলো যে তার জন্য রুটি তৈরি করে দেবে। এ খবর দারায়ূসের নিকট পৌঁছানোর পর তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়ে পড়েন এবং নগরী অবরোধ করেন। ব্যাবিলনীয়ানরা কিন্তু এতে খুব ভয় পেলো না। ওরা ফূর্তির সাথে ওদের দুর্গপ্রাচীরে উঠে দারায়ূস এবং তাঁর সেনাবাহিনীকে অপমানজনক ভাষায় টিটকারি দিতে থাকে। ওরা চিৎকার করে বলতে লাগলো; "ওহে ইরানিরা, তোমরা ওখানে কেন বসে আছো? তোমরা চলে যাচ্ছ না কেন? ও, বুঝতে পারছি, তোমরা আমাদের নগরী দখল করবে — যখন খচ্চরের বাচ্চা হবে!"

এখন এই শেষের মন্তব্যটি যেই করে থাক, সে স্বভাবতই মনে করেছিলো খচ্চরের কখনো বাচ্চা হবে না।

এক বছর সাত মাস চলে গেলো, দারায়ূস এবং তাঁর ফৌজ শহরটি দখল করতে গিয়ে কোনো অগ্রগতি সম্ভব না হওয়ায় রাগে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লেন। সকলরকমের কলাকৌশল, সম্ভাব্য সকলরকম উপায়ই পরীক্ষা করে দেখা হলো, কিন্তু তাতে কোনো ফললাভ হলোনা। শহরটি দখল করা সম্ভব হলো না। এমনকি সবাই ব্যর্থ হওয়ার পর দারায়ূস নিজেও পূর্বে সাইরাস যে উপায় অবলম্বন করে সফল হয়েছিলেন তার

পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। অসাধারণ সতর্কতার সঙ্গে ব্যাবিলনীয়ানরা সর্বক্ষণ চৌকি দিতে থাকে শত্রুকে ওরা কোনো সুযোগই দিলো না।

শেষপর্যন্ত অবরোধের ২০তম মাসে মেগাবাইজুসের পুত্র জোফাইরাসের জীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটলো। যে সাত ষড়যন্ত্রকারি মেগাসকে হত্যা করেছিলো জোফাইরাস ছিলো তাদের অন্যতম। তারি একটি মালটানা খচ্চরের বাচ্চা হলো। জোফাইরাসকে যখন একথা বলা হলো, সে তা বিশ্বাস করতে রাজি হলো না, যতক্ষণ না সে খচ্চরের বাচ্চা নিজের চোখে দেখলো। তারপর, যারা তা দেখেছে তারা যাতে কি ঘটেছে এ সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলে এই নিষেধ করে সে কঠোরভাবে চিন্তা করতে লাগলো এবং এ সিদ্ধান্তে এলো যে, ব্যাবিলন জয়ের সময় এসে গেছে। কারণ ওই ব্যাবিলনীয়ানরাই তো অবরোধের শুরুতে বলেছিলো, খচ্চরের যখন বাচ্চা হবে, তখন এই নগরীর পতন হবে। লোকটি যে ওই প্রবচনটি উল্লেখ করেছিলো এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারটি যে বাস্তবেই ঘটে গেলো, তাতেই তো নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, এর মধ্যে আল্লাহর হাত রয়েছে।

কাজেই, ব্যাবিলনের ধ্বংস এখন অনিবার্য — এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হয়ে সে গেলো দারায়ুসের কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, এই নগরী অধিকার করা তাঁর জন্য পরম গুরুত্বপূর্ণ কিনা। যখন বলা হলো, সত্যি উহা তাঁর জন্য পরম গুরুত্বপূর্ণ তখন সে একমাত্র নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাবিলন বিজয়ের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তৎপর হলো; কারণ পারস্য দেশে রাজার পক্ষে যে কোনো বিশেষ কাজকেই খুবই উচ্চ মূল্য দেয়া হয়ে থাকে। তাই যতগুলি পরিকল্পনা তার মগজে এলো পর্যালোচনা করে প্রত্যেকটি সে বর্জন করলো এবং শেষ পর্যন্ত সে স্থির করলো, স্থানটি সে একটিমাত্র উপায়ে দখলে আনতে পারে — আর সে উপায়টি হচ্ছে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলা, তারপর দলত্যাগী হিসেবে শত্রুদের সাথে মিশে যাওয়া। এই ভয়ঙ্কর উপায়টিকে একটি বাস্তব ব্যাপার মনে করে দেরি না করেই সে তা কার্যকর করে ফেলে। সে যে পথ স্থির করেছিলো তার মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণ পদক্ষেপের অবকাশ ছিলো না। সে তার নাক আর কান দুটি — কেটে ফেলে, মাথার চুল চেঁচে ফেললো দাগি আসামির মতো ক'রে, এবং একটা চাবুকের আঘাতে তার গায়ে ফোলা ফোলা দাগ করে ফেললো আর এভাবে সে নিজেকে নিয়ে হাজির করলো দারায়ুসের কাছে। জোফাইরাসের মতো একজন নামজাদা মানুষকে এমনিতরো ভয়ঙ্করভাবে বিকলাঙ্গ হতে দেখে দারায়ুস যেনো বিদ্যুৎপৃষ্ট হলেন। ভীতি ও আতঙ্কব্যঞ্জক ধ্বনি করে তিনি তাঁর কুরসি থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন — তাকে কে এ শাস্তি দিয়েছে এবং এই শাস্তি পাবার মতো কি অপরাধ জোফাইরাস করেছে।

"হুজুর", জোফাইরাস জবাব দেন, "আমি ছাড়া আর কারো এমন শক্তি নেই যে, আমাকে এই অবস্থায় উপনীত করতে পারে। যে দুটি হাত আমাকে বিকলাঙ্গ করেছে সে দুটি আমারি হাত। কারণ ব্যাবিলনের এসিরীয়ানরা ইরানিদের নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবে এ ছিলো আমার বরদাস্তের বাইরে।"

"তুমি পাগলের প্রলাপ বকছো," দারায়ুস বললেন, "অবরুদ্ধ নগরীর ভেতরে আমাদের যে শত্রুরা রয়েছে তাদের জন্য তুমি একটি ভয়ঙ্কর কাজ করেছো, একথা বলা একটি লজ্জাজনক কাজকে সুন্দর শব্দ দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস মাত্র। তুমি কি এতোই বোকা, যে তুমি ভাবতে পারলে এভাবে তোমার দেহের কতিপয় অঙ্গ কেটে ফেলার ফলে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হবে? যখন তুমি তোমার নিজের শরীরের উপর এ কাজটি করেছো তখন নিশ্চয়ই তোমার হুঁশঘুশ ছিলো না।"

"আমি যদি আমার ইচ্ছার কথা বলতাম," জোফাইরাস জবাব দেন, "আপনি কিছুতেই আমাকে এগুতে দিতেন না। কাজেই, আমি নিজের উদ্যোগেই কাজটা করেছি। এখন আপনিও যদি আপনার ভূমিকা পালন করেন, আমরা অবশ্যই ব্যাবিলন অধিকার করবো। আমি এভাবেই নগরীর প্রাচীর পর্যন্ত যাবো একজন দলত্যাগীর ভান ক'রে এবং আমি তাদের বলবো, আমার এ দুঃখলাঞ্ছনার জন্য আপনিই দায়ী। তারা সহজেই আমাকে বিশ্বাস করবে এবং তাদের ফৌজকে আমার অধীনে মোতায়েন করবে। এখন আপনার কাজ কি শুনুন ঃ আমার নগর প্রবেশের দশম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং তারপর সেমিরামিসের প্রবেশদ্বারগুলির মুখে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী রাখুন, যাদের হারালও আপনার চিন্তার কারণ ঘটবে না। এর সাতদিন পরে নাইনিভের প্রবেশ দ্বারগুলির মুখে পাঠাবেন আবো দু'হাজার সৈন্য এবং এর কুড়ি দিন পরে কেলদিয়ার প্রবেশদ্বারগুলিতে পাঠাবেন চার হাজার। এই তিনটি বাহিনীর কোনোটিকেই কেবল ছোঁরা ছাড়া আর কোনো অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করা চলবে না — তারা কেবল ছোঁরাই বহন করবে। এর আরো কুড়ি দিন পরে সকল দিক থেকে নগর প্রাচীরের উপর সার্বিক হামলা করার জন্য হুকুম দেবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে — আমাদের নিজস্ব পারসিক সৈন্যরা বেলিয়ান এবং সিসিয়ান প্রবেশ দ্বারগুলির বিপরীত দিকের সেক্টরগুলিতে অবস্থান করবে। আমার বিশ্বাস, আমি তাদের এত উপকার করেছি তা দেখার পর ব্যাবিলনীয়ানরা আমাকে বিশ্বাস করবে এবং আমার উপর অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ করবে — এমন কি, প্রবেশদ্বারগুলির চাবিও আমার হাতে তুলে দিতে পারে বিশ্বাস করে। এরপর আমি এবং আমাদের ইরানিরা মিলে দেখবো আমাদের কি করা কর্তব্য।"

রাজাকে এসব নির্দেশ দিয়ে জোফাইরাস ছুটে গেলো ব্যাবিলনের প্রবেশদ্বারের দিকে। সে দৌড়াচ্ছিলো আর তাকাচ্ছিলো ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে, ঠিক যেমন করে দলত্যাগী পলাতক ধরা পড়ার ভয়ে। যখন প্রহরারত সিপাহীরা তাকে দেখলো ওরা দুর্গ থেকে ছুটে এলো নিচে এবং একটি প্রবেশদ্বারের সামান্য একটু ফাঁক করে তাকে তার নাম এবং উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করলো। সে যখন বললো — তার নাম জোফাইরাস এবং পারস্যসৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে, তখন তাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো এবং শান্ত্রীরা তাকে নিয়ে গেলো মেজিষ্ট্রেটদের কাছে। সেখানেও সে অনর্গল ভাষায় বর্ণনা করলো তার দুঃখযন্ত্রণার কথা। এভাবে সে ভান করলো যে সে নিজে তার শরীরের যে ক্ষতি করেছে তা আসলে করেছেন দারায়ূস এবং তাও কেবল একারণেযে,সে দারায়ূসকে

অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলো। কারণ, তার মতে এ অবরোধ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত করার কোনো উপায়ই দেখা যাচ্ছিল না।

"এবং এখন" সে বলে ঃ "হে ব্যাবিলনের লোকেরা, আমি এখানে। আমার এই আসাতে লাভ হবে তোমাদের। কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে দারায়ূস এবং তাঁর সৈন্য-বাহিনীর। তিনি আমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছেন তার খেসারত না দিয়েই রেহাই পেয়ে যাবেন, একথা ভেবে থাকলে আমাকে তিনি সামান্যই চিনেছেন। তাছাড়া তাঁর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সবই আমার নখাগ্রে।"

ব্যাবিলনীয়ানরা যখন দেখলো একজন উচ্চপদস্থ এবং বিশিষ্ট ইরানির এই দশা — তার নাক, কান কেটে ফেলা হয়েছে এবং বেত্রাঘাতের দরুন তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, তারা সহজেই তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিশ্বাস করে যে, সত্যিসত্যিই ও সাহায্য করবার জন্য এসেছে। এই বিশ্বাসে সে যা চাইলো তাই করতে তারা রাজি হলো। সে তৎক্ষণাৎ বললো, তাকে কতকগুলি সৈনিকের উপর সেনাপতির দায়িত্ব দিতে হবে এবং অনুরোধ মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সে দারায়ূসের সঙ্গে যে পরিকল্পনা করেছিলো তাই কার্যকর করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলো। তার আগমনের দশম দিবসে সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার্চ্ করে নগরী থেকে বের হয়ে পড়ে এবং সে দারায়ূসকে এক হাজার সৈন্যের যে প্রথম দলটি পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছিলো, তাদের হত্যা করে। এর ফলে, ব্যাবিলনীয়ানদের কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, তার কথা এবং কাজ একই। তারা হর্ষোৎফুল্ল হয় এবং সে যে ব্যাপারেই আদেশ দিক, তারা তার হুকুম তামিল করবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। তাই, পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন অপেক্ষা করার পর সে নগরীর ভেতরের সৈন্যদের আরেকটি দল নির্বাচন করে নগরী থেকে বের হয়ে আসে মার্চ্ করতে করতে এবং নাইনিভের প্রবেশদ্বারে দারায়ূস কর্তৃক মোতায়েন দুই হাজার পারসিক সৈন্যকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এই দ্বিতীয় উপকারটির পর এক লাফে জোফাইরাসের খ্যাতি অনেক উপরে উঠে যায়, তার নাম প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। নতুন করে একই ব্যাপার ঘটলো চারহাজারী বাহিনীর ক্ষেত্রেও; কথামতো বিরতির পর সে তার সৈন্যদের নিয়ে বের হয়ে আসে কেলদিয়া প্রবেশদ্বার দিয়ে এবং ইরানিদের ঘিরে ফেলে। তারপর, ওদের প্রত্যেককেই কেটে ফেলে কুচি কুচি করে। ওই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। এখন জোফাইরাস হলো ব্যাবিলনের কেবল একমাত্র সেনানী, নগরীর বীরপুরুষ; তাকে করা হলো প্রধান সেনাপতি এবং নগর প্রাচীরের প্রধান রক্ষী।

এদিকে দারায়ূস তার নিজের কাজ করতে ভুললেন না। কথামতো তিনি সকল দিক থেকে নগর প্রাচীরের উপর সর্বাত্মক হামলা করার জন্য হুকুম দিলেন। জোফাইরাসের জন্য এ ছিলো তার শঠতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য সঙ্কেতস্বরূপ। দারায়ূসের হামলা প্রতিহত করার জন্য ব্যাবিলনীয়ান ফৌজের দুর্গে আরোহণ পর্যন্ত অপক্ষো করে সে সিসিয়ান ও বেলিয়ান প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দিয়ে ইরানিদের নগরীর ভেতরে ঢোকার পথ

উন্মুক্ত করে দেয়। যে সব ব্যাবিলনীয়ান, কি ঘটে গেলো খুব কাছে থেকে তা বুঝতে পেলো, তারা ছুটে গেলো 'বেলে'র মন্দিরের দিকে। আর সবাই স্থির হয়ে রইলো তাদের নিজ নিজ অবস্থানে এবং এক সময় তারা নিজেরাও বুঝতে পারলো যে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

এমনি করে দ্বিতীয় বারের মতো দখল করা হলো ব্যাবিলন এবং দারায়ূস তাঁর বিজয়ের পর ব্যাবিলনের পূর্ববর্তী বিজয়ী সাইরাসের নজির অনুসরণ না করে, এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। নগরীর সবকটি প্রবেশদ্বার ভেঙে ফেলেন এবং নগরীর প্রায় তিন হাজার নেতৃস্থানীয় নাগরিককে একটি বেষ্টনীর মধ্যে বন্দি করলেন বা সবাইকে তাদের নিজ নিজ বাড়ির মধ্যে থাকবার অনুমতি দিলেন। আমার এই বিবরণের শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম, খাদ্য বাঁচানোর জন্য কেমন করে ব্যাবিলনীয়ানরা তাদের মেয়েলোকদের গলা টিপে হত্যা করেছিলো; এর প্রতীকারের জন্যই দারায়ূস পার্শ্ববর্তী সকল জনগোষ্ঠীর প্রত্যেককে বাধ্য করেছিলেন ব্যাবিলনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোক পাঠাতে। এভাবে মোটমাট প্রায় পঞ্চাশ হাজার রমণীকে এখানে জোগাড় করা হয়। বর্তমান বাসিন্দারা এদেরই বংশধর।

দারায়ূসের মতে, তাঁর আগে কিংবা পরে, তাঁর দেশের উপকারে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি জোফাইরাসকে, কেবলমাত্র সাইরাস ছাড়া, — যার সাথে নিজেকে তুলনা করার স্বপ্নও কখনো দেখেনি কোনো পারসিক। আমরা শুনতে পাই, দারায়ূস নাকি প্রায়ই বলতেন আরও কুড়িটি ব্যাবিলনের চেয়েও এ ভয়ঙ্কর অঙ্গহানি থেকে মুক্ত জোফাইরাস তাঁর কাছে অধিকতর মূল্যবান। তিনি তাকে সর্বোচ্চ সম্মানে পুরস্কৃত করেন, প্রত্যেক বছর তিনি তাকে দিতেন সেই সব ইনাম যা ইরানিদের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্খিত এবং আরো অনেক কিছুর মধ্যে তিনি তাকে দিয়েছিলেন করমুক্ত, ব্যাবিলনের আজীবন গভর্নরের পদ।

মিশরে এথেনীয়ান ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যে মেগাবাইজুস সেনাপতিত্ব করেন; তিনি ছিলেন জোফাইরাসের পুত্র; এবং দ্বিতীয় জোফাইরাস, যিনি পারস্য সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এথেন্সে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন মেগাবাইজুসের পুত্র।

চতুর্থ খণ্ড

ব্যাবিলন দখলের পর দারায়ূস সিদিয়া অবরোধ করেন। সিদীয়ানরা আগে একবার সিদিয়া অবরোধ করে দখল করেছিলো এবং এজন্য, এক অর্থে ওরা ছিলো আক্রমণকারী। দারায়ূসের নগদ রাজস্ব ছিলো বিপুল এবং তার দখলভুক্ত এশীয় রাজগুলির অগণিত প্রজাদের মধ্য থেকে তিনি সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করেছিলেন অজস্র। এসব কারণে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাঠকদের স্মরণ আছে, দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে সিদীয়রা এশিয়ার উর্ধ্বাঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব করে — তাদের প্রাক্তন মনিব মিডীয়ানদের ক্ষমতা ধ্বংস করার পর। সিমেরীয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করে ওরা এই দেশে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ আটাশ বছরের ব্যবধানের পর স্বদেশে ফিরে তারা দেখতে পেলো তাদের জন্য এমন বিপদ অপেক্ষা করছে যা সিদীয়দের সাথে তাদের সংগ্রামের চাইতে মোটেই লঘু নয়। বিপদটি এই যে, এক বিশাল শত্রুফৌজ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে — তাদের এদেশে প্রবেশ করতে দেবে না; কারণ সিদীয়ান রমণীরা তাদের পুরুষদের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে তাদের গোলামদের বিয়ে করে বসেছিলো।

মিডীয়ানরা তাদের গোলামদেরকে অন্ধ করে ফেলে। এটি এমন একটি প্রথা যা একভাবে না একভাবে সম্পর্কিত রয়েছে দুধের সঙ্গে, যা ওরা নিম্ন বর্ণিতরূপে তৈরি করে খাবার জন্য ঃ ওরা হাড় দিয়ে তৈরি এবং দেখতে বাঁশির মতো একটি নল প্রবেশ করিয়ে দেয় ঘোড়ীর যোনির ভেতর এবং সে নলের মধ্যে ফুঁ দিতে থাকে। এভাবে একজন ফুঁ দেয় আরেক জন দুধ দোহন করে। ওদের মতে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘোড়ীর রগগুলিকে বাতাস দিয়ে স্ফীত করে তোলা যার ফলে ঘোড়ীর ওলানটি নিচে ঝুলে পড়তে বাধ্য হয়। ওরা চার পাশে একটি বৃত্ত করে অন্ধ লোকগুলিকে দাঁড় করায় এবং তারপর কাঠের গামলায় দুধ ঢেলে তা নাড়তে থাকে। এভাবে নাড়ার পর যে অংশ উপরে উঠে আসে তা তুলে নেয়া হয়। এটিই হচ্ছে সার অংশ; বাকি যা থাকে সেটুকুকে তেমন কিছু উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয় না। ওরা যে ওদের যুদ্ধবন্দিদের চোখ উপড়ে ফেলে তার কারণ সিদীয়ানরা কৃষিজীবী নয়, ওরা যাযাবর।

এসব গোলাম এবং সিদীয়ান রমণীদের মিলনের ফলে একটি নতুন প্রজন্ম প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়ে উঠলো। ওরা যখন জানতে পারলো কি করে ওদের জন্ম হয়েছে, ওরা প্রতিজ্ঞা করলো, মিডিয়া থেকে সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনে তারা বাধা দেবে। প্রতিরক্ষার একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ওরা একটি প্রশস্ত পরিখা খনন করলো, তৌরিক পর্বতমালা থেকে মিয়তিস হ্রদটি যেখানে সবচাইতে চওড়া, সে পর্যন্ত। তারপর সে পরিখা

বরাবর ওরা প্রতিরক্ষার জন্য অবস্থান মজবুত করে এবং জোর করে এ অঞ্চলে প্রবেশের সকল প্রচেষ্টাকে ওরা বাধা দিতে থাকে। সামনাসামনি অনেক ক'টি যুদ্ধ হলো। কিন্তু হানাদারবাহিনী কিছুতেই এগুতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ওদের একজন সৈন্যের মনে আক্রমণের একটি নতুন পরিকল্পনার কথা উদয় হলো ঃ 'বন্ধুগণ', সে বললো — "আমরা যা করছি তা একেবারেই অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। আমাদের নিজেদের গোলামদের সঙ্গে এ যুদ্ধে দু'দিকে দিয়েই আমাদের ক্ষতি। আমাদের নিজেদের মধ্যে হতাহতের ফলে আমাদের যে ক্ষতি হবে, আমাদের হাতে ওরা হতাহত হলে ক্ষতি তার চাইতে কম হবে না। কারণ আমরা যতবেশি সংখ্যক ওদের হত্যা করবো, আমরা এদেশ দখল করার পর আবার ওদের প্রভু হয়ে ওদের পাবো ততো কম সংখ্যক। এজন্য আমি প্রস্তাব করছি আমাদের নেজা-বর্শা, তীর-ধনুকের ব্যবহার বন্ধ করা উচিত এবং আমাদের প্রত্যেকের একটি ঘোড়ার চাবুক হাতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেখে ওদের স্বভাবতই মনে হয়েছিলো ওরাও আমাদের মতো মানুষ। তাই ওরা আমাদের মোকাবেলা করছিলো সমান হিসাবে। ওরা সমানে সমানে লড়ছিলো। এখন যখন দেখবে আমরা চাবুক হাতে নিয়ে প্রবেশ করছি, ওদের স্মরণ হবে যে, ওরা গোলাম। একবার যদি তারা তা স্বীকার করে ওরা আর কখনো আমাদের সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না।"

সিদীয়ানরা কাল বিলম্ব না করে তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করে। তাদের বিরোধী ফৌজ এতে হতভম্ব হয়ে যায়, প্রত্যেকেই ভুলে গেলো সে সৈনিক এবং নিজের অবস্থান ছেড়ে সে পালিয়ে গেলো।

এইই হচ্ছে সিদীয়ানদের কাহিনী — কি করে তারা এশিয়ার উপর প্রভুত্ব করে, মিডীয়দের দ্বারা নির্বাসিত হয় এবং আবার সিদিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। দারায়ূস এদেরই প্রথম হামলার অপরাধের শাস্তি বিধানের জন্য ওদের বিরুদ্ধে ফৌজ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

সিদীয়ানরা বলে, ওরা হচ্ছে জাতি হিসাবে নবীনতম। ওরা ওদের উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়ে থাকে ঃ

যে লোকটি প্রথম তাদের দেশে বাস করতো সে হচ্ছে জনৈক তার্গিতাউস। ওর আগে সিদিয়াতে কোনো লোক বসতি ছিলো না। জিয়ূস এবং বোরিস্তেনিস নামক এক নদীর মিলনে তার্গিতাউসের জন্ম। বলাবাহুল্য, আমি নিজে ইহা বিশ্বাস করি না। ওদের মধ্যে চলতি কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। তার্গিতাউসের ছিলো তিন পুত্র ঃ লিপোক্সেইস, এরপক্সেইস এবং কনিষ্ঠ কলেক্সেইস। সিদীয়াতে তাদের রাজত্বকালে আকাশ থেকে পড়েছিলো একটি সোনার লাঙ্গল, একটি সোনার জোয়াল, একটি সোনার যুদ্ধ-কুঠার এবং একটি সোনার পেয়ালা। এদের মধ্যে যে বয়সে সকলের বড় সে প্রথম এই মূল্যবান সম্পদ দেখতে পায়। কিন্তু যখন সে এগুলি কুড়াতে গেলো তখন আগুন ধরে গেলো

সোনায়। এজন্য সে তার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়। তখন মধ্যম জন এগিয়ে যায় এগুলি কুড়াবার জন্য। কিন্তু আগের মতো সোনায় আবার আগুন ধরে দাউ দাউ জ্বলতে লাগলো। সবশেষে, বড় দু'ভাইকে যখন আগুনের লেলিহান শিখা দূরে সরিয়ে রেখেছে তখন ছোট ভাই এগিয়ে আসে; এবার আগুন নিভে যায়, যার ফলে সে সোনার ঐ দ্রব্যগুলো কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। বড় দু'ভাই এটিকে একটি ঐশী ইশারা বলে মনে করে এবং গোটা রাজ্যটি অর্পণ করে কলেক্সেইকে। লিপোক্সেইসের বংশধর হচ্ছে সেইসব সিদীয়ান এখন যারা ঔখাতি নামে পরিচিত আর মধ্যম ভ্রাতা এরপক্সেইসের বংশধরেরা পরিচিত কেথিয়ারী এবং ত্রাসপিয়েস নামে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশধররা হচ্ছে সিদীয়ান রাজ বংশ, যাদের বলা হয় প্যারালেথি। তাদের একজন রাজার নামে, বাছ-বিচার না করেই তাদের স্কোলোর্তি এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয় এবং গ্রীসীয়রা ওদের বলে সিদীয়ান। নিজেদের উৎপত্তি সম্পর্কে সিদীয়ানদের বিবরণ হচ্ছে এই। ওরা আরো বলে ওদের প্রথম রাজা তার্গিতাউস থেকে, ওদের আক্রমণ করার জন্য দারায়ূসের হেলেসপোন্ট অতিক্রম করা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হচ্ছে এক হাজার বছর। আকাশ থেকে যে স্বর্ণ পড়েছিলো তা রাজারা খুব যত্নের সঙ্গে পাহারা দিয়ে আসছেন; প্রত্যেক বছর ওরা এই সোনা দেখতে যান এবং এর উদ্দেশ্যে বড় রকমের উৎসর্গও করেন। এদেশে একটি উপকথা চালু রয়েছে ঃ উৎসবকালে এই সোনার কোনো প্রহরী যদি খোলা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে এক বছরের মধ্যেই তার মত্যু হবে এবং এ যখন ঘটে, তখন ঐ প্রহরীটিকে সেই পরিমাণ ভূমি দান করা হয় যা সে একদিনে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসতে পারে। সিদিয়া যেহেতু আকারে বিশাল সেজন্য কলেক্সেইস দেশটিকে তাঁর পুত্রদের জন্য তিনটি রাজ্যে ভাগ করেন, যে রাজ্যে স্বর্ণদ্রব্যগুলি রাখা হলো তার আয়তন থাকলো অন্য রাজ্য দুটির আয়তন থেকে বড়। লোকে বলে, আরো উত্তরে যে অঞ্চলটি রয়েছে সে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করা, এমনকি তা দেখাও অসম্ভব; পাখীর পালক-বৃষ্টির ফলে জমি পুরু আবরণে ঢাকা পড়ে যায়, বাতাস ভারি হয়ে থাকে, এমনকি এসবের জন্য চোখে পর্যন্ত কিছু দেখা যায় না।

পোন্টাসের গ্রীকরা সিদীয়া এবং তার চতুষ্পার্শ্বের দেশ সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণ দিয়ে থাকে। ওদের মতে হিরাক্লিস যখন পৃথিবীর এ অংশে আসেন তখন এ এলাকাটি ছিলো জন বসতি শূন্য। হিরাক্লিস তার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন জেরীওনের ষাঁড়গুলো। তার দেশ ছিলো অনেক দূরে, একটি দ্বীপে, গ্রীসীয়রা যাকে বলে ইরিথিয়া। এটি গেদিসের নিকটে অবস্থিত — হিরাক্লিসের স্তম্ভগুলি ছাড়িয়ে যে মহাসাগর পড়ে সে মহাসমুদ্রে। উপকথা অনুসারে ঐ মহাসমুদ্রটি হচ্ছে একটি বিশাল নদী, যা পূব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে বেষ্টন করেছে সারা পৃথিবীকে। কিন্তু তা প্রমাণ করবার মতো কোনো তথ্যই নেই। এখন যে দেশটিকে সিদিয়া বলা হয়, হিরাক্লিস যখন সে দেশে পৌছেন তখন আবহাওয়া ছিলো খারাপ এবং শীত পড়েছিলো ভয়ানক, যার জন্য তিনি তাঁর সিংহের চামড়াটা গায়ের উপর টেনে দিয়ে নিদ্রা যান। তিনি তখন ঘুমে। তিনি তাঁর যে ঘোড়াগুলিকে শকট থেকে

খুলে ঘাস খাওয়ার জন্য মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেগুলি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোড়াগুলির তল্লাশি শুরু করে দেন এবং সারা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি জায়গায় পৌছলেন যাকে বলা হয় 'হাইলীয়া' অথবা অরণ্যদেশ। ওখানে তিনি একটি গুহার মধ্যে সাক্ষাৎ পান এক নাগ-যুবতীর — এমন এক জীব যার উরু থেকে উপরের অংশটি একটি স্ত্রীলোকের এবং নিচের অংশটি সর্পের। মুহূর্তের জন্য তিনি তার দিকে তাকালেন পরম বিস্ময়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ও তাঁর ঘোড়াগুলিকে আশেপাশে কোথাও বিচরণ করতে দেখেছে কিনা। জবাবে ও জানালো — ঘোড়াগুলি ওর হেফাজতেই রয়েছে এবং ওগুলি সে ফেরৎ দিতে পারে এ শর্তে যে হিরাক্লিস ওর সাথে যৌনমিলনে মিলিত হবেন। হিরাক্লিস তাতে রাজি হন, কিন্তু নাগকন্যা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলিকে ফেরত দিলো না, বরং তার ওয়াদা পূরণে দেরি করতে লাগলো, যাতে করে হিরাক্লিসকে যত দীর্ঘকালের জন্য সম্ভব তার প্রেমাস্পদ হিসাবে ধরে রাখতে পারে, যদিও হিরাক্লিসের একমাত্র ইচ্ছা ছিলো তাঁর ঘোড়াগুলি নিয়ে এখান থেকে বিদায় নেয়ার। শেষ পর্যন্ত ও হিরাক্লিসকে তার ঘোড়াগুলি ফেরত দিয়ে বললো — "আমি যখন ঘোড়াগুলিকে এখানে পাই তখন থেকে এগুলিকে সযত্নে তোমার জন্য হেফাজত করেছি এবং তোমার কাছ থেকে আমি আমার পুরস্কার নিয়েছি, কারণ তোমার ঔরসে আমার তিনটি পুত্র হয়েছে। এখন বলো আমি ওদের নিয়ে কি করবো; ওদের যখন বয়স হবে আমি কি ওদের এ দেশেই প্রতিষ্ঠিত করবো — এই দেশ, যে দেশের আমিই মালিক, নাকি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো?"

'ছেলেগুলি যখন বড় হয়ে পুরুষ হয়ে উঠবে,' — হিরাক্লিস বললেন, 'আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তুমি যদি তা করো, তুমি খুব ভুল করবে না। ওদের মধ্যে যেই, আমি যেভাবে এই ধনুকটি বাঁকাচ্ছি, সেভাবে ধনুকটি বাঁকাতে পারবে এবং আমি এখন তোমাকে যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে এই ছিলা তাতে লাগাতে পারবে তাকেই তুমি এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করবে, আর যে এই দুটি কাজ করতে ব্যর্থ হবে, তাকেই অবশ্য পাঠিয়ে দেবে এদেশ থেকে, দূরে কোথাও। তুমি তাই করো এবং এতে করে তুমি আমার প্রতিই যে কেবল সমুচিত আনুগত্য দেখাবে তাই নয়, তুমি নিজেও হবে সুখী।'

তখন হিরাক্লিস তাঁর দুটি ধনুকের একটিতে টান দিলেন — তখন পর্যন্ত তিনি সব সময় বহন করছিলেন দুটি ধনুক এবং দেখালেন তাতে কি করে ছিলা লাগাতে হয়। এরপর তিনি নাগ-কন্যার হাতে ধনুক এবং ছিলা দুটি দিয়ে চলে গেলেন। ছিলাটির গেরোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো ছোট্ট একটি সোনার বাটি। ছেলেগুলির বয়স হলে ওদের মা বড় জনের নাম রাখে আগাথীর্সাস, মধ্যম জনের জিলোনাস এবং কনিষ্ঠ জনের স্কিদিস। হিরাক্লিস তাকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলি তার মনে ছিলো। তাই সে এখন সেই নির্দেশগুলি কার্যকর করার প্রয়াস পেলো। তরুণদের মধ্যে দুজন — আগাথীর্সাস ও জিলোনসকে একাজ করতে দিলে তারা তা পারলো না। এজন্য ওদের মা ওদের দেশ থেকে নির্বাসন দেয়। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্কিদিস সফল হলো, যার জন্য ওকে সেই দেশে

থাকতে দেয়া হয়। এভাবেই হিরাক্লিসের পুত্র পরবর্তী স্কিদীয় রাজবংশের আদিপুরুষ হয়ে ওঠে। আজো স্কিদীয়ানরা তাদের পূর্বপুরুষ হিরাক্লিয়াসের কোমরবন্ধের স্মরণে যে কোমরবন্ধ পরে তাতে গেরোর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি বাটি। স্কিদিসের মা কেবল এই কাজটিই তার জন্য করেছিলো।

পোন্টাসের গ্রীকরা যে কাহিনী বলে থাকে তা ছাড়া আরো একটি কাহিনী চালু আছে, যাকে আমি নিজে তিনটি কাহিনীর মধ্যে সবচাইতে সম্ভাব্য বলে মনে করি। এ কাহিনীটি, এশিয়াতে যেসব সিদীয় যাযাবর গোত্র বাস করতো, মাস্সাজেতীদের চাপে বাধ্য হয়ে তাদের আরাকসেস পাড়ি দিয়ে কিমেরিয়া প্রবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। জায়গাটি এখন সিদিয়ার অন্তর্গত এবং বলা হয় এটি এককালে অধ্যুষিত ছিলো কিমেরীয়ানদের দ্বারা। কিমেরীয়ানরা যখন দেখলো বন্যার বেগে সিদীয়ান ফৌজ ওদের দেশে প্রবেশ করছে তখন ওদের কি করা উচিত সে বিষয়ে ওরা একমত হতে পারলো না। বরং ওরা স্পষ্ট দুটি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো — একদিকে রাজার দল বা রাজার গোষ্ঠী, অপর দিকে দেশের বাকি লোক। উভয় দলই একই রকম জোর দিয়ে নিজের মত গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে। জনগণ বলতে থাকে সঠিক পন্থা হচ্ছে এই পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর সঙ্গে মোকাবেলার ঝুঁকি না নিয়ে সরে দাঁড়ানো। অন্যদিকে রাজার দল অধিকতর হিম্মতের সঙ্গে সবাইকে ডাক দেয় শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের দেশের জন্য লড়াই করতে। অবশ্য কোনো দলই তার অভিমত অন্য দলের দ্বারা গ্রহণ করাতে পারলো না। তাই একদিন ঠিক করলো, তারা পলায়ন করবে এবং কোনো আঘাত না হেনেই তারা দেশকে ছেড়ে দেবে অক্রমণকারীর হাতে। এদিকে রাজার দল অতীতে তারা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে তার কথা স্মরণ করে এবং তারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে গেলে তাদের কপালে কি দুর্ভোগ আছে সে অবস্থা কল্পনা করে, পলাতকদের সঙ্গী হতে রাজি হলো না। বরং ওরা যেখানে ছিলো সেখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা এবং তারা যে জমির মালিক সেই জমিনের নিচে সমাধিস্থ হওয়া শ্রেয় মনে করলো। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা দুটি সমান দলে বিভক্ত হলো এবং যুদ্ধ করতে করতে তারা প্রত্যেকই মারা গেলো। লোকেরা ওদের কবর দিলো হাইরাস নদীর তীরে, যেখানে তাদের কবর এখনো দেখা যায়। তারপর ওরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলো। ফলে সিদীয়ানরা যখন দেশটিতে ঢুকে এটি দখল করে নিলো তখন ওরা দেখতে পেলো, দেশটি একেবারে জনশূন্য। এখনো সিদিয়াতে কিমেরীয়ানদের কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে ঃ যেমন — দুর্গসমূহের ধ্বংসাবশেষ, একটি কিমেরীয়ান প্রণালী, একটি কিমেরীয়ান বোসফোরাস, কিমেরীয়ান নামে পরিচিত একটি ভূখণ্ড।

এটা পরিষ্কার যে, সিদীয়ানদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এশিয়াতে প্রবেশ করেছিলো কিমেরীয়ানরা এবং বর্তমানে যেখানে সাইনোপে নামক গ্রীক শহরটি অবস্থিত তারা বসতি স্থাপন করেছিলো। সিদীয়ানরা শত্রুর অনুসরণ করতে গিয়ে ভুল পথ ধরে মিডীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলো এতে সন্দেহ নেই। কারণ কিমেরীয়ানরা যখন উপকূল

বরাবর অবস্থান করছিলো তখন সিদীয়ানরা ধরেছিলো, ককেসাসকে ডানদিকে রেখে, অভ্যন্তরীণ পথ, যে পথ ধরে আগাতে আগাতে ওরা একসময় দেখতে পেলো, ওরা মিডিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই তথ্যগুলি গ্রীক এবং বিদেশীরা সকলেই সমভাবে স্বীকার করে থাকে।

পৃথিবীর এই অঞ্চলটি সম্পর্কে আরো কিছু খবর পাওয়া যায় মর্মোরার বাসিন্দা, কায়েস্ত্রোভিয়াসের পুত্র এরিসতীসের লেখা একটি কবিতায়। তাতে তিনি বলেন ফীবাসের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি ইসসেদনিসদের দেশে সফর করেছিলেন। ইসসেদনিসদের ছাড়িয়ে গেলে যে অঞ্চলটি পড়ে সেখানে বাস করে এক চক্ষু এরিমাসপীয়ানরা, এবং ওদের ছাড়িয়ে বাস করে এক ধরনের যক্ষ যাদের শরীরটা সিংহের মতো, মাথাটা ঈগলের মতো, আর পিঠে রয়েছে ঈগলের ডানা। ওরা ওখানে সোনা পাহারা দেয়। ওই যক্ষদের ছাড়িয়ে গেলে দেখা মেলে হাইপারবোরীয়ানদের, যাদের দেশ এগুতে এগুতে নেমে পড়েছে সমুদ্রে। এদের মধ্যে হাইপারবোরীয়ানদের বাদ দিলে আর সবাই ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করছিলো একে অন্যের দেশে। এটি শুরু করেছিলো এরিমাসপীয়ানরা, যার ফলে ইসসেদনিসদের বহিষ্কার করে এরিমাসপীয়ানরা, সিদীয়ানদের বহিষ্কার করে ইসসেদনিসরা। আর সিমেরীয়ানদের বহিষ্কার করে সিদীয়ানরা। কৃষ্ণ সাগরের তীর বরাবর তাদের বাসভূমি থেকে সিমেরীয়ানরা বিতাড়িত হয় এভাবে। এখানে, এই এলাকার যে বিবরণ সিদীয়ানরা দিয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে আরো কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচেছ।

এই কবিতার লেখক এরিসতীসের জন্মস্থানের কথা উল্লেখ করেছি। এখানে আমি আরেকটি কাহিনী বিবৃত করছি যা আমি একবি সম্পর্কে শুনেছি মর্মরা ও কিজিকাসে। তিনি ছিলেন তাঁর শহরের প্রথম কয়েকটি পরিবারের একটির সদস্য। একদিন তিনি পশম পরিষ্কার করার এক কারখানায় ঢুকে অকস্মাৎ মারা যান। কারখানার মালিক কারখানা বন্ধ করে ছুটলো এই ঘটনা ওঁর আত্মীয়স্বজনকে জানানোর জন্য। কিন্তু এরিসতীসের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হতে না হতেই আর্তাকা নামক এক শহর থেকে সদ্য–আগত কিজিকাসের এক লোক এই গুজবের প্রতিবাদ করে। সে ঘোষণা করলো ঃ এরিসতীসের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে যখন এরিসতীস কিজিকাসের দিকে যাচ্ছিলেন এবং কবির সঙ্গে তার কথাও হয়েছে। এ বিষয়ে সে একেবারেই নিশ্চিত এবং একথা কেউ অস্বীকার করলে তা সে মানতে রাজি নয়। এদিকে এরিসতীসের আত্মীয়স্বজনরা এরি মধ্যে কারখানার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে, দাফন-কাফনের যা কিছু দরকার সবকিছু নিয়ে। ওদের উদ্দেশ্য, ওরা ওখান থেকে লাশটি বের করে নিয়ে যাবে। ওরা দরজা খুলে দেখতে পেলো কক্ষটি খালি — মৃত বা জীবিত এরিসতীস সেখানে নেই। সাত বছর পরে তাঁকে আবার দেখা গেলো মর্মরায়, আর এখন এরিমাসপীয়দের কাহিনী নামে যে কবিতাটিকে আমরা চিহ্নিত করি সে কবিতাটি রচনা করে তিনি আবার গায়েব হয়ে যান।

দ্বিতীয়বার এরিসতীসের গায়েব হয়ে যাওয়ার দু'শ চল্লিশ বছর পরে (যা আমি হিসাব করে পেয়েছি) ইতালীর মেতাপোন্তামের লোকদের যা ঘটেছিলো সে বিষয়ে আমি যা

জানি তার কিছু এখানে যোগ করছি। কাহিনীটি এই যে, এরিসতীসের প্রেতাত্মা আভির্ভূত হয় ওখানে এবং ওদেকে এপোলোর উদ্দেশ্যে একটি বেদি তৈরি করতে বলে, যেখানে থাকবে আরো একটি মূর্তি, আর মূর্তিটির নাম হবে মর্মরার এরিসতীস। এর পর সে ওদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালো — ইতালীতে কেবল ওদেরকেই এপোলো দর্শন দিয়েছেন এবং তিনি নিজে, দেবতার সেই আবির্ভাবকালে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি দাঁড় কাকের আকৃতিতে। একথা বলার পর সে প্রেতাত্মা আবার গায়েব হয়ে যায়। মেতাপোন্তামের লোকেরা ডেলফিতে তাদের পক্ষ থেকে লোক পাঠালো দৈবজ্ঞের কাছে জানার জন্য এই ভৌতিক আবির্ভাবের তাৎপর্য কি। দৈবজ্ঞ তাদের পরামর্শ দেয় — ওদের যা করতে বলা হয়েছে ওদের পক্ষে তা করাই হবে ওদের জন্য মংগলজনক। ওরা ঐ পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে। এর ফলে শহরের চক বাজারে এপোলোর মূর্তির কাছে নির্মিত হলো এরিসতীসের নাম খোদাই করা আরেকটি মূর্তি। এপোলেরা মূর্তির কাছে ঐ মূর্তিটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, মার্টেল ঝোপ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে।

আমি এখন যে এলাকাটির কথা আলোচনা করছি সে এলাকাটির পর কি রয়েছে সে সম্পর্কে কেউই কোনো সঠিক খবর রাখে না। আমি এমন কাউকে আজো পাইনি যে এ এলাকাটিকে সরাসরি জানে বলে দাবি করে। এমন কি, যে এরিসতীসের কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি তিনিও এ দাবি করেন না যে, তিনি ইসসেদনিসদের দেশ ছাড়িয়ে আরো দূরে গিয়েছেন। বরং তিনি স্বীকার করেন, এর পরে যা আছে সে সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা গালগল্প মাত্র — যার ভিত্তি, ইসসেদনিসরা তাকে যেসব কিসসাকাহিনী বলেছে সেই সব কিসসাকাহিনী। তা সত্ত্বেও, এসব প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পর্কে সযত্ন অনুসন্ধানের ফলে যেসব বিষয় আমার নজরে এসেছে সবই আমি লিপিবদ্ধ করবো।

সিদীয়ান উপকূলভাগের মাঝখানে অবস্থিত, নীপার নদীর মোহনায় যে সামুদ্রিক বন্দর রয়েছে সেখানে প্রথম যে গোত্রটির সাক্ষাৎ মেলে সেটি হচ্ছে একটি গ্রীক-সিদীয়ানগোত্র — যাকে বলা হয় কেল্লিপিদি। এবং পূর্বদিকে ওদের পড়শিদের বলা হয় এলিজন। এ দুটি গোত্রেরই তাদের জীবনপদ্ধতির দিক দিয়ে মিল রয়েছে সিদীয়ানদের সঙ্গে। ওরা খাদ্যের জন্য শস্য-দানা উৎপাদন করে এবং পিয়াজ, লীক, মশুর এবং ভুট্টার চাষ করে। এলিজনদের উত্তরে বাস করে কৃষিজীবী সিদীয়ান গোত্রগুলি। ওরা শস্য-দানা উৎপন্ন করে খাবার জন্য নয়, রপ্তানি করার জন্য। এর পরে রয়েছে নিউরী নামক গোত্রের এলাকা। এবং নিউরীদের উত্তরে যে দেশটি রয়েছে আমাদের জানামতে তাতে কোনো লোক বসতি নেই। নীপারের পশ্চিমে অবস্থিত বাগনদী বরাবর যে গোত্রগুলো বাস করে তাদের সম্পর্কে বক্তব্য এপর্যন্তই। নীপারের পূবে, সমুদ্র থেকে যাত্রা শুরু করলে আমরা প্রথমে এসে পৌছাই অরণ্যদেশ হাঈলীতে, যাঁর উত্তরদিকে বাস করে সিদীয়ানরা। ওরাও কৃষিজীবী। ওরা ওদের জীবিকা সংগ্রহ করে ওদের জমি থেকে এবং বাগনদীর তীরবাসী গ্রীকদের নিকট ওরা পরিচিত বরীস্তেনীয়ান হিসাবে। এই সিদীয়ানরা, নিজেদের যারা পরিচয় দেয় ওলবীয়-পলিতীয়ান বলে, পূবদিকে ছড়িয়ে রয়েছে

পেন্তিকাপেস নদী পর্যন্ত — তিন দিনের পথ — এবং উত্তরদিকে ওদের বসতি চলে গেছে নীপার পর্যন্ত, যার দূরত্ব নৌকায় এগারো দিনের পথ। আরো উত্তরে রয়েছে জনবসতি শূন্য এক বিশাল মরু অঞ্চল, যার পরে বাস করে আদমখোর এন্দোফেগি নামক এক জাত । সিদীয়ানদের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। ওরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠী। তারো উত্তরে, আমরা যদ্দুর বলতে পারি, রয়েছে ধূ-ধূ মরুভূমি, যাতে মানুষের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। জমি থেকে যেসব সিদীয়ান দূরে বাস করে তাদের পূব দিকে এবং পেন্থিকাপিসের অপর পারে বাস করে যাযাবর সিদীয়ানরা, যারা চাষবাসের, কৃষিকর্মের কিছুই জানে না। হাঈলী ছাড়া এ অঞ্চলের সমস্তটুকুই বৃক্ষলতা শূন্য। এই যাযাবর গোত্রগুলি দেশের একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে পূব দিকে জেড়াস নদী পর্যন্ত, চৌদ্দ দিনের পথ; যার পরে রয়েছে রাজাদের এবং সিদীয়ানরাজ বংশের দেশ, যারা তাদের জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধপ্রিয় এবং সংখ্যায় বৃহত্তম, যারা অন্য সবাইকে মনে করে তাদের গোলাম। দক্ষিণ দিকে ওদের এলাকা পৌঁছেছে ক্রিমিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল তৌরিকা পর্যন্ত এবং পূব দিকে সীমানা হচ্ছে, অন্ধ গোলামদের পুত্ররা যে পরিখা খনন করেছিলো সেই পরিখা এবং ক্রেমী — আজব সাগর উপকূলে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র। ওদের দেশের একটি খণ্ড চলে গেছে ডন নদী পর্যন্ত। সিদীয়ান রাজ বংশের এলাকার উত্তরে বাস করে একটি অ-সিদীয়ানজাত, যাদের বলা হয় মেলানক্লিনি বা কালো পোষাকের গোত্র এবং তাদের উত্তরে, যদ্দুর জান যায়, রয়েছে হ্রদ ও মরুময় এলাকা।

ডন নদী পার হলেই সিদীয়া পেছনে পড়ে যাবে। এরই পরেই প্রথম দেখা হবে সাউরোমেতি নামক এক গোত্রের সঙ্গে, যারা দখল করে আছে উত্তরদিকে অগ্রসরমান একটি এলাকা, যা আজব সাগরের উত্তর কোণ থেকে পনের দিনের পথ। এ এলাকাটিতে গাছপালা বলতে কিছু নেই, জংলিই হোক অথবা মানুষের রোপণ করাই হোক। সাউরোমেতিদের পরে যে অঞ্চলটি রয়েছে সেখানে বাস করে বুদিনী নামক এক গোত্র। এতে প্রচুর পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায় নানা রকমের। তারো উত্তরে দেশটি আবার সাতদিনের পথ, জনবসতি শূন্য, যার পরে সামান্য একটু পূবদিকে মোড় নিলে সাক্ষাৎ ঘটবে থীসাগেতি নামক এক লোকগোষ্ঠীর সঙ্গে; এটি একটি স্বতন্ত্র এবং জনবহুল জাত; এরা নানারকম জীবজন্তু শিকার করে এবং তাই দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। ওরা অন্য একটি গোত্রের পাশাপাশি বাস করে, যাদের বলা হয় লীর্কী, যারা ওদের মতোই শিকারী; ওদের দেশে প্রচুর পরিমাণ গাছপালা রয়েছে। লীর্কীরা ঐসব গাছে চড়ে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। প্রত্যেক লোককে দেয়া হয় একটি কুকুর ও একটি ঘোড়া। এই পশুগুলিকে শেখানো হয় পেটের উপর ভর দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে থাকতে, যাতে কোনো প্রাণী ওদের না দেখে; ডালপালার ভেতরে নিজের লুকানোর জায়গা থেকে শিকারী যখন শিকারের জানোয়ারকে দেখতে পায় সে আক্রমণ করে, লাফ দিয়ে গিয়ে সে বসে পড়ে তার ঘোড়ার উপর এবং জানোয়ারটিকে তাড়া করে — সঙ্গে সঙ্গে ছোটে কুকুরটি।

আরো উত্তরে এবং পূবে রয়েছে অন্য একটি সিদীয়ান গোত্র। ওরাও আদিতে সিদীয়ান রাজ বংশের লোক ছিলো। কিন্তু রাজ বংশের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে বিবাদ

ঘটলে ওরা সকলে এসে এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে। আমি যে দেশটির বর্ণনা করে চলেছি এ পর্যন্ত তা সমান, সমতল, এবং এর মৃত্তিকার স্তর গভীর এবং মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট। কিন্তু এর পরেই ভূমি ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে উঁচু-নিচু অসমতল এবং শিলাময়। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলটির পর আমরা এসে পৌছাই একটি উঁচু গিরিমালার পাদদেশে, যেখানে বাস করে মাথায় কেশ বিহীন এক জাতি। বলা হয়, এদের নারী-পুরুষ সকলেই জন্ম থেকেই কেশবিহীন, আর ওদের নাক চেপ্টা এবং চিবুক লম্বা। ওরা এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, পোষাক সিদীয়ানদের মতো এবং পন্টিকাম নামক এক ধরনের গাছের ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। এটি এক ধরনের চেরী। গাছটি আকারে প্রায় ডুমুর গাছের মতো এবং তাতে ধরে শক্ত আঁটি বিশিষ্ট এক ধরণের ফল, যা অনেকটা সীমের মতো বড়ো। ওরা পাকা ফলটিকে একটা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে কচলায় এবং টিপে আর এতে করে ওরা পায় এক ধরনের গাঢ় রঙের ঘন রস, যাকে ওরা বলে আশখি। ওরা ঐ রসটা জিব দিয়ে চেটে চেটে খায় অথবা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করে, আর যে ঘন অংশটা নিচে পড়ে থাকে তা দিয়ে বানায় পিঠা। চারণক্ষেত্রের খুব অভাব বলে ওরা খুব কম সংখ্যক ভেড়াই পুষতে পারে। প্রত্যেক লোক বাস করে তার নিজস্ব পন্টিকাম গাছের তলে। গাছটিকে সে শীতকালে রক্ষা করে ওর মাথায় শাদা পুরু শোলার আবরণ পরিয়ে, এবং গ্রীষ্মকালে তা সরিয়ে নিয়ে। মনে করা হয় এক ধরনের রহস্যজনক পবিত্রতায় এই লোকগুলি সুরক্ষিত; ওরা কোনো অস্ত্রশস্ত্র বহন করে না এবং ওদের উপর কেউই বল প্রয়োগ করে না। ওরা ওদের পড়শিদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদের মীমাংসা করে আপোসে এবং ওদের মধ্যে কেউ আশ্রয় চাইলে সে শান্তিতে থাকে, তার কোনো বিপদ হয় না। ওরা এগ্রিপ্পি নামে পরিচিত।

এই কেশবিহীন লোকদের দেশ পর্যন্ত, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের এলাকা এবং বাসিন্দাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় সহজলভ্য বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে — জানা যায় যে সব সিদীয়ান ঐ এলাকায় আসে তাদের বিষয়ে এবং সেই সব গ্রীক সম্পর্কে যারা নীপার নদীর তীরবর্তী বন্দর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে আসে ঘন ঘন। যেসব সিদীয়ান ভেতরে এ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে তারা তাদের ব্যবসাবাণিজ্য চালায় সাতটি ভাষায়, দোভাষীদের সাহায্যে। এগ্রিপ্পিদের বসতির পরে যে অঞ্চলটি পড়ে তার সঠিক বিবরণ দিতে কেউই সমর্থ নয় — কারণ সুউচ্চ এবং অলঙ্ঘ্য পর্বতমালা বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকায় আর এগুনো সম্ভব হয় না। ঐ কেশবিহীন লোকেরা একটি অবাস্তব কাহিনী বলে থাকে। ঐ পর্বতগুলিতে নাকি ছাগলের মতো পাওয়ালা একটি জাতি বাস করে এবং ওদের ছাড়িয়ে গিয়ে আরো উত্তরে যে সব মানুষকে পাওয়া যায় ওরা নাকি এক নাগাড়ে ছয় মাস ঘুমায়। আমার কাছে এ কাহিনী একেবারেই অবিশ্বাস্য। যা হোক, এগ্রিপ্পিদের পুবদিকের দেশটিতে যে ইসসেদনিসরা বাস করে তা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। এ এলাকাটি ঐ কৌম দুটির উত্তরে অবস্থিত। এ সম্পর্কে ওরা নিজেরা যেসব কিসসাকাহিনী বলে তা বাদ দিলে বাকি সবটুকুই রহস্যাবৃত।

ইসসেদনিসদের রীতিনীতি এবং অভ্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারো পিতার মৃত্যু হলে ওর আত্মীয়স্বজনরা ওর বাড়িতে একটি ভেড়া নিয়ে

আসে উৎসর্গ করার জন্য। ভেড়াটিকে এবং লোকটির মৃত দেহটিকে গাঁটেগাঁটে কেটে তারপর টুকরা করে এবং পরে দুজাতের গোশত একত্রে মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়, আর লোকেরা তা খায়। অবশ্য মৃত ব্যক্তির মাথাটির চুল তুলে ফেলে এবং ভেতরটা পরিষ্কার করে খুলিটাকে সোনা বা ঐরকম উজ্জ্বল কিছু দিয়ে মুড়িয়ে দেয়, তারপর এক ধরনের পবিত্র মূর্তির মতো সেটিকে রক্ষা করে এবং তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়।*

অন্যান্য দিক দিয়ে ভালোমন্দের পার্থক্য সম্পর্কে ইসসেদনিসদের মধ্যে বেশ সুষ্ঠু একটা ধারণা বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ওদের মধ্যে নারী এবং পুরুষের কর্তৃত্ব সমান। ইসসেদনিসদের মধ্যেই সুদূর উত্তর অঞ্চল সম্পর্কে অদ্ভুত কাহিনীগুলির জন্ম হয়েছে। যেমন এক চক্ষু মানুষের কাহিনী এবং স্বর্ণের পাহারায় রত যক্ষদের গল্প; আর সিদীয়ানরা সেই কাহিনীগুলি পৌঁছিয়ে দিয়েছে আমাদের নিকট। আমরা যে কোনো এক চক্ষু মানুষদের সিদীয়ানদের দেওয়া নামে এরিমাসপীয়ান বলি তার ব্যাখ্যা এখানেই মিলবে। সিদীয়ান ভাষায় সিদীয়ান শব্দ 'এরিমা'র দ্বারা 'এক' বোঝায় আর স্পূ (Spu) দ্বারা বোঝায় চোখ।

আমি যে অঞ্চলটির বর্ণনা করছি সেই অঞ্চল জুড়েই শীতের প্রকোপ অতি প্রচণ্ড; বছরের দীর্ঘ আট মাস শীত একেবারে অসহনীয়। মাটিতে বরফ জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে যার জন্য মাটিকে কাদা করতে হলে পানি দিয়ে পারা যায় না। দরকার হয় আগুনের। সমুদ্রের উপরের ভাগ জমে বরফ হয়ে যায়। আর সিমেরীয়ানদের অংশে বোসফোরাসের যতোটুকু পড়েছে তার সবটুকু জমে যায়। পূর্বে আমি যে পরিখার কথা উল্লেখ করেছি সিদীয়ানদের বসতি তার বাইরে; ওরা বরফের বিরুদ্ধে লড়ে এবং বরফের উপর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে সিন্দিদের দেশ পর্যন্ত পৌঁছে। এই আট মাসের শীতকালের কথা বাদ দিলেও বাকি চারমাসও শীত থাকে; এখানকার শীত এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের শীতের মধ্যে তফাৎ এই যে, এখানে, অর্থাৎ সিদিয়ায় উল্লেখ করার মতো বৃষ্টি এ ঋতুতে হয় না, যখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি প্রত্যাশা করে, অথচ গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় অবিরাম। অন্যান্য দেশে যে ঋতুতে স্বাভাবিকভাবে বজ্রপাত হয়ে থাকে এখানে সে সময়ে বিজলি চমকায় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বাজ পড়ে এবং তা হয় প্রচণ্ড। গ্রীষ্মকালের বজ্রপাতকে মনে করা হয় অকালবোধন, যেমন মনে করা হয় গ্রীষ্ম কিংবা শীতকালের ভূমিকম্পকে। শীতের কষ্ট ঘোড়া সহজেই সহ্য করতে পারে, কিন্তু গাধা এবং খচ্চর তা মোটেই পারে না। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। কারণ অন্যান্য দেশে গাধা আর খচ্চরই সহজে শীতের ধকল সহ্য করতে পারে — কিন্তু এরকম কঠোর আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়া তুষারের কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, পৃথিবীর এই অঞ্চলের গোজাতীয় প্রাণীর যে শিং হয় না তার কারণ হয়তো এই প্রচণ্ড শীত। হোমারের ওডিসির একটা শ্লোকে এই মতের সমর্থন মিলে, যেখানে তিনি বলেছেন ঃ

---

* পুত্রের এই কাজকে 'জেনেসিয়া' বা স্মৃতি রক্ষার্থে অনুষ্ঠিত গ্রীক উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

"লিবিয়া, যেখানে ভেড়ার কপালে শিং গজায় দ্রুত"

মন্তব্যটি অর্থপূর্ণ, যার মানে এই যে, উষ্ণ আবহাওয়া জীবজানোয়ারের দ্রুত শিং গজানোর অনুকূল, যেখানে, প্রচণ্ড শীতের এলাকায় ওদের শিং মোটেই গজায়না, অথবা ক্বচিৎ গজায়।

একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আমার মনে পড়ছে (বিষয়ান্তরে যাওয়ার জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না — এপুস্তক রচনা করতে গিয়ে এ আমার লক্ষ্য যে আমার মূল বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও ছিটেফোঁটা যে সব তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে আমার গোচরে আসবে সেগুলিও আমি লিপিবদ্ধ করবো।) বিষয়টি এই ঃ ইলিসে খচ্চরের চাষ করা যায় না, যদিও ইলিস শীতের জায়গা নয়। এর কারণস্বরূপ আর কিছুই দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা বলে, এ হচ্ছে কোনো না কোনো অভিশাপের ফল। ওরা প্রজনন মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করে এবং ওদের ঘোড়ীগুলিকে নিয়ে যায় সীমান্ত পর্যন্ত যেখানে ওদের পড়শিদের গর্দভগুলি এই ঘোড়ীদের সাথে মিলিত হয়। তারপর ঘোড়ীগুলি যখন গর্ভবতী হয় তখন ওদের আবার তাড়িয়ে নিয়ে যায় দেশে। আর ঐ যে পালকরাশি যাতে, সিদীয়ানদের মতে আকাশ ভরে যায়, এবং যার জন্য মহাদেশের আরো দূরের উত্তর অঞ্চলগুলি অতিক্রম করা, এমনকি, চোখে দেখাও সম্ভব হয় না — সেগুলি, আমার মনে হয়, এই উত্তর অঞ্চলগুলিতে একটানা বরফপাত ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও শীতকালের চাইতে গ্রীষ্মকালে বরফপাত হয় কিছুটা কম। যে কেউ খুব নিকট থেকে প্রবল তুষারপাত লক্ষ্য করেছে সেই বুঝবে আমি কি বোঝাতে চাইছি — এ অনেকটা পালকের মতোই। এই উত্তর অঞ্চলগুলিতে শীতের এই প্রচণ্ডতার জন্যই দেশটিতে কোনো জনবসতি নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিদীয়ান এবং তাদের পড়শিরা যখন পালকের কথা বলে তখন তারা আসলে বরফের কথাই বলে থাকে — কারণ এ দুয়ের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। রিপোর্ট থেকে যা পাওয়া সম্ভব তার সবটুকুই আমি বর্ণনা করলাম এখানে।

হাইপারবোরীয়ানদের সম্পর্কে আমরা সিদীয়ান বা ঐ অঞ্চলের আর কারো কাছ থেকে কোনো খবর পাই না, কিছুটা সম্ভবত পাই ইসসেদনিসদের নিকট থেকেই। ইসসেদনিসরা সত্যি সত্যি যে আমাদের কিছু জানায় তা নয়। যদি তারা জানাতো একচক্ষু মানুষের কাহিনীর মতো আমরা তা সিদীয়ানদের কাছ থেকেই পেতাম। অবশ্য হাইপারবোরীয়ানদের সম্পর্কে একটা উল্লেখ আমরা পাই 'হেসিওড'-এ এবং হোমারের ইপিগোনি-তে — যদি সত্যি সত্যি হোমার এই কবিতার লেখক হয়ে থাকেন। এদের সম্পর্কে আমাদের সবচাইতে বেশি খবর দিয়ে থাকে ডেলীয়ানরা; কারণ তাদের মতে, হাইপারবোরীয়ানদের কাছ থেকে সিদিয়াতে কিছু পবিত্র অর্ঘ্য আসে গমের খড়ের দ্বারা মোড়া অবস্থায়; সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী লোকেরা পর পর এটি বহন করে নিয়ে যায় পশ্চিমে আড্রিয়াটিক পর্যন্ত। সেখান থেকে ওগুলি পাঠানো হয় দক্ষিণ দিকে এবং গ্রীকদের মধ্যে এগুলি প্রথম গ্রহণ করে দোদোনীয়ানরা। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে এগুতে এগুতে

ঐগুলি পৌঁছে ম্যালিও প্রণালীতে; তা পার হয়ে ওগুলি যায় ইউবিয়া এবং এভাবে এক শহর থেকে আরেক শহর হয়ে এগুলি গিয়ে পৌঁছে কেরিস্তাস পর্যন্ত। ওখান থেকে এগুলি এন্দ্রোস অতিক্রম করে, যা বোঝা যায়, কেরিস্তীয়ানরা যে ওগুলি থেনোম নিয়ে যায়, এই তথ্য থেকে। এন্দ্রোস হচ্ছে ডেলোস পৌঁছার আগে সর্বশেষ স্থান। বলা হয়, এভাবেই বর্তমান মুহূর্তে এগুলি পৌঁছাচ্ছে ডেলোস নগরীতে; কিন্তু প্রথমবার ওগুলি পাঠানো হয়েছিলো দুটি বালিকার হাতে করে। ডেলীয়ানদের মতে তাদের নাম হচ্ছে হাইপারোসে এবং লেওদিসে। সফরকালে মেয়ে দুটিকে রক্ষা করার জন্য ওদের সঙ্গে দিয়েছিলো পাঁচটি পুরুষকে। যাদের এখন বলা হয় 'পারফেরীস'। ডেলোসে ওদের প্রচুর ইজ্জত। পরে হাইপারবোরীয়ানরা যখন দেখতে পেলো তাদের দূতেরা ফিরে আসছে না, ওরা তখন তাদের নিয়ম বদল করে। এই দীর্ঘ সফরে যাকেই তারা পাঠাবে তাকে ওরা চিরদিনের জন্য হারাতে পারে এই আশঙ্কায় ওরা ওদের অর্ঘ্যগুলি খড়ে মুড়িয়ে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবার রীতি শুরু করে এবং প্রতিবেশীদের জন্য এই নির্দেশ দেয় যে ওরা যেন এক জাতি থেকে আরেক জাতির মাধ্যমে এই অর্ঘ্যগুলি পৌঁছিয়ে দেয় পরম্পরাক্রমে ওদের অর্ঘ্যগুলির শেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত। ডেলোসে আজকাল এগুলি এভাবেই পৌঁছে থাকে। থ্রেস এবং পাইওনিয়াতেও এ জাতীয় কিছু রীতির সন্ধান আমি পেয়েছি। ওখানে রমণীরা রানী আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে গিয়ে তাদের অর্ঘ্যের সঙ্গে সবসময়েই গমের খড় এনে থাকে।

হাইপারবোরিয়ার এ বালিকা দুটি ডেলোস-এ মারা যায়। ঐ দ্বীপের ছেলে এবং মেয়েরা ওদের প্রতি শোকের চিহ্নস্বরূপ তাদের চুল কেটে থাকে। মেয়েরা চুল কাটে তাদের বিয়ের আগে। একগুচ্ছ চুল কেটে ওরা একটি মাকুতে পৌঁছায়, তারপর তা স্থাপন করে কবরের উপর। আর্টেমিসের মন্দিরে ঢোকার পথে কবরটি বাঁ দিকে পড়ে। কবরটির উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি জলপাই গাছ। এদিকে ছেলেরা কোনো একটি গাছের কচি শাখার চারদিকে কিছু চুল পেঁচিয়ে মেয়েদের মতো স্থাপন করে কবরটির উপর। আরো একটি কাহিনী আছে — হাইপারোসে এবং লেওদিসে আসার আগে হাইপারবোরিয়ার আরো দুটি বালিকা আরজে এবং ওপিস টেলোম এসেছিলো, একই পথে। হাইপারোসে এবং লেওদিসে এসেছিলো শিশু জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইলিথিয়ার নিকট, শোকরিয়া জ্ঞাপক অর্ঘ্য নিয়ে, ওরা যার অঙ্গীকার করেছিলো সহজ প্রসবের জন্য। কিন্তু আরজে ও ওপিস এবং এপোলো ও আর্টেমিস একই সময়ে আসে এই দ্বীপে। এ জন্য ওদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। ওদের জন্য ডেলোসের রমণীরা নানাবিধ অর্ঘ্য সংগ্রহ করে এবং ওদের সম্মানে লাইসিয়ার ওলেন যে স্তোত্র রচনা করেছেন তাতে সেগুলির উল্লেখ করে। এই অনুষ্ঠানটি অন্যান্য দ্বীপের বাসিন্দারা এবং আইয়োনীয়ার লোকেরা ডেলোসের এই রমণীদের নিকট থেকেই পেয়েছে*। উরুর হাড্ডিগুলি বেদিতে পোড়ানোর

---

* লাইসিয়ার ওল্যাণ্ড আরো কতকগুলি প্রাচীন স্তোত্রের রচয়িতা যা ডেলোনে গাওয়া হয়।

পর তার ছাই ওপিস এবং আরজের মন্দিরের উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়। এই কবরটি আর্টেমিসের মন্দিরের পেছনে, সিঈয়ানদের খাবার এবং আমোদপ্রমোদের ঘরটির একেবারে নিকটেই। কবরটির মুখ পশ্চিমদিকে।

হাইপারবোরীয়ানদের সম্পর্কে এ পর্যন্তই । কারণ এবারিসের কাহিনী আমি বলবো না, যাকে ধরে নেয়া হয় একজন হাইপারবোরীয়ান হিসেবে। ও নাকি তার তীর বহন করেছিলো পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে, মুখে এক লোকমা খাবার না দিয়েই। আমি শুধু এ কথাটি যোগ করতে পারি ঃ উত্তর বায়ুমণ্ডলের পরেও যদি হাইপারবোরীয়ানরা থাকতে পারে, দক্ষিণ অঞ্চলের পরেও নিশ্চয়ই হাইপারবোরীয়ানরা রয়েছে।

যেসব মানচিত্রনির্মাতা — তাদের সংখ্যা অনেক — মহাসমুদ্রকে একটি নিখুঁত গোলাকার পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে প্রবহমান নদী মনে করে এবং এশিয়া ও ইউরোপকে একই আকারের দেখায় তাদের উদ্ভট অবাস্তব ধারণায় আমার কেবল হাসিই পায়। এ দুটি মহাদেশের আকার এবং আকৃতির সঠিক ধারণা সম্পর্কে এখানে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। পারস্যের এলাকা দক্ষিণদিকে প্রসারিত, যেমন লোহিত সাগর পর্যন্ত অথবা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। এর উত্তরে রয়েছে মিডিস, তারপরে সেসপিরেস, তারপরে কল্কিয়ানরা, যাদের সীমানা উত্তর সমুদ্র তথা কৃষ্ণ সমুদ্র, যেখানে রয়েছে ফ্যাসিস নদীর মোহনা। এই চারটি জাতি কৃষ্ণ সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী এলাকাটি জুড়ে রয়েছে। সেখান থেকে দুটি মহাদেশীয় শাখা চলে গেছে পশ্চিমদিকে, যার একটি ফ্যাসিসের উত্তর থেকে কৃষ্ণ সাগর এবং হেলেসপোন্টের কিনার ঘেঁষে, ভূমধ্যসাগরের যেখানে ট্রোডের সিজিয়াম অবস্থিত সে পর্যন্ত প্রসারিত; আবার দক্ষিণ দিকে তা ভূমধ্যসাগরের উপকূল ঘেঁষে, ফনিসীয়ার নিকটবর্তী মাইরিয়ানদ্দিক উপসাগর থেকে ত্রিওপিয়াম অন্তরীপ পর্যন্ত চলে গেছে। মহাদেশের এই শাখাটিতে ত্রিশটি বিভিন্ন জাতি বাস করে। অন্য শাখাটি শুরু হয়েছে পারস্য থেকে, যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে পড়ে পারস্য, এসিরিয়া এবং আরব দেশ, যা গিয়ে শেষ হয়েছে — অথবা মনে করা হয় শেষ হয়েছে — আরব্য উপসাগরে, যাকে দারায়ূস নীল নদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন একটি খালের সাহায্যে। পারস্য এবং ফিনিসীয়ার মধ্যে পড়ে একটি বিশাল অঞ্চল, এবং আমি যে শাখাটির কথা বলছি তা ভূমধ্যসাগর পার হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে মিশরে। এই এলাকাটির মধ্যে বাস করে মাত্র তিনটি জাতি। পারস্য থেকে পশ্চিম দিকে এশিয়া এরকমই ঃ পূবদিকে মিডিয়া এবং সেসপিরেস ও কল্কিদের দেশ ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ে ভারত মহাসাসাগরে, অথবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বলতে হয় পারস্য উপসাগর — এবং উত্তর সীমানায় পড়ে কাস্পিয়ান সমুদ্র ও আরেকসেস নদী, যা পূব দিকে প্রবাহিত। ভারত পর্যন্ত এশীয় অঞ্চলটি অধ্যুষিত অঞ্চল। তারো পূর্বে যে দেশ রয়েছে তাতে কোনো জনবসতি নেই এবং তা যে কেমন তাও কেউ জানে না। তাহলে, এইই হচ্ছে এশিয়ার আকৃতি এবং আকার। আমি যে দ্বিতীয় শাখাটির কথা উল্লেখ করেছি লিবিয়া হচ্ছে তার একটি অংশ, যা মিশরের সংলগ্ন। খোদ মিশর একটি সঙ্কীর্ণ এলাকা, ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত যা মাত্র একশ'

কুড়ি মাইল; কিন্তু এর পরে তা প্রশস্ত হয়ে গেছে এবং যা লিবিয়া নামে পরিচিত তা এক বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে।

আমি যা বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিপূর্বে লিবিয়া, এশিয়া ও ইউরোপের ম্যাপ তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে আমি যা উল্লেখ করেছি তাতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। আসলে তিনটি মহাদেশের মধ্যে সাইজের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে বিপুল। ইউরোপের দৈর্ঘ বাকি দুটি মহাদেশের দৈর্ঘ একত্র করলে যা দাঁড়ায় তাই হবে এবং প্রস্থের দিক দিয়ে আমার মতে ওদের মধ্যে কোনো তুলনাই হয় না। লিবিয়ার ব্যাপারে আমরা জানি, লিবিয়ার যে অংশটি এশিয়ার সঙ্গে লাগোয়া সে দিকটি বাদ দিলে অন্য সকল দিকেই সমুদ্রবেষ্টিত। আমরা যদ্দূর জানি, এটি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন মিশরের রাজা নিকো, যিনি নীল নদ এবং আরব্য উপসাগরের মধ্যে খাল খননের কাজ মুলতবী রেখে ফিনিসীয়ান সারেংদের দ্বারা চালিত কয়েকটি জাহাজ পাঠান এই নির্দেশসহ যে, ওরা পাল তুলে ওদের জাহাজগুলি চালাবে পশ্চিম দিকে এবং ওরা মিশরে ও ভূমধ্যসাগরে ফিরে আসবে জিব্রাল্টার প্রণালী হয়ে। ফিনিসীয়ানরা আরব্য উপসাগর থেকে জাহাজ ছেড়ে পৌছলো গিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে। ওরা প্রত্যেক শরতে লিবিয়ার উপকূলে কোনো সুবিধামত জায়গায় নোঙর ফেলতো, একখণ্ড জমি চাষ করে তাতে শস্য বুনতো এবং পরবর্তী বছরের ফসলের জন্য অপেক্ষা করতো। এভাবে ফসল তুলে ওরা আবার সমুদ্রে যাত্রা করতো। পুরো দুবছর হিরাক্লিসের স্তম্ভ ঘুরে তৃতীয় বছরের মাথায় ওরা ফিরে এসেছিলো মিশর। ঐ লোকগুলি ফেরার পর এমন একটা বর্ণনা দিয়েছিলো যা অন্যরা বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। ওরা ওদের পশ্চিমমুখী সফরে লিবিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল ঘুরে যখন উত্তরমুখী হয় তখন সূর্য ছিলো ওদের ডান দিকে। লিবিয়া সমুদ্রবেষ্টিত ছিলো, এভাবে তা প্রথম জানা যায়। এরপর একই ধরনের আরেকটি রিপোর্ট পাওয়া যায় কার্তেজীয়ানদের নিকট থেকে। একিমিনিয়ার তিয়াসপিসের পুত্র সতাসপিসকে পাঠানো হয়েছিলো এই সফরের উদ্দেশ্যে। সফরের দৈর্ঘ এবং নির্জনতায় ভয় পেয়ে সে ফিরে আসে। সতাসপিসের মাই তাকে এই ব্যর্থ অভিযানে পাঠিয়েছিল। সে মেগাবাইজুসের পুত্র জোফাইরাসের এক কন্যাকে ধর্ষণ করেছিল। এজন্য যার্কসেস শাস্তিস্বরূপ তাকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলেন; সতাসপিসের মা ছিলেন দায়ায়ুসের বোন। তিনি তখন কাকুতি মিনতি করে তাকে ফাঁসি থেকে বাঁচান এই শর্তে যে, তাকে আরো কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। শাস্তিটি কি? নৌপথে লিবিয়া প্রদক্ষিণ করা এবং আরব্য উপসাগর হয়ে ফিরে আসা। যার্কসেস তাতে রাজি হন। সতাসপিস মিসরে পৌছে একটি জাহাজ এবং লোকজন যোগাড় করে এবং পাল তুলে জিব্রাল্টার পৌছায়। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে সে স্পার্টেল অন্তরীপ দুবার ঘোরে এবং দক্ষিণ মুখে কয়েকমাস চালায় তার জাহাজ। কিন্তু যখন সে দেখতে পেলো যত দূরই সে জাহাজ চালিয়ে যাক তাকে যেতে হবে আরো আরো অনেক পথ, তখন সে তার যাত্রা থামিয়ে ফিরে আসে মিশরে। মিশর থেকে সে ফিরে গেলো যার্কসেসের দরবারে। ও বললো — ওরা দক্ষিণ দিকে যদ্দুর পৌছেছিলো তার শেষ প্রান্তে

ওরা সমুদ্র উপকূলে ছোট ছোট মানুষের বসতি দেখতে পায়, যারা খেজুর পাতার কাপড় বুনে পরে। ওরা যখন জাহাজ থেকে নামতো তখন এই বামনরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতো পাহাড়ে। সতাসপিসের লোকেরা ওদের কোনো ক্ষতি করেনি, ওদের গাঁয়ে ঢুকে ওদের কিছু গরুবাছুর নিয়ে আসা ছাড়া। সে যে প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারলো না তার কারণস্বরূপ বললো, তার জাহাজ এক জায়গায় আটকে গিয়েছিলো, সম্মুখ দিকে আর এগুনো যাচ্ছিলো না। সতাসপিসকে যে কাজ দেয়া হয়েছিলো তা করতে না পারার দরুন যার্কসেস তাকে ক্ষমা করলেন না, তাকে তিনি সেই প্রথম শাস্তিই দিলেন এবং তাকে প্রাণদণ্ড দিলেন। সতাসপিসের ভৃত্যদের মধ্যে এক খোজা মনিবের মৃত্যুর খবর জানতে পেরে তার মনিবের টাকাকড়ির একটা বিরাট অংশ নিয়ে পালিয়ে যায় স্যামোস। কিন্তু স্যামোসের কোনো লোক সমস্ত টাকা কড়ি আটক করে, যার নাম আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলবার চেষ্টা করছি — যদিও আমি তা ভাল করেই জানি।

এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল দারায়ূসই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি চাইলেন সিন্ধু নদ কোথায় সমুদ্রে মিশেছে তা খুঁজে বের করতে। সিন্ধুই একমাত্র নদ যাতে কুমির পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি এই নদীপথে এমন কিছু লোককে এক অভিযানে পাঠান যাদের কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারবেন। স্কাইলেক্স নামক এক ক্যারীয়ানদিয়ানকে তিনি এই অভিযানের নেতা করেছিলেন; প্যাকতিকা অঞ্চলে অবস্থিত ক্যাসপতিরাস নামক এক স্থান থেকে অভিযানটি শুরু হয়; নদীপথ ধরে পূবদিকে যেতে যেতে অভিযানটি গিয়ে পৌছায় সমুদ্রে; তারপর পশ্চিম দিকে ঘুরে জাহাজগুলি উপকূল বরাবর চলতে থাকে এবং ত্রিশ মাস সফরের পর ওরা গিয়ে পৌছলো সেই স্থানে, যেখান থেকে মিশরের রাজা ফিনিসীয়ানদের পাঠিয়েছিলেন, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, লিবিয়া প্রদক্ষিণ করার জন্য। এই সমুদ্র সফর সম্পূর্ণ হওয়ার পর দারায়ূস ভারতীয়দের পরাভূত করেন এবং নিয়মিতভাবে দক্ষিণ সমুদ্র ব্যবহার করতে থাকেন। এভাবে প্রমাণিত হয় যে একেবারে পূর্বাঞ্চল ছাড়া সমগ্র এশিয়াই সমুদ্রবেষ্টিত এবং একারণে লিবিয়ার সঙ্গে এর ভৌগোলিক মিল রয়েছে।

অবশ্য ইউরোপরে কথা স্বতন্ত্র। কারণ, কখনো কেউ স্থির করতে পারেনি এর পূর্ব অথবা উত্তর দিকে সমুদ্র আছে কি নেই। শুধু এই টুকুই আমরা জানি যে দৈর্ঘের দিক দিয়ে ইউরোপ, এশিয়া এবং লিবিয়ার মিলিত দৈর্ঘের সমান। আরেকটি জিনিস আমার বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি না — একটি মাত্র স্থল ভাগকে কেন তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক নাম দেয়া হয়েছে এবং সেও আবার রমণীর নামে। আর কেনইবা নীল নদ, এবং ফ্যাসিসকে — অথবা কারো কারো মতে মিউতিয়ার ট্যানাইসকে এবং সিমেরীয়ান প্রণালীকে স্থাপন করা হয়েছে সীমান্ত রেখার উপর। তাছাড়া আমি এখনো জানতে পারিনি সীমান্ত কে চিহ্নিত করেছিলো, অথবা নামগুলিই বা ওরা কোত্থেকে দিয়েছিলো। বেশির ভাগ গ্রীকের ধারণা লিবিয়া নামকরণ করা হয়েছে ওখানকার একজন রমণীর নামে এবং এশিয়ার নামকরণ করা হয়েছে প্রমিথিউসের স্ত্রীর নামে। অবশ্য লিডীয়ানরা দাবি করে, শেষোক্ত নামটি তাদের দেয়া এবং বলে, প্রমিথিউসের স্ত্রীর নামে এশিয়ার নামকরণ করা

হয়নি, বরং এ নামকরণ হয়েছে কোটীসের পুত্র এবং ম্যানেসের পৌত্র এসিয়েসের নাম থেকে, যে ব্যক্তি এই নামটি দিয়েছিলো সার্দিসের 'এসিয়াস' নামক একটি কওমকে। এবার ইউরোপের কথায় আসা যাক ঃ এটি সমুদ্রবেষ্টিত কিনা কেউ জানে না, অথবা এর নাম ইউরোপ কোত্থেকে পেয়েছে, কেই বা এ নাম দিয়েছে কেউ বলতে পারে না, যদি না আমরা বলি যে টায়ারের এক রমণী 'ইউরোপা'র নাম থেকেই এ নামটি এসেছে এবং তার আগে অবশিষ্ট অঞ্চলের মতোই এ মহাদেশও ছিলো নামহীন। কিন্তু এও সম্ভব নয়। কারণ ইউরোপা ছিল এশিয়ার বাসিন্দা এবং আমরা যে দেশকে ইউরোপ বলি সে দেশে ও কখনো আসেনি; সে জাহাজে করে ফিনিসীয়া থেকে ক্রীট এবং ক্রীট থেকে লাইসিয়া সফর করেছিলো মাত্র। এ ব্যাপারে যা বলা হলো তাই যথেষ্ট এবং যে নামগুলি ব্যবহারের ফলে সকলের নিকট পরিচিত হয়ে গেছে আমাকে সেগুলিই ব্যবহার করতে হবে। সিদিয়াকে বাদ দিলে, দারায়ূসের আক্রমণের স্থান — কৃষ্ণ সাগরের চুতষ্পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতেই পৃথিবীর সবচাইতে অসভ্য জাতিগুলি বাস করে। কেউই এ দাবি করতে পারে না যে, অবশিষ্ট জাতিগুলি সভ্য জীবনের কোনো একটি কলাকৌশলের অধিকারী অথবা ওরা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে। এখানেও একমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়; এনাকার্সিস। যদিও আমি প্রায় কোনো দিক দিয়েই সিদীয়ানদের প্রশংসা করার কিছুই দেখি না তবুও একটি ব্যাপার ওরা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে পৃথিবীর অন্য যে কোনো জাতির চাইতে উৎকৃষ্টতররূপে এবং সেটি হচ্ছে মানব জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ আমি ওদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথাই বলছি। ওদের জীবনপদ্ধতি এমনি যে, যে কেউ এদেশ আক্রমণ করলে ধ্বংস থেকে তার পরিত্রাণ নেই এবং ওরা যদি শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা এড়িয়ে যেতে চায় সে শত্রুর পক্ষে কিছুতেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সিদীয়ানরা এমন এক জাত যাদের কোনো সুরক্ষিত শহর নেই; ওরা বাস করে ওয়াগনের ভেতরে, যা ওরা যেখানেই যায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়, আর ওরা প্রত্যেকেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই করতে অভ্যস্ত, খাবারের জন্য ওরা চাষবাসের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করে গবাদি পশুর উপর। ওদের কেবল পরাজিত করাই নয়, এমন কি ওদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও যদি কোনো আক্রমণকারী করে তারা এমন জাতির কাছে ব্যর্থ না হয়ে পারে না। ওদের দেশের যে প্রকৃতি তা এবং দেশের নদী-নালা, প্রচুর পানি সম্পদে সিঞ্চিত সম্পদশালী সমতল এলাকা নিয়ে গঠিত ভূভাগ, তার সঙ্গে চমৎকার চারণক্ষেত্র এবং মিশরের খালনালার মতোই বহু সংখক নদী ওদেরকে সাহায্য করে আসছে। নদীগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত, যেসব নদীতে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করতে পারে আমি সেগুলির কথা এখানে উল্লেখ করছি ঃ এদের মধ্যে রয়েছে ইস্টার বা দ্যানিয়ূব নদী যার পাঁচটি মোহনা রয়েছে, টাইরাস, হাইপার্নিস অথবা বাগ, বোরেসথেনিস অথবা নীপা, প্যান্তিক্যাপিস, হাইপাকাইরিম, ঢেড়োস এবং টেনেইস অথবা ডন। সিদিয়ার নদীগুলির মধ্যে দ্যানিউব হচ্ছে পরিচিত বিশ্বের সবচেয়ে প্রবল নদী। গ্রীষ্ম কিংবা শীত কোনোকালেই এর পানি কমে বাড়ে না; এটি সিদিয়ার নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে পশ্চিমের নদী এবং এর বিশাল আকৃতির কারণ হচ্ছে এর সঙ্গে মিলিত উপনদীগুলি। এই উপনদীগুলির মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে খাঁটি সিদীয়ান নদী। এগুলির উৎস সিদিয়াতেই অবস্থিত।

উপনদীগুলির নাম পাইরেতাস (অথবা পোরাতা, যে নামে সিদীয়ানরা ওকে ডাকে), তিয়ারান্তাস, এরারোস, ন্যাপারিস এবং ওরদেসাস — এ সবের মধ্যে প্রথমটি যা একটি বড় নদী পাঁচটি নদীর মধ্যে সবচেয়ে পূবে; দ্বিতীয় তিয়ারান্তাস আকারে ক্ষুদ্রতরো, যা আরো পশ্চিমে অবস্থিত; এদিকে এই দুই নদীর মধ্যে দ্যানিউবে গিয়ে পড়েছে এরারোস, ন্যাপারিস ও ওরদেসাস। আমরা যে উপনদীগুলিকে যথার্থই সিদীয়ান নদী বলতে পারি সেগুলি বাদ দিলেও আরো অনেক নদী রয়েছে ঃ যেমন এগাথিরসী অঞ্চল থেকে প্রবাহিত ম্যারিস নদী; হিমাসের উচ্চ শিখর থেকে উত্তরমুখী প্রবাহিত তিনটি বড় নদী এটলাস, ওরাস এবং তিরিসীস। এছাড়া রয়েছে এত্রিস ও নুয়েস নদী এবং ত্রেস এবং ক্রোবীজি নামক ত্রেসিও কওমের দেশ থেকে প্রবাহিত আরতানেস, হিমাস পর্বতমালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এবং পিওনিয়া ও রোডপ পাহাড় থেকে নির্গত শীওস, ত্রিবেলীয়ান সমতল অঞ্চলের মধ্যদিয়ে ইলেরিয়া থেকে উত্তরমুখে প্রবাহিত এ্যংরাজ যা মিলিত হয়েছে ব্রংগাসের সাথে, যাতে করে সৃষ্টি হয়েছে আরো দুটি নদী, দুটিই বেশ বড় আকারের। উত্তরমুখে প্রবাহিত অম্ব্রিসি ছাড়িয়ে যে অঞ্চল রয়েছে সেখান থেকে উৎপন্ন দুটি নদী হচ্ছে কার্পিস এবং আলাপিস। এ সবকটি নদীই গিয়ে পড়েছে দ্যানিউবে, সেই প্রবল বেগবতী স্রোতস্বিনীতে যার উৎস, সিনেথেসকে বাদ দিলে, সকল ইউরোপীয় জাতির সবচেয়ে পশ্চিমে কেল্ট গোত্রগুলির মধ্যে। দ্যানিউব লম্বালম্বি গোটা মহাদেশটি ভেদ করে প্রবেশ করেছে সিদিয়ায়। এতে কোনো সন্দেহ নাই — আমি যে উপনদীগুলির কথা উল্লেখ করেছি এবং আরো যে সব উপনদী রয়েছে সেগুলি সহ দ্যানিউব হচ্ছে সবচেয়ে বড় নদী, যদিও উপনদীগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল দ্যানিউবকে শুধু নীল নদের সঙ্গে তুলনা করলে এ দুয়ের মধ্যে নীলই হচ্ছে বড় নদী। কারণ কোনো নদী এমনকি কোনো নহরও নীল নদীতে পড়ে না যা তার পানির পরিমাণ বাড়াতে পারে। দ্যানিউবের পানির উচ্চতা যে শীত এবং গ্রীষ্মে সমান থাকে আমি তার ব্যাখ্যা এভাবেই করতে পারি ঃ শীতকালে পানির পরিমাণ স্বাভাবিক, কিংবা সামান্য কিছু বেশি, কারণ প্রচুর বরফ জমলেও বৃষ্টি সামান্যই হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আগের বছরের বিশাল বরফের স্তূপ গলতে থাকে এবং এর পানি ঘনঘন প্রবল বিৃষ্টির পানির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবল বেগে দ্যানিউবে প্রবেশ ক'রে, তার পানির পরিমাণ দেয় বাড়িয়ে। গ্রীষ্মকালে এ ধরনের প্রবল বিৃষ্টি অতি সাধারণ ব্যাপার। তাই শীতকালের চাইতে গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন বেশি হলেও তার ফল বাধাপ্রাপ্ত হয় উপনদীগুলির বর্ধিত পরিমাণ পানির জন্য। এভাবে একটি সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সারা বছর পানির মাত্রা একই থাকে।

পরের নদীটি, যার নাম তাইরুস, একটি বিশাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে বয়ে চলেছে দক্ষিণ মুখে। এই নদীটি সাইথিয়া এবং নিউরীদের দেশের মধ্যবর্তী সীমানায়। যে সব গ্রীককে তাইরিতি বলা হয় তারা এই নদীর মুখে বসতি স্থাপন করেছিলো। তৃতীয় নদী হিপানিস নির্গত হয়েছে আরেকটি বড় হ্রদ সাইথিয়া থেকে। এই হ্রদের চারপাশে সাদা বুনো তাজি ঘোড়া চরে বেড়ায়। এ হ্রদটিকে যথার্থ অর্থে নদী হিপানিসের জননী বলা হয়ে থাকে। হ্রদ থেকে নদী পথে পাঁচ দিনের পথ পর্যন্ত পানি টাটকা এবং অগভীর; কিন্তু সেখান থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত চার দিনের পথ পানি ভয়ঙ্কর নোনা। এই আকস্মিক

পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে একটি নহর, যা নদীর সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে। নহরটি খুব ছোট্ট হলেও এর পানি এতই নোনা যে সমগ্র পানিই এর ফলে নোনা হয়ে যায়। হিপানিস বেশ বড় এক নদী। এই নহরটির শুরু হয়েছে সিদিয়ার চাষী গোত্রগুলির এলাকার সীমানা যেখানে মিশেছে এলিজনেস এলাকার সঙ্গে। নহরটির নাম এবং যেখানে এই নহরটির সূত্রপাত হয়েছে তার আশপাশের এলাকাটির নাম সিদীয়ার ভাষায় একজামপিউজ, গ্রীক ভাষায় যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'পবিত্র পথ'। এলিজনিসদের দেশে এসে টাইরাস এবং হিপানিস খুব ঘেঁষে ঘেঁষে চলে। কিন্তু এর পরে আলাদা হয়ে যতই সামনের দিকে এগুতে থাকে ততই দুয়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে।

আমার মতে, কেবল পৃথিবীর এ অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যেই নয়, অন্যান্য দেশের নদীগুলির মধ্যেও বোয়েসথেনিস হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী এবং ফলবতী নদী। অবশ্য, নীল নদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ নীল নদের সঙ্গে অন্য কোনো নদীর তুলনা করা যায় না। বোয়েসথেনিসের দুই পাড়ে রয়েছে চমৎকার এবং খুবই প্রশস্ত চারণক্ষেত্র; এ নদীতে পাওয়া যায় ভাল ভাল মাছের বিপুলতম সরবরাহ, আর এর পানি স্বচ্ছ পরিষ্কার এবং খাবার জন্য অতি উত্তম। অথচ এর আশপাশের নদীগুলির পানি ঘোলাটে, পানের অনুপযুক্ত। এর তীরে যে ফসল জন্মে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল আর কোথাও জন্মায় না। এবং যেখানে শস্য বোনা হয় না সেখানেও ঘাসের ফলন পৃথিবীতে অতুলনীয়। নদীর মোহনায় স্বাভাবিক নিয়মেই অপরিমিত নুন তৈরি হয়। ওখানে প্রচুর পরিমাণ মেরুদণ্ডহীন মাছও পাওয়া যায়, যা নুন মাখিয়ে সংরক্ষণ করার খুবই উপযোগী। এখানে এই মাছকে বলা হয় এনতাকিউজ (antacaeus)। ঐ মোহনায় আরো কিছু অত্যাশ্চর্য জিনিস পাওয়া যায়। নদীটির গতি দক্ষিণমুখী চল্লিশ দিনের পথ জেড়াস পর্যন্ত। এ নদীটিকে সবাই চেনে। এর পর এ নদী কোনো কোনো দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কেউ জানে না। অবশ্য আমরা জানি, একটি বসতিশূন্য অঞ্চল পার হয়ে এ নদী প্রবেশ করেছে কৃষিজীবী সিদীয়ানদের এলাকায়। সিদীয়ানরা এ নদীর পাড়ে নদীপথে ১০ দিনের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমিই যে কেবল নীল নদ আর এই নদীটির উৎস জানি না তা নয়, আমার ধারণা অন্য কোনো গ্রীকও তা জানে না। সমুদ্রের নিকটে এসে বোয়েসথেনিস এবং হিপানিস এক সাথে মিশে গেছে এবং প্রবাহিত হয়েছে নিচু জলা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এই নদীর মধ্যবর্তী, ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে-আসা স্থলভাগটির নাম হিপপোলাউস অন্তরীপ; এর উপর রয়েছে দেমিতারের এক মন্দির এবং মন্দিরের উল্টো দিকে হিপানিসের তীরে রয়েছে বোয়েসথেনীয়দের বসতি।

পঞ্চম নদী প্যানতিকাপেসও শুরু হয়েছে একটি হ্রদ থেকে এবং বোরেসথেনিসে গিয়ে পড়ার আগেই দক্ষিণ মুখে বয়ে চলেছে হাঈলী তথা বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে। বোরেসথেনিস আর এই নদীর মধ্যবর্তী এলাকাটিতে বাস করে সিদিয়ার কৃষিজীবী গোত্রগুলি। ষষ্ঠ নদী হাইপাকিরিস একটি হ্রদ থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে সিদিয়ার যাযাবরদের বসতির ঠিক মাঝখান দিয়ে, এবং হাঈলী আর একিলিসের ঘোড়দৌড়ের মাঠ

নামক জায়গাটিকে ডান দিকে রেখে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে কার্সিনিটিসের নিকটে — বোরেসথেনিসের অনেক উত্তরে এমন একটি বিন্দুতে, যা, যেখান থেকে বোরেসথেনিসের গতিপ্রবাহ সম্পর্কে মানুষ অবহিত হতে শুরু করেছে সেখানে অবস্থিত;. গেরাস সেই বিন্দুতেই বিভক্ত হয়েছে বোরেসথেনিস থেকে। গেরাস হচ্ছে সিদিয়ার যাযাবর এলাকা এবং রাজকীয় এলাকার মধ্যবর্তী সীমানা; একটি গিয়ে মিশেছে হিপাক্রিসের সঙ্গে। অষ্টম নদী টেনের উৎস অনেক উজানে একটি বৃহৎ হ্রদের মধ্যে; এটি গিয়ে পড়েছে আরো একটি বড় হ্রদে, যাকে বলা হয় প্যালুসনিয়থিস বা আজব সাগর। এ নদী রাজকীয় সিদিয়ান এলাকাকে আলাদা করেছে সাউরোমেতিদের এলাকা থেকে; এর সঙ্গে আরেকটি নদী মিশেছে যার নাম হারজিজ। এগুলিই হচ্ছে সিদিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী। এই অঞ্চলে যে ঘাস জন্মে তাতে গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে পিত্ত দোষ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি, অন্য যে কোনো এলাকার চাইতে। যে কোনো মৃত পশুর পেট চিরলেই এর প্রমাণ মেলে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বর্ণনা করার পর আমি এখন এদেশের মানুষের রীতিনীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলবো। সিদীয়ানরা যে সব দেবদেবীর পূজা করে তারা হচ্ছে হেসতিয়া (তাদের প্রধান উপাস্য), জিয়ুস এবং আর্থ (যাকে ওরা জিয়ুসের স্ত্রী বলে বিশ্বাস করে)। গুরুত্বের দিক দিয়ে ওদের নিচেই হচ্ছে এপোলো, স্বর্গীয় এফ্রোদিতে, হিরাক্লিস এবং এয়ারেস। এ দেবতাগুলি সমগ্র জাতি কর্তৃক স্বীকৃত এবং গৃহীত। অবশ্য সিদিয়ার রাজবংশ দেবতা পসেইদনের উদ্দেশেও উৎসর্গ করে থাকে।*

সিদীয়ানরা এয়ারিস ছাড়া আর কোনো দেবতার সম্মানে বেদি কিংবা মন্দির নির্মাণ করে না। মূর্তি তৈরি করার রীতি এদের মধ্যে চালু নেই। সবজায়গায় এবং সবক্ষেত্রেই বলির পদ্ধতি একই ঃ বলির পশুর চারপা এক সঙ্গে বাঁধা হয় শক্ত করে এবং যে লোকটি বলি দেবে সে পেছনে থেকে রশিতে ধরে জোরে টান দেয় এবং এভাবে উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উচ্চারণ করতে করতে পশুটিকে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর সে পশুটির গলায় একটি ফাঁস পরিয়ে দেয়। তারপর গেরোর নিচে ছোট একটি লাঠি ঢুকিয়ে মোচড়াতে থাকে, যতক্ষণ না পশুটি দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। আগুন জ্বালানো হয় না। প্রথমে ফলমূল উৎসর্গ করা হয় না, এবং কোনো আহুতিও ওরা দেয় না। দম বন্ধ হয়ে পশুটি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার খাল ছিলে ফেলা হয়। তারপর সিদ্ধ করা হয় গোশত। এজন্য কিছু উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয়েছে, কারণ সিদিয়াতে আগুন জ্বালাবার জন্য কোনো কাঠ নেই । খাল ছিলে ফেলার পর স্থানীয় লোকেরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করে তা

* সিদীয়ান ভাষায় হেস্তিয়া (Hestia) হচ্ছে তাবিতি (Tabiti), জিয়ুস (আমার মতে, খুবই সংগতভাবে) প্যাপিউস (Papaeus), আর্থ (API), এ্যাপোলো (Appollo), ওইতোসিরাস (Octosyrus), এফ্রোদিতে (Aphrodite), আর্গিমপাসা (Argimpasa), পসেইদন (Poseidon) ও থগিমাসাডাস (Thagimasadas)।

হচ্ছে এই ঃ ওরা হাড্ডি থেকে গোশত ছাড়িয়ে ফেলে এবং তা রাখে একটি কড়াইতে, যদি তাদের এরকম কিছু থাকে — এগুলি গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয়। দেখতে এগুলো অনেকটা লেসভনের গামলার মতো — যদিও এগুলো অনেক বড়। এরপর সে গামলার নিচে হাড্ডিগুলি রেখে তাতে আগুন ধরায়। যখন গামলা থাকে না তখন ওরা সবটুকু মাংস জন্তুটির পেটের ভেতর রাখে। তার সঙ্গে পানি মিশায় এবং তা হাড্ডির আগুনের মতো আগুনে সিদ্ধ করে। হাড্ডি ভালই পোড়ে এবং জীবটির পেটের ভেতরে সহজেই সবটুকু গোশতই ধরে, যা একসময় ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছিল হাড্ডি থেকে। এভাবে ষাঁড় কিংবা বলির যে কোনো পশুকে বুদ্ধি খাটিয়ে আপনাআপনি সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। গোশত যখন পাক করা হয়, বলিদাতা গোশত এবং নাড়িভূঁড়ির একটি অংশ তার সামনে মাটির উপর নিক্ষেপ করে উৎসর্গ করে। সকল রকম গবাদি পশুকেই উৎসর্গ করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ম হচ্ছে ঘোড়া বলি দেয়া।

তবে এরেসের সম্মানে যে আনুষ্ঠানিকতা করা হয় তার নিয়ম ভিন্ন। প্রত্যেক জেলায় শাসক যেখানে থাকেন সেখানেই এরেস-এর মন্দির রয়েছে। এ এক অদ্ভুত ধরনের বস্তু। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ডালপালার স্তূপ। লম্বায় এক একদিকে তিন ফার্লং, তবে উচ্চতায় কিছু কম। স্তূপের মাথায় ডালপালাগুলি সমান করে একটি চুতষ্কোণ চত্বরের মতো করা হয়। একদিক দিয়ে এই চত্বরে উঠা যায়, কিন্তু অন্য তিন দিকেই একেবারে খাড়া। প্রত্যেক বছরেই দেড়শত ওয়াগন বোঝাই ডালপালা এই স্তূপের সঙ্গে যোগ করা হয়, যাতে করে বৃষ্টির দরুন ডালপালা ক্রমেই নিচে বসে গিয়ে চত্বরটির উচ্চতা কমে না যায়। এই চত্বরটির উপর স্থাপন করা হয় একটি প্রাচীন লোহার তরবারি, যা হচ্ছে এরেস-এর প্রতীক। এই তরবারির উদ্দেশেই প্রতি বছর উৎসর্গ করা হয় ঘোড়া এবং অন্যান্য গবাদিপশু; বলা বাহুল্য, ওদের অন্য যে কোনো দেবদেবীর চাইতে এই তরবারির পিয়াস মিটাতে অনেক বেশি জীবজন্তুকে বলি দিতে হয়। এরেস-এর উদ্দেশ্যে যুদ্ধবন্দিদেরকেও উৎসর্গ করা হয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে যে নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় পশু উৎসর্গের নিয়মের চাইতে তা আলাদা ঃ প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেয়া হয়; তার মাথায় মদ ঢালা হয় এবং একটি গামলার উপরে তার গলা ছেদ করা হয়। এরপর গামলাটি নিয়ে যাওয়া হয় কাঠের স্তূপের মাথায়, চত্বরটিতে, এবং গামলার রক্ত তরবারিটির উপর ঢেলে দেওয়া হয়। উপরে যখন একাজ চলতে থাকে তখন নিচে আরেকটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় স্তূপের একেবারে কাছ ঘেঁষে ঃ যে সব যুদ্ধ বন্দিকে জবাই করা হয়েছে তাদের ডান হাত এবং বাহু কেটে ফেলা হয় এবং শূন্যে নিক্ষেপ করা হয়। একাজ শেষ হলে এবং উৎসবের বাকি অংশটুকু সমাপ্ত হওয়ার পর পূজারীরা চলে যায়। নিহতদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত এবং বাহুগুলি যেখানে পড়ে ছিলো সেখানেই পড়ে থাকে। ওরা কখনো শূকর বলি দেয় না এবং এমনকি ওদের দেশের ভেতরে ওরা কোথাও শূকর পুষতেও দেয় না।

যুদ্ধের বেলায় সিদীয়ানদের রীতি হচ্ছে, প্রত্যেক সৈন্য, সে প্রথম যে ব্যক্তিটিকে হত্যা করবে তার রক্ত পান করবে। যুদ্ধে নিহত সব শত্রুর মাথা রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এক একটি মাথা এক একটি টিকেটের মতো, যার জন্য যোদ্ধাকে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ দেয়া হয় — নরমুণ্ডু নেই, যুদ্ধলব্ধ মালের অংশও নেই। সে কানের পাশ দিয়ে বৃত্তাকারে কেটে চামড়াটা মাথা থেকে তুলে ফেলে এবং ঝাঁকুনি দিয়ে খুলিটাকে বের করে নেয়; এর পর সে ষাঁড়ের পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে চামড়ার সঙ্গে লাগায়, গোশত চেঁছে তুলে ফেলে এবং চামড়াটি যখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন সে ওটিকে আংগুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, যতক্ষণ না চামড়াটা খুব নরম এবং কিছুটা রুমালের মতো ব্যবহারের উপযোগী হয়। সেই রুমালগুলি ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। রুমালগুলি নিয়ে সে খুবই গর্ববোধ করে। যার এ ধরনের সবচাইতে বেশি সংখ্যক রুমাল থাকে সেই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। সিদীয়ানরা মাথার চুল সমেত কতকগুলি চামড়া সেলাই করে নেয় এবং তা দিয়ে ঢিলা পোশাক তৈরি করে — যে ধরনের পোশাক চাষীরা পরে থাকে। এবং প্রায়ই ওরা মৃত শত্রুর হাত এবং বাহু থেকে নখ শুদ্ধ চামড়া তুলে নেয় এবং তা দিয়ে ওদের তূণীরগুলি মুড়িয়ে দেয়; কারণ ওরা জানে যে মানুষের চামড়া কেবল শক্তই নয়, সাদাও, যে কোনো চামড়ার মতো প্রায় সাদা। কখনো কখনো ওরা একটা গোটা শরীর থেকে চামড়া তুলে নেয় এবং তা একটি কাঠের ফ্রেমের উপর ছড়িয়ে দেয়; ওরা ফ্রেমটি ঘোড়া কিংবা গাধায় চড়ে চলার সময় সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। আসল খুলিগুলির ব্যাপারে ওরা এক বিশেষ রীতি অনুসরণ করে — সকল খুলি নয়, তাদের সবচাইতে নিকৃষ্ট শত্রুদের খুলির ক্ষেত্রে নিচের অংশটুকু ওরা করাত দিয়ে কেটে ফেলে এবং যা বাকি থাকে তা পরিষ্কার করে ওর উপরে একটুকরা কাঁচা চামড়া স্থাপন করে ঢেকে দেয়। লোকটি যদি গরীব হয় এটুকু করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু ধনী হলে সে আরো এগিয়ে যায় এবং খুলির ভেতরটাও ধাতুর পাত দিয়ে মুড়িয়ে দেয়। উভয়ক্ষেত্রেই খুলিটিকে ব্যবহার করা হয় পানি খাবার বাটি রূপে। ওরা ওদের গোষ্ঠীর লোকজনের খুলির প্রতিও একই রকম ব্যবহার করে, যদি তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং রাজার সম্মুখে যুদ্ধ করে লোকটি মারা যায়। মর্যাদাবান লোকেরা যদি আসে, ঘুরে ঘুরে এই খুলিগুলি তাদেরকে দেখানো হয় এবং মেজবান তাদের কাহিনী ওদের কাছে বর্ণনা করে ঃ কেমন করে ওরা এককালে তার আত্মীয় ছিলো এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো এবং কেমন ক'রে সে ওদের পরাভূত করেছিলো; এসবই বলা হয় তার সাহসের দলিল হিসেবে। বছরে একবার প্রত্যেক জেলার শাসক এক গামলা মদ মিশ্রিত করে, যা থেকে, প্রত্যেক সিদীয়ান, যে তার প্রতিপক্ষকে লড়াইয়ে হত্যা করেছে, পান করে থাকে। এটি তাদের একটি অধিকার। যাদের শত্রু হত্যার কৃতিত্ব নেই তাদের এই মদ স্পর্শ করতে দেয়া হয় না। তারা অপমানে একাকী চুপচাপ বসে থাকতে বাধ্য হয়; বলা বাহুল্য এর চেয়ে বড় শাস্তি ওদের জন্য নেই। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অনেক শত্রুকে হত্যা করেছে তার জন্য থাকে দুটি পেয়ালা এবং এ দুটি থেকেই সে একবারে পান করে।

সিদিয়াতে অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা আছে। ওরা উইলো কাঠের দণ্ডের সাহায্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। ওরা এই সব দণ্ডের বড় বড় আঁটি নিয়ে আসে এবং সেগুলিকে মাটির উপর রাখে। তারপর ওরা এগুলি খুলে ফেলে এবং প্রত্যেকটি দণ্ড আলাদা আলাদা রেখে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে। উচ্চারণ করতে করতে ওরা দণ্ডগুলি একত্র করে আগের মতোই আবার আঁটি বাঁধে। সিদিয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর এটিই হচ্ছে স্থানীয় পদ্ধতি; কিন্তু ইনারিম নামে অভিহিত নপুংসক শ্রেণীর লোকেরা একটি ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। ওরা বলে, এফ্রোদিতে নাকি এই পদ্ধতিটি ওদের শিখিয়েছিলো ঃ ওরা লাইম গাছের ভেতরের ছালের একটি অংশ নিয়ে তিন টুকরা করে এবং সেগুলি তাদের আঙ্গুলে পেঁচায় এবং খোলে, আর এরকম করতে করতে ভবিষ্যদ্বাণীও করে চলে।

সিদিয়ার রাজা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর তিনজনকে ডেকে পাঠান; ওরা আমি যে ভাবে বর্ণনা করেছি, সেভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। প্রায়ই ওরা বলে যে, ওমুক লোক (যার নাম তারা উল্লেখ করে) রাজার ঘরের নাম করে মিথ্যা শপথ করেছে। সিদিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে এ ধরনের শপথই করা হয়ে থাকে। তথাকথিত অপরাধকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফ্‌তার করে রাজার সামনে হাজির করা হয়। সেখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে ভবিষ্যদ্বক্তারা ঃ ওরা বলে ওরা ওদের দৈব ক্ষমতার মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, সে মিথ্যা শপথের অপরাধে অপরাধী এবং তার এই মিথ্যা শপথের জন্যই রাজা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। লোকটি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং শোরগোল শুরু করে দেয়। তখন রাজা আরো ভবিষ্যদ্বক্তাকে ডেকে পাঠান। এবার আসে তিন জনের পরিবর্তে ছয়জন। ওরাও যদি মিথ্যা শপথের অভিযোগে অভিযুক্ত লোকটিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তখন আর বেশি শোরগোল না করে তার শিরচ্ছেদ করা হয় এবং লটারির মাধ্যমে তার সম্পত্তি প্রথম তিন ভবিষ্যদ্বক্তার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। কিন্তু যদি নতুন ছয়জন তাকে অব্যাহতি দেয় তখন আরো বেশিসংখ্যক ভবিষ্যদ্বক্তাকে ডাকা হয় এবং দরকার হলে পুনর্বার তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ভবিষ্যদ্বক্তাকে হাজির করা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে যদি দেখা যায় বেশিরভাগের মতে লোকটি নিরপরাধ, তখন দেশের আইন হচ্ছে প্রথম তিনটি ভবিষ্যদ্বক্তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। মৃত্যুদণ্ডের নিয়মটি এরূপ ঃ ডালপালা দিয়ে একটি গাড়ি বোঝাই করে ষাঁড়ের জোয়ালের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। অপরাধী লোকগুলির মুখে কাপড় বেঁধে এবং ওদের হাতপা বেঁধে ডালপালার স্তূপের ভিতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়; তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। তখন ষাঁড়গুলি ভয় পেয়ে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে। প্রায়ই ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়গুলিও পুড়ে মারা যায়। আবার কখনো কখনো গাড়িটি যে দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা খুবই তাড়াতড়ি পুড়ে যায়, ফলে ষাঁড়গুলি রেহাই পেয়ে যায়, কিছুটা দগ্ধ অবস্থায়। এভাবে ভবিষ্যদ্বক্তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। আমি যে সব অপরাধের কথা বর্ণনা করেছি সে সব ছাড়া অন্য অপরাধেও রাজা যখন কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি অপরাধীর পুত্রদের তার পিতার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে

দেন না; সব পুরুষকেই হত্যা করা হয়, তবে মেয়েদের নয়, ওদের গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেয়া হয় না।

সিদিয়ানরা যখন শপথ করে কোনো অঙ্গীকার করে কিংবা দেবতাকে সাক্ষী রেখে কোনো চুক্তি করে ওরা তখন একটা বড় মাটির গামলা মদ দিয়ে ভর্তি করে এবং শপথের পর উভয়পক্ষের লোকদের কিছু রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে ঐ মদের মধ্যে ফেলে। এই রক্ত ওরা পান করে, কোনো সূক্ষ্ম জিনিসের খোঁচা দিয়ে অথবা চাকু দিয়ে সামান্য কেটে বের করে; এরপর ওরা এই গামলায় ডোবায় একটি তরবারি, কয়েকটি তীর, একটি যুদ্ধ কুঠার এবং একটি বর্শা, আর কতকগুলি তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে। এরপর দল দুটি এবং তাদের প্রধান প্রধান সমর্থকরা এই মিশ্রিত মদ ও রক্ত পান করে।

সিদিয়ার রাজাদের গোরস্তান রয়েছে গেড়ী অঞ্চলে, যেখানটায় এসে বোরিসথেনিস প্রথম নাব্য হয়ে উঠেছে। যখন কোনো রাজা মারা যান, ওরা চতুষ্কোণ একটি গর্ত খনন করে এবং এটি তৈরি হবার পর, নিম্নবর্ণিত উপায়ে আগেই প্রস্তুত লাশটি ওরা ওই কবরের ভেতর রাখে ঃ পেট প্রথমে ছিড়ে ফেলা হয়। তারপর তা পরিষ্কার করে নানা রকমের সুগন্ধি দ্রব্যচূর্ণ, সুগন্ধি কন্দ (GALINGALE), PASLEY বীজ এবং মৌরি দিয়ে, তারপর পেটটি সেলাই করে গোটা দেহটার উপর মোম লেপে দেয়া হয়। এ অবস্থায় লাশটিকে একটি ওয়াগনে করে সিদীয়ান এলাকার অধীন প্রতিবেশি একটি কওমের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়— তারপর আরেকটি কওমের নিকট; এভাবে পরপর বিভিন্ন কওমের নিকট বহন করা হয় লাশটি। এই পরিক্রমায় যারা লাশটি পরপর গ্রহণ করে তারা সিদীয়ান রাজবংশের রীতি অনুসরণ করে — ওরা ওদের কানের এক টুকরা ছেদন করে, মাথার চুল কামিয়ে ফেলে। ওদের বাহুর উপর বৃত্তাকারে চাকু বসিয়ে দেয়। ওদের কপাল এবং নাকে ছুরি দিয়ে ছেদা করে এবং ওদের বাঁ হাতের ভেতর দিয়ে তীর ঠেলে বের করে। এই সফরের প্রত্যেক পর্যায়ে, যাদের নিকট ইতিমধ্যে লাশটি পৌছানো হয়েছে, তারা মিছিলে যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সিদীয়া রাজ্যের প্রত্যেক অংশ অতিক্রম করে। শব মিছিল গিয়ে পৌছায় 'গেড়ী' কওমের মধ্যে প্রস্তুত সমাধিস্থলে। এই কওমটির বসতি হচ্ছে সিদিয়ার সব কওমের মধ্যে, সকলের উত্তরে এবং সবচেয়ে দূরে। এখানে কবরের ভেতর একটি মাদুরের উপর লাশটি রাখা হয়; আর উভয় পাশে বর্শা পোতা হয় মাটির উপর। এই বর্শাদণ্ডগুলি পোতা হয় এজন্য যে এগুলি উপরে একটি চাল ধারণ করবে; চালটি কাঠের দণ্ডের উপর ঘাস দিয়ে ছাওয়া; আর তারপাশেই, বৃহৎ গর্তটির অন্যান্য অংশে কবর দেয়া হয়, রাজপ্রাসাদের অন্যান্য লোককে ঃ রাজার একজন উপপত্নী, তার খানসামা, বাবুর্চি, তার সহিস, স্টুয়ার্ড এবং তাঁর গৃহসচিবকে। সবাইকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে কবর দেয়া হয় রাজার সঙ্গে। আরো সমাধিস্থ করা হয় ঘোড়া, সোনার পেয়ালা (সিদীয়ানরা রূপা কিংবা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে না) এবং নির্বাচিত তাঁর আরো কিছু সম্পদ। এই অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর প্রত্যেকেই একটি করে মাটির স্তূপ তুলতে শুরু করে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে; প্রত্যেকেই তার পড়শির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। কে কত বড় মাটির

স্তূপ গড়ে তুলতে পারে, এটিই হচ্ছে প্রতিযোগিতার বিষয়। বছর শেষে আরেকটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। রাজার অবশিষ্ট ভৃত্যদের মধ্য থেকে উত্তম পঞ্চাশ জনকে বাছাই করে নেয়া হয়। তারপর তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়; এরপর পেট চিড়ে তা বোঝাই করা হয় তুষ দিয়ে এবং আবার সেলাই করে ফেলা হয়। এই ভৃত্যরা সিদিয়ারই স্থানীয় লোক। কারণ, রাজার কোনো ক্রীতদাস নেই, তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকেই তার খেদমতের জন্য লোক বেছে নেন। এরপর পঞ্চাশটি বাছাই করা উত্তম ঘোড়া নিয়েও একই কাজ করা হয়। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কতগুলি চাকা দুইভাগ করে কর্তন। জোড়া জোড়া করে সেগুলি ওরা খুঁটির উপর রাখে, চক্রাকার দিকটি নিচের দিকে স্থাপন করে; প্রত্যেক অর্ধচক্রের জন্য দুটি করে খুঁটি। এরপর একটি মজবুত দণ্ড, ঘোড়ার ভেতরে দীঘালে ঠেলে দেয়া হয় — লেজ থেকে ঘাড় পর্যন্ত। একাজটি এভাবে করা হয় যে, সামনের জোড়াটির উপর থাকে ঘোড়াটির স্কন্ধদেশের ভার এবং পেছনের জোড়াটির ওপর থাকে উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী উদর। চারটি পা-ই মাটির উপর শূন্যে ঝুলতে থাকে। প্রত্যেকটি ঘোড়ার মুখেই পরানো হয় লাগাম। লাগামটি সামনের দিকে টেনে মাটিতে গাঁড়া খুটির সঙ্গে বাঁধা হয়।

লোকগুলির লাশ নিয়েও একইরূপ করা হয়। মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমান্তরাল করে সোজা দণ্ড ঘাঁড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং এভাবে ঢুকানোর পর মৃতদেহের পশ্চাতদিক দিয়ে সে দণ্ডটির মাথা বের হলে সে মাথাটিকে জুড়ে দেয়া হয় ঘোড়ার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো দণ্ডটির সাথে। এভাবে প্রত্যেকটি ঘোড়ার পিঠেই একটি তরুণ ভৃত্যকে রাখা হয় সওয়ারের মতো। যখন ঘোড়া এবং আরোহী সবাইকে কবরের চারপাশে এনে হাজির করা হয় তখন এগুলিকে ওখানে রেখে সবযাত্রী চলে যায়। যখন কোনো সাধারণ লোক মারা যায় তার নিকট আত্মীয়রা তার লাশ একটি গাড়িতে রেখে তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিয়ে যায়; এক বন্ধুকে দেখানোর পর আরেক বন্ধুর কাছে। এভাবে লাশ চলতে থাকে। যে পরিবারের কাছে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় সেই অতিথিদের খাওয়ায় এবং অন্য সকলের মতো লাশটিকেও খাবার দেয়। এভাবে চল্লিশ দিন ধরে সফর চলতে থাকে। তাপর লাশটিকে কবর দেয়া হয়।.কাউকে কবর দেয়ার পর সিদীয়ানরা নিজদের নির্মল করার জন্য একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে; ওরা সাবান দিয়ে ওদের মাথা ধোয় এবং বাষ্পস্নান করে। এই স্নানের পদ্ধতি আমি পরে বলছি।

এখানে সিদিয়াতে কেমন করে শনের চাষ হয় প্রথমে তা বর্ণনা করছি। এটি জঙ্গলে জন্মায়, আবার চাষও করা হয়; থ্রেসের লোকেরা সুতি কাপড়ের মতোই শন দিয়ে কাপড় তৈরি করে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝতে হলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন; শনের কাপড় যে কখনো দেখেইনি সে এরূপ কাপড়কে সুতি কাপড় বলেই মনে করবে।

এখন বাষ্পস্নানের কথা। তিনটি দণ্ডের একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়। দণ্ড তিনটির মাথা তেপায়ার মতো উপরে একসাথে মিশানো থাকে। এর উপর ওরা পশমি কাপড়ের টুকরা এভাবে বিছিয়ে দেয়, যাতে কাপড়ের জোড় হয় নিখুঁত; এভাবে তৈরি ছোট্র তাঁবুর নিচে ওরা স্থাপন করে একটি থালা আর থালাটিতে থাকে জ্বলন্ত আগুনের মতো উত্তপ্ত

পাথর। এরপর তারা কিছু শন বিচি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঐ তাঁবুতে ঢোকে এবং সেই উত্তপ্ত পাথরগুলির উপর বিচিগুলি নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে ধোঁয়া নির্গত হয় এবং তাতে এমন একটা বাষ্প বের হয়, গ্রীসের কোনো বাষ্পস্নানই যার সাথে তুলনীয় নয়। সিদীয়ানরা এ বাষ্প এত আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে যে, ওরা উল্লাসে চিৎকার শুরু করে দেয়। এ হচ্ছে ওদের, পানিতে যে কোনোরকম সাধারণ গোসলের বিকল্প; ওরা কখনো পানিতে গোসল করে না। রমণীরা সাইপ্রেস ও সিদার কাঠ এবং গুগগুল গুঁড়া করে একটি অমসৃণ পাথরের উপর, তারপর সেই গুঁড়ার সঙ্গে কিছু পানি মিশিয়ে এক ধরনের গাঢ় কাঁই বানায় এবং তাদের সারা দেহে ও মুখে তা লেপন করে। এই লেপ একদিন থাকে তাদের দেহে। তারপর, যখন ওরা এই লেপটি তুলে ফেলে তখন ওদের গায়ের ত্বক হয় পরিষ্কার, চিকচিকে এবং সুরভিত।

ওরা, মিশরীয়দের মতোই, বিদেশী রীতিনীতির ব্যাপারে একেবারেই আপোষহীন, অনমনীয়। বিশেষ করে ওরা গ্রীক রীতিনীতির ঘোর বিরোধী। এর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এনাকার্সিসের এবং ইস্কাইলাসের যা ঘটেছিলো তা উল্লেখ করা যায়। এনাকার্সিস ছিলেন একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী এবং তার জ্ঞানের ক্ষেত্র ছিল বহুমুখী। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তার এই বিচিত্র ও অগাধ জ্ঞানের প্রমাণ দেন। এরপর তিনি যখন সিদিয়ায় তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা করেছেন তিনি অতিক্রম করছিলেন হেলেসপণ্ট। তিনি কিজিকাসে এসে থামেন। এখানে তিনি দেখতে পান, এই শহরের লোকেরা দেবতাদের মাতার সম্মানে এক মহা উৎসবে মশগুল রয়েছে ঃ এনাকার্সিস তা দেখে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যদি নিরাপদে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতে পারেন তিনি নিজেও একটি নৈশ উৎসব উদযাপন করবেন এবং এই দেবীর উদ্দেশ্যে, কিজিকাসে যেভাবে বলি দিতে দেখেছেন ঠিক একইভাবে তিনি প্রাণী উৎসর্গ করবেন। সিদিয়াতে পৌঁছে তিনি ঢুকলেন সেই অরণ্য অঞ্চলে যে জঙ্গলে সবরকমের গাছপালা জন্মায়, যা একিলিসের ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে অবস্থিত। তারপর প্রতিজ্ঞা মতো সেই উৎসব উদযাপন করলেন — হাতে ঢোল নিয়ে এবং তার পোশাকের সঙ্গে প্রতিমা বেঁধে, খুঁটিনাটি নিয়মকানুন এবং আচারঅনুষ্ঠানের সঙ্গে। এ সময় কোনো না কোনো সিদীয়ান তাঁকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে সিদিয়ার রাজা সাউলিউসকে তা জানায়। সাউলিউস তখন সশরীরে সেখানে আসেন এবং এনাকার্সিসকে এসব বিদেশী আচার অনুষ্ঠানে মগ্ন দেখে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করেন। আজকাল যদি কেউ এনাকার্সিসের কথা তোলে সিদীয়ানরা এমন ভান করে যে তার সম্পর্কে যেন ওরা কিছুই জানে না। এর একমাত্র কারণ এই যে তিনি বিদেশে গ্রীসে সফর করেছিলেন এবং বিদেশী ধ্যানধারণার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। আমি নিজে এরিয়াপিটেসের ষ্টুয়ার্ড টিমনেসের নিকট শুনেছি এনাকার্সিস ছিলেন সিদিয়ার রাজা ইদানথির্সাসের পিতৃব্য এবং গুরোসের পুত্র, লাইকাসের পৌত্র এবং স্পাগাপিথেসের প্রপৌত্র। তিনি যদি সত্যিই এ

পরিবারের লোক হয়ে থাকেন তা হলে তার নিজের ভাই-ই তাঁকে হত্যা করেছিলেন। কারণ ইদানথির্সাস ছিলেন সাউলিউসের পুত্র এবং সাউলিউসই তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

অবশ্য এনাকার্সিস সম্পর্কে আমি পিলোপোনিসে একটি ভিন্ন কাহিনীও শুনেছি। এ কাহিনী অনুসারে সিদিয়ার রাজা তাকে পাঠিয়েছিলেন গ্রীস সম্পর্কে সাধ্যমতো তথ্যাদি সঙ্গ্রহ করতে। ফিরে এসে তিনি রাজাকে বলেন যে, গ্রীসের সকল লোকই জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো না কোনো শাখার চর্চায় ব্যস্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে লেসিদিমনিয়ার লোকের। কেবলমাত্র ওরাই অর্থপূর্ণ কথাবার্তা বলার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এটি একটি উদ্ভট কাহিনী যা গ্রীসের লোকেরা উদ্ভাবন করেছে তাদের নিজেদের কৌতুকের জন্য। আসল কথা হচ্ছে, আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি সেভাবেই এনাকার্সিসকে হত্যা করা হয়েছিলো — গ্রীসের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং বিজাতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করাই ছিলো তার অপরাধ।

বহু বছর পরে একই ভাগ্যবরণ করেন ইস্কাইলাস, একইভাবে। তিনি ছিলেন সিদিয়ার রাজা এরিয়াপিথিসের অন্যতম পুত্র। তাঁর মা ছিলেন বিদেশী রমণী, যাকে আনা হয়েছিলো ইস্ট্রিয়া থেকে। তিনি ইস্কাইলাসকে গ্রীক ভাষা বলতে এবং পড়তে শিখিয়েছিলেন। কিছুকাল যাবার পর এগাথির্সির রাজা স্পার্গাপিথেস বিশ্বাসঘাতকতা করে এরিয়াপিথিসকে হত্যা করেন। তখন ইস্কাইলাস সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তার পিতার স্ত্রীদের একজন, ওপিয়াকে বিয়ে করেন। এই মহিলাটির জন্ম হয় সিদিয়ায়। এবং তার গর্ভে এরিয়াপিথিসের একটি পুত্র হয়েছিলো, যার নাম রাখা হয় ওরিকাস। স্কাইলাস তার মায়ের নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর ফলে তিনি তার রাজত্বকালে সিদিয়ার গতানুগতিক জীবনপদ্ধতিতে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন এবং গ্রীক ভাবধারার দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। এজন্য যখনই তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বোরেসথেনিসের তীরে গ্রীক বস্তিগুলিতে যেতেন, তখনি তিনি তাঁর লোকজনদের বাইরে রেখে নিজে একা শহরে ঢুকতেন। ঐ সব বস্তির গ্রীকরা দাবি করে ওরা নাকি প্রথমে এসেছিলো মাইলেতুস থেকে। শহরে প্রবেশ করবার পর যখন তার পেছনে প্রাচীরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতো, এবং প্রহরীদের এভাবে মোতায়েন করা হতো যেন তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা কোনো সিদীয় দেখতে না পায়। তখন তিনি নিজের পোশাক বদল করে গ্রীক পোশাক পরতেন। এবং কোনো দেহরক্ষী কিংবা ব্যক্তিগত সহচর ছাড়াই তিনি রাস্তায় পায়চারি করতেন এবং তিনি নিজেই যেন একজন গ্রীক, এভাবে তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করতেন। আর সবদিক দিয়েও একজন গ্রীকের মতোই তিনি আচরণ করতেন। এভাবে প্রায় একমাস কিংবা তারো অধিককাল তিনি কাটাতেন। তারপর আবার পোশাক বদল করে সিদীয়ান পোষাক পরে ঘরে ফিরে যেতেন। একাজ তিনি সব সময়ই করে যাচ্ছিলেন। এমনকি, ওখানে তিনি নিজের জন্য একটি বাড়িও তৈরি করেন এবং তাঁর অবর্তমানে এই বাড়িটি দেখাশোনা করার জন্য ওখানকার একটি মেয়েকে তিনি

বিয়েও করেন। কিন্তু এর জন্য তার ভাগ্যে ছিলো শাস্তি, যা বোঝা যাবে তার পরিণতি থেকে।

একদিন এরূপ ঘটলো যে ইস্কাইলাস চাইলেন দিওনাইসিয়াসের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে। যখন তিনি এর জন্য আচারঅনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছেন ঠিক সেইসময় একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটলো। শহরে তিনি যে বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন বলে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি সেটি ছিলো একটি বিশাল এবং ব্যয়বহুল প্রাসাদ। তার মধ্যে স্থাপিত ছিলো মার্বলের স্পিঙ্কস এবং আরো সব মূর্তি, যার মাথা ও পাখা ঈগলপাখির মতো এবং দেহ সিংহের মতো। হঠাৎ সেই প্রাসাদের উপর আকাশ থেকে হলো প্রচণ্ড বজ্রাঘাত এবং তা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। তা সত্ত্বেও ইস্কাইলাস তার দীক্ষা গ্রহণের কাজ অব্যাহত রাখলেন।

সিদীয়ানদের দৃষ্টিতে দেবতা দিওনাইসিয়াসের পূজা করতে গিয়ে গ্রীকরা যে মাতলামি করে থাকে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। দেবতা মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটায়, এধরনের কল্পনা সিদীয়রা অর্থহীন মনে করে। এ ক্ষেত্রে ইস্কাইলাসের দীক্ষার সময় একজন বোরেসথেনীয়ান ওখান থেকে সরে গিয়ে শহরের বাইরে অপেক্ষমান সিদীয়ানদের জানিয়ে দিলো, কি ঘটেছে। সে বললো "আমরা যখন দিওনাইসিয়াসের পূজা করার জন্য, এই পূজার নির্দিষ্ট আচারঅনুষ্ঠান করি তখন আমরা দিউনাইসিয়াসের দ্বারা মোহাবিষ্ট হই। তোমরা এ ধরনের চিন্তাকে হাস্যকর মনে করে থাকবে। ভাল কথা, এবার কিন্তু দিওনাইসিয়াস আছর করেছে তোমাদের রাজার উপর; তিনি এর প্রভাবে মোহগ্রস্ত। দিওনাইসিয়াস তাকে পাগল করে ছেড়েছে। তোমরা যদি একথা বিশ্বাস না করো আমার সঙ্গে এসো। তোমরা নিজের চোখে সব দেখতে পাবে।" যেসব মাতব্বর সিদীয়ান ওখানে উপস্থিত ছিলো তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে তখন গোপনে ওদের নিয়ে উঠে একটি সুউচ্চ প্রাসাদের চূড়ায়, সেখান থেকে নিচে রাস্তায় কি ঘটছে তা তারা দেখতে পাবে পরিষ্কারভাবে। দেখতে দেখতে একদল মাতাল হাজির হলো, যাদের মধ্যে ইস্কাইলাসও ছিলেন। সিদীয়ানরা যখন তাদের রাজাকে মদনসুলভ মাতলামিতে মগ্ন দেখলো তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হলো এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ফিরে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে বললো — তারা কি লজ্জা ও অবমাননাকর দৃশ্য দেখেছে! পরে ইস্কাইলাস যখন আবার বাড়ি ফিরে এলেন তখন সিদীয়ানরা তেরীসের দৌহিত্র এবং রাজার ভ্রাতা ওক্তামেসাদীসকে নেতৃত্বে বরণ ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইস্কাইলাস যখন বুঝতে পারলেন, কি ঘটতে যাচ্ছে এবং তার কারণ কি, তখন তিনি দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে থ্রেসে আশ্রয় নিলেন। ওক্তামেসাদীস এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ইস্তারে এসে থ্রেসের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই সিতাক্লিস নিম্নরূপ একটি সংবাদ পাঠান ঃ "আমাদের শত্রুতা শুরু করার সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভাগ্নে এবং তোমার সঙ্গে রয়েছে আমার ভাই (বলা বাহুল্য একথা সত্য ঃ সিতাক্লিসের ভাই থ্রেস থেকে পালিয়ে গিয়ে বাস করছিলেন ওক্তামেসাদীসের

সঙ্গে)। আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও এবং আমিও ইস্কাইলাসের ব্যাপারে তাই করবো। কাজেই আমাদের কারোই তার ফৌজকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়ার প্রয়োজন নেই।" ওক্তামেসাদীস এ প্রস্তাবে রাজি হন এবং বিনিময় কার্যকর হয়; এরপর সিতাক্লিস তাঁর ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ওক্তামেসাদীস তখনি ইস্কাইলাসের শিরচ্ছেদ করলেন। এই দুটি কাহিনী থেকে বোঝা যায় সিদীয়ানরা তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে কতো গুরুত্ব দেয় এবং কেউ বিজাতীয় রীতিনীতি প্রবর্তন করলে তাকে কি কঠোর শাস্তি দেয়।

সিদিয়ার সঠিক জনসংখ্যা আমি কখনো জানতে পারিনি। এ বিষয়ে যেসব বিবরণ আমি পেয়েছি তাতে সামঞ্জস্য নেই। কারো কারো মতে জনসংখ্যা বিপুল; আবার কারো-কারো মতে তা অপেক্ষাকৃত কম। সিদিয়ার শক্তি এবং গুরুত্বের ভিন্ন ভিন্ন রকম ধারণাই এ ধরনের বৈষম্যের কারণ। অবশ্য তারা আমাকে বাস্তবিক এমনকিছু দেখিয়েছিলো যা থেকে ওদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি ঃ বোরেসথেনীস এবং হিপানিস নদীর মধ্যখানে একটি জায়গা আছে যার নাম একজাম্পিউস। এর কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি নোনা নহর প্রসঙ্গে, যার উৎপত্তি ওখানে — যে কারণে হিপানিসের পানি পান করা যায় না। এখানে আছে একটি পিতলের গামলা, যেটি ক্লিউমব্রোটাসের পুত্র পাউসানিয়াস কৃষ্ণ সাগরের প্রবেশ পথে যে গামলাটি অর্ঘ্য হিসেবে স্থাপন করেছিলেন তার চাইতে ছয়গুণ বড়। যারা পাউসানিয়াসের গামলা দেখেনি তারা আমার কথা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে, যদি বলি সিদীয়ান গামলাটিতে সহজে পাঁচ হাজার গ্যালন পানি ধরে এবং তা চার ইঞ্চি পুরু ধাতু দিয়ে তৈরি। এ এলাকার লোকেরা আমাকে বলেছে — এই বিশাল গামলাটি নাকি তীরের আগা দিয়ে তৈরি; কারণ, এরিআনতেস নামক ওদের একজন রাজা যখন জানতে চাইলেন সিদিয়াতে কতো মানুষ বাস করে তখন তিনি হুকুম দিলেন সিদিয়ার প্রত্যেক লোককে একটি করে তীরের মাথা নিয়ে আসতে হবে এবং কেউ যদি না আনে তার হবে মৃত্যু দণ্ড। বিপুলসংখ্যক তীরের মাথা এনে হাজির করা হলো। এরিআনতেস তখন ঠিক করলেন — এগুলি দিয়ে এমন একটা কিছু বানাতে হবে যা একটা স্থায়ী রেকর্ড হয়ে থাকবে। তাঁর এই সিদ্ধান্তেরই ফল হলো এই পিতলের গামলা — যা তিনি স্থাপন করেছিলেন একজামপিউসে।

নদী ছাড়া সিদিয়ার উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সামান্যই। সিদিয়ার নদী অনেক এবং পৃথিবীর অন্য যে কোনো নদী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। অবশ্য নদী এবং বিস্তৃত সমতল অঞ্চল ছাড়া আরো একটা আকর্ষণীয় জিনিস রয়েছে, সে হচ্ছে হিরাক্লিসের একটি পদচিহ্ন। স্থানীয় লোকেরা তিরাস নদীর তীরে একটি শিলার উপর এই চিহ্নটি দেখিয়ে থাকে দর্শকদের। এটা একটি মানুষের পায়ের চিহ্নের মতো কিন্তু লম্বায় তিন ফুট। আমি এখানে, এ প্রসঙ্গ ছেড়ে, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম সে কথায় ফিরে যাচ্ছি।

দারায়ূস যখন সিরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এবং সৈন্য ও জাহাজ সংগ্রহ করছিলেন আর বোসফোরাসের উপর সেতুনির্মাণের জন্য মজুর যোগাড় করার উদ্দেশ্যে তাঁর রাজ্যে প্রত্যেক অঞ্চলে লোক পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁর ভ্রাতা অর্থাবেনাস

প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাঁকে এ অভিযান থেকে বিরত রাখতে। এ কারণে যে, সিদীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বড় কঠিন কাজ। পরামর্শটা ভালো হলেও দারায়ূসের উপর তার কোনো ক্রিয়া হলো না। দারায়ূস তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন এবং সুসা থেকে রওনা দেন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে। ইউবাগুস নামক একজন পারসিকের তিনটি পুত্রই ছিলো এই সৈন্যবাহিনীতে। তিনি দারায়ূসকে তাঁর একটি পুত্র রেখে যাবার জন্য অনুরোধ করেন এবং অনেকটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুর একটা সামান্য অনুরোধ রক্ষার্থে দারায়ূস বললেন, তাঁর তিনটি ছেলেকেই রেখে যাবেন। ইউবাগুস তাঁর পুত্ররা সৈনিক বৃত্তি থেকে রেহাই পাবে এ ধারণায় উল্লসিত হলেন। কিন্তু রাজা এই তিনট যুবককেই হত্য করার জন্য তার কর্মচারীদের আদেশ করলেন। এভাবে সত্যিসত্যিই তাদের রেখে গেলেন দারায়ূস — গলাকাটা অবস্থায়। সুসা থেকে দারায়ূস যাত্রা করে পৌছলেন বোসফোরাসের তীরে ক্যালসিডোনে, যেখানে সেতুটি নির্মিত হয়েছিলো। ওখানে গিয়ে তিনি একটি জাহাজে চড়ে পৌছলেন গিয়ে সিয়ানীয়ান শিলাভূমিতে। গ্রীককাহিনী মতে এই শিলাগুলি নাকি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে থাকে। এখানে প্রণালীর তীরে মন্দিরে বসে তিনি বাইরে তাকালেন কৃষ্ণ সাগরের উপর। এ একটা দেখবার মতো দৃশ্য বটে। কোনো সমুদ্রই কৃষ্ণ সাগরের সমান নয়। কৃষ্ণ সাগর দৈর্ঘে ১৩৮০ মাইল এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেখানে প্রস্থে ৪১০ মাইল। এর মোহনা অর্ধ মাইল চওড়া এবং বোসফোরাস নামক যে সঙ্কীর্ণ প্রণালীটি এর ভেতরে ঢুকেছে (যেখানে সেতুটি তৈরি হয়েছিলো — সেটি লম্বায় প্রায় ১৫ মাইল)। বোসফোরাস মিলিত হয়েছে প্রপোন্টিস-এর সাথে, যা প্রস্থে প্রায় ৬০ মাইল এবং লম্বায় প্রায় ১৭০ মাইল। এর পর বোসফোরাস গিয়ে পড়েছে হেলেসপোন্ট-এ। এটি আরেকটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী, যা লম্বায় প্রায় ৫০ মাইল কিন্তু প্রস্থে এক মাইলেরও কম। হেলেসপোন্ট গিয়ে পড়েছে ঈজীয়ান নামক বৃহৎ সমুদ্রে। উপরের মাপগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নলিখিত উপায়ে ঃ গ্রীষ্মকালের এক দিবসে জাহাজ মোটামুটি ৭০ হাজার ফেদম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আর রাত্রিকালে অতিক্রম করে ৬০ হাজার ফেদম। কৃষ্ণ সাগরের প্রবেশপথ থেকে ফসিস পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে দীর্ঘতম। জাহাজে করে এই দূরত্বটি অতিক্রম করতে লাগে ৯ দিন ৯ রাত্রি। এতে দূরত্ব দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ১০ হাজার ফেদম বা ১১ হাজার ১০০ ফার্লং অর্থাৎ ১৩৮০ মাইল। সেখানটায় সবচেয়ে চওড়া — অর্থাৎ সিন্দিকা থেকে থার্মোডনের তীরবর্তী থেনিসকিরা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে লাগে তিনদিন দুই রাত; এতে দূরত্ব দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ফেদম বা ৩ হাজার ৩০০ ফার্লং — প্রায় ৪১০ মাইল।

উপরে আমি কৃষ্ণ সাগর, বোসফোরাস ও হেলেসপোন্ট-এর মাপ দিয়েছি এবং এ মাপের পদ্ধতি বর্ণনা করেছি। বলতে বাকি রয়েছে যে কৃষ্ণ সাগর তারই মতো বড়ো একটি হ্রদের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এই হ্রদটির নাম মিওতিস বা পন্তুসের মা।

দারায়ূস কৃষ্ণ সাগরের পানির দিকে চেয়ে থাকার পর জাহাজে করে সেতুতে ফিরে এলেন। সেতুটির নকশা করেছিলেন মেন্দ্রোক্লিস নামে স্যামোসের একজন লোক। তারপর

বোসফোরাসের যা দেখার ছিলো তা দেখে তিনি দুটি মর্মর স্তম্ভ তৈরি করেন। এর একটিতে এসিরীয়ান হরফে খোদাই করা ছিলো বিভিন্ন জাতির নাম, যারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলো। অপরটিতে ছিলো অনুরূপ একটি লিপি, গ্রীক ভাষায়। আসলে যে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার রাজ্য ছিলো এই জাতিগুলি ছিলো সেই এলাকা জুড়ে ছড়ানো। সকলে মিলে যে ফৌজ গড়ে উঠলো তাতে নৌ-সৈনা ছাড়া, অশ্বারোহীসহ সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো সাত লক্ষ, জাহাজ ছিলো ৬০০। বহু বছর পরে বাইজেন্টিয়ামের লোকেরা স্তম্ভগুলি ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের নিজ শহরের অভিভাবিকা দেবী আর্টেমিসের একটি বেদি তৈরি করার জন্য এগুলি ব্যবহার করে। অবশ্য এসিরীয়ান হরফে লিখিত একটিমাত্র পাথরের টুকরা বাইজেন্টিয়ামে দিওনইসিয়াসের মন্দিরের কাছে ওরা রেখে গিয়েছিলো। আমার অনুমান, যদিও আমি নিশ্চিতভাবে জনি না, বোসফোরাস এবং কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী প্রণালীর তীরে অবস্থিত মন্দির আর বাইজেন্টিয়ামের মাঝামাঝি স্থানে দারায়ূসের এই সেতুটির অবস্থান।

দারায়ূস এ সেতু নির্মাণের পর এত খুশি হলেন যে, তিনি এর নকশাকারকে এজন্য বহু পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। মেন্দ্রোক্লিস এযাবত যা পেয়েছিলেন তিনি তার একটি অংশ ব্যয় করেন একটি চিত্র নির্মাণের জন্য; সেই চিত্রে দেখানো হলো — সেতু নির্মাণের নকশা থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমগ্র ক্রিয়াটি। তাতে দেখানো হলো রাজা নিজে তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন আর তাঁর সৈন্যবাহিনী সেতু পার হচ্ছে। এই চিত্রটি তিনি হীরাদেবীর মন্দিরে একটি অর্ঘ্য হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন। মেন্দ্রোক্লিস তাঁর কৃতিত্বের একটি স্থায়ী রেকর্ড হিসেবে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই চিত্রে ঃ

হে দেবী, গ্রহণ করো মেন্দ্রোক্লিসের এই উপহার,
সেতু দিয়ে যে বেঁধেছে বোসফোরাসের মৎস্যক্রীড়িত সমুদ্রগুলি
তার শ্রম, যার প্রশংসা করেছেন রাজা দারায়ূস, বহন করে এনেছে
স্যামোসের সম্মান, তার নিজের জন্য একটি মুকুট।

দারায়ূস মেন্দ্রোক্লিসকে পুরস্কৃত করে সমুদ্র পার হয়ে পৌছলেন ইউরোপ। তিনি যাবার আগে, যে সব আইয়োনীয়ই ঈওলিয়া এবং হেলেসপোন্ট-এর অন্যান্য গ্রীকের সঙ্গে নৌবহরের দায়িত্বে ছিলো তাদেরকে আদেশ দেন কৃষ্ণ সাগরে পাল তুলে দ্যানিউব পর্যন্ত পৌছতে, যেখানে তাদের কাজ হবে দ্যানিউবের উপর একটি পুল নির্মাণ এবং তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করা। দারায়ূসের এই আদেশ পালিত হয়। সায়ানিয়ান দ্বীপগুলির ভিতর দিয়ে নৌবহর গিয়ে পৌছলো সোজা দ্যানিউব পর্যন্ত তারপর উজান স্রোত বয়ে গেলো দুদিনের পথ, সে পর্যন্ত যেখানে নদীর মূলস্রোত দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ওখানেই ওরা দ্যানিউবের উপর একটি পুল তৈরি করে। বোসফোরাসের পুল অতিক্রম করার পর দারায়ূস মার্চ করে যান থ্রেসের ভিতর দিয়ে এবং টিয়ারুস নদী

যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে এসে থামেন তিনদিনের জন্য। এই নদীটির পানি রোগ নিরাময়ের জন্য পৃথিবীতে অতুলনীয় বলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত — বিশেষ করে মানুষ এবং ঘোড়া উভয়ের খোস-পাচড়া-ঘা ইত্যাদি সারাতে এ পানির জুড়ি নেই। নদীটির উৎস হচ্ছে আটত্রিশটি পৃথক পৃথক ঝর্ণা; এর কোনোটি উষ্ণ, কোনোটি শীতল এবং সবকটির উৎস একটি শিলাভূমিতে, যা পেরিন্থাসের নিকটবর্তী হেরীউম এবং কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী এপোলোনিয়া, এই উভয় স্থান থেকে দু দিনের পথ। নদীটি কন্তাদেসদুস-এর একটি উপনদী, যা আবার গিয়ে মিলিত হয়েছে এগ্রিআনেসের সাথে। পরে এ দুটি স্রোত সাগর মিলিত হয়েছে হিপ্রাসের সঙ্গে, যা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে এইনাসের নিকট।

দারায়ূস টিয়ারুস দেখে এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি এর উৎসের কাছাকছি আরো একটি স্তম্ভ তৈরি করান এবং তাতে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ করেন ঃ "সকল নদীর মধ্যে যার পানির ক্রিয়া সবচেয়ে উত্তম এবং দেখতে সবচেয়ে মহৎ সেই টিয়ারুস নদী দর্শন করেছিলেন হিসতাসপেসের পুত্র দারায়ূস, তার সিদিয়া অভিযানকালে, যে দারায়ূস পারস্যের রাজা, এবং কর্মের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে গোটা মহাদেশে সবচেয়ে উত্তম এবং দেখতে সবচেয়ে মহত"।

এই অভিযানকালে আরো একটি নদীর সঙ্গে দারায়ূসের সাক্ষাৎ হয়। নদীটির নাম আর্টিসকাস, যা বয়ে চলেছে অদ্রিসীয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে। এখানে তিনি একটি স্থান চিহ্নিত করেন, যা অতিক্রমকালে তাঁর ফৌজের প্রত্যেককে একটি করে পাথর রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওরা তাই করেছিলো। এর ফলে দারায়ূস যখন চলে গেলেন তিনি পেছনে রেখে গেলেন পাথরের বড় বড় পাহাড়। দ্যানিউব পৌছার আগে তিনি প্রথম যে জনগোষ্ঠীকে পদানত করেন ওরা হচ্ছে গেথী। ওরা বিশ্বাস করতো যে ওরা কখনো মরে না। স্যামীদেসাসের থ্রেসীয়ানরা এবং যারা বাস করে এপোলোনিয়া ও ম্যাসেম্ব্রিয়া অঞ্চলের পরে স্কির্মিয়াদি ও নিপসিয়ান নামে পরিচিত সেই সব লোক, যুদ্ধ না করেই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই গেথীরা, যারা ছিলো থ্রেসীয়ান কওমগুলির মধ্যে সবচেয়ে বীর্যবান ও আইনানুগত, তাঁরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। কিন্তু দারায়ূস তাদেরকে পরাজিত করে নির্বিচারে গোলাম বানিয়ে ফেলেন। এই লোকগুলির অমরতায় বিশ্বাস নিম্নরূপ ঃ ওরা আসলে কখনো মরে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই যখন বর্তমান জীবন থেকে বিদায় নেয় সে গিয়ে মিলিত হয় স্যালমক্সিসের সাথে। স্যালমক্সিস একটি দৈব সত্তা বা দেবতা, যাকে কেউ কেউ 'জেবেলিসিয'ও বলে থাকে। প্রত্যেক বছর তারা তাদের মধ্যে একজনকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেয় — তারপর তাকে দূত হিসেবে স্যালমক্সিস-এর নিকট পাঠায়। তাকে বলে দেয়া হয় ওরা যা কিছু জানতে চায় সে যেন সে সবই ওকে জিজ্ঞেস করে। এই বিষয়টিকে কার্যকর করার জন্য ওদের মধ্যে কতক লোক বর্শা হাতে নিয়ে নিজেদের একটি উপযুক্ত স্থানে বিন্যস্ত করে যখন অন্যরা সেই দূতটিকে, কেউ হাতে এবং কেউ পায়ে ধরে শূন্যে তুলে এভাবে দোলাতে থাকে যেন সে গিয়ে পড়তে পারে উর্ধ্বমুখী বর্শাগুলির উপর। সে যদি মারা যায় ওরা এ ব্যাপারটিকে স্যালমক্সিস-এর

অনুকূল মেজাজের লক্ষণ বলে মনে করে। আর যদি সে বেঁচে যায় তারা এটিকে ওর মন্দ চরিত্র বলে লিখে রাখে এবং তাকে বলে, ওর সম্পর্কে তাদের ধারণা কি। পরে ওরা ওর পরিবর্তে আরেকটি দূত পাঠায়। অবশ্য দূতটি যখন বেঁচে আছে তখনি তাকে যা করণীয় তা বলে দেয়া হয়। থ্রেসের এই কওমটি বজ্রপাতের সময় আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করে এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রদেবতাকে ভয় দেখায়, কারণ ওরা নিজেদের দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবতাকেই স্বীকার করে না।

যেসব গ্রীক হেলেসপোন্ট এবং কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাস করে তাদের মুখে আমি স্যালমক্সিস সম্বন্ধে একটা খুবই ভিন্ন কাহিনী শুনেছি। ওদের মতে অন্য মানুষের মতোই সেও ছিলো একজন মানুষ। সে বাস করতো স্যামসে, যেখানে সে ছিলো নিসার্কাসের পুত্র পিথাগোরাসের পরিবারের একজন গোলাম। পরবর্তীকালে সে অর্থের বিনিময়ে গোলামি থেকে মুক্তি পায় এবং বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ অর্জন করে তার স্বদেশ থ্রেসে ফিরে যায়। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলো দেশের লোকজন চরম দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করছে এবং ওদের মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। ওদের মধ্যে কোনো চিন্তাশক্তি আছে বলে মনে হলো না। স্যালমক্সিস গ্রীকদের সঙ্গে থেকে এবং গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী একজনের সাহচর্যে আইয়োনীয়ানদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলো। আর ওদের অধিকতর সভ্য জীবনপদ্ধতি সম্পর্কেও লাভ করেছিলো গভীর দৃষ্টি, যে ধরনের জীবনব্যবস্থা লাভ সম্ভব ছিলো না থ্রেসের পক্ষে। এই অন্তর্দৃষ্টির ফলস্বরূপ সে একটি বৃহৎ বৈঠকখানা তৈরি করে সেখানে সে দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের আপ্যায়িত করতো বিপুল উদারতার সঙ্গে এবং তাদের শেখাবার চেষ্টা করতো — সে কিংবা তার মেহমানরা, এমনকি তাদের বংশধরেরাও কখনো মারা যাবে না। বরং তারা এমন একটি স্থানে যাবে যেখানে তারা বাস করবে চিরকাল এবং উপভোগ করবে সকল নেয়ামত। সে যখন তার এই নতুন মতবাদ প্রবর্তন করার চেষ্টা করছিলো সে সময়েই, মাটির তলে একটি কক্ষ নির্মাণ কার্যেও নিয়োজিত ছিলো। কক্ষটি তৈরি যখন সম্পূর্ণ হলো তখন সে ওখানে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সুদীর্ঘ তিন বছর সে এই মাটির তলে বাস করে; তার দেশের লোকেরা তাকে হারিয়ে খুবই দুঃখিত হয় এবং সে মৃত মনে করে তার জন্য মাতম করে। চতুর্থ বৎসরে সে বের হয়ে আসে এবং এভাবে থ্রেসীয়ানদের সে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তার প্রচারিত মতবাদ সত্য।

আমি কিন্তু স্যালমক্সিস এবং তার ভূগর্ভের এই কাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। পুরোপুরি অবিশ্বাসও করি না। আমার মনে হয় স্যালমক্সিস পিথাগোরাসের সময়ের অনেক আগের লোক। এই নামে কোনো কালে কোনো লোক ছিলো কিনা অথবা সে গেথীদের একজন স্থানীয় দেবতা কিনা, ব্যাপার যাই হোক, আমি এ সম্পর্কে যথেষ্ট বলেছি, এখন আমি আমার কাহিনী আবার শুরু করছি।

যে গেথীদের আচারআচরণের কথা আমি বর্ণনা করেছি তারা পারস্যবাহিনীর দ্বারা পরাভূত হয় এবং বাধ্য হয় দারায়ুসের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মার্চ্ করতে। দারায়ুস তখন

তার সমগ্র স্থলবাহিনী নিয়ে মার্চ করে চললেন দ্যানিউব পর্যন্ত। নদী পার হওয়ার পর তিনি আইয়োনীয়ানদের আদেশ দেন পুলটি ভেঙে ফেলতে এবং জাহাজের লোকজন সহ সকলের সঙ্গে একত্রে দেশের ভেতর দিয়ে তার অগ্রাভিযানে তার সাথে শরিক হতে। তারা যখন এ আদেশ পালন করে পুলটি ভেঙে ফেলার আয়োজন করলো তখন একসান্দারের পুত্র কোয়েস, যে মাইতেলিনি থেকে সংগৃহীত সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব করছিলো, দারায়ূসের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়। এর আগেই সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলো যে, রাজা অন্য লোকের পরামর্শ শুনতে উৎসুক।

"রাজন! সে বললো", "আপনি এমন একটি দেশ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন যে দেশে একটি শহরও নাই, যে দেশে কোনো অঞ্চলেই চাষবাস হয় না। কাজেই পুলটি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দেয়া এবং যারা এটি তৈরি করেছিলো তাদেরই এটির রাখা প্রহরায় এটি রেখে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ, সিদীয়ানদের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা হোক বা না হোক এবং আমরা যা করতে চাই তাতে আমরা সফল হই বা না হই, যে কোনো অবস্থায়ই আমাদের উচিত একই পথে আমাদের ফিরে যাওয়ার একটি নিরাপদ উপায়ের ব্যবস্থা করে রাখা। সিদীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে সোজাসুজি পরাজয়ের ভয়ে আমি কখনো ভীত নই। কিন্তু আমার মনে এটাই হলো ভয় যে, আমরা যদি ওদের সাক্ষাৎ না পাই তাহলে ওদের ধরার চেষ্টায় অন্তহীন এবং অনিশ্চিত অগ্রাভিযান আমাদের বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে। কেউ কেউ মনে করতে পারে, আমি আমার সুবিধার জন্য এ পরামর্শ দিয়েছি এ আশায় যে আমাকে পুল পাহারা দেয়ার জন্য পেছনে রেখে যাওয়া হবে। কিন্তু তা সত্য নয়। আমি আপনার জন্য যা সবচাইতে ভাল পন্থা বলে বিশ্বাস করি কেবল তা-ই আপনার কাছে নিবেদন করেছি। আর আমার ব্যাপারে কথাতো এই যে, এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আমি আপনার এই অগ্রাভিযানে আপনার ফৌজের সঙ্গেই থাকবো।"

কোয়েসের এই পরামর্শে দারায়ূস খুবই খুশি হন। তিনি বললেন ঃ "আমার লেসবিয়ান বন্ধু, আমি যখন নিরাপদে দেশে ফিরবো তখন তুমি অবশ্য আসবে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবে, যাতে করে আমি তোমার এই চমৎকার পরামর্শের জন্য তোমাকে কিছুটা পুরস্কৃত করতে পারি"। এর পরেই তিনি আইয়োনীয়ান সেনাপতিদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন এবং তাদের একটি দীর্ঘ, চামড়ার ফিতা দেখান, যার মধ্যে তিনি দিয়েছিলেন ষাটটি গেরো।

"আইয়োনিয়ার লোকেরা", তিনি বললেন, "তোমাদের আমি পুলটি সম্পর্কে যে আদেশ দিয়েছিলাম তা বাতিল করা হবে; আমি চাই যে তোমরা এই ফিতাটি গ্রহণ কর এবং আমি যেদিন সিদীয়ানদের বিরুদ্ধে আমার অভিযান শুরু করবো ঠিক সেইদিন থেকে শুরু করে রোজ একটি গেরো তোমরা খুলবে। সবকটি গেরো খুলবার আগে যদি আমি ফিরে আসতে না পারি, তোমাদের স্বাধীনতা দিলাম, তোমরা দেশে ফিরে যেও। তার পূর্বে তোমরা আমার পরিবর্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক পুলটিকে পাহারা দেবে, সম্ভাব্য

সবরকমের সতর্কতার সঙ্গে। আর এটিই হবে আমার প্রতি তোমাদের সবচেয়ে বড় খেদমত।”

এই নতুন আদেশ দেয়ার পর দারায়ূস আর বিলম্ব না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

থ্রেস নেমে এসেছে কৃষ্ণ সাগরের তীর বরাবর, এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দিয়ে এর অবস্থান ঠিক সিদিয়ার সামনেই, এখানে উপকূলভাগ একটি বড় উপসাগরকে বেষ্টন করে এগিয়ে গেছে। এবং তারপরই শুরু হয়েছে সিদিয়া এবং দ্যানিউব পূবদিকে প্রবাহিত হয়ে পড়েছে সমুদ্রে।

এখানে আমি, দ্যানিউব থেকে শুরু করে সিদিয়া উপকূলভাগের বিস্তার সম্পর্কে কিছু বলবো। দ্যানিউব পার হয়ে পূবদিকে শুরু হয়েছে প্রাচীন সিদিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরকে দক্ষিণ সীমানায় রেখে চলে গেছে সেই শহর পর্যন্ত, যাকে বলা হয় কার্সিনাইটিস। তারপর কৃষ্ণ সাগরের তীর থেকেই ভূভাগটি ছড়িয়ে পড়েছে একটি বিশাল পার্বত্য অন্তরীপরূপে। এই এলাকাটির ঢেউ খেলানো, খির্সোনিজ বা উপদ্বীপ পর্যন্ত, তৌরী নামক এক গোত্রের বাসভূমি। উপদ্বীপটি গিয়ে পৌছেছে পূর্ব সমুদ্র তথা আজব সাগরে। সিদিয়া দুদিকে দু সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত — একটি দক্ষিণ দিকে–একটি পূর্ব দিকে, অনেকটা আতিকার মতো। ছোটকে যদি বড়োর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সিদিয়ায় তৌরীদের অবস্থা এইরূপ — যেন থোরিকাস থেকে আতিকার এনাক্লিফ্লসতাস পর্যন্ত সোনিয়াম পার্বত্য অন্তরীপটি আরো এগিয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে সমুদ্রে এবং এলাকাটি এথেনীয়ান ছাড়া অন্য কোনো জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। অথবা, যারা আতিকার এই উপকূল খণ্ড বরাবর কখনো জাহাজে সফর করেনি তাদের জন্য একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত দেয়া যায় — যেন বর্তমান বাসিন্দারা ছাড়া, অন্য কোনো জাতি এমুদিসিয়াম বন্দর ও ল্যাপিজিয়ার তেরেন্তমের মধ্যে একটা সীমারেখা এঁকে, সেখান থেকে সমুদ্রমুখী পাবর্ত্য অন্তরীপটি দখল করে আছে। এ দুই দৃষ্টান্ত থেকে আরো অনেক দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত মেলে সেখানটায় এসে, যেখানে ভূভাগের আকৃতি তৌরী উপদ্বীপের মতো। তৌরীর উত্তরে এবং সমুদ্র উপকূল বরাবর পূবদিকেও রয়েছে সিদীয়ান এলাকা, যেমন একই রকম সিদীয়ান এলাকা রয়েছে বোসফোরাস এবং আজব সাগরের পচিম দিকে, তেনে নদী পর্যন্ত। এই নদীটি আজব সাগরের উত্তর–পশ্চিম কোণে এসে মিলিত হয়েছে এই হ্রদের সঙ্গে। স্থলাভিমুখে দ্যানিউব থেকে শুরু করে সিদিয়ার চারপাশে রয়েছে নিম্নবর্ণিতগোত্রসমূহ ঃ প্রথমে আগাথিরসী, পরে নিউরী, এরপর এন্দ্রোফেগী এবং সবশেষে মেলানখ্লিনি। আকৃতির দিক দিয়ে ইহা একটি বর্গক্ষেত্রের মতো, যার দু দিক গিয়ে ছুঁয়েছে সমুদ্রকে। চারটি দিকই সমান; সমুদ্রমুখী দুটি দিক এবং স্থলমুখী দুটি দিক। দ্যানিউব থেকে বোরসেথেনিস হচ্ছে দশ দিনের পথ এবং সেখান থেকে আজব সাগর পৌছতে লাগে আরো দশ দিন, এভাবে মোট লাগে কুড়ি দিন। স্থলভাগের ভেতরেও কৃষ্ণসাগর থেকে মেলানখ্লিনি পৌছতে লাগে কুড়ি দিন। মেলানখ্লিনি হচ্ছে সিদিয়ার উত্তর সীমানা। আমার হিসেবে, একদিনে সফর করা যায় দুশো ফার্লং। তাই, এই বর্গাকৃতি

ভূভাগের যে দুটি পার্শ্ব স্থলভাগের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এবং আড়াআড়ি যে দুটি পার্শ্ব পূর্ব এবং পশ্চিম মুখে চলে গেছে তাদের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ চার হাজার ফার্লং।

অবস্থা পর্যালোচনার পর সিদীয়ানরা এ সিদ্ধান্তে আসে যে, সরাসরি যুদ্ধে দারায়ূসের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের পর তারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট দূত পাঠায়; এসব প্রতিবেশীর সর্দাররা এরই মধ্যে নিজেরা একত্রে ব'সে, তাদের নিরাপত্তার উপর ব্যাপক আকারে স্পষ্ট যে বিপদ আসছে তা মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা করছিলো। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত গোত্রগুলির সর্দারেরা যোগদান করে ঃ তৌরী, আগাথিসী, নিউরী, এন্দ্রোফেগী, মেলানখ্লিনি, জেলোনী, বুদিনী এবং সাউরোমেতী।

তৌরীদের রীতি হচ্ছে এই যে, ওরা ওদের কুমারী দেবীর উদ্দেশ্যে, জাহাজডুবি থেকে পাওয়া সকল নাবিককে এবং তাদের উপকূলভাগে ধৃত সকল গ্রীককে বলি দেয়। তাদের উৎসর্গের নিয়ম হচ্ছে — প্রাথমিক আচারঅনুষ্ঠানাদির পর ধৃত লোকটির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা। কেউ কেউ বলে যে, সমুদ্রতীরবর্তী খাড়া পাহাড়ের উপর যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে তারই কিনারে ওরা ঠেলে দেয় হতভাগার দেহ এবং তার মাথাটি বিদ্ধ করে একটি খুঁটির উপর; অন্যরা মাথার ব্যাপারে এই রীতির কথা স্বীকার করেও বলে যে, দেহটা ঐ শিলার কিনারে ঠেলে দেয়া হয় না, বরং তা গর্তে পুঁতে ফেলা হয়। তৌরীদের দাবি এই যে, যে দেবীর উদ্দেশ্যে তার অর্ঘ্য দান করে সে হচ্ছে আগামেমননের কন্যা ইসিফজেনিয়া। ওদের মধ্যে কেউ যুদ্ধে কাউকে বন্দি করলে তার মাথা কেটে তা নিয়ে যায় বাড়িতে। তারপর সেটিকে একটি লম্বা খুঁটিতে ঘরের অনেক উপরে, সাধারণত ধোঁয়া নির্গমনের চিমনির উর্ধ্বে স্থাপন করে। মনে করা হয়, যে ঘরের উপর মাথাগুলি ঝুলিয়ে রাখা হয় মাথাগুলি সে ঘরটি পাহারা দেয়। এই লোকগুলির জীবিকার উৎস হচ্ছে যুদ্ধ এবং লুটপাট।

গোত্র হিসেবে আগাথিরসী বিলাসী জীবন যাপন করে। ওরা শরীরে সোনার গয়না পরে থাকে। ওদের পুরুষেরা ওদের রমণীদের সকলের সাধারণ স্ত্রী বলে গণ্য করে, যাতে করে ওরা সকলেই সকলের ভাই ভাই হতে পারে এবং একই পরিবারের সদস্য, হতে পারে, আর একত্রে বাস করতে পারে, ঈর্ষা ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে। তাদের জীবনের মিল রয়েছে থ্রেসীয়ানদের জীবনের সঙ্গে।

রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের দিক দিয়ে নিউরী সম্প্রদায় হচ্ছে সিদীয়ানদের মতো। দারায়ূসের অভিযানের এক পুরুষ আগে সাপের অত্যাচারে ওরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলো। সারা দেশ জুড়ে দেখা দিলো সাপ আর সাপ, উত্তরাঞ্চলের লোকবসতিহীন এলাকা থেকে আরো সাপ এসে হামলা করলো ওদের, যার ফলে জীবন হয়ে পড়লো অসহনীয় এবং ওখান থেকে সরে পড়ে বুদিনীদের সঙ্গে বসবাস করা ছাড়া ওদের আর

উপায় ছিলো না। এটা অসম্ভব নয় যে, এ লোকগুলি যাদুটোনা চর্চা করে থাকে; কারণ সিদীয়ান এবং সিদিয়ায় বসবাসকারী গ্রীকদের মধ্যে একটি কাহিনী চালু আছে: বছরে একবার করে নিউরী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি লোক দু'একদিনের জন্য নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তারপর আবার সে তার মানুষেরদেহে ফিরে আসে। অবশ্য আমি একাহিনী বিশ্বাস করি না। তা সত্ত্বেও সকলে এ কাহিনী বলে থাকে। এবং কাহিনীটির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য শপথও করে থাকে।

এন্দ্রোফেগীরা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অসভ্য ও বর্বর। আইনকানুন ও ন্যায় বিচারের ধারণাই ওদের নেই। ওদের স্থায়ী কোনো বসতি নেই। ওরা পশু চরায়, পশু পালন করে। ওদের পোশাক সিদীয়ানদের মতো। ওদের ভাষা ওরা ছাড়া কেউ বোঝে না। পৃথিবীর এই অংশে ওরাই হচ্ছে একমাত্র সম্প্রদায় যারা নরমাংস খায়। মেলানখ্লিনি সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই কালো পোশাক পরে। আর একারণে এদের নাম হয়েছে এরূপ। অন্যান্য ব্যাপারে ওদের মিল রয়েছে সিদীয়ানদের সাথে।

বুদিনী জাতিটি সংখ্যাবহুল এবং শক্তিশালী। ওদের প্রত্যেকেরই নীল ধূসর চোখ এবং নিলাভ চুল লক্ষ্যণীয়; ওদের এলাকার মধ্যে একটি শহর আছে যার নাম জিলোনাস। এই শহরে সবকিছুই কাঠ দিয়ে তৈরি — বাসগৃহ এবং মন্দির সবই কাঠের। শহরের চারপাশে রয়েছে সুউচ্চ কাঠের দেয়াল, একেকটি দেয়াল লম্বায় চল্লিশ ফার্লং। এখানে রয়েছে গ্রীক দেবতাদের সম্মানে নির্মিত মমি মন্দির। মন্দিরগুলি গ্রীক রীতিতে প্রতিমা বেদি ইত্যাদিতে সজ্জিত। তবে সবই কাঠের তৈরি; এখানে দিওনাইসিয়াসের সম্মানে প্রতি তিন বছরে একবার যথোচিত হৈ-হল্লা ও ফূর্তির সঙ্গে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর কারণ এই জিলোনীয়ানরা ছিলো মূলত গ্রীক; ওরা উপকূল বরাবর সমুদ্রবন্দরগুলি থেকে বিতাড়িত হয়ে বুদিনীদের সঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো। ওদের ভাষায় এখনো অর্ধেক সিদীয়ান শব্দ, অর্ধেক গ্রীক। বুদিনীদের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ ওরা একটি পশুচারী জাতি, দেশের এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিলো ওরা সবসময় (ওদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ওরা উকুন খায়); কিন্তু জিলোনীরা জমি চাষ করে। ওরা অন্নভোজী; বাগান করা ওদের একটি বৈশিষ্ট্য; চেহারা এবং রং কোনো দিক দিয়েই বুদিনীদের সঙ্গে ওদের মিল নেই। গ্রীকরা যদিও বুদিনী এবং জিলোনী উভয় সম্প্রদায়কে জিলোনী বলে অভিহিত করে থাকে, তবুও এটা তাদের ভুল।

দেশটি এখানে অরণ্য অঞ্চল, যেখানে সবরকমের গাছগাছড়াই মেলে। সবচাইতে ঘন বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে একটি মস্ত বড়ো হ্রদ, যা নলখাগড়ায় ভরা, জলাভূমি দিয়ে ঘেরা। এ হ্রদে উদ এবং বীভার শিকার করা হয় ; আরো এক ধরনের প্রাণী শিকার করা হয় যার মুখ চতুষ্কোণ। এ প্রাণীটির চামড়া ওরা ওদের জ্যাকেটের কিনারে সেলাই করে ব্যবহার করে। পেটের অসুখে এর অণ্ডকোষগুলি উপকারী।

সাউরোমেতী সম্পর্কে নিম্নের কাহিনীটি চালু আছে। গ্রীক এবং আমাজনদের* মধ্যে যুদ্ধে গ্রীকরা থার্মোডন নদীর তীরে জয়লাভ করে। এই বিজয়ের পর ওরা যেসব আমাজনকে জীবিত বন্দি করতে সক্ষম হয়েছিলো তাদের সবাইকে তিনটি জাহাজে বোঝাই করে সমুদ্র যাত্রা করে। জাহাজ যেই সমুদ্রে পড়েছে অমনি ওই রমণীগুলি তাদের বিজেতাদের হত্যা করে। কিন্তু নৌকা সম্বন্ধে যেহেতু তাদের জ্ঞানই ছিলো না এবং ওরা জানতো না কি করে হাল ধরতে হয়, পাল তুলতে হয় বা দাঁড় টানতে হয়, তাই পুরুষগুলিকে হত্যা করার পরপরই তারা ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঢেউয়ের কবলে পড়ে গেলো। বাতাস এবং ঢেউয়ের ধাক্কায় তাদের জাহাজগুলি উড়ে চললো স্বাধীন সিদীয়ানদের এলাকার মধ্যে, আজব সাগরের তীরে কোনো এক জায়গায় অবস্থিত একটি খাড়া পাহাড়ের সানুদেশে। এখানে ওরা নেমে হাঁটতে হাঁটতে দেশের ভেতরে গিয়ে পৌছলো একটি অধ্যুষিত এলাকায়। এখানে প্রথমেই ওরা সাক্ষাৎ পায় একপাল ঘোড়ার। মাঠে চরছিলো ঘোড়াগুলি। ওরা ঘোড়াগুলিকে ধরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটলো লুটের সন্ধানে। ব্যাপারটি বুঝতে পারছিলো না সিদীয়ানরা এবং এ ঘাতকরা যে কোত্থেকে আসছে তাও ওরা বুঝতে পারলো না। কারণ, ওদের পোশাক, ভাষা এবং জাতি-পরিচয় সবই ছিলো সিদীয়ানদের অজানা। ওদের ধারণা হলো, ওরা কোনো দেশ থেকে আগত তরুণের দল হবে; এজন্য সিদীয়ানরা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ শেষে যেসব দেহ তাদের আয়ত্তে এলো তা থেকে ওরা আবিষ্কার করলো যে ওরা স্ত্রীলোক। এ আবিষ্কারের ফলে ওরা ওদের পরিকল্পনায় একটি নতুন ইঙ্গিত লাভ করে। ওরা স্থির করলো, হানাদারদের হত্যা করার আর কোনো চেষ্টা তারা করবে না। বরং তাদের সৈনিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বয়সে নবীন এবং সংখ্যায় আমাজনদের সমান, এরকম একটি বাহিনী পাঠানো হবে। তাদের আদেশ দেয়া হলো, ওরা আমাজনদের নিকটে গিয়ে তাঁবু গাড়বে এবং আমাজনরা যা কিছু করে তা থেকে ওরা গ্রহণ করবে সঙ্কেত ঃ যদি আমাজনরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তারা আমাজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। তারা পেছনে হটে যাবে। তারপর, যখন আমাজানরা তাদের পিছু ধাওয়া ছেড়ে দেবে তখন ওরা আবার আমাজনদের খুব কাছাকাছি তাঁবু গাড়বে। এই কৌশলের পেছনে কাজ করেছে সিদীয়ানদের একটি ইচ্ছা ঃ আমাজনদের গর্ভে তাদের সন্তানাদি চাই। তরুণ সৈনিকদের দলটি এ আদেশ পালন করে এবং আমাজনরা যখন বুঝতে পারলো ওরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না, ওরাও আর ওদের উপর হাত তুললো না। এর ফলে প্রত্যেক দিনই দুই তাঁবুর নৈকট্য নিবিড় হতে লাগলো। দু দলের কোনোটিরই তাদের অস্ত্র এবং ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিলো না এবং উভয় দলেরই জীবন ধারণের পদ্ধতি ছিলো একই শিকার এবং লুটপাট।

দুপুরের দিকে আমাজনরা ছড়িয়ে পড়তো এবং আরাম করার জন্য একজন বা দুজন করে চলে যেতো কিছু দূরে। সিদীয়ানরা তা দেখতে পেয়ে ছুটলো ওদের পিছুপিছু; শেষ

---

* সিদীয়ানরা আমাজনদেরকে বলে OEORPATA যা হচ্ছে পুরুষ হন্তা'র সমার্থক। সিদীয়ান ভাষায় পুরুষ শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে OEOR এবং 'পাতা' PATA শব্দটি দ্বারা বুঝায় হত্যা করা। কৃষ্ণসাগরের উত্তরে নীপার ও ডন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম ছিলো সিদীয়া।

পর্যন্ত একজন এসে পৌঁছলো একটি আমাজন বালিকার কছে। বালিকাটি ছিলো একা। ওকে এ অবস্থায় পেয়ে যুবকটি তার কাছে প্রেম নিবেদন করলো। বালিকাটি কোনো সংকোচ না করে তার কামনা পূরণ করে এবং পরে তাকে ইঙ্গিতে বোঝায় (কারণ কেউ একে অপরের ভাষা জানতো না) পরদিন যেন সৈনিকটি তার একটি বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে; পরিষ্কার করে বোঝালো যে দুজন পুরুষ দরকার এবং সেও আরেকটি বালিকাকে নিয়ে আসবে। যুবকটি তখন তাকে ওখানে রেখে চলে যায় এবং কি ঘটেছে তার বন্ধুদের বলে। পরদিন তার একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে একই জায়গায় আসে। সেখানে সে দেখতে পেলো তার আমাজন সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে আরেকজন আমাজন। ওদের সাফল্যের কথা জানতে পেরে বাকি সিদীয়ান তরুণরাও শিগগিরই সফল হলো — আমাজনদের তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করাতে। এরপর, দুই তাঁবু এক সঙ্গে মিশে গেলো। আমাজন এবং সিদীয়ানরা একসঙ্গে বাস করতে লাগলো; প্রত্যেক পুরুষ প্রথম যে রমণীর অনুগ্রহ লাভ করেছিলো তাকে সে নিলো তার স্ত্রী হিসাবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাষা শিখতে পারলো না, কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের ভাষা শিখে ফেললো। কাজেই, যখন একে অপরকে বুঝতে সক্ষম হলো তখন সিদীয়ানরা নিম্নরূপ প্রস্তাব তুললো ঃ ওরা বললো, "আমাদের বাপ-মা এবং সম্পত্তি আছে। চলো আমরা আমাদের জীবনপদ্ধতি ত্যাগ করি এবং আমাদের আপন জনদের সঙ্গে বসবাস করার জন্য ফিরে যাই। আমরা তোমাদের আমাদের স্ত্রী হিসাবে রাখবো এবং অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবো না।"

উত্তরে আমাজনরা বললো ঃ "আমরা এবং তোমাদের জাতের মেয়েরা কখনো একসাথে বাস করতে পারবো না। আমাদের চালচলন রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা অশ্বারোহী। আমাদের কারবার ধনুক এবং বর্শা নিয়ে, মেয়েলোকের কোনো কাজই আমরা জানি না। তোমাদের মেয়েলোকেরা বাড়িতে থাকে, তাদের ওয়াগনের ভেতরে, মেয়েলি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো কাজে তারা বাইরে যায় না। আমাদের পক্ষে তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি তোমরা আমাদের স্ত্রী হিসাবে রাখতে চাও এবং তোমরা সম্মানিত মানুষের মতো ব্যবহার করতে রাজি হও, তোমরা যাও, সম্পত্তিতে তোমাদের যে অংশ আছে তোমাদের বাপ-মা'র কাছ থেকে তা নিয়ে এসো। তারপর চলো, যাই এখান থেকে অন্য কোথাও এবং সেখানে গিয়ে আমরা নিজেরা নিজেরা বাস করি।"

যুবকরা এ প্রস্তাবে রাজি হয় এবং ওরা প্রত্যেকে যখন তাদের পারিবারিক সম্পদের নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফিরে এলো তখন আমাজনরা বললো ঃ "এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার কথা ভাবতেও আমরা ভয় পাই, কারণ লুটতরাজ করে আমরা এদেশের অনেক ক্ষতি করেছি এবং তোমাদের বাপ-মা'র কাছ থেকে তোমাদের ছিনিয়ে নিয়েছি। এখন ভেবে দেখো, তোমরা যদি আমাদের তোমাদের স্ত্রী করে রাখার লায়েক মনে করো, চলো

অমরা সবাই মিলে এদেশ ছেড়ে চলে যাই এবং তেনে নদীর অপর পাড়ে কোথাও গিয়ে বসবাস করি।”

সিদীয়ান তরুণরা এ প্রস্তাবেও রাজি হয়। কাজেই ওরা তেনে নদী অতিক্রম করে আজব সাগর থেকে প্রথমে পূর্ব দিকে গেলো তিন দিনের পথ, তারপর সেখান থেকে পূর্ব দিকে আরো তিন দিনের পথ এবং শেষ পর্যন্ত ওরা গিয়ে পৌছলো সেই অঞ্চলে, যেখানে ওরা বর্তমানে আছে এবং ওখানেই বসতি স্থাপন করলো। তখন থেকেই সাউরামেতীর স্ত্রীলোকেরা তাদের সনাতন অভ্যাস বহাল রেখেছে; ওরা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বের হয় কখনো পুরুষদের ছাড়াই, কখনো পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং পুরুষদের মতো পোশাক পরে। এই লোকগুলির ভাষা সিদীয়ান কিন্তু ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে তা সিদীয়ান ভাষার বিকৃত রূপ, কারণ আমাজনরা কখনো সঠিক সিদীয়ান ভাষায় কথা বলতে শেখেনি।

ওদের বিয়ের একটি আইন এই যে, কোন বালিকাই বিয়ে করতে পারবে না যতদিন না সে যুদ্ধে একজন শত্রুকে হত্যা করেছে। এই শর্ত পূরণ করতে না পারার দরুন ওদের স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং কুমারী অবস্থায়ই মারা যায়।

উপরে বর্ণিত এই কওমগুলির সর্দারেরাই তাদের সাধারণ বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মিলিত হয়েছিলো। ওদের কাছে সিদিয়া থেকে আগত দূতেরা নিয়ে এলো এখবর ঃ পারস্যের রাজা অপর মহাদেশের গোটাটাই পদানত করার পর বোসফোরাসের উপর পুল তৈরি করে ইউরোপে ঢুকে পড়েছেন। এবং এরই মধ্যে তিনি থ্রেস জয় করে দ্যানিয়ুব নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন; তিনি সমগ্র ইউরোপের প্রভু হবেন এই তাঁর ইচ্ছা।

“আমরা আপনাদের কাছে মিনতি করছি”, ওরা বললো, “এই যুদ্ধে আপনারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন না; আমাদের জন্য সাহায্যের হাত না তুলে আপনারা আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না। তার চেয়ে চলুন, আমরা একটা সম্মিলিত কর্মপন্থা অবলম্বন করি এবং সমবেতভাবে আক্রমণকারীর মোকাবেলা করি। আপনারা যদি এতে রাজি না হন আমরা চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবো এবং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া অথবা শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা আর কিইবা করতে পারি? কি হবে অমাদের পরিণাম? তাছাড়া, আপনারা যদি সরে দাঁড়ান, তার মানে এ নয় যে, আপনারা এজন্য খুব সহজেই ছাড়া পেয়ে যাবেন; কারণ এ আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু যেমন আমরা, তেমনি আপনারাও। এবং আমরা যদি একবার পরাজিত হই পারসিকরা আপনাদের পীড়ন না করে তুষ্ট থাকবে না। এর সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কারণ আমরা ওদের দেশ দখল করে ওদের প্রতি যে অবিচার করেছিলাম কেবল সেই পুরনো অবিচারের প্রতিকারের জন্যই যদি আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালিত হতো তা হলে পথে অন্য কোনো কওমকে স্পর্শ না করেই ওরা সরাসরি চলে আসতো সিদিয়ায়, আর এভাবেই ওরা প্রমাণ করতো যে ওদের

আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে সিদিয়া — কেবল সিদিয়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ইউরোপে প্রবেশ করার পর ওরা যেসব জাতির এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে, তাদের প্রত্যেকটিকে পদানত করছে। অন্য থ্রেসীয়দের কথা উল্লেখ না-ই করা হলো — আমাদের প্রতিবেশী গেথীদের পর্যন্ত গোলামে পরিণত করা হয়েছে।"

উপস্থিত সর্দারেরা সিদীয়ান দূতদের দেয়া বিবৃতির উপর আলোচনা করে একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না। জেলোনী, বুদিনী এবং সাউরোমেতীর লোকেরা সিদীয়ানদের পক্ষে লড়তে রাজি হলো, কিন্তু বাকি সবাই — অর্থাৎ আগাথির্সী, নিউরী, এন্দ্রোফেগী, মেলানখ্লিনি ও তৌরীর সর্দারেরা জবাবে বললো ঃ পারস্যের সঙ্গে তোমাদের সংঘর্ষে তোমরা নিজেরাই যদি আক্রমণকারী না হতে আমরা তোমাদের অনুরোধ সঙ্গত বলে গণ্য করতাম, তোমরা যা চাইছো তা মঞ্জুর করতে পারতাম এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়তে পারতাম। কিন্তু ব্যাপার তো এই যে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তোমরা পারস্য অবরোধ করেছিলে এবং দেবতার যতদিন ইচ্ছা ছিলো ততদিন পারস্য দখল করে রেখেছিলে। এখন সেই একই শক্তি পারসিকদের উৎসাহিত করছে তোমাদের অর্থে তোমাদের পাওনা পরিশোধ করতে। সেই ঘটনার সময় আমরা পারসিকদের কোনো কষ্ট দিইনি এবং এখনো আমরা রাজি নই যুদ্ধের সূত্রপাত করতে। অবশ্য ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে এবং সত্যিসত্যি যদি আমাদের অবরোধ করে তাহলে ওদের আমাদের দেশে ঢুকতে না দেয়ার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো সবই করবো। কিন্তু যতক্ষণ না তা ঘটেছে ততক্ষণ কিছুই করবো না। আমাদের মতে এ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু আমরা নই, তোমরা। কারণ প্রথমে তোমরাই ছিলে আক্রমণকারী।"

এই জবাব নিয়ে পৌছানো হলো সিদীয়ানদের কাছে। ওরা সে মতে ওদের পরিকল্পনা তৈরিতে মনোনিবেশ করে। ওরা যখন দেখতে পেলো ঐ কওমগুলি ওদের সমর্থন করছে না, ওরা তখন স্থির করলো, ওরা সরাসরি যুদ্ধ করবে না। আক্রমণকারীর অগ্রাভিযানের মুখে ওরা পিছু হটতে থাকবে এবং যে সব এলাকার মধ্য দিয়ে ওরা পশ্চাদপসরণ করবে সেই সব এলাকার কূয়া ও ঝরণার মুখ বন্ধ করে দেবে এবং দেশে যত সবুজ ঘাসপাতা আছে সব নষ্ট করে দেবে, কেননা ওগুলি থাকলে তা শত্রুর সওয়ারির খাদ্য হতে পারে। ওরা ওদের ফৌজকে দুটি ডিভিশনে সঙ্গঠিত করে। এর একটির সেনাপতি হলো স্কোপাসিস। স্থির হলো, ওদের সঙ্গে যোগ দেবে সাউরোমেতীরা। এই ডিভিশনটিকে নির্দেশ দেয়া হলো ইরানিরা আজব সাগরের তীর বরাবর তেনে নদীর দিকে সরে গিয়ে যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনো কৌশল অবলম্বন করে তা বানচাল করে দিতে হবে। আর ইরানিরা নিজেরাই যদি পিছু হটে যায় তাহলে তাদের আক্রমণ করতে হবে। একটি ডিভিশনের দায়িত্ব ছিলো এই এবং তাদের জন্য নির্ধারিত হলো এই রুট। অন্য ডিভিশনের দুটি শাখা — বড়টি ইদান্থির্সাসের অধীনে এবং দ্বিতীয়টি টেক্সাসিসের সেনাপতিত্বে — আদিষ্ট হলো বিভিন্ন বাহিনীকে একত্রে সমাবেশ করতে এবং জেলোনী ও বুদিনীদের সঙ্গে মিলিত হবার পর প্রথম ডিভিশনের মতোই ইরানি

অভিযানের মুখে একদিনের পথ পিছনে সরে যেতে এবং পথে রসদ সরবরাহের সকল উৎসকে ধ্বংস করে ফেলার পূর্বোক্ত কৌশল অবলম্বন করতে। এই দ্বিতীয় ডিভিশনকে বলা হলো, যেসব কওম মিলিত শক্তির সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়নি সেসব কওমের এলাকার দিকে ওরা সরে পড়বে — উদ্দেশ্য হলো ঃ ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওদের যুদ্ধে জড়িত করা — যদি ওরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে এভাবে ওদের বাধ্য করা হবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে। পরে এই ডিভিশনটিকে ফিরে যেতে হবে দেশে, তার নির্দিষ্ট এলাকায় এবং ইরানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, যদি পরিস্থিতি এধরনের আক্রমণকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করে।

এভাবে আক্রমণ পদ্ধতি স্থির করার পর সিদীয়ানরা তাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার-ফৌজের অগ্রাভিযানের আগেই পাঠিয়ে দিলো গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্য। তারপর ওরা নিজেরা মার্চ্ করে এগিয়ে গেলো দারায়ুসের মোকাবেলা করতে। ওদের স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের জন্য যে ওয়াগনগুলিকে ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো সেগুলিকে এবং তাদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পশু ছাড়া আর সব গবাদি পশুকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে রওয়ানা করবার ব্যবস্থা করলো, যাতে ভবিষ্যতে সিদীয়ানদের পিছু হটার আগেই ওদের স্ত্রী, পুত্র ও গবাদি পশু শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়তে পারে। ঘোড়সওয়ারেরা দ্যানিউব থেকে তিন দিনের পথ গিয়ে ইরানিদের নাগাল পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা ইরানিদের সামনে একদিনের পথ ব্যবধানে তাঁবু গাড়ে এবং ঐ এলাকার সমস্ত ফল-ফসল ও গাছপালা ধ্বংস করে দেয়। সিদিয়ান ঘোড়সাওয়ারদের দেখতে পেয়ে ইরানিরা ওদের পিছু ধাওয়া করে। সিদীয়ানরা যে পথে পিছু হটলো সেই পথ ধরে ওরা এগুতে থাকে। ইরানি তথা পারসিকদের অভিযানের লক্ষ্য হলো স্কোপাসিসের সেনাপতিত্বে গঠিত সিদীয়ান বাহিনীর একটি মাত্র ডিভিশন। স্বাভাবিকভাবেই পূব মুখে তেনে নদীর দিকে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সিদীয়ানরা এই নদী অতিক্রম করে এবং পারসিকরাও তেনে অতিক্রম করে ধাওয়া করে ওদের পিছু পিছু, আর এভাবে ওরা সাউরোমেতীদের এলাকার ভিতর দিয়ে গিয়ে পৌছলো বুদিনীদের দেশে। ওরা ওখানে এসে দেখতে পায় কাঠের প্রাচীর ঘেরা জিলোনাস শহর। শহরটি ছিলো পরিত্যক্ত, ওর প্রতিরক্ষার জন্য কেউই ছিলো না শহরে। পারসিকরা শহরটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। এর আগে যতক্ষণ ওরা সিদীয়ান এবং সাউরোমেতীদের দেশের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, ওরা কোনো ক্ষতিই করেনি। কারণ দেশটি ছিলো অনুর্বর এবং তাতে নষ্ট করার কিছুই ছিলো না। শহরটিকে পুড়িয়ে দেয়ার পর ওরা শত্রুর পেছনে পেছনে ধাওয়া ক'রে এমন একটি বিশাল জনশূন্য এলাকায় পোঁছলো যা বুদিনীদের দেশ ছাড়িয়ে গেলে পথে পড়ে। ফাঁড়ি পথে এই এলাকাটি হচ্ছে সাত দিনের পথ। এই এলাকার শেষ প্রান্তে শুরু হয়েছে থীসাগেতীদর দেশ। ওখান থেকে চারটি বড় নদী লাইকাস, ঔরাস, তেনে এবং সীরজিস প্রবাহিত হচ্ছে মিওতীদের দখলকৃত অঞ্চলের ভেতর দিয়ে এবং গিয়ে পড়েছে মীওতীস হ্রদ বা আজব সাগরে।

দারায়ুস এই জনবসতিশূন্য এলাকায় পৌঁছানোর পর ঔরাস নদীর তীরে তাঁর ফৌজকে থামতে বললেন। এখানে তিনি মোটামুটি আট মাইল ব্যবধানে একটি করে মোট আটটি বৃহৎ কেল্লা নির্মাণে মনোযোগী হলেন। এই কেল্লাগুলির ধ্বংসাবশেষ আমার কালেও দেখতে পাওয়া গেছে। তিনি যখন এই কেল্লাগুলি তৈরি করছিলেন তখন সিদীয়ানরা তাদের দিক পরিবর্তন করে উত্তর দিকে অবস্থিত অঞ্চলটি দ্রুত অতিক্রম করে ফিরে গেলো সিদিয়ায়; এভাবে তারা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে গেলো। তাদের আর কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে দারায়ুস তার কেল্লাগুলি অর্ধ সমাপ্ত রেখে নিজেই ধাবিত হলেন পশ্চিম দিকে। তাঁর ধারণা ছিলো, তিনি যে সিদীয়ানদের পেছনে ধাওয়া করছিলেন ওরাই হচ্ছে গোটা সিদীয়ান কওম এবং ঐ দিকেই পালিয়ে বাঁচার জন্য ওরা চেষ্টা করছে, যত দ্রুত গতিতে সম্ভব ছুটে চলার পর সিদিয়া পৌঁছে তিনি সিদীয়ান বাহিনীর অন্য দুটি মিলিত ডিভিশনের মুখোমুখি হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের তাড়া করলেন এবং আগের মতই ওরা তার সম্মুখে একদিনের পথ ব্যবধানে সরে পড়লো। দারায়ুস যখন উদ্দাম বেগে সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন ওদের পিছু পিছু, তখন সিদীয়ানরা, যেসব কওম পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সমর্থন যোগাতে রাজি হয়নি, দারায়ুসকে সে সব কওমের দেশে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা কার্যকর করে। এদের মধ্যে প্রথম হলো মেলানক্লিনি; তাদের দেশের উপর প্রথমে সিদীয়ান এবং পরে পারসিকদের দু-দুটি হামলা তাদের মধ্যে মহা আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; এর পরে আক্রমণের শিকার হলো এন্দ্রোফেগী এবং তারপর নিউরীরা এবং উভয় ক্ষেত্রে ফল হলো একই ঃ বিশৃঙ্খলা এবং বিমূঢ়তা। শেষ পর্যায়ে, তখনো ওরা পারসিকদের অভিযানের মুখে পিছু হটে চলেছে, সিদীয়ানরা গিয়ে পৌঁছলো আগথিরসীদের সীমান্ত বরাবর। এই লোকগুলি ওদের প্রতিবেশিরা যে কেমন ভয়ে বিফল হয়ে জান বাঁচানোর জন্য পালাচ্ছে তা নিজের চোখে দেখেছে। ওরা কিন্তু ওদের প্রতিবেশীদের মতো সিদীয়ানদের আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকলোনা, বরং একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদেরকে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে বারণ করলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিলো, ওরা যদি সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করে, অস্ত্রবলে ওদের প্রতিরোধ করা হবে। প্রতিনিধি মারফত এই চ্যালেঞ্জ পাঠিয়ে ওরা ওদের সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অন্য সম্প্রদায়গুলি মেলানক্লিনি, এন্দ্রোফেগী এবং নিউরীরা — সিদীয়ান এবং পারসিকদের পরপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করলো না — বরং তাদের পূর্বের হুঁশিয়ারির কথা ভুলে গিয়ে, চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মধ্যে উত্তর দিকের জনবসতিশূন্য অঞ্চলগুলিতে পালিয়ে গিয়ে ওরা প্রাণপণ করে জান বাঁচানোর জন্য। সিদীয়ানরা যখন দেখতে পেলো আগাথিরসী সম্প্রদায় ওদের দেশে প্রবেশে তাদের বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তখন ওরা আর জোর করে ওদেশে ঢোকার চেষ্টা না করে ফিরে যায় এবং এভাবে পারসিকদের নিয়ে আসে সিদিয়ার ভেতরে।

এ নিস্ফল এবং বিরতিহীন অভিযান দারায়ুসের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠলো। তিনি শেষ পর্যন্ত সিদিয়ার রাজা ইদানথির্সাসের কাছে একটি বার্তা পাঠালেন একটি ঘোড়সওয়ার সৈনিকের মাধ্যমে। "প্রিয় মহাত্মন, আমাকে জানাবেন কি, কেন আপনারা এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? নিশ্চয়ই দুটি বিকল্পের একটি আপনি পছন্দ করেন ঃ আপনি যদি মনে করেন, আমাকে বাধা দেয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি আপনার আছে আপনি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করুন; আমার কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় দুনিয়া জুড়ে এলোপাতাড়ি ছুটে বেড়াবেন না, আর যদি আপনি স্বীকার করেন যে আপনি খুবই দুর্বল, তাহলে এভাবে পালিয়ে আপনার ফায়দা কি বলুন। তারচেয়ে বরং আপনার বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ আপনার প্রভুর নিকট মাটি এবং পানি পাঠিয়ে দিন এবং আমার সঙ্গে আলোচনায় আসুন।"

"আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন না পারস্যরাজ" — ইদানথির্সাস জবাব পাঠালেন — "আমি আজ পর্যন্ত ভয়ে কোনো মানুষের নিকট থেকে পালাইনি। এখনো আমি আপনার নিকট থেকে ভয়ে পালাচ্ছি না। আমি যা করছি তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। আমি ঠিক এভাবেই জীবন যাপন করেছি, এমনকি শান্তির সময়ও। আপনি যদি জানতে চান আমি কেন যুদ্ধ করবোনা, আমি আপনাকে তা জানাচ্ছি ঃ আমাদের দেশে কোনো শহর নেই, কোনো আবাদি জমিও নেই। শহর হারানো, কিংবা ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা আমাদের উত্তেজিত করতে পারতো ত্বরিত যুদ্ধের জন্য — কিন্তু এর কোনোটাই আমাদের নেই। অবশ্য আপনি যদি বিলম্ব না করে রক্তপাতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে একটি বিষয় আছে যার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো। আর তা হচ্ছে আমাদের পিতৃপুরুষের সমাধিগুলি। এই সমাধিগুলি খুঁজে বের করুন এবং ওগুলি ভাঙার চেষ্টা করুন। আপনি শিগগিরই দেখতে পাবেন আমরা যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়াতে রাজি আছি কিনা। এর পূর্ব পর্যন্ত — যদি না আমাদের পাগলামোতে পায় — আমরা যুদ্ধ এড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাবো। আপনার চ্যালেঞ্জের এই হচ্ছে আমার উত্তর। আর আপনি আমার প্রভু হওয়ার যে দাবি করেছেন সে ব্যাপারে আমার কথা এই যে, আমি আর কাউকে প্রভু মানি না জিয়ুস ছাড়া, যার থেকে আমার উৎপত্তি হয়েছে এবং সিদিয়ার রানী হেস্তিয়া ছাড়া। আমি আপনাকে মাটি এবং পানির উপহার পাঠাবো না, বরং তার চেয়ে উপযুক্ত কিছু পাঠাবো। এবং আমার উপর আপনার প্রভু হওয়ার দাবির জবাব হচ্ছে এই যে, আপনি অভিশাপের পাত্র।"

দূত এই জবাব বহন করে নিয়ে আসে দারায়ুসের নিকট। দাসত্বের সামান্য ইঙ্গিতে সিদীয়ান সর্দাররা ক্রোধে আক্রোশে অস্থির হয়ে পড়ে। ওরা স্কোপাসিসের অধীন ডিভিশনটিকে, যার মধ্যে সাউরোমেতীর সৈন্যরাও ছিলো, হুকুম পাঠায় দ্যানিউব নদীর উপর নির্মিত পুলের পাহারায় রত আইয়োনীয়ানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করতে। যারা পিছনে রইলো তারা স্থির করলো তারা পারসীয়ানদের তাদের অভ্যস্ত নাচে বাধা দেবে এবং যেখানেই ওদের খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত দেখবে ওদের উপর আক্রমণ করবে। এই

কৌশল ওরা কার্যকর করে এবং উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রত্যেক বারই সিদীয়ান ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা পারসীয়ান ঘোড়সরওয়ার সৈনিকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে; পারসিক ঘোড়সওয়ারেরা সরে গিয়ে ওদের পদাতিক বাহিনীর মদদ চায়। এতে করে আক্রমণ বাধা পায়। কারণ সিদীয়ানরা জানতো, তাদের পক্ষে পারসীয়ান পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব নয়। তাই পারসীয়ান পদাতিক বাহিনীকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ওরা নিয়মিতভাবে পিছু হটতে থাকে, লেজ দেখিয়ে। রাতের বেলায়ও একই রকম হামলা চলতে থাকে।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের কথা অমি এখানে উল্লেখ করবো যা এ খণ্ড যুদ্ধগুলিতে পারসীয়ানদের সহায়ক হয়েছিলো এবং সিদীয়ানদের জন্য বাধা হয়ে উঠেছিলো। আমি এখানে খচ্চরের অপরিচিত চেহারা এবং গাধার অপরিচিত চিৎকারের কথা বলতে চাইছি। আমি পূর্বেই বলেছি, সিদিয়ার লোকেরা গাধা কিংবা খচ্চর, কোনোটাই পোষে না। বলা বাহুল্য, শীতের কারণে এ দুটি প্রাণীর একটিরও নমুনা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাধার চিৎকার সিদীয়ান ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। প্রায়ই যখন আক্রমণ চলছে তখন এই শব্দ সিদিয়ার ঘোড়াগুলিকে এতটা বিচলিত করে তোলে যে ওরা আতংকে কান খাড়া করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চক্কর খেতে থাকে। কারণ এসব ঘোড়া এ জাতীয় শব্দ আগে কখনো শোনেনি এবং যে জীবগুলি থেকে এ আওয়াজ বের হচ্ছে এরকম জীবও কখনো আগে দেখেনি। এতে এই অভিযানে পারসীয়ানদের কিছুটা সুবিধা হয়।

এ ধরনের ক্রমাগত হামলায় পারসীয়ানদের বিশৃঙ্খল দেখতে পেয়ে সিদীয়ানরা ওদের তাদের দেশে আরো দীর্ঘদিন রাখার জন্য এক ফন্দি আঁটে, যাতে করে পরিণামে রসদের অভাবে ওরা বিপন্ন হয়ে পড়ে। কৌশলটি হলো, সময়ে সময়ে অন্য অঞ্চলে সরে পড়া এবং রাখালদের দায়িত্বে কিছু গরু ছাগল পেছনে রেখে যাওয়া। পারসীয়ানরা এসে এই জানোয়ারগুলিকে ধরে নিয়ে যেতো এবং সাময়িক সাফল্যে উৎসাহিত হতো। এরূপ ঘটতে লাগলো বারবার, শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, কোত্থেকে রসদ সংগ্রহ করা হবে দারায়ুস তার কোনো জবাব পেলেন না। তাঁর এই চরম বিব্রত অবস্থা দেখে ওরা দারায়ূসকে ওদের প্রতিশ্রুত উপহারগুলি পাঠিয়ে দেয় ঃ একটি পাখি, একটি ইঁদুর, একটি ব্যাঙ এবং পাঁচটি তীর। যে লোকটি এগুলি নিয়ে এলো পারসীয়ানরা তাকে এগুলির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করে কোনো উত্তর পেলো না। লোকটি বললো তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে কেবল এগুলি পৌছিয়ে দিতে এবং যত শীঘ্র সম্ভব গৃহে ফিরে যেতে ঃ পারসীয়ানদের যদি বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে তারা নিজেরাই এই উপহারগুলির মানে খুঁজে বের করতে পারে।

তখন পারসীয়ানরা সকলে একসঙ্গে বসে চিন্তা করতে শুরু করে। দারায়ূস বললেন, সিদীয়ানরা তার কাছে মাটি ও পানি পাঠিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। তিনি যুক্তি দিলেন, ইঁদুর মাটির উপর বাস করে এবং মানুষের মতো একই খাদ্য খায়; ব্যাঙ

থাকে পানিতে; পাখি অনেকটা ঘোড়ারই মতো — আর তীরগুলি হচ্ছে সিদিয়ার শক্তির প্রতীক, যা ওরা তুলে দিচ্ছে তাঁর হাতে।

গোবরিআস (সাত ষড়যন্ত্রকারীর একজন, যারা মাজুসিদের দমন করেছিলো) কিছুতেই দারায়ুসের সঙ্গে একমত হলো না। সে এ উপহারগুলির ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। "বন্ধুগণ" সে বলে, "যদি না তোমরা পাখি হও এবং আকাশে উড়ো, কিংবা যদি না তোমরা ইঁদুর হও এবং মাটির নিচে গর্ত করো, অথবা যদি না তোমরা ব্যাঙ হও এবং পনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো — তোমরা আর কখনো দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তোমাদের এ দেশেই থাকতে হবে এবং সিদিয়ানদের তীরে বিদ্ধ হয়ে মরতে হবে।"

পারসীয়ানরা যখন উপহারগুলির মানে নিয়ে নিজেদের মাথা গুলিয়ে ফেলছে, সেই সময়ে সিদীয়ান বাহিনীর যে ডিভিশনটিকে মিউতিস হ্রদের তীর বরাবর পাহারা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিলো এবং পরে দ্যানিউব তীরে আইয়োনীয়ানদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিলো, তারা সেতুর কাছে পৌঁছে আলাপের সূচনা করে। "আইয়োনীয়ান বন্ধুরা" সিদিয়ার মুখপাত্র বলে, "আমরা যা করতে বলি, তোমরা যদি তা করো, তাহলে তোমাদের জন্য আমরা বহন করে এনেছি স্বাধীনতা। আমরা জানি, দারায়ুস তোমাদের এই সেতু পাহারা দিতে বলেছিলেন ষাট দিন — তার বেশি নয়। এখন তোমাদের স্পষ্ট করণীয় হচ্ছে ষাট দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তারপর এখান থেকে সরে পরা — দারায়ুস কিংবা আমরা কেউই এজন্য তোমাদের তিরস্কার করবো না।" আইয়োনীয়ানরা এতে রাজি হয়ে যায় এবং সিদিয়ানরা সময় নষ্ট না-করে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে আসে।

দারায়ুসের নিকট উপহারগুলি পাঠানোর পর, যারা দ্যানিউব যায়নি তারা ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকবহিনীকে সজ্জিত করে পারসীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে। কিন্তু ব্যূহ বিন্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কোত্থেকে এক খরগোশ আবির্ভূত হয় দুই বাহিনীর মধ্যে আর ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। ওটিকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সিদীয়ান সৈন্যদের দলের পর দল ওর পেছনে লাগে, ফলে সৈন্যবাহিনী একটি শোরগোল-তোলা বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়। দারায়ুস জানতে চাইলেন — কি কারণে এই শোরগোল হচ্ছে। যখন তিনি শুনলেন দুশমনরা একটি খরগোশ শিকারের জন্য ব্যস্ত রয়েছে তিনি যেসব কর্মচারীর সঙ্গে সাধারণত পরামর্শ করে থাকেন তাদের ডেকে বললেন: "এই লোকগুলি আমাদের অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে এবং এখন আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে, ওরা আমাকে যে জিনিসগুলি পাঠিয়েছিলো সেগুলির ব্যাখ্যা গোবরিআসই ঠিক দিয়েছে। তাই আমি যেহেতু তার সঙ্গে একমত, এখন সময় হয়েছে এদেশ থেকে নিরাপদে বের হবার সবচেয়ে উত্তম পন্থা সম্পর্কে চিন্তা করার।"

"মহাত্মন", গোবরিআস বললো, "সিদীয়ানরা যে কঠিন লোক তা লোক মুখে আমি আগেই জানতে পেরেছি, আর এখন যখন আমি একেবারে সিদিয়াতেই আছি এবং

দেখতে পাচ্ছি ওরা ওদের চালাকির দ্বারা আমাদের বোকা বানিয়ে চলেছে, আমি এখন ওদের আরো ভালো করেই জানি। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমার প্রস্তাব এই ঃ আমি বলি, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত অন্যান্য দিনের মতো ক্যাম্প ফায়ার জ্বালোনো, তারপরে গাধাগুলির পায়ে বেড়ি পরিয়ে এবং আমাদের মধ্যে ক্লেশ ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যাদের অপেক্ষাকৃত কম তাদের কোনো না কোনো ওসিলায় এখানে রেখে এখান থেকে সরে পড়া, এবং তা করতে হবে সিদীয়ানরা দ্যানিউব পর্যন্ত পৌছে সেতুটি ধ্বংস করার আগেই — প্রহরারত আইয়োনীয়ানরা আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে এমন কোনো পন্থা গ্রহণের পুর্বেই।

দারায়ূস এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং রাত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সৈনিকদের মধ্যে, যাদের রেখে গেলে কোনো ক্ষতিই হবে না, তাদের আর রুগ্ন লোকজনদের পিছনে রেখে গেলেন — ওদের নিজ নিজ জায়গায় বাঁধা গাধাগুলিও পড়ে রইলো সেখানে। গাধাগুলিকে ওখানে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো — তিনি যে ওখান থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সরে পড়েছেন গাধার চিৎকারের মাধ্যমে সে সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। আর লোকগুলি, ওরা রোগের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। তিনি ওদের বললেন, 'তোদের তাঁবু পাহারা দেয়ার জন্য রেখে যাচ্ছি।' আসলে কিন্তু তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়ে যখন সিদিয়ানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন তখন ওরা সঙ্গে থাকুক, এ তিনি চাননি। এভাবে যে লোকগুলিকে তিনি পেছনে ফেলে যাচ্ছিলেন তাদের বোঝানোর পর দারায়ূস ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানোর আদেশ দেন। আগুন জ্বলে উঠলে তিনি সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে ধাবিত হলেন দ্যানিউবের দিকে। গাধাগুলি যখন দেখতে পেলো সামরিকবাহিনীর প্রধান অংশটাই চলে গেছে, তখন ওরা আরো বেশি শোরগোল শুরু করে দিলো। এদিকে সিদীয়ানরা যখন এসব শোরগোল শুনলো, ঘূণাক্ষরেও তাদের মনে এ সন্দেহ জাগলো না যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং তাদের এই বিশ্বাসই হলো যে গোটা পারস্য-ফৌজই তখনো ওখানে অবস্থান করছে। ভোর হলো; পারসীয়ানরা এতক্ষণে বুঝতে পারলো দারায়ূস ওদের প্রতারণা করেছেন। তখন ওরা আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ তাদের হাত তুললো, এবং যা ঘটেছে সিদীয়ানদের খুলে বললো। এখবর শোনার পর গোটা সিদীয়ানবাহিনী — তার তিনটি ডিভিশন, যাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলো সাউরোমেতী, বুদিনী এবং জেলোনীর ফৌজ — মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে পারসীয়ানদের পশ্চাতে ধাবিত হলো দ্যানিউবের দিকে। পারসীয়ান ফৌজের বেশিরভাগই যাচ্ছিলো পায়দল — নিয়মিত রাস্তাঘাট না থাকায়, পথ সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত ছিলো না। তার ফলে হলো এই ঃ সিদীয়ান ফৌজ যারা সকলেই ছিলো ঘোড়সওয়ার এবং সবচেয়ে সহজ পথের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত, পারসীয়ানদের অনেক আগেই গিয়ে পৌছলো দ্যানিউব নদীর উপর নির্মিত সেতুতে। পথে দুই ফৌজের কেউই একে অপরকে দেখতে পেলো না। সিদীয়ানরা যখন বুঝতে পারলো, পারসীয়ানরা এখনো এসে পৌছতে পারেনি তখন ওরা জাহাজে অবস্থানরত

আইয়োনীয়ানদের সাথে কথা বলার আরেকটি সুযোগ গ্রহণ করে। "আইয়োনীয়ানরা" ওরা বললো, "তোমাদের ষাট দিন এখন পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের এখানে আর অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই। এতদিন তোমরা তোমাদের অবস্থানে ছিলে এই ভয়ে যে সরে পড়লে বিপদ হবে। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে — সেতুটি ভেঙে ফেলো — তারপর পালাও এখান থেকে। ভাগ্য তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক এবং তোমাদের মুক্তির জন্য, দেবতা ও সিদীয়ানদের, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। তোমাদের সাবেক প্রভু সম্পর্কে আমাদের কথা এই, তার সঙ্গে আমরা এমনভাবে দফারফা করবো যে, তার এই অভিযানই হবে শেষ অভিযান।"

এরপর যে আলোচনা শুরু হলো তাতে এথেন্সের মিলতিয়াদেস, যিনি হেলেসপোন্টে ছিলেন খির্সোনিসদের প্রভু এবং বর্তমান ক্ষেত্রে ঐ এলাকা থেকে আগত সামরিকদলের সেনাপতি, এই মত প্রকাশ করেন যে সিদীয়ানদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং এভাবে, আইয়োনিয়াকে মুক্ত করা তাদের কর্তব্য। কিন্তু এ মতের বিরোধিতা করেন মিলেতুসের হিস্তিয়ুস। তিনি বললেন, তারা প্রত্যেকেই যে এককেটি দেশের প্রধান সে তো দারায়ূসের বদৌলতে এবং দারায়ূসের পতন হলে তিনি নিজেও মিলেতুসে তাঁর ক্ষমতা রাখতে সক্ষম হবেন না এবং বাকি সকলেই একই অসুবিধায় পড়বে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তখন একচ্ছত্র সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করবে। সভার শুরুতে সমর্থন ছিলো মিলতিয়াদিসের পক্ষে কিন্তু হিস্তিয়ুস তাঁর অভিমত ব্যক্ত করার পর উপস্থিত সকলেই তাদের মত পরিবর্তন করে এবং সকলে সম্মিলিতভাবে তার মত সমর্থন করে। এ সময়ে যারা ভোট দেন তারা হলেন ঃ এবাইডোসের ডেফনিস, ল্যাম্পসাকুসের হিপপোক্লাস, পেরিয়ামের হিরোফান্তাস, প্রকোন্নেসাসের মেত্রেদোরাস, সিজিকাসের এরিস্তোগোরাস এবং বাইজেন্টিয়ামের এরিস্টোন — এরা সকলেই ছিলেন দারায়ূসের নিকট খুবই সম্মানিত এবং হেলেসপোন্টে নিজ নিজ রাষ্ট্রের দায়িত্বহীন শাসক। এদের সঙ্গে আরো ছিলেন আইয়োনিয়ার কয়েকজন শাসক, যেমন — কিউসের স্ট্রেত্তিস, স্যামোসের ঈসেস, ফোসিয়ার লেওদেমাস এবং মিলেতুসের হিস্তিয়ুস, যিনি মিলতিয়াদেসের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। ঈওলিয়ার উল্লেখযোগ্য মাত্র একজনই ছিলেন ঃ সাইমের এরিস্তোগোরাস।

হিস্তিয়ুসের মত গ্রহণ করার পর, পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে এবং কি করে তারা আসল উদ্দেশ্য গোপন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থির হলো, নদীর যেদিকে সিদিয়া আছে সেদিকে ওরা এক ধনুকের জায়গা বরাবর সেতুটির একটি অংশ খুলে ফেলবে। এর উদ্দেশ্য হলো দুটি ঃ ওরা ওদের মূল লক্ষ্য কার্যকর করছে তা দেখানো এবং সিদীয়ানরা যাতে সেতু অতিক্রম করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা এবং সেতু ভাঙার কাজ চলতে থাকাকালে সিদীয়ানদের এ বিশ্বাস জন্মানো যে, এমন কোনো কাজ নেই যা সিদীয়ানদের খুশি করার জন্য ওরা করতে পারে না। হিস্তিয়ুসের প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য তারা এভাবে কাজ করবে বলে স্থির করে।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদীয়ানদের সঙ্গে কথা বলার জন্য হিস্তিয়ুসই নির্বাচিত হলেন। "সিদীয়ান বন্ধুগণ" তিনি বললেন, "আপনারা খোশখবর বহন করে এনেছেন এবং আপনারা ভাগ্যবান যে এত সকাল-সকাল এখানে পৌঁছে গেছেন। সব কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলেছে আমাদের পারস্পরিক কল্যাণে — আপনাদের সার্ভিস পাচ্ছি আমরা এবং আমাদের সার্ভিস পাচ্ছেন আপনারা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সেতুটি ভেঙ্গে ফেলছি, আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা কিছুই করতে বাকি রাখবো না। আমরা যখন সেতু ভাঙার কাজে ব্যস্ত আছি তখন আপনাদের জন্য উত্তম কাজ হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে পারসীয়ান ফৌজের দিকে লক্ষ্য রাখা, তাদের অনুসন্ধান করা; তারপর যখন ওদের সাক্ষাত পাবেন আক্রমণকারীদের সমুচিত শাস্তি দিতে পারেন আপনারা — আপনাদের জন্য তো বটেই, আমাদের জন্যও"।

সিদীয়ানরা আবার আইয়োনীয়ানদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো। ওরা পারসীয়ান ফৌজের সন্ধানে ফিরে গেলো কিন্তু কোথাও তাদের সাক্ষাৎ পেলো না। ওদের এই ব্যর্থতার জন্য ওরা নিজেরাই দায়ী; ওরা যদি কুয়াগুলি বন্ধ করে না দিতো এবং ঘোড়ায় খেতে পারে এমন লতাপাতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে না ফেলতো ওরা সহজেই সাক্ষাৎ পেতো পারসীয়ান ফৌজের। এভাবে কুয়া বন্ধ ও লতাপাতা ধ্বংস করে পারসীয়ান ফৌজকে বিপদে ফেলবে এ ব্যাপারে তারা ছিলো নিশ্চিত এবং খুশি। কিন্তু দেখা গেলো এতে তাদের একমাত্র সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ পারসীয়ান ফৌজের সন্ধান করতে গিয়ে তারা দেশের একটি অংশের ভেতর দিয়ে এমন একটি পথ অনুসরণ করলো যেখানে পানি এবং ঘাস দুইই ছিলো প্রচুর। ওদের ধারণা ছিলো, পারসীয়ান ফৌজ পালাতে গিয়ে স্বভাবত একই পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু ঐ ফৌজ প্রথম যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলো ঠিক সেই পথ ধরেই আবার ফিরে আসে। সেতুর ভাঙ্গা জায়গাটা অতিক্রম করতে গিয়ে ওরা ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে। ওরা যখন এসে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওরা সেতুটি ভাঙ্গা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, কারণ তৎক্ষণাৎ তাদের মনে হলো, আইয়োনীয়ানরা তাদের বিপদে ফেলে সরে পড়েছে। দারায়ুসের সঙ্গে ছিলো একজন মিশরীয় লোক; তার গলার আওয়াজ ছিলো প্রচণ্ড। দারায়ুস সেই মিশরীয়টিকে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে হিস্তিয়ুসের নাম ধরে চিৎকার করতে বললেন। সে লোকটি চিৎকার করলে হিস্তিয়ুস প্রথম ডাকেই শুনতে পান এবং তার অধীনস্থ সবকটি জাহাজ নিয়ে পাশাপাশি স্থাপন করেন সেই সেতুর ভাঙা স্থানটিতে — যাতে করে তার উপর দিয়ে পারসীয়ান ফৌজ পার হয়ে যেতে পারে অনায়াসে। এভাবে পারসীয়ান বাহিনী তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য সিদীয়ান বাহিনীর দুটি প্রয়াস এড়িয়ে গিয়ে নিরাপদে সিদীয়া ত্যাগ করে গেলো। এসব কারণে আইয়োনীয়ানদের সম্পর্কে সিদীয়ানদের ধারণা খুবই নিচু ওরা বলে ওদের স্বাধীন জাতি বলে বিচার করতে গেলে বলতে হয় ওরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কাপুরুষ এবং ঘৃণার্হ, আর দাস হিসেবে ওরা হচ্ছে ওদের প্রভুদের সবচাইতে অনুগত এবং মনিবের কাছ থেকে ওদের পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

দারায়ুস থ্রেসের ভেতর দিয়ে মার্চ করে এগুলেন খির্সোনিসের সিসটোস পর্যন্ত। এখানে এসে তিনি জাহাজে রওয়ানা দিলেন এশিয়ার উদ্দেশে। একজন বিখ্যাত পারসীয়ান মেগাবাইজুসকে তিনি রেখে গেলেন পশ্চাতে, ইউরোপে তার সেনাপতিরূপে। এক সময় দারায়ুস এই লোকটিকে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন ঃ ডালিম খাওয়ার ইচ্ছা করে তিনি সবেমাত্র একটি ডালিম ভেঙেছেন, যখন তাঁর ভাই অর্তবানুস তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলেন — তাঁর আওতাধীন কোন জিনিসটি একটি ডালিমের দানার মতো বহুগুণে বর্ধিত হোক, তিনি চান? উত্তরে দারায়ুস বললেন, "মেগাবাইজুসকে"। গ্রীসের রাজা হওয়ার চাইতে মেগাবাইজুসের মতো বহুসংখ্যক সেনাপতিই তাঁর কাম্য। দারায়ুস তাঁকে এই সম্মান দিয়েছিলেন পারস্যে। আর এখন তিনি তাঁকে রেখে গেলেন সমুদ্রের ওপারে, ইউরোপ খণ্ডে, আশি হাজার যোদ্ধা নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশনের সেনাপতি হিসেবে। এই মেগাবাইজুসই এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন যার জন্য হেলেসপোন্টের লোকেরা তাঁকে ভুলতে পারেনি। তিনি তখন ছিলেন বাইজেন্টিয়ামে। যখন শুনতে পেলেন এই শহরের সতেরো বছর আগে ক্যালসিডোনে বসতি স্থাপন করা হয়েছে, তিনি বললেন, 'ক্যালসিডোনের লোকেরা নিশ্চয়ই তখন অন্ধ ছিলো; কারণ তাদের চোখ থাকলে, পাশেই যখন অনেক বেশি চমৎকার জায়গা ছিলো তা ছেড়ে একটি নিকৃষ্টতরো জায়গা তাঁরা বেছে নিতো না।' আমি যেরূপ বলেছি — হেলেসপোন্টের সেনাপতি পদে মেগাবাইজুসকে রেখে আসার পর তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির পারস্য-শক্তি বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যা হ্রাস করতে শুরু করেন।

এভাবে, যখন মেগাবাইজুস ব্যস্ত ছিলেন তখন আরেকটি প্রবল শক্তি লিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলো। এর কারণ ব্যাখ্যা করার আগে আমি প্রাথমিক কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করতে চাই। যেসব পেলাসজীয় ব্রাউরোন থেকে এথেনীয়ান মেয়েলোকগুলিকে অপহরণ করেছিলো তারা আগো নামক জাহাজের নাবিকদের পৌত্রগণকে লেসনোস থেকে বিতাড়িত করে। লেসনোস ত্যাগ করে ওরা জাহাজে করে রওনা দেয় ল্যাসিদিমনের উদ্দেশ্যে। ওখানে ওরা তায়গিটাস পর্বতের উপর বসতি স্থাপন করে। এই লোকগুলি যখন পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বালালো, তখন ল্যাসিদিমনীয়ানরা তা দেখতে পেয়ে, ওরা কারা এবং কোত্থেকে এসেছে জানবার জন্য একজন লোককে পাঠিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসিত হয়ে ওরা বললো,ওরা হচ্ছে 'মিনী' সম্প্রদায়ের লোক, আরগো নামক জাহাজে করে যে সব বীর বের হয়েছিলো এবং লেসনোসে বসতি স্থাপন করেছিলো ওরা তাদেরই বংশধর; ঐ সব বীর লেসনোসি যে পরিবারগুলির পত্তন করে মিনীরা সেই পরিবারগুলিরই লোক। ওদের পিতৃত্ব সম্পর্কে এ তথ্য জানার পর ল্যাসিদিমনীয়ানরা আরেকজন দূত পাঠায় — ওদের ল্যাসিদিমনে আসার উদ্দেশ্য এবং পাহাড়ের উপর ওদের আগুন ধরানোর কারণ জানার জন্য। এর উত্তরে ওরা জানায়, পেলাসজীয়ানদের দ্বারা লেসনোস থেকে বিতাড়িত হবার পর ওরা ওদের পিতৃপুরুষের দেশে ফিরে এসেছে ওদের পক্ষে এ কাজটি হয়েছে খুবই সংগত। এখন ওদের ইচ্ছা,

এখানে ওরা বসতি স্থাপন করবে এবং এখানকার জমিজমা এবং সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় ভাগ নেবে। তীন্ডারোসের পুত্ররা আরগোতে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করেছিলো। এই বিশেষ ঘটনাটিতে ল্যাসিদিমনীয়ানরা বিচলিত হয় এবং মিনীদের তাদের শর্তে গ্রহণ করতে রাজি হয়; ওরা ওদের ভূমিদান করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ওদের ভাগ করে দেয়। মিনীরা তখনই স্পার্টার মেয়েদের পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে এবং ওরা যেসব মেয়ে লোককে লেসনোস থেকে এনেছিলো তাদেরকে স্পার্টার পুরুষদের কাছে বিয়ে দেয়। অবশ্য, কিছুদিন যেতে না যেতেই মিনীরা তাদের নবার্জিত সুযোগসুবিধার দেমাগে সীমা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করলো; এমনকি রাজ শক্তিতেও ওরা অংশ দাবি করে বসলো। আরো এমনসব দাবি করে বসলো যা এর চাইতে কম অসংগত নয়। এজন্য ল্যাসিদিমনীয়ানরা ওদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই মতলবে ওদের কয়েদ করে জেলখানায় বন্দি করে। স্পার্টাতে আইনের মাধ্যমে হত্যার আদেশ সবসময়ই রাত্রে কার্যকর করা হয়। দিনের বেলা কখনো একাজ করা হয় না। তাই মিনীদের এ মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে তাদের স্ত্রীরা স্বামীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য জেলে প্রবেশের অনুমতি চায়। এ মেয়েগুলি ছিলো সকলেই স্পার্টার স্থানীয় রমণী, স্পার্টার নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের কন্যা। কাজেই বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ কারো মনে জাগলো না। ওরা ওদের অনুরোধ মঞ্জুর করিয়ে নিতে সফল হলো। জেলখানায় ঢুকে ওরা ওদের স্বামীদের সঙ্গে পোষাক বদল করে এবং এভাবে ওদের স্বামীরা ছদ্মবেশে নারী হিসেবে সহজেই জেলখানার দরোজা দিয়ে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর এভাবে পালিয়ে গিয়ে ওরা আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তায়গিটাসের উপর।

এসব ব্যাপার যখন ঘটছিলো তখন ঔর্তেসনের পুত্র থেরাস (ঔর্তেসনের পিতা ছিলেন তিসামেনুস, তার পিতা ছিলেন থারস্যাণ্ডার এবং তাঁর পিতা ছিলেন পলীনীসেস) অন্য কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপন করার জন্য ল্যাসিদিমন ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। জন্মের দিক দিয়ে থেরাস ছিলেন ক্যাডমাসের বংশধর এবং এরিস্তোদেমাসের দুই পুত্র ইউরোসতেনিস এবং প্রোকলিসের মামা তাঁর ভাগিনেয়দের শৈশবকালে স্পার্টায় কাজ করছিলেন রাজ প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু যখন শিশু দুটি বড় হয়ে শাসন ক্ষমতা হাতে নিলো তখন ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর এভাবে একটা অধীন অবস্থায় পতিত হয়ে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি ল্যাসিদিমনিয়ায় থাকবেন না এবং জাহাজে করে থেরাদ্বীপে তাঁর খানদানের লোকদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবেন। এই দ্বীপটি ক্যালিস্তা নামে পরিচিত ছিলো এবং ফিনিসীয়ান পইসিক্লিসের পুত্র ম্যামলিয়ারুমের কতিপয় বংশধর বাস করতো এ দ্বীপে। এজিনোরের পুত্র ক্যাডমাস ইউরোপার খোঁজে বের হয়ে এই দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন এবং আবার অজ্ঞাত কোনো কারণে, অথবা হয়তো এই জায়গাটি তিনি পছন্দ করেছিলেন বলেই এখানে তার জ্ঞাতির লোক মেম্বলিয়ারুসসহ কিছুসঙ্খ্যক ফিনিসীয়ানকে রেখে গিয়েছিলন। এ লোকগুলি এবং তাদের বংশধরেরা ল্যাসিদিমোন থেকে থেরাস আসার আগে ক্যালিস্তা দ্বীপে আট পুরুষ

ধরে বসবাস করেছে। আর এদেরই সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশ্যে স্পার্টার বিভিন্ন কওম থেকে নির্বাচিত একদল ঔপনিবেশিককে নিয়ে সমুদ্রপথে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন থেরাস। ওদের বের করে দেয়ার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। তিনি জোর দিলেন তাঁর এবং ওদের মধ্যে পারিবারিক যে বন্ধন রয়েছে তার উপর এবং চাইলেন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ওদের সঙ্গে বসবাস করতে।

ঠিক এই সময়ে মিনীরা কয়েদখানা থেকে পালিয়ে তারগিটাসে এসে আসন গেড়ে বসে। ল্যাসিদিমনীয়ানরা তখন ওদের ধ্বংস করার ফন্দি আঁটছিলো। রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে থেরাস ল্যাসিদিমনীয়ানদের কাছ থেকে ওদের এই শর্তে চেয়ে নেন যে তিনি ওদের এই দেশ থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে যাবেন। ল্যাসিদিমনীয়ানরা এতে রাজি হয়। থেরাস তখন ত্রিশ দাঁড়ের একটি জাহাজে করে মিনীদের সঙ্গে নিয়ে, কিংবা বলা যায়, ওদের কয়েকজনকে নিয়ে মেম্বলিয়ারুসের বংশধরদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন; কারণ বেশিরভাগ লোক সরে পড়েছিলো প্যারিয়োরেতী ও কৌকোনেস সম্প্রদায় দুটির অঞ্চলের দিকে। তাদের ওরা বিতাড়িত করেছিলো তাদের ঘরবাড়ি থেকে। পরে ওখানে নিজেদেরকে যে ছয়টি ভাগে ওরা ভাগ করেছিলো সেই ছয়টি অঞ্চলে নিজেদের ছয়টি শহর নির্মাণ করে। শহরগুলির নাম লেপ্রেউম, ম্যাকিসতাস, ফ্রিক্সী, পীরগাস, ইপিয়াম, ন্যুদিয়াম; এদের বেশিরভাগই আমার স্মরণকালের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়েছে ইলিমবাসীদের দ্বারা। ক্যালিস্তায় থেরাস বসতি স্থাপন করার পর নতুন করে এর নামকরণ করা হয় থেরা।

এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে থেরাসের পুত্র অস্বীকৃতি জানায়। থেরাস তখন বললেন তিনি তাকে পিছনে রেখে যাবেন নেকড়ের পালের মধ্যে এক ভেড়ার মতো। এ মন্তব্যটি আকর্ষণীয় হয়েছিলো, যার ফলে এই তরুণটি পরিচিত হয় ঈওলিকাস নামে। এই নামটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়ে তার সঙ্গে। পরবর্তীকালে তার ঔরসে জন্ম নেয় আইজিয়াস, যার থেকে আইজিডি নামে একটি পরাক্রান্ত স্পার্টান গোত্রের সূত্রপাত হয়। ঐ গোত্রের পুরুষদের দৈবজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছিলো — ইডিপাস ও লাইয়াসের প্রতিহিংসা দেবীদের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করতে, কারণ ওদের সন্তানাদি কখনো বাঁচতো না। এই প্রতিকার সফল হয় এবং শিশুমৃত্যু থেমে যায়। থেরাতে ওদের বংশধরদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিলো।

এ পর্যন্ত ল্যাসিদিমনীয়ান এবং থেরীয়ানরা একই কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। এর পর যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা কেবল থেরার লোকদের উপর নির্ভর করেই বলছি। এ দ্বীপের প্রভু থেরাসের এক বংশধর ঈসানযূসের পুত্র গ্রীনূস গিয়েছিলো ডেলফি, তার সম্প্রদায়ের পক্ষে একশত বন্দিকে উৎসর্গ করার জন্য। দ্বীপের লোকদের মধ্যে সঙ্গী একজন ছিলো, ইউফেমেদী বংশের মিনিয়া পরিবারের একজন সদস্য, পলিমনেসতুসের পুত্র বাটুস।

ডেলফিতে তার অবস্থানকালে গ্রীনুস দৈবজ্ঞকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং আচার্যা তাকে এই অসংলগ্ন উত্তর দেয় যে, তাকে লিবিয়ায় একটি নগরী স্থাপন করতে হবে।

'দেব এপোলো', সে উত্তর দেয়, 'এ ধরনের একটি সফরের জন্য আমি অতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম; আপনি কি আমার পরিবর্তে এসব তরুণের কাউকে এ দায়িত্ব নেয়ার জন্য বলতে পারেন?' কথা বলার সময় সে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করছিলো বাট্টুসের দিকে। তখনকার মতো কিছুই ঘটলো না। ওরা ডেলফি ত্যাগ করলো এবং দৈবজ্ঞের কথাও ভুলে গেলো। ওরা এবিষয়ে কিছুই করলো না, কারণ ওরা জানতোও না, লিবিয়া কোথায়। কেবল দিকচিহ্নহীন নীল সমুদ্রে ধ্বংস হওয়ার জন্য একদল লোককে পাঠানোর চেষ্টা থেকে তারা সরে রইলো দূরে। এর পরে সাত বছর থেরায় একফোঁটা বৃষ্টিও হলো না। কেবল একটি গাছ ছাড়া দ্বীপের আর সব গাছ শুকিয়ে মরে গেলো। এই কঠিন অবস্থায় থেরার লোকেরা ডেলফিতে আবার প্রতিনিধি পাঠায় উপদেশের জন্য; তখন ওদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো — বসতির জন্য প্রেরিতব্য লোকদের কথা, যাদের ওরা লিবিয়ায় পাঠায়নি। তখন আর তাদের কোনো গত্যন্তর রইলো না। কাজেই তারা ক্রীট দ্বীপে কিছু লোক পাঠালো — সেই দ্বীপের কোনো বাসিন্দা অথবা সেখানে বসবাসকারী কোনো বিদেশী কখনো লিবিয়ায় গিয়েছে কিনা, জানার জন্য। লিবিয়ার পথে সফর করতে গিয়ে থেরার এই দলটি এসে পৌছলো ইতোনূসে। ওখানে ওরা করোভিয়ূস নামক এক রং-ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা পায়। ঐ লোকটি ওদের বললো — একবার সফরে ঝঞ্ঝা-তাড়িত হয়ে তার জাহাজটি গিয়ে ভিড়েছিলো প্লাতি নামক একটি দ্বীপে, লিবিয়ার উপকূলের ঠিক কাছেই। ঐ লোকটিকে ওরা টাকা দিয়ে সঙ্গে করে থেরা নিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর করোভিয়ূসকে পাইলট করে একটি ছোট্ট অনুসন্ধানকারীদল সমুদ্র যাত্রা করে। ওরা প্লাতি দ্বীপে পৌছে কয়েকমাসের জন্য প্রচুর রসদসহ করোভিয়ূসকে সমুদ্রতীরে নামিয়ে দেয় এবং দ্বীপটি আবিষ্কার করতে তারা সফল হয়েছে, এ খবর জানানোর জন্য ওরা স্বদেশের পথে ক্ষিপ্রগতিতে ওদের জাহাজ ভাসিয়ে দেয়। করোভিয়ূসের সঙ্গে তাদের কথা হলো — একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওরা অন্যত্র থাকবে; কিন্তু এই সময় পার হয়ে গেলে করোভিয়ূস রসদের অভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কলিউসের নেতৃত্বে মিশরগামী স্যামোসের একটি জাহাজ প্রতিকূল বাতাসে তাড়িত হয়ে গিয়ে ঠেকলো প্লাতি দ্বীপে। জাহাজের নাবিকরা করোভিয়ূসের কাহিনী শুনে তার এক বছরের উপযোগী প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার রেখে ওরা আবার মিশরের পথে রওনা করে। ওখানে পৌঁছানোর জন্য ওরা ছিলো খুবই উদ্বিগ্ন, কিন্তু পূবদিক থেকে প্রবাহিত প্রবল বাতাস ওদের ওখানে পৌঁছতে দিলো না এবং হাওয়া এমন নিরবচ্ছিন্নভাব বইতে লাগলো যে, তা সোজা হিরাক্লিসের স্তম্ভদ্বয়ের ভেতর দিয়ে ওদের ঠেলে নিয়ে গেলো পশ্চিম দিকে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের ভাগ্যে সাধারণত যা ঘটে না তেমনি এক সৌভাগ্য বশে ওরা গিয়ে পৌছতে সক্ষম হলো তার্তেস্সাসে। এ স্থানটি তখনো পর্যন্ত মানুষের ব্যবহারে আসেনি। এর ফলে, স্যামোসের ব্যবসায়ীরা দেশে ফিরে তারা তাদের জাহাজে করে আনীত সওদা থেকে যে

মুনাফা করলো, তা আমাদের নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত যে কোনো গ্রীকের মুনাফার চেয়ে ছিলো অনেক বেশি। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম আছে। ঈজিনার সিসতাতুস, যার পিতা ছিলেন লিওদেমাস, তাঁর সঙ্গে কারোই তুলনা হয় না। তাদের মুনাফার এক দশমাংশ, যা ছয় ট্যালেন্ট বা পনের শত পাউণ্ডের সমান, ওরা ব্যয় করে ব্রোঞ্জের একটি পাত্র তৈরি করার জন্য, যার কাঁধে নিরবচ্ছিন্ন একসারি গ্রিফিনের মাথা ছিলো খোদিত। পাত্রটি আকারে ছিলো আর্গোসের মদের গামলার মতো। এই গামলাটি সাড়ে এগারো ফুট উঁচু হাঁটু গেড়ে বসা তিন বোঞ্জের মূর্তির উপর রেখে অর্ঘ্য হিসেবে তা স্থাপন করা হলো হীরার মন্দিরে। স্যামোসের ব্যবসায়ীরা করোভিয়ুসকে যে সাহায্য দান করেছিলো তা-ই, একদিকে স্যামোস এবং অন্যদিকে সাইরেনি ও থেরার মধ্যে বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনের উৎস।

যেসব থেরীয়ান করেভিয়ুসকে প্লাতি দ্বীপে রেখে গিয়েছিলো ওরা দেশে ফিরে গিয়ে বললো যে, ওরা লিবিয়ার উপকূলের নিকটেই এক দ্বীপে বসতি স্থাপন করে এসেছে। এর ফলে স্থির হলো এই নতুন কলোনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য একটি দল পাঠানো হবে। এই দলে থেরার সাতটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকবে। ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে লটারির সাহায্যে স্থির করবে, কারা কারা এই দলে যোগ দেবে। দলটির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে বাট্টুসের। দুটি পঞ্চাশ দাঁড়ী জাহাজে ওরা রওনা করলো প্লাতি দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

উল্লেখ্য, আমি উপরের কাহিনী বর্ণনা করেছি থেরীয়ানদের বিবরণীর উপর ভিত্তি করে। একাহিনীর শেষ অংশটির সঙ্গে সাইরেনের লোকেরা একমত। যাই হোক বাট্টুসের ব্যাপারে ওরা কিন্তু ভিন্ন কাহিনী বলে। ওরা বলে — ক্রীটের অন্তর্গত ওকসাস নামক এক নগরীর শাসনকর্তা ঈতীয়াকুসের এক কন্যা ছিলো। এ কন্যাটির মা মারা গেলে ঈতীয়াকুস আবার বিয়ে করেন। এই স্ত্রীলোকটি এ পরিবারে ঢোকার পরই সে ফ্রনিমার একটি সত্যিকার সৎমা হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে কাজে এবং নামেও — আর ওকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার চিন্তা সে করতে লাগলো। সবার উপরে সে অভিযোগ আনলো — কন্যাটি একটি ছিনাল, বদমাশ। ঈতীয়াকুসের বিশ্বাস জন্মানো হলো — তার স্ত্রী যা বলেছে তা সত্য। এর ফলে, সে স্থির করলো সবচেয়ে জঘন্য এক উপায়ে সে হতভাগিনী ফ্রনিমাকে বিদায় দেবে। সে এই উদ্দেশ্যে ওক্সাসের বাসিন্দা থেমিসোন নামক এক থেরীয়ান ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং সে তাকে কসম করে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে যাই বলা হয় সে তাই করবে। তার নিকট এই শপথ আদায় করার পরই সে তার কন্যাকে এনে থেমিসোনের হাতে তুলে দেয় এবং ওকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে বলে। থেমিসোনের কাছ থেকে যেভাবে ফাঁকি দিয়ে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করা হলো তাতে থেমিসোন খুবই রেগে যায় এবং ঈতীয়াকুসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সে ভেঙে ফেলে। তারপর, শপথ করিয়ে তার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছিলো সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে সে বালিকাটিকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে রওনা করে এবং স্থলভাগ শেষ হওয়ার পর সে বালিকাটিকে একটি রশির আগায় বেঁধে রশি ঢিলা করে পানিতে নামিয়ে দেয় এবং পরে আবার তাকে টেনে তোলে এবং তাকে নিয়ে চলে যায়

থেরা। পরে ওখানে পলিমনেসটাস নামক একজন থেরীয়ান কন্যাটিকে তার পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে। সময়ে এই মেয়েটির ঘরে একটি পুত্র সন্তান হয়। শিশুটি ছিলো তোৎলা, তার কথা ছিলো কিছুটা অস্পষ্ট। থেরা এবং সাইরেনিতে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে বলা হয়, এই শিশুটিরই নামকরণ করা হয় বাটুস। আমার মতে, লিবিয়া পৌঁছানোর পূর্বে কখনো তিনি বাটুস নামে পরিচিত ছিলেন না। লিবিয়াতে গিয়েও, ডেলফির দৈবজ্ঞের কথার ফলস্বরূপ এবং লিবিয়াতে তিনি যে উচ্চপদের অধিকারী হলেন সে কারণে নিজেই তিনি এই নাম ধারণ করেন — কারণ লিবিয়ান ভাষায়, বাটুস শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজা। আমার মনে হয়, ডেলফিতে আচার্যা ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় তাকে একারণেই এ লিবিয়ান শব্দটির দ্বারা সম্বোধন করেছিলো, কারণ আচার্যা জানতো বাটুস লিবিয়ার রাজা হবেন একদিন। যুবক হওয়ার পর বাটুস ডেলফিতে গিয়ে তার জিহ্বার জড়তা সম্পর্কে দৈবজ্ঞের পরামর্শ চাইলে তাকে নিম্নলিখিত দুটি ছত্রের দ্বারা উত্তর দেয়া হয় ঃ

'ও বাটুস, তুমি এসেছো তোমার কণ্ঠস্বরের জন্য;
কিন্তু দেবতা এপোলো তোমাকে পাঠিয়েছেন
মেষের ধাত্রী লিবিয়াতে
একটি নগরী নির্মাণের জন্য।"

— যা গ্রীক ভাষায় "হে রাজন, আপনি এসেছেন গলার স্বরের জন্য" একথা বলারই শামিল। এর জবাবে বাটুসই অভিযোগ করেন যে, তাঁর কথাবার্তা ও উচ্চারণের ত্রুটির ব্যাপারে তিনি পরামর্শ চাইতে এসেছেন অথচ তাকে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেবল একথাই বলা হলো যে তিনি যেন লিবিয়াতে একটি লোকবসতি স্থাপন করেন, যা তাঁর পক্ষে করা হয়তো সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কি ক্ষমতাই বা রয়েছে এবং কাকেই বা বুঝিয়ে তিনি সঙ্গে নিতে পারন? কিন্তু তাঁর এই অভিযোগ নিস্ফল হলো। দৈবজ্ঞের কাছ থেকে তিনি আর কোনো উত্তরই আদায় করতে পারলেন না। ফের যখন একই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হলো, আচার্যা তাঁর কথা শেষ করার আগেই বাটুস মন্দির ত্যাগ করে থেরাতে ফিরে যান। এর পরে আর তার অবস্থা আগের মতো ভালো থাকলো না। বলতে কি, সেই দ্বীপে বাটুস এবং আর যারা ছিলো সকলেই প্রত্যেক ব্যাপারেই অসুবিধায় পড়তে লাগলো তারা যা করেন তাতেই তাদের ভুল হয়। তাদের এই দুর্দশার কারণ তারা বুঝতে পারলেন না। আবার যখন ওরা ডেলফিতে এ ব্যাপারে উপদেশের জন্য প্রতিনিধি পাঠালেন সেই পুরনো জবাবেরই পুনরাবৃত্তি হলো ঃ আচার্যা বললো, লিবিয়ার সাইরেনেতে একটি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যদি ওরা বাটুসের সাথে যোগ দেয় তাহলে তাদের কপাল ফিরে যাবে। এ জবাবের পর শেষ সিদ্ধান্ত হলো — বাটুসকে সদলবলে ওখানে পাঠানো হবে। তখন বাটুস ও তার সাথে একদল লোক পঞ্চাশ দাঁড়ী দুটি জাহাজে করে লিবিয়া যাত্রা করেন। ওরা উপকূল পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। কিন্তু এরপর কি করতে হবে ঠিক করতে না পেরে আবার থেরার পথে পাল তুলে দেয়। কিন্তু দ্বীপবাসীরা তাদের

তীরে নামতে দিলো না। ওরা যখন খাঁড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করছে তখন দ্বীপের লোকেরা তাদের উপর নানা রকম জিনিস ছুঁড়ে মারতে লাগলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো — ওদের অবশ্যই জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যেতে হবে। কাজেই, এবিষয়ে যখন তাদের আর কিছুই করবার উপায় ছিলো না তারা বাধ্য হয়ে আবার লিবিয়া যাত্রা করে। এবার ফিরে গিয়ে ওরা, আমি ইতিপূর্বে সমুদ্রের উপকূলবর্তী যে প্লাতি দ্বীপের কথা উল্লেখ করেছি সেই দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। বলা হয়, এটি আকারে বর্তমানকালের সাইরেনের মতো।

বসতকারেরা প্লাতিতে দু'বছর অবস্থান করে। কিন্তু ওরা ওদের নতুন আবাসভূমিতে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং ওরা সকলে আবার ডেলফির পথে পাল তোলে। কেবল একজন লোককে পিছনে ওরা রেখে যায় ঐ দ্বীপে। ওরা দৈবজ্ঞের কাছে গিয়ে জানলো ওরা লিবিয়াতে বসবাস করলেও ওদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো নয়। এর জবাবে আচার্যা বললো, (দুছত্র কবিতায়) সে নিজে লিবিয়াতে গিয়েছিলো — কিন্তু ওরা যায় নি। কাজেই ওরা যদি ঐ দেশটিকে আচার্যার চাইতে বেশি জানে তাহলে বলতে হবে ওরা ভীষণ চালাক। একথা শোনার পর আবার প্লাতির উদ্দেশ্যে পাল তোলেন বাটুস এবং তার লোকজনেরা। কারণ, একথা ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যতদিন ওরা লিবিয়ার মূল ভূখণ্ডে একটি লোকবসতি সত্যি সত্যি স্থাপন না করেছে ততদিন এপোলো ওদের ছাড়বে না। তাই পথে দ্বীপটিতে থেমে, ওরা ওখানে যে লোকটিকে রেখে গিয়েছিলো তাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছলো মূল ভূখণ্ডে এবং প্লাতির ঠিক দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে আযিরিস নামক স্থানে নির্মাণ করলো একটি শহর; স্থানটি দেখতে খুবই চমৎকার। যার একদিকে রয়েছে নদী এবং উভয়দিকে রয়েছে চমৎকার উপত্যকা। ওখানে ওরা ছয় বছর বাস করে। এরপর লিবীয়ানরা ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঐ স্থান থেকে উঠে যেতে বাধ্য করে। লিবীয়ানরা বললো — ওদের এর চাইতে আরো সুন্দর জায়গা দেখিয়ে দেবে। এভাবে ওদের ওখান থেকে চলে যাবার জন্য রাজি করিয়ে লিবীয়ানরা আরো পশ্চিম দিকে নিয়ে যায় এবং এই সফরের জন্য, সময় এভাবে ঠিক করে যে ওরা দেশের সব চাইতে উত্তম স্থানটি — যাকে বলা হয় ইরাসা — অতিক্রম করে যায় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যেন ওরা ঐ স্থানটি দেখতে না পায়। শেষ পর্যন্ত ওরা গিয়ে পৌঁছলো সেই ফোয়ারায়, যাকে বলা হয় এপোলোর ফোয়ারা আর লিবীয়ান পথপ্রদর্শকরা গ্রীকদের বললো ঃ "এই স্থানেই তোমরা বসতি স্থাপন করবে, কারণ এখানে আকাশে একটি ছেদা রয়েছে।"

সাইরেনের প্রতিষ্ঠাতা বাটুসের জীবনকালে, যিনি ওখানে প্রভুত্ব করেন চল্লিশ বছর, এবং তাঁর পুত্রের আমলে, যিনি ষোল বছর প্রভুত্ব করেন ওখানে, শহরের লোকসঙ্খ্যা ছিলো প্রথম বসতকারদের সঙ্খ্যার সমান। কিন্তু এই দ্বীপের তৃতীয় রাজার রাজত্বকালে, যিনি পরিচিত ছিলেন ভাগ্যবান বাটুস নামে, ডেলফিতে ঘোষিত একটি দৈববাণীর কারণে এ বসতিতে যোগদানের জন্য গ্রীকদের মধ্যে ভীষণ একটা তাড়াহুড়া শুরু হয়ে যায়। অবস্থা এই হলো যে, সাইরেনের লোকেরা নতুন বসতকারদের জমি দান করতে লাগলো

এবং দৈববাণীর মাধ্যমে বলে দেয়া হলো, যে কেউ জমি বণ্টন শেষ হয়ে যাওয়ার পর মনোরম লিবিয়াতে আসবে সেই একদিন পস্তাবে।

এভাবে, ঐ স্থানের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, আর ওরা প্রতিবেশীদের এলাকায় জবরদস্তি প্রবেশ করতে শুরু করে। এমনিধারা এর সম্প্রসারণ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিজ এলাকা হারিয়ে এবং সাইরেনের প্রভুসুলভ দাপটে অতীষ্ট হয়ে লিবীয়ানরা তাদের রাজা আদিক্রানের রাজত্বকালে মিশরে একজন দূত পাঠায় এবং মিশরের রাজা এপ্রিয়েসের কর্তৃত্বে নিজেদের সমর্পণ করে। এপ্রিয়েস একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে সাইরেনের বিরুদ্ধে পাঠান। সাইরেনীয়ানরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ইরাসায় থেসটিসের কূয়ার দিকে মার্চ করে এগিয়ে যায় এবং মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করে যুদ্ধে ওদের পরাস্ত করে। এই পরাজয় হলো মারাত্মক, — এমনি মারাত্মক হলো যে, মাত্র অল্প কিছু লোকই জান নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে সক্ষম হলো। এ পরাজয়ের কারণ, গ্রীকরা কিভাবে যুদ্ধ করে সে সম্বন্ধে পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা মিশরীয়দের না থাকায় এই যুদ্ধকে গুরুত্ব দিতেও তারা প্রস্তুত ছিলো না। এপ্রিয়েসের প্রজারা এ ধ্বংসকর অভিযানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাকেই দায়ী করে এবং এজন্য ওরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ভাগ্যবান বাট্টুসের এক পুত্রের নাম আর্সেসিলাউস। তিনি ক্ষমতা পাওয়ার পর তাঁর ভাইদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। ফলে, তারা ওঁকে ছেড়ে দেশের অন্য এক অঞ্চলে চলে যায় এবং নিজেদের উদ্যোগে একটি দ্বিতীয় বসতি, বার্কা নামক শহর স্থাপন করে। এখনো শহরটি এই নামেই টিকে আছে। শহরটি যখন নির্মিত হচ্ছিলো তখন ওরা সাইরেনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করতে রাজি করায় এবং যারা এতে রাজি হলো আর্সেসিলাউস তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সাইরেনের সৈন্যবাহিনীর আগমনে ভীত হয়ে লিবীয়ানরা তাড়াহুড়া করে পূব দিকে সরে পড়ে। আর্সেসিলাউস ওদের তাড়া করে লিবীয়ান শহর লিউকন পর্যন্ত নিয়ে যান। ওখানে এসে পলাতকরা আবার জোট বাঁধে এবং তাঁকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরে যে যুদ্ধ শুরু হলো তাতে সাইরেনীয়ানরা ভীষণ মার খায়। ঐ যুদ্ধে ওরা ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাত হাজার যোদ্ধাকে হারায়। এ ভয়ঙ্কর আঘাতের পর আর্সেসিলাউস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছু ওষুধ সেবনের পর তাঁর ভাই লিয়ারকাস তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলেন; পরিণামে, আর্সেসিলাউসের স্ত্রী এরিকসো আবার তাকেও হত্যা করেন। এরপর সাইরেনির বিচারকরা আর্সেসিলাউসের পুত্র খোঁড়া এবং তোৎলা বাট্টুসকে কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করেন। এই দুর্ভাগ্যের ফলে সাইরেনীয়ানরা ডেলফিতে দৈবজ্ঞের কাছে পরামর্শের জন্য লোক পাঠায়। তারা জনতে চাইলো ঃ সবচেয়ে সন্তোষজনক একটি সরকার পরিচালনার জন্য তাদের কাজকর্ম কিভাবে চালানো উচিত। জবাবে আচার্যা জানালো, তাদের সবকিছু ঠিকঠাক করে দেয়ার জন্য তাদের আর্কেডিয়ার ম্যান্টিনী থেকে একজন লোককে নিয়ে আসতে হবে। তারা একজন উপযুক্ত লোকের জন্য আবেদন করে। ওদের তখন

দেমোনাক্স নামক একজন লোকের সার্ভিস ধার দেয়া হয়। ম্যান্টিনীর নাগরিকদের মধ্যে এই লোকটির খ্যাতি ছিলো সর্বোচ্চ। দেমোনাক্স সাইরেনে গিয়ে ওখানকার পরিস্থিতির খুঁটিনাটির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হন। তারপর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন : তিনি ওখানকার লোকজনকে তিনটি শাখা বা গোত্রে ভাগ করেন, প্রথম শাখায় থাকবে থেরা থেকে আগত ঔপনিবেশিক ও তাদের প্রতিবেশীরা, দ্বিতীয় শাখাটি গঠিত হবে পিলোপোনিস এবং ক্রীট থেকে আগত লোকজনদের নিয়ে, আর তৃতীয় শাখাভুক্ত হবে বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকেরা। এরপর তিনি নগরীর শাসক বাট্টুসকে কতকগুলি খাস জায়গা এবং পুরোহিতের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সব সুযোগসুবিধা, যা আগে কেবল শাসকই ভোগ করতেন, সেসবই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। বাট্টুসের জীবৎকালে এইসব ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আর্সিসিলাউসের রাজত্বকালে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ এবং সুযোগসুবিধা নিয়ে ভয়ঙ্কর গোলমাল বাঁধে, এবং ফেরেথিমা ও খোঁড়া বাট্টুসের পুত্র আর্সেসিলাউস দেমোনাস কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষরা যে সব অধিকার ভোগ করতেন সে সব অধিকার ফিরে পাবার জন্য দাবি জানান। এরপরে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো তাতে তিনি পরাজিত হয়ে স্যামোসে যান এবং তাঁর মা গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন সাইপ্রাসের সেলামিশ নামক স্থানে। তখন ঐ শহরটি ছিলো ইউয়েলথোনের নিয়ন্ত্রণে — যিনি ডেলফিতে করিন্থিয়ার সম্পদ ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য ধূপাধারটি উৎসর্গ করেছিলেন। ইউয়েলথোনের দরবারে হাজির হয়ে ফেরেথিমা, তিনি যে দলটির প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই দলটিকে সাইরেনেতে আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি সামরিকবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে আবেদন জানান। কিন্তু ইউয়েলথোন সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে রাজি ছিলেন না। উদারভাবে তাকে অন্যান্য জিনিস তিনি দিয়েছিলেন এবং যখনি ফেরেথিমা একটি উপহার গ্রহণ করতেন তখনি তিনি বলতেন — হ্যাঁ উপহারটি চমৎকার বটে। কিন্তু তিনি যা চাইছেন তার মতো চমৎকার নয়; তাঁর কাছে একটি সৈন্যবাহিনীই হবে সবচেয়ে বড় উপহার। ফেরেথিমা যখন প্রত্যেক বারই একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন তখন ইউয়েলথোন করলেন কি — শেষ পর্যন্ত তাকে একটি সোনার টাকু ও পশম সমেত সূতা পেচানোর জন্য কাঠের দণ্ড (distaff) পাঠিয়ে দিলেন। ফেরেথিমা আগের মতোই তার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন যার জবাবে ইউয়েলথোন বলতে বাধ্য হন — তিনি তাকে এমন একটি উপহার পাঠিয়েছেন যা তার মতো নারী জাতের অর্থাৎ নারীর উপযোগী, কারণ সৈন্যবাহিনী রমণীর উপযোগী নয়।

সে সময়ে, জমি মঞ্জুর করবার ক্ষমতা তার আছে, এই প্রতিশ্রুতির বলে আর্সেসিলাউস তাঁর স্যাধ্যমতো সামোসের সব লোকজনদের একত্রিত করছিলেন এবং বেশ বড় রকমের একটি দল গঠন করার পরপরই তিনি ডেলফির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন — সাইরেনেতে তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে দৈবজ্ঞের পরামর্শ লাভের জন্য।

আচার্যা জবাবে বললো, "এপোলো লোক্সিয়াস আপনাকে সাইরেনেতে ক্ষমতা দান করছেন আট পুরুষের জন্য, এর মধ্যে চার জনের নাম হচ্ছে বাটুস আর অপর চারজনের নাম হচ্ছে আর্সেসিলাউস। কিন্তু দেবতা আপনাকে বলছেন — এই সময়ের বেশি ক্ষমতা ধরে রাখবার চেষ্টা আপনারা করবেন না। আর আপনার সম্পর্কে কথা এই ঃ আপনি দেশে ফিরে যাবার পর ভদ্র ও নম্র হবেন। আপনি যদি দেখতে পান চুল্লিটি মৃন্ময় পাত্রে পূর্ণ আপনি সেগুলি পোড়াবেন না, বরং বাতাসের অনকূলে সেগুলি নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু আপনি যদি চুল্লিটিকে তপ্ত করে ফেলেন, তাহলে পানিবেষ্টিত ভূভাগে আপনি প্রবেশ করবেন না; কারণ, তা করলে আপনি মারা যাবেন এবং তার সাথে আপনার সঙ্গে উত্তম ষাঁড়গুলিও মারা পড়বে।"

দৈবজ্ঞের এ উক্তি শোনার পর আর্সেসিলাউস তার স্যামীয়ান সমর্থকদের নিয়ে ফিরে গেলেন সাইরেনেতে এবং পুনরায় সর্বময় ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর পরই তিনি দৈবজ্ঞের হুঁশিয়ারি ভুলে গেলেন এবং তাঁর যে সব রাজনৈতিক বিরোধী লোক তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বসলেন। তাদের অনেকেই চিরদিনের জন্য ওদেশ ছেড়ে চলে গেলো। বাকি যারা তাঁর হাতে পড়লো তাদের তিনি মৃত্যুর কবলে পাঠিয়ে দিলেন, সাইপ্রাসে। কিন্তু শেষোক্ত লোকগুলি প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন স্নিদাস দ্বীপে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। ওখানে দ্বীপবাসীরা তাদের উদ্ধার করে থেরা পাঠিয়ে দেয়। অন্যরা একটি প্রাইভেট দালানের অন্তর্গত এক উচ্চ মিনারে উঠে সেখানে আত্মগোপন করে। আর্সেসিলাউস এই স্থানটির চারপাশে কাঠখড়ি স্তূপীকৃত করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন। এই কাণ্ডের পর দেরিতে হলেও তিনি বুঝতে পারলেন যে, আচার্যা তাকে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত করেছিলো যখন তাকে সে এই মর্মে সতর্ক করেছিলো মৃন্ময় পাত্রগুলিকে চুলার উপর ফেলে সেগুলি যেন পোড়ানো না হয়। এই উপলব্ধির পর তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সাইরেনে থেকে দূরে সরে গেলেন। তাঁর মনে হলো, সাইরেনেই হয়তো পানিবেষ্টিত সেই ভূখণ্ড যার কথা দৈবজ্ঞ বলেছিলো। তাঁর ভয় হলো তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁর অব্যাহতি ছিলো না ঃ তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন, যার সঙ্গে ছিলো তার রক্তের সম্পর্ক। তিনি ছিলেন বার্কার শাসক আলাজিরের কন্যা। তিনি আলাজিরের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন; সাইরেনে থেকে নির্বাসিত কতিপয় লোকসহ বার্কার লোকেরা দেখতে পায় — তিনি শহরে পায়চারি করছেন। ঐ অবস্থায় ওরা তাঁকে হত্যা করে। ওরা তাঁর শ্বশুর আলাজিরকেও হত্যা করে। এভাবে, আর্সেসিলাউস, তিনি তা চান কি-না চান, দৈবজ্ঞের কথার মানে বুঝতে পারেননি, ফলে তার নিয়তিতে যা ছিলো তাই ঘটলো।

আর্সেসিলাউস যখন বার্কাতে সেই কাজ করছিলেন যা পরিণামে তাঁর ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে, সে সময়ে তাঁর মা ফেরেথিমা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সাইরেনেতে; তিনি তাঁর পুত্রের সুযোগসুবিধাগুলি ভোগ করছিলেন, সরকারি কাজে অংশ গ্রহণ করছিলেন এবং আসন গ্রহণ করছিলেন মন্ত্রণা পরিষদেও। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই তিনি পালিয়ে গেলেন মিশর, সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেসকে আর্সেসিলাউস যে বিশেষ সার্ভিস দিয়েছিলেন, তারই বদৌলতে — কারণ আর্সেসিলাউসই সাইরেনেকে এনে দিয়েছিলেন ক্যামবিসেসের অধীনে এবং করের একটি পরিমাণও ঠিক করে দিয়েছিলেন। ওখানে পৌঁছেই তিনি এরিয়ানদেসের দয়া ভিক্ষা করেন কাকুতিমিনতির সঙ্গে। তাঁর এই সাহায্যের অনুরোধ যে ন্যায়সঙ্গত তার যুক্তি হিসেবে তিনি বললেন — পারস্যের সঙ্গে আর্সেসিলাউসের বন্ধুত্বই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এরিয়ানদেসকে মিশরে গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন ক্যামবিসেস। ইনি সেই ব্যক্তি যিনি পরে দারায়ূসের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। দারায়ূস এমন কিছুর দ্বারা তাঁর নিজের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে চান যা পূর্বে আর কোনো রাজাই করেননি। এরিয়ানদেস এ সম্পর্কে যা শুনেছিলেন এবং যা দেখেছিলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে দারায়ূসের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এই দাম্ভিকতার জন্য যা তাঁর প্রাপ্য ছিলো অকালেই তাঁর জীবনে তা ঘটে গেলো। ব্যাপার যা ঘটলো তা এই ঃ দারায়ূস একটি স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন, যাতে ব্যবহৃত ধাতুটি ছিলো চূড়ান্ত রকমের খাঁটি। এরিয়ানদেস মিশরের গবর্নর হিসেবে তারই অনুকরণে চালু করেন, একটি রৌপ্যমুদ্রা। বলা বাহুল্য, এখনো পর্যন্ত এরিয়ানদেস প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রাই হচ্ছে সবচেয়ে খাঁটি। দারায়ূস এ কথা জানতে পেরে তাঁর ক্রোধের আসল কারণ লুকিয়ে এরিয়ানদেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে তাকে প্রাণদণ্ড দেন।

কিন্তু আমি যে কথা বলছিলাম ঃ এরিয়ানদেস ফেরেথিমার কাহিনী শুনে তাঁর জন্য সহানুভূতিতে বিগলিত হন এবং মিশরের পদাতিক ও নৌবাহিনীর সকল ফৌজকে অর্পণ করেন তাঁর সাহায্যে। মেরাফিয়া গোত্রের এমাসিসকে করা হলো পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি এবং পেসার্গাদি গোত্রের বাদ্রেস হলেন নৌবাহিনীর অধিনায়ক। তারপর, ওদের অগ্রসর হয়ার হুকুম দেয়ার আগে তিনি এক নকিব পাঠালেন বার্কায় — যে লোকটি আর্সেসিলাউসকে হত্যা করেছে তার নাম সম্পর্কে খোঁজ করার জন্য। এতে শহরের লোকেরা জবাব দিলো এ হত্যার জন্য ওরা সকলেই সমানভাবে দায়ী, কারণ ওরা তাঁর হাতে অনেক আঘাত পেয়েছে। এরিয়ানদেসের জন্য এটুকুই ছিলো যথেষ্ট। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিলেন ফেরেথিমাকে নিয়ে মার্চ করার জন্য। মোটামুটি এই-ই ছিলো এ অভিযানের একটি বাহানা। আসল উদ্দেশ্য ছিলো, আমার মনে হয়, লিবিয়ার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে দাস বানানো। লিবিয়াতে বহু এবং বিচিত্র গোত্র বাস করে; ওদের মধ্যে সামান্য সংখ্যকই ছিলো পারস্য রাজার প্রজা; বেশিরভাগই মুহূর্তের জন্যও দারায়ূসকে কোনো গুরুত্ব দিতো না।

ক্রমানুসারে লিবিয়ার বিভিন্ন গোত্রের বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ মিশর থেকে শুরু করে প্রথমেই পরে আর্দিম্যাকিদি নামক কওম; এরা এদের জীবনপদ্ধতি চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কম বেশি মিশরীয়দের মতো। তবে ওরা পোশাক পরে অন্যান্য লিবীয়ানদের অনুরূপ। মেয়েরা তাদের প্রত্যেকে পায়ে ব্রোঞ্জের খাড়ু পরে এবং খুব লম্বা চুল রাখে। যখন ওদের শরীরে ছারপোকায় ধরে তখন ওরা ছারপোকার কামড়ের জবাবে কামড় দিয়ে

তারপর ছুড়ে ফেলে দেয়। লিবীয়ান কওমগুলির মধ্যে ওরাই শুধু এই প্রথার অনুসরণ করে। আরো একটি রীতি ওদের মধ্যে চালু আছে; সে হলো — বিয়ের প্রাক্কালে মেয়েদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে যাকে তিনি পছন্দ করেন তার কুমারীত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। এই কওমটি ছড়িয়ে আছে মিশরের সীমান্ত থেকে পিনাস নামক বন্দর পর্যন্ত।

এর পরই রয়েছে গিলিগ্যামি কওম; ওদের এলাকা পশ্চিম দিকে এফ্রোদিসিয়াম দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যখানে পড়ে প্লাতি দ্বীপ, সমুদ্র উপকূলের নিকটেই যে দ্বীপটিতে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলো সাইরেনীয়ানরা, আর মূল ভূখণ্ডে রয়েছে ম্যানিলাউস নামক পোতাশ্রয় এবং আজিরীস নামক সেই বসতি যেখানে সাইরেনীয়ানরা কিছুকাল বসবাস করেছে। দেশের এ অঞ্চল থেকেই শুরু হয়েছে সিলফিয়ামের চাষ ঃ প্লাতি থেকে সীর্তিসের মোহনা পর্যন্ত সমগ্র জায়গা জুড়ে এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। গিলিগ্যামীদের জীবন যাপনের পদ্ধতি অনকটা অন্যান্য কওমেরই অনুরূপ। এদের পশ্চিমে এজবীস্তি কওমের বসতি। ওদের এলাকা সাইরেনে থেকে মূল ভূখণ্ডের আরো অনেক ভেতরে অবস্থিত। এ এলাকা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। উপকূল ভাগ সাইরেনীয়ানদেরই দখলে। লিবিয়ার বিভিন্ন কওমের মধ্যে এরা ওদের চার ঘোড়ায়-টানা গাড়ির জন্য স্বতন্ত্র। এদের সাধারণ জীবনপদ্ধতি সাইরেনের জীবনপদ্ধতিকে পুরোপুরি অনুকরণ করে থাকে। এদেরও পশ্চিম দিকে রয়েছে, আউসসিয়াসে কওম। ওরা বার্কার দক্ষিণে বাস করে এবং ইউয়েসপেরীদিসের নিকটে সমুদ্র স্পর্শ করেছে ওদের বসতি। ওদের এলাকার মধ্যে একটি ছোট্ট গোত্র রয়েছে যাকে বলা হয় ব্যাকালেস। ওরা বার্কার অন্তর্গত তৌসিরা নামক শহরের নিকটে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ওদের জীবন ধারণের রীতিনীতি সাইরেনের দক্ষিণের লোকদের অনুরূপ। আরো পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে — ন্যাসামোনেস নামে জনবহুল এক কওম। ওরা গ্রীষ্মকালে ওদের গবাদিপশুকে সমুদ্র উপকূলে রেখে চলে যায় দেশের অভন্ত্যরে, আউগিলা নামক একস্থানে খেজুর ফসল তোলার জন্য। এখানে খেজুর গাছ প্রচুর জন্মায় এবং আকারেও খুব বড় হয়, আর সব গাছেই খেজুর ধরে। এখানকার লোকেরা পঙ্গপাল শিকার করে তারপর রোদে শুকিয়ে খুব মিহি চূর্ণ করে। এর পর দুধের উপর সেই চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে তা পান করে। এদের প্রত্যেকেরই কয়েকজন করে স্ত্রী আছে, যাদের ওরা, মাসসাজেতি সম্প্রদায়ের মতো, সকলে সাধারণভাবে উপভোগ করে। কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হতে চায় সে তার ইচ্ছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি খুঁটি পোঁতে। এখানে পুরুষের প্রথম বিয়েতে রীতি এই যে, তাকে একটি পার্টি দিতে হবে যেখানে মেহমানদের প্রত্যেকেই কনেকে উপভোগ করে পরপর; ওরা একজনের পর আরেকজন তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারপর তাকে একটি উপহার দেয় — এটা ওটা, যা ওরা সঙ্গে করে এনেছে ওদের বাড়ি থেকে। শপথ করবার বেলা তাদের দেশের যে সব লোক দৃঢ়চরিত্র এবং সাহসের জন্য সবচাইতে খ্যাতিমান ছিলো তাদের কবরের উপর হাত রেখে শপথ করে; আর ঐশী নির্দেশের জন্য প্রার্থনার পর ওরা নিদ্রা যায় ওদের পূর্বপুরুষদের কবরে উপর এবং কোনো স্বপ্ন দেখলে তাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করে। যখন দুই ব্যক্তি কোনো

পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন ওরা একে অপরের হাত থেকে সুরা পান করে এবং সুরা পাওয়া না গেলে মাটি থেকে কিছু ধূলা তুলে নিয়ে তাই ওরা জিব দিয়ে চেটে তুলে নেয়।

ন্যাসামোনিসদের পাশেই রয়েছে সিল্লি নামক সম্প্রদায়, যদিও আজকাল তাদের অস্তিত্ব নেই। লিবীয়ানরা এ বিষয়ে একটি কাহিনী বলে থাকে। কাহিনীটি এই যে, দক্ষিণা বাতাস সিল্লিদের পানির সব পুকুর শুকিয়ে ফেলে, তার ফলে কোথাও এক ফোঁটা পানি তাদের জন্য রইলো না। তাদের ঐ এলাকাটি সম্পূর্ণভাবেই সার্তিসের অভ্যন্তরে পড়ে। তখন এ বিষয়ে ওরা একটি দরবারে বসে এবং দক্ষিণা বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ওরা একমত হয়ে মরুভূমির দিকে মার্চ করে এগিয়ে যায়, আর সেখানে প্রবল বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বালির নিচে চিরদিনের জন্য চাপা দিয়ে দেয়। এভাবে গোটা কওমটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ন্যাসামোনিস কওম তাদের পুরনা রাজ্য আবার দখল করে নেয়।

দক্ষিণ দিকে আরো ভেতরে লিবিয়ার যে অঞ্চলে বুনো জানোয়ারদের সাক্ষাৎ মেলে, সেখানে বাস করে গ্যারামান্তিস নামক গোত্র। ওরা অন্য মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও যোগাযোগ এড়িয়ে চলে। ওদের কোনো যুদ্ধাস্ত্র নেই, এবং কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে তাও ওরা জানে না। পশ্চিম দিকে সমুদ্র তীর বরাবর ন্যাসামোনিসের পাশেই বাস করে ম্যাকী নামক গোত্র। ওখানকার লোকেরা মাথায় ওদের চুল বাঁধে চূড়ার মতো করে, মাথার দুই পাশে চুল কামিয়ে ফেলে। কেবল মাঝখানে চুল ওরা লম্বা হতে দেয়। যুদ্ধের সময় ওরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে উটপাখির চামড়া। সিনিপস নদী, যা শুরু হয়েছে রহমতের পাহাড় নামক একটি পাহাড় থেকে, এ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই পাহাড়টি মূল ভূখণ্ডের প্রায় পঁচিশ মাইল ভেতরে অবস্থিত এবং গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। এপর্যন্ত বর্ণিত লিবিয়ার অন্যান্য পাহাড়ের সাথে এর মিল নেই, কারণ ঐ পাহাড়গুলিতে কোনো গাছপালাই জন্মায় না।

এর পরে রয়েছে গিন্দানিস গোত্র। এই গোত্রের স্ত্রীলোকরা পায়ের গুলফের চারপাশে চামড়ার ব্যান্ড পরে। এ সব ব্যান্ডের সংখ্যার দ্বারা ওদের প্রেমিকের সংখ্যা বুঝায়। প্রত্যেক নারী, তার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে এমন প্রত্যেকটি পুরুষের জন্য একটি করে ব্যান্ড পরে এবং যার প্রেমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সে ভালবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করে। গিন্দানিসদের এলাকার মধ্যে একখণ্ড উঁচু ভূমি এগুতে এগুতে গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। আর এখানে লতোফ্যাগি নামক একটি কওম বাস করে, যারা জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পদ্মের চাকের উপর। পদ্মের ফল অনেকটা জামের মত এবং খেজুরের মতো মিষ্টি। লতোফ্যাগিরা তা থেকে মদও তৈরি করে।

এরপরে সমুদ্রের উপকূল বরাবর বাস করে ম্যাক্লিয়েস গোত্র। ওরাও পদ্মের ব্যবহার করে, কিন্তু লতোফ্যাগিদের চাইতে কিছু কম। ওদের এলাকা গিয়ে পৌঁছেছে ট্রিটন নামক এক বিশাল নদী পর্যন্ত। এই নদীটি গিয়ে পড়েছে ট্রিটোনিস নামক এক বিশাল উপহ্রদে। এই উপহ্রদে ফ্লা নামক এক দ্বীপ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ল্যাসিদিমনীয়ানরা যাতে

এখানে বসতির জন্য লোক পাঠায়, এ ব্যাপারে একটি দৈবাদেশ ছিলো। একটি প্রচলিত কাহিনীতে আরো বলা হয়, পেলিয়াম–পাহাড়ের শানুদেশে আরগো নামক জাহাজটি তৈরি করার পর কেমন করে জ্যাসন, নিয়মিত অন্যান্য অর্ঘ্যের সঙ্গে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত তেপায়া সেই জাহাজে তুলে ডেলফিরপথে পিলোপোনিস প্রদক্ষিণ করার জন্য জাহাজে পাল তুলেছিলেন। ম্যালি অন্তরীপের কাছেই তিনি এক উত্তুরে ঝড়ের কবলে পতিত হন। সে ঝড় তাকে ঠেলে নিয়ে যায় লিবিয়ায়, যেখানে তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার আগেই নিজেকে দেখতে পান ট্রিটোনিস নামক উপহ্রদের অদূরে, অগভীর পানির মধ্যে। ওখান থেকে তিনি কি করে রেহাই পাবেন, এই ছিলো সমস্যা। কিন্তু সেই সময়ে ট্রিটন আবির্ভূত হন এবং সেই তেপায়াটি তাকে দেয়ার জন্য তিনি জ্যাসনকে বলেন — যার বিনিময়ে তাকে তিনি খালটি দেখিয়ে দিয়ে এবং সবাইকে নিরাপদে এখান থেকে জান বাঁচিয়ে সরে পড়তে সাহায্য করবেন। জ্যাসন তার কথামতোই কাজ করেন। ট্রিটন তখন তাকে অগভীর পানি থেকে জাহাজটি নামাবার জন্য পথ দেখিয়ে দেন। জ্যাসনের সঙ্গী নাবিকদের উপকারার্থে তেপায়াটির উপর পুরো ভবিষ্যদ্বাণীটি উচ্চারণ করার পর সেটি তিনি স্থাপন করেন তাঁর নিজ মন্দিরে। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিলো এই ঃ আরগোর নাবিকদের কোনো বংশধর যদি এ তেপায়াটি নিয়ে যায় তা হলে তার জন্য নিয়তির এই অনিবার্য সিদ্ধান্ত থাকলো যে তাকে ট্রিটনিস হ্রদের তীরে একশত গ্রীক নগরী নির্মাণ করতে হবে। প্রতিবেশী লিবীয়ানরা এই ভবিষ্যদ্বাণীটি জানতে পেরে তেপায়াটি লুকিয়ে ফেলে।

ম্যাক্লিয়েস কওমের পরেই বাস করে আউসেস গোত্র। এ দুটি গোত্রই বাস করে উপ–হ্রদটির পারে। আর নদী ট্রিটন হচ্ছে এর মধ্যবর্তী সীমানা। ম্যাক্লিয়েস কওমের লোকেরা তাদের মাথার পিছন দিকে লম্বা চুল অর্থাৎ টিকি রাখে। আর আউসেস কওমের লোকেরা চুল রাখে মাথার সম্মুখ ভাগে। এথেনের সম্মানে ওরা বছরে একটি উৎসব করে। এই উৎসবে মেয়েরা নিজেদের দুটি দলে ভাগ করে নেয়। তারপর, পরস্পরের বিরুদ্ধে পাথর এবং লাঠি নিয়ে লড়াই করে। ওরা বলে, ওদের কাছে এই ধর্মাচারটি এসেছে স্মরণাতীত কালের স্রোত বেয়ে। আর এটি উদযাপনের মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব উপাস্য দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই দেবতা আর আমাদের গ্রীক দেবতা এথেন একই। এভাবে যুদ্ধের সময়ে কোনো বালিকা যদি মারাত্মকভাবে যখম হয় ও মারা যায় তখন ওরা বলে, মেয়েটি যে কুমারী নয়, এটা তারই প্রমাণ। লড়াই শুরু হওয়ার আগে দেখতে শুনতে সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকে ওরা বেছে নেয় এবং তাকে প্রকাশ্যে, একজন গ্রীক যোদ্ধা যে ধরনের বর্ম পরে থাকে পুরোপুরি সেই ধরনের বর্ম পরানো হয় এবং তার মাথায় পরানো হয় একটি কোরিন্থীয়ান শিরস্ত্রাণ। এরপর তাকে একটি রথে চড়িয়ে উপহ্রদটির চারপাশে ঘুরিয়ে আনা হয়। এ অঞ্চলের গ্রীকরা বসতি স্থাপন করার আগে, এসব মেয়েকে তারা কি ধরনের পোশাক পরাতো, আমি জানি না; অনুমান হয়, ওরা যে বর্ম ব্যবহার করতো তা এসেছিলো মিশর থেকে। কারণ, আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, ঢাল এবং শিরস্ত্রাণ দুইই মিশর থেকে আমদানি হয়েছিলো গ্রীসে। এই লোকদের মধ্যে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে

এখেনে হচ্ছে পসেইদন আর এই হ্রদের কন্যা, কিন্তু সে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করে নিজেকে সমর্পণ করে জিয়ুসের নিকট। জিয়ুস তাকে আপন কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই গোত্রের স্ত্রীলোকেরা সকলের সাধারণ সম্পত্তি। ওখানে দাম্পত্য জীবনযাপন করে, এমন কোনো বিবাহিত দম্পতি নেই; ওদের মধ্যে যৌন মিলন উদ্দেশ্যহীন — পশুর মতো। যখন কোনো শিশু তাগড়া জোয়ান হয়ে ওঠে তখন পুরুষরা একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করে; যার সঙ্গে তরুণটির সবচাইতে বেশি মিল দেখা যায় একে তারই সন্তান বলে গণ্য করা হয়।

লিবীয়ান উপকূলের সবকটি পশুচারী গোত্রের উল্লেখ এখানে করা হলো। দেশের আরো অভ্যন্তরে, আরো দক্ষিণে রয়েছে সেই এলাকা যেখানে বন্য পশুদের সাক্ষাৎ মেলে এবং ঐ এলাকা ছাড়িয়ে গেলে পাওয়া যায় এক বিশাল বালুকাভূমি, যা মিশরের থিবিস থেকে শুরু করে হিরাক্লিসের স্তম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বালুকাভূমি বরাবর, একে অন্য থেকে দশ দিনের পথের ব্যবধানে, রয়েছে জমাট লবণের তৈরি ছোট ছোট পাহাড়, এবং প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্ছ্বিত হচ্ছে ঠাণ্ডামিষ্টি পানির একেকটি ফোয়ারা। লোকজন এই ফোয়ারাগুলির আশেপাশেই বাস করে। জংলি পশুর এলাকার পর, মরুভূমির দিকে, সবচেয়ে দক্ষিণে মানুষের মধ্যে কেবল ওদের বসতিই দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথম পড়ে, থিবিস থেকে দশ দিনের পথের ব্যবধানে আম্মনীয়ান গোত্র। ওদের মন্দির থিবিসের জিয়ুসের মন্দিরের অনুকরণে স্থাপিত। আমি আগেই বলেছি, এই উভয় মন্দিরে জিয়ুসের যে মূর্তি রয়েছে সে মূর্তির মুখ হচ্ছে ভেড়ার মুখের মতো। ওখানে ওদের আরেকটি ফোয়ারা রয়েছে, যার পানি ভোরের প্রথম দিকে কিছুটা গরম থাকে এবং শহরের লোকেরা যখন কাজের জন্য বাইরে বের হয়ে পড়ে তখন পানি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দুপুরের দিকে এ পানি অত্যন্ত শীতল হয়ে পড়ে, আর সেই সময়ে ওরা ওদের বাগানে পানি দিয়ে থাকে। তারপর, দিন যখন এগুতে থাকে, সন্ধ্যার দিকে ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে চলে যায় এবং সূর্যাস্তকালে পানি আবার কিছুটা গরম হয়ে ওঠে। এর পর রাত বাড়ার সাথে সাথে, তা উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে থাকে এবং মধ্যরাত্রে টগবগ করে ফুটতে থাকে। তারপর দুপুর রাত অতিক্রান্ত হলে প্রক্রিয়াটি পাল্টে যায় এবং সকাল পর্যন্ত ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে থাকে। এই ফোয়ারাটিকে বলা হয় সূর্যের ফোয়ারা।

আম্মনীয়ানদের এলাকা থেকে সেই বালুকাবলয় বরাবর দশদিনের পথ পশ্চিম দিকে গেলে একইরূপ আরেকটি লবণ পাহাড় ও ফোয়ারা পাওয়া যায়। এই স্থানটিকে বলা হয় আউগিলা। এখানেও লোকবসতি আছে। ন্যাসামোনীয়ানরা তাদের খেজুর ফসল তোলার জন্য এখানেই আসে। আবার পশ্চিম দিকে একই দূরত্বে রয়েছে একটি লবণ পাহাড় ও উৎস, আর অন্যান্য ওয়েসিসের মতো এখানেও রয়েছে খেজুর গাছ, যাতে খেজুর ধরে। এখানে বাস করে খুবই জনবহুল একটি গোত্র গেরামান্তেস; ওরা বীজ বোনার জন্য লবণের উপর মাটি ছড়িয়ে দেয়। লতোফ্যাগি পৌঁছনোর জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা এখান থেকে শুরু হয়েছে — ত্রিশ দিনের পথ। এদের মধ্যেই এক ধরনের গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী দেখা যায় যারা মাঠে ঘাস খাবার সময় সম্মুখ দিকে না এগিয়ে পিছন দিকে

হাঁটে। এদের এই অদ্ভুত অভ্যাসের কারণ এই যে, ওদের মাথায় বিচিত্র রকমের শিং গজায় যা সামনের দিকে এবং নিচের দিকে থাকে বাঁকানো। একারণে ওরা সাধারণভাবে সামনের দিকে চলতে গিয়ে বাধা পায়, কারণ তা করতে গেলে ওদের শিং মাটিতে গেঁড়ে আটকে যাবে। অন্যান্য দিক দিয়ে এই পশুগুলি সাধারণ গবাদি পশুর মতোই — কেবল ওদের চামড়া খুবই পুরু এবং শক্ত। গেরামান্থীয়ানরা ইথিয়োপিয়ার গুহাবাসী লোকদের শিকার করে — তাদের চার ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে করে, কারণ এই গুহাবাসীরা দৌড়াতে পারে অত্যন্ত দ্রুতপায়ে। আমি যেসব জাতির খোঁজ খবর রাখি তাদের সকলের চেয়ে ওরা অনেক বেশি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। ওরা সাপ, টিকটিকি এবং অন্যান্য সরীসৃপ খায় এবং এমন এক ভাষায় কথা বলে যার অনুরূপ কিছুই পৃথিবীতে নেই — যেন বাদুর কিচকিচ করে।

গেরামান্থিসদের এলাকা থেকে দশদিনের পথ অতিক্রম করলে আরেকটি পাহাড় এবং উৎসের সন্ধান মেলে — এ এলাকাটি হচ্ছে এতারান্থিস গোত্রের বাসস্থান। আমি যদ্দূর জানি পৃথিবীতে ওরাই হচ্ছে একমাত্র সম্প্রদায় যাদের কোনো নাম নেই। এতারান্থিস হচ্ছে ওদের সমষ্টিগত নাম — পৃথক পৃথকভাবে ওদের কোনো ব্যক্তিগত নাম নেই। সূর্য যখন উঠতে থাকে তখন ওরা সূর্যকে অভিশাপ দেয় এবং অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে, কারণ সূর্য ওদের এবং ওদের জমিজমা ধ্বংস করে পুড়িয়ে দেয়। এরপর আরো দশদিনের পথ গেলে পড়ে একটি লবণ পাহাড় ও একটি উৎস; এ অঞ্চলটিতে লোকবসতি রয়েছে এবং গাঁ ঘেঁষে শুরু হয়েছে এটলাস পর্বত। আকৃতির দিক দিয়ে পর্বতটি একটি সূক্ষ্ম কোণের মতো। এত উঁচু যে, লোকের বর্ণনা মতে এর শিখর কখনো দেখা সম্ভব নয়, কারণ গ্রীষ্ম এবং শীত কোনো ঋতুতেই ইহা মেঘমুক্ত নয়। ওখানকার বাসিন্দারা, পর্বতের নামানুসারে যাদের বলা হয় আতলান্তেস, এ পর্বতটিকে বলে আকাশের স্তম্ভ। লোকে বলে ওরা কোনো প্রাণী খায় না এবং কোনো স্বপ্ন দেখে না।

বালুকাবলয়ের ভেতরে যেসব গোত্র বা কওম বাস করে তাদের নাম আমি এ পর্যন্তই জানি। এর পরে এ বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। অবশ্য একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি এই বলয় এগিয়ে গেছে হিরাক্লিসের স্তম্ভ পর্যন্ত। তারপর আরো এগিয়ে গেছে, আর এভাবেই দশদিনের পথের নিয়মিত ব্যবধানে রয়েছে লবণ পাহাড় ও উৎস, যার চারপাশে বাস করে লোকজন। এখানকার ঘর তৈরি হয় লবণের পাথর দিয়ে। এতে বোঝা যায় লিবিয়ার এ অঞ্চলে কখনো বৃষ্টি হয় না। যদি হতো লবণের দেয়াল গলে যেতো। এখানে খনি থেকে যে লবণ তোলা হয় তা দুই রংয়ের, সাদা এবং বেগুনি। এ বালুবলয়ের দক্ষিণে, অভ্যন্তরভাগে রয়েছে পানি শূন্য এক মরুভূমি, যেখানে বৃষ্টি হয় না, কোনো গাছপালা বা প্রাণী নেই, নেই কোনো প্রকারের এক ফোঁটা আর্দ্রতা।

তাহলে, মিশর থেকে শুরু করে ট্রিটনিস হ্রদ পর্যন্ত লিবীয়ান উপকূল ভাগে বাস করে যাযাবররা যারা মাংস এবং দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে — যদিও ওরা শূকর পোষে না এবং মিশরীয়দের মতো একই কারণে গরুর মাংস খায় না। এমন কি, সাইরেনেতে মিশরীয়

আইসীস দেবীর সম্মানে স্ত্রী লোকেরা গরুর মাংস খাওয়া দূষণীয় মনে করে; ওরা ঐ দেবীর উদ্দেশ্যে উপবাসব্রত পালন এবং উৎসব করে। বার্কাতে স্ত্রীলোকরা শূকর এবং গরু কোনোটার মাংসই খায় না।

ট্রিটনিসের পশ্চিমে যাযাবর কওমগুলিকে আর দেখা যায় না। ওখানকার বাসিন্দারা কেবল যে জীবনধারণের সাধারণ নিয়মকানুনের দিক দিয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন তা নয়, ছেলেমেয়েদের প্রতি ব্যবহারের দিক দিয়েও তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ সব যাযাবরের অনেকেই — হয়তো সকলেই, কিন্তু আমি এব্যাপারে নিশ্চিত নই — তাদের ছেলেমেয়েদের বয়স চার বছর হলে এক টুকরা চর্বি মাখানো পশম দিয়ে ওদের মাথার শিরাগুলি, এবং কখনো কখনো চোখ এবং কানের মধ্যবর্তী স্থানের শিরাগুলি পুড়িয়ে দেয়, চোখের ছানির স্থায়ী নিরাময় হিসেবে। একারণে বলা হয়, ওরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। সত্যি আমরা আর যেসব জাতিকে জানি তাদের সকলের চাইতে ওরা অধিকতর স্বাস্থ্যবান — যদিও কারণ যে ইহাই এ বিষয়ে আমি খুব বেশি নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। যাই হোক, এদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। যদি এভাবে শিরাগুলি দগ্ধ করার ফলে খিচুনি শুরু হয় তারও কার্যকর চিকিৎসা তারা আবিষ্কার করেছে। ওরা তখন শিশুটির গায়ে ছাগলের মূত্র ছিটিয়ে দেয়। আমাকে দোষ দেবেন না, লিবিয়ানরা যা বলে আমি তারই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। যাযাবর গোত্রগুলি যখন কোনো প্রাণী বলি দেয় তখন ওরা প্রথমে প্রাণীটির কান কেটে একটি প্রাথমিক অর্ঘ্য হিসেবে তা ঘরের উপর নিক্ষেপ করে, তারপর মোচড়িয়ে জীবটির ঘাঁড় ভেঙে দেয়। ওরা সূর্য এবং চন্দ্রের উদ্দেশে বলি দেয়। লিবিয়ার সকল লোকেই এদের পূজা করে। অবশ্য যারা ট্রিটানিস হ্রদের চতুষ্পার্শে বাস করে তারা প্রধাণত এথেনের উদ্দেশ্যে বলি দেয়। তারপর বলি দেয় ট্রিটন ও পসেইদনের নামে। আমার মতে, ইহা সুস্পষ্ট যে লিবিয়ার স্ত্রীলোকদের পোশাক থেকে গ্রীকরা সেই ঢাল বা আবরণ ধার করেছিলো যা দিয়ে ওরা এথেনের মূর্তিগুলিকে অলঙ্কৃত করে থাকে, কারণ ওদের পোশাক চামড়ার এবং সেই পোশাকের আঁচলগুলিতে থাকে সাপের পরিবর্তে চামড়ার পাতলা ফালি — এছাড়া আর অন্য কোনো তফাৎ নেই। তাছাড়া ঈজিস (AEGIS) কথাটাতেই বোঝায় যে এথেনের মূর্তির গায়ে যে পোষাক দেখানো হয় তা লিবিয়া থেকে ধার করা। কারণ লিবিয়ার স্ত্রীলোকেরা পশম তুলে ফেলে ছাগলের চামড়া পরে। সেই চামড়া তারা লাল রংয়ে রঞ্জিত করে এবং প্রান্তদেশ থেকে আঁচল ঝুলানো থাকে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় চামড়া থেকে আমরা AEGIS শব্দটি ধার করেছি। আমার আরো ধারণা, ধর্মীয় উৎসবাদিতে মেয়েদের কান্না, তারও উৎস হচ্ছে লিবিয়া, কারণ লিবিয়ার স্ত্রীলোকেরাএই প্রথাটির প্রতি খুবই আসক্ত এবং ওরা কাঁদেও অতি সুন্দর করে। গ্রীকরা লিবিয়ানদের কাছ থেকে আরো একটি জিনিস শিখেছে ঃ চার ঘোড়া দিয়ে রথ টানা। ন্যাসামোনীয়ানরা ছাড়া, যাযাবর লিবীয়ানরা, আমরা গ্রীসে যেভাবে কবর দিই সেভাবে ওদের মৃতকে কবর দিয়ে থাকে ঃ ন্যাসামোনীয়ানরা ওদের মৃতকে বসিয়ে কবর দেয়।

ওরা খুবই হুঁশিয়ার থাকে কেউ মারা যাবার সময় তাকে বসিয়ে রাখার জন্য এবং পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে যাতে কেউ মারা না যায়। ওদের ঘরগুলি একজাতীয় গাছের শুকনা ছাল নলের রশি দিয়ে সেলাই ক'রে তৈরি। এগুলিই ওরা সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলে।

ট্রিটনের পশ্চিমে এবং আউসেস ছাড়িয়ে লিবিয়ার যে অঞ্চলটি পড়ে সেখানে যেসব গোত্র বাস করে তারা জীবন কাটায় সাধারণ ঘরবাড়িতে এবং চাষবাস করে। প্রথমে ম্যাক্সিয়েসদের কথাই ধরা যাক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মাথার ডান পাশে চুল রাখে এবং বাঁ পাশের চুল কামিয়ে ফেলে। ওরা লাল রং দিয়ে ওদের শরীরকে রাঙায় এবং দাবি করে ওরা ট্রয়ের লোকদের বংশধর। দেশের এই অঞ্চলটিতে এবং পশ্চিমদিকে লিবিয়ার অবশিষ্ট অংশে অনেক বেশি বনজঙ্গল ও বুনো প্রাণী রয়েছে, যে অঞ্চলটা যাযাবরেরা দখল করে আছে সে অঞ্চল থেকে। ঐ অঞ্চলটি অর্থাৎ লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল ট্রিটন নদী পর্যন্ত নিচু এবং বালুকাময় — অথচ পশ্চিমদিকের কৃষি এলাকাগুলি টিলা ও পাহাড়ময়, আর সেগুলিতে রয়েছে প্রচুর বনজঙ্গল ও জীবজানোয়ার। এখানেই পাওয়া যায় বড় বড় সাপ এবং সিংহ, হাতী, ভল্লুক, ক্ষুদ্র বিষধর সর্প এবং শিংওয়ালা গাধা — কুকুরের মাথাওয়ালা মানুষ, বুকে চক্ষুবিশিষ্ট মাথা শূন্য মানুষের কথা উল্লেখ করবো না, (আমি এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি না, লিবীয়ানরা যা বলে আমি তারই উল্লেখ করছি মাত্র) জংলি নর, বুনো স্ত্রীলোক এবং আরো অনেক জীবজন্তু রয়েছে যা মোটেই কল্পিত নয়। যাযাবরদের অঞ্চলে এসবের কোনোটিই মেলে না; তার বদলে পাওয়া যায় সাদা পাছাওয়ালা ছাগলাকৃতি হরিণ, সুন্দর ক্ষিপ্রগতি হরিণ, শিংওয়ালা হরিণ, এবং গাধা — তবে এ গাধার শিং নেই এবং তা পানি না খেয়ে বাঁচতে পারে; ইহা সত্য যে এ গাধা পানি খায় না। এখানে আরো পাওয়া যায় ষাঁড়ের মতো বড় এক ধরনের হরিণ যার শিং বীণা যন্ত্রের বাঁকানো দুই পার্শ্বে ওরা ব্যবহার করে। তাছাড়া রয়েছে শিয়াল, হায়েনা, সজারু, জংলি ভেড়া, খেঁকশিয়াল, চিতাবাঘ এবং আরো সব প্রাণী, যেমন সাড়ে চার ফুট লম্বা বিশাল টিকটিকির মতো স্থলচর কুমির, উটপাখি এবং ছোট সাপ, যার মাথায় দেখতে পাওয়া যায় একটি মাত্র শিং। অন্যান্য জায়গায় যেসব প্রাণী পাওয়া যায় সেসবসহ এসকল জীব জানোয়ারই লিবিয়াতে পাওয়া যায় — পাওয়া যায় না কেবল পুরষ-হরিণ এবং বুনো শূকর। অবশ্য এদেশে তিন রকমের ইঁদুর দেখতে পাওয়া যায়— দিপোদেস, জিগীরিস, এবং ইকিনেস (DIPODES, ZEGEIRES এবং ECHINES); এছাড়া বেজি পাওয়া যায় সিলফিয়াম গাছের জঙ্গলে; এগুলি দেখতে অনেকটা তার্তেসাসের বেজির মতো। লিবিয়ার যে অংশে যাযাবরেরা বাস করে সে অংশের জীবজানোয়ার সম্পর্কে বিবরণ এ পর্যন্তই। আমার ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে যতটকু নিখুঁত ও পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব আমি তাই দিয়েছি।

ম্যাক্সিয়েস থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে পথে পড়বে জাউইসেস গোত্র; এই গোত্রে যুদ্ধ-রথের চালক হচ্ছে স্ত্রীলোকেরা। এদের প্রতিবেশী হচ্ছে গাইজান্তেস গোত্র, যাদের এলাকায় প্রচুর মধু মেলে। — এ মধুর অনেকটাই পাওয়ায় যায় মৌমাছি থেকে,

কিন্তু তারো থেকে বেশি তৈরি হয় এ গোত্রের লোকদের আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতিতে। এখানকার প্রত্যেকটি লোকই নিজেকে লাল রংয়ে রাঙায় এবং বানর খায়, যা প্রচুর পরিমাণে মেলে পাহাড়গুলিতে। কার্থেজেনীয়াদের বর্ণনা মতে, উপকূলের অদূরেই রয়েছে প্রায় পঁচিশ মাইল দীর্ঘ অথচ সঙ্কীর্ণ একটি দ্বীপ, যার নাম সাইরাউইস; মূল ভূখণ্ড থেকে ঐ দ্বীপটিতে পায়ে হেঁটে পৌছানো যায়। দ্বীপটি জলপাই গাছ এবং আঙুর লতায় পূর্ণ। এ দ্বীপে একটি হ্রদ আছে; স্থানীয় বালিকারা আলকাতরা মিশানো পালক এই হ্রদের তলার কাদার মধ্যে ডোবায় এবং বের করে নিয়ে আসে স্বর্ণরেণু। এখানেও আমি চালু কাহিনীটিই বলছি, এর সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না। এটা সত্যও হতে পারে, কারণ এধরনের একটি ব্যাপার আমি য্যাকিন্তাসেও দেখেছি — যেখানে একটি লেক থেকে আলকাতরা তোলা হয়।

য্যাকিন্তাসে অনেকগুলি হ্রদ বা জলাশয় রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টি দৈর্ঘ-প্রস্থে সত্তর ফুট করে এবং গভীরতায় দুই ফ্যাদম। নিয়ম হচ্ছে — ওরা একটি দণ্ডের প্রান্তে একটি মার্টল শাখা বাঁধে। পরে ঐ দণ্ডটিকে ওরা লগির মতো ঠেলে এই জলাশয়ের তলায় পৌছিয়ে দেয়। তখন আলকাতরা গামের মতো লেগে যায় ঐ মার্টলের সঙ্গে। এভাবে ওরা আলকাতরা তুলে নিয়ে আসে পানির উপরে। এর গন্ধ বিটুমেনের মতো, কিন্তু সবদিক দিয়ে এটা পিয়েরীয়ার আলকাতরা থেকে উৎকৃষ্টতরো। পানি থেকে তুলে এনে এই আলকাতরা ঢেলে দেয়া হয় জলাশয়ের পাশেই একটি গর্তে। এভাবে যখন বেশ কিছু পীচ সংগৃহীত হয় তখন তা গর্ত থেকে তুলে বিভিন্ন পাত্রে রাখা হয়। যা কিছু এই জলাশয়ে পড়ে তা এই মাটির নিচে পুতে যায় এবং সমুদ্রে গিয়ে আবার ভেসে ওঠে — মোটমাট আধমাইল দূরে। এ সব ব্যাপার মনে রাখলে, লিবিয়ার অদূরে এই দ্বীপটিতে যা ঘটে থাকে বলে শোনা যায় তা সম্ভবত সত্য হতে পারে।

কার্থেজের লোকেরা আরো বলে, ওরা হিরাক্লিসের স্তম্ভ ছাড়িয়ে লিবিয়ার এক অঞ্চলে বাস করে এমন একটি জাতির সম্পর্কে, যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। ওরা এই দেশে পৌঁছে তাদের জিনিসপাতি জাহাজ থেকে নামিয়ে পরিপাটি করে সেগুলি সমুদ্রতীরে গুছিয়ে রাখে। তারপর নৌকায় ফিরে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে। এই ধোঁয়া দেখে স্থানীয় লোকেরা সমুদ্রতীরে নেমে আসে এবং পণ্যগুলির বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা মাটির উপর রেখে ওরা একটু দূরে চলে যায়। কার্তেজের ব্যবসায়ীরা তখন তীরে নেমে সেই সোনার দিকে এক নজর চেয়ে দেখে। যদি ওরা মনে করে, এ সোনার পরিমাণ তাদের জিনিস পত্রের দাম হিসেবে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে তখন ওরা এই সোনা তুলে নিয়ে চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি মনে হয় পণ্যের দাম হিসেবে সোনা অনেক কম হয়েছে ওরা আবার নৌকায় চলে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে; তখন স্থানীয় লোকেরা আবার এসে ঐ সোনার সঙ্গে আরো কিছু সোনা মেশায়, যতক্ষণ না ওরা সন্তুষ্ট হয়েছে। উভয় পক্ষই এর চূড়ান্ত সততার পরিচয় দেয়। কার্থেজের ব্যবসায়ীরা যেসব পণ্যবিক্রয়ের জন্য রেখেছে, সোনা যতক্ষণ না তার সমমূল্যের হয়েছে ততক্ষণ এই সোনা স্পর্শও করে.

না। স্থানীয় লোকেরাও কখনো পণ্যগুলি স্পর্শ করে না, যতক্ষণ না বিক্রেতারা সোনা তুলে নিয়েছে।

আমি যেসব লিবীয়ান কওমের নাম জানি তাদের সকলের কথাই উল্লেখ করলাম। যে সময়ের কথা লিখছি তখন ওদের বেশিরভাগই পারস্যের রাজাকে মোটেই পরোয়া করতো না — এখনো যেমন করে না। এদেশ সম্পর্কে আরো একটি জিনিস আমি যোগ করতে চাই ঃ যতদূর জানা যায় চারটি জাতের লোকদ্বারা — কেবলই চারটি, বেশি নয় — এদেশটি অধ্যুষিত, এদের মধ্যে দুটি হচ্ছে স্থানীয় এবং বাকি দুটি তা নয়। লিবীয়ান এবং ইথিয়োপীয়ানরাই হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এর মধ্যে প্রথমোক্তরা দখল করে আছে উত্তরাঞ্চল এবং শেষোক্তরা অংশত দক্ষিণাঞ্চল। বহিরাগতরা হচ্ছে ফিনিসীয়ান এবং গ্রীক। আমি মনে করি না, এর মৃত্তিকার উর্বরতার দিক দিয়ে এদেশকে এশিয়া অথবা ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কেবল সিনিপ্স নামক অঞ্চলটিকে বাদ দিলে; এ নামীয় নদী থেকে এ দেশটির নামকরণ হয়েছে। সিনিপ্স এলাকাটি লিবিয়ার বাকি সব এলাকা থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। এ অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের জমিনের মতোই খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী। এখানকার মাটি অন্য এলাকার মাটি থেকে আলাদা, কারণ এ মাটি কালো এবং ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত। এ অঞ্চলে যেমন খরার ভয় নেই তেমনি অতি বৃষ্টির দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কাও নেই। বলা প্রাসঙ্গিক লিবিয়ার এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়ে থাকে। এখানে জমিতে যে পরিমাণ ফসল ফলে তা সমপরিমাণ জমিতে ব্যাবিলনে উৎপন্ন ফসলের সমান। ইউয়েসপ্যারীদিসেও উর্বর জমি রয়েছে। এখানে সু-বছরে ফসল হয় একশ' গুণ — কিন্তু সিনিপ্সে ফসল ফলে তারো তিনগুণ বেশি। লিবিয়ার সবচাইতে উঁচু এলাকা সাইরেনে, যেখানে বাস করে যাযাবরেরা। এখানে ফসল তোলার তিনটি পৃথক পৃথক মৌসুমে এক আজব বৈচিত্র্য দেখা যায় ঃ প্রথমে উপকূল অঞ্চলের ফসল পাকে এবং এভাবে তা কাটার বা তোলার উপযোগী হয়। তারপর যখন ওগুলি তোলা হয়ে যায় তখন পাহাড়ী এলাকার, যা উপকূলবলয়ের উঁচুতে, মধ্যবর্তী অঞ্চল — ফসল তোলার উপযোগী হয়ে ওঠে এবং সবশেষে যখন এই ফসল তোলা হয়ে যায় তখন দেশের সবচেয়ে উঁচু অঞ্চলের ফসল পাকে এবং তোলার উপযোগী হয়। এভাবে প্রথম ফসল খেয়ে বা পান করে শেষ করার পরপরই আসে শেষ ফসল, যার ফলে সাইরেনের ভাগ্যবান লোকদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে আটমাস স্থায়ী এক শরৎকাল। এবিষয়ের আমি এখানেই ইতি করছি।

বার্কায় পৌঁছানোর পর, এরিয়ানদেস ফেরেতিমাকে সাহায্য করার জন্য মিশর থেকে যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন তারা নগরী অবরোধ করে এবং আর্সেসিলাউসের হত্যার জন্য যে সব লোক দায়ী তাদের ওদের হাতে সমর্পণ করবার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু বার্কার লোকেরা এই যুক্তিতে তাতে অসম্মতি জানায় যে, তারা প্রত্যেকেই এই হত্যার জন্য সমানভাবে দায়ী। ফলে, নয় মাস ধরে অবরোধ চললো। পারস্য ফৌজ নগরীতে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলো, কখনো সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, কখনো বা সরাসরি হামলা করে।

একজন ধাতু শিল্পী বুদ্ধি খাটিয়ে নিম্নবর্ণিত উপায়ে আবিষ্কার করে সুড়ঙ্গগুলি ঃ সে নগরীর চতুষ্পার্শ্বে যে প্রাচীর রয়েছে তার ভেতর দিকে বেষ্টনীটি ঘুরে ঘুরে দেখে একটি ব্রোঞ্জের বর্ম হাতে নিয়ে। সে এই বর্মটি দিয়ে মাটির উপর টোকা মেরে মেরে প্রদক্ষিণ করে দেয়ালটি। সুড়ঙ্গগুলির উপরে ছাড়া আর যতো জায়গায় টোকা দিলো প্রত্যেক জায়গায়ই সে পেলো একটি মৃদু মরা শব্দ; কিন্তু সুড়ঙ্গের উপরে যখনি বর্মটি দিয়ে আঘাত করলো তখনি তা বেজে উঠলো এবং তার প্রতিধ্বনি হলো। এসব স্থানে বার্কার লোকেরা পাল্টা সুড়ঙ্গ তৈরি করে পারস্যের সুড়ঙ্গ খননকারীদের হত্যা করে; ওরা সরাসরি হামলার মুখে শত্রুকে পেছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়। এভাবে, অবরোধ যখন দীর্ঘকাল ধরে চললো এবং দুপক্ষেরই অনেক দুঃখদুর্দশা এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো, বিশেষ করে পারস্যফৌজের, তখন পদাতিকবাহিনীর সেনাপতি এমাসিস কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বুঝলেন যে জোর করে বার্কা দখল করা সম্ভব নয়; তবে প্রতারণার মাধ্যমে এর পতন ঘটানো যেতে পারে। তখন তিনি অন্ধকারের অপেক্ষায় রইলেন এবং রাত হলে খুব প্রশস্ত একটি পরিখা খনন করলেন। আর পরিখাটির উপর বিছিয়ে দিলেন পাতলা তক্তা এবং শেষপর্যন্ত এর উপরিভাগ উভয় পাশের মাটির সমান করে দেয়া হলো। পরদিন ভোরে তিনি বার্কাবাসীদের একটি সম্মিলনে আহ্বান জানালে ওরা সানন্দে সে সম্মিলনে যোগ দেয়। নিম্নলিখিত শর্তগুলি সম্পর্কে একমত হওয়ার পর সম্মিলন শেষ হয় ঃ গোপন পরিখার উপর দাঁড়িয়ে তারা এই পবিত্র চুক্তিতে সম্মত হলো যে, বার্কাবাসীরা পারস্যরাজকে দেবে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ অর্থ এবং তার বদলে পারসীয়ানরা বার্কাবাসীদের আর কোনো ক্ষতি করবে না; আর এই চুক্তি ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ তাদের পায়ের নিচের মাটি থাকবে অবিচল। এ শপথের পর পরই, বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে বার্কাবাসীরা শহর থেকে বের হয়ে আসে এবং সকল প্রবেশদ্বার খুলে দিয়ে পারসিকদের আমন্ত্রণ জানায়, নগরীতে ইচ্ছামতো ঢুকবার জন্য। পারসীয়ানরা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং ছুটে আসে, তবে গোপন পরিখাটি ভেঙে দেয়ার আগে নয়। কারণ, বার্কার লোকের নিকট তারা যে শপথ করেছিলো তা তারা রক্ষা করতে চেয়েছিলো। শপথটি এই যে যতক্ষণ তারা মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ তাদের চুক্তি অটুট থাকবে। কিন্তু পায়ের নিচের মাটি এখন সরে পড়েছে, কাজেই শপথ আর বহাল রইলো না।

বার্কার যেসব লোক আর্সেসিলাউসের মৃত্যুর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলো, তাদের বন্দি করে পারসীয়ানরা তুলে দিলো ফেরেতিমার হাতে। ফেরেতিমা ওদেরকে নগর প্রাচীরের চারপাশে খুঁটিতে বেঁধে শূলে চড়ালেন। তিনি ওদের স্ত্রীদের স্তন কেটে ওগুলিও একই অবস্থায় বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখলেন। বাকি লোকদের তিনি তুলে দিলেন পারসীয়ান সৈন্যদের হাতে — ওদের ধ্বংস করার জন্য অবশ্য বাট্টুসের বংশের লোকদের এবং যারা এ হত্যায় জড়িত ছিলো না তাদের রেহাই দেয়া হলো। এদের হাতেই ফেরেতিমা ছেড়ে দিলেন নগরীর নিয়ন্ত্রণভার। আর সবাইকে দাস বানিয়ে পারসীয়ানরা রওনা করলো স্বদেশের উদ্দেশ্যে।

পারস্য ফৌজ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের লোকেরা কোনো না কোনো দৈববাণী পূরণ করার উদ্দেশ্যে ওদের নগরে ঢুকতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওরা যখন সড়ক পথে মার্চ করে এগুচ্ছে তখন নৌবহরের অধিনায়ক বাদ্রেস পরামর্শ দিলেন — শহরটি দখল করে নেয়া হোক। কিন্তু পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি এমাসিস এই যুক্তিতে আপত্তি জানালেন যে, এ অভিযানের লক্ষ্য ছিলো একমাত্র গ্রীক নগরী বার্কা। যাই হোক, ওরা যখন এই নগর অতিক্রম করে লাইসীয়ান জিয়ূসের পাহাড়ে এসে থামলো, তখন এই হারানো সুযোগের জন্য তাদের অনুশোচনা হলো এবং ওরা আবার সাইরেনেতে ঢুকবার চেষ্টা করলো। এবার কিন্তু সাইরেনীয়রা ওদের ঢুকতে দিতে অসম্মতি জানালো। যার ফলে, কোনো রকমের যুদ্ধ না হলেও পারসীয়ানরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাড়াহুড়া করে প্রায় সাত মাইল পিছু হটে গিয়ে তারপর ওরা থামবার সাহস পায়। এখানে ফৌজ ছাউনি ফেলে এবং দেশে ফেরার আদেশসহ এক বার্তা আসে আরিয়ানদেসের কাছ থেকে। ওরা তখন সাইরেনের নিকট রসদের জন্য আবেদন করে। তাদের এই আবেদন সফল হয় এবং ওরা মিশর প্রত্যাবর্তনের পথে রওনা দেয়। কিন্তু তাদের সব মুসিবত তখনো শেষ হয়নি; কারণ লিবিয়ানরা একেবারে সীমান্ত পর্যন্ত সারা পথে ইরানি ফৌজদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে — সৈনিকদের মধ্যে যারা পিছনে পড়লো তাদের হত্যা করে তাদের কাপড়চোপড় এবং সাজসরঞ্জাম ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে।

লিবিয়ার সবচেয়ে দূর যে বিন্দু পর্যন্ত পারস্য ফৌজ পৌছেছিলো সে স্থানটির নাম হচ্ছে ইউয়েসপেরেদিস। বার্কার যেসব লোককে বন্দি করে গোলাম করা হয়েছিলো তাদের মিশর থেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো পারস্য-রাজ দারায়ূসের নিকট। দারায়ূস ওদরকে ব্যাক্ট্রিয়াতে একটি গ্রাম দান করেন তাদের বসতির জন্য। ওরা ওই গ্রামটির নাম রাখে বার্কা; আমার স্মরণকালেও গ্রামটিতে বসতি ছিলো বলে আমি জানি।

এই কাহিনীর একটি উপযুক্ত সমাপ্তি হচ্ছে ফেরেতিমার মৃত্যুর ধরন — কারণ শেষ মুহূর্তে তাঁর জীবনের বুনোট সুন্দরভাবে বোনা হয়নি। বার্কার লোকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার পর তিনি মিশরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেন ভয়ঙ্করভাবে। তিনি যখন জীবিত তখনি তার সমগ্র শরীর থেকে কিলবিল করে বের হয়েছিলো পোকা। এভাবে, বাট্টুসের এ কন্যা বার্কার লোকদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাতে যে নির্মমতা দেখিয়েছিলেন তাতে করে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, কত সত্য এই কথা যে — এ সব বিষয়ে সকল আতিশয্যই মানুষের জন্য ডেকে আনে দেবতাদের ক্রোধ।

পঞ্চম খণ্ড

দারায়ূস যেসব পারসীয়ানকে মেগাবাইজুসের সেনাপতিত্বে ইউরোপে রেখে এসেছিলেন তারা হেলেসপোন্টে পেরিন্থীয়ানদের পরাভূত করে গ্রীকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে। এই পেরিন্থীয়ানরা পারস্যের প্রভুত্ব মেনে নিতে অসম্মতি জানিয়েছিলো। এর আগে স্ত্রাইমন নদীর দিক থেকে আগত পাইওনীয়ানরা ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, নিম্নবর্ণিত অবস্থায় ঃ একজন দৈবজ্ঞ পাইওনীয়ানদেরে বলেছিলো পেরিন্থাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এবং সঠিক মুহূর্তে আক্রমণ করার জন্য দিয়েছিলো বিশেষ নির্দেশ। নির্দেশগুলি ছিলো এই ঃ মাঠে ফৌজ অবতীর্ণ হবার পর পেরিন্থীয়ানরা যদি ওদের নাম ধরে ডাকে তাহলে ওদের উচিত হবে ওদের লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়া; অন্যথায় ওদের নিরস্ত্র থাকতে হবে। পেরিন্থীয়ানরা তাদের শহরের প্রান্তদেশে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করে এবং একটা চ্যালেঞ্জ ঘোষিত হয়, আর উভয় পক্ষের তিনটি চ্যাম্পিয়ন — একজন মানুষ, একটি ঘোড়া এবং একটি কুকুর — মানুষ মানুষের সঙ্গে, ঘোড়া ঘোড়ার সঙ্গে, এবং কুকুর কুকুরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। যখন ওরা দেখতে পেলো যে এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাদের তিনটি চ্যাম্পিয়নই বিজয়ী হতে চলেছে তখন পেরিন্থীয়ানরা প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে 'আইও পাইয়েন' বিজয়ের চিৎকার। যার পর পাইওনীয়ানদের হঠাৎ এ ধারণা হয় যে, দৈবজ্ঞ একথাই বলতে চেয়েছিলো। এখন ওরা একে অপরকে বলতে লাগলো 'দৈববাণী ফলে গেছে — আর আমাদের যা করণীয় এখন তা করতে হবে।' ওরা সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে তুমুল বিজয় লাভ করে। ওদের শত্রুদের অল্প কজনই মাত্র বেঁচে রইলো। পেরিন্থীয়ান ইতিহাসের এই ঘটনা ঘটেছিলো অনেক আগে। বর্তমান ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বীরোচিত প্রয়াস সত্ত্বেও শত্রুর সংখ্যা-শক্তি ওদের জন্য ছিলো অতি প্রবল। একারণে ওরা পরাজয় বরণ করে মেগাবাইজুস এবং পারসীয়ানদের হাতে। পেরিন্থাসকে পদানত করার পর মেগাবাইজুস তার ফৌজ নিয়ে মার্চ্ করে এগোন থ্রেসের ভেতর দিয়ে এবং দেশের সেই অঞ্চলে যেসব শহর এবং জনগোষ্ঠী পড়লো তাদের প্রত্যেকের উপরেই তিনি কায়েম করলেন পারস্য রাজের প্রভুত্ব। এ সবই করা হয় আদেশ মোতাবেক। কারণ, থ্রেস জয় করার জন্য তিনি নির্দেশ পেয়েছিলেন দারায়ূসের কাছ থেকে।

ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর যে কোনো দেশের চাইতে থ্রেসের লোকসংখ্যা বেশি। থ্রেসীয়ানদের যদি একটিমাত্র শাসকের অধীনে একত্র করে একটি সংহত রূপ দেওয়া সম্ভব হতো তাহলে ওরা পৃথিবীতে হতো সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি এবং কেউই ওদের সাথে পেরে উঠতো না — এই হচ্ছে মোটামুটি আমার অভিমত। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে এ

অসম্ভব — এ কখনো বাস্তবায়িত হওয়ার উপায় নেই। আর তার ফলে ওরা হচ্ছে দুর্বল, কমজোর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওরা পরিচিত একই নামে এবং ওদের জীবনপদ্ধতিও প্রায় একই, কেবল গেতী, ত্রৌসী এবং ক্রিসটনের উত্তর অঞ্চলের লোকেরা ছাড়া। গেতীরা নিজেদের অমর মনে করে; ওদের রীতিনীতি আলোচিত হয়েছে ইতিপূর্বে; ত্রৌসীরা সাধারণভাবে থ্রেসীয়ানদের স্বাভাবিক আচারআচরণ অনুসরণ করে, কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া — অর্থাৎ কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর সময় ওদের আচরণের বিচারে। যখন কোনো শিশু জন্মায় তখন পরিবারের লোকজন শিশুর চারপাশে বসে মাতম করে শিশুর দুঃখকষ্টের কথা ভেবে, যা অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে পৃথিবীতে এসেছে বলে এবং কাঁদতে কাঁদতে ওরা মানুষের জীবনের সম্ভাব্য সকল দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করে একটি একটি করে; কিন্তু যখন কেউ মারা যায় তখন ওরা ওকে কবর দেয়, দেয় আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে এবং বলে এখন সে কতো সুখী এবং কত দুঃখকষ্ট থেকেই না সে বেঁচে গেছে।

ক্রিস্টন ছাড়িয়ে যেসব থ্রেসীয়ানের বসতি তাদের মধ্যে নিয়ম হচ্ছে একজন পুরুষের স্ত্রী থাকবে অনেকগুলি এবং যখন স্বামী মারা যায় তখন তার স্ত্রীরা তাদের মধ্যে কে স্বামীর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলো তা নির্ধারণ করার জন্য এক তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিযোগিতায় মৃত স্বামীর বন্ধুরা এক পক্ষ না হয় অপর পক্ষ গ্রহণ করে এক প্রবল ভূমিকা। যার উপর এই সিদ্ধান্তের সম্মান অর্পিত হয় তাকে ঐ নারী এবং পুরুষেরা মিলে প্রশংসা করে, তারপর তাকে কবরের উপর হত্যা করে তার কোনো এক নিকট আত্মীয় এবং তাকে স্বামীর কাছে কবর দেয়া হয়। অন্যান্য স্ত্রীরা, যাদের নির্বাচন করা হয় না তাদের জন্য রয়েছে সম্ভাব্য চরম অপমান এবং সে কারণে ওরা ভোগ করে কষ্টযন্ত্রণা।

বাকি থ্রেসীয়ানরা একটি রপ্তানি বাণিজ্য চালায়। সে বাণিজ্যের পণ্য হচ্ছে তাদের নিজেদের সন্তানসন্ততি। ওরা তাদের তরুণী বালিকাদের উপর কোন কর্তৃত্ব খাটায় না; ওদের ইচ্ছামতো যে কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমতি দেয়া হয়। পক্ষান্তরে, ওরা ওদের স্ত্রীদের উপর, যাদের ওরা, তাদের বাপ-মাদের কাছ থেকে ক্রয় করে মোটা দামে, খুব কড়া নজরে রাখে। ওরা গায়ে উল্কি দেয়াকে উঁচু খানদানের লক্ষণ মনে করে, আর উল্কি না থাকা হচ্ছে নিচু জাতের লক্ষণ। ওদের মতে, সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে অলস মানুষ, যে কোনো কাজকর্ম করে না; আর বিবেচনার সবচেয়ে অযোগ্য হচ্ছে কৃষিমজুর। আয়ের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় যুদ্ধ এবং লুটতরাজ। ওদের সবচেয়ে চমকপ্রদ চিন্তাভাবনা সম্পর্কে বক্তব্য এটুকুই।

ওরা কেবল আরেস, দিওনাইসিয়াস এবং আর্টেমিস-এ তিন দেবতার পূজা করে, যদিও ওদের রাজারা, সাধারণত জনসাধারণ থেকে ভিন্নভাবে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে থাকেন হার্মিসকে। ওরা হার্মিস ছাড়া অন্য কোনো দেবতার নামে শপথ করেন না এবং দাবি করেন ওরা হার্মিসের বংশধর। কোনো ধনী থ্রেসীয়ান মারা গেলে, নিয়ম হচ্ছে লাশটি তিন দিনের জন্য রেখে দেয়া হবে, যে সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শোক প্রকাশের পর, একটি

ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ঐ উদ্দেশ্যে নানারকম প্রাণীকে বধ করা হয়। এবার লাশটিকে কবর দেয়া হয়, পুড়িয়ে অথবা না পুড়িয়ে এবং কবরটির উপর মাটি দিয়ে একটি স্তূপ করা হয়, আর এরপর শুরু হয় খেলাধুলা, বিশদ রকমে। এসব খেলাধুলায় সবচাইতে মূল্যবান পুরস্কার দেয়া হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য।

থ্রেসের উত্তরে যে দেশ রয়েছে সে দেশ এবং সে দেশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য মেলে না; কিন্তু মনে হয় দ্যানিয়ুবের পরে রয়েছে জনবসতি শূন্য এক অসীম স্থলভাগ। দ্যানিয়ুবের অপর পারে কেবল একটি জনগোষ্ঠীর কথাই আমি জানতে সক্ষম হয়েছি ঃ ওদের নাম হচ্ছে সিজাইনি। বলা হয় ওরা মিডিয়ার ফ্যাশনে কাপড় পরে এবং ওদের ঘোড়াগুলি আকারে খুব ছোট, নাক চেপ্টা, খুব লোমশ, ওদের সারা গায়ের উপর রয়েছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা পশম। এই ঘোড়াগুলি ওদের পিঠে মানুষ বহন করে না, তবে গাড়ি টানায় খুব দ্রুত, যার ফলে এ অঞ্চলে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়াই নিয়ম। এ দেশটির সীমানা গিয়ে পৌঁছেছে আড্রিয়াটিকের তীরবর্তী এনেতির কাছাকাছি। সিজাইনীরা দাবি করে ওরা মিডিয়া থেকে ওখানে বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব তা আমার কল্পনায় আসে না, যদিও কালক্রমে সবকিছুই ঘটতে পারে, এ সম্ভাবনা রয়েছে। মার্সেলিসের উজানে লিগুরীওয়ানরা সিজাইনা শব্দটি ব্যবহার করে 'সওদাগর' অর্থে ঃ সাইপ্রাস-এর অর্থ হচ্ছে 'বর্শা'। থ্রেসীয়ানরা যে বর্ণনা দিয়ে থাকে সে বর্ণনামতে দ্যানিয়ুবের পরবর্তী দেশটি হচ্ছে মৌমাছি উপদ্রুত, যার ফলে আর এগুনো সম্ভব হয় না। অবশ্য আমার মতে, এ এক অসম্ভব কাহিনী, কারণ মৌমাছি এমন প্রাণী যা শীতে বেঁচে থাকতে পারে না। আমি বরং এ বিশ্বাস করতে চাই যে ঠাণ্ডার কারণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিচে মানুষ বাস করতে পারে না। পৃথিবীর এ অঞ্চল সম্পর্কে আমি এ ধরনের তথ্যই জানতে পেরেছি। এর উপকূলীয় অঞ্চলকে এখন পারস্যের দখলে আনবার জন্য মেগাবাইজুস ব্যস্ত রয়েছেন।

দারায়ূস যখন হেলেসপোন্টে পার হয়ে সার্দিস পৌঁছলেন সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়লো, মাইলেতুসের হিস্তিয়ুস তাঁকে যে সাহায্য করেছিলেন এবং মাইতেলেনিয়ার কোয়েস তাঁকে যে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন তার কথা। একথা স্মরণ হওয়ার পর তিনি ঐ লোক দুটিকে ডেকে পাঠানোর জন্য একজন লোক পাঠালেন এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন, বদলে ওরা তাঁর নিকট থেকে কি চায়। হিস্তিয়ুস ইতিমধ্যেই মাইলেতুসের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব খাটাচ্ছেন; তাই তিনি অতিরিক্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা চাইলেন না। পক্ষান্তরে তিনি এদোনীর মীরসিনাসের জন্য একটি অনুরোধ করে বসলেন, কারণ মীরসিনাস ওখানে একটি নগরী পত্তন করতে চেয়েছিলেন। এদিকে কোয়েস ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক, যার কোনো কর্তৃত্বই ছিলো না। তিনি মাইতেলেনির উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা দাবি করে বসলেন। দুটি প্রার্থনাই মঞ্জুর করা হয় এবং দু জনই ওদের পছন্দ-করা স্থানে চলে যান।

এদিকে দারায়ুস একটা কিছুর আভাস পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, যার ফলে তিনি মেগাবাইজুসের উপর ফরমান জারি করলেন — ইউরোপ থেকে গোটা পাইওনীয়ান জাতিকে এশিয়াতে স্থানান্তরিত করতে। দুজন পাইওনীয়ান, একজনের নাম পিগ্রেস, অপরজন মেসতাইস, সে দেশে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলো; কাজেই দারায়ুস যখন ইউরোপ থেকে এশিয়ায় পদার্পণ করলেন তখন ওরা ওদের এক সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী বোনকে নিয়ে চলে যায় সার্দিস। দারায়ুস কখন লিবিয়ার রাজধানীর সামনে দরবারে তাঁর আসন গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় ওরা বালিকাটিকে যতো সুন্দরভাবে সম্ভব সাজায় এবং তার মাথায় একটি কলস চাপিয়ে তাকে পানি আনতে পাঠায়। এভাবে ওকে পাঠানো হলো যে, কলস মাথায় রেখে ও হাঁটবে এবং একই সঙ্গে মাকুতে সূতা কাটবে — এবং একটা ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাবে, ঘোড়ার মুখের লাগাম তার বাহুতে বেঁধে। বালিকাটি যখন যাচ্ছিলো তখন সে দৃশ্য দারায়ুসের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছিলো যথেষ্ট লোভনীয়; কারণ বালিকাটি যা করছিলো তা সাধারণত কোনো পারসীয়ান, লিডীয়ান অথবা অন্য কোনো এশীয় স্ত্রীলোকের কাছ থেকে আশা করা হয় না। বলতে কি, দারায়ুস তাকে দেখে ক্ষান্ত থাকলেন না ঃ তরুণী ঘোড়াটিকে নিয়ে কি করে তা দেখার জন্য তিনি তাঁর দেহ-রক্ষীদের একজনকে পাঠালেন। লোকটি তাকে অনুসরণ করে এবং তরুণীটি নদীতে পৌঁছে ঘোড়াকে পানি খাওয়ায়, কলস ভর্তি করে এবং যেভাবে এসেছিলো ঠিক সেভাবে আবার ফেরার পথ ধরে, মাকু ঘুরাতে ঘুরাতে ঘোড়াটিকে টেনে টেনে নিয়ে, মাথার উপর আগের মতোই কলসটি চাপিয়ে। তাঁর দেহরক্ষীরা যা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তিনি নিজের চোখে যা দেখেছেন তাতে খুবই বিস্মিত হন দারায়ুস এবং তরুণীটিকে তাঁর সামনে এনে হাজির করার জন্য হুকুম দেন। তরুণীটি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে এবং তার সাথে আসে তার দুটি ভাই। ওরা কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য করছিলো কি ঘটছে; দারায়ুস জিজ্ঞেস করলেন এই তরুণী কোন দেশের মেয়ে। তখন যুবক দুটি জবাব দেয়, ওরা পাইওনীয়ার লোক এবং মেয়েটি ওদের বোন। রাজা তখন জানতে চাইলেন এই পাইওনীয়ানরা কারা, ওদের দেশ কোথায়, এবং কেনইবা ওরা দু ভাই সার্দিসে এসেছে। জবাবে ওরা বললো — পাইওনীয়ানরা হচ্ছে ট্রয় থেকে আগত থিউক্রীয়ান বসতকার, ওদের দেশ ছিলো স্ত্রাইমনের তীরে, যা হেলেসপোন্ট থেকে দূর নয়, আর সার্দিসে ওদের আসার কারণ হচ্ছে দারায়ুসের কর্তৃত্বের অধীনে নিজেদের সমর্পণের অভিলাষ। দারায়ুস তখন জিজ্ঞেস করেন — পাইওনীয়ার সকল মেয়েই কি এই মেয়েটির মতো কঠোর পরিশ্রমী? তরুণরা সোৎসাহে জোর দিয়ে বলে, পাইওনীয়ার সকল মেয়েই ঐ রকম। বলা বাহুল্য ওদের গোটা পরিকল্পনাটির একমাত্র লক্ষ্যও ছিলো তাই।

এর ফল এই হলো, যে মেগাবাইজুসকে দারায়ুস থ্রেসে তাঁর ফৌজের সেনাপতি হিসেবে রেখে এসেছিলেন তাঁকে চিঠি দিলেন — তিনি যেন সকল পাইওনীয়ান নারী, পুরুষ এবং শিশুকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দারায়ুসের নিকট নিয়ে আসেন। একজন কাসেদ তীব্র গতিতে ছুটে যায় হেলেসপোন্ট এবং প্রণালী পার হয়ে

মেগাবাইজুসকে দারায়ুসের চিঠিখানা পৌছিয়ে দেয়। মেগাবাইজুস চিঠিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই থ্রেসের পথ-চালকদের সঙ্গে নিয়ে মার্চ করেন পাইওনীয়ার বিরুদ্ধে। ওর আগমনের খবর পেয়ে পাইওনীয়ানরা এক জোট হয়ে অবতীর্ণ হয় মাঠে — উপকূলের দিকে যে পথটি গিয়েছে সে পথ ধরে। ওদের ধারণা পারসীয়ানরা ওদিক থেকেই জোর করে প্রবেশ করতে চাইবে ওদের দেশে। ওরা যেরূপ আশা করেছিলো মেগাবাইজুস তা করলে তা প্রতিরোধ করার জন্য ওরা ছিলো সম্পূর্ণরূপে তৈরি। কিন্তু পারসীয়ানরা যে মুহূর্তে বুঝতে পারলো সমুদ্রের দিক থেকে যেসব পথ তাদের দেশের দিকে এসেছে সেগুলি পাহারা দেয়ার জন্য পাইওনীয়ানরা জমায়েত হয়েছে, তখন ওরা পথপ্রদর্শক জোগাড় করে স্থলভাগের ভেতরকার পথ ধরে এগুতে থাকে এবং পাইওনীয়ানদের এড়িয়ে গিয়ে ওদের শহরগুলির উপর হামলা চালায়; অরক্ষিত শহরগুলি সহজেই কাবু হয়ে পড়ে। ওদের শহরগুলি শত্রুর হাতে চলে গেছে এ খবর পেয়ে পাইওনীয়ান ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; ওরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে একজন একজন করে পারসীয়ানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এ অভিযানের ফল হলো এই যে, কয়েকটি পাইওনীয়ান গোত্রকে — সিরিওপীওনেস, পিওপ্লিস এবং প্রাসিয়স হ্রদ পর্যন্ত অন্য সব জনগোষ্ঠীকে সশরীরে স্থানান্তরিত করা হয় এশিয়ায়। যদিও প্যাঞ্জিয়ুস পাহাড়ের নিকটবর্তী গোত্রগুলিকে এবং উক্ত হ্রদের তীরে যে সব গোত্র বাস করতো তাদেরকে পরাভূত করে নিয়ে শেষোক্ত জনগোষ্ঠীকে জয় করবার জন্য মেগাবাইজুস চেষ্টা করছিলেন। এই হ্রদবাসী লোকদের ঘরবাড়িগুলি আসলে পানির উপরে; দীর্ঘ চালির উপর স্থাপিত মাচানের উপর নির্মিত এ সব ঘরবাড়ি। কেবল একটি সংকীর্ণ সাঁকো দিয়ে স্থলভাগ থেকে পৌছনো যায় ঐসব ঘরবাড়িতে। এভাবে ওদের ঘরবাড়িগুলি হ্রদের পানির উপর ভাসতে থাকে। প্রথমে চালির বাঁশকাঠগুলি ঠেলে ঢোকানো হতো গোটা গোত্র কর্তৃক; কিন্তু পরে ওরা একটা ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। আজকাল ওরা চালির জন্য কাঠ বাঁশ আনে ওরবেলুস পর্বত থেকে এবং প্রত্যেক পুরুষ তার প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য তিনটি করে কাঠ বাঁশ ঢোকায় ঐ চালিতে। — আর ওদের প্রত্যেকেরই আছে অনেকগুলি স্ত্রী। গোত্রের প্রত্যেকটি সদস্যেরই একটি করে ঘর আছে মাচানের উপর, তার মেঝেতে নিচের দিকে একটি দরজা রয়েছে, যা নিচের পানির দিকে খোলা। ওদের শিশুরা যাতে পড়ে না যায় সেজন্য ওরা ওদের পায়ে একটি রশি বেঁধে রাখে। ওরা ওদের ঘোড়া এবং অন্যান্য ভারবাহী জীবজানোয়ারকে মাছ খাওয়ায়। এবং হ্রদে মাছ এত বেশি যে ওরা যখন মেঝের দরজা খোলে দড়িতে ঝুলিয়ে একটা শূন্য ঝুড়ি পানিতে নামিয়ে দেয় তখন মাত্র কয়েক মিনিট ওদের অপেক্ষা করতে হয়, ওগুলি আবার টেনে তোলার জন্য — এরই মধ্যে মাছে পূর্ণ হয়ে যায় ওদের ঝুড়িগুলি। মাছ এখানে দুরকমের মিলে। ওরা এই দুজাতের মাছকে বলে প্যাপ্রাসেস এবং টিলোনেস।

বন্দি পাইওনীয়ানদের নিয়ে আসা হলো এশিয়ায়। এদিকে মেগাবাইজুস তার সকল অভিযানের পর মেসিডোনিয়ার এমিনতাসের নিকট চেয়ে পাঠালেন মাটি আর পানি —

দারায়ুসের নিকট তার আত্মসমর্পণের নিদর্শন হিসেবে। পারস্যবাহিনীতে তাঁকে বাদ দিলে আর যে সাতজন সবচেয়ে বিশিষ্ট পারসীয়ান ছিলেন তাঁদের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য। প্রাসিয়স হ্রদ থেকে মেসিডোনিয়া খুবই নিকটে। হ্রদের পরেই রয়েছে একটি খনি, যেখান থেকে পরে আলেজাণ্ডারের জন্য প্রত্যেকদিন এক 'টেলেন্ট' রূপা উৎপাদন করা হতো। এরপর দাইসোরাম নামক একটি পাহাড় পার হলেই মেসিডোনিয়া। ওখানে পৌঁছে ঐ সাত পারসীয়ান দূত এমিনতাসের দরবারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পায়। ওরা সেখানে মাটি এবং পানি দাবি করে বসে। কিন্তু এ দাবি নামঞ্জুর হলো না; উপরন্তু এমিনতাস ওদের একটি জমকালো ভোজে দাওয়াত করেন এবং পরম আতিথেয়তার সঙ্গে ওদেরকে আপ্যায়ন করেন। ভোজের পর তখনো মদ পরিবেশন করা হচ্ছিলো এমন সময় একজন পারসীয়ান বললো ঃ "আমার মেসিডোনীয়ান বন্ধু, পারস্যে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোজসভায় আমাদের রীতি হচ্ছে আমাদের স্ত্রী এবং বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে আসা, ওরা ভোজন কক্ষে আমাদের সঙ্গে বসে। আপনি আমাদের দয়া করে স্বাগত জানিয়েছেন, চমৎকার ভোজের ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জন্য এবং আমাদের রাজা দারায়ুসের জন্য দিয়েছেন মাটি আর পানি; এবার আসুন, আমরা যেমনটি করে থাকি আপনি কি তা করবেন না?

'ভদ্রমহোদয়গণ' এমিনতাস জবাব দেন, 'আপনারা যা উল্লেখ করলেন তা কোনোক্রমেই মেসিডোনিয়ার রীতি নয়; আমাদের বেলায় নারী এবং পুরুষদের রাখা হয় আলাদা আলাদা। যাই হোক, আপনারা হচ্ছেন প্রভু এবং আপনারা যখন এই সৌজন্য দাবি করছেন আপনাদের দাবি প্রত্যাখান করা হবে না।'

এমিনতাস তখন রমণীদের জন্য লোক পাঠান। ওরা এসে পারসীয়ানদের বিপরীত দিকে সামনাসামনি সার বেঁধে বসে। পারসীয়ানরা দেখতে পায় ওরা খুবই মনোহারিণী এবং এমিনতাসকে বলে, এ ধরনের একটি ব্যবস্থা কোনোক্রমেই উত্তম ব্যবস্থা নয়। তাদের পাশে না ব'সে কেবল তাদের সামনাসামনি বসার জন্য এই মহিলারা যদি একেবারেই না আসতো নিশ্চয়ই অনেক ভালো হতো। কেবল ওদের দিকে তাকাতে পারার এ সুযোগ সত্যিই বেদনাদায়ক।

এমিনতাস এই ইঙ্গিত উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি স্ত্রীলোকগুলিকে উঠে এসে মেহমানদের পাশে বসতে বললেন। এবং ওরা ওদের পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মদ খেয়ে মাতাল পারসীয়ানরা ওদের স্তন স্পর্শ করতে শুরু করে। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওদেরকে চুমু খাওয়ারও প্রয়াস পায়। কি ঘটছে এমিনতাস দেখতে পাচ্ছেন সচক্ষে, কিন্তু পারসীয়ানদের প্রতি মহাভয়ের জন্য ক্রোধ সত্ত্বেও তিনি চুপ করে রইলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র আলেজান্ডারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং দেখছিলেন পারসীয়ানদের কাণ্ড–কারখানা। তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না — বয়সে তিনি ছিলেন তরুণ, পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে অপরিচিত। রাগে অস্থির হয়ে তিনি এমিনতাসকে বললেন, "বাবা, তুমি বুড়ো হয়েছো, তোমার উচিত তোমার নিজের উপর নজর রাখা। মদ্যপানের এই উৎসবের

শেষ পর্যন্ত বসে থাকার জন্য তুমি চেষ্টা করো না; তুমি এখান থেকে উঠে গিয়ে বিশ্রাম করো। আমি থাকবো খাবার টেবিলে এবং দেখবো মেহমানেরা যা তাদের দরকার তা সবই যেন পায়।" এমিনতাস বুঝতে পারলেন তাঁর পুত্র বেপরোয়া কিছু করে বসবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। ছেলের কথা বলার ধরনে তিনি একথা বুঝতে পারছেন যে সে রেগেমেগে আগুন হয়ে আছে এবং কেবল মারাত্মক কোনো কিছু করে ফেলার জন্য তার পিতাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে।

"কিন্তু" এমিনতাস বললেন, "আমি প্রার্থনা করছি তুমি এ লোকগুলির কোনো অনিষ্ট করো না; যদি তা করো তুমি আমাদের সকলের সর্বনাশ ডেকে আনবে। ওদের আচরণের দৃশ্য বরদাস্ত করার মতো সাহস সঞ্চয় করো। আর আমি — তোমার পরামর্শ মতো চলে যাচ্ছি, এ কক্ষ ছেড়ে।"

এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বের হয়ে গেলেন এমিনতাস এবং আলেকজান্ডার পারসীয়ানদের দিকে ফিরে বললেন, "বন্ধুগণ, এই মেয়েগুলি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের খেদমতের জন্য রয়েছে। আপনারা এদের মধ্যে যাকে পছন্দ তাকেই নিয়ে যেতে পারেন শয্যায় — হ্যাঁ, ওদের সবাইকে নিতে পারবেন, শুধু আপনারা মুখে আপনাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন এইমাত্র। কিন্তু এখন যেহেতু নিদ্রা যাবার সময় এসেছে এবং আমি যেরূপ দেখতে পাচ্ছি, আপনারা মদের প্রভাবে সম্যক উত্তেজিত রয়েছেন তাই আপনারা হয়তো আমাকে অনুমতি দেবেন ওদেরকে গোসল করার জন্য পাঠিয়ে দিতে — এরপর আবার ওদেরকে আপনারা পেতে পারেন আপনাদের ইচ্ছামতো।" পারসীয়ানরা তাতে রাজি হয়। তখন আলেকজান্ডার মেয়েগুলিকে নিজ নিজ ঘরে যেতে বলেন এবং সমান সংখ্যক এমন কয়েকটি তরুণকে ঐ মেয়েদের পোশাক দিয়ে সাজান যাদের মুখে এখনো দাড়ির রেখাও দেখা দেয় নি। এরপর ওদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ডেগার দিয়ে ওদের নিয়ে আসেন ভোজন কক্ষে এবং পারসীয়ানদের লক্ষ্য করে বলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মনে করি আপনারা সত্যি একটা নিখুঁত ভোজে আপ্যায়িত হয়েছেন। আমাদের যা কিছু ছিলো এবং যা কিছু আমরা যোগাড় করতে পেরেছি সবই আপনাদের; এখন আপনাদের এই আপ্যায়নের শেষ পর্যায়ে আমরা আমাদের মাতা এবং ভগ্নিদের অবাধে এবং উদারতার সাথে অর্পণ করছি যাতে আপনারা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারেন যে, আপনারা যার উপযুক্ত তেমনিভাবে আপনাদের আমরা সম্মান করি, এবং যাতে আপনারা আপনাদের রাজা যিনি, আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে গিয়ে বলতে পারেন, মেসিডোনিয়ার প্রভু একজন গ্রীক আপনাদের রাজোচিতভাবে আপ্যায়িত করেছেন — রমণী এবং খাদ্য এ দুই জিনিস দিয়ে।" এরপর আলেকজান্ডার একজন করে মেসিডোনীয়ানকে দাঁড় করিয়ে দেন এক একজন পারসীয়ানের পাশে; এবং পারসীয়ানরা স্ত্রীলোক মনে করে যখন ওদের স্পর্শ করতে গেলো তখনি ওরা ছুরিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলো।

এভাবেই মেসিডোনে পারসীয়ান দূতেরা খতম হয় — এবং তাদের ভৃত্যেরাও। চাকর-বাকর, গাড়ি-ঘোড়া এবং সকল রকমের বিপুল পরিমাণ লাগেজ সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একসঙ্গে। এর কিছুকাল পরেই পারসীয়ানরা এই হারিয়ে যাওয়া দূতদের সন্ধান

করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে; কিন্তু আলেকজান্ডার এ ব্যাপারটিকে গোপন রেখে দেন অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে, অনুসন্ধানী দলের পারসীয়ান সর্দার বুবারেজকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন দেন এবং তার সঙ্গে নিজ নিজ কন্যা গাইজীকেও তুলে দেন তার হাতে। এভাবে হত্যার ব্যাপারটি চেপে যাওয়া হয়; কোনোদিনই আর তা আসে নি আলোকে।

আমি জানতে পেরেছি এবং এই ইতিহাসের পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমি প্রমাণ করবো যে পেরদিককাসের এই বংশধরেরা, ওরা এদের নিজেদের দাবিমতোই আসলে জাতের দিক দিয়ে গ্রীক। অধিকন্তু, এটা অলিম্পিক খেলার পরিচালকরাও স্বীকার করেছিলেন যখন আলেকজান্ডার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর গ্রীক প্রতিযোগীরা এই যুক্তিতে তাঁকে বাদ দিতে চিয়েছিলেন যে বিদেশীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু আলেকজান্ডার প্রমাণ করেন যে তিনি আর্গাইভ খান্দানের লোক আর এজন্য তাঁকে একজন গ্রীক হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়। তিনি প্রথমে এই প্রতিযোগিতায় তার প্রতিযোগীর সমান হন।

মেগাবাইজুস পাইওনীয়ানদেরকে হেলেসপোন্টে নিয়ে যান, এবং প্রণালীটি পার হয়ে সার্দিসের দিকে মার্চ করে আসতে থাকেন। মাইলেতুসের হিস্তিয়ুস তখন মাইরসিনাস নামক স্থানটিকে সুরক্ষিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দ্যানিউবের উপরে সেতু পাহারা দিতে গিয়ে তিনি যে সার্ভিস দিয়েছিলেন তার বদলে এই জায়গাটিই তিনি চেয়েছিলেন দারায়ুসের নিকট। মাইরসিনাস স্ত্রাইমন নদীর তীরে অবস্থিত, এ বিষয়টি মেগাবাইজুসের মনোযোগ এড়াতে পারে নি, কাজেই, যে মুহূর্তে তিনি পাইওনীয়ানদের নিয়ে সার্দিস পৌছলেন ঠিক তখনি তিনি দারায়ূসকে বললেন, "হুজুর, হিস্তিয়ুসের মতো একজন সমর্থ গ্রীককে আপনি যে অবিবেচনার সঙ্গে থ্রেসে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছেন, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। এই স্থানটি খুবই মূল্যবান, কারণ এখানে রয়েছে রূপার খনি এবং জাহাজ নির্মাণ ও দাঁড় বানাবার উপযোগী প্রচুর পরিমাণ কাঠ। পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলিতে ঘনবসতি রয়েছে গ্রীক এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর; ওরা সকলেই তাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নেবে এবং তিনি ওদের যা বলবেন ওরা রাতদিন তাই করবে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যা করে চলেছেন আপনি তা বন্ধ করে দিন, অন্যথায় আপনি দেখতে পাবেন আপনার নিজের প্রজাদের সঙ্গে আপনি নিজেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে ডেকে পাঠান যাতে তিনি আর তাঁর কাজে অগ্রসর হতে না পারেন — এবং আপনার বার্তাটিও খুব চাতুর্যপূর্ণ হওয়া উচিত। একবার যদি তাঁকে আপনার হাতে পান আপনাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তিনি আর কখনো গ্রীসে ফিরে যাবার সুযোগ না পান।" মেগাবাইজুস এ বিষয়ে প্রশংসনীয় দূরদৃষ্টির প্রমাণ দেন; তিনি যেমনটি নিবেদন করেছিলেন দারায়ূসকে সেই মতে রাজি করাতে তাঁর তেমন কোনো বেগ পেতে হলো না; এক পত্রবাহককে মাইরসিনাসে পাঠানো হলো এই বার্তাসহ ঃ "রাজা দারায়ূস, হিস্তিয়ুসের প্রতি ঃ চিন্তা করে দেখেছি যে আপনার চাইতে বিশ্বস্ততরো অথবা আমার সমৃদ্ধির জন্য

অধিকতর অনুরাগী বন্ধু আমার নেই; আর এর প্রমাণ হচ্ছে কাজ, কথা নয়। এ জন্য যেহেতু আমার হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা রয়েছে, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি অবশ্যই চলে আসবেন আমার নিকট, যাতে করে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে পারি।'

হিস্তিয়ুস এ বার্তাটিকে সত্য বলে ধরে নেন এবং তিনি রাজার একজন উপদেষ্টা একথা ভেবে গর্ব বোধ করেন। তিনি হুকুম পালন করলেন। তিনি যখন সার্দিসে পৌছলেন দারায়ূস তখন বললেন ঃ "হিস্তিয়ুস, আমি আপনাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা আপনাকে বলবো। সিদিয়া থেকে ফেরার পর সেই যে আপনি আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়লেন তখন থেকে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করা এবং কথা বলার জন্য আমি যেমন লালায়িত রয়েছি তেমন গভীর করে আর কখনো কিছু কামনা করি নি; কারণ আমার এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, একজন মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে একজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত বন্ধু এবং আপনি যে এই দুই-ই, অভিজ্ঞতা তা প্রমাণ করেছে আমার নিকট। তাই এখন যেহেতু আপনি অশেষ দয়া করে সার্দিস এসেছেন আমি আপনার নিকট একটাই প্রস্তাব পেশ করতে চাই ঃ মাইলেতুসের কথা এবং থ্রেসে আপনার, এই নতুন বসতির বিষয় আপনি ভুলে যান এবং আমার সঙ্গে চলুন সুসা। আমার যা কিছু আছে সবই হবে আপনার, আপনি আমার সাথে আমার টেবিলে বসে খানা খাবেন এবং আমার পারিষদ হবেন।"

এর পর দারায়ূস রওনা করেন সুসার পথে এবং হিস্তিয়ুসকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। রওয়ানা করার আগে তাঁর একই পিতার ঔরসজাত ভ্রাতা অর্তফার্নেসকে সার্দিসের গবর্নর নিযুক্ত করে যান এবং উপকূলভাগের ফৌজের সেনাপতি নিয়োগ করেন ওতানেসকে। ওতানেসের পিতা সিসামনেসকে ক্যামবিসেস মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি ছিলেন অন্যতম রাজকীয় বিচারপতি এবং ঘুষ গ্রহণ ও ন্যায়নীতির অবমাননার জন্য ক্যামবিসের আদেশে তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হয়। তার সমস্ত চামড়া তুলে কেটে ফালি করে সেগুলি আদালতে সিসামনেস যে চেয়ারে বসতেন সেই চেয়ারের আসনের উপর বিছিয়ে দেয়া হয়। এরপর ক্যামবিসেস তাঁর স্থলে তাঁর পুত্রকে বিচারপতি নিয়োগ করেন এবং তাঁকে সতর্ক করে দেন — তিনি যখন রায় দেন তখন যেন তিনি ভুলে না যান তাঁর চেয়ারটি কি দিয়ে তৈরি। এই ওতানেস — যিনি এই বিশিষ্ট চেয়ারের অধিকারী ছিলেন — মেগাবাইজুসের নিকট থেকে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাইজেন্টিয়াম এবং ক্যালসিডন দখল করেন, এবং ট্রোডের অন্তর্গত আন্তান্দ্রোসও দখল করেন — ল্যাম্পোনিয়ামও। এর পর তিনি অগ্রসর হন, লেসবসের কয়েকটি জাহাজ এবং লেমনোস এবং ইম্বোস দখল করার জন্য; দুটি দ্বীপই তখন ছিলো পেলাসজীয়দের অধিকারে। লেমনসের অধিবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য তুমুল যুদ্ধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ওদের মধ্যে যাদের জীবিত রাখা হলো তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য পারসীয়ানরা স্যামোসের শাসক মিয়ান্দ্রিয়াসের ভাই লাইকারিতাসকে নিয়োগ করে।

লাইকারিতাস তাঁর কার্যকালে মৃত্যুবরণ করেন লেমোনেসে। এইসব জনগোষ্ঠীকে পরাধীন ও গোলাম বানাবার জন্য ওতানেস এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এদের কেউ কেউ সিদীয়ান অভিযানে তাদের সার্ভিস দিতে চায় নি এবং অন্যরা দারায়ুসের সৈন্যবাহিনী যখন স্বদেশের পথে ফিরছিলো তখন ওদের উত্যক্ত করেছিলো।

সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এসব সাফল্য অর্জন করেন ওতানেস। এরপর কিছুদিনের জন্য গোলযোগ থেমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন আইয়োনিয়াতে দেখা বিশৃঙ্খলা। এবার গোলযোগের কারন ঘটায় ন্যাকসস এবং মাইলেতুস। ঠিক সেই মুহূর্তে ইজিয়ান সাগরের মধ্যে ন্যাকসস ছিলো সবচেয়ে সম্পদশালী দ্বীপ আর একই সময়ে মাইলেতুস পৌঁছেছিলো তার সমৃদ্ধির শিখরে, — উহা তখন কীর্তিত হতো আইয়োনিয়ার গৌরব হিসেবে। এর আগে প্রায় ষাট বছর স্থায়ী গৃহযুদ্ধে মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো মাইলেতুস; অবশেষে পেরোস থেকে একটা কমিশন আহ্বান করা হয় — মাইলেতুসকে আবার তার নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য। পেরোসের যেসব ব্যক্তিকে মাইলেতুসের লোকেরা, তাদের বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য সকল গ্রীকের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছিলো তারা নিম্নবর্ণিতমতো ব্যাপারটি সমাধা করে ঃ পেরোসের উত্তম লোকেরা জায়গাটি পরিদর্শন করেন। ওখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা দেখতে পেয়ে ওরা ঐ দ্বীপের সমস্ত জমি তন্ন তন্ন করে পরিদর্শন করার জন্য অনুমতি চাইলেন। এভাবে ওরা দ্বীপটি পরিদর্শন করেন এবং যখনই ওরা নির্জন গ্রামাঞ্চলের কোথাও উত্তম চাষের অধীন কোনো জমির টুকরা দেখতে পেলেন তখন ওরা তার মালিকের নাম টুকে নিলেন। মাইলেতুসের সমগ্র এলাকা তারা পরীক্ষা করলেও এ ধরনের খামার পাওয়া গেলো খুবই কম। পরিদর্শন শেষ করে এই সব কমিশনার শহরে ফিরে আসেন এবং সময় নষ্ট না করে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাঁরা তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, যেসব লোকের জমি ভাল অবস্থায় পাওয়া গেছে এ দ্বীপ শাসনের ভার তাঁদের উপর অর্পণ করা হবে, কারণ তাদের মতে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের লোক সরকারি কাজ তেমনি দক্ষতার সঙ্গেই করতে সক্ষম হবে যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে ওরা নিজেদের খামার পরিচালনা করে থাকেন। মাইলেতুসের অন্য লোকদের বলা হলো নতুন সরকারের হুকুম মেনে চলতে।

আইয়োনিয়ার গোলযোগে পেরোসের কমিশনারদের যে ভূমিকার কথা এইমাত্র বর্ণনা করলাম তা ছেড়ে এখন ন্যাকসোস এবং মাইলেতুসে যে গোলযোগের উদ্ভব হয় সে কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক। ন্যাকসসের কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী নাগরিক জনগণ কর্তৃক দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় মাইলেতুসে। মাইলেতুস তখন ছিলো এরিস্তোগোরাসের সামরিক নিয়ন্ত্রণে। এইও এরিস্তেগোরাস হচ্ছেন মোলপোগোরাসের পুত্র এবং হিস্তিয়ুসের ভাগিনেয় ও জামাতা, লিসাগোরাসের পুত্র সেই হিস্তিয়ুস — যাকে দারায়ুস আটক করে রেখেছিলেন সুসায়। কার্যত মাইলেতুসের হিস্তিয়ুসই ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী — কিন্তু আমি যে রকম বলেছি, তিনি ছিলেন সুসায়, যখন ন্যাকসস থেকে

নির্বাসিত লোকেরা, যারা ছিলো হিস্তিয়ুসের সাবেক বন্ধু তারা এসে পৌছলো। ওরা ওখানে পৌছেই এরিস্তোগোরাসকে বললো — তিনি যেন তাঁর সামর্থ্যমতো যে কোনো সংখ্যক সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করেন। তাদের আশা — স্বদেশে তারা যে সম্পদ ছেড়ে এসেছে তা তারা পুনরুদ্ধার করবে। এতে এরিস্তোগোরাসের মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে এসব নির্বাসিত লোককে দেশে ফিরতে সাহায্য করলে তিনি হয়তো নিজেই ন্যাকসসে ক্ষমতা দখল করতে পারবেন। তাই তাঁর মতলব গোপন করার জন্য হিস্তিয়ুসের সাথে ওদের বন্ধুত্বের সদ্ব্যবহার করে তিনি তাদের নিকট একটি প্রস্তাব দেন। তিনি বললেন ঃ "ব্যক্তিগতভাবে, ক্ষমতাশীল দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যাকসসে তোমাদের জোর করে পাঠানোর জন্য খুব বেশিসংখ্যক সৈন্য সরবরাহের চেষ্টা আমি করতে পারবো না। আমি যদ্দুর জানি, ওরা যুদ্ধের ময়দানে ৮,০০০ সৈন্য পাঠানোর ক্ষমতা রাখে এবং তাদের একটি শক্তিশালী নৌবহরও রয়েছে। যাই হোক, আমি আমার সাধ্যমতো চূড়ান্ত চেষ্টা করবো তোমাদের সাহায্য করার জন্য। আমার কথা হচ্ছে এই — অর্তফার্নেস আমার বন্ধু — এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো, অর্তফার্নেস হচ্ছেন হিস্তেসপিসের পুত্র এবং দারায়ুসের ভাই, এশিয়ায় সমগ্র উপকূলভাগের দায়িত্ব তাঁর হাতে, এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং নৌবহর রয়েছে তাঁর অধীনে। আমার মতে, কেবল এই লোকটিই আমাদের পক্ষ এ কাজটি করে দিতে সক্ষম।

এ কথার পর ন্যাকসসের লোকেরা এরিস্তাগোরাসকে ক্ষমতা অর্পণ করে যেন তিনি তাঁর সাধ্যমতো উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অঙ্গীকার করতে যা তারা নিজেরাই দেবে, এবং সিপাহীদের খরচ বহন করেত। কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো ওরা যখন ন্যাকসসে গিয়ে দেখা দেবে তখন জনসাধারণ তাদের হুকুম মাথা পেতে মেনে নিবে। আরেকটা সম্ভাবনা রয়েছে ঃ সাইক্লাদেসের অন্য দ্বীপগুলি, যাদের একটিও এখনো দারায়ুসের পদানত হয়নি ন্যাকসসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে।

এরপর এরিস্তেগোরাস সার্দিস পৌছে অর্তফানেসকে বললেন, ন্যাকসস দ্বীপটি আকারে ছোট হলেও একটি চমৎকার ও উর্বর দ্বীপ, আইয়োনিয়ার উপকূলের একেবারে সন্নিকটেই এর অবস্থান; ধনভান্ডার এবং দাস, দুই সম্পদেই দ্বীপটি ঐশ্বর্যশালী। "কাজেই" তিনি বলে চললেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি দ্বীপটি আক্রমণ করুন এবং নির্বাসিত লোকগুলিকে ওদের ঐ দ্বীপে পৌছিয়ে দেন। আপনি যদি তা করেন তা থেকে দুটি ফায়দা হবে ঃ প্রথম, এই অভিযানের যে ব্যয় হবে (যা স্বভাবতই, আমরা যারা অভিযান করবো, তারাই বহন করবো) তা ছাড়াও আপনাকে আমি দেবো বিপুল পরিমাণ টাকা, এবং দ্বিতীয়ত আপনি রাজার রাজ্যে কেবল ন্যাকসস দ্বীপটিই যোগ করবেন না বরং সাইক্লাদেসের অন্যান্য দ্বীপ, যেমন পেরোস এবং আন্দ্রোস, যারা ন্যাকসসের উপর নির্ভরশীল, তাদের উপরও সম্প্রসারিত করতে পারবেন রাজার রাজ্য-সীমা। এরপর সাইক্লোদেসকে ভিত্তি করে ইউবিয়াকে — সাইপ্রাসের মতোই একটি বড়

দ্বীপ, সমৃদ্ধশালী এবং সহজেই যাকে দখলকরা সম্ভব — আক্রমণ করতে আপনার মোটেই অসুবিধা হবেনা। কারণ, এই গোটা অভিযানটির জন্য আপনার একশোর বেশি জাহাজের দরকার হবে না।

'আপনি যে পরিকল্পনাটির কথা বলছেন', অর্তফার্নেস উত্তর করেন, 'সেটি আমাদের রাজপরিবারের জন্য খুবই হিতকর হতে পারে এবং আমি মনে করি, আপনার পরামর্শটি খুবই চমৎকার, কেবল একটি বিষয় অর্থাৎ নৌবহরের আয়তনের কথা বাদ দিলে। একশোর পরিবর্তে আমি আগামী বসন্তে আপনার জন্য দুশো জাহাজের ব্যবস্থা করবো। কেবল আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে — রাজার অনুমোদন প্রাপ্তি।'

এ জবাবে খুব খুশি হয়ে এরিস্তেগোরাস ফিরে গেলেন মাইলেতুসে এবং অর্তফার্নেস সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন সুসার সাথে। তিনি রাজার কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন এবং তাঁর সম্মতি আদায় করে তাঁর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন; তিনি ২০০ যুদ্ধ জাহাজ এবং স্থানীয় ও মিত্র ফৌজের একটি শক্তিশালী বাহিনীকে সজ্জিত করতে লাগলেন, আর এদের সবার উপর সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন মেগাবাতেসকে। এই মেগাবাতেস ছিলেন আখায়মিনিসের বংশের, দারায়ূস ও আখায়মিনিস, দুয়েরই চাচাতো ভাই। মেগাবাতেসের কন্যা (যদি কাহিনীতে কোনো সত্য থেকে থাকে) — পরে বিবাহিত হয়েছিলেন ক্লিওম্ব্রোতাস-এর পুত্র পাইসিনিয়াসের সঙ্গে, যখন তিনি নিজেই গ্রীসের রাজা হওয়ার জন্য মনস্থ করেন।

মেগাবাতেসকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করার পর অর্তফার্নেস তাঁকে মাইলেতুসের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি ইওনীয় সৈন্যবাহিনী এবং ন্যাকসসের নির্বাসিত লোকজনসহ এরিস্তেগোরাসকে তুলে নিলেন জাহাজে। বাহ্যত তিনি জাহাজে পাল তুললেন হেলেসপোন্টের উদ্দেশ্যে — কিন্তু খিওস পৌঁছে তিনি নোঙর গাঁড়লেন কৌকাসায়; উদ্দেশ্য ঃ সেখান থেকে তিনি একটি পথ ধরে ন্যাকসস যাত্রা করবেন, উত্তুরে বাতাস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য ঘটনায় পরে প্রমাণিত হয়, এ অভিযানের ফলে ন্যাকসসবাসীদের কপালে কোনো দুর্ভোগ ঘটেনি। ঘটেছিলো এই ঃ মেগাবাতেস প্রহরীদের পরিদর্শনের জন্য রাউন্ডে বেরিয়ে দেখতে পান, মিন্দিয়ার একটি জাহাজে কোনো প্রহরী মোতায়েন করা হয় নি। কর্তব্যের এই গাফিলতিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর রক্ষীকে আদেশ দিলেন — জাহাজের কাপ্তেন ইস্কাইলাক্সকে খুঁজে বের করতে এবং তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে তাঁর মাথাটা, জাহাজের পাশে দাঁড় লাগানোর জন্য যে ফুটো থাকে তার মধ্য দিয়ে ঠেলে বাইরে ঝুলিয়ে রাখতে। কোনো এক লোক এসে এরিস্তেগোরাসকে তাঁর মিন্দিয়ার বন্ধুর এই অবমাননাকর শাস্তির কথা জানায়। এরিস্তেগোরাস মেগাবাতেসের কাছে গিয়ে তাঁকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। মেগাবাতেস তাতে সম্মত না হলে এরিস্তেগোরাস তাকে নিজের হাতে মুক্ত করে দেন। পারসীয়ান সেনাপতি এতে ভীষণ রেগে যান এবং তার রাগের কথা প্রচন্ডতার সাথে ব্যক্ত করেন। এর জবাবে এরিস্তেগোরাস বললেন ঃ "এ আপনার কাজ নয়। অর্তফার্নেস আপনাকে যখন এখানে পাঠান আপনাকে কি আমার

হুকুমের অধীন করে পাঠান নি? তিনি কি আপনাকে বলেন নি, আমি যেখানেই যেতে চাই আপনাকে সেখানেই যেতে হবে জাহাজ চালিয়ে? আপনি যেখানে বাঞ্ছিত নন সেখানেই কেবলই হস্তক্ষেপ করছেন।"

এতে মেগাবাতেসের মেজাজের কোনো উন্নতিই হলো না; এবং অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোককে তিনি নৌকায় করে পাঠিয়ে দিলেন ন্যাকসসে ওখানকার বাসিন্দাদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্য। কারণ, ওদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, এই অভিযানটি পরিচালনা হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে। এই হুঁশিয়ারি পেয়ে ওরা অবশ্য সময় নষ্ট না করে একটা অবরোধের মোকাবেলা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। দেশের অরক্ষিত অঞ্চলের সকল রসদ সম্ভার নিয়ে আসা হলো নগর প্রাচীরের ভেতরে, খাদ্য এবং পানীয় মজুত করা হলো প্রচুর পরিমাণে এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করে তোলা হলো। আসন্ন যুদ্ধের জন্য এই প্রস্তুতির ফলে, খিওস থেকে ওখানে পৌঁছে শত্রুরা দ্বীপবাসীদের দেখতে পায় এক মজবুত অবস্থানে, ওদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য বেশ প্রস্তুত। এরপর অবরোধ শুরু হয় এবং তা চারমাস ধরে চলতে থাকে। পারসীয়ানরা সঙ্গে করে যে রসদ এনেছিলো তা ফুরিয়ে যায়। এরিস্তেগোরাস তখন নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন — কিন্তু অবরোধ চালিয়ে যেতে হলে আরো অর্থের প্রয়োজন। কাজেই পারসীয়ানরা অবরোধ তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওরা নির্বাসিত লোকগুলির জন্য কয়েকটি কেল্লা তৈরি করে এবং নিজেরা মূল ভূভাগের অভ্যন্তরে সরে পড়ে। এভাবে অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এরিস্তেগোরাস অর্তফার্নেসকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে পারলেন না। সিপাহীদের মাইনের ব্যয় বহন করার জন্য তাকে আহ্বান করা হলে তিনি বিপদে পড়লেন। তাঁর ভয় হলো, ন্যাকসস জয়ের চেষ্টার ব্যর্থতা এবং মেগাবাতেসের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার জন্য, মাইলেতুসে তার ক্ষমতা থেকে তিনি বঞ্চিত হতে পারেন। আতংকের এ সব কারণে এরিস্তেগোরাস ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের কথা ভাবছিলেন, যখন এমন একটি ব্যাপার ঘটলো যা তার এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন যোগায় ঃ ব্যাপারটি এই যে, হিস্তিয়ুস কর্তৃক প্রেরিত এক গোলাম এই সময় সুসা থেকে এসে হাজির হলো তার খুলিতে সুচ ফুঁড়ে-ফুঁড়ে লিখিত এক বার্তা নিয়ে, যে বার্তায় তিনি যা চিন্তা করছিলেন তারই অর্থাৎ বিদ্রোহেরই তাগিদ ছিলো। এরিস্তেগোরাস এই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, চাইছিলেন হিস্তিয়ুস, কিন্তু এই বার্তাটি কিভাবে তাঁকে নিরাপদে পাঠাতে পারেন এই নিয়ে তিনি ছিলেন মুশকিলে, কারণ সুসা থেকে যেসব রাস্তা বের হয়েছে সেসব রাস্তায় ছিলো কড়া পাহারা। একমাত্র যা করা সম্ভব বলে তিনি চিন্তা করতে পারলেন তা এই যে, তাঁর সবচাইতে বিশ্বস্ত গোলামের মাথা কামিয়ে বার্তাটি তার খুলিতে সুচ ফুঁড়ে ফুঁড়ে লিখে আবার চুল গজানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপর সেই চুল গজিয়ে উঠলো, তিনি লোকটিকে মাইলেতুস পাঠিয়ে দিলেন এই নির্দেশ দিয়ে যে, ওখানে পৌঁছে তাকে কিছুই করতে হবে না, কেবল এরিস্তেগারাসকে বলতে হবে তার মাথার চুল কেটে ফেলে দিয়ে

চুলের নিচে তার মাথার উপর তাকাতে। খুলির উপর যে বার্তা পাওয়া গেলো তা হচ্ছে বিদ্রোহের আদেশ। হিস্তিয়ুসকে, সুসায় তার আটক থাকার পেরেশানি একাজে প্ররোচিত করে। তিনি আশা করেছিলেন, বিদ্রোহ শুরু হলে তাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সমুদ্র উপকূলে পাঠানো হতে পারে, কিন্তু যদি এরূপ কিছু না ঘটে আবার কখনো মাইলেতুস দেখার আশা অতি সামান্যই রয়েছে। তখন এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁর দূতকে প্রেরণ করেন। এর ফল এই হলো : এরিস্তেগোরাস একসঙ্গে এমন কয়েকটি অবস্থার সম্মুখীন হলেন যার প্রত্যেকটিরই তাগিদ ছিলো একই দিকে। সেই মোতাবেক তিনি তাঁর সমর্থকদের একটি সভা ডাকেন। সেই সভায় তিনি তাঁর মতামত ঘোষণা করেন এবং হিস্তিয়ুসের বার্তার কথা ওদের জ্ঞাপন করেন। তাঁর বন্ধুরা এই প্রস্তাবের পক্ষে একমত হয়ে সম্মতি দেন এবং সকলেই বিদ্রোহের পরামর্শ দেন, কেবল একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ঃ তিনি হচ্ছেন ঐতিহাসিক হীকাতীয়ূস। তিনি পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন ঃ যুক্তি হিসেবে তিনি দারায়ূসের ধনবল ও জনবলের উপর জোর দিলেন এবং তার মতের সমর্থনে পারস্যের অধীন বিভিন্ন জাতির এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করলেন। কিন্তু তাঁর এই যুক্তি সভার কাছে গ্রাহ্য হলো না। তখন তিনি ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেন এবং ওদের সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করার পরামর্শ দেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, মাইলেতুস যেহেতু — দুর্বল এবং এই দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন — সেই জন্য তাঁর মতে একটি মাত্র উপায়ই আছে যার সাহায্যে এ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যেতে পারে ঃ অর্থাৎ ব্র্যাংকিদের মন্দিরে লিডিয়ার রাজা ক্রিসাস যে ধনরত্ন* সঞ্চিত রেখেছিলেন সে সম্পদ হস্তগত করলেই তা সম্ভব হতে পারে। তা করা হলে, হীকাতীয়ূস খুবই আশা করেন ওরা সমুদ্রের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হতে পারে — যে কোনো অবস্থায় এই ধনরত্ন ব্যবহার তারাই করতে পারবে এবং তা শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তা রুখতে পারবে।

হীকাতীয়ূসের প্রস্তাব গৃহীত হলো না; তা সত্ত্বেও তারা পারস্যের গোলামির বন্ধন ছিড়ে ফেলার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদের একজনকে মাইউস পাঠাবে বলে স্থির করে যেখানে ন্যাকসস-প্রত্যাগত ফৌজ তখন অবস্থান করছিলো। তাদের আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিলো জাহাজের কমান্ডারদের গ্রেফতার করতে হবে। ওরা যে লোকটিকে পাঠালো, তার নাম হচ্ছে ইয়াত্রাগোরাস। তিনি যে ফাঁদ পাতলেন সেই ফাঁদে পড়ে গেলো বহুসংখ্যক লোক — যেমন মাইল্যাসার ইবানোলিসের পুত্র ওলিয়াতুস, তার্মেরার তিম্নেসের পুত্র হিস্তিয়ুস, এর্ক্স জান্ডারের পুত্র কোয়েস (এ লোকটিকেই দারায়ূস দিয়েছিলেন মাইতেলিনির শাসনভার), সাইমের হিরাক্লিদিসের পুত্র এরিস্তেগোরাস: এদের সকলকেই এবং আরো অনেককেই চালাকি করে তিনি কব্জা করে ফেলেন। এরপর সকল ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এরিস্তেগোরাস প্রকাশ্য বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর চিন্তায়

* আমি আমার ইতিহাসের পূর্ব-বিবৃত অংশে দেখিয়েছি এই ধনরত্নের মূল্য ছিলো বিপুল।

আসে এমন সকল উপায়ে তিনি দারায়ুসের ক্ষতি সাধন করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। মাইলেতুসের লোকদের সমর্থন আদায় করার জন্য তিনি এই ভান করেন যে, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করবেন। এরপর তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন আইয়োনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। তিনি ওসব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভুদের তার পথ থেকে অপসারিত করেন। ওদের কাউকে তিনি বিতাড়িত করলেন। যেসব জাহাজ ন্যাকসস অভিযানে যোগ দেয় সেই জাহাজগুলিতে যাদের তিনি গ্রেফতার করেছিলেন তাদের প্রত্যর্পণ করলেন তাদের নিজ নিজ শহরের নিকট। তাঁর আশা যে, এভাবে তিনি ওদের সাবেক প্রজাদের সদিচ্ছা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। মাইতেলিনিতে জনতা যে মুহূর্তে কোয়েসকে তাদের হাতে পেলো তখনি ওরা তাকে বাইরে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। যাই হোক, সাইমে-তে এরিস্তেগোরাসকে ছেড়ে দেয়া হলো, আজাদ ক'রে, এবং অন্যান্য বেশির ভাগ নগরীই একই রকম নমনীয়তা প্রদর্শন করে।

এভাবে আইয়োনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে দায়িত্বহীন সরকারের অবসান ঘটিয়ে মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস প্রথমে সামরিক অফিসার নিয়োগ করেন এবং তারপর, যেহেতু কিছু শক্তিশালী মিত্র তাকে খুঁজে পেতে হবে সেজন্য তিনি একটি যুদ্ধ জাহাজে চড়েন এবং ল্যাসিদিমন লক্ষ্য করে পাল তুলে রওনা দেন।

লিঁওর পুত্র এনাকসান্দ্রিদেস এখন আর স্পার্টার রাজা নন, কারণ তিনি মারা গেছেন এবং তাঁর পুত্র ক্লিওমিনেস তারপর রাজা হয়েছেন — অবশ্য প্রতিভাবলে নয়, কেবল জন্মগত অধিকার বলে। এনাকসান্দ্রিদেস তার বোনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, যার প্রতি তিনি ছিলেন খুবই আসক্ত। কিন্তু এই বিয়ের ফলে তাদের কোনো সন্তান হলো না। একারণে, তাঁকে আহ্বান করা হলো ম্যাজিস্ট্রেটদের* সামনে হাজির হওয়ার জন্য, যাঁরা ঘোষণা করলেন, তিনি নিজে যদি তার আপন স্বার্থ উপেক্ষাও করেন তবু তাদের পক্ষে ইউরেস্তেনীসের খান্দানকে এভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেয়া সম্ভব নয়। "আপনার স্ত্রী যখন সন্তান ধারণ করছেন না" তারা বললেন, "আপনার উচিত হচ্ছে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং অন্য কাউকে বিয়ে করা, যদি আপনি স্পার্টানদের খুশি রাখতে চান।" এনাকসান্দ্রিদেস বললেন — এ দুটির কোনোটি করার ইচ্ছাই তাঁর নেই; তাঁর স্ত্রীর কোনো অপরাধ নেই এবং তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটরা যে পরামর্শ দিচ্ছেন তা একেবারেই গর্হিত, এরূপ কিছুই তিনি করবেন না। তাঁর উত্তরে ম্যাজিস্ট্রেট এবং মাতব্বরেরা আবার চিন্তা করতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত আরেকটি প্রস্তাব দেন। ওঁরা বললেন এটা পরিষ্কার যে, আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি খুবই আসক্ত, কাজেই আপনার জন্য জ্ঞানীর কাজ হবে, আমরা এখন যে পরামর্শ দিচ্ছি তাতে আপত্তি না করা — আবার প্রত্যাখ্যান করা হলে, স্পার্টাবাসীদের জন্য হয়তো আপনার বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়বে। আপনার বর্তমান স্ত্রীর

---

* মূল শব্দটি EPHOR ;এই শ্রেণীটি সৃষ্টি হয়েছিলো স্পার্টায়

বেলায় আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা তাঁকে তালাক দেয়ার জন্য আপনাকে বলছি না। তিনি এখন যেসব সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন তাঁর সেসব সুযোগ সুবিধা আপনি অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন। কিন্তু আপনি অন্য একটি স্ত্রীলোককেও বিয়ে করতে পারেন, আপনার সন্তান ধারনের জন্য।" এনাকসান্দ্রিদেস তাতে রাজি হন এবং তখন থেকেই তাঁর ছিলো দুই স্ত্রী এবং দুটি পৃথক পৃথক বাড়ি — যা ছিলো স্পার্টাতে অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

খুব বেশিদিন গেলো না তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জন্ম দিলেন ক্লিওমেনিসকে এবং স্পার্টাবাসীকে এভাবে তিনি তাঁদের সিংহাসনের জন্য একজন উত্তরাধিকারী উপহার দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর প্রথমা স্ত্রী যিনি আগে ছিলেন সন্তানহীনা তিনিও, গর্ভধারণ করে বসেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা এ সংবাদ শুনে বেশ শোরগোল শুরু করে দেয় এবং তারা দাবি করে — যা ছিলো একেবারেই অসত্য — তিনি তাঁর ইজ্জত বাঁচানোর জন্য গর্ভবতী হওয়ার ভান করছেন এবং জাল শিশুকে নিজের বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন। ওরা এমন ভীষণ শোরগোল শুরু করে যে, যখন তার প্রসবের সময় হলো, ম্যাজিস্ট্রেটরা, যারা এমত কিংবা ওমত কোনোটিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না — তাঁরা তাঁকে ঘিরে বসলেন তাঁর বিছানার চারপাশে যখন শিশুটি সত্যি সত্যিই ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। শিশুটির নামকরণ করা হলো ডোরিউস এবং তার জন্মের প্রায় পরপরই স্ত্রীলোকটি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এবার জন্ম নিলেন লিউনিদাস এবং আবার সামান্য বিরতির পর তাঁর গর্ভে জন্ম নিলেন ক্লিওম্ব্রোতাস — যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন, শেষোক্ত দুজন ছিলেন যমজ ভ্রাতা। এনাকসান্দ্রিদেসের দ্বিতীয় স্ত্রী ক্লিওমেনিসের জননী — তিনি ছিলেন দেমার্সিনাসের পুত্র প্রিনেতাদিসের কন্যা — তিনি কিন্তু আর কেনো সন্তানের জন্ম দেন নি।

এবার ক্লিওমেনিসের প্রসঙ্গে আসা যাক। কাহিনী বলে, তার মাথা খুব ঠিক ছিলো না — এমন কি, তিনি ছিলেন প্রায় উম্মাদ, অথচ ডোরিউস তাঁর বয়সের তরুণদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে উত্তম। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ছিলো যে, তাঁর প্রতিভার বদৌলতে তিনিই হবেন নিশ্চিত উত্তরাধিকারী। এর ফলে, এনাকসান্দ্রিদেসের মৃত্যুর পর স্পার্টার লোকেরা যখন তাদের চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠপুত্র ক্লিওমেনিসকে সিংহাসনে বসালো তখন ডোরিউস স্বভাবতই খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ক্লিউমিনেস তার উপর শাসন করবেন এ অবস্থা বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি স্পার্টানদের নিকট তাঁকে একদল লোক দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং ওদেরকে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র নতুন এক জায়গায় এক বসতি স্থাপন করেন। এর জন্য তিনি উপযুক্ত জায়গা কি হতে পারে সে বিষয়ে ডেলফির দৈবজ্ঞের সঙ্গে পূর্বাহ্নে কোনো পরামর্শ করলেন না, অথবা প্রচলিত কোনো আনুষ্ঠানিকতাও পালন করলেন না। তিনি হঠাৎ রাগের বশে একসর চলে গেলেন লিবিয়া; সঙ্গে থেরা থেকে কিছু লোক নিলেন গাইড হিসেবে, সেখানে পৌঁছে তিনি মিনিবস নদীর পাড়ে লিবীয়ানদের মালিকানাধীন একখণ্ড চমৎকার জমিতে বসতি স্থাপন করলেন।

অবশ্য, প্রায় দু'বছর পরে, তিনি ম্যাকী নামক একটি লিবীয়ান গোত্র এবং কার্তেজীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পিলোপোনিসে ফিরে যান। লাইউস্বকে যেসব দৈববাণী শোনানো হয়েছিলো এখানে তারই ভিত্তিতে এন্টিখারেস নামক ইলিয়নের এক লোক তাকে পরামর্শ দেয় সিসিলিতে হিরাক্লিয়া নগরী পত্তন করতে, কারণ এই লোকটির মতে পশ্চিম সিসিলির ইরিক্স নামক গোটা অঞ্চলটিই হচ্ছে হিরাক্লিস বংশের সম্পত্তি, কারণ হিরাক্লিস নিজেই ছিলেন এর আদি বিজেতা। এজন্য, ডোরিউস যে সম্পত্তি অর্জন তাঁর লক্ষ্য তা তাঁর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে দৈবজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ডেলফি যান এবং সেখানকার আচার্যা তাকে জানালো যে, এ ভূমি নিশ্চয়ই তার হবে। এরপর ডোরিউস যে বসতকারীদের লিবিয়াতে নিয়েছিলেন তাদের এনে জাহাজে করে ইতালীয় উপকূল বরাবর রওয়ানা করেন।

সিবারিসের লোকেরা বলে, ঠিক এই সময়ে তারা এবং তাদের শাসক টেলিস ক্রোটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তাভাবনা করছিলো। ক্রোটনবাসী ভীষণ আতংকিত হয়ে ডোরিউসের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সে সাহায্য প্রদান করে ডোরিউস এই অভিযানে তাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ওদের সাহায্য করেন সিবারিস দখল করতে। এ হচ্ছে সিবারিসদের বর্ণিত কাহিনী। কিন্তু ক্রোটনবাসীরা ভিন্ন কথা বলে। ওদের মতে, সিবারিসের বিরুদ্ধে ওদের এই যুদ্ধে ওদের কোনো বৈদেশিক মিত্র ছিলো না, কেবল ইলির গণক আয়ামিদির বংশের কেল্লিয়াস ছাড়া। এই কেল্লিয়াস টেলিসকে পরিত্যাগ করে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ ও পশু বলি দেয়ার পর বুঝতে পেরেছিলো যে লক্ষণগুলি ক্রোটনের উপর আক্রমণের বিপক্ষে। উভয়দলই তাদের কাহিনীর সপক্ষে দলিল পেশ করে থাকে ঃ সিবারিসবাসীরা প্রথমে দেখায় একটুকরো পবিত্র জমি, যার মধ্যে রয়েছে একটি মন্দির। জমিটি ক্রাতিস নদীর শুকিয়ে যাওয়া স্রোতরেখার কাছেই অবস্থিত। ওরা ঘোষণা করলো শহরটি দখল করার পর ডোরিউস-ই এ স্থানটি উৎসর্গ করেছিলেন, এথেনার ক্রেতিয়াসের উদ্দেশ্যে। এবং দ্বিতীয়ত ওরা সবচাইতে বড় প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে ডোরিউসের মৃত্যুকে, যিনি, তাদের মতে, দৈবজ্ঞের নসিহত লঙ্ঘন করার অপরাধে প্রাণ হারান। তিনি যা করবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন কেবল যদি তাই করতেন এবং আকস্মিক এ্যাডভেঞ্চারের সাথে নিজেকেও জড়িত না করতেন, তাহলে তিনি ইরিকস নামক অঞ্চলটি জয় ও দখলে রাখতে পারতেন এবং এ অভিযানে তিনি কিংবা তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চিহ্ন হতেন না। পক্ষান্তরে, ক্রোটনবাসীরা অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের এলাকার ভেতরের বহু সংখ্যক ভূমিদানের দিকে। সেসব ভূমিদান করেছিলেন কেল্লিয়াস (আমার স্মরণকালের মধ্যেও এইসব সম্পত্তি ছিলো কেল্লিয়াসের পরিবারের অধিকারে) কিন্তু সেখানে ডোরিউস এবং তার বংশধরদের কোনো জমিই ছিলো না। তা সত্ত্বেও যদি ডোরিউস সত্যি এ যুদ্ধে সাহায্য করে থাকেন, ওদের মতে কেল্লিয়াসকে যা দেয়া হয়েছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি দেয়া হতো ডোরিউসকে। এ বিপরীত দুটি প্রমাণের মধ্যে, যে পক্ষ সত্য বলছে বলে আপনি মনে করছেন তার সঙ্গে আপনি একমত হতে পারবেন।

অবশিষ্ট স্পার্টানরা ডোরিউসের সঙ্গে জাহজে করে রওয়ানা করে। উদ্দেশ্য, উপনিবেশ স্থাপনে তাঁকে সাহায্য করবে। ওদের নাম হচ্ছে থেসালুস, পেরায়ে বাতেস, সেলিয়াস ইউরিলিয়ন। ওরা সিসিলি পৌঁছলো বটে, কিন্তু ওখানে পৌছে ফিনিসীয়ান এবং ইজেস্তা–এর লোকদের সঙ্গে এক যুদ্ধে ওরা এবং ওদের কমান্ডের অধীন সকলে পরাজিত ও নিহত হয়। ওদের মধ্যে কেবল ইউরিলিয়ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। সে, সিপাহীদের মধ্যে যে ক'টি লোক বেঁচেছিলো তাদের জড়ো করে সেলিনুসের উপনিবেশ মিনোয়া জয় করে এবং সেলিনুসের লোকদের তাদের শাসক পিথাগোরাসের অধীন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের বহিষ্কারের পর সে নিজেই সেলিনুসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে এবং কার্যত কিছুকালের জন্য ক্ষমতা উপভোগও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহরের লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে, যদিও সে জিয়ূস এগোরিউসের মন্দিরে পালিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলো।

আরো একজন লোক, যে ডোরিউসের সঙ্গী হয়ে তার ভাগ্য বরণ করেছিলো সে হচ্ছে বুতাসিদেমের পুত্র ফিলিপপাস, এবং ক্রোটনের একজন বাসিন্দা। সিবারিসের টেলিসের কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু সে বিয়ে হতে পারে নি, কারণ তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিলো ক্রোটন থেকে। হতাশ হয়ে সে জাহাজে ক'রে সাইরেনের পথে রওয়ানা করে; এখানে এসে সে একটি যুদ্ধ জাহাজকে সুসজ্জিত করে এবং ডোরিউসের অভিযানে যোগদান করার জন্য নিজ ব্যয়ে জাহাজে সৈন্য বোঝাই করে। এই ফিলিপপাস ছিলো এক অলিম্পিক বিজয়ী এবং তার কালের সবচেয়ে সুদর্শন মানুষ। তার চেহারার এই সৌন্দর্যের জন্য ইজেস্তার লোকেরা তার কবরের উপর এক বীরের সৌধ তৈরি করে অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন করে। এই সমাধি মন্দিরে তাঁর স্মরণে আজো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এই হচ্ছে ডোরিউসের পরিণাম। অথচ ডোরিউস সম্ভবত হতে পারতেন স্পার্টার রাজা — যদি কেবল তিনি সেখানে অবস্থান করতে এবং ওমেনিসের প্রজা হিসেবে কিছুকাল তা বরদাস্ত করে যেতেন। কারণ ওমেনিসের রাজত্ব ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোনো পুত্র সন্তান রেখে যান নি; একমাত্র কন্যা রেখে গিয়েছিলেন, যার নাম ছিলো গর্গো।

মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস যখন স্পার্টা আসেন তখনো ক্লিওমেনিস ছিলেন সিংহাসনে। স্পার্টার বিবরণী মতে, সাক্ষাতকারের সময় এরিস্তেগোরাস ব্রোঞ্জের উপর খোদাই করা একটি ম্যাপ নিয়ে আসেন, যে ম্যাপে দেখানো হয়েছে সকল সমুদ্র ও নদ–নদী। এরিস্তেগোরাস তাঁর কথাবার্তা শুরু করেন এভাবে ঃ "ক্লিওমেনিস, আপনার সাথে দেখা করার জন্য আমার উৎকণ্ঠায় আশা করি আপনি খুব বিস্মিত হবেন না। আসল কথা এই যে, অবস্থার চাপে আমি বাধ্য হয়েছি। আইয়োনীয়ানরা তাদের স্বাধীনতা হারাবে, এ কেবল আমাদেরই চরম লজ্জা এবং দুঃখের কারণ নয়, বরং গ্রীসের আর সকলের জন্য

এবং বিশেষ করে আপনার জন্যও তা চরম লজ্জা ও দুঃখের বিষয়, কারণ আপনারা হচ্ছেন গ্রীক জগতে সবচেয়ে পরাক্রমশালী শক্তি। এজন্য যে সব দেবতার আমরা পূজা করি আমরা আপনার কাছে তাদের নামে প্রার্থনা করছি আপনার আইয়োনিয়ার সগোত্রদের গোলামি থেকে রক্ষা করুন। কাজটি খুবই সহজ হবে, কারণ এই বিদেশীরা যুদ্ধ অতি সামান্যই ভালোবাসে, আর আপনারা হচ্ছেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা যোদ্ধা। পারসীয়ানদের অস্ত্র হচ্ছে তীর, ধনুক এবং খাটো বর্শা। ওরা পাগড়ি ও খাটো পাজামা পরে লড়াই করে। এতে আপনি বুঝতে পারবেন ওদের হারানো কতো সহজ। তাছাড়া, ঐ মহাদেশের লোকেরা, বিশ্বের অপর সকল লোককে একত্রে করলে তারা যে সম্পদের অধিকারী হবে তার চাইতে অনেক বেশি ধনী — সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, সূক্ষ্ম কাজ করা বস্ত্র এবং গাধা ও গোলামের অশেষ মওজুত থেকে শুরু করে সবকিছুই ওদের রয়েছে। এসবই কেবল অপনার ইচ্ছার প্রতীক্ষায়, ইচ্ছা করলেই এসব আপনি পেতে পারেন। বিভিন্ন জাতির তুলনামূলক অবস্থান আমি দেখাচ্ছি আপনাকে।"

এখানে এসে এরিস্তেগোরাস সঙ্গে করে যে ম্যাপটি নিয়ে এসেছিলেন তা পেশ করেন। 'দেখুন' তিনি ম্যাপের উপর অঙ্গুলি চালাতে চালাতে বলেন ঃ আইয়োনীয়ানদের পরেই রয়েছে লিডীয়রা — অতি চমৎকার এবং ঐশ্বর্যশালী ওদের দেশ, রূপায় ভর্তি। এর পরে পড়ছে পূর্বতম প্রান্তে ফ্রজয়দের দেশ — ফসল এবং গৃহপালিত পশুর দিক দিয়ে তাদের সমকক্ষ হতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো দেশের কথা আমি জানি না। এবং এখানে এদের সংলগ্নই রয়েছে কাপ্পাডোসিয়া — আমরা তাদের বলি সিরীয়ান। এবং এদের পরেই রয়েছে সিলিসানরা; ওদের এলাকা উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত — আর দেখুন, এটি হচ্ছে সাইপ্রাস দ্বীপ — এবং পারস্য রাজের প্রতি তাদের বার্ষিক করের পরিমাণ হচ্ছে ৫০০ টেলেন্ট, আর এই যে আর্মেনীয়ানরা, এদেরও গৃহপালিত জীবজন্তু রয়েছে প্রচুর; এবং এদের পরেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন ম্যাতিয়েনিদের। আরো পূর্ব দিকে রয়েছে সিসিয়া; আপনি এখানে চিহ্নিত দেখতে পাচ্ছেন খোয়াজপেস নদী। এর তীরেই অবস্থিত সুসা নগরী — যেখানে বাস করেন রাজ্যাধিপতি এবং সঞ্চিত রেখেছেন তাঁর ধনভান্ডার। বলতে কি, আপনি যদি সুসা দখল করেন আপনি বিনা দ্বিধায় ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারেন খোদ ঈশ্বরের সঙ্গে। এখন আসুন, আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি আপনার নিকট ঃ সামান্য এক টুকরো জমির জন্য — সে জমিও কতো দরিদ্র, আপনি যুদ্ধযাত্রা সংগত মনে করছেন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী মেসসেনীয়ান, আর্কেডীয়ান এবং আর্নোসদের সঙ্গে, যাদের সেই সোনা অথবা রূপা বলতে কিছুই নেই, যার জন্য যুদ্ধ করা যায় এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়া যায় — আপনাকে দেয়া হচ্ছে গোটা এশীয় মহাদেশ সহজে জয় করার একটা সুযোগ। এই দুয়ের মধ্যে কি সত্যি নির্বাচনের কোনো অবকাশ আছে?

'জনাব' ক্লিওমেনিস জবাব দেন, 'আমি এর উত্তর দেয়ার জন্য দুদিন অপেক্ষা করবো।'

সে মুহূর্তে ওরা ঐ পর্যন্তই পৌছেছিলেন। কিন্তু ক্লিওমেনিস যেদিন তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে রাজি হয়েছিলেন সেই দিন যখন এলো তখন তিনি এরিস্তেগোরাসকে জিজ্ঞেস করলেন সুসা এখান থেকে কদ্দূর? এবং আইয়োনিয়ার উপকূল থেকে ওখানে পৌছতে কতদিন লাগে? এ পর্যন্ত এরিস্তেগোরাসের মস্তিষ্ক ঠিকই কাজ করেছিলো। তিনি ক্লিওমেনিসকে প্রায় নাকে রশি লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন অতি সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। স্পার্টাকে এশিয়া অবরোধ করতে প্ররোচিত করাই যখন তার উদ্দেশ্য ছিলো — ওদেরকে সত্য কথা বলা কখনো তাঁর পক্ষে সংগত ছিলো না। কিন্তু তিনি তাই করেন এবং বলেন এর জন্য তিন মাস লাগে। ক্লিওমেনিস একথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন এবং সুসার রাস্তা সম্পর্কে এরিস্তেগোরাস যা বলতে যাচ্ছিলেন তাকে তা আর বলতে দিলেন না। 'জনাব', তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'সূর্য ডোবার আগেই আপনাকে অবশ্য স্পার্টা ছাড়তে হবে। ল্যাসিদিমনীয়ানদের সমুদ্র থেকে আরো তিন মাসের পথ স্থলভাগের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার প্রস্তাব একান্তই অসংগত।"

এরপর ক্লিওমেনিস ঘরের ভেতর চলে যান এবং এরিস্তেগোরাস তার হাতে একটি জলপাই শাখা নিয়ে তার পিছু পিছু প্রবেশ করেন বিনীত অনুনয়ের সঙ্গে, এবং তিনি যা কিছু পবিত্র মনে করেন সে সবের নাম করে ক্লিওমেনিসের নিকট শিশুটিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করেন — এবং তার বক্তব্য শোনবার জন্যও। — কারণ তাঁর একমাত্র কন্যা গর্গো, আট কি ন'বছরের ছোট্ট বালিকা, এই আলাপের সময় দাঁড়িয়েছিলো তার পিতার পাশে। ক্লিওমেনিস শিশুটির কথা না ভেবে তাকে তার বক্তব্য বলার জন্য এরিস্তেগোরাসকে বলেন। জবাবে, তিনি যা চান ক্লিওমেনিস তা করতে রাজি হলে এরিস্তেগোরাস তার জন্য ক্লিওমেনিসকে ১০ টেলেন্ট দেবেন বলে তাঁর কথা শুরু করেন। ক্লিওমেনিস মাথা নাড়তে থাকেন এবং এরিস্তেগোরাস ক্রমশ তাঁর অফারের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। তাঁর অফার যখন ৫০ টেলেন্টে উঠলো তখন কচি বালিকাটি চিৎকার করে উঠলো ঃ 'আব্বা, আপনার বরং এখান থেকে সরে পড়া উচিত, নইলে এই বিদেশী আপনাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে।' ক্লিওমেনিস তাঁর কন্যার এই সতর্কবাণী পছন্দ করলেন এবং তিনি অন্য একটি কক্ষে চলে গেলেন। আর এদিকে এরিস্তেগোরাস স্পার্টা ত্যাগ করলেন চিরদিনের জন্য। সুসার রাস্তা সম্পর্কে তাঁর আরো তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সেই তথ্য এখন আমি নিজেই সরবরাহ করবো বলে স্থির করেছি। সমস্ত রাস্তাটিতে নির্দিষ্ট ব্যবধানের পরপর পরিচিত স্টেশন রয়েছে, যেখানে আছে সরাইখানা, আর রাস্তাটিও ভ্রমণের জন্য খুবই নিরাপদ। কারণ কোথাও জনবসতিহীন এলাকার ভেতর দিয়ে যায় নি এ রাস্তা। লিডিয়া এবং ফ্রজিয়াতে, ৯৪ $\frac{১}{২}$ পারাসাং দূরত্বের মধ্যে — যা প্রায় ৩৩০ মাইল — ২০টি স্টেশন রয়েছে। ফ্রজিয়ার সুদূর প্রান্তে রয়েছে হালীস নদী; এখানে

কয়েকটি প্রবেশ পথ রয়েছে, যা অতিক্রম করার পর নদী পার হওয়া সম্ভব। এই প্রবেশ পথে কড়া পাহারা রয়েছে। নদী পার হয়ে কাপ্পাডোসিয়া প্রবেশের পর ১১৪ পারাসাং দূরত্ব অতিক্রম ক'রে—যার মধ্যে পড়ে ২৮টি স্টেশন — পৌঁছনো যায় সিলিসিয়ার সীমান্তে, যেখানে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে দুইপ্রস্থ গেটের ভেতর দিয়ে; দুয়ের উপরই রয়েছে পাহারা। এসব পেছনে ফেলে সিলিসিয়ার মধ্য দিয়ে রাস্তার দূরত্ব হচ্ছে ১৫ $\frac{১}{২}$ পারাসাং। এই দূরত্বের মধ্যে রয়েছে তিনটি স্টেশন। সিলিসিয়াকে আর্মেনিয়া থেকে পৃথক করেছে ফোরাত নদী, যা পার হতে হয় নৌকায় করে। আর্মেনিয়ার ভেতর রাস্তাটির দৈর্ঘ হচ্ছে ৫৬ $\frac{১}{২}$ পারাসাং এবং এ পথে স্টেশনের সংখ্যা হচ্ছে ১৫। এখানেও পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে চারটি নদী, এর সবক'টি পার হতে হয় একটি ফেরির সাহায্যে। প্রথম নদীটি হচ্ছে তাইগ্রিস, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির নাম একই — জাবাতুস — যদিও এ দুটি হচ্ছে দুটি ভিন্ন নদী এবং উৎপন্ন হয়েছে স্বতন্ত্র উৎস থেকে; একটি উৎপন্ন হয়েছে আর্মেনিয়াতে, অন্যটি মেতিয়েনিতে। চতুর্থ নদীটির নাম হচ্ছে জিন্দেস — এই নদীটিকে একবার সাইরাস খন্ডিত করেছিলেন ৩৬০টি খালে। আর্মেনিয়া ছেড়ে মেতিয়েনিতে প্রবেশের পর ১৩৭ পারাসাং রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। এ রাস্তায় রয়েছে ৩৪টি স্টেশন; আর ওখান থেকে সিস্সিয়া প্রবেশ করলে ১১টি স্টেশনসহ আরো ৪২ $\frac{১}{২}$ পারাসাং রাস্তা, যে দূরত্ব অতিক্রম করার পর আরেকটি নদী পড়ে, নদীটির নাম খোয়াজপেস। এই নাব্য নদীটির তীরেই সুসা শহরটি অবস্থিত। এভাবে দেখা যাচ্ছে — রাস্তার উপর সার্দিস থেকে সুসা পর্যন্ত মোট স্টেশনের সংখ্যা হচ্ছে ১১১। পারাসাং হিসেবে এই শাহী রাস্তায় এই মাপ যদি সঠিক হয় এবং ১ পারাসাং যদি ৩০ ফার্লং-এর সমান হয় (প্রকৃতপক্ষে যা, তাই) তাহলে সার্দিস থেকে মেমননের প্রাসাদ পর্যন্ত দূরত্ব হবে (৪৫০ পারাসাং) ১৩, ৫০০ ফার্লং। তাহলে, একটি লোক যদি দিনে ১৫০ ফার্লং সফর করে তার এই দূরত্ব অতিক্রম করতে লাগবে ৯০ দিন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস যখন স্পার্টার ক্লিওমেনিসকে বলেছিলেন যে সমুদ্র থেকে সুসা পৌঁছতে তিন মাস লেগেছে তখন তিনি ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু কেউ যদি আরো নিখুঁত হিসাব চান, তাহলে আমি বলবো যে ইফেসুস থেকে সার্দিস পর্যন্ত দূরত্বকে এই যোগফলের সঙ্গে যোগ করতে হবে, যার ফলে দেখা যাবে ঈজীয়ান থেকে মেমননের শহর সুসা পর্যন্ত চূড়ান্ত মাপ হচ্ছে ১৪,০৪০ ফার্লং; ইফেসুস থেকে সার্দিসের দূরত্ব হচ্ছে ৫৪০ ফার্লং , যার ফলে এ তিন মাসের সফরের সঙ্গে আরো তিন দিনের দূরত্ব যোগ হবে।

স্পার্টা থেকে এরিস্তেগোরাস চলে যান এথেন্স। এই এথেন্সকে যেভাবে স্বৈরাচারী সরকারের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছিলো আমি এখন তা বর্ণনা করতে যাচ্ছি। পিসিসত্রাতুসের পুত্র, এবং এথেন্সে একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হিপ্পিয়াসের ভ্রাতা হিপ্পারখুস, এক পরিষ্কার স্বপ্নে তাঁর বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা হলেও — জিফাইরাই বংশের দুটি লোক হার্মোদিয়াস এবং এরিস্টোগিতন কর্তৃক নিহত হন; অবশ্য

এ হত্যার ফলে এথেন্সের লোকেরা মোটেই উপকৃত হন নি। কারণ পরবর্তী চার বছরে ওরা যে নিপীড়ন ভোগ করে তা ছিলো আগের চেয়েও খারাপ। প্যানাথেনাইক উৎসবের আগের রাতে হিপ্পারখুস স্বপ্নে দেখেন — একটা দীর্ঘদেহী সুন্দর মানবমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার বিছনার উপরে এবং তাকে এই অপরিচিত এবং ধাঁধাপূর্ণ কথাগুলি বলছে ঃ

হে কেশরী, সহ্য করে যাও, যা অসহনীয়, সহিষ্ণু হৃদয়ে;
এমন কোনো মানবই নেই যে তোমার ক্ষতি করবে —
করলে নিশ্চয় তাকে দিতে হবে খেসারত।

পরদিন সকালে দেখা গেলো, তিনি তাঁর এই স্বপ্নের কথা, যারা স্বপ্নের তাবির করে তাদের বলছেন। কিন্তু পরে তিনি একথা তার মন থেকে সরিয়ে দেন এবং মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন; এই মিছিলেই তিনি নিহত হন।

হিপ্পারখুসের হত্যাকারী লোক দুটি, যে জিফাইরাই খান্দানভুক্ত ছিলো, সে খান্দানটি ওদের নিজেদের বিবরণ মতে প্রথমে এসেছিলো ইরিত্রিয়া থেকে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি এবং জানতে পেরেছি আসলে ওরা ছিলো ফিনিসীয়ান; — ক্যাডমাসের সঙ্গে যারা, বর্তমানে যে স্থানটিকে বীওশীয়া বলা হয়, সেখানে এসেছিলো, ওরা ছিলো সেই ফিনিসীয়ানদেরই বংশধর — ওখানেই তানাগরা নামক অঞ্চলটি ওদের বরাদ্দ করা হয়েছিলো, ওদের ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য। ক্যাডমাসের বংশধরদের আর্গোস খান্দানের লোকেরা বহিষ্কার করলে, জিফাইরাইদেরও বহিষ্কার করে বীওশীয়ার বাসিন্দারা। তখন জিফাইরাই-র এসব লোক গিয়ে আশ্রয় নেয় এথেন্সে। ওখানে ওদের সমাজে গ্রহণ করা হয় কতকগুলি সুস্পষ্ট শর্তে; এই সব শর্ত ওদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তবে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নয় এগুলি। যেসব ফিনিসীয়ান ক্যাডমাসের সঙ্গে এসেছিলো — তাদের মধ্যে জিফাইরাই গোত্রের লোকেরাও ছিলো — তারা গ্রীসে তাদের বসতি স্থাপনের পর সে দেশে অর্থাৎ গ্রীসে কতিপয় সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব আমদানি করে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লিখন পদ্ধতি, যা আমি মনে করি, তখনো গ্রীকদের কাছে অজ্ঞাতই ছিলো। প্রথমে ওরা অন্য সকল ফিনিসীয়ানের মতোই একই খত ব্যবহার করতো, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ওরা ওদের ভাষা বদলে ফেলে এবং হরফের চেহারাও পরিবর্তন করে। সে সময়ে আশেপাশের সকল গ্রীকই ছিলো আইয়োনিয়া থেকে আগত। ফিনিসীয়ানরা ওদের এই অক্ষরগুলি শিখায় এবং কিছু পরিবর্তনসহ সেগুলি নিজেদের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করে এবং এগুলিকে ফিনিসীয়ান খত বলে উল্লেখ করতে থাকে। ফিনিসীয়ানরা ঠিকই করেছিলো। কারণ এ হরফগুলি ফিনিসীয়ানরাই প্রবর্তন করেছিলো। আইয়োনীয়ানরা কাগজকে 'চর্মও বলে থাকে — এ হচ্ছে সেই সুদূর প্রাচীনকালের একটি স্মৃতি বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে থাকার নমুনা, যখন কাগজ পাওয়া ছিল কঠিন, এবং প্রকৃতপক্ষেই ওরা ছাগল, ভেড়ার চামড়া ব্যবহার করতো লেখার জন্য। এমন কি, আজো চামড়ার উপর বহু বিদেশী লিখে থাকে। বীওশীয়ার

থিবিসে ইসমেনিয়া-এপোলোর মন্দিরে আমি নিজে কয়েকটি ডেগ দেখেছি যাতে ক্যাডমীয়ান খতে উৎকীর্ণ লিপি রয়েছে; এর বেশিরভাগই আইয়োনিয়ার খত থেকে ভিন্ন নয়। এ রকম ডেগ ছিলো তিনটি ঃ একটিতে উৎকীর্ণ ছিলো ঃ "এম্পিত্রিয়ন আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন তেলীবোয়াইয়ের যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এবং এর তারিখ হচ্ছে ঃ ল্যাবডাকুসের পুত্র, পলিডোরাসের পৌত্র এবং ক্যাডমাসের প্রপৌত্র লাইয়ুসের সময়ের কাছাকাছি। আরেকটিতে উৎকীর্ণ ছিলো ষড়মাত্রিক দুটি শ্লোক ঃ

মুষ্ঠিযোদ্ধা স্কাইয়ুস, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে বিজয়ী,
আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরের ধনুর্ধর এপোলোর উদ্দেশ্যে
— এক চমৎকার উৎসর্গ।

খুব সম্ভব ইনি হচ্ছেন হিপ্পোকুনের পুত্র স্কাইয়ুস; এবং গামলাটি যদি, এই নামের অন্য কারো দ্বারা না হয়ে তার দ্বারাই উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে তাহলে এ হচ্ছে লাইয়ুসের পুত্র ইডিপাসের সমসাময়িক। তৃতীয় লিপিটিও উৎকীর্ণ হয়েছে ষড়মাত্রিক ছন্দে ঃ

ল্যাওডেমাস তাঁর রাজত্বকালে, উৎসর্গ করেছিলেন এই ডেগ,
মহান ধনুর্ধর এপোলোর উদ্দেশ্যে — চমৎকার এই উৎসর্গ।

ইতিওক্লেসের পুত্র ল্যাওডেমাসের রাজত্বকালে, ক্যাডমাসের বংশধরেরা বহিষ্কৃত হয়, আর্গোস বংশের লোকদের দ্বারা এবং এনখেলিস গোত্রের কাছে আশ্রয় নেয়। জিফাইরাই গোত্রটি দেশেই থেকে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বীওশীয়ানরা ওদের ওখান থেকে সরে এথেন্সে চলে যেতে বাধ্য করে। ওখানে ওদের কয়েকটি নির্দিষ্ট মন্দির আছে যা ওদের নিজেদের খাস ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই মন্দিরগুলিতে এথেন্সের অন্য লোকদের প্রবেশ নিষেধ। এর একটি হচ্ছে দিমেতার আখাইয়ার মন্দির, যেখানে গোপন ধর্মাচার অনুষ্ঠিত হয়।

হিপ্পারখুসের স্বপ্ন-কাহিনী বলার পর এবং জিফাইরাই খান্দানের দুই হত্যাকারীর উৎপত্তি খুঁজে বের করে এখন আমি আমার মূল বিষয় বস্তুতে ফিরে যাচ্ছি ঃ স্বৈরাচারী শাসন থেকে এথেন্সের মুক্তি এবং কি করে সেই মুক্তি সম্ভব হয়েছিলো। হিপ্পিয়াস, যিনি ছিলেন নগরীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর ভ্রাতার হত্যার পর তার প্রজাদের প্রতি তিনি কঠোর এবং পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; এবং এথেন্সের একটি বংশ আলকমিওনিদে যারা ঐ পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী পিসিসত্রাতুস-খান্দান কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলো, তারা চেষ্টা করে নির্বাসিত অন্যান্য দলের সাহায্যে বল প্রয়োগে দেশে পুনরায় প্রবেশ করতে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসককে সিংহাসনচ্যুত করতে চেষ্টা করে। ওরা আইয়োনিয়ার উজানে লীপসিদ্রিয়াম দখল করে তার চারদিক সুরক্ষিত করে। কিন্তু এটাই ছিলো ওদের সাফল্যের সীমা, এরপর শুরু হলো বিপর্যয় এবং তখন ওরা অন্য পন্থা চেষ্টা করে দেখতে বাধ্য হয়। পিসিসত্রাতুসের খান্দানের বিরুদ্ধে তাদের সহায়ক হতে পারে এমন যে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে ওরা ছিলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যে ওরা

এমফিকতীয়ানদের কাছ থেকে, ডেলফিতে আজ যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে তা নির্মাণ করার কাজ নেয়। সে সময় কিন্তু ওখানে এই মন্দির ছিলো না। ওরা ছিলো সম্পদশালী লোক এবং ওদের খান্দান ছিলো বহুকালের বনেদি এবং বিশিষ্ট; ওরা যে মন্দির নির্মাণ করলো, তা অনেক দিক দিয়েই নকশায় মন্দির যেভাবে গড়ার পরিকল্পনা ছিলো তার চেয়ে ছিলো উৎকৃষ্ট। বিশেষকরে এর সম্মুখভাগ নির্মিত হলো পেরিয়ার মর্মর পাথরে, অথচ চুক্তি ছিলো গোটা ইমারতটিই এমন এক ধরনের পাথর দিয়ে তৈরি করতে হবে যাকে সহজেই ইচ্ছামতো আকার দেয়া যায়, অথচ তা থেকে কোনো চল্লা ওঠে না। এথেনীয়ানরা বলে যে, ডেলফিতে ওদের অবস্থানকালে এই লোকগুলি আচার্যাকে ঘুষ দেয়, যেন আচার্যা, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত কাজে স্পার্টার কোনো লোক দৈববাণীর জন্য তার কাছে এলে তাকে বলে যে, এথেন্সকে মুক্ত করাই হচ্ছে ওদের কর্তব্য। এবং একই নির্দেশ এভাবে অনবরত পুনরাবৃত্তির ফলে স্পার্টানরা এস্তারের পুত্র, সুখ্যাতির অধিকারী এ্যাঙ্খিমোলিয়াসকে সেনাপতি করে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে পিসিসত্রাতুস খান্দানের লোকদের বিতাড়িত করার জন্য। পিসিসত্রাতুসগোষ্ঠীর লোকেরা ছিলো ওদের উত্তম বন্ধু ঃ কিন্তু তার মূল্য কি ! ওদের কাছে মানবিক সম্পর্কের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আল্লাহর আদেশ। এ্যাঙ্খিমোলিয়াস এবং তার সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিলো সমুদ্রপথে। ওরা অবতরণ করে ফেলিরামে। কিন্তু পিসিসত্রাতুস বংশীয়রা ইতিপূর্বেই ওদের মতলব বুঝতে পেরেছিলো। তাই ওদের মিত্রদেশ থেসালির কাছে ওরা সাহায্য চেয়ে পাঠায়। থেসালীয়ানরা ওদের আবেদনে সাড়া দেয় এবং একহাজার ঘোড়সওয়ারের একটি বাহিনী প্রেরণ করে তাদের রাজা কোর্নিয়ার সিনিয়াসের সেনাপতিত্বে। এই নতুন সৈন্যবলের ভিত্তিতে পিসিসত্রাতুস বংশীয়রা একটি পরিকল্পনা করে; পরিকল্পনাটি এই যে, ফেলিরামের চারপাশে যে ভূমি রয়েছে গাছপালা কেটে সেই জাগাটি সাফ করে ফেলতে হবে, যাতে অবাধে এগুতে পারে ওদের ঘোড়াগুলি। এরপর ওরা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবে। এ আক্রমণটি সফল হয় — এ্যাঙ্খিমোলিয়াসসহ ল্যাসিদিমনিয়ার বহু লোক নিহত হয় এবং যারা বেঁচে রইলো তাদের তাড়িয়ে তোলা হল তাদের জাহাজে। এভাবে স্পার্টার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আতিকার এ্যালোপেকী নামক স্থানে এ্যাঙ্খিমোলিয়াসকে কবর দেয়া হয়; সাইনোসার্গোসে হিরাক্লিসের যে মন্দির রয়েছে তার কাছেই তার কবরটি দেখা যায়। পরে অবশ্য তারা আবার চেষ্টা করে। এবার অভিযানটি ছিলো আরো বড় আকারের। এবার সেনাপতি ছিলেন এনাক্সান্দ্রিদেসের পুত্র এবং ওদের রাজা ক্লিওমেনিস। আক্রমণটি সমুদ্রপথে চালিত না হয়ে স্থলপথে চালিত হয়। সৈন্যবাহিনী সরহদ অতিক্রম করে ঢুকে পড়ে আতিকার ভেতরে এবং থেসালির অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর থেসালির অশ্বারোহী বাহিনী চল্লিশজনেরও বেশি নিহত সৈন্যকে মাঠে ফেলে সরে পড়ে। অবশিষ্টরা সোজা ফিরে যায় থেসালিতে। ক্লিওমেনিস মার্চ্ করে এগিয়ে যান এথেন্সের দিকে। স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধী এথেনীয়ানদের সঙ্গে নিলেন তিনি এবং এ্যাক্রোপলিস

অবরোধ করলেন। এখানে হিপ্পিয়াস এবং তার দল আত্মরক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলো। অবরোধের ইচ্ছা ল্যাসিদিমনীয়ানদের ছিলো না, আর পিসিসত্রাতুস বংশীয়দের হাতে ছিলো প্রচুর খাদ্য এবং পানি। কাজেই এটা সম্ভব যে, একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার না ঘটলে ক্লিওমেনিস হয়তো দু'একদিন চেষ্টা করতেন, তারপর স্পার্টা ফিরে যেতেন, তার উদ্দেশ্য সফল না করেই। কিন্তু স্পার্টার সৌভাগ্যই বলতে হবে, এবং দুর্ভাগ্য ওদের শত্রুদের; পিসিসত্রাতুস পরিবারের ছেলেমেয়েদের যখন ওদের নিরাপত্তার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন ওরা ধরা পড়ে যায়। এই মুসিবতে ওদের সমস্ত পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যায়; ওরা এথেনীয়ানদের শর্ত মানতে বাধ্য হয় এবং পাঁচদিনের মধ্যে আতিকা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হয়। এরপর ওরা স্ক্যামানন্দের নদীর তীরবর্তী সিজিউমে চলে যায়। এই পরিবারটি এথেন্সে তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে যায় ৩৬ বছর।*

তাহলে এভাবেই এথেন্স মুক্ত হয়েছিলো স্বৈরাচারী শাসন থেকে। এখন আমি এথেন্সের ইতিহাস, তার এই মুক্তি থেকে শুরু করে আইয়োনিয়ার বিদ্রোহ এবং পারস্যের বিরুদ্ধে সাহায্যের অনুরোধসহ মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাসের এথেন্স পৌছানো পর্যন্ত যা-কিছু স্মরণীয়, বর্ণনা করছি।

অতীতে এথেন্স ছিলো একটি মহান দেশ। এখন তার এই মুক্তি লাভের পর এথেন্স হয়ে উঠলো মহত্তর। এই নগরীতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন দু ব্যক্তি : আলকমিওনীয়ান খান্দানের একজন সদস্য ক্লিসথেনিস, কাহিনী অনুসারে ইনিই ঘুষ খাইয়ে বশ করেছিলেন ডেলফির আচার্যাকে; অন্য জন হচ্ছেন থিসান্দারের পুত্র ইসাগোরাস, এক মশহুর পরিবারের লোক, যদিও আমি এর ইতিহাস জানি না — এ দুজন ছিলেন ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই দ্বন্দ্বে ক্লিসথেনিস যখন খুবই কাবু হয়ে পড়ছিলেন তখন তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে জনগণের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। এরপর তিনি এথেনীয়ান গোত্রগুলির সংখ্যা পরিবর্তন করে চার থেকে করলেন বারো, এবং পুরনো নামগুলি বিলোপ করে দিলেন। পূর্বে চারটি পুত্রের নামকরণ করা হয়েছিলো জেলিয়ন, এইজিকোরেস, আর্গাদ্রেস এবং হপল্স, আইয়োনের এই চার পুত্রের নামে। কিন্তু এখন তিনি নতুন গোত্রগুলির নামকরণ করলেন অন্য বীরদের নামে; সকলেই, এথেন্সের লোক — কেবল এজাক্স ছাড়া, যিনি বিদেশী হলেও তাঁকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন পড়শি এবং মিত্র হিসেবে। আমার মনে হয়, এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর নানা সিসিওনের ক্লিসথেনিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। এই নৃপতি আর্গোসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের পর সিসিওনে সাধারণ্যে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন; কারণ হোমারের কাব্যে আর্গোস এবং আর্গোস বংশধরদের গৌরব কীর্তিত হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে। এ ছাড়া, একই

* এই পরিবারটির উৎপত্তি হয়েছিলো পাইলোসের নিলিউস থেকে ; ম্যালিনতুস এবং কাড্রাসও একই ব্যক্তির বংশধর ; ওরা প্রাচীনকালে এথেন্সে বসতি স্থাপন করার পর এথেন্সের রাজা হয়েছিলেন। এর স্মৃতি হিসাবেই হিপ্পোক্রোতিস তার পুত্রের নামকরণ করেছিলেন পিসিসত্রাতুস, ন্যাসতোরের পুত্র পিসিসত্রাতুসের নামের অনুকরণে।

কারণে — যেহেতু তালাউসের পুত্র আদ্রাসতুস ছিলেন আর্গোসের বংশধর তাই তিনি আদ্রাসতুসের প্রভাব বিলোপ করে দিতে চাইবেন, তা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। এই আদ্রাসতুসের উদ্দেশ্যে সিওনের হাটের মাঝখানে একটি মাজার নির্মিত হয়েছিলো এবং সে মাজারটি আজো টিকে আছে। বস্তুত ঃ তিনি ডেলফি গিয়েছিলেন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি আদ্রাসতুসকে বহিষ্কার করতে পারেন কিনা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা উত্তর দেয় নেতিবাচক ঃ "আদ্রাসতুস হচ্ছেন সিসিওনের রাজা" আচার্যার মুখে উচ্চারিত হয় "আর তুমি হচ্ছো এক পাথর নিক্ষেপকারী জালিম।" কাজেই ক্লিসথেনিস দেশে ফিরে যান নিরাশ হয়ে এবং এমন একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য চিন্তা করতে থাকেন, যার ফলে আদ্রাসতুসের আত্মা আপনা থেকেই সিসিওন থেকে সরে যেতে পারে। হঠাৎ এমন একটি পন্থা তার মনে উদয় হলো যা কার্যকর হবে বলে তাঁর মনে হলো ঃ তিনি বীওশীয়ার থিবিসে লোক পাঠিয়ে থিবিসের লোকদের জানালেন তিনি অস্তাকুসের পুত্র মেলানিপ্পুসকে (অর্থাৎ তার মূর্তিকে) তার সঙ্গে ফিরিয়ে সিসিওনে নিয়ে যেতে চান। থিবিসের লোকেরা এতে রাজি হয়। কাজেই ক্লিসথেনিস তাঁর মেলানিপ্পুসের মূর্তি নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন এবং কার্যত গভর্ণমেন্ট ভবনের মধ্যস্থলে তার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করলেন যেখানে, তিনি সম্ভাব্য চূড়ান্ত নিরাপত্তায় ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এখানে আমার উল্লেখ না করলে ভুল হবে যে, ক্লিসথেনিস মেলানিপ্পুসকে একজন ব্যক্তি হিসেবে সিসিওনে এজন্য পরিচিত করে তুলতে চাইছিলেন যে, তিনি ছিলেন আদ্রাসতুসের পরম শত্রু, কারণ তিনি তার ভ্রাতা মেসিসতেস, এবং তার জামাতা তাইতউস-এই দুজনেকই হত্যা করেছিলেন। তার নতুন মন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে অর্পণ করা হয় বলি ও উৎসবের ধর্মীয় সম্মান, যা আগে দেয়া হতো আদ্রাসতুসকে।

সিসিয়ানবাসীরা আদ্রাতুসকে সবসময়ই পরম ভক্তির পাত্র মনে করতো। কারণ, এককালে এই দেশটির মালিক ছিলেন তাঁর নানা পলিবাস, যিনি কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান এবং মরবার আগে তাঁকে তাঁর রাজত্বও দিয়ে যান। তাঁর সম্মানে যা কিছু করা হতো তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো একটি 'করুণ কোরাস' অথবা আনুষ্ঠানিক নৃত্য ও গান, যা সিসিয়ানীয়ানরা উদযাপন করতো তাঁর সম্মানে। সাধারণত এ করুণ কোরাস দিওনাইসিয়াসের পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সিসিয়ানে তা নয়; এখানে ইহা অনুষ্ঠিত হতো আদ্রাসতুসের সম্মানে — তাঁর জীবন কাহিনী ও দুঃখ-যন্ত্রণার জন্য। অবশ্য ক্লিসথেনিস তা বদলে দিলেন ঃ তিনি কোরাসটি রাখলেন দিওনাইসিয়াসের জন্য এবং অনুষ্ঠানের বাকি অংশটি নির্ধারিত করলেন মেলানিপ্পুসের জন্য। এসব ছাড়াও, আর্গোস বংশ ও সিসিয়ানীয়ানদের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তিনি ডারস গোত্রগুলির নাম বদলে দিলেন; অধিকন্তু এই পার্থক্য নিরূপণের পেছনে কাজ করেছিলো তার বিদ্বেষ। এর উদ্দেশ্য ছিলো সিসিয়ানীয়ানদের বোকা বানানো, কারণ ওদের জন্য যেসব নাম তিনি নির্বাচন করলেন সেগুলির মূলে ছিলো 'গর্দভ' 'শূকর' এ দুটি শব্দ — কেবল শব্দের অন্ত্যভাগ বদলে দেয়া হয়েছিলো। এ নামগুলি তিনি তাঁর নিজের গোত্র ছাড়া আর সকল গোত্রের ক্ষেত্রে চালু করেন, তাঁর নিজের গোত্রের নামকরণ করেন 'আর্খেলাই' , তাঁর

রাজকীয় পদের অনুসরণে। 'আর্খেলাই' শব্দটির মানে হচ্ছে 'জনগণের শাসক', অন্যদের তিনি নামকরণ করেন 'হিয়াতাই — 'শূকর-মানুষেরা', তারপরে 'অনিয়াতাই' — 'গর্দভ-মানুষেরা' এবং 'খয়েরিতাই — 'শুয়োর মানুষেরা, এ নামগুলি কেবল ক্লিসথেনিসের রাজত্বকালেই নয় বরং তাঁর মৃত্যুর পর আরো ষাট বছর পর্যন্ত চালু ছিলো সিসিয়ানে। এরপর এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং গোত্রগুলির নতুন নামকর হয় 'হাইলেস', 'প্যান্সাইলি' এবং 'ভিনানেতী' এবং তার সঙ্গে চতুর্থ একটি নাম যোগ করা হলো — এদ্রাসতুসের পুত্র ইজিয়ালিউসের নামে — 'ইজিয়ালিউস'।

এখন, এথেন্সের ক্লিসথেনিস তাঁর নানা এবং তাঁরই নামধারী সিসিয়ানের ক্লিসথেনিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আমার মনে হয়, ইওনীয়ানদের প্রতি তাচ্ছিল্য হেতুই এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁর বিভিন্ন গোত্র এবং ওদের গোত্রগুলি এক হওয়া উচিত নয়। তাই, এথেন্সের সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোত্রগুলির নতুন নামকরণ করেন এবং তাদের সংখ্যা বর্ধিত করেন, মূল চারজনের জায়গায় দশজন প্রেসিডেন্ট বা 'ফাইলার্ক' নিযুক্ত করেন এবং প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে দশটি স্থানীয় শাখা বা 'দেমেস' অন্তভুর্ক্ত করেন। জনতার সমর্থন আদায় করবার পর তিনি দেখতে পেলেন, তিনি এখন তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে শক্তিশালী এবং ইসাগোরাস তার হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধারের উপায়ের সন্ধানে চতুর্দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন। তিনি স্পার্টার ক্লিওমেনিসের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। বলা বাহুল্য ক্লিওমেনিস তার বন্ধু ছিলেন পিসিসত্রাতুস বংশের অবরোধের সময় থেকে (ইসাগোরাসের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সর্ম্পকের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে)। এ আবেদনের জবাবে ক্লিওমেনিস প্রথমে ইসাগোরাসের পরামর্শে এথেন্সে একটি আদেশ পাঠান ক্লিসথেনিসকে এবং তার সঙ্গে বহু সংখ্যক এথেনীয়ানকে বহিষ্কার করার জন্য। এই লোকগুলি পরিচিত ছিলো 'অভিশপ্ত' — 'মালাউন' বলে। ওরা ওদের এ নামটি পায় এভাবে ঃ সাইলন নামে একজন এথেনীয়ান ছিলো অলিম্পিক প্রতিযোগিতার একজন বিজয়ী। এই লোকটি নিজেই এথেন্সে হর্তাকর্তা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গর্বিত হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দেশ্যে তার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এক্রোপলিস দখল করে নেয়ার চেষ্টা করে। তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সেখানে প্রতিমার পদতলে নিবেদিত প্রার্থনাকারী হিসেবে বসে সে তার জান বাঁচানোর চেষ্টা করে। সে সময়ে, আতিকার, বিভিন্ন প্রশাসন এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত যেসব কর্মকর্তা বিষয়-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা সাইলনকে এবং অন্যান্য পলাতককে বুঝিয়ে সুজিয়ে সম্মত করেন — প্রতিমা ত্যাগ করে সরে যেতে এবং নিজেদেরকে বিচারকের হাতে অর্পণ করতে। অবশ্য ওদের এই প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয় যে ওদের জীবন রক্ষা করা হবে। তা সত্ত্বেও ওদের হত্যা করা হয়েছিলো এবং বলা হয় আলসিমীয়ান খান্দানের লোকেরাই একাজটি করেছিলো। এ ঘটনাটি ঘটে পিসিসত্রাতুসের আগে।

ক্লিসথেনিস এবং 'অভিশপ্ত'দের বহিষ্কারের জন্য ক্লিওমেনিসের ফরমান পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্লিসথেনিস নিজে এথেন্স ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর এথেন্স ত্যাগ

ক্লিওমেনিসকে ক্ষুদ্র একটি সামরিকদলসহ শহরে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারেনি। শহরে প্রবেশ করে, ধর্মস্থানের অপরিত্রতা সাধন ও নরহত্যার অপরাধে ক্লিওমেনিস ৭০০ এথেনীয়ান পরিবারকে বহিষ্কার করেন। এই পরিবারগুলির নাম তাঁকে সরবরাহ করেছিলেন ইসাগোরাস। এছাড়াও তিনি কাউন্সিলের বিলোপ সাধান করার চেষ্টা করেন এবং ইসাগোরাসের সমর্থক তিনশত লোকের একটি দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াস পান। কাউন্সিল তাতে বাধা দেয় এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে। তখন তিনি ইসাগোরাস এবং তাঁর দলবল নিয়ে এক্রোপলিস দখল করেন। এতে এথেন্সের বাকি সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। দুদিন ওদের এক্রোপলিসে ঘেরাও করে রাখা হয়, কিন্তু তৃতীয় দিন ওদের মধ্যে সুলেহ হয় এবং ওদের মধ্যে যেসব ল্যাসিদিমনীয়ান ছিলো তাদের সবাইকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। পূর্ব আলামত সত্য হলো। এ ঘটনার পরিণতি কি হয়েছিলো তা আগেই বলা হয়েছে; কারণ ক্লিওমেনিস যখন এক্রোপলিস দখল করার জন্য পাহাড়ে উঠছিলেন তখন তিনি এথেনার মন্দিরে যাচ্ছিলেন কেবল প্রার্থনার উদ্দেশ্যে — আচার্যা, তিনি দরোজার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করার আগেই, চেয়ার ছেড়ে উঠে চিৎকার করে উঠলো ঃ "স্পার্টার বিদেশী তুমি ফিরে যাও। এ পবিত্র স্থানে তুমি প্রবেশ করো না। ডোরিয়ার কারো জন্য এখানে ঢুকবার অনুমতি নেই"। 'তিনি ডোরিয়ার লোক নন, এখাইয়ের লোক', একথা বলে ক্লিওমেনিস তাঁর হুঁশিয়ারির প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব না দিয়ে এক্রোপলিসের উপর হামলা চালান। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো; কারণ তাঁকে এবং তাঁর স্পার্টার সঙ্গীদের পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলো নিচে। বাকি সবাইকে কয়েদখানায় বন্দি করে এথেনীয়ানরা এবং তাদেরকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। এসব নিহত ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন ডেলফির তিমেসিথিউস; ইনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর শক্তি ও সাহস সম্পর্কে ইচ্ছা করলে আমি অনেক মহৎ কাহিনী বলতে পারি।

ক্লিওমেনিস ক্লিসথেনিসসহ যে ৭০০ পরিবারকে বহিষ্কার করেছিলেন কয়েদিদের প্রাণদন্ডের পর এথেনীয়ানরা তাদের আবার ফিরিয়ে আনে। ওরা এ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলো যে ওরা ক্লিওমেনিস এবং স্পার্টার স্থায়ী শত্রুতা অর্জন করেছে। তাই, নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য পারস্যের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি সাধনের আশায় সার্দিসে ওদের প্রতিনিধি দল পাঠায়। প্রতিনিধি দলটিকে যথাবিহিতভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দলের নেতা, তাঁকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল সে উপদেশ মোতাবেক তাঁর ভাষণ দেন এবং তার উত্তরে গবর্নর অর্তফার্নেস জানতে চাইলেন, পারস্যের সঙ্গে যে মিত্রতা স্থাপন করতে চাইছে এ এথেনীয়ানরা কারা এবং ওরা পৃথিবীর কোন অংশে বসবাস করে। যখন তাঁর এই জিজ্ঞাসার জবাব মিললো তখন তিনি পারস্য পক্ষের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে এ কথা বলে পেশ করলেন যে, এথেনীয়ানরা যদি দস্তুরমতো মাটি এবং পানির ভেট দিতে রাজি হয় বশ্যতার নির্দশনস্বরূপ, তাহলে দারায়ুস তাদের সঙ্গে চুক্তি করবেন, অন্যথায় তাদের দেশে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। চুক্তি করার জন্য উৎকণ্ঠিত দূতেরা নিজেদের উদ্যোগে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে এবং অর্তফার্নেসের শর্তগুলি মেনে নেয়। এ জন্য পরে ওরা এথেন্সে ফিরে এলে ওদের কঠোরভাবে শাসন করা হয়েছিলো।

এদিকে ক্লিওমেনিস অনুভব করছিলেন তিনি এথেনীয়ানদের দ্বারা, কথায় এবং কাজে অপমানিত হয়েছেন এজন্য তিনি পিলোপোনিসের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর উদ্দেশ্য তিনি নিজের কাছে গোপন রাখেন — প্রকাশ করেন নি। এথেনীয়ানদের উপর বদলা নেয়া যে ইসাগোরাস তাঁর সঙ্গে এক্রোপলিস থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন তাঁকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইলিউসিস আক্রমণ করেন এবং একই সময়ে পূর্ববৎ সম্মিলিত প্ল্যান মোতাবেক বীওশীয়ানরা আতিকার প্রান্তবর্তী দুটি গ্রাম ওয়েনুয়ে এবং হাইসিআয়ে দখল করে; এসময় অন্য একদিক থেকে ঢুকে পড়ে ক্যালসিডীয়ানরা এবং যথাসাধ্য ক্ষতি সাধন করে। যদিও এথেনীয়ানরা দুদিক থেকে ছিলো বিপদের সম্মুখীন তবু ওরা স্থির করে স্পার্টানদের মোকাবেলা করবে ইলিউসিসে এবং বীওশীয়ান এবং ক্যালসিডীয়ানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে পরে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগেই করিন্থিয়ার সৈন্যদল হানাদার বাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেয়; চিন্তা করে তারা বুঝতে পারে যে গোটা উদ্যোগটিই একটি নিকৃষ্ট বিষয়; এজন্য তারা তাদের মত পালটে সরে পড়ে। এরপর, ক্লিওমেনিসের সঙ্গে পূর্বে কোনো মতবিরোধ না থাকলেও, এরিস্টোনের পুত্র দিমারাতুস, যিনি ছিলেন স্পার্টার দুজন রাজার একজন এবং অভিযানের যুগ্ম অধিনায়ক, তিনিও ওদের অনুসরণ করেন। পলিসির ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্য স্পার্টায় একটি নতুন আইনের জন্ম দেয় ঃ এর আগে দুই রাজাই যুদ্ধে যেতেন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে, কিন্তু এখন তা বেআইনী বলে ঘোষিত হলো, এবং আরো বিধান করা হলো যে, একজনকে যেহেতু রাজধানীতে অবস্থান করতে হবে সেজন্য তায়ানদারি-পরিবারের কাউকে থাকতে হবে রাজধানীতে। এর আগে এরা দুজনই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকতেন অতিরিক্ত সাহায্যকারী হিসেবে। বর্তমান ক্ষেত্রে অন্যান্য মিত্রসৈন্য যখন দেখতে পেলো স্পার্টার রাজাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং করিন্থিয়ার সৈন্যদল সরে পড়েছে তখন ওরাও নিজ নিজ অবস্থান ত্যাগ করে ময়দান ছেড়ে চলে যায়। এ নিয়ে চতুর্থবের স্পার্টান সৈন্যবাহিনী পাঠানো হলো আতিকার ভূখন্ডে ঃ দুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং অন্য দুবার চেষ্টা করা হয়েছে — এথেন্সের জনগণের সাহায্য করতে। প্রথম আক্রমণ হচ্ছে সেটি যখন ওরা মেগারা নগরীর গোড়া পত্তন করে। যথার্থভাবেই এ ঘটনাটি এথেন্সের রাজা কড্রুসের রাজত্বকালে ঘটেছিলো বলে স্থির করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিযানটি স্পার্টা থেকে পরিচালিত হয় পিসিসত্রাতুস পরিবারকে বহিষ্কার করার জন্য; চতুর্থ এবং সর্বশেষ হচ্ছে বর্তমান অভিযানটি — যখন পিলোপোনিসীয়ান সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ক্লিওমেনিস ইলিউসিস নামক স্থানে প্রবেশ করেন আতিকায়।

আক্রমণকারী বাহিনীকে এরকম হীনভাবে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে এথেনীয়ানরা নিজেদের অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হয় এবং ক্যালসিডীয়ানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের এই অভিযানের সূচনা করে। অবশ্য বীওশীয়ানরা ইউরিপুস নদীর তীরে ওদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এজন্য এথেনীয়ানরা তাদের প্ল্যান বদল করে প্রথমে

ওদের শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর যে যুদ্ধ হলো তাতে এথেনীয়ানরা বিপুল জয়লাভ করে, বহু লোককে ওরা হত্যা করে এবং ৭০০ লোককে বন্দি করে। ঐ দিনই ওরা সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকলো ইউবুইয়াতে এবং ক্যালসিডীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আবার ওরা জয়লাভ করে। এ বিজয়ের পর ওরা ৪,০০০ লোকের একটি গ্যারিসন ওখানে রেখে যায়। ওদের প্রত্যেককে দেয়া হলো, 'হিপ্পোবোতাই' বা অশ্বমালিকদের জমিদারি থেকে একখন্ড করে জমি; ধনী ক্যালসিডীয়ানদেরই বলা হতো হিপ্পোবোতাই বা ঘোড়ার মালিক। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে যেসব লোককে বন্দি করা হলো তাঁদের এবং ৭০০ বীওশীয়ান বন্দিকে একত্র পাহারায় রাখা হলো শৃংখলিত ক'রে। পরে জন প্রতি দুটি 'মিনাই' মুক্তিপণ নিয়ে ওদের ছেড়ে দেয়া হয়। এথেনীয়ানরা প্রতিটি মুক্তির জন্য এই পরিমাণ মুক্তিপণই দাবি করেছিলো। বন্দির যে শিকলগুলি দিয়ে তারা বাঁধা ছিলো এথেনীয়ানরা সেগুলিকে ঝুলিয়ে রাখে। আমার কালেও এগুলি ঝুলছিলো দেয়ালের উপরে যা পারস্যবাসীদের জ্বালানো অগ্নিতে ঝলসে গেছে। এই দেয়ালগুলি মাজারের বিপরীত দিকে অবস্থিত এবং মাজারটি পশ্চিমমুখো। মুক্তিপণের এক দশমাংশ দিয়ে ওরা ব্রোঞ্জের একটি চার ঘোড়ায়টানা রথ নির্মাণ করে এবং এথেনের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করে। এক্রোপলিসের প্রপাইলিয়া বা প্রবেশ-পথের ভেতর দিয়ে আপনি যখন অতিক্রম করবেন তখন আপনি এটিই প্রথম দেখবেন। এর উপর যে লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

> ক্যালকিস এবং বীওশীয়ার সঙ্গে লড়েছে এথেন্স
>
> ওদের করেছে শৃংখলিত এবং ওদের গর্ব করেছে চূর্ণ,
>
> কয়েদখানা ছিলো ওদের যন্ত্রণা, আর মুক্তির জন্য ওদের দিতে হয়েছে প্রচুর অর্থ —
>
> তারই একদশমাংশ দিয়ে এখানে স্থাপিত হয়েছে এই রথ — পেল্লাসের উদ্দেশ্যে।

এভাবে এথেন্স ক্রমেই আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রমাণ করে, যদি আদৌ প্রমাণের দরকার হয়, কেবল একদিক দিয়ে নয়, সবদিক দিয়েই স্বাধীনতা কত মহান। কিছুকালের জন্য ওরা উৎপীড়িত হয়েছিলো এক স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে; যুদ্ধে তাদের কোনো প্রতিবেশীর চাইতে মহত্তর সাফল্য ওরা অর্জন করে নি আগে। তবু যে একবার পরাধীনতার জোঁয়াল ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো তাতেই ওরা প্রমাণ করলো যে পৃথিবীতে ওরা শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা। এতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যতদিন ওদের শাসকবর্গ ওদের দাবিয়ে রেখেছিলো ততদিন ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে — যেমন গোলামরা, তাঁদের মনিবের কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে; কিন্তু যে মুহূর্তে স্বাধীনতা অর্জিত হলো সে মুহূর্তেই তাদের প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

ইত্যবসরে থিবিসের লোকেরা এথেন্সের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ মেটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরা ডেলফিতে লোক পাঠায় পরামর্শের জন্য। সেখানে দৈববাণীর আচার্যা তাদের জানালো — ওরা একা চেষ্টা করলে বদলা নিতে সক্ষম হবে না; তাদের

অবশ্যই বিবেচনার জন্য বিষয়টি পেশ করতে হবে 'বহুজনের' কাছে এবং তাদের মধ্যে যারা 'নিকটতম' তাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। তাই দূতেরা ফিরে এলে থিবিসের ম্যাজিস্ট্রেটরা একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভার নিকট দৈবজ্ঞের পরামর্শের কথা বলেন। ওরা যখন শুনলো তাদের যারা 'নিকটতম' তাদের কাছে সাহায্যের আবেদনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং ওরা জানতো ওদের 'নিকটতম' প্রতিবেশী হচ্ছে তানাগরা করোনিয়া ও থিসপিয়ার লোকেরা, ওরা তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগলো, এর মানে কি হতে পারে। "নিশ্চয়ই", ওরা একে অপরকে বলতে থাকে, "আমাদের এই প্রতিবেশীগুলির কাছে সাহায্য চাইবার কোনো দরকার নেই; ওরা সবসময়ই আমাদের মিত্র ছিলো এবং যুদ্ধের এগুগোড়া আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে পৃথিবীতে দৃঢ়তম মনোবল নিয়ে। এই দৈববাণীর মানে হয়তো অন্য কিছু।" ওরা যখন বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করছে তখন ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। "আমি বিশ্বাস করি" সে উচ্চস্বরে বলে, "আমি এর মানে জানি। লোকে বলে এসোপুসের ছিলো দুটি কন্যা থিবি এবং ঈজিনা। থিবি এবং ঈজিনা — দু বোন ঃ এই 'নিকটতম' কথাটির মানে। দেবতা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন ঈজিনার লোকদের সাহায্য চাইবার জন্য।" এর চেয়ে ভাল সমাধান না থাকায় থিবীয়ানরা কাল বিলম্ব না করে ঈজিনার সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করে পাঠায়, কারণ দৈববাণীর তাৎপর্য অনুসারে ঈজিনা হচ্ছে ওদের 'নিকটতম'। ঈজিনার লোকেরা ওদের অনুরোধ রক্ষা করে এবং ওদের জাতীয় বীর আয়াকুসের পুত্রদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই শক্তিশালী সাহায্যের উপর নির্ভর করে থিবিসের লোকেরা তাদের চেষ্টা চালায়। কিন্তু এথেনীয়ানদের হাতে আচ্ছা রকম মার খায়। এরপর ওরা ঈজিনায় দ্বিতীয় আরেকটি বার্তা পাঠায়, আয়াকুসের পুত্রদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্যলোক পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানায়। সে সময় ঈজিনার লোকেরা ছিলো খুবই সমৃদ্ধিশালী। এ বিষয়টি এবং তার সঙ্গে এথেন্সের সাথে ওদের পুরনো বিবাদের স্মৃতি থিবিসের অনুরোধ রক্ষা করতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই শত্রুতা শুরু করে দিতে ওদের প্ররোচিত করে। এথেনীয়ানরা যখন বীওশীয়ানদের নিয়ে ব্যস্ত তখন ওরা এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধ জাহাজ পাঠায় আতিকায়, ফালেরুমের বন্দরটি এবং নিকটবর্তী উপকূল বরাবর অনেকগুলি গ্রাম ধ্বংস করে দেয় ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

ঈজিনার লোকদের মধ্যে এথেন্সের বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটানোর বাসনা জাগে নিম্নবর্ণিত কারণে ঃ অনেককাল আগে, একবার ইপিদৌরুসে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইপিদৌরুসের লোকেরা তাঁদের এ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য তাদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে ডেলফির দৈবজ্ঞের মতামত জানতে চায়। আচার্যা জবাব দেয় ওদের অবস্থা আরো ভালো হবে যদি ওরা দামিয়া এবং ঔকসেসিয়ার মূর্তি স্থাপন করে। ওরা তখন জানতে চাইলো মূর্তিগুলি কি দিয়ে তৈরি করা হবে, ব্রোঞ্জ দিয়ে, না পাথর দিয়ে — এবং ওদের জানানো হলো, দুটি উপকরণের কোনোটিই ব্যবহার করা উচিত হবে না ঃ

পক্ষান্তরে মূর্তিগুলি অবশ্য তৈরি করতে হবে বাগানের জলপাই গাছের কাঠ দিয়ে। এই দৈববাণীর পরিণামস্বরূপ ওরা এথেনীয়ানদের কাছে পরামর্শ চায় — কয়েকটি জলপাই গাছ কাটার অনুমতির জন্য, এ বিশ্বাসে যে, আতিকার জলপাই এক বিশেষ পবিত্র গাছ — কিংবা এও হতে পারে যে, সেকালে একমাত্র এথেন্সেই জলপাই গাছ জন্মাতো। এথেনীয়ানরা তাদের গাছ কাটার অনুমতি দেয় একটি শর্তে। শর্তটি এই যে, ওদের প্রতি বছর ইরেখতিউস এবং এথেনেপোলিসে পশু উৎসর্গ করতে হবে। ইপিদৌরীয়ানরা এ শর্তে রাজি হয়ে যায়; ওরা যা চাইছিলো তা পেয়ে গেলো এবং জলপাই কাঠ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করলো। প্রতিমা দুটি যথারীতি স্থাপন করা হলো, তাদের ফসলের উন্নতি হলো এবং এভাবে এথেনীয়ানদের প্রতি যে ওয়াদা করা হয়েছিলে তা পুরোপুরি পূর্ণ হলো।

অতীতকালের মতোই এ সময়ে ঈজিনা ছিলো ইপিদৌরুসের অধীন ঃ বলতে কি এ অধীনতা এত ব্যাপক ছিলো যে, ঈজিনার লোকেরা নৌকায় পাড়ি দিয়ে ইপিদৌরুস যেতো ওদের নিজস্ব ব্যক্তিগত আইনসম্পর্কিত মামলার শুনানির জন্য। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরেই ঈজিনার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। দ্বীপবাসীরা তাদের কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং ইপিদৌরুসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। সমুদ্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ফলে, যুদ্ধ যেই শুরু হলো, ওরা ইপিদৌরীয়ানদের বিপুল ক্ষতি সাধনে সমর্থ হলো। কিন্তু এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো এই যে, ওরা দামিয়া এবং ঔকসেসিয়ার মূর্তিগুলি নিয়ে গেলো এবং দ্বীপের ভেতরে শহর থেকে প্রায় ২০ ফার্লং দূরে ওইয়া নামক স্থানে নিয়ে ওগুলিকে প্রতিস্থিত করলো। এখানে ওরা ওদের সম্মানে কতকগুলি অনুষ্ঠান চালু করে — যার মধ্যে রয়েছে অংশত পশু বলির ব্যবস্থা এবং অংশত, বিদ্রূপ ও কটুক্তির ভঙ্গিতে নর্তকী ও গায়িকাদের সমাবেশ। এসব গায়িকা ও নর্তকীর আক্রমণের পাত্র পুরুষেরা ছিলো না; বরং ঐ স্থানের নারীদের বিরুদ্ধেই চালানো হতো এ আক্রমণ। দশজন চোরেগী (Choregi) নিযুক্ত হয় এ দুই দেবতার প্রত্যেকের জন্য নর্তকীদের প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা ও তাদের মজুরি দেয়ার জন্য।*

এ মূর্তিগুলি অপহরণের পর, ইপিদৌরুসের লোকেরা, এথেন্সের দেবতাদের কাছে বার্ষিক কর পাঠাবার যে প্রথা ছিলো, তা আর রক্ষা করলো না। এথেনীয়ানরা এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। কারণ ইপিদৌরুসের লোকেরা প্রমাণ করলো ওরা মোটেই কোনো অপরাধ করে নি। যতদিন প্রতিমাগুলি ওদের দখলে ছিলো ততোদিন ওরা ওদের দায়িত্ব রীতিমতোই পালন করেছে; কিন্তু এখন মূর্তিগুলি আর নেই, তার সঙ্গে বাধ্যবাধকতারও অবসান ঘটেছে। এখন প্রতিমাগুলি রয়েছে ঈজিনাবাসীর দখলে; কাজেই ঈজিনাবাসীদের খেরাজ দিতে বাধ্য করাই হবে সমুচিত কাজ। একথার

* এই ধরনের পূজা-পদ্ধতি এবং আরো সব গোপন পদ্ধতি ইপিদৌরুসেও চালু ছিলো।

পর প্রতিমাগুলি ফেরৎ পাঠাবার জন্য এথেনীয়ানরা ঈজিনার নিকট প্রস্তাব পাঠায়, কিন্তু জবাবে তাদের বলা হয় তারা যেন নিজের চরকায় তেল দেয়। এথেনীয়ানরা বলে যে, প্রতিমাগুলি ফেরৎ চাইবার পর ওরা ঈজিনাতে একটি মাত্র যুদ্ধ জাহাজে একদল লোককে পাঠায়। আর এ লোকগুলি — যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো মূর্তিগুলি নিয়ে আসার জন্য — মূর্তিগুলি ফেরত নেবার জন্য চেষ্টা করে এই যুক্তিতে যে, এগুলি যেহেতু এথেন্সের কাঠ দিয়ে তৈরি সেহেতু এগুলি এথেন্সেরই সম্পত্তি। প্রথমে ওরা মূর্তিগুলিকে পাদপীঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে ওরা দড়ি দিয়ে প্রতিমাগুলিকে শক্ত করে পেঁচিয়ে জোরে টানতে থাকে। যখন ওরা টানতে টানতে হাঁপাচ্ছে তখনি হঠাৎ বজ্রের করতালি এবং ভূমিকম্প শুরু হয় এবং জাহাজের লোকজন আচম্বিৎ উন্মাদ হয়ে গিয়ে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইলো কেবল একজন, সে একা ফিরে আসে ফালেরুম। অবশ্য এথেনীয়ানদের এই কাহিনী ঈজিনার লোকেরা মানে না। ওরা অস্বীকার করে যে, যুদ্ধ জাহাজ কেবল একটি ছিলো। একটি মাত্র জাহাজকে ওরা সহজেই ঠেকিয়ে রাখতে পারতো, আর তাই বা কেন, কয়েকটি জাহাজ হলেও প্রতিহত করতে পারতো ওরা, যদিও তাদের নৌবাহিনী নেই। পক্ষান্তরে এথেনীয়ানরা এক বিরাট নৌবহর নিয়ে এসেছিলো এবং ঈজিনার লোকেরা নিজেরাই তাদের বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টা করে নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মোকাবেলা করার এ অস্বীকৃতি স্বেচ্ছাকৃত, না নৌ-শক্তিতে তারা ওদের দুর্বলতা স্বীকার করেছিলো বলেই তারা যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়েছিলো, এ বিষয়ে তারা পরিষ্কার নয়। যা-ই হোক, এথেনীয়ানরা কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই জাহাজ থেকে অবতরণ করে এবং প্রতিমাগুলি হস্তগত করার জন্য ধাবিত হয়। প্রতিমাগুলিকে তাদের পাদপীঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম হয়ে ওরা মূর্তিগুলিকে তাদের রশি দিয়ে পেঁচিয়ে উন্মূলিত করার চেষ্টা শুরু করে এবং রশি ধরে সবলে টানতে থাকে, যতক্ষণ না একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা বিশ্বাস করি না, যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারে — কাহিনীটি এই যে, মূর্তি দুটির প্রত্যেকটি নতজানু হয়ে হাঁটুর উপর পড়ে যায় এবং তখন থেকেই সেই ভঙ্গিতে মূর্তি দুটি সেখানে রয়েছে। ঈজিনার লোকেরা জোর দিয়ে বলতে চায় যে, তাদের আপন লোকেরাই, এথেন্স কর্তৃক পরিকল্পিত আক্রমণের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্গোস বংশের সাহায্য লাভের জন্য পরিকল্পনা করে। যার ফলে, এথেনীয়ানরা যখন অবতরণ করলো তার পূর্বেই আর্গোস বাহিনী তাদের বাধা দেয়ার জন্য সে স্থানে প্রস্তুত ছিলো। ওরা ইপিদৌরুস থেকে সরাসরি গোপনে চলে আসে এবং ওরা যে সেখানে অবস্থান করছে এথেনীয়ানরা তা জানবার আগেই এথেনীয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ওদের জাহাজে ফিরে যাবার পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঠিক সে মুহূর্তেই ভূমিকম্প হয় এবং করতালি শুরু হয়। আর্গোস এবং ঈজিনার লোকেরা এ বর্ণনা সম্পর্কে একমত এবং এথেনীয়ানরাও স্বীকার করে যে, তাদের একমাত্র বিতর্কের বিষয় হচ্ছে, তার নিষ্কৃতির বিষয়টি; আর্গোস বংশ দাবী করে ওরা অবশিষ্ট এথেনীয়ান শক্তিকে ধ্বংস করলে পর ঐ

লোকটি পালিয়ে যায়। অন্যদিকে এথেনীয়ানরা দাবি করে সমস্ত ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লার একটি কুদরত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই একমাত্র জীবিত ব্যক্তিটিরও লাঞ্ছনাদায়ক মৃত্যু ঘটে শিগগিরই; কারণ সে যখন বিপর্যয়ের খবর নিয়ে এথেন্স পৌঁছলো তখন যেসব লোক তার সঙ্গে ঈজিনা গিয়েছিলো তাদের স্ত্রীরা, সে একা কেন বেঁচে থাকলো, এই দুঃখে ও ক্রোধে তাকে ঘেরাও করে এবং রমণীরা ওদের পোশাক আটকানোর জন্য যে ব্রোচ বা কারুকাজ করা পিন ব্যবহার করে, তার স্বামী কোথায় আছে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে, আঘাত করার সময় তাই প্রত্যেকে তার মাংসের ভেতরে বিদ্ধ করে। এভাবে সে হতভাগা মারা যায়। এথেন্সবাসীরা ঈজিনায় তাদের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের চাইতেও এ লোকটির ভাগ্যে অনেক বেশি মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ওরা যে ভয়ংকর কাজটি করেছে তার জন্য এথেনীয়ানরা একমাত্র এ উপায়েই তাদের স্ত্রীলোকদের শাস্তি দিলো যে, এখন থেকে ওদেরকে আইয়োনিয়ার পোশাক পরতে হবে; এর আগে এথেন্সের মেয়েরা পরতো ডরিয়ার পোশাক, যার খুবই মিল রয়েছে করিন্থে চালু পোশাকের সঙ্গে। এখন ওদের বাধ্য করা হলো লিনেনের পরিবর্তে টিউনিক পরতে, যেন গায়ের পোশাক আটকাবার জন্য ওরা আর ব্রোচ ব্যবহার করতে না পারে।* আর্গোস বংশ এবং ঈজিনার লোকেরা একটা আইন পাশ করে। সে আইন মতে ব্রোচের পিন আগে যতটুকু লম্বা হতো এখন থেকে লম্বায় তার অর্ধেক হবে এবং এই দুই দেবতার মন্দিরে রমণীরা যেসব জিনিস অর্ঘ্য দেবে সে সবের মধ্যে ব্রোচই হবে প্রধান জিনিস। আতিকা থেকে কিছুই নেয়া যাবেনা মন্দিরে, এমনকি মাটির পাত্রও এবং এখন থেকে দেশে তৈরি পানপাত্র ব্যবহার করতে হবে। সেসময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর্গোস এবং ঈজিনার রমণীরা আগের চাইতেও দীর্ঘতর ব্রোচ পরে আসছে এবং সেসবই এথেন্সের সঙ্গে ঝগড়ার হেতু।

তাহলে, এথেন্স ও ঈজিনার পারস্পরিক বিদ্বেষের মূল আমি যা বর্ণনা করেছি তাই। বর্তমান ক্ষেত্রে ঈজিনার লোকেরা, যারা প্রতিমাঘটিত ব্যাপারটি ভোলে নি, সাগ্রহে থিবিসের সাহায্যের ডাকে সাড়া দেয় এবং আতিকার উপকূলভাগে হানা দিতে শুরু করে। এথেন্স তার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে এমন সময়ে ডেলফি থেকে এক দৈববাণী তাদের পরামর্শ দেয় — তাদের হাত সংবরণ করতে ঃ দৈববাণী জানালো, তাদের আরো ত্রিশ বছর অপেক্ষা করা উচিত। এবং তারপর একত্রিশতম বর্ষে ঈজিনাবাসী যখন উপদ্রব শুরু করবে তখন এথেনীয়ানদের আয়াকুসের উদ্দেশ্যে একখন্ড জমি উৎসর্গ করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ওরা যদি এই উপদেশ অনুসরণ করে তাহলে তাদের অভিপ্রায় মতোই হবে সবকিছু। অন্যদিকে যদি তারা এখনি ঈজিনা আক্রমণ করে তবু তারা শেষপর্যন্ত বিজয়ী হবে বটে, কিন্তু এ বিজয় লাভ করার পূর্বে তারা অন্যের যতটুকু ক্ষতিসাধন করবে তাদের নিজেদেরও হবে ততটুকু ক্ষতি। এই সতর্কবাণী শোনার পর এথেনীয়ানরা আয়াকুসের উদ্দেশ্যে সেই স্থানটি উৎসর্গ করে যা আজো দেখা যায় এথেন্সের বাজারের মধ্যে। কিন্তু

---

* আসল ব্যাপার এই যে, এ ধরনের পোশাক আদতে আইয়োনিয়ার পোশাক নয় বরং ক্যারিয়ার পোশাক, কারণ প্রাচীনকালে গ্রীসের সকল রমণীই ডরীয়ান পোশাক নামে পরিচিত পোশাকই পরতো।

ঈজিনা দ্বীপের লোকদের হাতে ওরা যে অসহনীয় আঘাত পেয়েছিলো তার বদলা নেয়ার খাতিরে ৩০ বছর ধরে অপেক্ষা ওদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। ওরা এজন্য প্রস্তুতি শুরু করে; কিন্তু স্পার্টায় নতুন গোলযোগ শুরু হলে ওরা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই গোলযোগ শুরু হয় স্পার্টানদের এই আবিষ্কার থেকে যে, আল্কমিয়নিয়ার লোকেরা ডেলফির আচার্যাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে এবং তার ফলে আচার্যা ষড়যন্ত্র করছে স্পার্টা এবং পিসিসত্রাতুস পরিবারের বিরুদ্ধে। এতে স্পার্টার লোকেরা তাদের মুসিবতের দুটি কারণ খুঁজে পায়। কিছুদিনের জন্য ওরা ওদের নিজেদের বন্ধুদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো ও এখন বুঝতে পারলো একাজের দ্বারা তারা এথেন্সের শুভেচ্ছা লাভে সক্ষম হয় নি। অধিকন্তু, এথেনীয়ানদের হাতে তাদের ভাগ্যে যে বিপর্যয় রয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী আবিষ্কার করার পর ওরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ওরা কিছুই জানতো না, ক্লিওমেনিস সেগুলি তাদের জন্য স্পার্টায় নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত। ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আগে ছিলো পিসিসত্রাতুস বংশের লোকদের হাতে, যারা এথেন্স থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় সেগুলি রেখে এসেছিলো এক্রোপলিসের মন্দিরে। ক্লিওমেনিস এখানে এগুলি পেয়ে হস্তগত করেন। কাজেই স্পার্টানরা যখন এগুলি হাতে পেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পেলো, এথেন্সের শক্তির ক্রমবিকাশ হচ্ছে স্পার্টার কর্তৃত্বের কাছে এথেন্সের আত্মসমর্পণের অসম্ভাবনাহেতু, তখন ওরা বুঝতে পারলো যে, স্বাধীন আতিকা হবে ওদের জন্য একটি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করার এবং বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এথেন্সে একটি স্বৈরতন্ত্রী সরকার কায়েম করা। এই উপলব্ধির পর ওরা তৎপর হয়ে ওঠে এবং হেলেসপোণ্টের তীরবর্তী সিজিউমে লোক পাঠায় পিসিস্ত্রাতুসের পুত্র হিপ্পিয়াসকে ফেরৎ চেয়ে। হিপ্পিয়াস এ আদেশে সাড়া দেন। স্পার্টানরা এরপর তাদের মিত্ররাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে প্রতিনিধি চেয়ে পাঠায় এবং ওরা সবাই জমা হলে নিম্নলিখিত ভাষায় তাদের ভাষণ দেয়া হয় : "আমাদের যুদ্ধের সঙ্গীরা, আপনাদের কাছে আমরা স্বীকার করছি যে আমরা একটা ভুল করেছি। কয়েকটি দৈববাণীর ভিত্তিতে, যা প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে, আমরা আমাদের বন্ধুদের নির্বাসিত করেছিলাম তাদের দেশ থেকে, যারা চেষ্টা করেছিলো এথেন্সকে নির্ভরশীল করে রাখতে আমাদের উপর। ওরা চলে যাবার পর আমরা ক্ষমতা তুলে দিই একদল ইতর লোকের হাতে, যারা ওদেরকে দয়া করে মুক্ত করে দেয়ার পর যেই একটু মাথা তুলে দাঁড়ালো অমনি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে, আমাদের এবং আমাদের রাজাকে দূরে নিক্ষেপ করে, সর্বপ্রকারে আমাদের অপমান করে। তখন থেকে এই লোকগুলির খ্যাতি এবং শক্তি বেড়ে চলেছে — যেমন তাদের প্রতিবেশী বুইওশিয়া ও ক্যালকিসের লোকেরা জানতে পেরেছে তাদের সমূহ ক্ষতির পর, যেমন অন্যরাও হয়তো আবিষ্কার করবে যদি না ওরা ওদের পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে। আমরা এই ভুলই করেছিলাম; এবং এখন আপনাদের সাহায্যে এর ক্ষতিপূরণ করবো। আমরা যখন আপনাদের এবং হিপ্পিয়াসকে আমন্ত্রণ করি এই সভায় যোগদানের জন্য, হিপ্পিয়াসকে আপনারা আপনাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে ক্ষমতায় আবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীর একত্রীকরণ।

আমরা সকলে তাকে নিয়ে যাবো এথেন্স এবং তার কাছ থেকে যে ক্ষমতা আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম তা আবার তাকে ফিরিয়ে দেবো।"

মিত্রশক্তির প্রায় সকল প্রতিনিধি এই ভাষণের মূল বক্তব্যের প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে কেবল একটি মানুষের কণ্ঠ; তিনি হচ্ছেন করিন্থের সোসিকলস। তিনি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কসম করে বলছি, এ হচ্ছে বিশ্বজগতকে উল্টিয়ে ফেলার মতো ব্যাপার। ভূমি এবং আকাশ শিগগিরই স্থান পরিবর্তন করবে — মানুষ বাস করবে সমুদ্রে এবং মাছ বাস করবে ভূমিতে — কেননা, স্পার্টানরা এখন প্রস্তাব করছে গণতান্ত্রিক সরকারের বিলোপ সাধন করতে এবং গ্রীসের নগরীগুলিকে এক একচ্ছত্র শাসকের অধীনে কতগুলি দাস-রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী সরকারের চাইতে ক্ষতিকর অথবা খুনি শাসন ব্যবস্থা আর নেই। যদি আপনারা মনে করেন, অন্য জাতির জন্য তা উত্তম, তাহলে অন্যত্র তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার আগে আপনারা নিজেরাই কেন এ পদ্ধতি গ্রহণ করে নেতৃত্ব দান করছেন না? এই ভয়ংকর বিষয়ের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই — অবশ্য স্পার্টাতে যাতে কখনো তা ঘটতে না পারে এজন্য আপনারা চরম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন — আপনারা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করছেন না আপনাদের বন্ধুদের ভাগ্যে কি ঘটছে; যদি আপনারা কেবল জানতেন, যেমন আমরা জানি, দায়িত্বহীন সরকার কি চীজ, তাহলে এ সম্পর্কে আপনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট হতো আপনাদের পরামর্শ। এককালে করিন্থের শাসনপদ্ধতি ছিলো গুটি কয়েক লোকের শাসন ঃ একটিমাত্র বংশ — অর্থাৎ ব্যাককাস বংশ, যারা কেবল নিজেদের মধ্যেই বিয়েশাদি করতো — ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো ওখানে। এই বংশের এ্যাম্পিয়নের এক খোঁড়া কন্যা ছিলো ল্যাবদা নামে, যাকে ব্যাককাস বংশের কেউই বিয়ে করতে রাজি ছিলো না; পরে পেট্রা গ্রামের ইখিক্র্যাটেস নামক এক লোকের পুত্র ঈশন তাকে বিয়ে করে। লোকটি বংশের দিক দিয়ে ছিল ল্যাপিতা খান্দানের লোক এবং কাইয়নিউস পরিবারের অর্ন্তগত। ল্যাবদা বা তার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে সন্তানাদি না পেয়ে ঈশন লেফি যায়, তার কোনো উত্তরাধিকারীর সম্ভাবনা আছে কিনা এ সম্পর্কে দৈবজ্ঞের পরামর্শ নিতে এবং সে মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আচার্যা তাকে সম্ভাষণ জানায় নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

> "ঈশন, সম্মানের উপযুক্ত তুমি, কোনো মানুষ সম্মান করে না তোমাকে,
> ল্যাবদার গর্ভে সন্তান রয়েছে এবং তার সন্তান হবে
> যাঁতাকলের পাথর, যা নিপতিত হবে শাসকদের উপর।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী ঈশনকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হলেও তা গিয়ে পৌছায় ব্যাককাস বংশের কাছে, যারা তখন পর্যন্ত করিন্থের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বতন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম উপলব্ধিতে ছিলো অসমর্থ। এখন পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই একই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বতন ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিলো এইরূপ ঃ

> "পর্বত শিখরে গর্ভবতী হয়েছে এক ঈগল, এবং সে জন্ম দেবে এক সিংহকে-"

মহা শক্তিধর, রাক্ষুসে; বহুজনের হাঁটুর সন্ধি ছিন্ন করে দেবে সে। তোমরা একথাগুলি অবধান কর, করিন্থিয়াবাসী, তোমরা যারা বাস করো

মনোরম পাইরেনের আশেপাশে এবং শিলার উপর স্থাপিত নগরী করিন্থ-এ।"

পূর্বতন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি, আমি যেমন আগে বলেছি, অবোধ্য ছিলো ব্যাককাস বংশের কাছে। কিন্তু যেই তারা দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি শুনতে পেলো, যা দেয়া হয়েছিলো ঈশনকে, ওরা এর উদ্দেশ্যটি দেখতে পেলো এবং দুয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা বুঝতে পারলো। দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় ওরা আর কোনো মন্তব্য করলো না, বরং নীরবে স্থির করলো ঈশনের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা শিশুটিকে অপহরণ করবে। কাজেই যে মুহূর্তে ল্যাবদা শয্যায় আশ্রয় নিলো তখনি ওরা ওদের দশজন লোককে ঈশন যে গ্রামে বাস করতো সেখানে পাঠিয়ে দিলো শিশুটিকে হত্যা করার জন্য। পেট্রায় পৌঁছানোর পর ওরা ঘরে ঢুকে শিশুটিকে দেখতে চাইলো। ওরা কি জন্য এসেছে এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না ল্যাবদার, বরং তার মনে হলো, শিশুর পিতাকে ওরা ভালোবাসে বলেই ওরা দেখতে এসেছে। এ জন্য ল্যাবদা শিশুটিকে ওদের একজনের হাতে তুলে দিলো। পথে পথে ওরা এই ফন্দি এঁটে এসেছিলো যে, পেট্রা আসার পথে শিশুটিকে প্রথম যে ব্যক্তি হাতে নেবে সে তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে তার মাথার মগজ বের করে দেবে; কিন্তু চান্স — অথবা ঐশী ইচ্ছা তাকে বাঁচিয়ে দিলো। কারণ ল্যাবদা শিশুটিকে ঐ লোকটির হাতে তুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটি তার দিকে চেয়ে স্মিত হাস্য করে এবং লোকটি ওকে হাসতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং ওকে হত্যা করার জন্য নিজেকে সে কিছুতেই রাজি করাতে পারলো না। শিশুটিকে তখন সে তুলে দিলো তার পার্শ্ববর্তী একজনের হাতে, সে আবার তুলে দেয় আরেকজনের হাতে। এভাবে দশজন লোকই শিশুটিকে ওদের কোলে নেয়। কিন্তু ওদের কেউই শিশুটিকে হত্যা করার জন্য নিজেকে মানাতে পারলো না। কাজেই শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে ওরা কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ওরা একে অপরকে তিরস্কার করতে শুরু করে; বিশেষ করে সেই লোকটিকে — যে প্রথম হাতে পেয়েছিলো শিশুটিকে, তাদের সিদ্ধান্তমতো কাজ না করায়। অবশেষে, বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা আবার স্থির করে ওরা ফের ওখানে যাবে এবং সকলেই শিশুটির হত্যায় সম্মিলিতভাবে অংশ নেবে। কিন্তু ভাগ্য স্থির করেছিলো ঈশনের পুত্র বেঁচে থাকবে এবং করিন্থের দুর্দশার কারণ হবে। কারণ, দরোজার আড়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ল্যাবদা লোকগুলি যা বলছিলো সবই শুনতে পাচ্ছিলো এবং ওরা যদি দ্বিতীয়বার তার শিশুটিকে হাতে পায় ওদের মনে ভিন্ন সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং সত্যিই ওরা ওকে মেরে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কায় সে শিশুটিকে লুকিয়ে রাখে একটি সিন্দুকের ভেতরে, যা তার ধারণায় ছিল একেবারেই অগম্য একটি স্থান। কারণ সে জানতো, লোকগুলি যদি আবার ফিরে আসে নিশ্চয়ই ওরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবে। আসলেও তাই ঘটলো। লোকগুলি কোঠায় ঢুকে আনাচে কানাচে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে বের হয়ে আসে এবং স্থির বরে যে, ওরা ফিরে গিয়ে ওদের লোকজনদের

বলবে যে কাজে ওদের পাঠানো হয়েছিল তা ওরা সম্পাদন করেছে। ওরা তাই করেছিলো। ঈশনের পুত্র বড় হলে তার নাম রাখা হলো সিপসেলাস, সেই সিন্দুকটির সাথে মিল রেখে, যার সাহায্যে তিনি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

তাঁর বয়স হওয়ার পর সিপসেলাস একদিন দৈবজ্ঞের পরামর্শে জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি যে জবাব পেলেন তারই ভিত্তিতে — আর জবাবটি ছিলো দ্ব্যর্থবোধক — কাজ করতে লাগলেন এবং করিন্থের হর্তাকর্তা হয়ে বসলেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিলো এইরূপ ঃ

"ভাগ্যবান সে যে প্রবেশ করে আমার গৃহে,
সিপসেলাস, ঈশনের পুত্র, বিখ্যাত করিন্থের প্রভু ঃ
ভাগ্যবান তিনি এবং তাঁর পুত্ররা, তবে তাঁর পুত্রদের পুত্ররা নয়"।

সিপসেলাসকে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি ক্ষমতাদখল করতে প্ররোচিত করে তা ছিলো এইরূপ। এখন আমি আপনাদের বলবো এই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়ার পর তিনি এর কি ব্যবহার করেছিলেন। করিন্থের বহু লোককে তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত করেন, বহুজনকে তিনি বঞ্চিত করেন তাদের সম্পত্তি থেকে এবং আরো বহুসংখ্যক লোকের তিনি প্রাণ সংহার করেন, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে। তিনি করিন্থে রাজত্ব করেন ৩০ বছর। তিনি যখন মারা যান তখন তিনি ছিলেন তার সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে। অতঃপর তাঁর পুত্র পেরিয়ান্দার তাঁর স্থলবর্তী হন। শুরুতে পেরিয়ান্দার তাঁর পিতার মতো অতোটা জালিম ছিলেন না, কিন্তু শিগগিরই তিনি খুনের নেশায় এবং পাশবিকতায় তার পিতাকে ছাড়িয়ে গেলেন। এর মূলে ছিলো, মাইলেতুসের রাজা থ্রেসিবুলাসের সঙ্গে তিনি যে পত্র বিনিময় শুরু করেন তার প্রতিক্রিয়া। তিনি এই স্বেচ্ছাচারী শাসকের দরবারে তার এক প্রতিনিধি পাঠান রাজনৈতিক সংবিধানের প্রকৃষ্ঠতম ও সবচেয়ে নিরাপদ রূপ কি হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর মতামত জানবার জন্য। থ্রেসিবুলাস সেই লোকটিকে আমন্ত্রণ করেন তাঁর সঙ্গে হেঁটে নগরী থেকে একটি মাঠে যাবার জন্য, যেখানে শস্য জন্মানো হচ্ছিলো। এই শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অবিরাম দূতটিকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন কেন সে করিন্থ থেকে এসেছে, আর যুগপৎ, গমের যে শীষগুলি সবচেয়ে উঁচু দেখতে পাচ্ছিলেন সেগুলি কেটে দূরে নিক্ষেপ করছিলেন, যতক্ষণ না ফসলের সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে ভাল ফলনের অংশটি নষ্ট হয়ে গেলো। এভাবে তিনি মাঠের এক ধার থেকে সোজা আরেক ধারে চলে যান এবং দূতকে আর কোনো কথা না বলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। করিন্থে ফিরে এলে থ্রেসিবুলাস দূতকে কি উপদেশ দিয়েছেন তা জানবার জন্য পেরিয়ান্দার ব্যগ্র হয়ে পড়েন। লোকটি জানায় যে তাঁকে কোনো পরামর্শ দেয়া হয় নি; উপরন্তু এমন একটি লোকের সঙ্গে যে মোলাকাত করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো এজন্য সে বিস্মিত, কারণ লোকটি স্পষ্টতই পাগল এবং তাঁর নিজের সম্পদের বেপরোয়া বিনাশী। এরপর সে থ্রেসিবুলাসকে যা করতে দেখেছে তার বর্ণনা করে। পেরিয়ান্দার ইংগিতটি মুহূর্তেই ধরে ফেলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটি একদম পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, থ্রেসিবুলাস নগরীতে

প্রভাব অথবা সামর্থের দিক দিয়ে যেসব বিশিষ্ট ও সুপরিচিত ব্যক্তি রয়েছেন তাদেরকে হত্যা করবার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিকন্তু, তিনি পরামর্শটি গ্রহণ করেন এবং করিন্থবাসীদের বিরুদ্ধে হেন অপরাধ নেই যা তিনি করেন নি। বলতে কি, হত্যা অথবা নির্বাসনের ব্যাপারে সিপসেলাস যা কিছু অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, পেরিয়ান্দারই তাঁর পক্ষে তা সম্পূর্ণ করেন। তাঁর স্ত্রী মেলিস্সার কারণে, একবার কেবল একদিনেই তিনি নগরীর সমস্ত স্ত্রীলোককে তাদের গায়ের বস্ত্র খুলে উলঙ্গ ক'রে ফেলেছিলেন।

ব্যাপারটি আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছি ঃ তাঁর কোনো এক বন্ধু তাঁর দায়িত্বে কোনো একটি জিনিস রেখে গেলে পেরিয়ান্দার তা এমন এক জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন যা তিনি মনে করতে পারছিলেন না। তখন তিনি আখেরন নদীর তীরবর্তী থেসপ্রোতিদের মধ্যে স্বতের দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠান — জিনিসটি তিনি কোথায় রেখেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য। মেলিস্সার প্রেতাত্মা আর্বিভূত হয়ে বললো, সে কথায় অথবা ইঙ্গিতে এ সম্পর্কে কিছু বলবে না, কারণ সে এখন শীতল এবং উলংগ, যেহেতু তার সঙ্গে যেসব কাপড়চোপড় সমাধিস্থ করা হয়েছে সেগুলি কোনো কাজেই আসছে না, কারণ সেগুলি পোড়ানো হয় নি। এরপর তার স্বামীর জন্য, সে যে সত্য কথা বলেছে তার প্রমাণ হিসাবে বললো, পেরিয়ান্দার তাঁর পাউরুটিগুলি রেখেছেন একটি ঠান্ডা চুলার ভেতরে। দূতেরা এখানে যা দেখলো এবং শুনতে পেলো তা ফিরে এসে বর্ণনা করে এবং পেরিয়ান্দার ঠান্ডা চুলা এবং পাউরুটির নিদর্শনে নিশ্চিত হয়ে (কারণ তিনি তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন মৃত্যুর পর) কাল বিলম্ব না করে এই ফরমান জারি করলেন যে করিন্থের প্রত্যেকটি নারীকে এসে হাজির হতে হবে হেরার মন্দিরে। স্ত্রীলোকেরা হুকুম তামিল করে মন্দিরে ভিড় করে, প্রত্যেকে তার উত্তম বস্ত্রাদি প'রে, যেন ওরা উৎসবে যোগদান করার জন্য বের হয়েছে। তখন পেরিয়ান্দার, যিনি এই উদ্দেশ্যে তার কতক প্রহরীকে রেখেছিলেন লুকিয়ে, ওদের সবাইকে বিবস্ত্র করিয়ে ফেলেন — ওদের প্রত্যেককে, কর্ত্রী এবং বাঁদি, সবাইকে একইভাবে — এবং ওদের বস্ত্রাদি একটি গর্তের ভেতরে জমা করে তাঁর আদেশে সেসব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তিনি নিজে তাঁর স্ত্রী মেলিস্সার আত্মার কাছে প্রার্থনা করেন। এরপর পেরিয়ান্দার আবার লোক পাঠান দৈবজ্ঞের কাছে। এবার মেলিস্সার আত্মা তার বন্ধুর রেখে যাওয়া জিনিসগুলি পেরিয়ান্দার কোথায় রেখেছেন, দূতকে তা বলে দেয়।

"হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্বৈরাচারী শাসন কি এবং তা কি করতে সক্ষম। আর করিন্থে আমাদের বেলায় আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম যখন দেখতে পেলাম আপনারা হিপ্পিয়াসকে আনতে লোক পাঠাচ্ছেন। কিন্তু এখন আপনারা যেভাবে কথা বলছেন তা শুনে আমাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেছে। গ্রীসের দেবতাদের নামে আপনাদের নিকট আমরা সবিনয়ে বলছি, আপনারা আমাদের নগরীগুলির উপর স্বৈরাচারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দেবেন না। আপনারা যদি আপনাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত হতে রাজি না হন — আপনারা যদি এখনো সকল প্রকার আইন ও ন্যায়নীতির

বিরুদ্ধে হিপ্পিয়াসকে ক্ষমতায় পুনপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে অন্তত এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনারা করিন্থের সমর্থন পাবেন না।”

করিন্থের প্রতিনিধি যখন তার বক্তব্য শেষ করলো তখন হিপ্পিয়াস, যিনি অন্য সকলের চাইতে ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সঙ্গে ছিলেন অধিকতর পরিচিত, একই দেবতাদের নামে কসম করে বললেন, “সময় আসবে যখন করিন্থ্ নিজেই উপদ্রত হবে এথেনীয়ানদের দ্বারা; এবং তখন করিন্থিয়ার লোকেরা পিসিসত্রাতুস পরিবারের প্রত্যাশা এমনভাবে করবে যেমন পৃথিবীতে আর কাউকেই ওরা চাইবে না — কিন্তু নিরর্থক সে প্রত্যাশা।” অন্যান্য মিত্রপ্রতিনিধিরা কোনো মন্তব্যই করলো না সোসিক্লিসের কথা শোনার আগে। অবশ্য, এর পর তাদের আর কেউই মুখ বন্ধ রাখলেন না, বরং সোসিক্লিসের সমর্থনে ভাষণ দিয়ে স্পার্টানদের বললেন, তারা যেন গ্রীসের কোনো নগরীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। এতে ব্যাপারটির একটি পরিসমাপ্তি ঘটে, স্পার্টানরা তাদের মতলব বিসর্জন দেয় এবং হিপ্পিয়াস দেশ ছেড়ে চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার আগে মেসিডোনের এমিন্তাস তাকে অর্পণ করেন ‘আন্তেমাস’, এবং থেসালীয়ানরা দিলো ‘ইওয়কুস’। কিন্তু তিনি সিজিয়ুম ফিরে গেলেন এর কোনোটি গ্রহণ না করেই। এই জায়গাটি পিসিসত্রাতুস অস্ত্রবলে দখল করেছিলেন মাইতেলিনীদের হাত থেকে এবং পরবর্তীকালে, তাঁর নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করেছিলেন আর্গোসের এক রমণীর গর্ভে তাঁর এক অবৈধ পুত্র হেগিসিসত্রাতুসের হাতে। কিন্তু হেগিসিসত্রাতুস তাঁর পিতার এই দান সহজে উপভোগ করতে পারেন নি। তাঁকে বহু বিপদের মোকাবেলা করতে হয়। কারণ, সিজিউমের এথেনীয়ান এবং এখিলিউমের মাইতেলিয়ানদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলে দীর্ঘকাল ধরে। মাইতেলিয়ানরা চায় তাদের হারানো এলাকা ফিরে পেতে। কিন্তু এথেনীয়ানরা তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ট্রয়ের নিকটবর্তী এলাকার উপর তাদের যে অধিকার আছে তার চেয়ে বেশি অধিকার ঈওলিয়াবাসিদের নেই অথবা হেলেনের ধর্ষণের বদলা নেয়ার জন্য মেনিলাউসকে যেসব গ্রীক সাহায্য করেছিলো তাদেরও নেই। এই যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য ঃ যুদ্ধ চলাকালে, যাতে এথেন্স বিজয়ী হয়, কবি আল কাইউস পালিয়ে যান। তিনি পালিয়ে বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর অস্ত্রশস্ত্র রয়ে গেলো বিজয়ীদের হাতে, যারা সেগুলি ঝুলিয়ে রাখে সিজিয়ুমে, এথেনার মন্দিরে। আল কাইউস তাঁর এই ছোট্ট ঘটনাটি বর্ণনা করে কয়েকটি শ্লোক রচনা করে তাঁর বন্ধু মেলানিপ্পাসের উদ্দেশ্যে মাইতেলেনিতে পাঠিয়ে দেন। মাইতেলেনি এবং এথেন্সের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটান পেরিয়ান্দার, যাকে উভয় পক্ষই আমন্ত্রণ করে ছিল সালিশ হিসাবে। তিনি এই শর্ত আরোপ করলেন যে এই মুহূর্তে প্রত্যেক পক্ষ যা অধিকার করে আছে তা তারই দখলে থাকা উচিত। এইভাবে সিজিয়ুম এথেন্সের শাসনাধীনে চলে যায়।

এ দিকে এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর হিপ্পিয়াস আকাশ পাতাল তোলপাড় করে তোলেন অর্তফার্নেসকে এথেনীয়ানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে — এথেন্সকে তাঁর এবং

দারায়ুসের পদানত করার জন্য। এদিকে হিপ্পিয়াস ওদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এথেনীয়ানরা তা জানতে পেরে সার্দিসে এই মর্মে পারসীয়ানদের বোঝানোর জন্য লোক পাঠায় যে, ওরা যেন নির্বাসিতদের কথা না শোনে। জবাবে অর্তফার্নেস জানালেন — ওরা যদি ওদের নিরাপত্তাকে মূল্যবান মনে করে তাহলে ওদের অবশ্যই হিপ্পিয়াসকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এথেনীয়ানরা তাতে রাজি হলো না এবং এর পরিণাম পারস্যের প্রকাশ্য বিরুদ্ধতার জন্য ওরা মনস্থির করে বসিলো।

ঠিক এ সময়ে, যখন এথেনীয়ানরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং পারস্যের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ইতিমধ্যে খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে, স্পার্টার ক্লিওমেনিস কর্তৃক বিতাড়িত, মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস এথেন্সে এসে পৌঁছান। তিনি জানতেন সে সময়ে এথেন্স ছিলো গ্রীসের সবচেয়ে শক্তিশালী দু নম্বর রাষ্ট্র। তদনুসারে তিনি জনতার সামনে হাজির হন এবং একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে, পূর্বে তিনি স্পার্টায় যে সব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন সে সব যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন এশিয়ায় — চমৎকার সব জিনিস এবং পারস্যের যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে — কেমন করে ওরা ঢাল কিংবা বর্শা, কিছুই ব্যবহার করে না এবং সহজেই মার খায়। এছাড়া তিনি এও বললেন যে এথেন্সের ঔপনিবেশিকরাই মাইলেতুস নগরী পত্তন করেছে, কাজেই, এ খুবই স্বাভাবিক যে প্রবল পরাক্রান্ত এথেনীয়ানরা তাদের বিপদের দিনে তাদের সাহায্য করবে। বলতে কি, তিনি এথেনীয়ান সাহায্যের জন্য এত ব্যগ্র ছিলেন যে, তাঁর মনে যা এলো তিনি তারই প্রতিশ্রুতি দিলেন, যতক্ষণ না তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। বাহ্যত একটা ব্যক্তির চাইতে একটা জনতার উপর মত চাপিয়ে দেয়া সহজতরো, কারণ এরিস্তেগোরাস, যিনি ক্লিওমেনিসকে তাঁর মতে আনতে পারেন নি, তাঁর পক্ষে, ৩০,০০০ এথেনীয়ানকে তাঁর মতে আনতে বেগ পেতে হয়নি। এরিস্তেগোরাসের আবেদন যেই ওদের কাছে গৃহীত হলো অমনি এথেনীয়ানরা আইয়োনিয়াতে ২০টি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠানোর জন্য ফরমান জারি করলো। স্থির হলো, মেলান্থিউস নামক সেনাপতি পদের জন্য সুযোগ্য এক এথেনীয়ানের অধীনে এই নৌবহর পাঠানো হবে। এই যে নৌবহর যাত্রা করলো তা যে কেবল গ্রীসের জন্য বিপদের সূচনা করলো তা নয়, অবশিষ্ট বিশ্বের জন্যই তা বিপদের সূত্রপাত করলো।

এথেনীয়ানবাহিনীর আগেই এরিস্তেগোরাস জাহাজে করে যাত্রা করেন এবং মাইলেতুসে পৌঁছে একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন, যা থেকে আইয়োনীয়ানদের জন্য কোনো ফায়দা হাসিলের সম্ভাবনাই ছিলো না। বস্তুত, তিনি চাননি যে তেমন কোনো ফায়দা হোক। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো দারায়ুসকে উত্যক্ত করা। তিনি ফ্রিজিয়াতে একটা লোক পাঠান, স্ত্রাইমন নদীর তীরবর্তী পাইওনীয়ার যে সব লোক ওখানে বসবাস করছে তাদের কাছে, একটি বার্তাসহ। মেগাবাইজুস এই লোকগুলিকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন এখানে, এবং এখানেই একটা পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে ওরা বসবাস করছে, তাদের নিজস্ব এক গ্রামে, একখন্ড ভূমিতে। লোকটি যথারীতি বার্তাটি পৌঁছিয়ে দেয়। তার বক্তব্য ছিলো এই ঃ "পাইওনীয়ার লোকেরা মাইলেতুসের রাজা এরিস্তেগোরাস আমাকে পাঠিয়েছেন একটা প্রস্তাবসহ — যার সাহায্যে তিনি আপনাদের বাঁচাতে পারেন, যদি

কেবল আপনারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। গোটা আইয়োনিয়াই পারস্য রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আপনাদের দেশে ফিরে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আপনাদের ব্যবস্থা আপনাদের নিজেদেরই করতে হবে। এর পরের দায়িত্ব আমাদের।" এতে পাইওনিয়ার লোকগুলি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে পলাতক গোলামদের মতো ছুটতে থাকে উপকূলের দিকে — কেবল যারা সাহস পায়নি এবং যারা পেছনে থেকে গেলো তারা ছাড়া। উপকূল থেকে নৌকায় করে ওরা গিয়ে পৌছলো খিওস দ্বীপে; এবং ওরা যখন ওখানে অবস্থান করছে তখন ওদের পেছনে পেছনে ধাবমান একদল পারসীয়ান অশ্বারোহী ফৌজ সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছায়। ওদের ধরতে না পেরে পারসীয়ানরা ওদের সেই দ্বীপে সংবাদ পাঠায় এবং ফিরে আসার তাগিদ দেয়। কিন্তু পাইওনিয়ার লোকগুলি তাতে রাজি হলো না; ওখান থেকে খিওস দ্বীপের লোকেরা ওদের নিয়ে গেল লেসবোস দ্বীপে; সেখান থেকে ওদের নিয়ে যাওয়া হলো ডর্সিকাস দ্বীপে। সেখান থেকে ওরা পায়ে হেঁটে রওয়ানা করলো পাইওনীয়া।

এথেন্সের ২০টি জাহাজের বহর এসে পৌছলো মাইলেতুস। এদের সহগামী হলো ইরিত্রিয়ার আরো ৫টি যুদ্ধ জাহাজ, যারা এই অভিযানে এথেন্সের স্বার্থে যোগ দেয় নি — বরং মাইলেতুসের লোকদের একটি ঋণ শোধ করার জন্য, কিছুকাল আগে যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলো ক্যালকিসদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত — যাদের পেছনে আবার সমর্থন ছিলো স্যামোসবাসীদের। তাই, এ দুই বাহিনীর উপস্থিতির পর, তাঁর সম্মিলিতবাহিনীর বাকি সকলেই যখন জমায়েত হলো তখন এরিস্তেগোরাস সার্দিস আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি নিজে এই অভিযানে সঙ্গী হলেন না, মাইলেতুসে থেকে গেলেন এবং সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করলেন তাঁর ভাই খার্পোনিয়াস ও মাইলেতুসের আরেকজন বাসিন্দা হার্মোফেন্তাসের উপর।

নৌবহর ইফিসাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে — যেখানে ওরা ইফিসাসের এলাকার অন্তর্গত কোরেসাস নামক স্থানে জাহাজ রেখে এগিয়ে যায়। এই শক্তিশালী বাহিনীটি তখন দেশের উজানদিকে তাদের মার্চ শুরু করে, ইফিসাসের গাইডদের সঙ্গে নিয়ে। ওরা কেইষ্টার নদীর গতিপথ ধরে এগুতে থাকে, তিমোলাসের গিরিমালা অতিক্রম করে অবতরণ করে সার্দিসে, যা তারা কোনো বাধা ছাড়াই জয় করে নেয়, কেবল শহরের কেন্দ্রস্থিত সুরক্ষিত অঞ্চলটুকু ছাড়া; এটি রক্ষা করার জন্য অর্তফার্নেস নিজে এক উল্লেখযোগ্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেন। তারা স্থানটি দখলের পর তা ধ্বংস করলো না এ জন্য যে সার্দিসের প্রায় সকল ঘরই ছিল নলখাগড়ার তৈরি, এমন কি, যে কয়েকটি ইটের বাড়িঘর ছিলো সেগুলিরও চালের ছানি ছিলো নলখাগড়ার। একটি ঘরে একজন সিপাহী আগুন লাগিয়ে দেয় এবং দেখতে না দেখতে সমগ্র শহরে জ্বলে ওঠে আগুন। শহর ঘিরে পাশ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও লাগলো আগুন। তাই লিডিয়ার যে সব স্থানীয় লোক এবং যেসব পারসীয়ান সেখানে অবস্থান করছিলো তারা আগুনের একটা বৃত্তের মধ্যে আটকা

পড়ে গেলো এবং শহর থেকে বের হতে না পেরে পেক্টোলাস নদীর উভয় তীরবর্তী বাজার এলাকার দিকে ওরা ধাবিত হয় — যেখানে ওরা বাধ্য হয় আত্মরক্ষার্থে লড়বার জন্য।* আইয়োনিয়ার লোকেরা যখন দেখতে পেলো সৈন্যদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি রয়েছে এবং অন্যরা এগিয়ে আসছে বিপুল সংখ্যায়, তখন ওরা বুঝতে পারলো, ওরা যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলো আসলে অবস্থা তার চেয়ে আরো ভয়ংকর। এর ফলে ওরা পশ্চাদপসরণ করে চলে যায় টমোলাস, এবং সেখানে রাত ঘনিয়ে আসার আগেই রওয়ানা দেয় তাদের জাহাজগুলির উদ্দেশ্যে। সার্দিসের এই অগ্নিকান্ডে, পৃথিবীর এই অংশে পূজিত এক দেবী সিবেবীর মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে পারসীয়ানরা এ ব্যাপারটিকে অজুহাত করে গ্রীক মন্দিরগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিলো।

হ্যালীসের পশ্চিমে যেসব পারসীয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছিলো তারা এই ঘটনার খবর পেয়ে লিডীয়ানদের রক্ষা করার জন্য জমায়েত হয়। ওরা সার্দিস ছুটে যায় এবং যখন দেখতে পেলো আইয়োনীয়ানরা ইতিমধ্যেই সরে পড়েছে তখন ওদের পদচিহ্ন ধরে ওরা এগুতে থাকে এবং ইফিসাসে এসে ওদের নাগাল পায়। আইয়োনীয়ানরা এই আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য তাদের সৈন্য বিন্যাস করে, কিন্তু যুদ্ধে ভয়ানক রকম মার খায়। বহুসংখ্যক মশহুর ব্যক্তি এ যুদ্ধে মারা যায়। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন ইরিত্রীয় সেনাপতি ইউওয়ালসিদিস, যিনি একাধিকবার বিজয়ী হয়েছিলেন খেলাধূলার প্রতিযোগিতায়, এবং কিওসের সিমোনিদিসের কবিতায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন। যারা বেঁচে রইলো তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের শহরগুলিতে আশ্রয় নেয়।

এ যুদ্ধের পর আইয়োনিয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে এথেনীয়ানদের আর বেশি কিছু করার রইলো না। এরিস্তোগোরাস বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও একটি আঙুলও তারা তুললো না। অবশ্য, আইয়োনীয়ানরা ইতিমধ্যে এতদূর অগ্রসর হয়ে পড়েছিলো যে, ওদের পক্ষে আর পিছু হটা সম্ভব ছিলো না। কাজেই ওরা আবার পুরো উদ্যমে দারায়ূসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে থাকে, যদিও ওরা এথেনীয়ানদের সাহায্য থেকে ছিলো বঞ্চিত। ওরা জাহাজে করে হেলেসপোন্ট পৌঁছায় এবং বাইজান্টিয়ামসহ আশেপাশের সকল শহর দখল করে নেয়। এরপর, ঈজীয়ানে ফিরে ক্যারিয়ার বৃহত্তর অংশকে তাদের সঙ্গে যোগদানে রাজি করাতে সক্ষম হয়। এমন কি, পূর্বে যে কাউনূস দূরে সরেছিলো সেও সার্দিস এভাবে দগ্ধ হবার পর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। কেবল এমাথাস ছাড়া সমগ্র সাইপ্রাসও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে; কারণ সাইপ্রাসবাসীও ইতিমধ্যেই পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছিলো। সাইপ্রাসের বিদ্রোহের উপলক্ষ্য এই ঃ সেলামিসের শাসক গর্গাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং খার্সিসের পুত্র ওনেসিলাস (খার্সিসের পিতা ছিলেন মিরোমাস

---

* পেক্টোলাস নদীটি টমোলাস নদী থেকে বহন করে নিয়ে আসে স্বর্ণরেণু। সার্দিসে এসে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে বাজারের মধ্য দিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে সেটি মিলিত হয়েছে হার্মুস নদীর সঙ্গে, এবং তারপর গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে।

এবং পিতামহ ইউয়েলথন) বার বার পারস্যের গোলামি ছিন্ন করে ফেলার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন এবং পরে আইয়োনিয়ার বিদ্রোহের খবর পেয়ে তিনি তার আবেদন দ্বিগুণিত করেন — চূড়ান্ত জোর দাবির সঙ্গে। কিন্তু তাতে কিছুই ফল হলো না; গর্গাস তা শুনতে রাজি হলেন না। এ জন্য ওনেসিলাস তাঁর সমর্থকদের সাহায্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন গর্গাস শহরের বাইরে বের হবেন, এবং তিনি বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই নগরীর প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় ফিরে যেতে পারেন এমন কোনো শহর তাঁর না থাকায় তিনি তাঁর আনুগত্য বদল করে পারস্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আর এদিকে ওনেসিলাস সালামিসের হর্তাকর্তা হয়ে সাইপ্রাসের সকল লোককে বিদ্রোহে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন। কেবল এমাথাসের বেলায় তিনি ব্যর্থ হন; এই শহরের লোকেরা তাঁর কথা শুনতে রাজি হলো না। এজন্য তিনি বিলম্ব না করে শহরটি অবরোধ করেন।

ওনেসিলাস যখন এমাথাসের অনুরোধ নিয়ে ব্যস্ত তখন দারায়ূসের কাছে খবর এলো যে, এথেনীয়ান এবং আইয়োনীয়ানদের দ্বারা সার্দিস বিজিত ও দগ্ধ হয়েছে এবং এই যুক্ত অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস। কাহিনীটি এই ঃ দারায়ূস যখন এই বিপর্যয়ের খবর পেলেন তিনি আর আইয়োনীয়ানদের সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না কারণ তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, এই বিদ্রোহের জন্য শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। বরং, তিনি প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, এই এথেনীয়ানরা কারা। এবং ওরা কারা তা যখন তঁকে বলা হলো, তিনি হুকুম দিলেন তাঁর ধনুক এনে তাঁর হাতে দেয়ার জন্য। তিনি ধনুকটি নিয়ে ছিলাতে একটি তীর সংযোগ করলেন এবং আকাশের দিকে ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠলেন ঃ "হে আল্লাহ্, আমার প্রার্থনা মন্‌জুর করো, আমি যেন শাস্তি দিতে পারি এথেনীয়ানদের।" এরপর তিনি তাঁর এক ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, তিনি যখনি খেতে বসেন তখনি সে যেন "হুজুর এথেনীয়ানদের স্মরণ করুন" এই শব্দ তার নিকট তিনবার পুনরাবৃত্তি করে। এরপর তিনি মাইলেতুসের হিস্তিয়ুসের জন্য লোক পাঠান। ওকে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর দরবারে আটক করেছিলেন দীর্ঘদিনের জন্য। তিনি এলে দারায়ূস বললেন, "হিস্তিয়ুস, আমি জানতে পারলাম তুমি তোমার যে প্রতিনিধিকে মাইলেতুসের দায়িত্বে রেখে এসেছিলে সে আমার প্রতি তার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঐ মহাদেশ থেকে আমার বিরুদ্ধে লোক এনেছে এবং আইয়োনিয়াবাসীকে তার অধীনে চাকুরিতে যোগ দিতে রাজি করিয়েছে এবং আমার কাছ থেকে সার্দিস দখল করে নিয়েছে — আইয়োনীয়ানদের এর খেসারত অবশ্যই দিতে হবে। এখন বলো, ইহা কি ঠিক হয়েছে? তোমার অজ্ঞাতে এবং পরামর্শ ছাড়া কি ঘটতে পারতো? সময় আসতে পারে যখন তুমি নিজেই এর জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করবে।"

"হুজুর", হিস্তিয়ুস জবাবে বলেন, "এমন কথা কি করে আপনি বলতে পারছেন? ইহা কি সম্ভব যে, আমি এমন পরিকল্পনা করতে পারি যা কোনো প্রকারে আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে, ছোট অথবা বড়ো যাই হোক। আমি যা কিছু চাই সবই পেয়েছি। কাজেই, এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আর কি উদ্দেশ্য কাজ করতে

পারে? যা আপনার তা কি আমার নয়? এবং আপনার সকল পরামর্শে শরিক হবার সৌভাগ্য কি আমার হয়নি? যদি মাইলেতুসে আমার প্রতিনিধি সত্যি সত্যি এ অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, সে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে এ কাজ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয় যে, সে এবং মাইলেতুসের লোকেরা আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তবে যদি সত্যি ওরা এরূপ কাজে লিপ্ত থেকে থাকে — যদি আপনাকে প্রকৃতই সত্য সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন হুজুর, আমাকে যখন আপনি উপকূল ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন তখন কি অবিজ্ঞের মতোই না আপনি তা করেছিলেন ঃ কারণ, দেখা যাচ্ছে, আইয়োনীয়ানরা যা করার তীব্র ইচ্ছা দীর্ঘকাল ধরে পোষণ করেছে ওরা ওদের সেই ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্যই অপেক্ষা করছিলো, যতক্ষণ না আমি ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাই। যদি কেবল আমি তখনো সেখানে থাকতাম কোনো একটি নগরীও বিদ্রোহ করতো না। কাজেই আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি এ মুহূর্তে আইয়োনিয়া ফিরে যেতে পারি; আমি সবকিছু আপনার জন্য একটা শৃঙ্খলায় নিয়ে আসবো এবং এতসব গোলযোগের কারণ, মাইলেতুসের এই ডেপুটি গভর্নরকে আপনার হাতে সমর্পণ করবো। অধিকন্তু, আমি আপনার জন্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে কেবল যে এটাই করবো তা নয়, বরং আপনার রাজকীয় পরিবারের দেবতাদের নামে আমি শপথ করছি, আমি যে পোশাক পরিধান করছি তা আইয়োনিয়ায় পৌঁছে আমি কিছুতেই গা থেকে খুলবো না, যতক্ষণ না আমি পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ সার্দিনিয়াকে আপনাকে কর দিতে বাধ্য করেছি।"

এ ভাষণের উদ্দেশ্য ছিলো দারায়ুসকে প্রতারণা করা এবং তা সফল হয়েছিলো। তিনি হিস্তিয়ুসের পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে যেতে দেন এবং তাকে এই নির্দেশ দেন যে, তিনি যা করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন তা সম্পন্ন করার পর তাকে সুসায় চলে যেতে হবে।

এদিকে, সার্দিসের উপর সে রিপোর্ট যখন রাজার নিকট পৌঁছানোর পথে রয়েছে এবং রাজা তীর নিক্ষেপের পর হিস্তিয়ুসের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এবং দারায়ুসের অনুমতি নিয়ে হিস্তিয়ুস যখন সমুদ্র উপকূলের পথ ধরেছেন তখন নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি ঘটলো। আমাতাসের অবরোধকালে সেলামিসের ওনেসিলাস খবর পান — অর্তাইবিউস নামক একজন পারসীয়ান এক শক্তিশালী পারস্যবাহিনী নিয়ে সাইপ্রাসে পৌঁছাচ্ছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এজন্য ওনেসিলাস তড়িঘড়ি আয়োনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লোক পাঠান। আইয়োনিয়ানরা দ্রুত মনস্থির করে দ্বীপে এসে পৌঁছলো বিপুল শক্তি নিয়ে। কিন্তু ওরা পৌঁছতে না পৌঁছতেই সিলিসিয়া থেকে পারসীয়ানরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় এবং সেলামিসের উপর পদাতিকবাহিনীর আক্রমণ পরিচালিত হয়, যখন ফিনিসীয়ানরা, যে-শৈলান্তরীপটিকে সাইপ্রাসের চাবি বলা হয়ে থাকে, তা প্রদক্ষিণ করছিলো জাহাজে ক'রে। এর ফলে, সাইপ্রাসের ছোট ছোট দলপতিরা আইয়োনিয়ার সেনাপতিদের একটি সভা আহ্বান করে এবং ওদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভাষায় ভাষণ দেয় ঃ "হে আইয়োনিয়ার লোকেরা, আমরা সাইপ্রাসবাসীরা তোমাদের সামনে একটি

প্রস্তাব রাখছি — হয় তোমরা পারসীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, আর না হয় ফিনিসীয়ানদের বিরুদ্ধে। তোমরা যদি পারসীয়ানদের সঙ্গে তোমাদের শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত করো তা হলে এখনই হচ্ছে সময়। তোমরা জাহাজ থেকে নেমে পড়ে তোমাদের সৈন্যবিন্যাসে লেগে যাও। এদিকে আমরা তোমাদের জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ফিনিসীয়ানদের মোকাবেলা করি। পক্ষান্তরে তোমরা যদি স্থির করো তোমরা ফিনিসীয়ানদের মোকাবেলা করবে — তাই করো সর্বশক্তি দিয়ে; কিন্তু এ দুটি বিকল্পের যেটিই তোমরা বেছে নাও, তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে বীরের মতো। আইয়োনিয়া এবং সাইপ্রাস যদি তাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ব্যর্থ হয় তার জন্য যেন তোমরা অপরাধী না হও।"

উত্তরে আইয়োনীয়ানরা বললো ঃ "আইয়োনিয়ার সাধারণ পরিষদ আমাদের পাঠিয়েছে সমুদ্র পাহারা দেয়ার জন্য, তোমাদেরকে জাহাজগুলি সমর্পণ করার জন্য নয়, এবং স্থল-ভাগের পারসীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয়। কাজেই, যে কাজে আমাদের মোতায়েন করা হয়েছে আমরা তাই করবো এবং তাতে আমাদের কর্তব্য পালনের জন্য আমরা চেষ্টা করবো, আর তোমাদের বেলায় — তোমরা স্মরণ রেখো, তোমাদের প্রভু পারসীয়ানদের হাতে তোমরা কি নির্যাতন ভোগ করেছো, এবং বেটাছেলের মতো কাজ করো।

ঠিক সেই সময়ে পারসীয়ানবাহিনী সেলামিসের নিকটবর্তী সমতলভূমিতে এসে পৌছায় এবং সাইপ্রাসের সর্দারেরা ওদের মোকাবেলা করার জন্য তাদের সামরিক শক্তিকে বিন্যাস করে। সেলামিস এবং সলির সৈন্যদের মধ্য থেকে তাদের বাছাইকরা সৈন্যদের ওরা দাঁড় করায় পারসীয়ানদের মোকাবেলা করার জন্য, আর সাইপ্রাসের অন্যান্য শহরের সৈনিকদের ওরা মোতায়েন করে শত্রুদলের মধ্যে, যারা অপেক্ষাকৃত কম পরাক্রান্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। ওনেসিলাস পারসীয়ান সেনাপতি অর্তাইবিউসের সঙ্গে সশরীরে লড়তে ইতস্তত করলেন না।

অর্তাইবিউস সওয়ার হন একটি ঘোড়ার উপর, যাকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো যে, কোনো পদাতিক সৈন্য আক্রমণ করলে সে পেছনের পা দুটোর উপর দাঁড়িয়ে সে মানুষটির উপর হামলা করবে, তার সামনের দুপা তুলে। ওনেসিলাস একথা জানতে পারেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর জাতিগতভাবে ক্যারীয়ান জেরাবর্দারের সঙ্গে সংক্ষেপে কথা বলেন; লোকটি সিপাহী হিসেবে ছিলো চমৎকার এবং সাহসী। "আমি শুনেছি" ওনেসিলাস বললেন, "অর্তাইবিউসের ঘোড়া পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং যাকে সামনে পায় দাঁত ও পায়ের খুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। এখন মুহূর্তের মধ্যে স্থির করো এবং আমাকে বলো অর্তাইবিউস এবং তার ঘোড়া, এ দুয়ের কার প্রতি তুমি নজর রাখবে আঘাত হানার সুযোগের জন্য।"

"হুজুর", জেরাবর্দারটি জবাব দেয়, "আমি দুজনকেই অথবা দুজনের একজনকেই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত — বস্তুত আপনি যা আদেশ করেন আমি তাই করবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার জন্য যা সবচেয়ে শ্রেয় মনে করি তা বলছি। আমার বক্তব্য

এই: একজন যুবরাজ বা জেনারেলের উচিত অপর একজন যুবরাজ বা জেনারেলের সঙ্গে লড়াই করা। আপনি যদি একজন জেনারেলকে হত্যা করেন আপনার জন্য এ হবে এক মস্তবড় কাজ, কিন্তু আল্লাহ্ না করুন, সে যদি আপনাকে হত্যা করে তবুও, একজন যোগ্য মানুষের হাতে মৃত্যুও, অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করলে যতটা মন্দ হবে তার কেবল অর্ধেক মন্দই হবে। কাজেই, আপনাকে অবশ্যই লড়তে হবে অর্তাইবিউসের সঙ্গে; আর আমরা, এ সব তুচ্ছ মানুষেরা আমরা খুঁজবো আমাদের সমকক্ষদের এবং ঘোড়াটিকে। আপনি এর চালাকিতে ঘাবড়াবেন না ঃ সে আর কখনো পিছনের পায়ে দাঁড়াবে না কারো বিরুদ্ধে।"

কিছুক্ষণ পরে স্থলে এবং সমুদ্রে, উভয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সমুদ্র যুদ্ধে সেদিন আইয়োনিয়ার যোদ্ধারা ছিলো অতি চমৎকার মেজাজে, বিশেষ করে স্যামোসের দলটি — এবং ফিনিসীয়ানদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি পরাক্রান্ত প্রমাণ করে নিজেদের। স্থলে যখন যুদ্ধ চলছে, অর্তাইবিউস তার ঘোড়ায় চড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওনেসিলাসের উপর, যিনি তাঁর জেরাবর্দারের সঙ্গে পরামর্শ মোতাবেক সওয়ারের শরীর লক্ষ্য করে আঘাত হানেন এবং ওনেসিলাস আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটি তার পেছনের দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে গিয়ে সামনের দু'পা তুলে লাথি মারতে উদ্যত হয় তার ঢালের উপর, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে, ক্যারীয়ান জেরাবর্দারটি বড়শির মতো বাঁকা একটি অতি ধারালো অস্ত্র ক্ষিপ্রগতিতে বের করে ঘোড়াটির সামনের দুটি পা কেটে আলাদা করে ফেলে। ঘোড়াটি তখন পড়ে গেলো, তার সঙ্গে পারস্য সেনাপতি অর্তাইবিউসও। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র কিউরিয়ামের শাসক স্তেসেনোর তাঁর অধীনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন। তাঁর এই ভূমিকার পরপরই সেলামিস থেকে আগত যুদ্ধ-রথগুলি অনুসরণ করে। দল ত্যাগের এসব ঘটনার ফলে পারস্যের বিজয় ঘটে এবং সাইপ্রাসের সৈন্যবাহিনী পরাভূত হলে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হন। তার মধ্যে ছিলেন খের্সিসের পুত্র এবং সাইপ্রাস বিদ্রোহের জনক ওনেসিলাস, এবং সোলির যুবরাজ এরিস্টোসাইপ্রাস। এরিস্টোসাইপ্রাস ছিলেন ফিলোসাইপ্রাসের পুত্র, যাকে এথেন্সের সোলোন তাঁর সাইপ্রাস পরিদর্শনকালে একটি কবিতায় প্রশংসা করেছিলেন — যার বেশি তারিফ কোনো যুবরাজকেই কখনো করা হয় নি।

ওনেসিলাস এমাতাস অবরোধ করেছিলেন ব'লে, এমাতাসের লোকেরা প্রতিহিংসা বশত তাঁর ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা করে ফেলে এবং তা তাদের গেটের উপরে ঝুলিয়ে রাখে। কালক্রমে মাথাটি শূন্য হয়ে পড়ে এবং এক ঝাঁক মৌমাছি এসে খুলির ভেতরে খালি জায়গাটি দখল করে বসে, আর একটি মৌচাক তৈরি করে শূন্যস্থানটি ভরাট করে দেয়। এর ফলে, শহরের লোকেরা দৈবজ্ঞের পরামর্শ জিজ্ঞেস করে। তখন ওদের পরামর্শ দেয়া হয় — মাথাটি নামিয়ে ফেলে তা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে, আর যদি ওরা সমৃদ্ধি চায়, তাহলে এখন থেকে ওনেসিলাসকে অর্ধ-ঈশ্বর ও তাদের দেশের রক্ষক বলে গণ্য করতে, এবং প্রতিবছর তার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে। প্রকৃতপক্ষে তাই করা হয়েছিলো, এবং আমার নিজেরকালেও এই অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হচ্ছিলো। আইয়োনীয়ানরা সমুদ্র যুদ্ধে জিতেছিলো। কিন্তু এবার যখন ওরা দেখতে পেলো,

ওনেসিলাসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে আর সেলামিস ছাড়া সাইপ্রাসের আর সকল শহরই অবরুদ্ধ — সেলোমিস শহরটিকে ওখানকার লোকেরা পুনরুদ্ধার করে তার সাবেক শাসক গর্গাসের হাতে অর্পণ করেছিলো — তখন আইয়োনীয়ানরা নিজেদের দেশ আইয়োনিয়ায় ফিরে যেতে কালবিলম্ব করলো না। সাইপ্রাসের শহরগুলির মধ্যে দীর্ঘতম সময় স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলো সলি নামক শহরটি। পারসীয়ানরা চারমাসেরও অধিককাল পরে দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে নগরীটি দখল করে।

এভাবে, একবছর স্বাধীনতা উপভোগের পর সাইপ্রাসকে আবার দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে ফেলা হয়। ইত্যবসরে, দায়ায়ূসের এক কন্যার স্বামী দৌরিসেস এবং আরো দু'জন পারসীয়ান সেনাপতি হাইমাইস এবং ওতানেস — যাঁরা দারায়ূসের অন্য দুই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন — সার্দিসের উপর হামলাকারী আইওনিয়ান ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদের মাঝখানে আক্রমণ করে দুভাগ করে দিয়ে যারা বেঁচে রইলো তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন জাহাজে। এরপর তিনজন সেনাপতি মিলে কে কোন শহরের প্রতি মনোযোগী হবেন তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন এবং সেগুলি দখল করে নিয়ে এক এক করে শহরগুলিকে লুণ্ঠন করেন। দৌরিসেস ধাবিত হন হেলেসপোন্টের তীরবর্তী উপনিবেশগুলির দিকে এবং পাঁচদিনে পাঁচটি শহর দার্দানুস, এবাইডোস, পারকোতে, ল্যাম্পস্যাকাস এবং পাইয়ুসাস দখল করেন। পাইয়ুসাস থেকে প্যারিয়ামার পথে তিনি শুনতে পান যে, ক্যারিয়ার লোকেরা আইয়োনীয়ানদের সাথে একই উদ্দশ্যে জোট বেঁধে পারস্যের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। একথা শোনার পর তিনি ফিরে ক্যারিয়ার দিকে মার্চ্ করেন। কোনো না কোনোভাবে তিনি পৌঁছানোর আগেই ক্যারিয়াবাসী তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আঁচ পায় এবং মার্সিয়াস নদীর তীরবর্তী 'শ্বেত-স্তম্ভ' নামক একস্থানে ওরা জমায়েত হয়। এ নদীটি মাইয়েন্দার নদীর একটি উপনদী এবং এটি উৎপন্ন হয়েছে ইদ্রীয়ান অঞ্চলে। সমবেত ক্যারীয়ানরা এ আসন্ন বিপদের মোকাবেলা কিভাবে করা যায় এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যখন বিতর্ক করছে তখন, আমার মতে, সিনদিয়ার মৌসুলাসের পুত্র পিকসোন্দারুসই দিয়েছিলেন সবচেয়ে উত্তম পরামর্শ। এই পিকসোন্দারুস সিলিসিয়ার রাজা সিয়েন্নেসিসের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিলো ঃ এই সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সংগত হবে মাইয়েন্দার পার হয়ে, নদীটি পেছনে রেখে, শত্রুর মোকাবেলা করা, এর ফলে, ওদের পক্ষে পালানো সম্ভবপর হবে না এবং প্রত্যেকটি লোক, তার নিজস্থানে অবস্থান করতে বাধ্য হ'য়ে, প্রকৃতি তাকে যতোটুকু সাহসী করেছে তার চেয়েও বেশি বীরত্বের পরিচয় সে দেবে। কিন্তু এই চমৎকার প্রস্তাব গৃহীত হলো না; বরং তার স্থলে স্থির করা হলো, ক্যারিয়ার লোকেরা নয়, বরং পারসীয়ানদেরই মাইয়েন্দার নদীকে তাদের পেছনে রেখে যুদ্ধ করতে দেয়া উচিত। কারণ পারসীয়ানরা যদি পরাজিত হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয় তখন আর তারা নিস্তার পাবে না এবং ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীতে ফেলা হবে। পারসীয়ানরা অবিলম্বে এসে হাজির হয় এবং মাইয়েন্দার নদী অতিক্রম করে ও মার্সিয়াস নদীর তীরে ক্যারীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এযুদ্ধ ছিলো দীর্ঘস্থায়ী এবং দুর্ধর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত ক্যারীয়ানরা বিপুলতর সৈন্যসংখ্যার চাপে কাবু হয়ে পড়ে। প্রায় দু হাজার পারসীয়ান সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু নিহত ক্যারীয়ানদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজারে। যেসব ক্যারীয়ান বেঁচে রইলো তারা ল্যাব্রাউন্দায় ঢুকে দরজা

বন্ধ করে দিয়ে সেখানে অবস্থান করতে থাকে। দেবতা থিউস স্ত্রেতিয়াসের* অঙ্গন বলে সুবিদিত পবিত্র সরল গাছের এক বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে এটি অবস্থিত। ওখানে ওদের অবস্থানকালে ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলো কিভাবে নিজেদের বাঁচানো যায়। ওরা জানতো না যে, পারসীয়ানদের নিকট আত্মসমর্পণ করা অথবা চিরকালের জন্য এশিয়া ছেড়ে চলে যাওয়াই হবে ওদের জন্য শ্রেয়। যাই হোক, ওদের এই আলোচনার সময় মাইলেতুসের একদল সৈন্য এবং তাদের মিত্ররা ওদের সাহায্যার্থে আসে। তখন ক্যারীয়ানরা তাদের মত সম্পূর্ণ বদলে ফেলে এবং নতুন করে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এর ফল হলো আগের চাইতেও মারাত্মক। গোটা ক্যারীয়ান এবং মিত্রশক্তি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে চরম দুর্দশা হয় মাইলেতুসের দলটির। অবশ্য ক্যারীয়ানরা এ আঘাত হজম করে আবার প্রস্তুতি নেয় এবং পরে আরেকবার যুদ্ধ করে। ওরা যখন জানতে পারলো পারসীয়ানরা তাদের শহরগুলির উপর আক্রমণ করতে চাইছে তখন ওরা পিদেসাস সড়কের উপরে এক ফাঁদ পাতে। রাত্রিকালে মার্চ্ করতে গিয়ে পারসীয়ানরা এ ফাঁদে পড়ে যায় এবং ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। তাদের তিনজন সেনাপতি দৌরিসেস, এমোর্জেস এবং মিসিমাকেস নিহত হন এবং মিরসাসের পুত্র গাইজেসও মারা যান। যে ক্যারীয়ান সৈন্যদলটি ওদের এই ফাঁদে ফেলে তার অধিনায়ক ছিলেন মাইলাসার হিরাক্লিদিস, ইবানল্লিসের এক পুত্র।

ইত্যবসরে, সার্দিসের উপর আইয়োনীয়ানদের হামলার পর যেসব পারসীয়ান সামরিক অফিসার আইয়োনীয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন তাঁদেরই একজন হিমাইস মার্চ্ করে অগ্রসর হন প্রপনতিসের দিকে, এবং মাইসিয়ার সিউস নামক শহরটি দখল করেন। এই শহরটি দখল করার পর যখন শুনতে পেলেন যে দোরিসেস হেলেসপোণ্ট ছেড়ে ক্যারিয়ার পথে রয়েছেন, তখন তিনি নিজেই তার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে ছুটে যান হেলেসপোণ্ট এবং ট্রয়ের আশেপাশে বসবাসকারী সকল ঈওলীয়ানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন ও প্রাচীন টিউক্রীয়ানদের তখনো যারা টিকে ছিলো সেই গার্জিতেস সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেন। এই সব অভিযানকালে, তিনি ট্রোড-এ অসুখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সার্দিসের গবর্নর অর্তফার্নেস এবং তৃতীয় অধিনায়ক অর্তানেস, যাকে আদেশ দেয়া হয়েছিলো ইওনিয়া এবং ঈওলিয়াসংলগ্ন আইয়োলিসের একটি অংশের উপর আক্রমণ করতে, — তাঁরা ক্লাজোমেনি এবং আইয়োনীয়ান শহর সাইমে দখল করে নেন।

এখন এটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আর যাই হোক, মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস ছিলেন এক দুর্বলচেতা মানুষ ঃ তিনি নিজেই ছিলেন আইয়োনিয়াকে বিদ্রোহী করে তোলার এবং পরবর্তী সকল উত্তেজনার জন্য দায়ী, তা সত্ত্বেও তিনি যখন দেখতে পেলেন, এই শহরগুলির একটার পর একটার পতন হচ্ছে এবং বুঝতে পারলেন দারায়ুসের বিরুদ্ধে জেতার কোনো সম্ভাবনাই নাই, তখন তিনি পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি তাঁর সমর্থকদের একটি সভা ডাকেন এবং মাইলেতুস থেকে যদি তাদের

---

* আমরা যেসব জাতিকে জানি তার মধ্যে কেবল ক্যারিয়ার লোকেরাই জিয়ুস-স্ত্রেতিয়াসের উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে থাকে।

বের করে দেয়া হয়, তাহলে তাদের আশ্রয় নেয়ার জন্য কোনো-না-কোনো স্থান থাকা উচিত, এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি ওদের কাছে জানতে চাইলেন, নতুন বসতির জন্য সবচাইতে উপযোগী স্থান কোনটি হতে পারে। তাঁর নিজের মনের কাছে ছিলো দুটি বিকল্প, সার্দিনিয়া এবং মাইর্সিনাস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইদোনিয়ার একটি শহর, যা দারায়ূস হিস্তিয়ুসকে দেয়ার পর হিস্তিয়ুস কেল্লা তৈরি করে সুদৃঢ় করেছিলেন। হেজেসান্দারের পুত্র ঐতিহাসিক হীকাতীয়ূস উভয়ক্ষেত্রে আপত্তি জানান এবং প্রস্তাব করেন, এরিস্তেগোরাসের উচিত, লেরোস দ্বীপে একটি দুর্গ তৈরি করে সেখানে যতদিন প্রয়োজন পড়ে থাকা, যদি তাকে মাইলেতুস থেকে বেরই করে দেয়া হয়। তিনি বললেন, মাইলেতুসের উপর আক্রমণের জন্য এটি একটি উপযোগী ভাবি ঘাঁটি হতে পারে, আর এধরনের আক্রমণের মাধ্যমে তিনি মাইলেতুস ফিরেও যেতে পারেন। অবশ্য এরিস্তেগোরাস তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্থির করেন যে, সবচেয়ে ভালো চান্স হচ্ছে মাইর্সিনাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি পীথাগোরাস নামক একজন পরীক্ষিত ক্ষমতাবান ব্যক্তির হাতে মাইলেতুসের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে, তাঁর সঙ্গে যারা যেতে রাজি হলো তাদের সবাইকে নিয়ে জাহাজে করে থ্রেসের পথে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু পরবর্তী অভিযানে, যখন তিনি নিকটবর্তী একটি শহর — অবরোধ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর সকল লোকজন সহ থ্রেসবাসীদের হাতে নিহত হন। এ লোকগুলি একটা সন্ধির সুযোগে এসে ওদেরকে হত্যা করে।

ষষ্ঠ খণ্ড

এরিস্তেগোরাসের মৃত্যুর পর আইয়োনীয়ান বিদ্রোহের নায়ক, মাইলেতুসের শাসনকর্তা হিস্তিয়ুস সার্দিস চলে যান। তিনি সুসা ত্যাগ করার জন্য দারায়ুসের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি সার্দিসে পৌঁছলে ওখানকার গভর্নর অর্তফার্নেস তাঁর নিকট জানতে চাইলেন তাঁর মতে আইয়োনীয়ান বিদ্রোহের মূল কারণ কি। জবাবে হিস্তিয়ুস গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভান করেন এবং বলেন, এ ধরনের একটি ব্যাপার যে ঘটেছে তাতে তিনি খুবই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু অর্তফার্নেস জানতেন যে, তিনি মিথ্যা বলছেন এবং আসলে তিনি এ বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তাই তিনি বললেন, "হিস্তিয়ুস, আমি আপনাকে বলবো, এ কেমন ব্যাপার যে আপনি জুতা বানিয়েছেন আর এরিস্তেগোরাস সে জুতা পরেছেন।" এই মন্তব্যে প্রমাণিত হলো যে অর্তফার্নেস আসল ব্যাপারটি জানেন। ফলে এ মন্তব্যটি খুবই ভীতিপ্রদ প্রতীয়মান হলো এবং হিস্তিয়ুস সে রাত্রেই পালিয়ে উপকূলের দিকে চলে গেলেন। এভাবে, পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ সার্দিনিয়াকে পারস্যের শাসনাধীনে নিয়ে আসবেন বলে তিনি দারায়ূসকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ হলো। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিলো — রাজার বিরুদ্ধে আইয়োনীয়ানদের এই যুদ্ধে তিনি সেনাপতিত্ব করবেন।

সমুদ্র পথে খিওস পৌঁছানোর পর, হিস্তিয়ুস পারস্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন এই সন্দেহে সেই দ্বীপবাসীদের হাতে বন্দি হন। কিন্তু পরে যখন আসল ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেলো তখন ওরা তাঁকে ছেড়ে দিলো এবং খিওসের বাসিন্দারা দারায়ূসের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হলো। এর অল্প পরেই ওরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তিনি কেন এরিস্তেগোরাসকে বিদ্রোহ শুরু করার জন্য উস্কানি দিতে এত উদগ্রীব, যে বিদ্রোহ পরিণামে আইয়োনিয়ার এত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছিলা। হিস্তিয়ুস আসল উদ্দেশ্য সযত্নে গোপন ক'রে জবাবে বললেন, তাঁর এরূপ করার কারণ হচ্ছে, দারায়ূসের একটি পরিকল্পনা; দারায়ূস জনবসতি স্থানান্তরিত করতে চাইছেন। তাঁর উদ্দেশ্য — তিনি ফিনিসীয়ানদের প্রতিষ্ঠিত করবেন আইয়োনিয়ায় এবং আইয়োনীয়ানদের তুলে নিয়ে বসবাস করাবেন ফিনিসীয়ায়। ব্যাপারটা ছিলো একেবারে ডাহা মিথ্যা। কিন্তু আইয়োনীয়দের সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য তাই ছিলো যথেষ্ট।

সার্দিসে কিছু সংখ্যক পারসীয়ান ছিলো যারা পূর্বেই হিস্তিয়ুসের সঙ্গে বিদ্রোহ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলো। এদের কাছে তিনি এখন চিঠিপত্র পাঠালেন অতার্নিউসের হার্মিমপাস নামক জনৈক লোকের মাধ্যমে, কিন্তু হার্মিমপাস সঠিক ঠিকানায় চিঠিগুলি ডেলিভারি না দিয়ে সেগুলি অর্তফার্নেসের হাতে নিয়ে পৌছায়। অর্তফার্নেস কি ঘটতে

যাচ্ছে বুঝতে পেরে হার্মিমপাসকে বললেন — চিঠিগুলি যাদের লেখা হয়েছে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে এবং তাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব তাঁর নিকট নিয়ে আসতে। ওরা প্রতেকেই হিস্তিয়ুসের নিকট পত্র লেখে। এভাবে, দেশদ্রোহীদের কথা ফাঁস হয়ে যায়,বহু পারসীয়ানকে শূলে চড়ানো হয়। তখন সার্দিসে ভীষণ হট্টগোল শুরু হয় যায়।

এই ব্যর্থতার পর হিস্তিয়ুসের অনুরোধে খিওসের লোকেরা তাঁকে মাইলেতুসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু ওখানকার লোকেরা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলো এবং একই রকমের অন্য একজন শাসককে স্বাগত জানাতে রাজি হওয়ার চাইতে এরিস্তেগোরাসকে সরিয়ে ফেলাতেই ওরা ছিলো অধিকতর খুশি। হিস্তিয়ুসের প্রতি ওরা ওদের বিরোধিতা স্পষ্টই ব্যক্ত করলো। কারণ, অন্ধকারের আবরণে তিনি যখন শহরে ঢুকবার চেষ্টা করছিলেন তখন মাইলেতুসের একটি লোক তাঁকে তাঁর উরুতে জখম করে। তিনি যখন দেখতে পেলেন, তাঁর নিজের শহরে তাঁর ঠাঁই নেই তখন তিনি আবার খিওস ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও খিওসবাসীদের কাছ থেকে জাহাজ না পেয়ে তিনি লেসবসের মাইতেলিনিতে চলে যান, নৌকায় ক'রে। এখানে তিনি সফল হন। লেসবীয়ানরা আটটি জাহাজ যোগাড় করে। এ জাহাজগুলিতে তিন সারি মাল্লা দাঁড় টানতো, এক সারির উপর অপর সারি, এভাবে। ওরা হিস্তিয়ুসকে নিয়ে ঐসব জাহাজে করে বাইজেন্টিয়াম রওয়ানা করে। সেখানে পৌছে ওরা, কৃষ্ণ সাগর থেকে, যেসব জাহাজ বের হবে সেগুলি দখল করার জন্য বাইজেন্টিয়ামকে ওদের ঘাঁটি করে — অবশ্য সেসব জাহাজ বাদে যেগুলির নাবিকরা হিস্তিয়ুসের হুকুম মেনে চলতে প্রতিশ্রুতি দেবে।

ওরা যখন এভাবে ব্যস্ত ছিলো তখন খোদ মাইলেতুস স্থল ও সমুদ্র পথে প্রচণ্ড সম্মিলিত আক্রমণের আশঙ্কা করছে। পারসীয়ান সেনাপতিরা তাঁদের বিভিন্ন ফৌজকে একত্র করে সম্মিলিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে একটিমাত্র বাহিনী গঠন করে। ইতিমধ্যে ওরা অগ্রাভিযান শুরু করেছে। ওরা স্থির করলো অন্যসব যায়গা তারা উপেক্ষা করবে, যেহেতু ওসবের গুরুত্ব কম। এই নৌবহরের সঙ্গে যারা অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে ফিনিসীয়ানদের হৃদয়ই ছিলো অত্যাগ্রহী, যদিও সাইপ্রাস, (যা ইতিপূর্বেই পদানত হয়েছে) সিলিসিয়া এবং মিশরের ফৌজও এদের সঙ্গে ছিলো।

ইত্যবসরে, আইয়োনীয়ানরা যখন জানতে পারলো পারসীয়ানরা মাইলেতুস এবং আইয়োনিয়া আক্রমণ করতে চাইছে তখন, এ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য কি পন্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ওরা পেনিওনীয়ামে ওদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। স্থির হলো ঃ স্থলভাগে পারসীয়ানদের মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য সঙ্গ্রহ করা হবে না। মাইলেতুসের বাস্তব প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ওখানকার লোকদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। তবে তাদের আওতায় যে সব জাহাজ রয়েছে তার কোনো একটিকে বাদ না দিলেই যথাসম্ভব স্বল্পসময়ের মধ্যে সবকটিকে সুসজ্জিত করতে হবে এবং সেগুলি জড়ো করতে হবে ছোট্ট দ্বীপ লেডে-তে, মাইলেতুসের উপকূলভাগের ঠিক বিপরীত দিকেই। এখানে তারা শহরটির সমর্থনে নৌযুদ্ধ করবে।

শীঘ্রই আইয়োনীয়ান নৌবহর পৌঁছতে শুরু করলো। জাহাজগুলি নিম্নবর্ণিতমতো অবস্থান গ্রহণ করে ঃ লাইনের পূর্বতম প্রান্তে মাইলেতুস থেকে আগত আশিটি জাহাজ স্থান গ্রহণ করে; এদের পরে স্থান গ্রহণ করে প্রিয়েনে থেকে আগত বারোটি এবং মাইউসের তিনটি জাহাজ। এর পরে তিওসের সতরোটি ও খিওসের একশোটি জাহাজ তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। এর পরে এসে দাঁড়ালো ইরিত্রিয়ার আটটি ও ফোসিয়ার তিনটি জাহাজ। এর পরে স্থান নিলো লেসবীয়ান নৌবহর, যাতে ছিলো সত্তরটি জাহাজ। আর এই লাইনের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নিলো স্যামোসের ষাটটি জাহাজ। এভাবে মোট জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশ' তেপ্পান্নটি। উপরে নিচে তিন সারি মাল্লা দাঁড় টেনে চালায় এসব জাহাজ। এই তিনশ তেপ্পান্নটি জাহাজ নিয়ে ওরা পারসীয়ানদের ছয়শ জাহাজের মোকাবেলা করতে তৈরি হলো।

সম্মিলিত পারসীয়ান ফৌজ, জাহাজ এবং স্থলবাহিনী, উভয়ের উপস্থিতির পর কমাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারগণ চমকে উঠে; তারা যেরূপ আশা করেছিলো তার চাইতে আইয়োনীয়ান নৌবহর আকারে অনেক বড় এবং ওদের ভয় হলো, ওরা আইয়োনীয়ানদের হয়ত পরাজিত নাও করতে পারে। যদি তাদের ভয় সত্য প্রমাণিত হয় এবং সমুদ্রের উপর তারা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে না পারে তা হলে তাদের মাইলেতুস দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে এবং এই ব্যর্থতার জন্য ওরা দারায়ূস কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারে। এখানে স্মরণ করা দরকার যে, এরিস্তেগোরাস কর্তৃক বিতাড়িত হবার পর আইয়োনিয়ার বিভিন্ন শহরের স্বৈরাচারী শাসকেরা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো — পারসীয়ানদের কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। এ লোকগুলি, মাইলেতুসের বিরুদ্ধে যে ফৌজ মার্চ করে চলেছে, তাদের সঙ্গে ছিলো। পারসীয়ান সেনাপতিরা তাঁদের এই মুসিবতে এই লোকগুলির শরণাপন্ন হন। ওঁরা এই লোকগুলির সম্মেলন আহ্বান করেন এবং বলেন, "আইয়োনিয়ার লোকেরা, তোমরা যে রাজার সত্যিকার বান্দা তা প্রমাণ করবার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়। তোমাদের প্রত্যেকের একান্ত উচিত তার দেশবাসীকে আইয়োনীয়ান মৈত্রী বন্ধন থেকে বের করে আনা। ওদের কাছে তোমরা প্রস্তাব দাও এবং ওদের প্রতিশ্রুতি দাও, যদি ওরা এই মৈত্রী ত্যাগ করে, ওদের অপ্রীতিকর কিছুর সম্মুখীন হতে হবে না। আমরা ওদের বাড়ি-ঘর অথবা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করবো না, অথবা এ গণ্ডগোল শুরু হবার পূর্বে তাদের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করতাম তার চেয়ে কঠোরতরো ব্যবহার আমরা ওদের প্রতি করবোনা। তবে যদি ওরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই ওদের ভয় দেখাবে এবং আমরা তাদের প্রতি যা **করবো ঠিক তাই তাদের বলবে ঃ ওদের বলো, ওরা যখন পরাজিত হবে — ওদের গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হবে। ওদের পুত্র সন্তানদের খোজা বানিয়ে ফেলা হবে, ওদের কন্যাদের নিয়ে যাওয়া হবে ব্যাক্ট্রিয়া এবং তাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে ফেলা হবে।"**

নির্বাসিত স্বৈরতন্ত্রীরা পারসীয়ানদের এ প্রস্তাবে রাজি হয় এবং প্রত্যেকেই রাতের বেলা তার নিজ শহরের লোকদের কাছে একেকটি বার্তা পাঠায়। কিন্তু এ পরিকল্পনাটি

বেশি দূর এগুলো না, কারণ প্রত্যেক শহরে যারা চিঠি পেলো তারা ভাবলো, কেবল তাদের উদ্দেশ্য করেই চিঠি দেয়া হয়েছে, অন্য শহরের লোকদের কাছেও যে চিঠি দেয়া হয়েছে তা তারা জানতে পারলো না। ফলে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। মাইলেতুসে পারসীয়ান ফৌজ পৌঁছানোর ঠিক পরে পরেই এ ঘটনাটি ঘটে।

লেডেতে যেসব আইয়োনীয়ান জমায়েত হয়েছিলো — কিছু পরেই তারা সভা করে এবং সে সভায় যেসব বক্তৃতা করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা হচ্ছে ফোকিয়ার সেনাপতি দিওনাইসিয়াসের বক্তৃতা ঃ "প্রিয় স্বদেশবাসী" তিনি বললেন — "আমাদের ভাগ্য শূন্যে ঝুলছে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি স্বাধীন হবো, না গোলাম হবো — এবং সেও পলাতক গোলাম। তাহলে শুনুন, আপনারা যদি কিছু সময়ের জন্য কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে রাজি হন এবং কয়েকদিন পরিশ্রম করতে প্রস্তুত হন তাহলে আপনারা পারসীয়ানদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন এবং আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবেন। পক্ষান্তরে, যদি আপনারা আরাম আয়াসে দিন কাটাতে থাকেন এবং যেমন খুশি চলেন তাহলে আপনাদের বিদ্রোহের জন্য রাজার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির কোনো আশাই আমি দেখছিনা। আপনারা আমার উপদেশ মেনে চলুন; আপনারা আমার হুকুম পালন করুন এবং আল্লাহ আমাদের প্রতি রাজি হলে আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি — দুশমন হয়তো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই রাজি হবে না, কিংবা যদিও সে যুদ্ধ করে, সে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে।"

এ আবেদন সফল হলো। আইয়োনীয়ানরা দিওনাইসিয়াসের হুকুমমতো কাজ করতে রাজি হলো। তিনি বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। রোজ তিনি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে জাহাজ এবং নাবিকদের বের করে নিতে লাগলেন। নৌবহরটিকে তিনি একই লাইনে সম্মুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন, জাহাজের সৈনিকদের অস্ত্রসজ্জিত করতে লাগলেন এবং ব্যুহ কি করে ভাঙতে হয় জাহাজের দাঁড়টানা মাল্লাকে তার কৌশল শিখালেন এবং কড়া নির্দেশ দিলেন, দিনের বাকি সময়টা সকল জাহাজ সমুদ্রে নোঙর করে রাখতে হবে, সমুদ্র তীরে না তুলে। সাতদিন ধরে ওরা এ হুকুম মেনে চলে। কিন্তু এরপর, ওরা যেহেতু এ ধরনের কঠিন কাজে অভ্যস্ত ছিলো না এবং প্রখর রৌদ্রে খেটে খেটে যেহেতু ওরা কাহিল হয়ে পড়েছিলো, সেজন্য ওরা মৃদু আপত্তি তুলতে শুরু করে। ওরা একে অপরকে বললো, "এ তো প্রায়শ্চিত্তের মতোই খারাপ। কিন্তু কেন? — আমরা হয়তো মারাত্মক কোনো পাপ করেছি। গোটা ব্যাপারটিই হচ্ছে পাগলামি। আমরা যে এই মাথা-মোটা ফোকীয়ানের হাতে এভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছি — আমরা হয়তো আমাদের চৈতন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। এই মাথা-মোটা লোকটি নৌবহরের জন্য মোটে তিনটির বেশি জাহাজ যোগাড় করতে পারেনি। তবুও, সে কিনা আমাদের উপর ষোল আনা কর্তৃত্ব করছে। আমাদের প্রতি সে যে ব্যবহার করছে তা রীতিমতো পীড়াদায়ক। আমরা এ থেকে কখনো উদ্ধার পাবো না। আমাদের অনেকেই

এখুনি অসুস্থ এবং আরো অনেকেই আশঙ্কা করছে, শিগগিরই রোগীর তালিকায় নাম লেখাবে। আমরা এখন যে দুর্দশা বরদাস্ত করছি — তার চাইতে যে কোনো অবস্থাই শ্রেয় — আমাদের যদি দু ধরনের দাসত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমাদের যে দাসত্বের ভয় দেখানো হচ্ছে তা যতোই মন্দ হোক না কেন, আমরা এখন যা বরদাস্ত করে চলেছি তার চাইতে তা খারাপ হতে পারে না। আমাদের কি কর্তব্য তা তোমাদের আমি বলছি — এখন থেকে চলুন, আমরা তাঁর আদেশ অমান্য করতে শুরু করি।"

যেমন বলা তেমনি কাজ। নৌবহরের প্রত্যেকটি নাবিক অস্বীকৃতি জানালো, সে ডিউটি করবেনা। ওরা দ্বীপে সৈনিকদের মতো তাঁবু খাটালো এবং সারাদিন ছায়ায় বসে বসে কাটালো। ওরা জাহাজে উঠতে রাজি হলো না, কিংবা কোনোরকম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেও সম্মত হলো না।

স্যামোসবাহিনীর সেনাপতিরা যখন জানতে পারলো আইয়োনীয়ানদের আচরণের কথা এবং বুঝতে পারলো, ওদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বলতে কিছুই আর নেই, তখন ওরা, ওদের কাছে পারসীয়ানদের অনুরোধে সাইলোসোনের পুত্র আইসেস পূর্বে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের মত পরিবর্তন করে। এটি ছিল আইয়োনীয়ান কনফেডারেশন থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তাব। এখন তারা স্থির করলো, তারা প্রাস্তবটি গ্রহণ করবে, কারণ এব্যাপারে তাদের প্রত্যয় জন্মেছিলো যে, পারস্যনৌবহর জয় করা অসম্ভব হবে এবং যদি তারা তাতে সক্ষমও হয়, দারায়ুস এর চাইতে পাঁচগুণ বড়ো আরেকটি নৌবহর পাঠাবেন অনতিবিলম্বে। কাজেই, যখন ওরা দেখতে পেলো — আইয়োনীয়ানরা তাদের কর্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছে, ওরা ভাবলো সবচাইতে লাভজনক ব্যাপার হবে, ওদের ঘরবাড়ি এবং মন্দিরগুলি রক্ষা করা, যতক্ষণ তাদের সে সুযোগ রয়েছে।*

এসব সত্ত্বেও ফিনিসীয়ান নৌবাহিনী যখন আক্রমণ করলো তখন আইয়োনীয়ানরা তাদের জাহাজগুলি নিয়ে সার বেঁধে একটির পর আরেকটি এগিয়ে যায় — ওদের মোকাবেলা করার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যে ওরা খুব কাছাকাছি এসে পড়ে এবং যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায়, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না, আইয়োনিয়ার নৌবাহিনীর বিভিন্নদলের মধ্যে কারা চমৎকার লড়াই করে এবং কারা যুদ্ধে দুর্বলতার প্রমাণ দেয়; কারণ রিপোর্টগুলি পরস্পর বিরোধী। প্রত্যেকেই দোষারোপ করতে লাগলো অপর সকলকে। স্যামোসের দলগুলি সম্বন্ধে জানা যায়, আইসেসের সঙ্গে তাদের চুক্তি অনুসারে ওরা নৌবহরের লাইন ত্যাগ করে ওদের জাহজগুলিতে পাল তুলে স্বদেশ যাত্রা করে — ব্যতিক্রম, কেবল এগারোটি ত্রিরেমবাসীর যুদ্ধজাহাজ। এই সব জাহাজের অফিসারেরা আদেশ অমান্য করে সেখানে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই লোকগুলির সাহস ও বীরত্বের

---

* যিনি দলত্যাগের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আইসেস — সাইলোসোনের পুত্র এবং আইসেসের পৌত্র। তিনি ছিলেন স্যামোসের শাসক, আইয়োনিয়ার রাষ্ট্রগুলির সকল স্বৈরাচারী শাসকের সঙ্গে তিনিও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন মাইলেতুসের এরিস্তেগোরাস কর্তৃক।

কথা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য স্যামোসের গভর্নমেন্ট একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে। এই স্তম্ভে ওদের নাম এবং পিতৃ পরিচয় খোদাই করা হয়। এই স্তম্ভটি এখনো একটি খোলা চকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যামোসের লোকদের পাল তুলে বাড়ির পথ ধরতে দেখে নৌবহরের সারিতে অবস্থিত লেসবীয়ানরা স্থির থাকতে পারলো না। সারিতে ওদের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ওরাও ওদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, যেমন ওদের পথ ধরেছিলো আইয়োনীয়ান নৌবহরের অধিকাংশ দল। যারা নিজেদের অবস্থানে থেকে লড়াই করেছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশা ভোগ করে খিওসের লোকেরা।* ওরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে। যদিও ওরা দেখতে পেলো সম্মিলিত নৌবহরের বিপুলতর সংখ্যাই বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তবু ওরা এ ধরনের কাপুরুষোচিত আচরণ অনুকরণ করতে ঘৃণা বোধ করলো। বরং ওদের কিছু সংখ্যক বন্ধু তখনো তাদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলো। তাদের নিয়ে ওরা বারবার শত্রুব্যূহ ভেদ করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন কয়েকটি শত্রু-জাহাজ দখল করলো তখন ওদের নিজের জাহাজ প্রায় সবগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর অবশিষ্ট যে কটি জাহাজ তখনো পানির উপর টিকেছিলো সেগুলি নিয়ে ওরা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে খিওস পৌছে। ওদের যে জাহাজগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযাগী হয়ে পড়েছিলো সেগুলি নিয়ে ওরা মাইকেলির দিকে ছুটে যায়। শত্রু তখন তাঁদের পিছু পিছু তাড়া করে আসছে ও মাইকেলিতে এসে ওদের জাহাজগুলি তীরে আটকা পড়ে যায়। তখন জাহাজের নাবিকরা সেগুলিকে সমুদ্রতীরে ফেলে পায়দল স্থলভাগের উপর দিয়ে আগাতে থাকে। পথে ওরা ইফেসাস নামক এক অঞ্চলে প্রবেশ করে। তখন সন্ধ্যা অতীত হয়েছে। ঐ স্থানে রমণীরা তখন দেবী দিমেতারের সম্মানে এক উৎসব পালন করছিলো। ইফেসাসের লোকেরা জানতো না খিওসের লোকগুলি ইতিপূর্বে কিসব ঘটনার আবর্তে পড়েছিলো। ওরা যখন দেখলো একদল অস্ত্রধারী লোক তাদের সীমান্ত অতিক্রম করছে, তৎক্ষণাৎ তাদের মনে হলো, ওরা একটি দস্যুদল এবং ওদের স্ত্রীলোকদের অপহরণ করাই এই দস্যুদলের লক্ষ্য। তাই ওরা, যেসব লোকজন পাওয়া গেলো তাদের প্রত্যেককে নিয়ে নারীদের রক্ষা করার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং খিওসের সবকটি লোককেই হত্যা করলো। একটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের এই ছিলো ভয়াবহ পরিণতি।

ফোকিয়ার সেনাপতি দিওনাইসিয়াস যুদ্ধে তিনটি শত্রু জাহাজ দখল করলেও, তিনি যখন বুঝতে পারলেন, সবকিছু খোয়া গেছে, তিনিও পলায়ন করলেন। তবে তিনি ফোকিয়া ফিরে গেলেন না, কারণ তিনি জানতেন অন্যসকল আইয়োনীয়ানের কপালে যা

* আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সম্মিলিত নৌবহরে খিওস দিয়েছিলো ১০০টি জাহাজ। প্রত্যেক জাহাজে ছিলো নাগরিক শ্রেণী থেকে বাছাই করা ৪০ জন করে লোক ; ওরা নৌ-সেনা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল।

ঘটেছে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরও তাই ঘটবে এবং তাদের দাসে পরিণত করা হবে। তাই তিনি আর কোনো প্রস্তুতি না নিয়েই সোজা ফিনিসিয়ার পথ ধরলেন। ওখানে পৌঁছে তিনি কয়েকটি মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং সেই জাহাজগুলি থেকে প্রচুর মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করেন। সেখান থেকে তিনি রওয়ানা করেন সিসিলির উদ্দেশ্যে ঃ কার্থেজ এবং তাইরেনীয়ান জাহাজগুলির উপর লুটতরাজ চালাবার জন্যে তিনি সিসিলিকে তার ঘাঁটি করেন। গ্রীক জাহাজ কখনো তিনি স্পর্শ করতেন না।

আইয়োনীয়ান নৌবহরের উপর জয়লাভ করার পর পারসীয়ানরা স্থল ও সমুদ্রপথে মাইলেতুস আক্রমণ করে। তারা দেওয়ালের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করে এবং সকল রকমের কামানগোলা ব্যবহার করে। এরিস্তেগোরাসের বিদ্রোহের পাঁচ বছর পর ওরা নগরীর কেন্দ্রস্থ সুরক্ষিত দুর্গসহ গোটা শহরটির প্রভু হয়ে বসে। এভাবে মাইলেতুস দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হলো, আর পূর্ণ হলো দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিলো এই ঃ আর্গোসের লোকেরা তাদের নিজ নগরীর নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য ডেলফিতে দৈবজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়েছিলো। ওদের এমন একটি জবাব দেয়া হলো যাতে ওরা নিজেরা ছাড়া অন্য লোকও ছিলো জড়িত। যদিও এর একটি অংশের সম্পর্ক ছিলো আর্গোসের সঙ্গে, এতে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদের সম্পর্ক ছিলো মাইলেতুসের সঙ্গে। এর মধ্যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি আমি আমার কাহিনীতে, ঠিক যখন উল্লেখ করা দরকার তখন, উল্লেখ করবো। শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি লিখিত হয়েছিলো এই শব্দগুলির সাহায্যে ঃ

> তাহলে এখন, মন্দকার্যের রচয়িতা মাইলেতুস, তুমি হবে বহুজনের জন্য একটি ভোজ, এবং একটি চমৎকার শিকার।
>
> তোমাদের স্ত্রীরা পা ধুয়ে দেবে বহু দীর্ঘকেশ পুরুষের, এবং অন্যরা হবে দিদাইমা-তে আমাদের মন্দিরের সেবিকা।

মাইলেতুসের লোকদের কপালে ঠিক তাই ঘটেছিল। অধিকাংশ পুরুষ পারসীয়ানদের হাতে নিহত হয়। আর এই পারসীয়ানরাই লম্বা চুল রাখে। নারী এবং বালক বালিকাদের দাস বানিয়ে ফেলা হলো এবং দিদাইমার মন্দির, তার সমাধি এবং দৈবজ্ঞসহ লুণ্ঠিত ও ভস্মিভূত হলো। এই মন্দিরের ধনসম্পদের কথা আমি আমার কাহিনীর অন্যত্র বারবার বলেছি। নগরীর যেসব পুরুষের জীবন রক্ষা করা হলো তাদের বন্দি হিসাবে পাঠিয়ে দেয়া হলো সুসায়। দারায়ুস তাদের কোনো ক্ষতি না ক'রে পারস্য উপসাগরে তাইগ্রীস নদীর মোহনায় আম্পে নামক স্থানে তাদের বসালেন। পারসীয়ানরা নিজেরা শহরের চারপাশে সংলগ্নভূমি দখল করে নেয় এবং আরো দখল করে শহরের এলাকাধীন আবাদী অঞ্চলসমূহ এবং অভ্যন্তরভাগের পার্বত্য এলাকাসমূহ ফিদেআসে বসবাসকারী ক্যারীয়ানদের হাতে তুলে দেয়। সাইবারিসের যে সব লোক তাদের শহর হাতছাড়া হবার পর লাউস এবং সিদ্রাসে বসবাস করছিলো, তারা মাইলেতুসের লোকদের তাদের এ

দুর্দিনে যথোচিত সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হয়; কারণ, ক্রটোনীয়ানরা সাইবারিস দখল করে নিলে বালকদের থেকে শুরু করে মাইলেতুসের গোটা পুরুষ জনশক্তিই তাদের মাথা কামিয়ে ফেলে এবং দুটি শহরের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্কের চিহ্ন হিসেবে, গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে। বস্তুত এ দুটি শহরের চেয়ে পারস্পরিক নিবিড়তর সম্পর্কে বাঁধা আর কোনো দুটি শহরের কথা আমি জানিনা। পক্ষান্তরে, এথেনীয়ানদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখা গেলো। মাইলেতুস হাতছাড়া হওয়ার ফলে তারা তাদের গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নানাভাবে। তবে ফ্রিনিকাসের নাটককে তারা যেভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলো তাতেই তাদের এই শোকের অভিব্যক্তি ঘটে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে; কারণ ফ্রিনিকাস যখন তার মাইলেতুস-দখল নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তখন থিয়েটারের দর্শক শ্রোতাগণ কান্নায় ভেঙে পড়ে। আর তাদের পক্ষে এমন একটি হৃদয় বিদারক বিপর্যয়ের কথা তাদের স্মরণ করানোর অপরাধে নাট্যকারকে তারা এক হাজার দ্রাগ্‌মা জরিমানা করে। পরে একটি আইন পাশ করা হয় যাতে করে ভবিষ্যতে কেউ কখনো এ নাটকটি মঞ্চস্থ করতে না পারে। এভাবে মাইলেতুসকে জনশূন্য করে দেয়া হয়।

এদিকে স্যামোসে, সমাজের অধিকতর বিত্তশালী লোকেরা, তাদের অফিসারগণ পারসীয়ানদের সঙ্গে যেভাবে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিলো তাতে, মোটেই খুশি হতে পারেনি। লৈভের অদূরে যুদ্ধের ঠিক পরে পরেই তারা একটি সম্মেলনে মিলিত হয় এবং সিদ্ধান্ত করে আইসেসের আগমন পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে না, বরং তারা আইসেস এবং তার পারসীয়ান মনিবদের হুকুম পালন করবার জন্য স্বদেশে থাকার চাইতে দ্বীপ ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করবে। ব্যাপার এই ঘটলো যে, সে সময়ে সিসিলির যাংক্‌লের লোকেরা আইয়োনিয়াতে লোক পাঠিয়েছিলো কালে-আক্‌তে-তে অথবা শুভ উপকূলে এসে বসতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। এ স্থানটি টাইরেনিয়ার মুখোমুখি দ্বীপটির উত্তর উপকূলে অবস্থিত এবং সিসেলস নামক জনগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত। এই সিসেলসরা হচ্ছে সিসিলির আদি স্থানীয় জনগোষ্ঠী। ওদের উদ্দেশ্য ছিলো ঠিক এই বিন্দুটিতে আইয়োনিয়ার একটি উপনিবেশ স্থাপন করা। আইয়োনীয়ানদের মধ্যে কেবল স্যামোসের লোকেরাই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। মাইলেতুসের যেসব লোক বেঁচেছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে ওরা পাল তুলে জাহাজ ভাসিয়ে দেয়। অবশ্য এ অভিযানটির এক অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটে। ওরা ওদের এ সফরে দক্ষিণ ইতালির পশ্চিম লকোরিতে গিয়ে পৌঁছায়। ঠিক সেই সময়ে যাংক্‌লের শাসক সিদেস তার সমস্ত লোকজন নিয়ে প্রয়াস পাচ্ছিলেন অবরোধ করে সিসিলির একটি শহর দখল করতে। রিজিয়ামের শাসক এনাক্সিলাউসের সম্পর্ক সে সময়ে ভালো ছিলো না যাংক্‌লের সঙ্গে। কি ঘটতে যাচ্ছে তিনি তা বুঝতে পারছিলেন। এজন্য তিনি স্যামোসের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করলেন তাদের আসল লক্ষ্য 'কালে-আক্‌তের' খেয়াল ছেড়ে দিয়ে খোদ যাংক্‌ল দখল করে নিতে, তা অরক্ষিত থাকতে থাকতে। সেমীয়ানরা তাতে রাজি হয়। শহরটি দখল করে নেয়া হলো এবং যাংকলের

লোকেরা এখবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হলো তা পুনরুদ্ধারের জন্য। ওরা ওদের বন্ধু 'গেলার' হিপ্পোক্রেতিসের সঙ্গে সাক্ষাত করে তার সাহায্য সমর্থন চায়। হিপ্পোক্রেতিস তাদের এ আবেদনে সাড়া দেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছলেন, ওদের সাহায্য করার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি শহরটি হাতছাড়া হওয়ার জন্য সিদেসকে শৃঙ্খলিত করে শাস্তি দিলেন — এবং তার ভ্রাতা পাইলোজেনেসসহ তাকে ইনিক্সে পাঠিয়ে। এরপর তিনি স্যামীয়ানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির পর যাংক্লের সমগ্র অধিবাসীদের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা তিনি পূর্ণ করেণ। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার ছিলো শহরের সমস্ত সম্পত্তি এবং দাসদের অর্ধাংশ এবং এ ছাড়া উন্মুক্ত দেশে তিনি যা কিছু পান, তার সবকিছু। শহরের বেশিরভাগ লোককে ধ'রে তিনি তাঁর নিজের দাস হিসেবে রেখে দেন এবং তিনশ' নেতৃস্থানীয় নাগরিককে তিনি স্যামীয়ানদের হাতে অর্পণ করেন তাদের জবাই করার জন্য। অবশ্য স্যামীয়ানরা তাতে রাজি হলো না।

মিদেস ইনেক্স থেকে পালিয়ে হিমোরায় চলে যান। সেখান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি পৌঁছেন এশিয়ায় এবং স্থলপথে দেশের অভ্যন্তরে দারায়ূসের দরবারে গিয়ে হাজির হন। সেখানে তিনি পারস্য দরবারে এ যবাৎকাল যত গ্রীক আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন; কারণ পুনরায় তিনি সিসিলি ভিজিট করার জন্য দারায়ূসের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে স্বেচ্ছায় পারস্যে ফিরে আসেন এবং সেখানে তিনি বৃদ্ধ বয়সে বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন।

তাহলে স্যামীয়ানরা যে কি করে পারসীয়ানদের প্রভুত্ব থেকে বেঁচে গিয়েছিলো এবং মনোরম যাংকল শহরটির অধিকারী হয়েছিলো পরম অনায়াসে, এ হচ্ছে তার বৃত্তান্ত।

মাইলেতুস দখলের জন্য সমুদ্রেযুদ্ধের পর পারস্য থেকে নির্দেশ পেয়ে ফিনিসীয়ানরা সাইলোসোনের পুত্র আইসেসকে তার মহামূল্য সাহায্যের পুরষ্কারস্বরূপ স্যামোসে আবার তার সাবেক ক্ষমতায় আবার বহাল করে। পারসীয়ানরা কিন্তু খোদ স্যামোসকে পোড়ায়নি, শহর কিংবা মন্দির কোনোটিকেই নয়, সকল আইয়োনীয়ান বিদ্রোহীদের মধ্যে কেবল স্যামোসের বিদ্রোহীদেরই এই নিরাপত্তা দান করা হয়, কারণ ওরা লেডেতে যুদ্ধ চলাকালে জাহাজ নিয়ে সরে পড়েছিলো। মাইলেতুস দখলের পরপরই পারসীয়ানরা ক্যারিয়া দখল করে। কতগুলি শহর বল প্রয়োগে দখল করা হয়, আর কতগুলি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই অধিকৃত হয়।

এর মধ্যে, মাইলেতুসের এসব ঘটনার খবর হিস্তিয়ুয়ের নিকট পৌঁছলো। তিনি তখনো বাইজেন্টিয়ামের আশেপাশে, কৃষ্ণ সাগর থেকে সেযব আইয়োনীয়ান সওদাগর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসছিলো, তাদের বন্দি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এপোলোপেনিসের পুত্র, এবাইডোসের বিসালতিসের হাতে হেলেসপোণ্টে তার দায়িত্ব অর্পণ ক'রে, তিনি তৎক্ষণাৎ কিছুসংখ্যক লেসবীয়ানকে নিয়ে খিওসের উদ্দেশ্যে পাল

তুললেন এবং খিওসের একটি গ্যারিসন তাকে হলেঞ্জি নামক একটি স্থানে ঢুকতে দিতে রাজি না হওয়ায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। গ্যারিসনের বহু সৈন্য নিহত হয়। হিস্তিয়ুস পলিকনেতে ঘাঁটি করে লেসবীয়ানদের সাহায্যে, শিগগিরই অবশিষ্ট খিওসবাসীকে পরাজিত করেন। খিওসের এই লোকগুলি লেডে-র যুদ্ধে যে অংশ গ্রহণ করেছিলো তার ফলে ইতিমধ্যেই ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

কোনো নগরী কিংবা জাতির উপর যখন কোনো মুসিবত আসন্ন হয়ে ওঠে তখন প্রায় সবসময়ই কোনো-না-কোনো রকমের সতকর্তার লক্ষণ আগাম দেখতে পাওয়া যায়। খিওসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না কারণ, এই বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগে খিওস যে হুঁশিয়ারি পেয়েছিলো তা মোটেই উপেক্ষণীয় ছিলো না। খিওসবাসী ১০০ তরুণের একটি দলকে পাঠায় ডেলফিতে, এর মধ্যে ৯৮ জন প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং মাত্র দু'জন ফিরে আসে। এদিকে, দ্বীপের রাজধানী-শহরে প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ সমুদ্র যুদ্ধের সামান্য কিছু আগে একটি স্কুলের ছাদ, হরফ শিক্ষায় মগ্ন কিছু বালক-বালিকার উপর ধ্বসে পড়ে এবং সেই কামরায় উপস্থিত ১২০টি ছেলে মেয়ের মধ্যে কেবল একজন বেঁচে যায়। এ দুটি ঘটনা ছিলো খিওসের লোকদের আগাম সতর্ক করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাজ। এরপরে সঙ্ঘঠিত হয় লেডে-র যুদ্ধ, যার ফলে সম্প্রদায়টি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এর পরেই এসে হাজির হলেন হিস্তিয়ুস তাঁর লেসবীয়ান সৈনিকদের নিয়ে। এ দুরবস্থায় পেয়ে ওদের সম্পূর্ণভাবে পদানত করতে তাঁকে তেমন কোনো বেগ পেতে হলো না।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইয়োনীয়ান এবং ইওলীয়ান সৈন্য নিয়ে হিস্তিয়ুস-এর পরেই অভিযান পরিচালনা করেন থেসাসের বিরুদ্ধে। তিনি যখন থেসাস অবরোধ করে অবস্থান করছিলেন সে সময় খবর এলো, ফিনিসীয়ান নৌবহর মাইলেতুস ছেড়ে গেছে এবং আইয়োনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেসাসের অবরোধ তুলে নিয়ে তার কমাণ্ডের অধীন সকল সৈন্যকে নিয়ে ধাবিত হলেন লেসবসের দিকে। লেসবসে পৌছনোর পর তার সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে যায়। তখন তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মূল ভূখণ্ডে নেমে পড়েন — অতার্নিউসের চতুষ্পার্শ্বে এবং কাইকুস উপত্যকা বরাবর মাইসীয়ান অঞ্চলের ফসল কেটে হস্তগত করার জন্য। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো এরকম ঃ পারস্য সেনাপতি হারপাগাস এক বিরাট ফৌজবাহিনী নিয়ে তখন সেই এলাকাতেই ছিলেন। হিস্তিয়ুসের ফৌজ সমুদ্রতীরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাহিনীর সামনে পড়ে যায়, হারপাগাস হিস্তিয়ুসকে বন্দি করেন এবং তাঁর প্রায় সকল লোকই নিহত হয়। তাঁর গ্রেফতার পটভূমিকা এইরুপ : গ্রীক এবং পারস্য-সৈন্য তখন অতার্নিউস এলাকার অন্তর্গত মেলেনেতে যুদ্ধরত; দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলছিলো সমানে সমানে, যতক্ষণ না, শেষ পর্যন্ত পারস্য ঘোড়সওয়ার বাহিনী সেখানে আবির্ভূত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর উপর এবং ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। গ্রীকরা পালিয়ে যায়। হিস্তিয়ুস নিজেকে বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করেন, কারণ তাঁর এই ভয় ছিলো না যে দারায়ুস তাঁর অপরাধের জন্য

মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তিনি যখন দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তখন একজন পারসীয়ান তাকে ধরে ফেলে এবং বর্শা যখন তাঁর শরীর ভেদ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে উদ্যত তখন তিনি ফারসি ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন, "আমি হিস্তিয়ুস, মাইলেতুসের হিস্তিয়ুস"। তাঁকে বন্দি করার পর যদি তাঁকে দারায়ুসের নিকট নিয়ে যাওয়া হতো, আমার ধারণা, তিনি খুব বড় রকমের বিপদে পড়তেন না, দারায়ুস বরং তাঁকে ক্ষমাই করে দিতেন। কিন্তু দারায়ুসের দরবারে আবার যাতে তিনি একটি প্রভাবশালী পদে উন্নীত হতে না পারেন। সেজন্য সার্দিসের গভর্নর অর্তফার্নেস এবং তাকে যিনি বন্দি করেছিলেন সেই হারপাগাস তার মৃত্যুদণ্ড স্থির করলেন। তিনি সার্দিসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শূলে চড়ানো হয় এবং তার মাথা কেটে পরিস্কার করে লবণ মাখিয়ে তা সুসায় দারায়ুসের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। অর্তফার্নেস এবং হারপাগাস কি করছেন দারায়ুস জানতে পেরে তাঁদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন — কেন তাঁকে জীবিত তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো না? তিনি তাদের আদেশ দিলেন মাথাটি ভালো করে ধুয়ে দাফনের জন্য প্রস্তুত ক'রে, যে লোকটি পারস্যের রাজার জন্য এমন মহৎ সার্ভিস দিয়েছে তার প্রাপ্য যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে কবর দিতে।

শীতকালে পারস্যের নৌবহর মাইলেতুসে অবস্থান করে। পরবর্তী বছর আবার বহর সমুদ্র যাত্রা করে এবং সহজেই ওরা খিওস ও লেসবস দ্বীপ এবং এশিয়ান উপকূলের নিকটবর্তী তিনেদোস দ্বীপ দখল করে নেয়। দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি দ্বীপের উপর দিয়ে গড়িয়ে টেনে নেয়া হয় একটি জাল — এই প্রক্রিয়ায় এক মানুষ আর এক মানুষের হাত ধরে দাঁড়ায় এবং এভাবে দ্বীপের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত হাতে হাতে একটি শিকল তৈরি করে এবং তারপর ওরা দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যায় ও দ্বীপের প্রত্যেকটি লোককে খুঁজে বের করে। পারসীয়ানরা মূল ভূভাগে অবস্থিত আইয়োনীয়ান শহরগুলিও দখল করে। কিন্তু তাতে এভাবে জলে টেনে নেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলো না, কারণ তা ছিলো অবাস্তব। আইয়োনীয়ানরা বাধাদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখে পারসীয়ান সেনাপতিরা যে ভয়ভীতি দেখিয়েছিলো তা এখন কার্যকর করা হলো ঃ শহরগুলি তাদের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে সুদর্শন বালকগুলিকে বেছে নিয়ে তাদের খাসি বানিয়ে খোজায় পরিণত করা হয়; সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দারায়ুসের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং মন্দির ও সবকিছু-সহ শহরগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করা হয়। এভাবে বন্দি আইয়োনীয়ানরা তৃতীয়বারের মতো দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয় — প্রথমে লিডীয়ানদের দ্বারা এবং পরে দুবার পারসীয়ানদের দ্বারা।

আইয়োনীয়া ছেড়ে, নৌবহরটি এগিয়ে যায় — হেলেসপোন্ট প্রণালীটিতে প্রবেশকালে বাঁহাতে উপকূল বরাবর যেসব স্থান পড়ে সে সমুদয় দখল করে নেয়ার জন্য। বিপরীত দিকের শহরগুলি ইতিমধ্যেই পারসীয়ানদের হস্তগত হয়েছে, স্থলভাগের দিক থেকে আক্রমণের ফলে। হেলেসপোন্টের ইউরোপীয় দিকটিতে যে এলাকাগুলি পড়ে সেগুলি হচ্ছে

থেসেনীয়ান, যার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি শহর, পেরিস্থান, ত্রেসীয়ান উপকূলভাগের দুর্গসমূহ, সেলিস্ত্রিয়া এবং বাইজেন্টিয়াম। বাইজেন্টিয়ামের বাসিন্দারা এবং তাদের বিপরীত প্রতিবেশী, ক্যালসিদনের লোকেরা সমুদ্রপথে ফিনিসীয়ানদের আক্রমণের অপেক্ষা না করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে কৃষ্ণ সাগরের দিকে চলে যায় এবং সেখানে ওরা মেজেম্বিয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। আমি যে সব স্থানের কথা উল্লেখ করেছি ফিনিসীয়ানরা সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে প্রকোন্নেসাস এবং আর্তেসের দিকে ধাবিত হয় এবং এই স্থানগুলিও ভস্মসাৎ করে ওরা খের্সেসোসিসে আবার ফিরে যায়। উদ্দেশ্য : আগের বের যখন ওরা ওই এলাকা দখল করেছিলো তখন যে সব স্থান ধ্বংস এড়িয়ে গিয়েছিলো সেগুলি ওরা দখল করবে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে বাইজিকাস — কারণ, ফিনিসীয়ানরা প্রণালীর ভেতরে প্রবেশ করার আগেই এই শহরের লোকেরা মেগাবাইজুসের পুত্র, দেসাইলিউসের গভর্নর, ওইবারেসের সঙ্গে সন্ধি করে দারায়ুসের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এ সময় পর্যন্ত পৃথিবীর এ অংশে যিনি একচ্ছত্র ক্ষমতা খাটাতেন তিনি হচ্ছেন সিমনের পুত্র এবং স্তেসাগোরাসের পৌত্র মিলতিয়াদেস। এ ক্ষমতা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সিপসেলুসের পুত্র, মিলতিয়াদেসের কাছ থেকে, যিনি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঃ থ্রেসের একটি কওম ডলংসি, যারা ছিলো খোসোনিসের অধিকারী এ্যাপসিনথীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে বেকায়দায় পড়ে তাঁদের দলপতিদের ডেলফিতে পাঠায়, দৈবজ্ঞের পরামর্শের জন্য। আচার্যা জবাবে তাদের জানায়, তারা যেন তাদের সমস্যাদির সমাধানের জন্য মন্দির থেকে বের হবার পর, প্রথম যে লোকটি তাঁর বাড়িতে প্রবেশের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাবে তাকে সঙ্গে করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। ডলংসির দলপতিরা পবিত্র রাস্তা ধরে চলতে চলতে ফোকিস এবং বুওশিয়া অতিক্রম করে এবং কেউই যখন তাদের আমন্ত্রণ জানালো না তখন ওরা ফিরে এথেন্সের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে।

সে সময়ে এথেন্সে সর্বময় ক্ষমতা ছিলো পিসিসত্রাতুসের হাতে। তবে সিপ্‌সেলুসের পুত্র মিলতিয়াদেসও বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। মিলতিয়াদেস এমন এক পরিবারের লোক ছিলেন যাদের ছিলো প্রচুর ধনসম্পদ। এ ধন সম্পদের বদৌলতে ওরা চার ঘোড়ায়টানা রথে চড়ে শিকারে যেতো। তিনি দাবি করতেন তিনি ঈজিনার আইয়াকুসের বংশধর। আরো পিছিয়ে গেলে দেখা যায় তার পূর্বপুরুষেরা হচ্ছেন এথেন্সের এবং এজাকসের পুত্র ফিলিউস হচ্ছেন ঐ পরিবারের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি এথেন্সে প্রথম নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপার এই ঘটলো যে, ডলংসি কওমের লোকেরা যখন তার বাড়ির পাশ দিয়ে যচ্ছিলো তখন মিলতিয়াদেস বাড়ির সামনের বারান্দায় বসেছিলেন। তিনি ওদের দেখতে পান ঃ ওদের গায়ে বিদেশীদের পোশাক এবং হাতে বর্শা। মিলতিয়াদেস ওদের নিজের কাছে ডাকলেন। তিনি যেখানে বসেছিলেন লোকগুলি সেখানে এলে তিনি ওদের আশ্রয় এবং মেহমানদারি অফার করেন। সে আমন্ত্রণ

ওরা গ্রহণ করে। ওরা যখন মিলতিয়াদেসের গৃহে অবস্থান করছিলো তখন ওরা দৈববাণী সম্পর্কে সবকিছু উল্লেখ করে মিলতিয়াদেসের নিকট এবং খোদা যে পরামর্শ দিয়েছেন সে পরামর্শ মোতাবেক কাজ করার জন্য তাঁর নিকট মিনতি জানায়। মিলতিয়াদেস ওদের কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ইচ্ছামতো কাজ করতে রাজি হয়ে যান — কারণ তিনি পিসিসত্রাত্তুসের সরকারকে খুবই না-পছন্দ করতেন এবং নিয়মের বাইরে কাজ করার জন্য তিনি ছিলেন খুবই ব্যগ্র। কাজেই, তিনি ডেলফি যেতে মোটেই দেরি করলেন না। সেখানে গিয়ে তিনি দৈবজ্ঞের নিকট জানতে চান — ডলংসি গোত্রের অনুরোধে রাজি হয়ে তিনি ঠিক কাজ করেছেন কিনা। আচার্যা 'হ্যা' সূচক উত্তর দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সিপসেলাসের পুত্র মিলতিয়াদেস — যিনি এর আগে অলিম্পিয়ায় চার ঘোড়ায়টানা রথের দৌড়ে জিতেছিলেন তিনি — অভিযানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল লোককে একত্র করলেন এবং ডলংসিদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন। তিনি দেশটি দখল করে নিলেন; যেসব সর্দার তাকে নিয়ে এসেছিলো তারা তাঁকে সেই দেশের সর্বময় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলো।

মিলতিয়াদেসের প্রথম কাজ ছিলো কার্ডিয়া থেকে প্যাকতিয়া পর্যন্ত, উপদ্বীপটির ঘাড়ের উপর দিয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ যাতে করে লুটতরাজের জন্য এপসিনথীয়ানরা খের্সোনিস অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে। এখানে উপদ্বীপটির ঘাড়টি প্রস্থে সাড়ে চার মাইলের মতো এবং এর মোট দৈর্ঘ হচ্ছে সাড়ে বায়ান্ন মাইল। এভাবে দেয়ালটি সম্পূর্ণ করে এবং এপসিনথীয়ানদের সম্ভাব্য লুটতরাজের পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে মিলতিয়াদেস ল্যাম্পসাকুস আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথের পাশে লুকানো লোকেরা হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে বন্দি করে ফেলে।

লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন মিলতিয়াদেস। কাজেই তাঁর বন্দি হওয়ার কথা জানতে পেরে তিনি ল্যাম্পসাকুসে ফরমান পাঠান তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য। তিনি জানিয়ে দিলেন, ওরা যদি তাতে রাজি না হয় তাহলে তিনি ওদের "পাইন গাছের মতো কেটে ভূমিসাৎ করে দিতে" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শহরের লোকেরা ক্রিসাসের ধমকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারছিলো না — সরল গাছের মতো কেটে ভূমিসাৎ করার মানে কি হতে পারে। অবশেষে একজন বয়স্ক লোক এই প্রবচনটির আসল মানে বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝালেন, সরল গাছই হচ্ছে একমাত্র গাছ, যাকে কেটে ফেললে আর কোনো ডেম বা ডালপালা বের হয় না — একটি সরল গাছ কেটে ফেলো, দেখতে পাবে তা একেবারেই মরে গেছে। এই ব্যাখ্যায় ল্যাম্পসাকুসের লোকেরা ক্রিসাস সম্পর্কে এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে ওরা মিলতিয়াদেসকে ছেড়ে দেয়।

এবারে মিলতিয়াদেস মুক্তি লাভ করেন ক্রিসাসের উছিলায়। তা সত্ত্বেও নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুই ছিলো তাঁর নিয়তি। তাঁর মৃত্যুর পর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা সিমনের পুত্র স্তেসাগোরাস হলেন তাঁর কর্তৃত্ব ও সম্পদের অধিকারী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই খের্সোনিসের লোকেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছে, একজন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতার

উদ্দেশ্যে সাধারণত যেসব বলি দেয়া হয়ে থাকে সেসব বলি দিয়ে, রথদৌড় ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন ক'রে। এ সব দৌড় ও প্রতিযোগিতায় ল্যাম্পসাকুসের লোকদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

ল্যাম্পসাকুসের সঙ্গে যুদ্ধকালে স্তেসাগোরাসও একই ভাগ্য বরণ করেন। তিনিও উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান। তিনি যখন কাউন্সিল কক্ষে বসেছিলেন তখন তাঁর মাথায় একটা কৃপাণ দিয়ে আঘাত করা হয়। যে ব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করে সে শত্রু-সৈন্য থেকে দলত্যাগী বলে ভাণ করলেও আসলে ছিলো তাঁরই শত্রু এবং ভয়ানক মাথাগরম। এভাবে স্তেসাগোরাসের মৃত্যু হলে সিমনের পুত্র এবং নিহত স্তেসাগোরাসের ভ্রাতা মিলতিয়াদেসকে পিসিসত্রাতুসের লোকেরা একটি যুদ্ধ জাহাজে করে খের্সোনিসে পাঠায়, ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য। মিলতিয়াদেস যখন এথেন্সে ছিলেন তখন পিসিসত্রাতুসের লোকেরা তাঁর প্রতি উত্তম আচরণ করেছিলো — যেন ওরা তাঁর পিতার মৃত্যুর জন্য মোটেই দায়ী ছিলোনা। এই ঘটনাটির কথা অবশ্য পরে আমি বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি। খের্সোনিসে পৌঁছে মিলতিয়াদেস ঘর থেকে বাইরে বের হলেন না। অজুহাত এই যে, তিনি তার মৃত ভাইয়ের জন্য সম্মান প্রদর্শন করছেন। দেশের সকল শহর থেকে লোকেরা এসে মিলিত হয়, ওরা যখন একথা জানতে পারলো তখন দল বেঁধে এলো তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাবার জন্য। ওরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলে তিনি ওদের সকলকে গ্রেফতার করলেন। তারপর তিনি নিজে খের্সোনিসের প্রভু হয়ে বসলেন, তিনি পাঁচশত বেতনভোগী সৈনিক নিয়োগ করলেন এবং ত্রেসের রাজা ওলোরাসের কন্যা হেজিসিপাইলকে বিয়ে করলেন।

কিমনের পুত্র এই মিলতিয়াদেস কিছুদিন যেতে না যেতেই খের্সোনিসে মারাত্মক বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। কারণ ওখানে আসার দুবছর পরেই, দারায়ূসের আক্রমণে বিক্ষুব্ধ যাযাবর গোত্রগুলিকে নিয়ে গঠিত সিদীয়ানদের একটি ঘাতকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে পলায়ন করতে হয়েছিলা। মিলতিয়াদেস তাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করেই পালিয়ে যান এবং যতদিন না ওরা সরে গেলো ততদিন তিনি নিজেও সরে রইলেন। পরে ডলংসি গোত্রের লোকেরা লোক পাঠিয়ে তাকে ফের নিয়ে আসে। ঘটনাটি ঘটেছিলো দু'বছর আগে। বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি যখন শুনতে পেলেন ফিনিসীয়ানরা তিনোদসে অপেক্ষা করছে, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাঁচটি 'ত্রিরেম' জাহাজে বোঝাই করে সার্দিয়া থেকে যাত্রা শুরু ক'রে এথেন্সের পথ ধরলেন। তিনি মেলাস প্রণালী বেয়ে সমুদ্রে নামলেন এবং উপদ্বীপটির পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিনিসীয়ান নৌবহরের সামনে পড়ে গেলেন। মিলতিয়াদেস নিজে তাঁর পাঁচটি ত্রিরেমের চারটি নিয়ে ইম্ব্রোস চলে যেতে সক্ষম হলেন, কিন্তু তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র মেথিওকাস* চালিত পঞ্চম ত্রিরেমটির পেছনে তাড়া করা হয় এবং সেটি ফিনিসীয়ানরা দখল করে নেয়।

---

* তার মাতা ত্রেসীয়ান ওলোরাসের কন্যা ছিলেন না, অপর একজন রমণী ছিলেন।

ফিনিসীয়ানরা ভাবলো, তারা একটি মস্তবড় শিকার পেয়ে গেছে; কারণ ওরা দেখতে পেলো জাহাজের সঙ্গে ওরা মিলতিয়াদেসের পুত্রকেও পেয়ে গেছে বন্দি হিসেবে। পারস্যের বন্ধু ছিলেন না মিলতিয়াদেস। সিদীয়ানরা যখন দ্যানিউব নদীর উপরকার সেতু ভেঙে দিয়ে স্বদেশের পথে পাল তুলে রওয়ানা দেয়ার জন্য আইয়োনীয়ানদের প্ররোচিত করেছিলো তখন মিলতিয়াদেসই ওদের এগুতে রাজি হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। একথা স্মরণ করে ফিনিসীয়ানরা রাজ অনুগ্রহের দৃঢ় প্রত্যাশায় মেথিওকাসকে নিয়ে আসে দারায়ূসের দরবারে। রাজা কিন্তু মেথিওকাসের সঙ্গে কোনোরূপ অপ্রীতিকর আচরণ না করে তার প্রতি মহত্তম উদারতা প্রদর্শন করেন — তিনি তাকে একটি বাড়ি এবং সম্পত্তি উপহার দেন, আর দেন একটি পারস্য স্ত্রী। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর সন্তান সন্ততি হয় এবং ওরা জাতিতে পারসীয়ান বলে গণ্য হয়।

মিলতিয়াদেস নিজে ইম্ব্রোস ছেড়ে নিরাপদে এসে পৌছলেন এথেন্সে, জাহাজে ক'রে।

এই বছরের মধ্যে আইয়োনিয়ার বিরুদ্ধে আর কোনো শত্রুতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পারসীয়ানরা। পক্ষান্তরে এমন কিছু করা হলো যা আইয়োনিয়ার জন্য খুবই লাভজনক হয়েছিলো। সার্দিসের গভর্নর অর্তফার্নেস আাইওনিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠান এবং ওদের এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন যে, ওরা আর নিরন্তর পরস্পরের গলা কাটাকাটি না করে ওদের সকল বাদবিসম্বাদ সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করবে। এছাড়াও তিনি তাদের এলাকাগুলি জরিপ করান এবং পারাসাঙের হিসেবে (পারস্যের পারাসাঙ সমান ত্রিশ ফার্লং) অঞ্চলগুলি মাপান এবং করের পরিমাণ স্থির করেন, যা প্রত্যেকটি রাষ্ট্র, এমন একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক মোতাবেক পরিশোধ করবে যা আমাদের স্মরণকাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। এই অঙ্কটি অবশ্য এর আগে যা ছিলো অনেকটা তাই ছিলো।

এই ব্যবস্থাগুলি ছিলো শান্তির সহায়ক। অবশ্য পরবর্তী বসন্তকালে, দারায়ূস তাঁর আর সকল সেনাপতিকে ডিঙিয়ে গোবরিয়াসের পুত্র মার্দোনিয়াসকে সমুদ্র উপকূলে প্রেরণ করেন, একটি মস্ত বড় ফৌজের সেনাপতি ক'রে। এই ফৌজে স্থল ও নৌ সৈন্য উভয়ই ছিলো। মার্দোনিয়াস তখনো বয়সে তরুণ এবং অতি সম্প্রতি দারায়ূসের কন্যা অর্তজোস্ত্রাকে বিয়ে করেছেন। বিশাল বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তিনি সিলিসিয়া পৌছানোর পর, জাহাজ নিয়ে নৌবহরের সঙ্গে উপকূল বরাবর এগুতে থাকেন। অন্যান্য অফিসারকে রেখে যান তাঁর সৈন্যদের হেলেসপোন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এশিয়ার উপকূল বরাবর এই সমুদ্র সফরে যখন তিনি আইয়োনিয়া পৌছলেন তখন তিনি এমন একটি কাজ করলেন, যা সকল গ্রীকের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে, যারা বিশ্বাস করতে পারে না যে, ওতানেস সাত কূচক্রীর নিকট ঘোষণা করেছিলেন — পারস্য সরকার গণতন্ত্রী সরকার হওয়া উচিত। তিনি আইয়োনিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্র থেকে দায়িত্বহীন সকল স্বেচ্ছাচারী শাসককে উচ্ছেদ করেন এবং তাদের জায়গায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করেন। এরপর তিনি ছুটলেন হেলেসপোন্টের দিকে। একসঙ্গে এক বিশাল নৌবহর ও সামরিকবাহিনী পেয়ে তিনি ফেরিতে করে প্রণালী পার করে সৈন্যদের নিয়ে গেলেন ওপারে এবং শুরু করলেন ইউরোপের ভেতরে তার অগ্রাভিযান। তাঁর প্রধান লক্ষ্য রইলো — ইরিত্রিয়া এবং এথেন্স। যে কারণেই হোক, এ দুটি স্থান ছিলো এ অভিযানের ঘোষিত লক্ষ্য যদিও আসলে পারসীয়ানদের মতলব ছিলো যতো বেশি সম্ভব গ্রীক শহর পদানত করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা সমুদ্রপথে আক্রমণ করে থেসেস জয় করে নেয়, যদিও ঐ দ্বীপবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তোলেনি এবং সেই দ্বীপে অবতরণকারী সৈন্যরা দারায়ুসের প্রজাদের তালিকায় মেসিডোনীয়ানদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিলো।*

থেসোস থেকে নৌবরহটি মূল ভূভাগের কিনার ঘেঁষে উপকূল বরাবর একান্থাসের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে এথোস প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সমুদ্রে নেমে যাওয়া টিলাটি ঘুরে আসার আগেই নৌবহরটি প্রচণ্ড এক উত্তুরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। এ প্রবল ঝড়ের মোকাবেলা করার ক্ষমতা সামান্যই ছিলো জাহাজগুলির। অনেকগুলি জাহাজ বাতাসের ধাক্কায় গিয়ে উঠে পড়ে এথোসের উপকূলে এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। বরং রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তিনশ'র মতো জাহাজ এভাবে ধ্বংস হয় এবং কুড়ি হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারায়। এথোসের নিকটবর্তী সমুদ্রটি আদম-খোর জানোয়ারে পূর্ণ, যার ফলে জাহাজের যেসব লোক ঝড়ের ধাক্কায় শিলার উপর পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়েছিলো তাদের ওরা ধরে ধরে খেয়ে ফেলে। যারা সাঁতার জানতোনা তারা ডুবে মরলো, আর অন্যরা মরলো ঠাণ্ডায়।

নৌবহরটিকে যখন এই ভয়াবহ বিপর্যয় গ্রাস করে ফেলছিল ঠিক সেই সময়ে স্থলভাগের মেসিডোনিয়াতে মার্দোনিয়াস তাঁর বাহিনীসহ 'ব্রিজি' নামক একটি ত্রেসীয়ান উপজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হন। এর ফলে, পারসীয়ানরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; মার্দোনিয়াস নিজেও জখম হন। কিন্তু শুরুর দিকে সাফল্য সত্ত্বেও ব্রিজির পক্ষে একটা চূড়ান্ত আঘাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না; কারণ মার্দোনিয়াস ওদের দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে পদানত না করে সেখান থেকে নড়লেন না।

অভিযানের এটিই হচ্ছে সর্বশেষ ঘটনা। কারণ, ব্রিজি আক্রমণের ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর যে ক্ষয়ক্ষতি হলো এবং এথোসে তাঁর নৌবহরের যে সর্বনাশ হলো তাই মার্দোনিয়াসকে এখন তার পশ্চাদপসরণ শুরু করতে বাধ্য করলো। তাই সমগ্র ফৌজ এশিয়ায় ফিরে এলো চরম অপদস্থ হয়ে।

পর বৎসর, থেসোসবাসীদের পড়শিদের প্রচারিত একটি কাহিনীর ভিত্তিতে দারায়ুস সেখানকার প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে এবং এর নৌবহরটিকে সোজাসুজি আবদেরা নিয়ে আসতে সেই দ্বীপে ফরমান পাঠালেন। প্রচারিত কাহিনী এই ছিলো যে, থেসোসবাসী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। থেসোস দ্বীপের বাসিন্দারা ছিলো একটি

---

* মেসিডোনিয়ার নিকটবর্তী অথবা পূর্বপ্রান্তের সকল গোত্র বা কওমই ইতিমধ্যেই পারস্যের প্রজায় পরিণত হয়েছে।

বিত্তবান সম্প্রদায়। ওরা মাইলেতুসের হিস্তিয়ুস কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলো বলে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ওদের সম্পদ জাহাজ নির্মাণে এবং দৃঢ়তরো কিল্লা তৈরিতে নিয়োগ করে। দ্বীপটি ছিলো রাজস্বের উৎস। অংশত মূল ভূখণ্ডের সম্পত্তি এবং অংশত খনিজ সম্পদ : স্কেপ্‌তি হাইলেতে যে সোনার খনিগুলি রয়েছে তা থেকে বছরে পাওয়া যায় ৮০ টেলেন্ট সোনা, কিন্তু খোদ দ্বীপটিতে যে খনিগুলি রয়েছে তা থেকে অবশ্য কম সোনাই পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও, একটি মোটা অঙ্ক তো বটেই, ফলে নিজেদের উৎপাদনের উপর কর থেকে মুক্ত দ্বীপবাসীরা বিভিন্ন খনি এবং মূল ভূখণ্ডে তাদের সম্পত্তি থেকে মোটমাট দুশত টেলেন্ট রাজস্ব ভোগ করে। এদিকে বছরটি খুব ভালো হলে; তার পরিমাণ দাঁড়ায় তিনশো টেলেন্ট। আমি এ খনিগুলি দেখেছি। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিনিসীয়ানদের আবিষ্কৃত খনিগুলি, যারা এসেছিলো ফনিক্সের পুত্র থেসাসের সঙ্গে এবং এই দ্বীপে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলো। এই ফনিক্সের নাম থেকেই এই দ্বীপটির নাম হয়েছে ফিনিসীয়া। এই ফিনিসীয়ান খনিগুলি রয়েছে কোয়েনাইরাতে এবং থেসাসের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থানে, যার নাম আইনাইরা, যা সেমত্রেসের মুখোমুখি অবস্থিত, এ দুটি স্থানের মধ্যে। সোনার সন্ধান করতে গিয়ে একটি গোটা পাহাড়কে উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও, দ্বীপবাসীরা দারায়ুসের হুকুম তামিল করে, তাদের সুদৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা অপসারণ করে এবং তাদের নৌবহর আবদেরা পাঠিয়ে দেয়।

দারায়ুস এখন গ্রীকদের মনোভাব বোঝানোর জন্য এবং ওরা প্রতিরোধ করবে, না আত্মসমর্পণ করবে তা জানার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করতে লাগলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রীক শহরে তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠাতে লাগলেন — আনুগত্যের প্রচলিত নমুনা হিসেবে মাটি এবং পানি দাবি করার জন্য এবং একই সঙ্গে, তিনি এশিয়ার উপকূলভাগের যে শহরগুলি ইতিমধ্যে পারস্যের কর্তৃত্বাধীনে এসেছে তাদের কাছে ফরমান পাঠালেন ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে বহন করার জন্য যুদ্ধ জাহাজের নৌযানের ব্যবস্থা করতে। নৌযানের ব্যবস্থা ঠিকই করা হলো এবং গ্রীসে পারস্যের প্রতিনিধিরা মূল ভূখণ্ডের অনেকগুলি শহর থেকে ও দ্বীপবাসী সকলের কাছ থেকে যা দাবি করলো তা আদায় করতে সক্ষম হলো। অধিকন্তু, যে সব দ্বীপবাসী আনুগত্যের নিদর্শন অর্পণ করলো তাদের মধ্যে ঈজিনা দ্বীপের বাসিন্দারাও ছিলো। ঈজিনার এই কাজ সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়ানদের ক্রোধ উদ্রেক করে। ওদের ধারণা হলো, ওদের প্রতি শত্রুতাবশেই ঈজিনার লোকেরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের উপর পারস্যের আক্রমণে যোগ দেওয়াই ঈজিনাবাসীদের মতলব। এজন্য ওরা তক্ষুণি স্পার্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে (এ অজুহাতের শরণ নেয়ার জন্য ওরা মোটেই দুঃখিত ছিলো না) এবং ঈজিনার লোকেরা গ্রীসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে অভিযোগ করে। এই অভিযোগের কথা জানতে পেরে এনাক্সান্দ্রিদেসের পুত্র এবং স্পার্টার রাজাদের অন্যতম ক্লিওমেনিস জাহাজে করে ঈজিনা পৌঁছলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, এই বিশ্বাসঘাতকার জন্য প্রধানত যে ব্যক্তি দায়ী তাকে গ্রেফতার করা। কিন্তু তিনি যখন গ্রেফতারের চেষ্টা করলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন,

সে দ্বীপের আরো কিছু লোক তার ঘোর বিরোধী। এর মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন র‍্যাম (পাঠা) নামে পলিক্রিটেসের এক পুত্র। তিনি ঘোষণা করলেন, ক্লিওমেনিসকে দ্বীপের একজন লোককেও গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে দেয়া হবে না। কারণ, ক্লিওমেনিস যা করতে যাচ্ছেন তার পেছনে স্পার্টা সরকারের কোনো সমর্থন নেই। র‍্যাম আরো বললেন, ক্লিওমেনিসকে এথেন্সের লোকেরা ঘুষ খাইয়েছে। — অন্যথায় উভয় রাজাই একসঙ্গে আসতেন। দেমারাতুসের প্ররোচনায় এ আক্রমণ পরিচালিত হয়। ক্লিওমেনিস যখন দ্বীপ ছেড়ে যাচ্ছেন তখন তিনি লোকটির নাম জানতে চাইলেন। জবাবে বলা হলো — তার নাম হচ্ছে র‍্যাম (পাঠা)। "চমৎকার, মাননীয় র‍্যাম" ক্লিওমেনিস বললেন, "আপনার বরং উচিত, আপনার শিং দুটি ধাতব খাপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। বিপদ আসন্ন এবং তখন এ শিং দুটি আপনার দরকার হবে।"

এদিকে দেমারাতুস, যিনি স্পার্টায় থেকে গিয়েছিলেন, চেষ্টা করছিলেন ক্লিওমেনিসের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করতে। স্পার্টার দুই রাজার অন্যজন ছিলেন দেমারাতুস, কিন্তু দুটি রাজ পরিবারের মধ্যে তাঁর খান্দানের সম্মান ছিলো কম। অবশ্য আসলে তাঁর পরিবার নসলের দিক দিয়ে অন্য পরিবারটি থেকে নিচু ছিলো না, কারণ উভয়েরই পূর্ব পুরুষ এক। কিন্তু প্রবীণতর শাখা হওয়ায় ইউরিস্তিনিসের পরিবার অধিকতর সম্মান পেয়ে থাকে। কবিদের কাছ থেকে যেসব সাক্ষ্য প্রামাণ পাওয়া যায় সেগুলি সত্ত্বেও স্পার্টার লোকেরা দাবি করে, ওরা যখন প্রথমে ওদের বর্তমান অঞ্চলটিতে বসতি স্থাপন করে, তখন এরিসতোমেকাসের পুত্র ক্লিওডিউসের পৌত্র এবং হিল্লাসের প্রপৌত্র এরিস্তোদেমাস নিজেই ছিলেন তাদের রাজা; এরিস্তোদেমাসের পুত্ররা নয়। কিছুকাল পরেই তাঁর স্ত্রী আর্জিয়া (যাকে পলিনিসেসের প্রপৌত্র, থার্সেণ্ডারের পৌত্র তিসামিনেসের পুত্র, আওটেসিওনের কন্যা মনে করা হয়) যমজ পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এরিস্তোদেমাস তখন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তখনকার প্রথামতো স্পার্টার লোকেরা স্থির করলো শিশু দুটির মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ তাকে রাজা বানানো হবে। কিন্তু ওদের দুজনই যেহেতু আকারে ছিলো একই এবং একজন ঠিক হুবহু অপরজনের মতো, তাই জ্যেষ্ঠকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে হতবুদ্ধি হয়ে ওরা এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য আর্জিয়াকে অনুরোধ করে। কিন্তু জবাবে তিনি জানালেন, ওদের মতোই তাঁর পক্ষেও এ সমস্যার সমাধান সমম্ভব নয়। আসলে কিন্তু তিনি ঠিকই জানতেন ওদের মধ্যে কোনজন বড়, এবং তিনি কেবল ভান করতে লাগলেন যে, তিনি জানেন না — এই আশায় যে ওদের দুজনকেই কোনো না কোনোভাবে রাজপদে অভিষিক্ত করা হতে পারে। এরপর, করণীয় কি তা বুঝতে না পেরে স্পার্টার লোকেরা ডেলফির দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠায় উপদেশের জন্য এবং আচার্যা তাদের জানালো যেন তারা দুজনকেই অভিষিক্ত রাজা বানায়, তবে বড়জনকে যেন একটু বেশি সম্মান দেয়া হয়। কিন্তু দৈবজ্ঞের এই জবাবেও রহস্যের মীমাংসা হলো না। কারণ স্পার্টার লোকেরা শিশু দুটির মধ্যে কে প্রথম জন্মেছে তা তখনো স্থির করতে

পারলো না। অবশ্য সর্বশেষে মেস্সেনিয়ার একটি লোক, যার নাম পেনিতেস, এই পরামর্শ দেয় ঃ তারা যেন লক্ষ্য করে কোন ছেলেটিকে মা প্রথম খাওয়ান এবং গোসল করান। যদি দেখা যায় এ ব্যাপারে মা সবসময় একই নিয়ম অনুসরণ করছেন তাতেই ওরা যা জানতে চায় তা জানতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায়, মা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন এবং কখনো একটি ছেলেকে আগে যত্ন করছেন এবং অপরটিকে করছেন পরে তাহলে এতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, স্পার্টার লোকদের মতোই শিশু দুটির মাও এ ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছেন। সে অবস্থায় অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

মেস্সেনিয়ায় সেই লোকটির পরামর্শ মতো স্পার্টার লোকেরা কাজ করেছিলো। ওরা মায়ের উপর লক্ষ্য রাখে। রমণীটি জানতেন না, কেন ওরা এরূপ করছে। এভাবে নজর রেখে ওরা দেখতে পেলো সবসময়ই ব্যতিক্রমহীনভাবে একই ক্রম অনুসারে শিশুদুটিকে তিনি খাওয়াছেন ও গোসল করাচ্ছেন। সেজন্য তারা অতিরিক্ত মর্যাদার নিদর্শনস্বরূপ, একজনকে বেছে নেয়, আর নিশ্চয়ই সে শিশুটিই ছিল জ্যেষ্ঠ। তাঁরা এই শিশুটিকে রাষ্ট্রীয় খরচে লালন পালন করতে থাকে। এরই নামকরণ করা হলো ইউরেস্তেনিস এবং তার ভাইকে নাম দেয়া হলো 'প্রক্লিস'। বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, শিশু দুটি বড় হওয়ার পর ওরা ঝগড়াঝাটি করেছে আজীবন — যদিও ওরা ছিলো দুই যমজ ভাই। ওদের বংশধরেরাও পারিবারিক দ্বন্দ্বকলহ চালিয়ে যায়।

কাহিনীর এ বিবরণ কেবল স্পার্টাতেই পাওয়া যায়। সাধারণ গ্রীক ইতিবৃত্ত এই যে, ডোরিয়ার রাজারা ডেনীর পুত্র সুদূর অতীতের পারসীউস পর্যন্ত (দেবতাদের এর মধ্যে না এনে) স্বীকৃত গ্রীকতালিকায় যেভাবে বর্ণিত আছেন তাই, সঠিক, এবং যথাযথভাবেই তাদের গ্রীক জাতির লোক বলে গণ্য করা হয়। কারণ, সেই সুদূর প্রাচীনকালেও তাদের এরূপই গণ্য করা হতো। আমি যুক্তিসঙ্গতভাবেই অতীতের পারসীউস পর্যন্ত একথাগুলি বলেছি। তার আগে নয়, কারণ পারসীউসের কোনো মনুষ্য পিতা ছিলেন না, যার নামে তাঁকে ডাকা যেতে পারে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ হিরাক্লিসের পিতৃত্ব খুঁজে পাওয়া যায় এম্পিত্রিয়নে। পক্ষান্তরে যদি এক্রিসিয়াসের কন্যা ডেনীর পূর্বপুরুষের সূত্র ধরে এগুতে থাকি তাহলে দেখতে পাবো ডোরিয়ার সর্দারেরা হচ্ছে খাস মিশরীয়। স্পার্টার রাজবংশের কুলপঞ্জি সম্পর্কে এটাই হচ্ছে গৃহীত গ্রীক ভাষ্য। অবশ্য পারসীয়ানদের দাবি এই যে, পারসীউস হচ্ছেন এশিয়ার লোক, তিনি গ্রীক জাতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। কাজেই, তাঁর পূর্বপুরুষ গ্রীক বংশের নয় এবং এক্রিসিয়াসের পূর্বপুরুষেরা মোটেই পারসীউসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না। বরং ওরা ছিলেন মিশরীয়। কাহিনীর গ্রীক ভাষ্যের সঙ্গে এই বিবরণের মিল আছে। যাই হোক, এই কাহিনী নিয়ে আর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মিশরীয়রা কিভাবে পিলোপোনিসে এসেছিলো এবং গ্রীসের সেই অংশে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওরা কি করেছিলো অন্য লেখকরা তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলবোনা। পক্ষান্তরে আমি এমন কিছু বলতে যাচ্ছি যা ইতিপূর্বে আর কেউই কখনো উল্লেখ করেনি।

স্পার্টার রাজাদের বিশেষ অধিকার হচ্ছে এই ঃ জিয়ুস, লেসিদিমন ও জিয়ুস ইউরেনিয়াস–এই দুই দেবতার পৌরোহিত্য এবং যখন যেখানে ইচ্ছা যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা। এই দুই ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা স্পার্টার কোনো লোকেরই নাই — কেউ তা করলে তাকে সমাজচ্যুত বলে গণ্য করা হবে। পূজার সময় রাজারা প্রথমে যাবেন এবং ফিরবেন সকলের শেষে, একশ' বাছাই করা লোক নিয়ে তাঁদের দেহরক্ষীবাহিনী গঠিত এবং তাঁদের তাঁরা যত সংখ্যক গরুছাগল চাইলে তত সংখ্যক গরু ছাগল দেয়া হয়। বলি দেয়া সকল প্রাণীর চামড়া ও মেরুদণ্ড ব্যক্তিগতভাবে ওঁদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। শান্তিকালে বিশেষাধিকারগুলি এরকম ঃ সকল প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা সকলের আগে বসবেন ভোজসভায়; বলির পরেই এই ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমেই তাঁদের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং অন্য প্রত্যেককে যা দেয়া হয় তার দ্বিগুণ দেয়া হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথম মদ ঢালার অধিকার তাদেরই এবং বলি দেয়া সকল জন্তুর চামড়ার মালিক তারাই হয়। প্রত্যেক মাসের প্রথম এবং সাত তারিখে প্রত্যেক রাজাকে একটি পূর্ণ পরিণত জন্তু দেয়া হয়, এপোলোর মন্দিরে বলি হিসেবে উৎসর্গ করার জন্য, আর দেয়া হয় এক বুশেল বার্লিচূর্ণ এবং লোকোনিয়ার এক কোয়ার্ট মদ। সকল প্রকাশ্য খেলায় সম্মানজনক আসনগুলি সংরক্ষিত রাখা হয় তাঁদের জন্য। তাঁদেরই দায়িত্ব হচ্ছে, বিদেশী পরিদর্শকদের আমোদ ফূর্তি ও ভোজনের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগ এবং তাঁদের প্রত্যেকেই দুজন করে পাইথীয়ানকে মনোনীত করেন। এই পাথীয়ানরা হচ্ছে দুজন কর্মচারি — যাদের কাজ হচ্ছে প্রয়োজনের সময় ডেলফি যাওয়া — যারা সরকারী ব্যয়ে রাজার সঙ্গে আহার করে থাকে।

রাজা যদি নিয়মিত রাষ্ট্রীয় ভোজে যোগদান না করেন তখন দুই কোয়ার্টচূর্ণ এবং অর্ধ পাইন্ট মদ তাদের প্রত্যেকের নিকট তাদের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়; আর যখন তারা ভোজে অংশ গ্রহণ করেন তখন সবকিছুরই দ্বিগুণ পরিমাণ তাদের দেয়া হয়। এই বিশেষাধিকার তারা তাদের ব্যক্তিগতভাবে কেউ ডিনারে দাওয়াত করলেও ভোগ করে থাকেন।

সমস্ত দৈববাণী হেফাজতের দায়িত্ব ওদের দেয়া হয় (পাইথীয়ানরাও এগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে) এবং আইনঘটিত কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয় কেবল তাদের সিদ্ধান্তের জন্যই ছেড়ে দেয়া হয়। সেগুলি হচ্ছে এই : প্রথম, যদি কোনো বালিকা তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং তার পিতা তাকে কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে না থাকে তাহলে রাজারা স্থির করেন তাকে বিয়ে করার অধিকার কার আছে; দ্বিতীয়ত, জনপদ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্ব থাকবে তাদের হাতে এবং তৃতীয়ত, কেউ যদি কোনো শিশুকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তাকে তা অবশ্যই করতে হবে রাজার সামনে।

রাজারা আটাশজন মাতব্বর নিয়ে পরিষদ কক্ষে বসেন এবং সভায় তাঁরা অনুপস্থিত থাকলে মাতব্বরদের মধ্যে গোত্রের বিচারে যাঁরা রাজাদের নিকটতম তাঁরাই তাঁদের বিশেষাধিকার ভোগ করেন এবং নিজেদের ভোট ছাড়াও অতিরিক্ত আরো দুটি ভোট দেন।

তাঁদের জীবৎকালে তাঁদের বিশিষ্টতার এসব স্পষ্ট নির্দর্শন ছাড়াও, রাজার মৃত্যুর পর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়ে থাকে। মৃত্যু সংবাদ ঘোড়সওয়ারেরা বহন করে নিয়ে যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং রমণীরা ডেকচিতে আঘাত করতে করতে রাজধানীর চর্তুদিক প্রদক্ষিণ করে। এ হচ্ছে দুজন মানুষের জন্য একটি সঙ্কেত : প্রত্যেক নাগরিকের ঘর থেকে একজন পুরুষ ও একজন রমণীকে শোক প্রকাশ করতে হবে, আর এ না করলে ওরা মোটা রকমের জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। রাজার মৃত্যুর সময় একটি প্রথা পালিত হয়ে থাকে, যা এশিয়ায় যেমন — এবং কেবল এশিয়াই নয়, অগ্রীক সকল জাতিই পালন করে থাকে — তেমনি স্পার্টায়ও একই : প্রথাটি এই যে, যখন মৃত্যু ঘটে তখন কেবল স্পার্টানদের নয়, সারা লেকোনীয়ার গ্রামাঞ্চলের নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকেও সৎকার কার্যে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। বিপুলসংখ্যক লোক জমায়েত হয় — যাদের মধ্যে থাকে বহু সহস্র মানুষ — স্পার্টার নাগরিকেরা, গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এবং দাসেরা — আর এই সম্মিলিত নারী এবং পুরুষেরা দুঃখ-শোকের সকল অভিব্যক্তিস্বরূপ মাথা থাপড়াতে থাকে; তারা এমনভাবে মাতম করতে থাকে, যেন তা কখনো থামবে না। আর তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ঘোষণা করে চলে যে এইমাত্র যে রাজা মারা গেলেন তিনিই ছিলেন তাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম রাজা।

কোনো রাজা যদি যুদ্ধে নিহত হন ওরা তাঁর একটি মূর্তি তৈরি করে এবং দামি কাপড়ে মোড়ানো খাটিয়ায় করে সেটি সমাধিস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজার সৎকারের পর দশদিন আর কোনো জনসভা বা নির্বাচন হয় না। এ দিনগুলিই কাটানো হয় শোক প্রকাশ ক'রে। পূর্ববর্তী রাজার মৃত্যুর পর যখন নতুন রাজা সিংহাসনে বসেন তখন তিনি অনুরূপ ক্ষেত্রে পারস্যে যে রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে তাই অনুসরণ করেন : রাজা কিংবা রাজ-ভাণ্ডারের নিকট স্পার্টার নাগরিকদের কোনো ঋণ থাকলে সে সমুদয় মাফ করে দেয়া হয়। এই রীতিটির সঙ্গে পারস্যের একটি রীতির মিল আছে। পারস্যের রাজাও সিংহাসনে আরোহণ করার পর তার সকল করদ রাজ্যের বকেয়া কর মাফ করে দেন।

কোনো কোনো পেশাকে বংশগত প্রথা গণ্য করার ব্যাপারে মিশরীয়দের সঙ্গে স্পার্টানদের মিল আছে। নগরে যারা ঢোল পেটায় তারা, বংশীবাদক ও খানসামারা সকলই পুত্র হিসেবে পিতার পেশা গ্রহণ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো লোকের গলার স্বর কেবল মোটা হলেই সে তার প্রতিযোগীকে বাদ দিয়ে শহরে ঢোল পেটানোর পেশা গ্রহণ করতে পারে না, সে একজন নকিব তখনই হতে পারে যদি তার পূর্বপুরুষেরা নকিব হয়ে থাকে।

আমি সে সময়ের কথা বলছিলাম যখন ক্লিওমেনি গ্রীসের সকলের কল্যাণের জন্য ঈজিনাতে কাজ করছিলেন। সে সময়ে দিমেরাতুস তাঁর বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধিমূলক কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, কারণ এ নয় যে ঈজিনার প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত ছিলেন। আসলে বিদ্বেষ এবং শত্রুতাবশেই তিনি তা করছিলেন। এজন্যে স্পার্টা ফেরার পর ক্লিওমেনিস দেমারাতুসকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করার উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং তাঁর আক্রমণের অযুহাত হিসেবে শিগগিরই একটা ভিত্তি পেয়ে গেলেন।

এরিস্টোন স্পার্টার রাজা থাকাকালে দু'দুবার বিয়ে করেও ছিলেন সন্তানহীন। তাঁর নিজের ত্রুটির জন্যই যে তা হতে পারে এ কথা স্বীকার করতে রাজি না হয়ে তিনি তৃতীয় বের বিয়ে করেন। ঘটনাটি এরূপ ঃ স্পার্টার একজন নাগরিক ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এই বন্ধুটির স্ত্রী ছিলেন স্পার্টার সবচেয়ে সুন্দরী রমণী। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিশু হিসেবে এই মেয়েটি ছিলো একেবারেই সাদামাটা এবং তার রূপান্তরের জন্য তার ধাত্রীই ছিলো দায়ী। ধাত্রীটি যখন দেখতে পেলো, মেয়েটি মোটেই আকর্ষণীয়া নয়, আর তাছাড়া এও যখন সে বুঝতে পারলো যে শিশুটির ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যশালী বাপ মা এরূপ একটি কুৎসিৎ মেয়ে পেয়ে বিব্রত বোধ করছেন তখন সে মনে মনে স্থির করলো প্রত্যেকদিন শিশুটিকে নিয়ে যাবে থেরাপনিতে, এপোলোর মন্দিরের আরো উপরদিকে, হেলেনের স্মৃতি মন্দিরে। সেখানে গিয়ে শিশুটিকে ভেতরে নিয়ে হেলেনের মূর্তির সামনে মেঝেতে রেখে দিয়ে তার কুশ্রিতা দূর করার জন্য সে দেবীর নিকট প্রার্থনা করবে। একদিন ধাত্রীটি যখন সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে তখন একটি স্ত্রীলোক তার সামনে হাজির হয়, এবং তার কোলে কি আছে তা সে জানতে চায়। ধাত্রী জানালো যে এই একটি শিশু। স্ত্রীলোকটি তখন শিশুটিকে দেখতে চাইলো, কিন্তু ধাত্রী তাতে রাজি হলো না, কারণ শিশুটির বাপ-মা তাকে নিষেধ করেছেন কাউকে এই শিশুটিকে দেখাতে। স্ত্রীলোকটি তবুও পীড়াপীড়ি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধাত্রীটি যখন দেখতে পেলো — শিশুটিকে একনজর দেখার জন্য রমণীটি কি ভয়ানক উদগ্রীব তখন সে শিশুটিকে দেখালো। সে সময় সেই অপরিচিতা মহিলাটি শিশুটির মাথায় হাত দিয়ে একটি থাবা দেয় এবং ঘোষণা করে — একদিন এই শিশুটি হবে স্পার্টার সবচেয়ে সুন্দরী রমণী।

সে দিন থেকেই শিশুটির চেহারায় একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন আসতে থাকে। শিশুটি বড় হয়ে উঠলো এবং তার বিয়ের বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলসিদেসের পুত্র এগিতাসের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া হয়। এই এগিতাসই পূর্বোল্লিখিত এরিস্টনের বন্ধু।

এরিস্টন এগিতাসের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যান। ঐ রমণীকে পাওয়ার কামনা যখন তাকে অস্থির করে তুললো তখন তিনি নিম্নবর্ণিত ফন্দি আঁটলেন ঃ তিনি তার বন্ধু অর্থাৎ স্ত্রী লোকটির স্বামীর নিকট গিয়ে প্রস্তাব করলেন তার যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে তার বন্ধুটি যেন তার ইচ্ছামত কিছু পছন্দ করেন, তাহলে তিনি তার বন্ধুটিকে সেই বস্তুটি উপহার দেবেন। তবে শর্ত এই যে, তার বন্ধুও তাকে অনুরূপভাবে উপহার দিতে বাধ্য থাকবেন। এগিতাস তাতে রাজি হয়ে যান, কারণ এরিস্টন বিবাহিত পুরুষ, তার স্ত্রী রয়েছে, তার মনে ঘুর্নাক্ষরেও একথা জাগেনি যে, তাঁর নিজের স্ত্রীর এরকম বিপদ হতে পারে। শপথ করেও চুক্তিটি সাবিত করা হয় এবং এগিতাস যা কিছু পছন্দ করলেন এরিস্টন সে সবই তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর বদলে তিনি কি চান যখন তা বলবার পালা তার এলো তখন তিনি তার বন্ধুর স্ত্রীকে পাবার জন্যে চেষ্টা কলেরন। এগিতাস ইতস্তত করতে শুরু করলেন, বললেন ঃ এ বিষয়ে কিন্তু আমি কোনো মত দিইনি। তবুও

তিনি শপথ করেছেন এবং সেই শপথ ও এরিস্টনের ফন্দির ফল হলো এই যে, তিনি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এভাবে এরিস্টন তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর তৃতীয় বের বিয়ে করলেন। ব্যাপার ঘটলো এই ঃ তার দশ মাস পুরা হবার আগেই স্ত্রী লোকটি অসময়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। তার নামকরণ করা হলো দেমারাতুস। এরিস্টন তখন তার রাজকীয় আসনে বসেছিলেন ইফরদের নিয়ে। যখন একটি ভৃত্য তার কাছে এই খবর নিয়ে এলো স্বভাবতই তিনি এতে বিস্মিত হলেন। তিনি তার বিয়ের ক' মাস হলো আঙুলে গুণলেন — বিয়ের তারিখ তিনি ভুলেননি — এবং কসম খেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ সন্তান কিছুতেই আমার হতে পারে না'। তিনি কি বললেন, ইফরেরা তা অবশ্য শুনতে পেলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওরা তাঁর এই উক্তির প্রতি তেমন গুরুত্ব দিলো না। পরে দেমারাতুস যখন বড় হয়ে উঠলেন তখন এরিস্টন তার এই উক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন। কারণ তার এই বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, বালকটি সত্য সত্যই তাঁর পুত্র। এইসব ঘটনা ঘটার কিছুকাল আগে স্পার্টার সবলোকেরা মিলে প্রার্থনা করেছিলো — এরিস্টনের যেন একজন পুত্র সন্তান হয়। কারণ, তারা মনে করতো স্পার্টায় এর আগে যত রাজা রাজত্ব করেছেন তাদের মধ্যে এরিস্টনই হচ্ছেন সবচেয়ে মশহুর; আর এই প্রার্থনার ফলেই পুত্রসন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করলেন তার নামকরণ করা হয় দেমারাতুস — বাঞ্ছিত।

কালক্রমে এরিস্টন মারা যান এবং তাঁর স্থলে দেমারাতুস সিংহাসনে বসেন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায়, এ ছিলো নিয়তিরই বিধান যে, পুরো কাহিনীটাই সকলে জেনে যাবে এবং তা দেমারাতুসের ধ্বংসের কারণ হবে — এবং তা ঘটবে তাঁর এবং ক্লিওমেনিসের মধ্যে ঝাগড়ার কারণে — অথবা দুটি বিবাদ হেতু। প্রথম বিবাদটি ঘটে যখন দেমারাতুস ইলিউসিস থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয়টি ঘটে যখন ক্লিওমেনিস নৌবহর নিয়ে ঈজিনায় অবতরণ করেছিলেন ঐ দ্বীপের লোকদের শায়েস্তা করার জন্য। কারণ ওরা পারস্যের পক্ষে যোগ দিয়েছিলো।

প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় ক্লিওমেনিস দেমারাতুসের জ্ঞাতি ভাই, আগিসের পৌত্র এবং মেনারিসের পুত্র লিওতাইখিদেসের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তিমতে লিওতাইখিদেসকে দেমারাতুসের স্থলে তিনি সিংহাসনে বসাবেন, তবে শর্ত এই যে, ঈজিনার বিরুদ্ধে তার এই আক্রমণে তাঁকে মদদ যোগাতে হবে।

দেমারাতুসকে ঘেন্না করার সঙ্গত হেতু ছিলো লিওতাইখিদেসের, কারণ দেমারাতুস তাঁর এক ভাবী বধূকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো দেমারমেনুসের পুত্র মিলনের কন্যা পার্কালুসের সঙ্গে। কিন্তু দেমারাতুস এক দুঃসাহসিক আঘাত হেনে বিয়ের মজলিসে পয়লা ঢুকে পড়েন এবং বালিকাটিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে ফেলেন। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের এই ছিলো মূল কারণ। আর এখন আমি যে

সময়ের কথা বলছি, ক্লিওমেনিসের জরুরি অনুরোধের মোকাবেলায় লিওতাইখিদেস তার পুরনো শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হলেন এবং কসম করে ঘোষণা করলেন, তিনি এরিস্টনের পুত্র নন এবং সিংহাসনের উপর তার কোনো দাবি নেই।

এরপর তিনি তাকে আদালতে অভিযুক্ত করলেন এবং আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ভৃত্য যখন এসে তাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর দিলো তখন কেমন করে তিনি মাস গুণেছিলেন এবং শপথ করে বলেছিলেন, তিনি এ সন্তানের পিতা হতে পারেন না। লিওতাইখিদেস এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, দেমারাতুস যেহেতু এরিস্টোনের পুত্র নন সেকারণে সিংহাসনের উপর তার কোনো অধিকার নেই; এবং সাক্ষী হিসেবে তিনি উপস্থিত করলেন ইফরদের, যারা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো এবং এরিস্টোন কি বলেছিলেন তা শুনেছিলো। এই মামলায় ভয়ানক বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্পার্টাবাসীরা স্থির করলো, ডেলফির দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে তারা দেমারাতুসের পিতা কে, এই প্রশ্নের ফয়সালা করবে। ডেলফির মন্দিরে ব্যাপারটি নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হবার পর ক্লিওমেনিস, যিনি স্পার্টানদেরকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে রাজি করানোর ব্যাপারে প্রধানত দায়ী ছিলেন, কোবোনকে হাত করেন যাতে তিনি গনক-ঠাকুরানী পেরিয়ালার কাছ থেকে ক্লিওমেনিস যে ধরনের উত্তর চান সেই ধরনের জবাব আদায় করতে পারেন। ডেলফিতে এই কোবোন ছিলেন খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। পেরিয়ালা তদনুযায়ী দূতের প্রশ্নের জবাবে জানালো যে দেমারাতুস এরিস্টোনের পুত্র নয়। পরবর্তীকালে এই গোপন ষড়যন্ত্রের আসল তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। ফলে কোবোন হলেন নির্বাসিত আর পেরিয়ালা হলো পদচ্যুত।

এসব ঘটনাই দেমারাতুসের অপসারণের কারণ। কিন্তু তিনি যে, পারস্য ত্যাগ করে গেলেন তা হচ্ছে পরবর্তীকালে লিওতাইখিদেস তার সম্পর্কে যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন তারই ফল। ক্ষমতাচ্যুতির পর দেমারাতুস রাজ্যের ভেতরে অধস্তন কোনো একটি পদের জন্য নির্বাচিত হন। একদিন যখন তিনি 'নগ্ন-বালক' উৎসবে দর্শকদের মধ্যে বসে ছিলেন, তখন লিওতাইখিদেস, সেই মুহূর্তে যিনি দেমারাতুসের স্থলে সিংহাসনে আসীন, দেমারাতুসের কাছে একটি ভৃত্যক পাঠালেন তাকে জিজ্ঞেস করবার জন্য, রাজা হয়ে এখন হাকিম হিসেবে কেমন লাগছে। এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাকে বিদ্রূপ করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এ দূরভিসন্ধিমূলক প্রশ্নে আহত হয়ে দেমারাতুস বললেন, যদিও তার নিজের এ দুটি পদেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা লিওতাইখিদেসের নেই, তা সত্ত্বেও তিনি বললেন "ভালোর জন্য হোক অথবা মন্দের জন্য হোক স্পার্টার জন্য বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা হবে এই প্রশ্ন থেকে।" এরপর তিনি তার জোব্বা দিয়ে মাথা ঢেকে থিয়েটার ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং বলির জন্য একটি ষাঁড় ঠিক করে সেটিকে জিয়ূসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। এরপর তিনি তাঁর মাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার হাতে পশুটির কিছু নাড়ি-ভুড়ি গুঁজে দিয়ে অত্যন্ত কঠোর স্বরে তাঁকে নিম্নরূপ ভাষায় সম্বোধন করে বললেন, "মা, সমস্ত দেবতার নামে, বিশেষ করে আমাদের এ পরিবারের

অভিভাবক দেবতা জিয়ুসের নামে তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাকে সত্য বলো : আমার সত্যিকার পিতা কে? আমাদের মধ্যে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তাতে লিওতাইখিদেস বলছে যে, এরিস্টনের সঙ্গে যখন তোমার বিয়ে হয় তখন তুমি তোমার পূর্বেকার স্বামীর সন্তান পেটে ধারণ করছিলে। এছাড়া এর চেয়েও জঘন্য এক কাহিনী আছে : তুমি নাকি একজন বুড়ো, গাধার আস্তাবলের এক রক্ষীর প্রেমিকা হয়ে উঠেছিলে, আর আমি নাকি তারই পুত্র। আল্লাহর দোহাই, আমাকে মিথ্যা বলোনা। তুমি যা করেছো বলে লোকে অপবাদ দিচ্ছে তুমি যদি তাই করে থাকো, তবে মনে রেখো, এ বিষয়ে তুমি একলা নও — বহু রমণীই তা করেছে। তাছাড়া, স্পার্টায় এমন বহু লোক আছে যারা মনে করে এরিস্টন ছিলেন পুরুষত্বহীন। তার যদি সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা থাকতো তাঁর অন্য স্ত্রীদের গর্ভেও তিনি সন্তান জন্ম দিতে পারতেন।"

জবাবে তার মা বললেন ঃ 'বাবা, তুই যখন সত্য কথা বলার জন্য এত কাকুতি-মিনতি করছিস, তোর কাছে আমি কিছুই গোপন করবো না। এরিস্টন আমাকে তার ঘরে নিয়ে আসার পর তৃতীয় রাতে, তাঁরই মতো দেখতে একটি ছায়া মূর্তি আমার কক্ষে আমার সঙ্গে মিলিত হয়। ছায়া মানবটি আমার বিছানায় এসে, সে যে মালা পরেছিলো তা নিয়ে আমার ভূরুর উপর পরিয়ে দেয়। তারপর সে গায়েব হয়ে যায় এবং পরে এরিস্টন যখন এলেন, তিনি আমার নিকট জানতে চাইলেন মালাটি আমাকে কে দিয়েছে। আমি তাকে বললাম, তিনি নিজেই তো তা দিয়েছেন, কিন্তু এরিস্টন তা অস্বীকার করলেন। এরপর আমি কঠোর শপথ করে বলি যে, আমি যা বলেছি তা সত্য এবং তার অস্বীকৃতির জন্য তাকে তিরস্কার করি — কারণ, এই কিছুক্ষণ আগেই তো তিনি আমাকে তার দুবাহুতে নিয়ে পরে ঐ মালাটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে কসম খেতে দেখে এরিস্টনের বিশ্বাস হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যা ঘটে গেছে তাতে আল্লাহর হাত রয়েছে। তাছাড়া, দরবার প্রাঙ্গণের দরজার পাশে বীর অস্ত্রাবেকাসের সমাধি থেকে মালাটি এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলো, এবং আমরা যখন দৈবজ্ঞদের জিজ্ঞেস করলাম তখন তারা এই জবাবই দিলো যে আমার সঙ্গে যে ছায়ামূর্তি মিলিত হয়েছিলো আসলে তিনি ছিলেন অস্ত্রাবেকাস। বাপধন, তুই যা জানতে চাইছিলি এখন সবই জানতে পারলি। হয় বীর অস্ত্রাবেকাস তোর জনক, না হয় এরিস্টন, কারণ ঐ রাত্রেই আমি তোকে গর্ভে ধারণ করি। এখন তোর শত্রুদের আক্রমণের বিশেষ যুক্তিটি হচ্ছে — এরিস্টন তোর জন্মের কথা শুনে নিজেই সাক্ষীদের সামনে বলেছিলেন — তুই কিছুতেই তার সন্তান হতে পারিসনা। কারণ দশমাস পুরা হয়নি; অথচ এসব বিষয়ে নেহাত অজ্ঞতা থেকেই তিনি একথা বলেছিলেন। নারী সবসময় তার সন্তান দশমাস পর্যন্ত গর্ভে ধারণ করে না; কখনো নয়মাস, কখনো কখনো মাত্র সাত মাস পেটে ধরে। আর বাপধন, তুই তো সাত মাস পেটে থাকার পরই জন্ম নিয়েছিলি। এরিস্টন অজ্ঞতাবশত এ ধরনের কথা বলার পরপরই অবশ্য এ বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। এই হলো আসল ব্যাপার। আমি তোকে যা বললাম তাই সত্য — কাজেই তোর পিতা কে এ বিষয়ে অন্য কোনো

কাহিনীতে আর কান দিস্না। আর আস্তাবলের সহিসদের ব্যাপারে আমার ধারণা এই যে, ওদের মধ্যে একজন লিওতাইখিদেসের স্ত্রীকেই ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে যাবে এবং এ ধরনের সকল মিথ্যুকের স্ত্রীকেই নিয়ে যাবে।'

মার কাছ থেকে যা কিছু জানার ছিলো তা অবগত হওয়ার পর দেমারাতুস একটি সফরের জন্য রসদপত্র যোগাড় করেন এবং রটিয়ে দেন যে, দৈবজ্ঞের পরামর্শের জন্যই তিনি ডেলফি যাচ্ছেন। আসলে কিন্তু তিনি রওয়ানা করলেন ইলিস অভিমুখে। স্পার্টানদের কিন্তু সন্দেহ হলো তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। তাই ওরা তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু দেমারাতুস তাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্রগতিতে চলে ইলিস অতিক্রম করে জ্যাকিনতাস পৌঁছে যান। স্পার্টানরা তখনো তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাকে বন্দি করে ফেলে আর তার ভৃত্যদের ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু জ্যাকিনতাসের লোকেরা দেমারাতুসকে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হলা না। পরে তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে এশিয়ায় অবতরণ করেন এবং দারায়ূসের দরবারে গিয়ে হাজির হন। দারায়ূস তাঁকে একটি ভূখণ্ড এবং কয়েকটি শহর উজ্জ্বল উপহারস্বরূপ দিয়ে তাঁকে খোশ্ আমদেদ জানান। তাহলে এ সব ঘটনার কারণেই শেষ পর্যন্ত দেমারাতুস এসে পৌঁছেন এশিয়ায়। স্পার্টায় বিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতা হিসেবে যেমন, তেমনি তিনি যেসব বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন সে সবের জন্যও ছিলেন সর্বোচ্চ খ্যাতির অধিকারী ব্যক্তি। তাছাড়া, অলিম্পিকে চার ঘোড়ায়-টানা গাড়ির দৌড়ে তিনি তার নিজের দেশকে এনে দিয়েছিলেন বিজয়ের মুকুট। আর এ সম্মান স্পার্টার রাজাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই অর্জন করেছিলেন।

দেমারাতুসের ক্ষমতাচ্যুতির পর লিওতাইখিদেস ক্ষমাতাসীন হন। তাঁর এক পুত্র ছিলেন ল্যুক্সিমদেমাস নামে। কিন্তু স্পার্টার কোনো কোনো লোকে তাকে বলতো সাক্ষী গোপাল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন নি। কারণ তার পিতা বেঁচে থাকতেই আরখিদেমাস নামে এক পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। ল্যুক্সিমদেমাসের মৃত্যুর পর লিওতাইখিদেস আবার বিয়ে করেন। তাঁর এই দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন ডায়াকতোরাইদেসের কন্যা এবং মেনিউসের বোন ইউরিদেমী। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান হলো না, তিনি কেবল একটি কন্যার জন্ম দিলেন। তার নাম রাখা হয় ল্যাংপিতো এবং ল্যুক্সিমদেমাসের পুত্র আরকিদেমাসের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়।

লিওতাইখিদেস নিজে শেষ পর্যন্ত স্পার্টায় থাকেননি : তাঁর ভাগ্যে ছিলো দুর্ভোগ এবং দেমারাতুসের উপর প্রতিশোধ গ্রহণও ছিলো নিয়তি। খেসালির বিরুদ্ধে এ যুদ্ধাভিযানে তিনি এক বিরাট ফৌজের কমাণ্ডার ছিলেন। সম্পূর্ণ বিজয় যখন তার হাতের মুঠায় এসে পড়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বিপুল পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করে বসেন। তিনি যখন তাঁর তাঁবুতে মুদ্রাভর্তি একটি দস্তানের উপর বসেছিলেন সে সময় তিনি বমাল ধরা পড়ে যান। এর ফলে, তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি নির্বাসিত হলেন এবং তার বাড়িঘর

ধূলিসাৎ করে দেয়া হলো। তিনি আশ্রয় নিলেন তেগিয়া নামক স্থানে; ওখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য এসবই ঘটেছিলো কিছুকাল পরে।

এখন আমাকে ক্লিওমেনিসের কাহিনীতে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। দেমারাতুসের বিরুদ্ধে তাঁর কৌশল সফল হওয়ার পর ক্লিওমেনিস লিওতাইখিদেসের মদদ নিয়ে কালবিলম্ব না করেই ঈজিনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিলো তা তিনি ভুলেননি। বলা যায়, ঐ দ্বীপবাসীদের বিরুদ্ধে ক্রোধে তিনি ফেটে পড়ছিলেন। এবার দুই রাজাই এসে পড়েছেন। তাই ঈজিনার লোকেরা স্থির করলো, বাধা দেবার আর কোনো চেষ্টা না করাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। ক্লিওমেনিস এবং তাঁর সঙ্গী ঐ দ্বীপের সবচেয়ে বিত্তবান এবং সবচেয়ে খ্যাতিমান দশ ব্যক্তিকে বন্দি করে আতিকায় নিয়ে আসেন এবং তাদের চরম শত্রু এথেনীয়ানদের শায়েস্তা করার জন্য ওদের দায়িত্ব দেন। এই দশ জনের মধ্যে দুজন ছিলেন ঐ দ্বীপের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ব্যক্তি; একজন হচ্ছেন পলিক্রিটাসের পুত্র ক্রিয়াস এবং অপরজন এরিস্টক্রেটিসের পুত্র কেশম্বুস।

পরে যখন দেমারাতুসের বিরুদ্ধে তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা স্পার্টায় জানাজানি হয় গেলো, ক্লিওমেনিস ভীত হয়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন থেসালি। সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন আর্কেডিয়ায়। ওখানে তিনি গণ্ডগোল বাঁধিয়ে স্পার্টা আক্রমণের জন্য আর্কেডীয়ানদের মদদ পাবার চেষ্টা করেন। তিনি ওদের হাজারো রকমের কসম করালেন, তিনি ওদের যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই তার সঙ্গে যাবার জন্য। এমনকি, তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের নোনাক্রিসে নিয়ে যাবার জন্য চরম চেষ্টা তদবির করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো : তাদের দিয়ে স্টাইকস নদীর পানি ছুঁয়ে কসম করানো — কারণ এখানে, আমার বলা উচিত, এই নোনাক্রিসেই নরকের নদীর পানি চোখে দেখা যায় বলে আর্কেডীয়ানরা বিশ্বাস করে। আসলে ইহা সত্য যেমন এখানে আপনি দেখতে পাবেন — একটা শিলা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে একটি প্রাচীরবেষ্টিত বৃত্তাকার হাউজের মধ্যে। এই প্রস্রবণটি যেখানে দেখা যায় সেই নোনাক্রিস হচ্ছে ফেনিউসের নিকটবর্তী আর্কেডিয়ার একটি শহর।

ক্লিওমেনিস আর্কেডিয়ায় যা করছিলেন তার খবরে স্পার্টানরা সন্ত্রস্ত হয় এবং তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁকে আবার সেই ক্ষমতায় ওরা অধিষ্ঠিত করে। সবসময়ই তাঁর মাথায় কিছুটা ছিট ছিলো, কিন্তু স্পার্টায় ফিরে আসার পরপরই তিনি তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসেন। তিনি যারই সাক্ষাৎ পান তারই নাকের ডগায় লাঠির গুঁতা দিতে থাকেন। তার এই পাগলামির জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে আটকে রাখে; কষে বাঁধা অবস্থায় তিনি যখন শুয়ে ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন ছাড়া তার আর সকল গার্ডই তাঁকে ফেলে চলে গেছে। এই লোকটি ছিলো একজন ভূমিদাস। ক্লিওমেনিস তাকে একটি চাকু এনে দেয়ার জন্য বলেন। প্রথমে লোকটি অস্বীকার করে। কিন্তু ক্লিওমেনিস মুক্ত হবার পর তাকে কি শাস্তি দিতে পারেন এই ভয় দেখালে আতঙ্কিত লোকটি শেষে রাজি হয়ে যায়।

চাকুটি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা দিয়ে তিনি নিজের শরীরে কাটা–কুটি শুরু করলেন। তিনি আরম্ভ করলেন — হাঁটুর নিচের সম্মুখের অংশ থেকে তিনি চাকু দিয়ে গোশত চিরতে লাগলেন লম্বালম্বি উরুদেশ পর্যন্ত, সেখান থেকে আরো উঁচু দিকে নিতম্ব এবং নিতম্বের পার্শ্ব কেটে ফালি ফালি করলেন। চাকু এসে পৌছলো তাঁর পেট তক; তিনি কুচি কুচি করে কেটে ফেলেন তাঁর পেট। এতেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং গ্রীসের বহু লোকই মনে করে, তাঁর এই কষ্টদায়ক মৃত্যুর কারণ হচ্ছে তাঁর একটি ঘোরতর অপরাধ : তিনি ডেলফির পুরোহিত–ঠাকুরানীকে ধর্মভ্রষ্ঠ করেছিলেন এবং তিনি দেমারাতুস সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন সে কথা বলতে তাকে প্ররোচিত করেছিলেন। অবশ্য এথেনীয়ানরা মনে করে, এর জন্য দায়ী হচ্ছে ইলিউসিস অবরোধকালে ক্লিওমেনিস কর্তৃক দেমিতার ও পারসীফোনের পবিত্র মন্দিরের ধ্বংসসাধন। আর্গোসের অধিবাসীরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। ওরা মনে করে, ক্লিওমেনিস একটি যুদ্ধের শেষে আর্গোসের মন্দির থেকে আর্গোসবাসী কয়েকজন পলাতককে ধরে নিয়ে আসেন। ওরা ঐ মন্দিরে জানের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। তিনি এলোকগুলিকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং যে বাগিচার মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত ছিলো তিনি তাকে এতই তুচ্ছ গণ্য করেন যে, তিনি বাগিচাটি পুড়িয়ে দেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই তাকে এ শাস্তি পেতে হয়েছিলো।

এ ঘটনার কাহিনীটি এইরূপ। ডেলফির দৈবজ্ঞ ক্লিওমেনিসকে বলেছিলেন, তিনি আর্গোস দখল করে নেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর স্পার্টান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার হিসেবেই তিনি মার্চ করে অগ্রসর হন ইরাজিনাস নামক একটি নদীর দিকে। মনে করা হয়, এই স্রোতধারাটি প্রবাহিত হয় স্টিমফেলিস নামে এক হ্রদ থেকে। এর পানি একটা অতল গহ্বরের মধ্যে গায়েব হয়ে যায় এবং আর্গোসে আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে; আর এখানেই স্থানীয়ভাবে এর পরিচয় হচ্ছে ইরাজিনাস নামক নদীরূপে। এই স্রোতোধারার তীরে এসে এটি পার হবার চেষ্টা করার আগেই এই নদীর নামে ক্লিওমেনিস কিছু উৎসর্গ করেন। এরপর যে আলামত দেখা গেলো তা শুভ ছিলো না। "চমৎকার" ক্লিওমেনিস বললেন, "নদীর দেবতা যে তাঁর দেশের লোককে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করতে রাজি নন তার জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করি। তা সত্ত্বেও আর্গোসের লোকেরা অত সহজে রেহাই পাবে না।"

তিনি তাঁর ফৌজ হটিয়ে নিয়ে মার্চ করলেন থাইরিয়ার দিকে এবং সমুদ্রের নামে একটি ষাঁড় বলি দিয়ে নৌকায় করে পৌছলেন নউপ্লিয়া। এই স্থানটি টার্নিস অঞ্চলে অবস্থিত। তার গতিবিধির কথা জানতে পেরে আর্গোসবাসীরা দেশকে শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য, মার্চ করে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছায় এবং টার্নিসের নিকটে সেপিয়া নামক স্থানে পৌছে ও স্পার্টান ফৌজের সহজ পাল্লার ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করে। ওরা এখন আর মুখোমুখি যুদ্ধে ভীত ছিলোনা, যদিও এক ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে তারা

বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে ভীত ছিলো। পুরোহিত-ঠাকুরানী আর্গোস ও মাইলেসিয়ার অধিবাসীদের মিলিত ফায়দার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো। বাণীটি এরূপ :

> রমণী যখন পুরুষকে করে পদানত আর তাকে বিতাড়িত করে, আর এমনি করে বিপুল গৌরব অর্জন করে, আর্গোসবাসীদের মধ্যে, ঠিক তখনি সে রমণী আর্গোসের বহু রমণীকে দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করবে তাদের গণ্ডদেশ;
>
> এবং অনাগতকালের মানুষেরা বলবে :
>
> তিন প্যাঁচ দিয়ে পড়ে থাকা ভয়ঙ্কর সর্পকে বশ এবং হত্যা করা হয়েছিলো তরবারি দিয়ে।

বিভিন্ন ঘটনার এই সঙ্গমে ভীত হয়ে আর্গোসবাসীরা একটি অভূতপূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনাটি ছিলো ঃ স্পার্টান ফৌজের নকিব যেসব অর্ডার স্পার্টান ফৌজের প্রতি ঘোষণা করছিলো সেগুলিই নিজেদের সুবিধামতো কাজে লাগানো। নকিব যখনই একটি অর্ডারের পুনরাবৃত্তি করছিলো আর্গোসের ফৌজ তখনই সে আদেশ মোতাবেক কাজ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য ক্লিওমেনিস শীঘ্র বুঝতে পারলেন ব্যাপার কি ঘটছে এবং তাঁর লোকজনদের তিনি আদেশ করলেন — পরের বের তাঁর নকিবের উচিত সকালের নাস্তার জন্য ঘোষণা করা, তবে তা পালন করার জন্য নয়, বরং অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে হবে দুশমনকে। এই নির্দেশমতোই কাজ করা হলো। আর্গোসের ফৌজ যখন শুনতে পেলো স্পার্টান ফৌজকে নাস্তার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে তখন তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলো। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেলো। ওদের মধ্যে বহুলোক মারা গেলো এবং আরো অনেক বেশি লোক পালিয়ে গিয়ে প্রবেশ করলো ছোট্ট একটি অরণ্যে। এই অরণ্যটি ছিলো বীর আর্গোসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিকৃত পবিত্র বনাঞ্চল। এখানে ওদের ঘেরাও করে ওদের উপর কড়া নজর রাখা হয়।

ক্লিওমেনিসের বিশ্বাসঘাতকতার সময়ে ফৌজ থেকে দলত্যাগী কয়েকজনের কাছ থেকে অরণ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম সঙ্গ্রহ করলেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে আলাদাআলাদাভাবে একথা বলার জন্য লোক পাঠালেন যে, তিনি তাঁর মুক্তিপণের অর্থ পেয়েছেন। তিনি নকিবকে বলে পাঠালেন — এই ঘোষণার ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেককে একজন একজন করে বের হয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে।*

এভাবে ক্লিওমেনিস একজন একজন করে ওদের পঞ্চাশ জনকে বের করে নিয়ে আসেন এবং সবাইকে জবেহ করান। তখনো ভেতরে যে লোকগুলি ছিলো তাদের কিন্তু কোনো ধারণাই ছিলোনা বাইরে কি হচ্ছে, কারণ অরণ্যটি এতো ঘন ছিলো যে, বনের

---

* প্রত্যেক বন্দির জন্য স্পার্টানরা মুক্তিপণ হিসাবে দুই মিনী (Minae) স্থির করে।

বাইরে তাদের বন্ধুদের ভাগ্যে কি ঘটছে তা তারা মোটেই দেখতে পাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ওদের একজন একটি গাছে চড়ে ব্যাপারটি দেখতে পেলো। এরপর বাইরে বের হয়ে আসার দাওয়াত আর গ্রহণ করা হলো না। ক্লিওমেনিস তখন সেই বনের চারদিকে লাকড়ি জমা ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে অরণ্যটি পুড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সকল গোলামকে হুকুম দিলেন। সে আদেশ পালিত হলো। এবং আগুন তখনো দাউ-দাউ জ্বলছে, সে সময় ক্লিওমেনিস দলত্যাগী আর্গোসবাসীদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বন কোন্ দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত? লোকটি জবাবে বল্‌লো 'আর্গোস'। ঐ নাম শুনে ক্লিওমেনিস যন্ত্রণায় কাঁতরে উঠলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, "হে ভবিষ্যৎ-বক্তা দেবতা এপোলো, নিশ্চয়ই তুমি যখন আমাকে আর্গোস জয় করতে বলেছিলে তখন আমাকে প্রতারণা করেছিলে। আমি বিশ্বাস না করে পারছিনা যে, তুমি যা বলতে চেয়েছিলে তাই ঘটেছে। আমার সম্পর্কে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।"

এরপর ক্লিওমেনিস তার ফৌজের বড় অংশটিকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর সিপাহীদের মধ্যে থেকে বাছা বাছা এক হাজার সিপাহী নিয়ে তিনি গেলেন হীরার মন্দিরে বলি দেয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু সেই মন্দিরের পুরোহিত তাকে অনুমতি দিলেন না কারণ এ মন্দিরে বলি দেয়া বিদেশীদের জন্যে নিষিদ্ধ। একথা শোনার পর ক্লিওমেনিস তাঁর গোলামদের সাহায্যে পুরোহিতকে টেনে-হিঁচড়ে বেদি থেকে নামালেন এবং আচ্ছা করে তাকে পিটুনি দেয়ালেন; এরপর নিষেধে বিচলিত না হয়ে বলি দেয়ার কাজটি তিনি নিজেই সম্পন্ন করলেন।

এসব নানা রকম ক্রিয়া-কাণ্ডের পর তিনি যখন স্পার্টায় ফিরে এলেন তখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করলো। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হলো যে, তিনি ঘুষ খেয়েছেন এবং আর্গোস দখল করতে নারাজ হয়েছেন, যখন সহজেই তার পক্ষে দখল করে নেয়া সম্ভব ছিলো। সত্য কিংবা মিথ্যা আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবো না; তিনি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি যখন বীর আর্গোসের মন্দির ধ্বংস করেন তখন তার ধারণা হয়েছিলো ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই সফল হয়ে গেছে এবং সে কারণে, দেবতার ইচ্ছা নতুন করে না জেনে আর্গোস শহরের উপর আক্রমণ করা তিনি উচিত মনে করেননি। দেবতা তাঁকে এই নতুন সাফল্য দেবে কি দেবে না, তা আগে তাকে জানতে হবে দেবতার উদ্দেশ্যে একটি বলি দিয়ে। অবশ্য যখন তিনি হীরার মন্দিরে বলি দিয়ে তার সপক্ষে একটি ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করলেন তখন দেবী-প্রতিমার বুকের ভেতর থেকে একটি আলোকশিখা বিচ্ছুরিত হলো এবং এ থেকেই তিনি নিশ্চয় করে জানতে পারলেন যে, তার আর্গোস জয় করা ঠিক হবে না। এই শিখাটি প্রতিমার মাথা থেকে বিচ্ছুরিত হলে বোঝা যেতো তিনিই হবেন আর্গোস শহরের একচ্ছত্র প্রভু। কিন্তু শিখাটি যে বুক থেকে বিচ্ছুরিত হলো তার তাৎপর্য ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। এর দ্বারা এই বোঝা গিয়েছিলো যে, খোদার যা কিছু তার করণীয় বলে ঠিক করেছিলেন সবই এর মধ্যে ঘটে

গেছে। স্পার্টার লোকেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে এই বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসম্মত বলে গ্রহণ করে এবং তাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে।

এসব ঘটনার পরিণতি এই হলো যে, আর্গোসে লোকজনের বড় অভাব দেখা দিলো এবং শহরের ব্যাপার-বিষয়াদির পরিচালনার দায়িত্ব গিয়ে পড়লো দাসদের উপর। ওরা সকল সরকারি পদ দখল করতে থাকলো, যতদিন না নিহতদের পুত্ররা বড় হয়ে ওদের ক্ষমতাচ্যুত করলো। ওরাই এখন নিয়ন্ত্রণভার হাতে নিলো এবং ক্ষমতাচ্যুত দাসরা টিরাইনস আক্রমণ করে দখল করে নিলো। কিছুকাল টিরাইনস এবং আর্গোস বন্ধু হিসেবে বসবাস করে; কিন্তু আর্কেডিয়া ফাইজেলিয়ার এক দৈবজ্ঞ, যার নাম ছিলো ক্লিয়াণ্ডার, টিরাইনসের দাসদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং তাদের সাবেক প্রভুদের উপর আক্রমণ করার জন্য ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সম্মত করে। এর ফলে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে এবং অনেক অসুবিধার ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর্গোসের লোকেরা জয়ী হয়।

আর্গোসবাসীদের মতে এ ব্যাপারে ক্লিওমেনিসের আচরণই পরিণামে তার মস্তিষ্কবিকৃতি এবং শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দায়ী। অবশ্য তার মস্তিষ্কবিকৃতি যে একটা ঐশী শাস্তি ছিলো তা তার দেশের লোকেরা স্বীকার করেনা; বরং তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার পাগল হয়ে যাবার কারণ হচ্ছে, সিদীয়ানদের সংসর্গে থেকে তিনি অবিমিশ্র মদ খাওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছিলেন। এই যাযাবরেরা দারায়ুস তাদের দেশ অবরোধ করেছিলেন ব'লে তার উপর প্রতিশোধ তোলার জন্যে উন্মুখ ছিলো। ওরা তাই তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্পার্টায় প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবটা ছিলো এই ঃ ওরা নিজেরা ফকিস নদীপথে পারস্য অবরোধের জন্য চেষ্টা করবে এবং স্পার্টানরা ইফেসুস থেকে স্থলভাগের উপর দিয়ে মার্চ করে এগোয় এবং তাদের সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিলিত হবে। কাহিনীটি এই ঃ সিদীয়ান প্রতিনিধিরা যখন এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে এলো এখন ক্লিওমেনিস তাদের সঙ্গে যতটুকু সময় কাটানো প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে বেশি সময় কাটান এবং সে সময়েই পানি না মিশিয়ে মদ খাওয়ার অভ্যাস করে বসেন এবং পরিণামে তিনি পাগল হয়ে যান। স্পার্টানরা বলে, তখন থেকেই ওরা সিদীয়ান ফ্যাশন বলে একটি বাকভঙ্গী ব্যবহার করে আসছে। সাধারণ মদের চাইতে কড়া মদ যখন চাওয়া হয় তখনই এই বাকভঙ্গীটির আশ্রয় নেয়া হয়।

তাহলে, এটিই হচ্ছে স্পার্টানদের কাহিনী, এর মূল যাই হোক। আমার নিজের অভিমত হচ্ছে, দেমারাতুসের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন তার জন্যই ক্লিওমেনিসকে এই শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ঈজিনাবাসীরা যখন শুনতে পেলো ক্লিওমেনিস মারা গেছেন তখন ওরা স্পার্টায় দূত পাঠায়, এথেন্সে তাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব জিম্মি হিসেবে আটক রয়েছে তাদের নিয়ে গিয়ে লিওতাইখিদেসের নিকট কান্নাকাটি করার জন্য। স্পার্টানরা বিষয়টি একটি আদালতে উত্থাপন করে। আদালতের রায় হলো— লিওতাইখিদেস ঈজিনার লোকদের

সঙ্গে পাশবিক ব্যবহার করেছেন। এজন্য তাদের দণ্ডাদেশ এই হলো যে, লিওতাইখিদেসকে ঈজিনার লোকদের হাতে অর্পণ করতে হবে এবং এথেন্সে ঈজিনার যেসব লোক বন্দি রয়েছে তাদের বদলে তাঁকে ঈজিনায় নিয়ে যাওয়া হবে। দূতেরা যখন স্বদেশের পথে রওয়ানা করতে উদ্যত হলো ঠিক সেই সময়ে লিওপ্রিপোসের পুত্র, স্পার্টার একজন মশহুর ব্যক্তি থিয়েসাইদেস হস্তক্ষেপ করেন। তিনি চিৎকার করে বললেন : 'ঈজিনাবাসীগণ, তোমরা একি করতে যাচ্ছো? তোমরা কি স্পার্টার রাজাকে বহন করে নিয়ে যাবার দুঃসাহস করছো? একথা সত্য, তাঁর নিজের দেশের লোকেরাই তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। কারণ এই মুহূর্তে ওরা তার প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ এবং তাঁকেই অপমানজনক দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। কিন্তু আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা যদি একাজ করো, সময় আসতে পারে যখন ওরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমাদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে'। এই সতর্কবাণীতে ঈজিনাবাসীরা তাদের মত পরিবর্তন করে। লিওতাইখিদেসকে তাদের সঙ্গে একজন বন্দি হিসেবে নিয়ে যাবার পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করে যে তিনি তাদের সঙ্গে এথেন্স যাবেন এবং জিম্মিদের মুক্ত করে দেবেন। কিন্তু যেসব লোকের উপর তিনি ওদের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে পৌছে তিনি যখন তাদের ডেকে পাঠালেন তখন এথেনীয়ানরা সে অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলা না। ওরা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টাল-বাহানা শুরু করলো এবং অজুহাত উত্থাপন করতে লাগলো। ওরা বললো, যেহেতু দুজন রাজা এই লোকগুলিকে তাদের জিম্মায় রেখেছেন সে কারণে কেবল একজনের কথায় ওদের ছেড়ে দেয়া ওরা সঙ্গত মনে করছে না। আসলে কিন্তু ওরা অস্বীকারই করে বসলো এবং তাদের অস্বীকৃতির ফলে লিওতাইখিদেস নিম্মরূপ উক্তি করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি বললেন : ভদ্র মহোদয়গণ, যা উচিত সেভাবেই অবশ্য তোমাদের কাজ করা উচিত। তোমরা তোমাদের জিম্মায় যারা আছে তাদের সমর্পণ করো সম্মানীয় ব্যক্তির মতো, অথবা যারা সম্মানিত ব্যক্তি নয় তাদের মতো তাদেরকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করো। উভয়ক্ষেত্রেই, আমানতস্বরূপ রেখে যাওয়া কিছু সম্পত্তির বেলায় একদা স্পার্টায় কি ঘটেছিলো সে কথা তোমাদের বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদের ধারণা অনুসারে তিন পুরুষ আগে স্পার্টায় গ্লাউকুস নামে একজন লোক বাস করতেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইপিসাইদেস। সবদিক দিয়েই গ্লাউকুস ছিলেন একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি। বিশেষ করে, তাঁর কালের অন্য যে কোনো স্পার্টানের চাইতে তাঁর সততার খ্যাতি ছিলো অনেক বেশি। অবশ্য মহাকাল তাঁর ভাগ্যে এমন কিছু রেখেছিলো যা তিনি আশা করেন নি। সে কাহিনী আপনারা এখনি শুনতে পাবেন। একদিন মাইলেতুস থেকে একটি লোক গেলো স্পার্টায়। সে বললো, সে গ্লাউকুসের সঙ্গে কথা বলতে চায়। "আমি একজন মাইলেসীয়ান" সে

বললো : "এবং আপনার কাছে এসেছি এ কারণে যে, আমি আপনার সততায় উপকৃত হবো। গ্রীসের সর্বত্র — কেবল তাই নয় আইয়োনিয়াতেও — লোকেরা সবসময় আপনার সততা সম্পর্কে বলাবলি করে। তাতে করে আমার মনে এ ভাবনার উদয় হলো। আমি নিজেকে নিজে বললাম, আকস্মিক পরিবর্তন থেকে কখনো নিরাপদ নয় আইয়োনিয়া — এবং সম্পদ একই হাতে খুব বেশি দিন থাকেনা। পক্ষান্তরে পিলোপোনিসীয়ানরা পাহাড়ের মতোই স্থির এবং অবিচল। এতে করে আমি একটি সিদ্ধান্তে আসি। সিদ্ধান্তটি এই — আমার সম্পত্তির এক অর্ধাংশ তুলে সে সম্পদ আপনার হাতে এই পূর্ণ বিশ্বাসে রাখি যে, তা নিরাপদ থাকবে। কাজেই, আপনাকে অনুরোধ করছি এই অর্থ গ্রহণ করুন এবং তার সঙ্গে রইলো ট্যালিগুলি*, যা আপনাকে রাখতে হবে খুব যত্নের সঙ্গে। তাহলে এই ট্যালিগুলির বাকি অর্ধাংশ, যে কেউ আপনার কাছে নিয়ে আসুক তাকে, আপনি এ অর্থ ফেরত দিতে পারবেন।"

গ্লাউকুস মাইলেতুসের এই অপরিচিত ব্যক্তিটির কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং তাঁর শর্তে আমানতটি গ্রহণ করলেন। কয়েক বছর চলে গেলো; গ্লাউকুসকে যে মাইলেসীয়ান তার অছি করেছিলো একদিন তার পুত্ররা এলো স্পার্টায়। ওরা গ্লাউকুসের সঙ্গে সাক্ষাত করে ট্যালিগুলির বাকি অর্ধাংশ পেশ করে এবং অর্থ ফেরৎ চায়।

গ্লাউকুস তাদের কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন — "কিন্তু আমি তো এ ধরনের কোনো ব্যাপারের কথা মনে করতে পারছিনা। তোমরা যা বলছো তার কিছুই এ বিষয়ে আমার স্মৃতিকে জাগরুক করতে সক্ষম নয়। তবে হ্যাঁ, যখন আমি তা স্মরণ করতে পারবো তখন আমি একজন সৎ মানুষের যা করা উচিত তাই করবো ঃ আমি যদি এ অর্থ গ্রহণ করে থাকি তা যথারীতি ফেরৎ দেবো — আর যদি না নিয়ে থাকি, আমার দেশের আইন মোতাবেক তোমাদের বিচার করবো। আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করছি একভাবে না হয় অন্যভাবে — এর একটি নিষ্পত্তি করবোই।"

মাইলেসীয়ানরা তাদের টাকা কড়ি আর ফেরৎ পাবেনা — এ ধারণা নিয়ে যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে গেলো, তখন গ্লাউকুস গেলেন ডেলফিতে — দৈবজ্ঞের পরামর্শের জন্য এবং তিনি যখন বললেন তিনি মিথ্যা হলফ করবেন কিনা এবং মাইলেসীয়ানদের সম্পত্তি এভাবে আত্মসাৎ করবেন কিনা, তখন আচার্যা তার জবাব দিলো তিরস্কারের সঙ্গে, নিম্নরূপ ভাষায় ঃ

> হে গ্লাউকুস, এ মুহূর্তে অবশ্যই অধিকতর লাভজনক—
>
> মিথ্যা শপথের দ্বারা নিজেকে জয়ী করা এবং ওদের অর্থ লুণ্ঠন করা।
>
> তুমি যদি চাও শপথ করো; কারণ যে সত্য শপথ করে তার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু।
>
> তবু শপথের ঔরসে জন্ম নেয় একপুত্র, যার নাম নেই, নেই হাত-পা,

---

* কেটে তৈরি করা সমান আকৃতির কাঠি ; সংখ্যা চিহ্নিত করা কিংবা হিসাব রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু অনুসরণে সে ক্ষিপ্র, যতক্ষণ না সে ধরেছে এবং ধ্বংস করেছে সম্পূর্ণভাবে
মিথ্যা হলফকারীর জাতি এবং পরিবারকে —
যে ব্যক্তি তার শপথ রক্ষা করে তার সন্তানরা পরিণামে হয় অধিকতর সুখী।

গ্লাউকুস এ জবাব শুনে তার প্রশ্নের জন্য দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু আচার্যা তাঁকে বললো — খোদার নিকট কোনো অপরাধ করার অনুমতি প্রার্থনা আর সেই পাপ করা একই সমান। কাজেই, গ্লাউকুস মাইলেসীয়ানদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদের এনে তাদের টাকা ফেরৎ দিলেন।

এখন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমার কাহিনীর মূল বক্তব্যে আসছি — আজ গ্লাউকুসের একটি মাত্র বংশধরও কোথাও জীবিত নেই। স্পার্টার কোনো পরিবারের সঙ্গে তার নাম আর জড়িত নয় — যা কিছু তার ছিলো সবই নিঃশেষে লোপ পেয়েছে। চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। এতেই বোঝা যাচ্ছে, যখনই কোনো চুক্তি করা হয়, এমনকি চিন্তায়ও কোনো দ্বিধা না করে, মালিককে তার গচ্ছিত বস্তু ঠিকঠিক ফেরৎ দেয়া কতো জ্ঞানের কাজ!'

কাহিনী হচ্ছে এই। অবশ্য এথেনীয়ানরা দুর্ভাগ্যক্রমে এর প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দেয়নি। এ কারণে লিওতাইখিদেস বাড়ি ফিরে গেলেন।

ইতিপূর্বে থিবিসের অনুরোধে ঈজিনার লোকেরা এথেনীয়ানদের উপর উসকানি ছাড়াই যে আক্রমণ করেছিলো তার জন্য তখন পর্যন্ত ওদের কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। অবশ্য এখন, এথেনীয়ানরাই যখন ভুল করেছে এবং তারা নিজেরাই আহত পক্ষ — এই যুক্তিতে ওরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলো। এথেনীয়ানরা প্রতি পাঁচ বছর সুনিয়াম নামক একটি স্থানে একটি উৎসব করতো। তাই এই উৎসবের সময়ে ঈজিনাবাসীরা ওদের সরকারি নৌযানকে আটক করার একটি ফাঁদ পাতে। এবং এথেন্সের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকসহ নৌযানটি দখল করে ও নৌযানে আরোহী এথেনীয়ানদের বন্দি করে। ওদের এই অন্যায় আচরণে, কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এথেনীয়ানরা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তাদের সমস্ত সম্বল নিয়ে ঈজিনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।

ঈজিনাতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তাঁর নাম নিকোদ্রমাস। ক্লীতাসের পুত্র এই নিকোদ্রমাসকে ইতিপূর্বে দ্বীপ থেকে নির্বাসিন দেয়া হয়েছিলো। তিনি তখনো তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে চাপা বিক্ষোভ অন্তরে পোষণ করছিলেন। তিনি যখন জানতে পেলেন এথেনীয়ানরা ঈজিনার উপর এক অশুভ অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে তখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে দ্বীপটি ওদের হাতে তুলে দিতে রাজি হলেন। তিনি একটি দিন স্থির করলেন; যখন তিনি আঘাত হানবেন তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এথেনীয়ান ফৌজের উপস্থিতি আশা করবেন। যথাসময়ে তিনি তাঁর এই কথা রক্ষা করলেন, যাকে পুরনো শহর বলে সেই শহরটি দখল করে। কিন্তু এথেনীয়ানরা দেখতে পেলো তাদের নৌবহর ঈজিনাবাসীর সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই ওরা ওদের কথা রক্ষা করতে পারলো না। ওরা কোরিন্থীয়ানদের অনুরোধ করেছিলো জাহাজ

দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু জাহাজ আসতে সময় লেগে যায় এবং ইত্যবসরে ওদের গোটা প্রয়াসটি ভণ্ডুল হয়ে পড়ে। সে সময়ে কোরিন্থীয়ানদের সঙ্গে এথেন্সের সম্পর্ক ছিলো হৃদ্যতম। তাই এথেনীয়ানরা জাহাজের জন্য অনুরোধ করলে ওরা কুড়িটি জাহাজ ওদের ব্যবহারের জন্য অর্পণ করে। অবশ্য এর জন্য জাহাজ-প্রতি পাঁচ 'দ্রাগমা' দিতে হবে (কারণ জাহাজ দান করা ছিলো বেআইনী)। এইগুলিসহ এবং তাদের নিজেদের সেযব জাহাজ ছিলো সেগুলি নিয়ে তারা মোটমাট ৭০টি জাহাজের এক নৌবহর তৈরি করে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঈজিনা পৌছায়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ঈজিনা পৌছতে একদিন দেরি হয়ে গেলো।

যে মুহূর্তে নিকোদ্রমাস জানতে পেলেন, এথেনীয়ানরা যে সময় এসে পৌছবে বলেছিলো সে সময় এসে পৌছায়নি, তখনি তিনি ঈজিনার আরো কিছু লোককে নিয়ে কটি নৌকায় করে দ্বীপ থেকে পালিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে এথেনীয়ানরা এ লোকগুলিকে সুনিয়ামে বসত করার অনুমতি দেয় এবং ওরা ঈজিনায় ওদের দেশবাসীদের উপর অতর্কিত হামলা করার জন্য এ স্থানটিকে তাঁদের ঘাঁটি করে তোলে।

তাহলে, এভাবেই ঈজিনার ভূস্বামীরা নিকোদ্রমাসের নেতৃত্বে পরিচালিত সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেয়। সাফল্যলাভের পর ওরা কিছু সংখ্যক বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে তারা একটা ধর্মদ্রোহের কাজ করে বসে যা, মুছে ফেলার জন্য ওদের সকল চষ্টা সত্ত্বেও ওদের বিবেকের উপর একটা অনপনেয় কলঙ্কের মতো টিকে রইলো। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি-তে কোনো কাজ হলো না, এবং অপমানিতা দেবীর অনুগ্রহ নতুন করে ফিরে পাওয়ার পূর্বেই ওদের বসত ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। ব্যাপারটি ঘটেছিলো এই রকম : ৭০০ বন্দিকে যখন বধ করার ব্যবস্থা পুরো হয়েছে ঠিক সেই সময়ে একজন বন্দি ছুটে যায়। সে তখন আশ্রয়ের জন্য বিধানকর্তা দেমিতারের মন্দিরের দরোজার দিকে ধাবিত হয় এবং দুহাত দিয়ে দরোজার হাতল শক্ত ক'রে ধরে রাখে। তাঁকে যারা অনুসরণ করছিলো তারা বহু চেষ্টা করলো তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু যখন ওরা দেখলো যে, কিছুতেই ওর হাতের মুষ্টি হাতল থেকে আলগা করতে পারছেনা তখন ওরা ওর দুটি হাতই কেটে ফেলে এবং ওভাবেই হাতল ধরে ঝুলে থাকা অবস্থায় হাত দুটি রেখে ওরা লোকটিকে নিয়ে সরে পড়ে।

ঈজিনাতে কেবল যে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষ ছিলো তা নয়। এথেনীয়ানদের সাথেও মোকাবেলা করার প্রশ্ন ছিলো। এথেনীয়ানরা যখন এসে পৌছলো তখন ঈজিনার ৭০টি জাহাজ ওদের মোকাবেলা করে। কিন্তু ওরা পরাজিত হয়। এরপর ঈজিনার পুরনো মিত্র আর্গাসের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু আর্গাসীরা এবার সাহায্য পাঠাতে রাজি হলো না — ওরা যুক্তি দেখালো, ক্লিওমেনিস ঈজিনার কয়েকটি জাহাজ দখল করে নিয়েছেন। এই জাহাজগুলি এখন আর্গাসিদের বিভিন্ন বন্দরে অবস্থান করছে এবং জাহাজগুলির নাবিকরা স্পার্টানদের সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়েছে। আর্গাসের উপর এই আক্রমণে স্পার্টানদের সাথে নিকটেনীয়ান জাহাজের লোকেরা এসে যোগ দেয় এবং আর্গাসীরা অপরাধী প্রত্যেকটি দলের উপর ৫০০ ট্যালেন্ট করে মোট ১,০০০ ট্যালেন্ট

জরিমানা ধার্য করে। সিকাইওনের লোকেরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১০০ ট্যালেন্ট দিতে রাজি হয়; কিন্তু তাতে ঈজিনার লোকেরা রাজি হলো না — কোনো রকম ত্রুটি স্বীকার করে নিজেদের ওরা অপমানিত করতে সম্মত হলো না। এ কারণে, বর্তমান ক্ষেত্রে আর্গোসীরা সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। সরকারিভাবে একজন লোককেও পাঠানো হলো না, যদিও প্রায় ১০০০ লোক স্বেচ্ছায় ওদের সাহায্য করতে রাজি হলো; ওরা ইউরিবাতেস নামক একজন লোকের সেনাপতিত্বে ঈজিনা গিয়ে পৌছায়। এই ইউরিবাতেসকে পেনটামলন–এর* জন্য তালিম দেয়া হয়েছিলো। ঈজিনায় এইসব স্বেচ্ছাসেবীর প্রায় সকলকেই এথেনীয়ানরা হত্যা করে। ওদের সেনাপতি ইউরিবাতেস কয়েকজন শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি কয়েকটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রথম তিনটিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে হত্যা করেন। কিন্তু চতুর্থবার লড়তে গিয়ে তিনি ডিসিলি–এর সুপানেসের হাতে নিজেই নিহত হন।

পরে ঈজিনাবাসীরা এথেনীয়ান নৌবহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে ওদের হারিয়ে দেয়। নাবিক এবং মাঝিমাল্লাসহ এথেনীয়ানদের চারটি জাহাজ ওদের হস্তগত হয়।

এথেন্স এবং ঈজিনা যখন একে অপরের গলায় ছুরি হানছে তখন পারস্যের রাজা তাঁর পরিকল্পনাকে পূর্ণরূপ দিতে ব্যস্ত। 'এথেন্সের কথা মনে রাখুন' — এ কথাগুলি বারবার তাঁর কানে উচ্চারণ করতে তাঁর ভৃত্য মুহূর্তের জন্যও ভুললো না। পিসিসত্রাতিদাইরা ওদের প্রাচীন দেশের উপর ন্যক্কারজনক আক্রমণ করে ইরানের রাজাকে এ কথা মুহূর্তের জন্য ভুলতে দিলো না। তা ছাড়া, তিনি নিজেই গ্রীসের উপর হামলা করার এবং যেসব গ্রীক সম্প্রদায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো তাদের ক্ষমতা খর্ব করার অজুহাত খুঁজছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী অভিযান ব্যর্থ হয়েছিলো বলে তিনি সেনাপতি মার্দোনিয়াসকে অপসারণ করেন এবং অন্য কয়েকজন জেনারেলকে নিয়োগ করেন। ওদের তিনি ইরিত্রিয়া এবং এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন — এই তাঁর ইচ্ছা। এ দুই সেনাপতি ছিলেন — মিডীয় বংশের দাতিস এবং দারায়ূসের আপন ভাগিনেয় আর্তফার্নেস (তাঁর পিতার নামও ছিলো একই)। রাজা ওদের আদেশ করলেন 'এথেন্স এবং ইরিত্রিয়া দখল করে ওদের গোলাম বানাও এবং বন্দি গোলামদের আমার সামনে এনে হাজির করো।'

নতুন সেনাপতিরা দরবার ত্যাগ করলেন এবং একটি শক্তিশালী ও সুসজ্জিত ফৌজ নিয়ে সিলিসিয়ার অলিয়ান প্রান্তরের দিকে রওয়ানা করলেন। এখানে এসে ওরা থামলেন এবং ওদের সাথে এসে যোগ দিলো নৌবহর। এই নৌবহরের মধ্যে ছিলো সকল জাহাজ এবং লোকজন, যাঁদের যোগান দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরাধীন জাতি আদিষ্ট হয়েছিলো। সে সব যানবাহনও তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিলো যেগুলি তিনি আগের বছর তাঁর করদ রাজ্যগুলির কাছে চেয়েছিলেন। ঘোড়াগুলিকে উঠানো হলো যানবাহনের উপর এবং সিপাহীরা উঠলো যুদ্ধ জাহাজে, আর এভাবে আইয়োনিয়ার দিকে যাত্রা শুরু হলো।

---

* পাঁচটি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা — ১) কুস্তি, ২) ডিস্ক নিক্ষেপ, ৩) বর্শা নিক্ষেপ, ৪) লম্ফ ও ৫) দৌড়।

ছয় শ নৌযান নিয়ে গঠিত এ নৌবহর আইয়োনিয়া পৌঁছানোর পর হেলসেপোন্ট এবং থ্রেসের উপকূলভাগ অনুসরণ না করে স্যামোস থেকে পশ্চিমমুখী রওয়ানা করে এবং আইকেরিয়ার পাশ ঘেঁষে ঈজীয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে আসতে থাকে। কারণ সম্ভবত এই ছিলো যে, এথোস পরিক্রমণ করে যে রাস্তাটি গেছে সেটি সম্পর্কে সেনাপতিদের মনে একটি আতঙ্ক ছিলো — কেননা আগের বছর ঐ রাস্তায় পরিক্রমণকালে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেছিলো। আরো যে একটি কারণে তারা এ নতুন পথ অলবম্বন করতে বাধ্য হয়-তা এই যে, তারা আগে ন্যাকসস দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলো — আর এই ন্যাকসস দখল ছিলো বর্তমান যুদ্ধে তাদের প্রথম লক্ষ্য। আইকেরিয়ার দ্বীপ থেকে ন্যাকসস দ্বীপে পৌঁছলে ন্যাকসসবাসীরা কোনো বাধাই দিলোনা। বরং ইতিপূর্বে যা ঘটেছিলো তা স্মরণ করে ওরা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলো। পারস্য-ফৌজ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করে ওদের গোলাম করে নিলো এবং রাজধানী, নগর, শহর, মন্দির এবং সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো। এরপর অন্যান্য দ্বীপ আক্রমণ করার জন্য আবার তারা সমুদ্র যাত্রা করলো।

পারস্য ফৌজ যখন এভাবে ব্যস্ত রয়েছে সে সময়ে ডেলোসের অধিবাসীরা তাদের দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলো টেনোস। সমুদ্রের দিক থেকে যখন পারস্য নৌবহর আসছিলো তখন দাতিস ওদের আগে আগে আসছিলেন জাহাজে ক'রে। তিনি ফরমান জারি করলেন, জাহাজগুলি যেন ডেলোসে নোঙর না ফেলে ঠিক বিপরীত দিকে ড়িনিয়-তে নোঙর করে। এরপর তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন ডেলোসের লোকগুলি কোথায় আছে এবং ওদের নিম্নলিখিত ভাষায় এক বার্তা পাঠালেন ঃ

"মহাশয়গণ, আমার সম্পর্কে আপনারা কি অদ্ভুত ধারণা করছেন যে, নিজেদের পবিত্র গৃহ ছেড়ে আপনারা পালাচ্ছেন। এমন আক্কেল আমার নিশ্চয়ই যথেষ্ট আছে যে, রাজার আদেশ ছাড়া, এপোলো এবং আর্টেমিস যে দ্বীপে জন্মেছেন তার উপর আক্রমণ করা আমার উচিত নয় — এর জমি কিংবা মানুষের কোনো ক্ষতি আমি করতে পারিনা। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের দ্বীপে নিজনিজ ঘরবাড়তে ফিরে আসুন; এ দ্বীপ তো আপনাদেরই।"

দাতিস এ বার্তা পাঠানোর পর বেদির উপর তিনশ' ট্যালেন্ট ওজনের ধূপ-ধুনা স্তূপীকৃত করে অর্ঘ্য হিসাবে তা আগুন দিয়ে পোড়ালেন। এরপর তিনি ডেলোস ছেড়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইরিত্রিয়া রওয়ানা করলেন; আইয়োনিয়া এবং ঈওলিয়ার কিছু লোক নিলেন সঙ্গে।

ট্যালসবাসীরা বলে, দাতিস চলে যাবার পর ডেলোসে এক ভূমিকম্প হয়। ঐ দ্বীপে এই-ই নাকি প্রথম এবং শেষ ভূমিকম্প। খুবই সম্ভব যে, মানুষের সম্মুখে যে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছিলো সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যই আল্লাহর ইচ্ছায় এ ভূমিকম্প হয়। কারণ, একথা খুবই সত্য যে, হিসতাসপিসের পুত্র দারায়ূস, দারায়ূসের পুত্র যার্কসেস এবং তার প্রপৌত্র অর্থযার্কসেস* এই তিন জনের রাজত্বকাল নিয়ে গঠিত

* দারায়ূস্ মানে কর্মী শ্রমিক, জার্কসেস মানে যোদ্ধা, অর্থজার্কসেস মানে মহাযোদ্ধা।

তিনপুরুষের মধ্যে গ্রীসে যতো বিপদাপদ হয়েছে দারায়ুসের জন্মের পূর্বে ছয় শ' বছরের মধ্যেও এতো বিপদাপদ কখনো গ্রীসে ঘটেনি। অংশত পারস্যের যুদ্ধবিগ্রহ এবং অংশত প্রভুত্ব অর্জনের জন্য তাঁর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের কারণেই গ্রীসে এসব বিপর্যয় ঘটেছিলো। তাছাড়া, একটি দৈববাণীও ছিলো — "ডেলোসকেও আমি প্রকম্পিত করবো, যদিও তা এর আগে প্রকম্পিত হয়নি কখনো।"

ডেলোস থেকে সমুদ্রপথে পারস্যবাহিনী অগ্রসর হলো অন্যান্য দ্বীপ পরিক্রমণ করতে করতে। প্রত্যেক দ্বীপে তাঁরা থামলো, জোর করে সৈন্য সংগ্রহ করলো এবং দ্বীপবাসীদের ছেলেমেয়েদের নিলো জিম্মি হিসাবে। তারা ক্যারিসতাস দ্বীপে অবতরণ করলো। কিন্তু এ দ্বীপের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী এথেন্স এবং ইরিত্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোক সরবরাহে রাজি হলো না; জিম্মি হিসাবেও কাউকে দিলো না। এতে পারস্য ফৌজ ক্রুদ্ধ হয়ে শহরটি অবরোধ করে এবং শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফসল ধ্বংস করে দেয়। ফলে ক্যারিস্তীয়ানরা পারস্য-ফৌজের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলো।

ইরিত্রিয়াতে রণসম্ভারসহ পারস্য ফৌজের আগমনের খবরের প্রতিক্রিয়া হলো ভিন্নঃ এখানকার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই এথেন্সের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। তাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখান করা হলো না। ক্যালসিদাইসের অধিকতর বিত্তশালী ভূস্বামীদের জমিদারিতে যেসব লোকের বসতি স্থাপন করা হয়েছে এথেনীয়ানরা তাদের মধ্য থেকে চার হাজার লোককে ওদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে। সে যাই হোক, এথেন্সের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও ইরিত্রিয়াতে ব্যাপার-স্যাপার খুব সুস্থ ছিলো না। ওদের মধ্যে দৃঢ় কোনো প্রতিজ্ঞা দেখা গেলো না। নানা জন নানা পরামর্শ দিতে লাগলো। একদল শহর ছেড়ে ইউভীয়ান পাহাড়ে আশ্রয় নেয়ার প্রস্তাব দিলো — অন্যদল তৈরি ছিলো পারস্যের অর্থের বিনিময়ে দেশটিকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে। দ্বিতীয় দলটির লক্ষ্য ছিলো একটা সুযোগের দিকে। ইরিত্রিয়ার নেতৃস্থানীয় লোকদের একজন ছিলেন নথন। তাঁর পুত্র ঈশখিনেস যখন জানতে পেলেন কি ঘটতে যাচ্ছে, তিনি তৎক্ষনাৎ তা মোকাবেলার জন্য তৈরি হলেন। যেসব এথেনীয়ান এরি মধ্যে এসে পৌঁছেছিলো তাদের তিনি সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, ওরা যেন আসন্ন বিপদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ার পূর্বেই আবার ওদের দেশে ফিরে যায়। ওরা ঈশখিনেসের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওরোপাস চলে যায়।

ইতিমেধ্য পারস্য-নৌবহর তামাইনি, খিরী এবং ইজিলিয়াতে এসে নোঙর করে। এ তিনটি স্থানই ইরিত্রিয়ায় পড়েছে। দেরি না করে যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে তীরে নামানো হলো এবং হামলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। ইরিত্রিয়ানরা প্রকাশ্যে আসন্ন আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য তাদের ডিফেন্স ঘাঁটিগুলি ত্যাগ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলো না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো — সম্ভব হলে নগর প্রাচীরগুলি রক্ষা করা; নিজেদের মধ্যে ওদের প্রস্তাব ছিলো শহরটি শত্রুকবলিত হলেও তা কিছুতেই ত্যাগ করা যাবেন না।

শিগগিরই আক্রমণ শুরু হলো — প্রচণ্ডভাবে ছয়দিন যুদ্ধ চললো এবং দুপক্ষেরই অনেক সৈন্য-সামন্ত হতাহত হলো। তারপর, সপ্তম দিবসে ইরিত্রিয়ার দুজন সুপরিচিত

লোক আলসিমেকাসের পুত্র ইউফরবাস এবং সাইনিসের পুত্র ফিলোগ্রাস বিশ্বাসঘাতকতা করে শহরটিকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়। পারস্য-ফৌজ নগরে ঢুকে দারায়ূসের হুকুম মোতাবেক মন্দিরগুলি লুঠতরাজ করে খালি করে, সার্দিসের মন্দির পোড়ানোর বদলাস্বরূপ সেগুলিকে পুড়িয়ে ভস্ম করে এবং ওখানকার সকল বাসিন্দাকে বন্দি করে নিয়ে যায়।

ইরিত্রিয়ার ধ্বংস-সাধনের কদিন পরেই পারস্য নৌবহর আতিকার উদ্দেশ্যে পাল তোলে। আরোহী প্রত্যেকে তখন ভীষণ উৎফুল্ল এবং তাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে, শিগগিরই তারা এথেন্সকেও একই ধরণের শাস্তি দেবে।

ইরিত্রিয়ার নিকটতম আতিকা অঞ্চল — এবং অশ্বারোহীবাহিনীর ম্যানুভারের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত জায়গা — ছিলো ম্যারাথনই। তাই হিপ্পিয়াস ম্যারাথনের উদ্দেশ্যে তাঁর আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করলেন এবং এথেনীয়ানরা এ খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ছুটে এলো তাদের মোকাবেলা করার জন্য।

এথেনীয়ান বাহিনীর কমাণ্ডে ছিলেন দশজন জেনারেল। ওদের মধ্যে দশম ছিলেন মিলতিয়াদেস। মিলতিয়াদেসের পিতা এবং স্তেসাগোরাসের পুত্র সাইমনকে এথেন্স থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন হিপ্পোক্রেটিসের পুত্র পিসিসত্রাতুস। নির্বাসনে থাকাকালে সৌভাগ্যক্রমে তিনি অলিম্পিয়ায় রথ চালনার বাজিতে জয়ী হন এবং এভাবে তাঁর সৎ-ভাই মিলতিয়াদেসের মতোই একই খ্যাতির অধিকারী হন। পরবর্তী বছরের খেলাগুলিতেও তিনি তাঁর পুরনো ঘোড়াগুলি নিয়েই আবার বিজয়ী হন। কিন্তু এবার তিনি পিসিসত্রাতুসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার সুযোগ দিলেন; এবং তাঁকে বিজয়ী হিসাবে ঘোষিত হতে দেয়ার জন্য এথেন্সে নিরাপদে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হলো। এরপরে আরো একবার অলিম্পিক খেলায় তিনি তাঁর এই চারটি ঘোড়া নিয়ে তৃতীয়বারের মতো জয়ী হন। কিছুদিন পর পিসিসত্রাতুস মারা গেলে, পিসিসত্রাতুসের ছেলেরা সাইমনকে হত্যা করে, ওরা রাতের বেলা কাউন্সিল ভবনের কাছে ওঁৎ পেতে থেকে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করার জন্য কয়েকজন লোককে মোতায়েন করেছিলো। এথেন্সের বাইরে যে জায়গাটিকে সাঙ্ক-রোড* বলা হয় সেখানে তাঁকে কবর দেয়া হলো। এবং যে চারটি ঘোড়া রথ-প্রতিযোগিতায় তিনবার তাঁর সাফল্য এনে দিয়েছিলো সেগুলিকে তাঁর বিপরীত দিকে সমাধিস্থ করা হয়। এর আগে এ রকমের তিন তিন বার বিজয় মাত্র একবারই সম্ভব হয়েছিলো চারঘোড়ার একই টিমের সাহায্যে; এই ঘোড়াগুলি ছিলো লেকোনিয়ার ইউয়াগোরাসের। তবে এ ধরনের আর কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সাইমনের মৃত্যুকালে তাঁর দু'পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্তেসাগোরাস তাঁর পিতৃব্য মিলতিয়াদিসের সঙ্গে বাস করছিলেন খির্সোনিসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র, যার নামকরণ করা হয়েছিলো মিলতিয়াদেস, (খির্সোনিসে বসত প্রতিষ্ঠাতা মিলতিয়াদেসের নামানুসারে) তিনি তখন বাস করছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে।

---

* Sunk Road

এই মিলতিয়াদেসই তখন এথেনীয়ান বাহিনীর সেনাপতিত্ব করছিলেন। সম্প্রতি তিনি খির্সোনিস থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। দু'দুবার তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখে এসে পড়েছিলেন — একবার, যখন ফিনিসীয়ানরা তাঁকে ধরে দারায়ুসের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাড়া করেছিলো ইমব্রোস পর্যন্ত; দ্বিতীয়বার যখন তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ভাবছিলেন তিনি গৃহের নিরাপত্তায় ফিরে এসেছেন, ঠিক সেই সময়ে দেখতে পেলেন শত্রুরা তাঁর জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে; তাঁকে ওরা নিয়ে আদালতে আসামি হিসাবে হাজির করলো খির্সোনিসে — তিনি যে সংবিধানবিরোধী স্বৈরশাসন চালিয়েছিলেন তার বিচারের জন্য। কিন্তু এ সময়ও তাঁকে গ্রেফতার করা হলো না এবং বিচারের পর জনতার ভোটে তাঁকে সেনাপতি নিয়োগ করা হলো।

ওরা নগরী ত্যাগ করার আগে স্পার্টায় একটি বার্তা পাঠায়। দূতটি ছিলো একজন এথেনীয়ান; তার নাম ছিলো ফিদিপ্পিদেস। সে একজন সুশিক্ষিত রানার ছিলো। তখন পর্যন্ত সে রানারের কাজেই নিয়োজিত ছিলো। ফিরে এসে এথেনীয়ানদের কাছে সে যে বিবরণ দেয় তাতে জানা যায়, তেগীর উপরে, পার্থেনিয়াম পর্বতে দেবতা প্যানের সাথে ফিদিপ্পিদেসের দেখা হয়। সে বললো — দেবতা প্যান নাকি তাকে নাম ধরে ডেকেছে এবং এথেনীয়ানদের প্রতি প্যান বন্ধুসুলভ আচরণ করলেও, অতীতে বারবার ওদের সাহায্য করলে এবং ভবিষ্যতে তাদের সাহায্য করবে একথা জেনেও এথেনীয়ানরা তাকে কেন স্মরণ করছে না। ফিদিপ্পিদেসের এ কাহিনী এথেনীয়ানরা বিশ্বাস করেছিলো; তাই আবার যখন ওরা বিপর্যয়ে পড়লো তখন ওরা এক্রোপলিসের নিচে প্যান দেবতার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করে। ওরা যে বছর এ বার্তাটি পেলো তখন থেকে প্রতি বছরই ওরা একটি উৎসব পালন করে আসছে প্যান দেবের আশ্রয় পাবার আশায়। এই উৎসবের সময় ওরা বলি দেয় এবং মশাল নিয়ে দৌড়ায়।

আমি যে সময়ের কথা বলছি — অর্থাৎ যখন ফিদিপ্পিদেসকে এথেনীয়ান সেনাপতিরা বার্তাসহ পাঠিয়েছিলো এবং প্যানের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বলে সে বলেছিলো — সে সময়ে যেদিন এথেন্স ত্যাগ করে যায় তার পরদিনই স্পার্টায় গিয়ে পৌঁছায়। গিয়েই সে বার্তাটি স্পার্টায় সরকারের কাছে অর্পণ করে।

বার্তাটিতে ছিলো — "হে স্পার্টার অধিবাসীরা, এথেনীয়ানরা তোমাদের কাছে সাহায্য চাইছে — এক বিদেশী আক্রমণকারী কর্তৃক গ্রীসের প্রাচীনতম শহরটি যখন ধ্বংস হতে চলেছে এবং দাসে পরিণত হতে যাচ্ছে তখন তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। এর মধ্যেই ইরিত্রিয়াকে ধ্বংস করা হয়েছে, তার অধিবাসীরা শৃঙ্খলিত হয়েছে এবং গ্রীস তার একটি চমৎকার শহর হারিয়ে হয়েছে দুর্বল।" স্পার্টার অধিবাসীরা যদিও এ আবেদনে বিচলিত হলো এবং এথেন্সে সাহায্য পাঠানোর জন্য ছিলো আগ্রহী, তবু তারা সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য পাঠাতে পারলো না, কারণ তারা তাদের নিজেদের আইন ভঙ্গ করতে রাজি ছিলো না। সেটি ছিলো মাসের নবম দিন। ওরা বললো — চাঁদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওরা ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারবে না। কাজেই, ওরা পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো; ইত্যবসরে পিসিসত্রাতুসের পুত্র হিপ্পিয়াস পারস্যবাহিনীকে ম্যারাথনের দিকে নিয়ে গেলেন।

আগের রাতে হিপ্পিয়াস স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মনে হলো এ স্বপ্নের অর্থ হলো — তিনি এথেন্স ফিরে যাবেন, তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করবেন এবং স্বগৃহে বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর প্রথম ব্যাখ্যা সম্পর্কে এটুকুই বলা যায়। পরদিন তিনি যখন হানাদারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ইরিত্রিয়ার বন্দিদের ঈজিলিয়ার উপকূলভাগে নামিয়ে দিলেন। এ দ্বীপটি ছিলো স্তাইরা শহরের অধিকারভুক্ত। কেবল তাই নয়, তিনি নৌবহরটিকে নিয়ে গেলেন ম্যারাথনে নোঙর করতে, এবং জাহাজ থেকে নামবার পরই তিনি সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করলেন। তিনি যখন এসব ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত তখন হঠাৎ তাঁর অস্বাভাবিক রকমের এক প্রচণ্ড হাঁচি আর কাশি শুরু হয়ে গেলো। যেহেতু তিনি ছিলেন বয়সে অনেকখানি বুড়ো এবং তার বেশিরভাগ দাঁতই শিথিল হয়ে পড়েছিলো তাই কাশতে কাশতে তার একটি দাঁত মুখ থেকে খসে বাইরে পড়ে যায়। দাঁতটি গিয়ে পড়লো বালির উপর। তিনি সেটি খুঁজে বার করতে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোথাও তা পেলেন না। হিপ্পিয়াস তখন তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ "এদেশ আমাদের দেশ নয়। কখনো আমরা এদেশ জয় করতে সক্ষম হবো না। এদেশে আমার যে অংশ আছে তা কেবল সেটুকুই যা আমার দখলে রয়েছে।" কাজেই তাঁকে তাঁর মত বদলাতে হলো এবং স্বপ্নের অর্থ এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো।

এথেনীয়ান ফৌজকে যুদ্ধের জন্য ব্যুহের আকারে বিন্যাস করা হলো — হিরাক্লিসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি ভূমিখণ্ডে। সেখানে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলো প্লাতীআনরা। ওরা ওদের মধ্যেকার সকল পুরুষকে নিয়ে এসেছিলো ওদের সাহায্যে। এর কিছুকাল আগে প্লাতীআবাসীরা এথেনীয়ানদের অধীনতা স্বীকার করেছিলো। এথেনীয়ানরাও ইতিমধ্যে কয়েকবার প্লাতীআকে সাহায্য করেছে এবং খুব বিপদের সময় সে সাহায্য দিয়েছে। ব্যাপারটি ঘটেছিলো এভাবে ঃ প্লাতীআর উপর থিবিস খুব চাপ দিচ্ছিলো; প্লাতীয়ানরা যখন জানতে পেলো এনাক্সান্দ্রিদেসের পুত্র ক্লিওমেনিস স্পার্টার এক বাহিনী নিয়ে নিকটেই রয়েছেন, তখন ওরা প্রথমে স্থির করলো — স্পার্টার নিকট ওরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু স্পার্টার ফৌজ সে অফার প্রত্যাখান করলো। ওদের যুক্তি ছিলো এরূপ ঃ "আমাদের দুদেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি, আমাদের সঙ্গে মৈত্রী তোমাদের জন্য কেবল এক নিরুত্তাপ সান্ত্বনার বিষয় হবে। তোমরা যে-বিপদে আছো, আমাদের কেউ একথা শোনার আগেই তোমাদের যখন তখন অন্যরা বন্দি করে নিয়ে গোলাম বানিয়ে ফেলতে পারে। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে — তোমরা এথেন্সের নিকট আত্মসমর্পণ করো — এথেন্স তোমাদের প্রতিবেশী এবং এথেন্সের সাহায্য কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।"

প্লাতীআর প্রতি সদিচ্ছা এই পরামর্শের উৎস ছিলো না। এর একমাত্র কারণ ছিলো — বুইওশীয়ার সঙ্গে এথেন্সকে ঝগড়া-বিবাদে জড়িত করার জন্য স্পার্টার অভিসন্ধি। তা সত্ত্বেও পরামর্শটি গৃহীত হলো ঃ এথেনীয়ানরা যখন দ্বাদশ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিচ্ছিলো সেই সময়ে প্লাতীআর প্রতিনিধিরা এসে বেদির কাছে আসন গ্রহণ করে তাদের একান্ত অনুরোধটি জানাবার অন্য। এমনি ক'রে আত্মসমর্পণের কাজটি সম্পূর্ণ হয়।

প্লাতীআর লোকেরা যা করেছে থিবীয়ানরা তা জানতে পেরে সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গেই ওদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করলো। এথেন্স থেকে সৈন্যবাহিনী ছুটে এলো তাদের প্রতিরক্ষার জন্য। যুদ্ধ যখন শুরু হতে যাচ্ছে — ঠিক সেসময়ে আশে-পাশে অবস্থানরত কোরিন্থীয়ানদের একটি দল মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে আসে। দুদলই তাদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সালিশের নিকট অর্পণ করে। ঝগড়ার মীমাংসা করা হলো এবং দুদেশের মধ্যে সীমান্ত স্থির করে দেয়া হলো। শর্ত এই থাকলো যে, বুইওশীয়ার এলাকায় বাস করে যে-সব লোক জাতে বুইওশীয়ান বলে নিজেদের গণ্য করতে চায় না তাদের কোনো ব্যাপারে থিবিস থেকে কখনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কেরিন্থীয়ানরা তাদের দেশের পথে রওয়ানা দেয়। এথেনীয়ানরাও তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছিলো — যখন বুইওশীয়ানরা তাদের উপর অতর্কিত হামলা করে বসে। এভাবে যে যুদ্ধ হলো তাতে এথেনীয়ানরা জয়ী হলো এবং বিজয়ের পরবর্তী ধাপ হিসেবে, কোরিন্থীয়ানরা প্লাতীআর জন্য যে সীমান্ত নির্ধারণ করেছিলো তা অতিক্রম করলো। আর একদিকে থিবিসের এলাকা এবং অন্যদিকে প্লাতীআ ও হাইসির অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে এসোপুস নদীকে নতুন করে সীমান্ত নির্দিষ্ট করলো। এ অবস্থায়ই প্লাতীআর লোকেরা বিনা শর্তে এথেনীয়ানদের হাতে নিজেদেরকে তুলে দেয়। এবং এ কারণেই ওরা ম্যারাথনে এথেন্সের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

এথেনীয়ান কমাণ্ডারদের মধ্যে নানা মত দেখা দিলো। কেউ কেউ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সাহস করলো না। তাদের যুক্তি ঃ এথেনীয়ান ফৌজ এতই ক্ষুদ্র যে তাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই; অন্যরা — এবং তাদের মধ্যে মিলতিয়াদেসও ছিলেন — যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিলো। একবার মনে হলো অধিকতর দুর্বলচেতা নীতিই গ্রহণ করা হবে। এবং আসলেও তাই করা হতো যদি না, মিলতিয়াদেস যুদ্ধের পক্ষে মত দিতেন। এ দশজন কমাণ্ডার ছাড়াও আরো একজন লোকের ভোট দেয়ার অধিকার ছিলো যাকে বলা হতো পোলমার্ক বা ওয়ার-আরখন — এই কর্মচারীটিকে এথেন্সে নিয়োগ করা হতো, ভোটের নয়, লটারির মাধ্যমে। এই পদটি তখন অলঙ্কৃত করছিলেন আফিদনের ক্যালিমেখাস (পূর্বে সামরিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সেনাপতিদের মতোই সমান ভোটদানের ক্ষমতা ছিলো এই কর্মচারীটির)। মিলতিয়াদেস এই ক্যালিমেখাসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ"ক্যালিমেখাস এথেন্সকে দাস বানাবেন কিংবা তাকে আযাদ করে দেবেন এবং ভাবী পুরুষের জন্য হার্মোডিয়াস ও এরিস্তোজিটন যা কখনো রেখে যেতে পারেন নি তার চাইতেও গৌরবজনক স্মৃতি রেখে যাবেন — এ এখন আপনারই হাতে। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কখনো আমরা, এথেনীয়ানরা, এরকম বিপদে পড়িনি। আমরা যদি পারস্যের হানাদারদের কাছে আত্মসমর্পণ করি হিপ্পিয়াসকে তাহলেই এথেন্সে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এবং এর ফলে যে ভয়ানক দুর্দশা নেমে আসবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কিন্তু আমরা যদি লড়ি এবং বিজয়ী হই, তাহলে আমাদের এই নগরীটি গ্রীসের সকল নগর ও বন্দরের মধ্যে একদিন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য অর্জন করবে। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন — এটি কেমন করে হতে পারে এবং সিদ্ধান্ত কি করে আপনার উপর নির্ভর করছে, আমি আপনাকে বলবো ঃ আমরা — সেনাপতিরা

— সংখ্যায় দশজন এবং আমাদের কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে আমরা একমত নই। আমাদের মধ্যে অর্ধেক যুদ্ধের পক্ষপাতী এবং অর্ধেক যুদ্ধের বিপক্ষে। আমি যদি লড়াই করতে অস্বীকার করি, আমার সন্দেহ নেই যে তার ফলে এথেন্সে উৎকট রাজনৈতিক বিরোধের সৃষ্টি হবে। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমাদের পারস্যের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের কারো মধ্যে এই পচন দেখা দেয়ার আগেই যদি আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, তাহলে, খোদা আমাদের সহায় হলে, আমরা যে কেবল যুদ্ধই করতে পারি তা নয়, আমরা জয়ীও হবো। সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। সবকিছুই নির্ভর করছে আপনার উপর। আমার পক্ষে ভোট দিন, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে, আজাদ হবে — হবে গ্রীসের রানী। কিন্তু যারা যুদ্ধের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আপনি যদি তাদের সমর্থন করেন তাহলে এই সুখ থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন — বরং তার বিপরীতটাই পাবেন।"

মিলতিয়াদেসের কথায় কাজ হলো। ওয়ার-আরখন ক্যালিমেখাস ভোট দিলেন মিলতিয়াদেসের পক্ষে এবং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সেনাপতিরা পরপর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন — প্রত্যেকে একদিন ক'রে। এবং যারা মিলতিয়াদেসের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা যখন তাদের পালা এলো তাদের দায়িত্ব অর্পণ করলেন মিলতিয়াদেসের নিকট। মিলতিয়াদেস ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি সেদিন না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন না যে দিন স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব তিনি পাবেন। সেই সময় যখন এলো, এথেনীয়ান ফৌজ অবস্থান নিয়ে দাঁড়ালো আসন্ন যুদ্ধের জন্য। ফৌজের ডান দিক কমাণ্ড করছিলেন ক্যালিমেখাস — কারণ, সে সময়ে এথেন্সে নিয়ম ছিলো, ওয়ার-আরখন ফৌজের ডান দিকের সেনাপতিত্ব করবেন — এরপরে দাঁড়াবে বিভিন্ন গোত্র, একটির পর আরেকটি, একটি নিরবচ্ছিন্ন সারিতে এবং সর্বশেষে, বাম কিনারে অবস্থান নিলো প্লাতীআ থেকে প্রেরিত বাহিনী। ম্যারাথনের এই যুদ্ধের সময় থেকেই, এথেনীয়ানরা যখনি ওদের চতুর্বার্ষিক উৎসবে বলি বা অর্ঘ্য দেয় তখনি ওরা এথেন্স এবং প্লাতীআর নাম একসঙ্গে ঘোষণা করে, খোদার আশীষ কামনা ক'রে।

যুদ্ধের আগে এথেনীয়ান ফৌজ সমাবেশের একটি ফল হলো মধ্যভাগের দুর্বলতা। সমগ্র পারস্য সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করার চেষ্টার ফলেই এথেনীয়ান ফৌজের মধ্যভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। ডান এবং বাম উভয় প্রান্তভাগই ছিলো শক্তিশালী কিন্তু মধ্যভাগের লাইন ছিলো ক্ষীণ। তাতে মাত্র অল্প কয়েকসারি যোদ্ধা দাঁড়িয়েছিলো — এক সারির পর আরেক সারি। সৈন্য সমাবেশের পর এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতিতে প্রাথমিক বলিদানের কাজ সারা হলে তাদের হুকুম দেয়া হলো অগ্রসর হবার জন্য এবং এথেনীয়ানরা ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলো শত্রুসেন্যের দিকে, যারা অবস্থান করছিলো এক মাইল দূরে। পারস্য-ফৌজ যখন দেখলো দ্বিগুণ বেগে শুরু হতে যাচ্ছে আক্রমণ তখন ওরা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ওদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হলো; কারণ, ওদের কাছে এরকম সামান্য এক ফৌজ নিয়ে আক্রমণের ঝুঁকি নেয়া এথেনীয়ানদের জন্য একটা আত্মঘাতি পাগলামি বলে মনে হলো — এবং তাও, এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে এবং অশ্বারোহী

এবং তীরন্দাজদের সমর্থন ছাড়াই। হ্যাঁ, ওরা এরকমই কল্পনা করেছিলো। তা সত্ত্বেও, এথেনীয়ান ফৌজ এগিয়ে এলো এবং গোটা লাইন বরাবর শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ করলো — এবং যেভাবে যুদ্ধ করলো যে তা ভুলবার নয়। আমি যদ্দুর জানি, গ্রীকদের মধ্যে ওরাই প্রথম ছুটতে ছুটতে আক্রমণ করে এবং পারস্যের পোশাক, এবং যারা সে পোশাক পরেছিলো তাদের দিকে দুঃসাহস করে তাকিয়েছিলো অপলক দৃষ্টিতে; কারণ ওদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো গ্রীকই 'পারসীয়ান' এ কথাটা উচ্চারণ মাত্রই ভয়ে কম্পমান হতো।

ম্যারাথনের যুদ্ধ দীর্ঘদিন চললো। মধ্যভাগ রক্ষণ করছিলো খোদ পারস্য-ফৌজ এবং সৈন্যরা। এখানটায় বিদেশাগত ফৌজদের জন্যই ছিলো সুবিধা। ওরা গ্রীকলাইন ভেদ করে পলাতকদের সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলো। কিন্তু এক প্রান্তভাগে এথেনীয়ান এবং অন্য প্রান্তভাগে প্লাতীআনরা বিজয়ী হলো। এভাবে, জয়লাভ করে ওরা পরাজিত পারস্য-ফৌজকে আত্মরক্ষা করার অবকাশ দেয় এবং এর পর দুই প্রান্ত সম্মিলিত ক'রে একটি মাত্র ইউনিট গঠন ক'রে ওরা পারস্য-ফৌজের দিকে মনোযোগী হয় এবং মধ্যভাগে যেসব পারস্য-ফৌজ ব্যুহ ভেদ করেছিলো তাদের মোকাবেলা করে। এবারেও ওরা বিজয়ী হলো। পর্যুদস্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে ওদের হত্যা করতে করতে ওরা গিয়ে পৌছলো সমুদ্রের কিনার পর্যন্ত। তারপর সমুদ্রে নেমে ওরা জাহাজগুলি দখল করলো। যুদ্ধের এই পর্যায়েই ওয়ার-আরখন ক্যালিমেখোস নিহত হলেন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে — এবং অন্য একজন সেনাপতি, থ্রেসিলাউসের পুত্র স্তেসিলাউসও নিহত হলেন। ইউফোয়িত্তয়েনের পুত্র সাইনেজিরাস যখন একটা জাহাজের গলুই ধরেছিলেন তখন কুড়ালের আঘাতে তার একটি হাত ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনিও মারা গেলেন — আরো বহু নামজাদা এথেনীয়ানের সঙ্গে। যাই হোক, এভাবে এথেনীয়ানরা সাতটি জাহাজ দখল করে নেয়। বাকি সবাই কোনো রকমে পালিয়ে গেলো। এবং জাহাজে যেসব পারসীয়ান ছিলো তারা, আগে ঈজিলিয়াতে রেখে আসছিলো ইরিত্রিয়ার বন্দিগণকে জাহাজে তুলে, সুনিয়াম ঘুরে এথেন্সের পথে রওয়ানা হলো, এই আশায় যে, এথেনীয়ান ফৌজের আগেই ওরা সেখানে পৌছে যাবে। এথেন্সে এই অভিযোগ করা হলো যে এ পদক্ষেপের জন্য আলস্কমিনাইদিরা পরামর্শ দিয়েছিলো। বলা হলো, ওরা গোপনে পারসীয়ানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে এবং ওরা যখন জাহাজে ছিলো তখন পারসীয়ানদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত হিসেবে একটি বর্ম তুলে ধরেছিলো।

পারস্য নৌবহর যখন সুনিয়াম ঘুরে এগুচ্ছিলো তখন এথেনীয়ানরা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে তাদের নগরী রক্ষা করার জন্য ছুটে আসে এবং পারসীয়ানরা পৌছানোর আগেই ওরা নগরে পৌছতে সক্ষম হয়। ঠিক যেমন ম্যারাথনে এথেনীয় ছাউনি ফেলেছিলো হিরাক্লিসের নামে উৎসর্গীকৃত একটি স্থানে, ঠিক তেমনিভাবে ওরা এখন ছাউনি ফেললো একই দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত একটি স্থান সাইনোসার্জেসে। পারস্য নৌবহর এখানে পৌছানোর পর, তখনকার দিনের এথেন্সের প্রধান সমুদ্রবন্দর

ফেলিরামের অদূরে কিছু সময়ের জন্য নোঙর ফেলে এবং পরে এশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে।

ম্যারাথনের যুদ্ধে প্রায় ছয় হাজার চার শ' পারস্য সৈন্য নিহত হয়। এথেনীয়ান পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিলো একশ' বিরান্নব্বই। যুদ্ধ চলাকালে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে। জনৈক এথেনীয়ান সৈনিক, ফিউফাগোরাসের পুত্র ইপিজেলাস তুমুল যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে যখন প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছিলো তখন হঠাৎ তার দুটি চোখই অন্ধ হয়ে যায়, যদিও কোনো কিছুই তার শরীরে কোথাও স্পর্শ করেনি — না তরবারি, না বর্শা, না কোনো মিসাইল। তখন থেকে সে যতোদিন বেঁচে ছিলো, ততোদিন সে অন্ধই ছিলো। আমি শুনেছি, তার কি ঘটেছিলো এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বলতো — তার মনে হয়েছিলো ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভীষণ দীর্ঘদেহী এক মানুষ তার মোকাবেলা করেছে — লোকটি এতো দীর্ঘ ছিলো যে, তার চিবুকের ছায়া পড়ে ওর বর্ম আঁধার হয়ে উঠছিলো; কিন্তু ছায়ামূর্তিটি তাকে অতিক্রম করে চলে যায় এবং যাবার সময় তার পাশের লোকটিকে হত্যা করে যায়।

দেতিস যখন তার বাহিনী নিয়ে এশিয়া ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মাইকোনাসে থামেন এবং সেখানে একটি স্বপ্ন দেখেন। কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তা লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জাহাজগুলি তল্লাসি করে দেখবার হুকুম দেন এবং এই তল্লাসির ফলে ফিনিসিয়ার একটি জাহাজে সোনায় মোড়া এপোলোর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হলো। তিনি জানতে চাইলেন, মূর্তিটি কোত্থেকে অপহরণ করা হয়েছে। যখন জানতে পারলেন মূর্তিটি কোন মন্দির থেকে অপহরণ করা হয়েছে তখন তিনি নিজের জাহাজে করে ডেলোসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। ডেলোসের লোকেরা ততদিনে দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই তিনি মূর্তিটি সযত্নে রক্ষা করার জন্য ওদের মন্দিরে স্থাপন করলেন এবং দ্বীপবাসিদের নির্দেশ দিলেন — ক্যালকিসের বিপরীত দিকে থিবিসের এলাকাভুক্ত ডেলিয়াম নামক একটি স্থানে এটি নিয়ে যাবার জন্য। এরপর দেতিস দ্বীপটি ত্যাগ করলেন। কিন্তু ডেলীয়ানরা তার নির্দেশ অমান্য করলো এবং মূর্তিটি সেখানে স্থাপন করলো না। একজন দৈবজ্ঞের পরামর্শমত সেই মূর্তিটি বিশ বছর পরে থিবিসের লোকেরাই ডেলিয়ামে আবার নিয়ে আসে।

এশিয়ায় পৌঁছানোর পর দেতিস এবং অর্তফার্নেস, ইরিত্রিয়ায় যেসব লোককে বন্দি করা হয়েছিলো তাদের দেশের অভ্যন্তরে সুসায় নিয়ে গেলেন। ওরা বন্দি হবার আগেও, দারায়ূস ইরিত্রিয়ানদের বিরুদ্ধে অতিশয় বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কারণ কোনোরকম উস্কানি ছাড়াই ওরা তাকে আঘাত দিয়েছিলো। তাদের এখন পরাজিত অবস্থায় তার সামনে আনতে দেখে এবং ওরা তার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে একথা বুঝতে পেরে তার রাগ চলে গেলো। তিনি আর তাদের কোনো ক্ষতি করলেন না, বরং তাদের সুসা থেকে প্রায় ২৬ মাইল দূরে, সিসমিয়ায় অবস্থিত তার নিজস্ব জায়গা আর্দেরিক্কাতে স্থায়ীভাবে বসালেন। আর্দেরিক্কা থেকে ৫ মাইল দূরে রয়েছে সেই কূপটি, যা থেকে পাওয়া যায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বিটুমেন, লবণ এবং তেল। এগুলি সংগৃহীত হয় নিম্নবর্ণিত পন্থায় ঃ

যে যন্ত্রটি দিয়ে তরল পদার্থ তোলা হয় সেটি হচ্ছে একটি লম্বা গোলাকৃতি দণ্ড, যা পাল্লার ডাণ্ডির মতো সমান্তরালভাবে স্থাপিত রয়েছে খাড়াভাবে পোতা আরেকটা দণ্ডের উপর; বালতির পরিবর্তে আধখানি মশক এক প্রান্তে একটা দড়িতে বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং এর সাহায্যে ওরা মশকটি ডুবিয়ে তলদেশ থেকে ঐসব জিনিস তোলে এক একটি পুকুরে তা ঢালে। পুকুরটি থেকে তা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আরেকটি আধারে — যার ফলে তিনটি জিনিস বিটুমেন, লবণ ও তেল আলাদা হয়ে পড়ে ঃ বিটুমেন এবং লবণ সঙ্গে সঙ্গে জমে যায়। ফার্সী ভাষায় তেল বুঝাতে* রাদিনাসে* শব্দটি ব্যবহৃত হয়; এর রং খুবই গাঢ় এবং গন্ধ তীব্র, খুবই উগ্র। তাহলে এখানে, অর্থাৎ আর্দেরিক্কাতেই ইরিত্রিয়ানদের দেয়া হলো তাদের নতুন বসতি। আমার সময়কাল পর্যন্ত ওরা ওখানে বাস করে আসছে এবং এখনো ওরা ওদের আদি ভাষায়ই কথা বলে।

পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করে দু'হাজার স্পার্টান এথেন্সের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। পাছে দেরি না হয়ে পড়ে এজন্য তারা এতো উদ্বিগ্ন ছিলো যে স্পার্টা ছেড়ে আসার তৃতীয় দিবসেই ওরা আতিকায় পৌঁছে গিয়েছিলো। অবশ্য যুদ্ধ তারা পায়নি। কিন্তু পারসীয়ানদের দেখার আগ্রহ তাদের এতোই প্রবল ছিলো যে মৃতদেহগুলি একনজর দেখার জন্য তারা ম্যারাথন যায়। একাজের পর ওরা তাদের উত্তম কাজের জন্য এথেনীয়ানদের প্রশংসা করে এবং দেশে ফিরে আসে।

আল্কমিনিদীয়ানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে একটি বর্ম তুলে ধরে পারসীয়ানদের সঙ্কেত দেখিয়েছিলো, এ কাহিনী আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হলো। আমি এ কাহিনী বিশ্বাস করতে পারি না। ইহা কি সম্ভব যে এ লোকগুলি, যারা পীনিরাপাসের পুত্র এবং হিপপোনিকাসের পিতা ক্যালিয়াসের চাইতেও স্পষ্টতই জুলুমবাজ শাসককে বেশি ঘৃণা করে তারা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে হিপ্পিয়াস কর্তৃক এথেন্স শাসিত হোক, তা কামনা করবে?* আমি আবার বলছি স্বৈরতন্ত্রী জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে আল্কমিনিদীয়ানরা যে বিদ্বেষ পোষণ করতো তার চাইতে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করার ক্ষমতা ক্যালিয়াসেরও ছিলো না। কাজেই, ওরা যে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে শত্রুকে সঙ্কেত দিয়েছিলেন, এ নেহাতই অপবাদমাত্র। আমি স্বীকার করছি, এতে আমি বিস্মিত হয়েছি। এই লোকগুলিই এথেন্সে যতদিন স্বৈরতন্ত্রী সরকার ছিলো ততদিন নির্বাসনে ছিলো। এবং ওদের পরিকল্পনার কারণেই পিসিসত্রাদীয়ানরা ক্ষমতাচ্যুত হয়। বলা বাহুল্য, আমার বিচারে এথেন্সের মুক্তির ব্যাপারে হারমোদিস এবং এরিস্তোজীটনের চাইতেও আল্কমিনিদীয়ানদের অবদান অনেক বেশি। কারণ এ দুই ব্যক্তি হিপ্পারপোসকে হত্যা করে কেবল তার গোত্রের লোকদের ক্রোধই বাড়িয়েছিলেন, তাদের স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনকে মোটেই রুখতে পারেননি। অথচ এটি একটি সহজ সত্য যে, আল্কমিনিদীয়ানরাই বাস্তবে এ স্বাধীনতা আনয়ন করেছিলো;

---

* rhadinace

* এথেন্সে ক্যাল্লিয়ামই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পিসিসত্রাতুসের বহিষ্কারের পর তাঁর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে চড়ানো হলে তাঁর প্রত্যেকটি ক্রয় করার মতো দুঃসাহস করেছিলেন। এ ছাড়াও নানাভাবে আরো বহু উপায়ে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর চরম হিংসাত্মক বিরোধিতা।

অবশ্য, সবসময়ই একথা মনে রাখতে হবে যে, আমি অনেক আগে যা বলেছি তা সত্য; অর্থাৎ আল্কমিনিদীয়ানরাই ডেলফির যাজিকাকে ঘুষ খাইয়ে হাত করেছিলো — স্পার্টানদের কানে অবিরাম একথা বলে চলার জন্য যে ওরা যেন অবশ্যই এথেন্সকে আজাদ করে দেয়। হয়তো এ যুক্তি তোলা যেতে পারে এথেন্সের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ওদের যে বিদ্বেষ ছিলো সে কারণেই ওরা দেশটিকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই অর্থহীন — এথেন্সে এদের চেয়ে আর কাউকেই ভালো মনে করা হতো না, কিংবা অধিক শ্রদ্ধা করা হতো না। কাজেই, এ ধারণা অযৌক্তিক যে, ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এ ধরনের কোনো সঙ্কেত দিয়েছিলো। একটি সঙ্কেত দেয়া হয়েছিলো — একটি বর্ম তুলে ধরা হয়েছিলো, একথা ঠিক এবং অনস্বীকার্য; কিন্তু কে যে সঙ্কেত দিয়েছিলো এবং বর্ম তুলে ধরেছিলো এ সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার সাথে আর কিছু যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এমনকি, একেবারে শুরুর দিকেই আল্কমিনিদীয়ানরা ছিলো এথেন্সের একটি বিশিষ্ট পরিবার; আল্কমিয়নের সময় থেকে এবং পরবর্তীকালে মেগাক্লিসের আমল থেকে ওরা প্রকৃত প্রস্তাবেই খুব বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। মেগাক্লিসের পুত্র আল্কমিয়ন, ডেলফির যাজিকার পরামর্শের জন্য ক্রিসাসের কাছ থেকে সার্দিস-এ যে সব লিডীয়ান এসেছিলো তাদের, সাধ্যমতো সকল রকমের সাহায্য করেছিলেন। ক্রিসাসকে যখন লিডীয়ানরা বললো আল্কমিয়ন তাদের কতো উপকার করেছেন, ক্রিসাস খুশি হয়ে তাকে সার্দিসে আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন, পুরস্কার হিসেবে তিনি একবারে যে পরিমাণ সোনা বহন করতে পারবেন তাকে সেই পরিমাণ সোনাই দেয়া হবে। আল্কমিয়ন এ অস্বাভাবিক প্রস্তাব থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য একটি সূক্ষ্ম উপায়ের কথা ভাবলেন। তিনি খুব বড় একটা জোব্বা পরলেন — খুবই ঢিলে-ঢালা সেই জোব্বা, যার সুমুখ দিকটা থলের মতো; আর পরলেন সবচেয়ে প্রশস্ত একজোড়া বুট-জুতা। এভাবে জামা জুতা পরে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন খাজাঞ্চিখানায় — সেখানে রাজার ভৃত্যরা তাঁকে নিয়ে গেলো। এখানে তিনি একস্তূপ স্বর্ণরেণুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তার পায়ের উপরে বুটের ভেতর যে পরিমাণ স্বর্ণরেণু ঠাসা সম্ভব হলো তাই ঠেসে ঠেসে পুরলেন, তার জোব্বার থলের মতো সম্মুখ ভাগ তিনি পূর্ণ করলেন স্বর্ণরেণু দিয়ে, তার সারা মাথায় চুলের উপর স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে দিলেন, আরো কিছু ঠেসে পুরলেন মুখের ভেতর এবং তারপর তিনি টলতে টলতে বার হলেন অবস্থা এমন হলো যে, এক পায়ের পর আরেক পা চালনা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো এবং তাঁর স্ফীত-গাল ও ফুলে-ওঠা শরীর নিয়ে তাঁর চেহারাখানা এমন হলো যে তিনি যেন মানুষ না, অন্য কিছু। ক্রিসাস তাকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং আল্কমিয়ন যে পরিমাণ সোনা বহন করছিলেন তা নিয়ে যেতে দিলেন এবং তার সঙ্গে সেই পরিমাণ আরো সোনা নিতে দিলেন। এভাবে আল্কমিয়নের পরিবার আকস্মিকভাবে খুব বিত্তশালী হয়ে উঠলো এবং বাজির ঘোড়া রাখার ক্ষমতা অর্জন করলেন আল্কমিয়ন। এই ঘোড়া দিয়ে তিনি অলিম্পিয়াতে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড়ে জিতেছিলেন।

এর পরের জেনারেশনে পরিবারটি আগের চাইতে আরো প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলো — সাইকিয়নের অধীশ্বর ক্লিসথেনিসকে প্রদত্ত সম্মানের মাধ্যমে। ক্লিসথেনিসের বাবা ছিলেন

এরিসতোনিমাস, দাদা ছিলেন মাইরন এবং দাদার বাবা এণ্ড্রিয়াস। ক্লিসথেনিসের আগারিস্তা নামে এক কন্যা ছিলো। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর এ কন্যাকে তিনি গ্রীসের সেরা পুরুষের নিকট বিয়ে দেবেন। তিনি নিজে অলিম্পিক খেলার সময় ঘোড়ায়-টানা গাড়ির দৌড়ে জিতেছিলেন। এই খেলার সময় তিনি প্রকাশ্যে একটি ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি এই যে, যে কোনো গ্রীক, যে নিজেকে ক্লিসথেনিসের জামাতা হওয়ার মতো যথেষ্ট গুণবান বলে মনে করে সে যেন ষাট দিনের মধ্যে — অথবা ইচ্ছা করলে তার আগেও সাইথিয়ানে এসে হাজির হয়। কারণ, তিনি চান যে, এই ষাট দিনের পর যে বছর শুরু হবে সেই বছরের মধ্যে তিনি তাঁর কন্যাকে তার ভাবী স্বামীর নিকট বিয়ে দেয়ার জন্য বাগদান করবেন। ক্লিসথেনিসকে তাঁর এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ ক'রে একটি ঘোড়দৌড়ের চক্র ও কুস্তির চক্র তৈরি করালেন। গ্রীক জাতির মধ্যে নিজের দেশ কিংবা নিজের বিষয়ে গর্ব করতে পারে এমন কোনো গুণ যাদের মধ্যে আছে তাদের প্রত্যেকেই কালবিলম্ব না করে আসতে লাগলো। ইতালির সাইবারিস থেকে (তখন সাইবারিস ছিলো সমৃদ্ধির সর্বোচ্চস্তরে) এলেন হিপ্পোক্রেটিসের পুত্র স্মিনদাইরিদেস — যিনি ছিলেন খুব নাজুক এবং বিলাসী জীবন যাপনে সবার সেরা হিসেবে। ইতালির আরো একটি জায়গা সিরিস থেকে এলেন এমাইরিসের পুত্র দেমেসাস। এই এমাইরিসকে লোকে দার্শনিক বলতো। এরপর এলেন, আইয়োনীয়ান উপসাগরের তীরবর্তী ইপিদেমাসের বাসিন্দা এপিস্তোপাসের পুত্র এমফিমনেসতাস। আরো এলেন ঈতোলিয়ার তিতোর্মাসের ভাই ম্যালেস; এই ম্যালেস ছিলেন গ্রীসের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক এবং তার দেশের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সম্পর্ক এড়িয়ে চলার জন্য ঈতোলিয়ার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। পিলোপোনিস থেকে এলেন কয়েকজন। এদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন ফীদনের পুত্র লিওসিদিস। এই লিওসিদিস ছিলেন আর্গাসের শাসনকর্তা। তিনি পিলোপোনিসে ওজন ও মাপের প্রথা প্রবর্তন করেন; তিনি অলিম্পিকক্রিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যে ইতালীয়ানরা ছিলেন তাদেরকে বহিষ্কার করেন এবং নিজেই সে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোনো গ্রীক এর আগে এরূপ হীন এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ করেনি। এরপরে এলেন আর্কেডিয়ার ট্রেপেজাস থেকে লাইকার্গাসের পুত্র এমিআন্তাস আর পাইউসের এজেনিয়া থেকে এলেন লেপানেস। পিলোপোনিস থেকে সর্বশেষে এলেন এজিউসের পুত্র ওনোমেস্তুস। এথেন্স থেকে এলেন দু'জন; আল্কমিয়নের পুত্র মেগাক্লিস; এই আল্কমিয়ন উপস্থিত ক্রিসাসের দরবার ভিজিট করেছিলেন। আর একজন হচ্ছেন তিসান্দারের পুত্র হিপ্পোক্লিদেস, যিনি ছিলেন এথেন্সের সবচাইতে বিত্তবান এবং সবচাইতে সুন্দর পুরুষ। ইউবিয়া থেকে এলেন মাত্র একজন পাণিপ্রার্থী, ইরিত্রিয়ার লাইসানিয়াস। সে সময়ে ইরিত্রিয়া ছিলো সমৃদ্ধির শিখরে। একজন এলেন থেসালি থেকে, তার নাম দিয়াকতোরাইদেস, তিনি ছিলেন ক্র্যানোনের স্কোপেদীদের একজন। সকলের শেষে এলেন, মলসসীয়া থেকে আলকন। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে সাইকিয়নে এসে হাজির হলেন তাদের ভাবী বধূর ব্যাপারে ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য।

ক্লিসথেনিস পরপর প্রত্যেককেই প্রথমে তার দেশ ও খান্দানের কথা উল্লেখ করতে বললেন। তারপর তিনি তাদের এক বছরের জন্য তাঁর গৃহে রেখে দিলেন — উদ্দেশ্য ঃ কখনো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা আলাপআলোচনা ক'রে, কখনো বা

তাদের সকলের সঙ্গে একসাথেআলাপ আলোচনা ক'রে, তাদের প্রত্যেকের মেজাজ-মর্জি, তাহজিব-তমদ্দুন, আদব-আখলাক এবং একজন পুরুষের মধ্যে যে সব গুণের সমাবেশ থাকা উচিত সেগুলি যাচাই ও পরখ ক'রে তিনি তাদের ভালোভাবে জেনে নেবেন। যাদের বয়স খুব বেশি ছিলো না তাদের তিনি নিয়ে যেতেন শরীরচর্চা কেন্দ্রে। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিলো খাবার টেবিলে ওদের আচরণ। সাইকিয়নে তাদের অবস্থানের গোটা সময়টাতে এ ধরণের পরীক্ষা চলতে থাকে; এই একটি বছর তাদের খাওয়া ও আদর-আপ্যায়নের জন্য একেবারে ঢালাও ব্যয় করা হয়।

কোনো না কোনো কারণে দুজন এথেনীয়ান সম্পর্কে ক্লিসথেনিসের খুবই অনুকূল ধারণা হলো এবং দুজনের মধ্যে তিসান্দারের পুত্র হিপ্পোক্লিদেসকেই পছন্দ করা হলো — কেবল তাঁর পুরুষোচিত গুণাবলীর জন্যই নয়, বরং এ কারণেও যে, কয়েক পুরুষ আগে করিন্থের অভিজাত সিপসেলাস পরিবারের সঙ্গেও তাঁর পরিবার ছিলো সম্পর্কিত।

অবশেষে, বাগদানের জন্য নির্দিষ্ট দিনটি এসে হাযির হলো যেদিন তাঁকে তাঁর পছন্দের কথা প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। এই দিনটিকে চিহ্নিত করার জন্য একশ'টি গরু জবাই করা হলো এবং বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা করা হলো — যাতে, কেবল যে পাণি-প্রার্থীদেরই দাওয়াত করা হলো তা নয় — সাইকিয়নের গণ্যমান্য সকলকেই দাওয়াত করা হলো। খানা-পিনার পর পাণি-প্রার্থীরা সমবেত জমায়েতের সামনে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়লো — গান এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বিতর্কে। এ দুটি প্রতিযোগিতায় হিপ্পোক্লিদেস সকলের চেয়ে দুর্দান্ত বিজয়ী বলে প্রমাণিত হন। শেষ পর্যন্ত আরো অনেক বেশি মদ্যপানের পর, তিনি বংশীবাদককে তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁশি বাজাতে বলেন এবং সে তালের সঙ্গে তিনি নাচতে শুরু করেন।

এ খুবই সম্ভব যে, হিপ্পোক্লিদেস নিজের আনন্দে নৃত্য করছিলেন। ক্লিসথেনিস যিনি এতক্ষণ এই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করছিলেন তাঁর মনে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের সৃষ্টি হলো। এ সময়, সামান্য বিরতির পর হিপ্পোক্লিদেস একটি টেবিল চেয়ে পাঠান। টেবিলটি আনা হলে হিপ্পোক্লিদেস টেবিলে চড়ে প্রথমে কিছু লেকোনীয়ান নাচ নাচলেন, তারপর নাচলেন কিছু আতিক নাচ, সর্বশেষে তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে পা দুটি উপরে তুলে সময়ের তালে তালে শূন্যে পা দুটি নাচালেন। লেকোনীয়ান এবং আতিক নাচ যা-তা খারাপ হলো; কিন্তু প্রকাশ্যে যে লোক এমন কুৎসিৎ আচরণ করতে পারে তাকে জামাতা হিসেবে পাওয়ার কথা ভাবতে ক্লিসথেনিস ইতিমধ্যেই ঘৃণা বোধ করতে শুরু করেছিলেন। তবু তিনি নিজেকে সংযত রাখলেন এবং একটা বিস্ফোরণ ঘটতে দিলেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন হিপ্পোক্লিদেস তার দু'পা দিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল ঠুকছেন তখন তিনি আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন — "তিসান্দারের পুত্র, তুমি নাচতে নাচতে তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছো।" হিপ্পোক্লিদেস সহাস্যে উত্তর দিলেন — এর চেয়ে কম মনোযোগী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।*

---

* এর থেকেই এই সাধারণ প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে (হিপ্পোক্লিদেসের জন্য সবাই এক)।

ক্লিসথেনিস এখন সবাইকে খামোশ হতে বলে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এখানে জমায়েত হয়েছেন আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হিসেবে। আপনাদের সকলের জন্যই আমার সর্বোচ্চ ধারণা রয়েছে; সকলের থেকে আলাদা করে একজনকে পছন্দ করা এবং বাকি সবাইকে প্রত্যাখান করা শোভন ব্যাপার নয়, এবং সম্ভব হলে আমি সানন্দে আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি শুভেচ্ছা দেখাতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব নয়। আমি বিয়ে দিতে পারি এমন একটি কন্যাই আমার রয়েছে। কাজেই আপনাদের সবাইকে আমি কি করে সুখী করতে পারি। কাজেই, আপনাদের মধ্যে যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই আমি এক ট্যালেন্ট রৌপ্য দেয়ার প্রস্তাব করছি — তাঁরা আমার পরিবারে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং দীর্ঘদিন তিনি যে তাঁদের গৃহ থেকে অনুপস্থিত থেকেছেন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে। আর এথেন্সের আইন মোতাবেক আমি আমার কন্যা আগারিস্তাকে অর্পণ করছি — আল্কমিয়নের পুত্র মেগাক্লিসের হাতে।'

মেগাক্লিস ঘোষণা করলেন যে তিনি তাকে গ্রহণ করলেন এবং এরপর বাগদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হলো।

পাণিপ্রার্থীদের পরীক্ষার কাহিনী হচ্ছে এই, আর এভাবেই আলমিওনীদের পরিবারের কথা সারা গ্রীসে আলোচিত হতে থাকে। এই বিয়ের ফলেই জন্ম নিলেন সেই ক্লিসথেনিস, তাঁর পিতামহ, সাইকিয়নের ক্লিসথেনিসের নামে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিলো — যিনি এথেনীয়ানদের বিভিন্ন গোত্র সংগঠিত করেন এবং এথেন্সে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থার পত্তন করেন। মেগাক্লিসের দ্বিতীয় এক পুত্রের নামকরণ করা হয় হিপ্পোক্রেতিস। এই হিপ্পোক্রেতিসের ঘরে জন্ম নেন আরেকজন মেগাক্লিস এবং আরেকজন আগারিস্তা — ক্লিসথেনিসের কন্যার নামে যাঁর নামকরণ করা হয়। এই আগারিস্তা আরিফ্রনের পুত্র জান্থিপোসকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় আগারিস্তা গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি সিংহ প্রসব করেছেন এবং কয়েক দিন পরেই তিনি জন্ম দেন পেরিক্লিসকে।

ম্যারাথনে পারসীয়ানদের বিপর্যয়ের পর, এথেন্সে মিতিয়ালদেসের সুউচ্চ খ্যাতি আরো বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। এর ফল হলো এই, তিনি যখন সত্তরটি জাহাজের এক নৌবহর এবং তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত ও টাকাকড়ি চাইলেন তখন ওরা উত্তেজনায় এমন অভিভূত হয়ে পড়লো যে ওরা কোনো আপত্তিই করলো না; অথচ মনে মনে তিনি যে অভিযানের সঙ্কল্প করেছিলেন এথেনীয়ানদের সে সম্পর্কে সামান্য আভাস পর্যন্ত তিনি দেননি, কেবল তিনি একথাই বলেছিলেন যে, ওরা তাঁর কথা মানলে তিনি ওদের ঐশ্বর্যশালী করে দেবেন, কারণ, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে তারা চাইলেই যতো ইচ্ছা ধনসম্পদ সহজেই পেতে পারে।

এথেনীয়ানরা তাঁর কথামতো জাহাজ এবং লোকজন তার অধীনে অর্পণ করলে তিনি পেরোসের পথে জাহাজ ছাড়লেন। বাহ্যত, এ আক্রমণের কারণ এই ছিল যে পেরোসের অধিবাসীরা ছিল আক্রমণকারী, কেননা ওরা পারস্য নৌবহরের সঙ্গে ম্যারাথনে একটি তিনসারি দাঁড়বিশিষ্ট রণতরী পাঠিয়েছিল। আসলে কিন্তু মতলব ছিল ভিন্ন। এ ছিলো এক অজুহাত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মিলতিয়াদেস প্যারোসবাসিদের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত

ছিলেন, কারণ তিসিয়াদের পুত্র লাইসাগোরাস, যার জন্ম হয়েছিল প্যারোসে, মিলতিয়াদিসের বিরুদ্ধে পারস্যের হাইদারলিসের নিকট অনেক কথা লাগিয়েছিল।

দ্বীপে পৌঁছানোর পর মিলতিয়াদেস প্যারোসবাসীদের বিতাড়িত করে তাদের ডিফেন্সের ভেতরে নিয়ে গেলেন, এবং এভাবে প্যারোস অবরোধ শুরু করলেন।সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ দাবিও করলেন যে, এক হাজার ট্যালেন্ট দিতে হবে, এবং তা দিতে অসম্মত হলে তিনি অবরোধ অব্যাহত রাখবেন, যতদিন না নগরীর পতন ঘটে। প্যারীয়ানদের কিন্তু মিলতিয়াদেসকে টাকা দেবার ইচ্ছা মোটেই ছিলনা। বরং তারা শহরের ডিফেন্সের জন্য কলাকৌশল খাটাতে লাগলো। এবিষয়ে ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি ছিলো প্রচুর। তারা এই চমৎকার সিদ্ধান্ত নিলো যে — রাতের বেলা তারা শ্রমিকদল পাঠাবে; নগরীর প্রাচীর যেখানে যেখানে দুর্বল এবং শত্রুর আক্রমণে সহজে ধ্বসে পড়তে পারে সেসব জায়গায় দেয়ালকে সাবেক উচ্চতা থেকে দ্বিগুণ উঁচু করে তুলতে হবে। এ পর্যন্ত আমি যে কাহিনীটি বলেছি তা মোটামুটি সর্বসাধারণের স্বীকৃত, তবে এর পরিণাম সম্পর্কে প্যারীয়ানরা নিজেরাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।

মিলতিয়াদেস নগরী অবরোধ করেছিলেন বটে, কিন্তু তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছিলো না। তিনি যখন তাঁর পরবর্তী পন্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন সেই সময়ে এক বন্দিনী তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। মেয়েটির নাম তিমো; প্যারোসের এই রমণীটি ছিলো ধরিত্রী-দেবীর* চাইতে নিম্ন মর্যাদার যাজিকা। সে এই সাক্ষাৎলাভ করে এবং মিলতিয়াদেসকে পরামর্শ দেয়, তিনি যদি সত্যিই প্যারোস দখল করতে চান, তাহলে তাকে তিমোর পরামর্শমত কাজ করতে হবে। এরপর সে তার প্রস্তাব পেশ করে এবং মিলতিয়াদেস সেই প্রস্তাব মোতাবেক শহরের সম্মুখস্থ পাহাড়ের দিকে রওয়ানা করেন। ঐ পাহাড়ে রয়েছে আইনপ্রণেতা দিমেতারের মন্দির। মন্দিরের সমুখ ভাগ ঘিরে-রাখা প্রাচীরের দরোজা খুলতে না পেরে তিনি লাফ দিয়ে তা ডিঙিয়ে সোজা মন্দিরের দিকে ছুটে যান। তিনি যে ওখানে ঠিক কি করতে চেয়েছিলেন তা আমি সত্যই জানি না। হয়তো তিনি কোনো কোনো জিনিসের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, যদিও সেকাজ ছিল ধর্ম-বিরুদ্ধ। তবে যাই হোক, তিনি যখন মন্দিরের দরোজার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ তাঁর একটা ভয়ঙ্কর কাঁপুনি শুরু হলো, এবং তিনি যে পথটুকু এসেছিলেন দৌড়ে আবার সে পথটুকু অতিক্রম করলেন এবং লাফ দিয়ে প্রাচীর ডিঙাতে গিয়ে তিনি পড়ে গেলেন; ফলে তার উরুদেশ মচকে গেলো। অবশ্য কেউ কেউ মনে করে তাঁর একটি হাঁটু ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তাই তিনি যখন এথেন্সে ফিরে এলেন তখন তার অবস্থা খুবই কাহিল; ২৬দিনের অবরোধে তিনি গ্রামাঞ্চলের শস্যক্ষেত্রই কেবল ধ্বংস করেছিলেন, আর কিছু করতে পারেননি; তিনি দ্বীপটি দখল করতে পারেননি এবং ঘরে ফেরার সময় সঙ্গে একটি পেনিও নিয়ে আসতে পারেন নি।

প্যারীয়ানরা যখন জানতে পেলো যে যাজিকা তিমো বিশ্বাসঘাতকতা করে মিলতিয়াদেসকে পথ বাৎলে দিয়েছে তখন ওরা ভীষণ ক্ষেপে গেলো। ওরা তিমোকে শাস্তি

---

* Earth-goddess

দেবে বলে স্থির করলো। তাই অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার পরপরই ওরা ডেলফিতে লোক পাঠালো জানবার জন্য — নিজের দেশের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, শত্রুকে এমন তথ্য পাচার করার অপরাধে এবং যে রহস্য কোনো পুরুষকেই জানানো যায় না মিলতিয়াদেসের নিকট তা ব্যক্ত করার শাস্তিস্বরূপ ওরা তিমোকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে কিনা। জবাবে ডেলফির যাজিকা তাদের জানালো, তিমো এসব অপারাধে অপরাধী নয়; পক্ষান্তরে, মিলতিয়াদেসের ভাগ্যেই ছিলো অশুভ পরিণতি। আর তিমো তাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো মাত্র। এথেন্সে ফেরার পর মিলতিয়াদেসকে নিয়ে শহরের সর্বত্র কানাঘুষা চলল, তাঁর কথা সবার মুখেমুখে ফিরতে লাগলো। অনেকে উচ্চ কণ্ঠে তাঁর নিন্দাবাদ করতে লাগলো। বিশেষ করে, জ্যান্তিপপোস তো তাঁকে জনতার দরবারে এনে হাজির করলেন — জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে তাঁর বিচারের জন্য। মিলতিয়াদেস যদিও দরবারে হাজির ছিলেন তবু তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলতে পারছিলেন না। কারণ, তার পায়ে তখন পচন ধরেছে। তিনি একটা বিছানায় শুয়েছিলেন। তাঁরপক্ষে কথা বললো তার বন্ধুরা, অতীতে তিনি তাঁর দেশের যে খেদমত করেছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে তারা তাঁর পক্ষ সমর্থন করলো। ওদের বলবার ছিলো অনেক, ওরা ম্যারাথনের যুদ্ধের কথা বললো, লেমনস অধিকারের কথা উল্লেখ করলো, স্মরণ করিয়ে দিলো কি করে তিনি পেলাসজীয়ানদের শাস্তি দিয়ে দ্বীপটিকে এথেন্সের অধিকারে এনেছিলেন। জনতার রায় হলো তাঁর প্রাণ রক্ষা করতে হবে, কিন্তু তাঁর অপরাধের জন্য তাঁকে পঞ্চাশ ট্যালেন্ট জরিমানা দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর উরুর পচন আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে; যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মিলতিয়াদেস মারা যান। তার ছেলে সাইমন পঞ্চাশ ট্যালেন্ট পরিশোধ করেছিলেন।

যেসব ঘটনার ফলে মিলতিয়াদেস লেমনোস দখল করেন তা নিম্নরূপ ঃ এথেনীয়ানরা কয়েকজন পেলাসজীয়ানকে আতিকা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তাদের জন্য এ কাজ যুক্তিসংগত হয়েছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়। আমি কেবল দুটি পরস্পর বিরোধী বিবরণই উল্লেখ করতে পারি; এর একটি পাচ্ছি খেদ্য এথেনীয়ানদের কাছ থেকে আর এর বিপরীতটি পাচ্ছি হেজেসানদারের পুত্র হীকাতীয়ুসের কাছ থেকে। হীকাতীয়ুস তার ইতিহাসে দাবি করেন — এথেনীয়ানরা ভুল করেছিলো। তাঁর মতে, ওরা পেলাসজীয়ানদেরকে এক্রোপলিসের চারপাশে প্রাচীরটি তৈরি করার জন্য হিমেসথুস পাহাড়ের পাদদেশে এমন এক খণ্ড জমি দিয়েছিলো যা ছিল খুবই নিম্নমানের এবং খারাপ অবস্থায়। পেলাসজীয়ানরা এ জমিটির উৎকর্ষ সাধন করে। এথেনীয়ানরা যখন দেখতে পেলো — জমিটি এতোটা রূপান্তরিত হয়েছে যে চেনাই যায় না, একেবারে প্রথম শ্রেণীর জমি হয়ে উঠেছে, তখন ওরা এই জমিটি দান করার জন্য ওদের আফসোস হলো এবং ওরা তা ফেরত নিতে চাইলো এবং শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো যুক্তি ছাড়াই বসতকারদের সে জমি থেকে উৎখাত করলো। পক্ষান্তরে, এথেনীয়ানরা দাবি করলো অধিকার তাদেরই। ওদের বিবরণ এই যে — এথেন্সের তরুণীরা যখন নয়টি প্রস্রবণ থেকে পানি আনতে যেতো তখন পেলাসজীয়ানরা হিমেসথুসের পাদদেশে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ঐ মেয়েদের পেছনে ছুটতো। সেকালে এথেনীয়ানদের বা অন্য কারোরই গৃহদাসদাসী ছিল না। তাদের নিজেদের মেয়েরাই পানি আনতে যেতো এবং যখনই ওরা পানি আনতে যেতো

পেলাসজীয়ানরা শ্লীলতা অথবা ইজ্জতের ধার না ধেরে ওদের ধর্ষণ করতো। আর এটিই শেষ কথা নয়। কারণ ওরা এথেন্সের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে যেয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে এথেনীয়ানরা তাদের নিজেদের আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। ওদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর পেলাসজীয়ানদের ওরা সহজেই হত্যা করতে পারতো, কিন্তু তা না করে ওরা ওদের কেবল চলে যেতে বললো। তখন পেলাসজীয়ানরা আতিকা ছেড়ে চলে যায় এবং অন্যান্য স্থানসহ লেমনোসেও বসত গাড়ে। তাহলে এই হচ্ছে দুটি কাহিনী ঃ একদিকে এথেনীয়ানদের বিবরণ, অন্যদিকে হীকাতীয়ুসের বর্ণনা।

লেমনোসে পেলাসজীয়ানরা কিছুকাল বসত করার পর ওরা এথেনীয়ানদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার খেয়াল করে। ওরা যেহেতু এথেন্সের এ উৎসবগুলির সাথে পরিচিত ছিলো তাই ওরা কয়েকটি নৌযান সংগ্রহ করে ব্রাউরুনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো। ওখানে তখন এথেন্সের রমণীরা আর্টেমিসের পর্ব উদযাপন করছিলো। পেলাসজীয়ানরা হঠাৎ হানা দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক রমণীকে ধরে নৌকায় তোলে, লেমনোসের পথে নৌকা ছেড়ে দেয় এবং ওখানে নিয়ে ওদের রক্ষিতা হিসেবে রাখে। কালক্রমে এ রমণীগুলির অনেক সন্তান হলো এবং ওরা ওদের এমনভাবে মানুষ করলো — যাতে ওরা চালচলনে এথেনীয়ানদের মতোই হয় এবং আতিক গ্রীক ভাষায় কথা বলে। ছেলেগুলির যখন বয়স বাড়তে শুরু করলো তখন দেখা গেলো ওরা কিছুতেই পেলাসজীয়ান রমণীদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে রাজি নয়, এবং মারামারি শুরু হলে ও পেলাসজীয়ান বালক কোনো গ্রীক বালককে আঘাত করলে গ্রীক বালকরা একে অন্যের সাহায্যে ছুটে আসে। আসলে, গ্রীক মায়েদের সন্তানরা নিজেদের অন্য সকলের প্রভু বলে গণ্য করতো এবং তাদের উপর ষোলআনা কর্তৃত্ব খাটাতো । এই পরিস্থিতির ফলে পেলাসজীয়ানদের মধ্যে ভাবনাচিন্তা শুরু হলো : এই জারজ সন্তানরা যদি এখন থেকে একে অপরকে সাহায্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং বৈধ সন্তানদের উপর প্রভুত্ব করতে শুরু করে তাহলে ওরা যখন বয়স্ক হবে তখন কি না করতে পারে? এ সম্ভাবনা মোটেই স্বস্তিকর মনে হলো না। এধরণের ভাবনাচিন্তার পর তারা স্থির করলো আতিক রমণীদের সব সন্তানদের হত্যা করবে এবং এভাবে ওদের হত্যা করার পর ওদের মাদেরও ওরা হত্যা করে। এই যে অপরাধ — এবং এর সঙ্গে সাবেক আরেকটি অপরাধ — লেমনোসের রমণীরা তাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছিলো [এবং থোয়াজকেও] — এই দুই অপরাধের মধ্যে, বিশেষ করে কোনো বীভৎস অপরাধ সংগঠিত হলে গ্রীকরা সেটিকে কেন "লেমনীয়ান" কর্ম বলে উল্লেখ করে থাকে, তার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।

এসব হত্যাকাণ্ডের ফলে লেমনোসের ফসল নষ্ট হলো, জন্মহার কমে গেলো এবং আগের মতো গরুছাগলের দ্রুত বৃদ্ধির অবসান ঘটলো। এর ফলে দ্বীপবাসীরা খাদ্যাভাব ও জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে ভয়ানক কষ্ট পেতে লাগলো। এই অবস্থায় ওরা ডেলফিতে লোক পাঠালো — ওরা ওদের বিপদ থেকে কি করে নিরাপদে বাঁচতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ নেয়ার জন্য। জবাবে ডেলফির যাজিকা বললো — ওরা যেন এথেনীয়ানরা ওদেরকে যে শাস্তিই দিতে চায় সে শাস্তিই হাসিমুখে বরণ করে নেয়। এরপর ওরা

এথেন্সে ফিরে গিয়ে ঘোষণা করলো ওরা ওদের অপরাধের জন্য যে কোনো শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এথেনীয়ানরা তখন কাউন্সিল ভবনে একটা কৌচের উপর তাদের সবচেয়ে দামি কাপড় বিছিয়ে দেয় এবং তার পেছনে, মূল্যবান জিনিসপত্রে স্তূপীকৃত একটি টেবিল রেখে ওরা পেলাসজীয়ানদের বললো — ওরা যেন ওদের জমি ঠিক এইভাবে সমর্পণ করে।

"আমরা তা অবশ্যই করবো, পেলাসজীয়ানরা বললো, "যখন কোনো এক দিনে উত্তরমুখী এক বাতাসে একটি জাহাজ আতিকা থেকে পাল তুলে লেমনোস পৌঁছবে।" কিন্তু তা সম্ভব ছিলো না, কারণ লেমনোস থেকে দক্ষিণে আতিকা অনেক দূরের পথ। তখন তখনই তেমন আর কিছু ঘটেনি; কিন্তু বহু বছর পর যখন খির্সোনিস ছিলো এথেনীয়ানদের নিয়ন্ত্রণে, তখন সীমনের পুত্র মিলতিয়াদেস, উত্তরমুখী বায়ু বইতে শুরু করলে জাহাজে পাল তুলে কেবল একদিনেই খির্সোনিসের ইলিউস থেকে লেমনোস পৌঁছেছিলেন। ওখানে পৌঁছেই তিনি পেলাসজীয়ানদের, যে ভবিষ্যদ্বাণী কখনো সত্য হবে না বলে তারা বিশ্বাস করতো তার কথা স্মরণ করিয়ে দ্বীপ ত্যাগের আদেশ দিলেন। হিফিস্তিয়ার লোকেরা সে হুকুম তামিল করলো; মাইরেনিতে কেউই স্বীকার করতে রাজি হলো না যে খির্সোনিস আতিকার অংশ। তাই শহরটি অবরোধ করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হলো। এভাবেই মিলতিয়াদেসের সাহায্যে এথেনীয়ানরা লেমনোস দখল করে নেয়।

সপ্তম খণ্ড

ম্যারাথনের যুদ্ধের কথা যখন হিসতাসপিসের পুত্র পারস্য রাজা দারায়ূসের কাছে পৌঁছলো তখন এথেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর রাগ, যা সার্দিসের উপর হামলার কারণে ইতিমধ্যেই ছিলো তুঙ্গে, আরো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়লো। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে সংকল্প করলেন। সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন দেশে দূত পাঠালেন সৈন্যসামন্ত যোগাড় করার জন্য। হুকুম দিলেন পূর্ববর্তী যে কোনো অভিযানের চাইতে অনেক বেশি সৈন্যসামন্ত তার চাই; যুদ্ধ জাহাজ, পরিবহণ, গাড়ি-ঘোড়া এবং রেশনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

এভাবে রাজকীয় ফরমান চতুর্দিকে ঘোষিত হলো। যুদ্ধের লক্ষ্য যেহেতু গ্রীস সে কারণে বেছে বেছে সকল সেরা সৈনিককে সংগ্রহ করা হলো। সকল রকমের প্রস্তুতি চললো পুরোদমে এবং পুরা তিনটি বছর ধরে সারা মহাদেশ জুড়ে চললো একটা হই-হুল্লোড়। এর পরবর্তী বছরে, ক্যামবিসেস কর্তৃক বিজিত মিসরে বিদ্রোহ দেখা দিলে, কেবল গ্রীসের বিরুদ্ধেই নয়, মিসরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ যাত্রার জন্য দারায়ূসের প্রতিজ্ঞা আরো কঠোর হয়ে ওঠে।

দুটি অভিযানই যখন শুরু হতে যাচ্ছে তখন দারায়ূসের পুত্রদের মধ্যে অগ্রাধিকার এবং উত্তরাধিকার নিয়ে এক প্রচণ্ড বিবাদের সূত্রপাত হয়। কারণ পারস্যের আইন অনুসারে রাজা তার উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা না করে তার ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন না। দারায়ুস সিংহাসন আরোহণের পূর্বে তাঁর তিনটি পুত্র সন্তান জন্মে তাঁর সাবেক স্ত্রীর গর্ভে। তাঁর এই স্ত্রী ছিলেন গোবরিয়াসের কন্যা। সিংহাসনে বসার পর তাঁর আরো চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে এতোসসার গর্ভে। সাইরাসের কন্যা ছিলেন এই এতোসসা। প্রথম তিনটি পুত্রের মধ্যে বড় ছিলেন অর্তোবাজানেস, আর শেষ চারটি পুত্রের মধ্যে বড় ছিলেন যার্কসেস। কাজেই, এই দুই মায়ের পুত্র হওয়ার কারণে ওদের দুজনের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়। সিংহাসনের উপর তাঁর দাবির পক্ষে অর্তোবাজানেস যুক্তি দেখালেন। তিনি যেহেতু দারায়ূসের সকল পুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে কারণে সর্বজনীন প্রথা অনুযায়ী পিতার পদের উত্তরাধিকার তাঁরই। এর জবাবে যার্কসেস বললেন, তিনি সাইরাসের কন্যা এতোসসার পুত্র, যে সাইরাস পারস্যকে গোলামির নাগপাশ থেকে স্বাধীন করেছেন।

দারায়ূস তখনো তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেননি, যখন এরিষ্টোনের পুত্র দেমারাতুস সুসায় এসে পৌঁছলেন। এখানে স্মরণীয় যে, দেমারাতুস ছিলেন স্পার্টার রাজা, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন এবং পরে নিজেই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গিয়েছিলেন। কাহিনীটি এ

রকম ঃ তিনি যখন দারায়ুসের সন্তানদের মধ্যে বিবাদের কথা শুনলেন তখন তিনি দেখা করতে গেলেন যার্কসেসের সঙ্গে। তিনি যার্কসেসকে পরামর্শ দিলেন, ইতিমধ্যেই তিনি যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তার সঙ্গে যেন একথা উল্লেখ করেন যে তার যখন জন্ম হয় তখন দারায়ূস পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অথচ অর্তোবাজানেসের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা রাষ্ট্রীয় কোনো পদেরই অধিকারী ছিলেন না। কাজেই এটা যুক্তিসংগত নয় এবং শোভনও নয় যে, রাজ-মুকুট যার্কসেস ছাড়া আর কারো মাথায় শোভা পাবে। দেমারাতুস আরো বললেন, স্পার্টাতেও এ প্রথাই প্রচলিত রয়েছে যে, পিতা সিংহাসনে বসার আগে পুত্র জন্মালে এবং সিংহাসনে বসার পর আবার পুত্র জন্ম গ্রহণ করলে শেষোক্ত পুত্রই হবেন। যার্কসেস এই পরামর্শ গ্রহণ করেন আর দারায়ুস তার যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পেরে তাকে সিংহসনে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এই যে, দেমারাতুসের এই পরামর্শ না পেলেও যার্কসেসই রাজা হতেন — এতোসসার প্রবল প্রভাবের দরুন।

এরপর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে যার্কসেসের নাম ঘোষিত হলো। দারায়ুসের পরে তিনি সিংহাসনে বসবেন। এই ঘোষণার পর যুদ্ধের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিলো। মিসরে যে বছর বিদ্রোহ হলো এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো তার পর বছরই, ছত্রিশ বছর রাজত্বের পর তিনি মারা গেলেন। তাই তাঁর বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ অথবা এথেনীয়ানদের শাস্তি দেয়ার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজমুকুট পরানো হলো তাঁর পুত্র যার্কসেসের শিরে।

যার্কসেস তাঁর রাজত্ব শুরু করলেন মিসরের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য এক ফৌজ গড়ে তুলে। প্রথমে গ্রীস অবরোধের কথা তার খেয়ালেই ছিলোনা। কিন্তু গোরবিয়াসের পুত্র এবং দারায়ূসের ভাগ্নে মার্দোনিয়ুস ছিলেন দরবারের পারিষদবর্গের একজন, আর দেশে যার্কসেসের উপর অন্য যে কারো চাইতে তাঁরই প্রভাব ছিলো বেশি। এই মার্দোনিয়ুস সবসময়ই তাঁকে গ্রীস অবরোধের জন্য প্ররোচনা দিতেন। "জাঁহাপনা", তিনি বলতেন — "এথেনীয়ানরা আমাদের মারাত্মক আঘাত দিয়েছে, তাদের এই অপরাধের জন্য তাদের অবশ্যই দণ্ড পাওয়া উচিত। যেমন করেই হোক, যে কাজ ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছেন তা আগে সেরে ফেলুন; কিন্তু মিশরীয়দের ঔদ্ধত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করার পর এথেন্সের বিরুদ্ধে আপনাকে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হবে। আপনি এ কাজটি করুন, দেখতে পাবেন সারা পৃথিবীতে আপনার নাম সম্মানিত হবে এবং ভবিষ্যতে আপনার দেশের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে মানুষ শতবার চিন্তা করবে"। প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলতেন — "ইউরোপ খুবই সুন্দর জায়গা; এতে সকল প্রকার উদ্যানতরু জন্মায়; জমিনের যেসব গুণ থাকা দরকার সবগুণই সেখানকার জমিনে আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ জমি এত বেশি চমৎকার যে, পারস্যের রাজা ছাড়া আর কাউকেই তা মানায় না"। এই অভিযানের জন্য মার্দোনিয়ুস

মনে মনে যে মতলব আঁটছিলেন তা হলো অপকর্ম এবং এডভেঞ্চারের নেশা, আর নিজে গ্রীসের গভর্নর হওয়ার অভিলাষ। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি যার্কসেসকে এই অভিযানের জন্য রাজি করান তা সত্ত্বেও তিনি হয়তো এতে সফল হতেন না — যদি না আরো কয়েকটি ঘটনা তার সহায়ক হতো। প্রথমত, থেসালির এলিউআদীদের* কাছ থেকে দূত এলো যার্কসেসের নিকট এক পত্র নিয়ে। সেই চিঠিতে চরম তাগিদ দিয়ে গ্রীস অবরোধের জন্য আহ্বান জানানো হয়। একই সময়ে সুসায় পিসিসত্রাদি পরিবারও একই বিষয়ের উপর জোর দেয় এবং তার উপর ওনোম্যাক্রিতুস নামক জনৈক এথেনীয়ানের মাধ্যমে আরো বেশি প্রবল চাপ প্রয়োগ করে; এই ওনোম্যাক্রিতুস ছিলো দৈব বাণী সংগ্রাহক; সে মূসীউসের দৈববাণীগুলি বিন্যস্ত করে সম্পাদনা করেছিলো। এই লোকটির সঙ্গে পিসিসত্রাদি পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিলোনা কিন্তু তার সঙ্গে সুসায় আসার সময় ওরা নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে নেয়। পিসিসত্রাতুস তাঁকে এথেন্স থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, কারণ সে মূসীউসের শ্লোকগুলির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী জুড়ে দিয়েছিলো যে, লেমনোসের দূরবর্তী দ্বীপগুলি পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যাবে। হার্মিউনের ল্যাসুস তাকে জাল করার এ কাজে হাতে নাতে ধরে ফেলেন। তার বহিস্কারের পূর্বে সে ছিলো হিপ্পারখুসের এক ঘনিষ্ট বন্ধু। যাই হোক, সে চলে গিয়েছিলো সুসা। এরপর সে যখনই রাজার সামনে উপস্থিত থাকতো, পিসিসত্রাতুস পরিবারের লোকেরা তার বিস্ময়কর ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো এবং সে তার সংগৃহীত দৈববাণীগুলি থেকে আবৃত্তি করতো। কোনো দৈববাণীতে পারস্যের বিপর্যয়ের ইংগিত থাকলে সে সেগুলি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতো; যেসব শ্লোকে সুস্পষ্ট বিজয়ের প্রতিশ্রুতি থাকতো কেবল সেগুলিই সে আবৃত্তির জন্য বেছে নিতো এবং যার্কসেসের নিকট বর্ণনা করতো — কেমন ক'রে এ পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে যে হেলেসপোন্টের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরি করবে একজন পারস্যবাসী এবং কেমন ক'রে, সামরিক বাহিনী এশিয়া থেকে মার্চ্ করে প্রবেশ করবে গ্রীসে। এভাবে দুধরনের চাপে পড়ে — একদিকে ওনোম্যাক্রিতুসের দৈববাণীর প্রভাব অন্যদিকে পিসিসত্রাতুস ও এলিউআদ বংশের পরামর্শ — যার্কসেস শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন এবং পারস্য অবরোধের ব্যাপারে তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

অবশ্য দারায়ূসের মৃত্যুর পরের বছর প্রথমে তিনি মিশরীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক ফৌজ প্রেরণ করেন এবং ওদের চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করে দেন। তিনি মিশরকে এমন এক লাঞ্ছনাদায়ক দাসত্বের নিগড়ে বন্দি করলেন যা পূর্ববর্তী কোনো রাজত্বের আমলেই কখনো ঘটেনি। এরপর তিনি দেশটি অর্পণ করলেন তার ভ্রাতা আখিমেনিসের নিকট। এই আখিমেনিস, কিছুকাল পরেই, তখনো তিনি গভর্নরও, লিবিয়ার সানেত্তিকাসের এক পুত্র ইনারুশ কর্তৃক নিহত হন।

---

* এ্যালিউআদীরা ছিলো থেসালের রাজ পরিবার।

মিশর বিজয়ের পর, যখন এথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের এক বৈঠক আহ্বান করেন; বৈঠকের উদ্দেশ্য ঃ যুদ্ধের প্রতি তাদের মনোভাব অবগত হওয়া এবং তাদের নিকট তাঁর নিজ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করা।ওরা উপস্থিত হলে তিনি ওদের সম্বোধন ক'রে ভাষণ দেন এভাবে : "ভদ্র মহোদয়রা, আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি তাতে আমি পূর্ব-দৃষ্টান্ত থেকে সরে পড়ছি বলে মনে করবেন না। আমরা, পারস্যবাসীদের একটি জীবনপদ্ধতি আছে; আমি এ জীবনপদ্ধতি আমার পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এবং আমি তা অনুসরণ করে চলতে চাই। আমি আমার মুরুব্বিদের কাছ থেকে জেনেছি, সাইরাস যখন এস্তাইজিসকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং বর্তমানে আমরা যে — সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করছি তা মিডিসদের নিকট থেকে আমরা গ্রহণ করি, তখন থেকেই আমরা কখনো নিষ্ক্রিয় ছিলাম না। আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে আপনাদের কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আপনারা সাইরাস, ক্যামবিসেস এবং আমার পিতা দারায়ূসের প্রসিদ্ধ কীর্তিমালার কথা এবং আমাদের সাম্রাজ্যে যে সব রাজ্য তাঁরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেসবের কথা খুব ভালোই জানেন। এখন আমি আমার ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকেই ভাবছি, কেমন করে আমার পূর্বে যেসব রাজা এ সিংহাসনে বসেছেন আমার দ্বারা তাদের মর্যাদার হানি না করি এবং পারস্য সাম্রাজ্যের যে-পরিমাণ শক্তি তারা বৃদ্ধি করেছিলেন কি করে সে পরিমাণ শক্তি আমি তার সাথে যোগ করতে পারি। পরিশেষে, এখন আমি এমন একটি উপায় পেয়েছি, যদ্দ্বারা কেবল পারস্যের গৌরবই অর্জন করা হবে না, পারস্যের জন্য পারস্যের মতোই বড়ো এবং বিত্তবান এক দেশ জয় করাও সম্ভব হবে। বলতে কি, আমাদের দেশের চাইতেও সম্পদশালী এ দেশ। এর ফলে, দেশের গৌরব বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাবো আত্ম-তৃপ্তি এবং বদলা নেবো শত্রুর উপর। তাহলে, আজকে সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, যেন আমি যা-করতে চাই তা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করতে পারি। আমি হেলেসপোন্টের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করবো এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইউরোপের ভেতর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গ্রীসে পৌঁছবো এবং এথেনীয়ানরা, আমার পিতা এবং আমাদের সঙ্গে যে অবিমৃশ্যকারীতা করেছিলো তার জন্য ওদের শাস্তি দেবো। আপনারা দেখেছেন, এই লোকগুলির বিরুদ্ধে দারায়ূস নিজেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য তিনি তাঁর এই উদ্দেশ্য কার্যকর করতে পারেন নি। তাই, তাঁর পক্ষে এবং আমার সকল প্রজার স্বার্থে যতক্ষণ না আমি এথেন্স দখল করেছি এবং পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হবো না। ওরা আমাকে এবং আমার পিতাকে কোনোরকম উস্কানি ছাড়াই যে আঘাত দিয়েছিলো তারই বদলা হিসেবে আমি ওদের শাস্তি দেবো। আপনাদের স্মরণ আছে — এ লোকগুলি সার্দিসে এসেছিলো আমাদের এক গোলাম, মাইলেশিয়ার এরিস্তেগোরাসের সঙ্গে এবং মন্দিরসকল ও মন্দিরের আশেপাশে যেসব গাছপালা ছিলো সব পুড়িয়ে দিয়েছিলো। আপনারা এও খুব ভালো জানেন, দাতিস এবং অর্তফার্নেসের সেনাপতিত্বে

আমাদের সৈন্যরা যখন গ্রীক ভূমিতে অবতরণ করেছিলো তখন ওরা আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলো। এসব কারণে, আমি এখন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং বিষয়টির কথা যখন ভাবি তখন এর কয়েকটি সুবিধা আমি দেখতে পাই : আমরা যদি এথেনীয়ানদেরকে এবং পিলোপোনিসে এথেনীয়ানদের পড়শিদের পরাভূত করি তাহলে আমরা পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা এমনভাবে সম্প্রসারিত করতে পারবো যে, খোদ্ খোদার আকাশ হবে পারস্যের সীমানা। আপনাদের সাহায্য নিয়ে আমি ইউরোপের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হবো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, এবং গোটা ইউরোপকে পরিণত করবো এক দেশে, যার ফলে, আমাদের সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে কোনো দেশের উপর সূর্য ঝুলবেনা; কারণ, আমি যা শুনেছি তা যদি সত্য হয়, একবার এথেন্স এবং স্পার্টা যদি আমাদের অভিযানের পথে বাধা হিসেবে না থাকে তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনো নগরী বা জাতি নেই যা আমাদের ঠেকাতে সক্ষম হবে। এভাবে অপরাধী–নিরপরাধ নির্বিশেষে সকলেই বহন করবে দাসত্বের জোয়াল।"

"তাহলে, আপনারা যদি আমার অনুগ্রহ পাবার ইচ্ছা করেন আপনাদের প্রত্যেককেই স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে, আমি যেদিন আপনাদের বলবো সেদিন উপস্থিত থাকতে হবে; যে কেউ অস্ত্রশস্ত্রে সবচেয়ে সুসজ্জিত সেনাদল নিয়ে আসবে তাদের প্রত্যেককেই আমি সেসব সম্মানের নিশান দ্বারা পুরস্কৃত করবো যেগুলিকে আমাদের দেশের লোকেরা সর্বাধিক মূল্যবান মনে করে থাকে। আমি আপনাদের এ আদেশগুলি দিচ্ছি। যাই হোক, কেবল আমার নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবো আমি সেরকম জালিম নই। আমি সমস্ত বিষয়টিকে একটি প্রকাশ্য বিতর্কের জন্য আপনাদের সামনে রাখছি এবং আপনাদের কেউ তার মত প্রচার করতে চাইলে আমি তাকে তা ব্যক্ত করতে বলছি।"

রাজার পরে প্রথমে কথা বললেন মার্দোনিয়ুস। তিনি শুরু করলেন এভাবে : "জাঁহাপনা, আজ পর্যন্ত অতীতে যত পারসীয়ান জন্মেছে এবং ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার প্রত্যেকটি কথাই সত্য এবং চমৎকার, এবং আপনি কিছুতেই ইউরোপে হতভাগা আইয়োনীয়ানদের এসুযোগ দেবেন না যে, ওরা আমাদের বোকা প্রতিপন্ন করবে। আমরা যারা সাকাই, ভারতীয়, ইথিয়োপীয়ান, এসিরীয়ান এবং আরো অনেক বৃহৎ জাতিকে, তাদের কোনো অপরাধের জন্য নয়, বরং কেবল আমাদের সাম্রাজ্য সীমা বাড়াবার জন্যই পরাজিত করে দাস বানিয়েছি সেই আমরাই যদি বিনা প্ররোচনায় আমাদের আঘাত দেয়ার অপরাধে গ্রীকদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হই সে হবে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। আমাদের কি ওদের তরফ থেকে ভয়ের কিছু আছে? তাঁদের সামরিকবাহিনী অথবা ধন–সম্পদ কি আমাদের ভয়ের কোনো কারণ হতে পারে? আমরা জানি ওরা কেমন যোদ্ধা; আমরা জানি ওদের সম্পদ কতো সামান্য, ওদের জাতের লোকদের আমরা ইতিমধ্যে পদানত করেছি — আমি এশিয়ার গ্রীকগণ, আইয়োনীয়ান, ঈওলীয়ান ও ডোরীয়ানদের কথাই বুঝাচ্ছি। ইতিপূর্বে আপনার পিতার আদেশে আমি যখন ওদের দেশে হানা দিই তখনি আমি ঐ সব লোক সম্পর্কে কিছু

অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। এবং আমি সুদূর মেসিডোনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলাম — বস্তুত খোদ এথেন্সের সন্নিকটেই গিয়ে হাযির হয়েছিলাম; কোনো সৈনিকই সাহস পায়নি আমাকে বাধা দিতে। তবুও আমি যা শুনতে পাই তাতে মনে হয়, গ্রীকরা ভয়ানক যুদ্ধবাজ জাত এবং কোনো বিচার-বিবেচনা না করে কিম্বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই মুহূর্তের উত্তেজনায় ওরা যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে। যখন ওরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ওরা একসাথে বের হয়ে পড়ে এমন ময়দানের দিকে যা খুবই মসৃণ এবং সমতল, এবং সেই জায়গায় গিয়ে ওরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এর ফল এই হয় যে, যারা বিজেতা তারাও কখনো প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারে না। আর যারা পরাজিত হয় তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ওরা যেহেতু সবাই একই ভাষায় কথা বলে, ওদের উচিত ছিলো ওদের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য বেহতর কোনো পথ খুঁজে বের করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপোষ আলোচনা অথবা মত-বিনিময়ের মাধ্যমে ওরা তা করতে পারতো; অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়াই আর যে কোনো উপায়েই তা করতে পারতো। কিংবা যদি লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে, নিদেনপক্ষে ওরা কিছু কিছু কৌশলও অবলম্বন করতে পারতো; খুঁজে নিতে পারতো দৃঢ় অবস্থান, যেখান থেকে যুদ্ধ করা যেতো। যে কোনো অবস্থায় গ্রীকরা যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের হাস্যকর ধারণার কারণে, আমাকে বাধা দেয়ার কথা কখনো ভাবতেও পারেনি, যখন আমি আমার ফৌজ নিয়ে মেসিডোনিয়া আক্রমণ করি।"

"তা হলে, জাঁহাপনা, আপনি যখন এশিয়ার লক্ষ লক্ষ লোককে আপনার পক্ষে নিয়ে এবং পুরা পারস্য নৌ-বহর নিয়ে অভিযানে বের হবেন তখন কে আপনাকে বাধা দিতে সক্ষম হবে? আমাকে বিশ্বাস করুন, এ ধরনের বেপরোয়া ঝুঁকি নেয়া গ্রীকদের চরিত্রেই নেই। কিন্তু আমার ধারণা যদি ভুলই হয়ে থাকে, অজ্ঞ আর নির্বোধের সাহসবশত ওরা যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়েই আসে ওরা জানতে পারবে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমরাই। যাই হোক, বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে হাতে নেয়া উচিত, কোনো চেষ্টা-সতর্কতাকে গৌণ মনে করা উচিত নয়। পৃথিবীতে সাফল্য কখনো আপনা আপনি আসে না; চেষ্টা না করে কিছুই অর্জন করা যায় না।"

মার্দোনিয়ুসের এই ভাষণে যার্কসেসের প্রস্তাবগুলি খুবই বাস্তব বলে মনে হলো। মার্দোনিয়ুস তাঁর কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে গেলো। কিছুক্ষণের জন্য কেউই এর বিপরীত মত পেশ করতে সাহস পেলো না। শেষ পর্যন্ত অর্তবানুস রাজার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে এসাইসের — তিনি ছিলেন হিসতাসপিসের এক পুত্র, আর সে কারণে যার্কসেসের চাচা — কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। "জাহাপনা", তিনি বললেন "কোনো প্রশ্নের উভয় দিক বিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত হবার আগে উত্তম পন্থা বেছে নেয়া সম্ভব নয়। আমরা যা করতে পারি তা এই যে, যা প্রস্তাব করা হয়েছে তা-ই গ্রহণ করা। কিন্তু একটা বিতর্কের অনুমতি দিন, তাহলে দেখা যাবে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কেবল চোখে দেখেই আমরা সোনার বিশুদ্ধতা নিরূপণ করতে পারি না : আমরা তা পরীক্ষা করি অন্য সোনার উপর ঘষে। আর তখনি আমরা বলতে পারি

কোনটি বেশি খাঁটি। আমি তোমার পিতা, আমার আপন ভাই দারায়ূসকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম — শহর-বন্দর বর্জিত এক দেশের বাসিন্দা ভবঘুরে সিদীয়ানদের আক্রমণ না করতে। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। তিনি ওদের পরাভূত করতে পারবেন এই বিশ্বাসে ওদের দেশের উপর হামলা করলেন এবং স্বগৃহে আবার ফিরে আসার আগে দেখা গেলো, তাঁর সঙ্গে যেসব চমৎকার যোদ্ধা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলো তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি এমন একটি জাতিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন যারা সিদীয়ানদের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী। এ জাতির বীরত্বের সর্বোচ্চ খ্যাতি রয়েছে স্থলে ও সমুদ্রে উভয় ক্ষেত্রে। ওদের দিক থেকে আপনার ভয়ের কি কি আছে তা আপনাকে বলা আমার কর্তব্য। আপনি বলেছেন — আপনি হেলেসপোণ্ট পর্যন্ত সেতু তৈরি করে ইউরোপের ভেতর দিয়ে মার্চ্ করে গ্রীসে পৌছতে চান। এখন মনে করুন — এবং তা অসম্ভব নয়, আপনি স্থল যুদ্ধে অথবা নৌ-যুদ্ধে অথবা উভয় ক্ষেত্রে পরাজিত হলেন। লোকে বলে এই গ্রীকরা খুব প্রচণ্ড যোদ্ধা — আর এ তথ্যটি থেকেও যে কারো স্পষ্ট অনুমান করতে পারা উচিত যে, কেবল এথেনীয়ানরাই, দাতিস এবং অর্তফার্নেসের সেনাপতিত্বে ওদের আক্রমণ করতে আমরা যে বিরাট ফৌজ পাঠিয়েছিলাম তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল — অথবা আপনি চাইলে, মনে করুন না, কেবলমাত্র একটি অংশের উপরই তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো সাফল্য — মনে করুন, ওরা আমাদের নৌ-বহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাজিত করলো, তারপর সমুদ্রপথে রওয়ানা দিলো হেলেসপোণ্টের দিকে আর সেতুটি ধ্বংস করে দিলো। সে অবস্থায় প্রভো, আপনি নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হবেন। আমি যে এই যুক্তি উত্থাপন করছি তা আমার বিশেষ কোনো প্রজ্ঞার কারণে নয়। কিন্তু আমি যে বিপর্যয়ের কথা এই মাত্র বর্ণনা করলাম আসলে ঠিক এই ধরনেরই এক বিপর্যয় আমাদের জন্য আসন্ন হয়ে উঠেছিলো, যখন আপনার পিতা সিদিয়ায় তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাওয়ার জন্য থ্রেসের বোসফোরাস এবং দ্যানিউব নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আপনার মনে আছে, দ্যানিউবের সেতুটি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে আইয়োনীয়ান প্রহরীটিকে হাত করতে গিয়ে সিদীয়ানরা কি ধরনের যারপর নাই চেষ্টা করেছিলেন এবং কেমন ক'রে, মিলেতুসের অধীশ্বর হিস্তিয়ুস অপর আইয়োনীয়নের সর্বাধিকারীদের পরামর্শ তুচ্ছ না করে, কেবল তা অনুসরণ করে পারস্যকে ধ্বংস করার ক্ষমতায় ছিলেন ক্ষমতাবান। সত্যই, এ উক্তি শ্রবণ করাও ভীতপ্রদ যে একদিন রাজার ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতো কেবল একটি লোকের উপর।"

"এ কারণে, আমি আপনাকে এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং বিপদের ঝুঁকি নেয়ার যখন কোনো দরকার নেই তখন এ ধরনের ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আপনি নেবেন না। এই সম্মেলন ভেঙে দিন, চুপিচুপি আপনি নিজেই বিষয়টির ফয়সলা করুন এবং যখন সময় উপযুক্ত মনে করেন, তখন আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন। যত্নের সঙ্গে এবং উত্তমরূপে নিজের পরিকল্পনা তৈরি করার চেয়ে মূল্যবান কিছু মানুষের জন্য নেই, যদি পরিস্থিতি তার বিরুদ্ধেও যায় এবং যে-সব

শক্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেগুলি তার উদ্যোগকে ব্যর্থও করে দেয়, তখনো একথা জেনে সে সন্তুষ্ট থাকে যে, সে কোনো ভুল করেনি, পরিকল্পনা সে নিখুঁতভাবেই করেছিলো। কিন্তু পক্ষান্তরে সে যদি বিপদের মধ্যে অন্ধের মতো লাফ দেয় এবং ভ্যগ্যক্রমে সফলও হয়, তা ভাগ্যের ফলতো বটেই, তবুও এ কথা জেনে সে লজ্জা বোধ করে যে, সে ঠিকমতো প্রস্তুত ছিলো না।”

“প্রভো! আপনি অবগত আছেন যে, জীবিত সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ খোদা তাদের অহঙ্কারে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের তাঁর বজ্রদ্বারা আঘাত হানেন। যারা ক্ষুদ্র তারা তাঁকে জ্বালাতন করে না। বড় বড় প্রাসাদ এবং উঁচু উঁচু গাছের উপরই বজ্রপাত হয়, যা উঁচু তাকে নিচু করা হচ্ছে খোদার একটি নিয়ম। অনেক সময় যখন খোদা তাঁর ঈর্ষাবশত মানুষের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করেন অথবা বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি প্রেরণ করেন তখন বৃহৎ ফৌজও ক্ষুদ্র ফৌজদ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে তারা টুকরো টুকরো ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়ে, যা তাদের মানায় না। খোদা নিজের অহঙ্কার ছাড়া কারো মধ্যে অহঙ্কার বরদাশত করেন না। তাড়াহুড়া হচ্ছে ব্যর্থতার জননী, আর ব্যর্থতার জন্য আমরা সবসময়ই বিরাট মূল্য দিয়ে থাকি। আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে বিলম্ব করার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই এই ফায়দা বা কল্যাণ দৃষ্টিগোচর না হতে পারে কিন্তু এ খুবই নিশ্চিত যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।”

“হুজুর, এই আমার পরামর্শ। আর মার্দোনিয়ুস, আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, গ্রীকরা কোনোক্রমেই অবজ্ঞার পাত্র নয়। কাজেই ওদের সম্পর্কে নির্বোধ উক্তি আর কখনো করবেন না। গ্রীকদের বদনাম করে, অপবাদ দিয়ে আপনি কেবল ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বাদশাহ্র আগ্রহকেই বাড়িয়ে দেন, আর আমার যতদূর মনে হয়, আপনি নিজেও আত্যন্তিক আবেগের সঙ্গে যুদ্ধই কামনা করেন। খোদা না করুন, এ যেন না ঘটে। মিথ্যা অপবাদ নিরতিশয় দূষণীয়। অপবাদের বেলায় দুপক্ষই অন্যায় করে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় একপক্ষ। যে অপবাদ দেয় তার অপরাধ এই যে, সে একজন লোকের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে মন্দ বলে। আর যে লোক তা শোনে তার অপরাধ এই যে, সে সত্য যাচাই করার কোনো চেষ্টা না করেই তা বিশ্বাস করে। আর যে লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুদিক থেকে — একজনের অবমাননাকর উক্তি থেকে এবং অপরজনের এ বিশ্বাস থেকে যে সে এই অবমাননার লায়েক।”

“যাই হোক, গ্রীসে এই অভিযান এড়ানো যদি সম্ভব নাই হয়, আমি একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করবো। বাদশাহ্ এখানে, পারস্যেই অবস্থান করুন এবং এবিষয়ে আমি এবং আপনি, আমরা দুজনে আমাদের সন্তানদের বাজি রাখি। এবং আপনি যতো বড়ো ইচ্ছা একটা ফৌজ এবং আপনার পছন্দমতো লোক নিয়ে অভিযান শুরু করতে পারেন। বাজিটি এই : আপনার কথামতো বাদশাহ্ যদি সাফল্য লাভ করেন তাহলে আমি রাজি যে, আমার পুত্রদের হত্যা করা হবে এবং ওদের সঙ্গে অমাকেও; আর আমার

ভবিষ্যদ্বাণী যদি সফল হয় তাহলে প্রাণ যাবে আপনার পুত্রদের এবং আপনারও — যদি আপনি দেশে ফিরে আসতে আদতেই সক্ষম হন।"

"হয়তো আপনি এই বাজিতে রাজি হবেন না। এবং তা সত্ত্বেও গ্রীসে ফৌজ নিয়ে অভিযান চালানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন। এ ক্ষেত্রে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করবার সাহস করছি : এমন একদিন আসবে যখন, যে-সব লোক দেশে রয়ে গেছে তাদের অনেকেই এ খবর শুনতে পাবে — মার্দোনিয়ুস পারস্যের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছেন এবং তার লাশ, রাস্তার উপর যদি কুত্তা আর পাখির খাদ্য না হয় তো তা এথেনীয়ান বা স্পার্টানদের দেশের কোথাও না কোথাও তা কুকুর আর কাকচিল আর শকুনের খাবার হয়েছে, কারণ আপনি যে জাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করছেন এভাবেই আপনি তাদের চরিত্র কি তা বুঝতে পারবেন।"

যার্কসেস গোস্বায় ফেটে পড়লেন। "অর্তবানুস", জবাবে তিনি বললেন; "আপনি আমার পিতার ভাই। আর কেবল এ কারণেই আপনি, যে শূন্যগর্ভ হাস্যকর ভাষণ দিলেন তার মূল্য না দিয়ে বেচেঁ গেলেন। কিন্তু আপনার কাপুরুষতা এবং ভীরুতার জন্য আপনি কলঙ্ক থেকে বাঁচবেন। আমি আপনাকে নিষেধ করছি, আমার গ্রীস অভিযানে আমার সংগী হবেন না। আপনি রমণীদের সঙ্গে ঘরে অবস্থান করুন এবং আমি যা কিছু বলেছি আপনার কোনো সাহায্য না নিয়েই তার সবকিছু করবো। আমি যদি এথেনীয়ানদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হই তাহলে আমি আখিমেনিসের পুত্র থিসপেস, তাঁর পুত্র ক্যামবিসেস, তাঁর পুত্র সাইরাস, সাইরাসের পুত্র থিসপেস, তাঁর পুত্র আরিয়াবামনেস, তাঁর পুত্র অরসামেস, তাঁর পুত্র হিসতাসপিস এবং হিসতাসপিসের পুত্র দারায়ূসের পুত্র আমি নই। আমি খুবই ভালো করে জানি যে, আমরা যদি অগ্রসর না হই, এথেনীয়ানরা অগ্রসর হবে এবং ওরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশকে আক্রমণ করবে। ওরা অতীতে যা করেছে তার থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত; কারণ ওরাই মার্চ করে এশিয়ায় প্রবেশ করছিলো এবং সার্দিসকে পুড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন আর আমাদের উভয়ের কারো পক্ষেই পশ্চাদপসরণ সম্ভব নয়। আমরা যদি আঘাত না করি, নিশ্চয় আমাদের উপর তা নেমে আসবে। আমাদের যা কিছু আছে, চলে যাবে গ্রীকদের অধিকারে অথবা ওদের যা কিছু আছে চলে আসবে আমাদের অধিকারে। আমাদের সামনে স্থির করার এ একটি বিষয়ই আছে। কারণ, আমাদের দুয়ের মধ্যেকার এই শত্রুতার মধ্যে কোনো মধ্যপন্থা নেই। তাই আমাদের জন্য সংগত যে একদা আমাদের উপর যে আঘাত হানা হয়েছিলো আমরা এখন তার বদলা নেবো এবং তা করতে গিয়ে আমার জীবনে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে আমি তার প্রকৃতি বুঝতে পারবো। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি কি অবস্থায় ঘটবে? — যদি আমি সেই জাতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাই, যাদের পারস্যের রাজাদের এক নগণ্য গোলাম ফ্রাইজিয়ার পিলোনাস এমন মার দিয়েছিলো যে, আজো পর্যন্ত ঐ জাত এবং দেশ বিজেতার নাম বহন করছে।"

এভাবে কনফারেন্সের বক্তৃতা শেষ হলো। পরে সন্ধ্যাকালে, যার্কসেস অর্তবানুস যে সব কথা বলেছিলেন তাতে উদ্বেগ বোধ করতে শুরু করেন এবং রাতের বেলায় বারবার এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন — গ্রীস অবরোধ পরিণামে খুব ভালো কাজ হবে না। এই সিদ্ধান্তের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং পারস্যের লোকেরা বলে,

রাত শেষ হবার আগেই তিনি স্বপ্নে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখেন, মূর্তিটি দীর্ঘদেহী এবং গরিমাময়, দাঁড়িয়ে আছে তাঁর শয্যাপাশে। "পারস্যরাজ" মূর্তিটি বললো, "আপনি কি আপনার মত পরিবর্তন করেছেন এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগুবেন না বলে ঠিক করেছেন, যদিও আপনি আপনার প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করেছেন — সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য। আপনি মত বদলিয়ে ভুল করেছেন। এখানে এমন একজন আছে যে কিছুতেই আপনাকে এজন্য ক্ষমা করবে না। কাজেই, গতকাল আপনি যে পন্থা স্থির করেছিলেন সে পথই অনুসরণ করুন।

এরপর স্বপ্নের মূর্তিটি শূন্যে উড়ে গেলো; পরদিন যার্কসেস এ স্বপ্নের কথা তার মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, আগে যে লোকগুলির বৈঠক ডেকেছিলেন আবার তাদেরই বৈঠক ডাকালেন। "ভদ্র মহোদয়গণ" তিনি তাদের বললেন : "আমি আমার মত এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করার জন্য আপনাদের ধৈর্য চাই। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এখনো পুরা হয়নি এবং যারা আমাকে এ যুদ্ধের জন্য বাধ্য করতে চায় তারা এক মুহূর্তের জন্য আমাকে একা থাকতে দিচ্ছে না। আমি যখন আর্তবানুসের কথা শুনলাম মুহূর্তের জন্য আমার তরুণ রক্ত টগবগ করে উঠেছিলো এবং আমি তার প্রতি এমন কতগুলি উক্তি করেছিলাম, যা কোনো তরুণেরই তার বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু এখন আমি তাঁর কথার সারবত্তা স্বীকার করছি, আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করছি। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে না। শান্তি অব্যাহত থাকবে।"

পারসীয়ানরা এতে খুব আনন্দিত হলো এবং তাদের রাজার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করলো। কিন্তু পরের রাত্রে যার্কসেস সেই মূর্তিটিকে আবার আগের মত স্বপ্নে দেখলেন — মূর্তিটি তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বললো "দারায়ূসনন্দন, আপনি আপনার প্রজাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে অভিযান প্রত্যাহার করলেন এবং আমি আপনাকে যা বলেছিলাম তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন — যেন কখনো তা বলাই হয়নি। এখন শুনুন,আপনি যদি এই মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা না দেন তার পরিণাম কি হবে আপনাকে বলছি। আপনি যেমন মুহূর্তের মধ্যে মহত্ত্ব ও ক্ষমতায় উন্নীত হয়েছিলেন তেমনি মুহূর্তের মধ্যেই আপনাকে আবার নিচে নামিয়ে দেয়া হবে।"

এই স্বপ্নে ভয় পেয়ে যার্কসেস লাফ মেরে উঠলেন বিছানা থেকে এবং অর্তবানুসকে ডেকে পাঠালেন। অর্তবানুসকে সম্বোধন করে বললেন "অর্তবানুস, আপনি যখন আপনার সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তখন আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি এবং অসংযত ও নির্বোধের মতো জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতেই আপনার উপদেশ সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা হলো, আমি বুঝতে পারলাম আপনার পরামর্শমতোই আমার কাজ করা উচিত। কিন্তু আমি এখন যতো ইচ্ছাই করি না কেন তা করতে পারছি না কারণ,আমি যখন মত পরিবর্তন করলাম তখন থেকেই একটা স্বপ্ন আমাকে তাড়না করে ফিরছে, আমাকে আপনার পরামর্শমতো কাজ করতে দেবে না। শেষবার আমি যখন স্বপ্নটি দেখি আমাকে তখন ভয়ঙ্কর বিপদের কথা বলে শাসিয়ে দেয়া হয়। এখন আমার

কথা হচ্ছে, যদি খোদা এ স্বপ্ন দেখিয়ে থাকেন, আর এ যদি তাঁর ইচ্ছাই হয় যে, আমরা গ্রীস অবরোধ করি তাহলে একই স্বপ্ন আপনিও দেখবেন এবং আমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে স্বপ্ন মারফত আপনাকেও একই আদেশ দেয়া হবে। আর আমি মনে করি, আপনি যদি আমার পোশাক পরেন, আমার সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন এবং আমার বিছানায় নিদ্রা যান, তাহলেই আপনার এ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা খুব বেশি।

অর্তবানুসের মনে হলো, রাজ-সিংহাসনে আসন গ্রহণ করা তার জন্য উচিত হবে না। তাই তিনি যার্কসেসের হুকুম সঙ্গে সঙ্গেই পালন করতে রাজি হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজার হুকুম তামিল করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য, এর আগে তিনি নিম্নরূপ ভাষায় যার্কসেসকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : "প্রভো, আমি বিশ্বাস করি সদুপদেশ শোনার আগ্রহ অনেকটা নিজে প্রজ্ঞাবান হওয়ারই সমতুল্য। আপনার অবশ্য দুটি গুণই আছে। কিন্তু আপনি দুষ্ট লোকের সাহচর্যে বিপথে পরিচালিত হয়েছেন। আপনার প্রতি তাদের উপদেশ, ঝঞ্ঝাবায়ুর মতো, যা সমুদ্রকে তার যা হওয়া উচিত তা হতে দেয় না; অর্থাৎ আমাদের সকলের জন্য সারা বিশ্বে সবচাইতে কল্যাণকর হতে দেয় না। আর আমার বেলায় এটুকু বলতে পারি, আমাকে যে গালমন্দ করেছেন তাতে আমি ততোটা আহত হইনি, যতোটা আহত হয়েছি অন্য কারণে। কারণটি এই — আমাদের দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলো। এর একটির দ্বারা আমাদের ঔদ্ধত্যের স্তাবকতা করা হয়, অন্যটির দ্বারা সেই ঔদ্ধত্যকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এতে এই ইঙ্গিত করে যে, হৃদয় স্বভাবতই যার অধিকারী সবসময় তার চাইতে বেশি আকাঙ্খা করতে হৃদয়কে শেখানো কতো দূষণীয়। এবং আপনি দু'টি বিকল্পের মধ্যে সেইটিই বেছে নিয়েছিলেন যাতে করে পরিণামে আপনার নিজের এবং আপনার দেশের বিপর্যয়ের সম্ভাবনাই বেশি। এখন আপনি দুটি পন্থার মধ্যে প্রকৃষ্টতরো পন্থাটির দিকেই আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু আপনি আমাকে বলছেন, আপনি যে মুহূর্ত থেকে গ্রীস আক্রমণের খেয়াল ত্যাগ করেছেন তখন থেকেই একটি স্বপ্ন আমাকে তাড়না করে ফিরছে, যে স্বপ্ন আপনাকে আপনার লক্ষ্য পরিত্যাগ করতে দেবেনা। হে বৎস! আপনি অনুমান করছেন, আপনাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন কোনো দেবতা বা ঐ রকম কেউ। কিন্তু স্বপ্ন খোদার কাছ থেকে আসেনা। আমি আপনার চাইতে অনেক বছরের বড়; আমি আপনাকে বলবো, আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্যগুলি ভেসে বেড়ায় সেগুলি কি? প্রায় সবসময়ই ওগুলি হচ্ছে, আমরা দিনের বেলা যা ভাবি, যেসব ভাবনায় মশগুল থাকি তারই ছায়া হচ্ছে এই ভেসে চলা মায়া মূর্তিগুলি; এবং আপনি জানেন,আপনার এই স্বপ্নের আগে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা এই অভিযান নিয়ে মনত খুবই ব্যস্ত ছিলাম। সে যাই হোক, আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, এও সম্ভব যে সেভাবে আপনার স্বপ্ন হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় না হয়তো, আসলেই এর মধ্যে দৈব কিছু রয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন তাতেই বিষয়টির সারকথাটি পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে। এই স্বপ্ন আপনার কাছে যেভাবে এসেছে সেভাবে আমার কাছে আসুক, তার আদেশসহ।

"একই কথা, — স্বপ্ন যদি সত্যই আসে, আমার নিজের কাপড় না পরে আপনার কাপড় পরলে, অথবা আমার নিজের বিছানায় না শুয়ে আপনার বিছানায় নিদ্রা গেলেই তাহলে এ স্বপ্ন দর্শনের সম্ভাবনা বেশি আছে বলে মনে হয় না। কারণ, নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্নের এই ছায়ামূর্তিগুলি, আসলে যা-ই হোক, অতো বোকা নয় যে আমি আপনার পোশাক পরেছি বলেই ওরা আমাকে আপনি বলে মনে করবে। কিন্তু কাপড়ের কথা যদি সম্পূর্ণ বাদও দিই, ছায়ামূর্তি যদি আমাকে উপেক্ষা করে এবং আমার সামনে আসা উচিত মনে নাও করে এবং তা সত্ত্বেও আপনাকে আবার দেখা দেয়, তা হলে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে বলে আমাদের অবশ্য স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, আপনি যদি এস্বপ্ন প্রায়ই দেখেন, তাহলে আমিও স্বীকার করবো যে খোদাই এ স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।"

"আর আপনি যদি স্থির করেই থাকেন, আমি তো আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে ফেরাতে পারি না। আমাকে যদি আপনার বিছানায় ঘুমাতেই হয় — তা-ই হোক। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করবো। তারপর দেখা যাক, ছায়ামূর্তি স্বপ্নে দর্শন দেয় কি না। কিন্তু যতক্ষণ না তা দেখা দিয়েছে আমি এ বিষয়ে আমার নিজের মত পোষণ করতে থাকবো।"

এরপর অর্তবানুস যার্কসেস যে ভুল করেছেন তা প্রমাণ করতে পারবেন এ আশায় তাকে যা করতে বলা হলো তা-ই করলেন। তিনি রাজার পোষাক নিজের গায়ে চাপালেন এবং রাজ সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন, এরপর তিনি যখন রাজার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তখন তিনি স্বপ্নে সেই মূর্তিটি দেখলেন — ইতিপূর্বে রাজা যাকে দুবার স্বপ্নে দেখেছেন। মূর্তিটি বললো : "তুমি কি সেই ব্যক্তি যে রাজার জন্য সম্ভাব্য উদ্বেগবশত তাকে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছো? — নিয়তির গতি পরিবর্তনের এই চেষ্টার জন্য তুমি এখন কিংবা পরে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। আর যার্কসেস — তাকে তো বলেই দেয়া হয়েছে, সে যদি আমাকে অমান্য করে তার পরিণাম কি হবে।"

এভাবে শাসিয়ে দেয়ার পর ছায়ামূর্তিটি তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে অর্তবানুসের চোখ দুটি প্রায় পুড়িয়েই দিচ্ছিলো, যখন তিনি চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেলেন যার্কসেসের কাছে। তারপর তার পাশে বসে স্বপ্নটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করলেন আর নিম্নলিখিতমতো কথা বলে চললেন — "মহাত্মন, অন্য অনেক লোকের মতো আমি আমার জীবৎকালেই দুর্বলতরো রাজ্যের আঘাতে বহু শক্তিশালী পরাক্রান্ত রাজ্যকে ভেঙে পড়তে দেখেছি। আর এ কারণেই আমি আপনাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছি — তরুণের উষ্ণ রক্তের নিকট আপনি যাতে আত্মসমর্পণ না করেন। তৃপ্তিহীন অদম্য বাসনার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিপদ। আর কি করেই বা আমার পক্ষে মাসসাজেতির বিরুদ্ধে সাইরাসের অভিযানের এবং ক্যামবিসেসের ইথিয়োপিয়া অবরোধের পরিণাম ভুলে যাওয়া সম্ভব? আর হ্যাঁ, আমি কি স্কিথীয়ানদের বিরুদ্ধে দারায়ূসের হামলায় তার সংগী ছিলাম না? ঐসব বিপর্যয়ের স্মৃতি থেকেই আমার বিশ্বাস

জন্মেছিলো, আপনি শান্তিতে বাস করলেই কেবল দুনিয়া আপনাকে সুখী বলবে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, এবিষয়ে খোদার ইচ্ছা সক্রিয় রয়েছে। আর বাহ্যত যখন বুঝাই যাচ্ছে, ঐশী ইচ্ছায় গ্রীসের উপর ধ্বংস ও বিপর্যয় আসন্ন হয়ে পড়েছে — তাই আমি স্বীকার করছি যে, আমি ভুল করেছিলাম। খোদা আমাদেরকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা পারস্যের লোকদের জানিয়ে দিন। আপনি ইতিপূর্বে তাদের যেভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, সেভাবেই তাদের প্রস্তুতি নিতে বলুন। আল্লাহ নিজেই যখন আপনাকে এ সুযোগ দিচ্ছেন একে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য; আপনার কর্তব্য আপনি পুরোপুরি পালন করুন।"

অর্তবানুস এবং যার্কসেস দুজনেই স্বপ্নে ষোল আনা বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ভোরে প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা গোটা ব্যাপারটি পারসীয়ানদের নিকট তুলে ধরলেন, আর অর্তবানুস, যিনি কেবল একাই এ যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রকাশ্য বিরোধী ছিলেন, তিনিও এবার রাজার প্রস্তাবের প্রকাশ্য সমর্থনে কম গেলেন না।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যার্কসেস তৃতীয় আরেকটি স্বপ্ন দেখলেন। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য পারস্যের জ্ঞানী পুরোহিতদের সাথে পরামর্শ করা হলে তারা মত প্রকাশ করলেন — এতে বিশ্ব-বিজয় এবং গোটা পৃথিবী পারস্যের অধীন হওয়ার আগাম নিদর্শন রয়েছে। স্বপ্নে যার্কসেস কল্পনা করেন, যেন তিনি জলপাইয়ের মুকুট পরেছেন মাথায়, যার শাখা সারা পৃথিবীতে বিস্তারিত হয়েছে; তারপরে হঠাৎ সেই মুকুটটি তার মাথা থেকে মিলিয়ে গেলো। পুরোহিতদের ব্যাখ্যাটি সমর্থন হওয়ায়, বৈঠকে যেসব পারসীয়ান অভিজাত জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা নিজ নিজ প্রদেশের উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি রওয়ানা দিলেন। ওদের প্রত্যেকে যেহেতু আশা করছিলেন যার্কসেস ঘোষিত পুরস্কার তিনিই লাভ করবেন — তাই তাঁরা উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলেন না। আর যার্কসেস তাঁর সেনাবাহিনী তৈরির এ প্রক্রিয়ায় মহাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল একেবারে তছনছ করে ছাড়লেন। মিসর বিজয়ের পর চার বছর ধরে সৈন্য সংগ্রহ, রসদ যোগাড় ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে এবং পঞ্চম বছরের শেষের দিকে যার্কসেস এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তার মার্চ শুরু করলেন।

সত্যই সেনাবাহিনীটি ছিলো বিশাল — লিপিবদ্ধ ইতিহাসে যত ফৌজের কথা আছে তার যে কোনোটির চাইতে অনেক অনেক বড়। দারায়ুস তার স্কিথীয়ান অভিযানে যে বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেছিলেন এবং ক্রিমেরীয়ানদের পিছু পিছু মিডিয়ায় যে বিপুল সংখ্যক সিদীয়ান ভেঙে পড়েছিলো এবং এশিয়ার উপরিভাগের প্রায় সকল এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে* এনেছিলো সেসব বাহিনীকেও যার্কসেসের ফৌজের তুলনায় বামন বলা যেতে

---

* এ ঘোড়াগুলির এধরনের নামকরণের কারণ হচ্ছে, এগুলি মিডিয়ার বিশাল নাইসীয়ান প্রান্ত থেকে সংগৃহীত। এখানে এ জাতীয় অস্বাভাবিক আকারের ঘোড়া পালিত হয়।

পারে। আগামেমনন এবং মেনিলাউস যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ট্রয় আক্রমণ করেছিলেন তার চেয়ে যার্কসেসের বাহিনী এতো বড় ছিলো যে দুএর মধ্যে তুলনাই হয়না। ট্রয়ের যুদ্ধের আগে মাইসীয়ান এবং তিউরসীয়ানরা যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বোসফোরাস অতিক্রম করে ইউরোপ প্রবেশ করেছিলো, থ্রেসকে পরাভূত করেছিলো এবং আড্রিয়াটিক উপসাগরের কূলে পৌছে দক্ষিণে পেনিয়ুস নদী পর্যন্ত পৌছেছিলো তার চেয়েও যার্কসেসের বাহিনী এতো বৃহৎ ছিলো যে দুয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই হয়না। এ সবকটি সৈন্যবাহিনীকে একত্র করে তার সঙ্গে সমসংখ্যক আরো বাহিনী যোগ করলেও যার্কসেসের সৈন্যবাহিনীর সমান হতো না। এশিয়ায় এমন কোনো জাতি ছিলো না তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যাদের সঙ্গে নেন নি; বড় বড় নদীগুলি ছাড়া এমন কোনো স্রোত বা নালা ছিলো না যার পানি যার্কসেসের ঘোড়াগুলি নিঃশেষে পান করে শুকিয়ে ফেলেনি। কোনো কোনো দেশ তাকে জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে, কোনো কোনো দেশ থেকে লোক নিয়ে গড়ে উঠলো পদাতিক বাহিনীর ইউনিটগুলি; কোনো কোনো দেশ থেকে নেয়া হলো অশ্বারোহী বাহিনী, কারো কারো কাছ থেকে নেয়া হলো যাতায়াত ও মাল পরিবহণের জন্য নৌযান এবং নৌযানে কাজ করার জন্য খালাসি ও অন্যান্য লোক। অন্যান্য অনেক দেশ থেকে তিনি নিলেন ভাসমান ব্রিজ তৈরি করার জন্য খুদে জাহাজ, অথবা রশদ ও নানা রকমের নৌযুদ্ধের সামগ্রী, রণতরী ইত্যাদি।

এখানে একথা স্মরণ হবে যে, এর আগে একবার পারস্য নৌবহর এতোস পাহাড় পরিক্রমণের চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলো। একারণে বিগত প্রায় তিন বছর ধরে এখানে কাজ চলছিলো, যাতে করে এ বিপর্যয়ের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এক সারির উপর আরেক সারি, এরকম তিন সারি দাঁড়-বিশিষ্ট তিন তলা রণতরীর এক বহর অবস্থান করছিলো খিরসোনিসদের দেশে, ইলিউস নামক স্থানে, আর এই ঘাঁটি থেকে বিভিন্ন জাতের লোকদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর সিপাহীদের বিভিন্ন শিফটে পাঠানো হলো এতোসে। ওখানে চাবুক মেরে মেরে ওদের দ্বারা এক খাল কাটানো হলো। এতোসের স্থানীয় লোকদেরও খাল খনন করতে বাধ্য করা হলো। মেগাবাইজুসের পুত্র বুবারেস এবং অর্তিউসের পুত্র অর্তখিস — এই দুইজন পারস্য অফিসার ছিলেন এর দায়িত্বে।

মেতোস পাহাড়টির কথা সকলেই জানে — একটি উচ্চ শৈলান্তরীপ যা গিয়ে ঢুকে পড়েছে সমুদ্রে। এর উপর লোকেরা বাস করে; জমিনের দিকে যেখানে এসে উঁচু ভূমি শেষ হয়েছে সেখানে এটি একটি যোজকের আকার নিয়েছে, যার প্রস্থ দেড় মাইল। এর সবটুকুই সমতল, একান্তাসের নিকটবর্তী উপকূল থেকে শুরু করে একটানা টোরোনে পর্যন্ত এখানে ওখানে অল্প কটি ছোট খাটো টিলা ছাড়া। উঁচু ভূমিখণ্ডের উত্তরে যোজকটির উপর রয়েছে গ্রীক শহর 'সানে' আর দক্ষিণ দিকে এতোসের উপর রয়েছে ডায়াম, অলোফাইক্সাস, অ্যাক্রোনথুন, থাইসাস এবং ক্লিওনে শহরক'টি; যার্কসেস চাইলেন — এইসব শহর ও স্থানের লোকদের তিনি দ্বীপবাসী করে ছাড়বেন।

খালটি কিভাবে খনন করা হলো এবার আমি তা বর্ণনা করছি। সানে থেকে যোজকটির উপর দিয়ে সোজা একটি রেখা টানা হলো এবং স্থানটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হলো, যাতে বিভিন্ন জাতির লোকেরা একেকটি ভাগে কাজ করতে পারে। খাল কেটে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছানোর পর খালের তলায় লোকেরা খনন কাজ চালিয়ে যেতে লাগেলো এবং যারা তাদের উপরে রয়েছে তাদের নিকট মাটি তুলে দিলো। এই দ্বিতীয় দলের লোকগুলি মই-এর উপর দাঁড়িয়ে মাটি তুলে দিলো আরো উপরের এক দলের কাছে — যতক্ষণ না এভাবে মাটি গিয়ে পৌঁছলো খালের কিনারে, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে। এই শেষোক্ত দলের লোকেরা মাটি বহন করে নিয়ে অন্য জায়গায় স্তূপীকৃত করতে লাগলো। যেসব লোক এ খাল কাটছিলো তারা এভাবেই মাটি কেটে চললো যাতে খালের উপরে এবং তলায় প্রস্থ একই হয়। এর অনিবার্য ফল এই হলো যে, দুপাশ থেকে মাটি ভেঙে পড়তে লাগলো খালে। ফলে ওদের পরিশ্রম হলো দ্বিগুণ। বলতে কি, ফিনিসীয়ানরা ছাড়া আর সকলেই এ ভুল করেছিলো। বাস্তব অন্যান্য ব্যাপারের মতোই এ ক্ষেত্রেও ফিনিসীয়ানরা তাদের দক্ষতার চমৎকার নজির স্থাপন করে। ওদের জন্য যে অংশটি বরাদ্দ করা হলো সে অংশটিতে ওরা কর্তিত খালটির যে প্রস্থ, নির্ধারিত ছিলো তার ডবল প্রস্থ নিয়ে একটি পরিখা খনন করতে শুরু করে এবং ঢালু করে মাটি কেটে কেটে ওরা যেতে থাকে নিচের দিকে, যার ফলে নিচের দিকে প্রস্থ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে এবং তলায় পৌঁছানোর পর তাদের অংশটির প্রস্থ অন্যান্য অংশগুলির প্রস্থের সমান হয়ে গেলো।

নিকটেই একটি মাঠে ছিলো মজুরদের বৈঠকের জায়গা ও বাজার। আর বীজ বোনার জন্য তৈরি মাটি বিপুল পরিমাণে আনা হয়েছিলো এশিয়া থেকে।

এ বিষয় যখন আমি চিন্তা করি, তখন এ সিদ্ধান্তে না এসে পারিনা যে, কেবলমাত্র জাঁকজমক দেখানোর উদ্দেশ্যেই তিনি খালটি খনন করিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ক্ষমতা দেখাতে এবং এমন কিছু রেখে যেতে যার জন্য তাঁকে স্মরণ করা হবে। জাহাজগুলি যোজক বরাবর এনে সেগুলি মেরামত করা আদৌ কঠিন ছিলোনা। তা সত্ত্বেও সমুদ্রে পৌঁছানোর জন্য তিনি অতটা প্রশস্ত একটা প্রণালী খনন করানোর নির্দেশ দেন, যাতে দুটি জাহাজ পাশাপাশি দাঁড় বেয়ে যেতে পারে। যে লোকগুলিকে দিয়ে খাল খনন করানো হলো তাদের হুকুম দেয়া হলো স্ট্রাইমন নদীর উপর সেতু নির্মাণ করতে। একই সময়ে অন্যান্য কাজও চলছিলো : প্যাপিরাস দিয়ে, অথবা শাদা শন দিয়ে কাছি তৈরি করা হচ্ছিলো সেতুর জন্য। এই কাজের দায়িত্ব যার্কসেস অর্পণ করলেন ফিনিসীয়ান ও মিশরীয়দের উপর। পাছে না মানুষ অথবা জীব-জানোয়ার গ্রীস অভিযানের পথে খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয় সে উদ্দেশ্যে সৈনিকদের রসদের জন্য অস্থায়ী ভাণ্ডার তৈরি হলো। এসব ভাণ্ডারের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হলো সযত্ন জরিপের পর। রসদ সওদাগরদের জাহাজে করে আনীত হলো এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। থ্রেসের লিউস-একতে নামক স্থানে সবচাইতে বেশি পরিমাণে রসদ সংগৃহীত হলো।

অপরাপর ভাণ্ডারগুলি তৈরি হলো পেরিন্থীয়ান অঞ্চলের টাইরোদিজায়, স্ট্রাইমন নদীর তীরবর্তী ডরিসকাস ও ইস্তনে, এবং মেসিডোনিয়ায়।

কাজ এগিয়ে চললো এভাবে। ইত্যবসরে অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য গোটা মহাদেশ থেকে সংগৃহীত সকল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গঠিত মহাবাহিনী নির্দেশমতো কাপ্পাডোসিয়ার কৃতলা নামক স্থানে জমায়েত হয়েছিলো। ওখান থেকে ওরা যার্কসেসের অধীনে কুচকাওয়াজ করে রওয়ানা করে সার্দিসে। পারস্যের প্রাদেশিক গভর্নরদের মধ্যে সর্বাধিক সুসজ্জিত ফৌজ সরবরাহের জন্য রাজার ঘোষিত পুরস্কার কে পেয়েছিলেন আমি বলতে পারবো না। এ ব্যাপারে আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছিলো কিনা আমি জানিনা। হালীস অতিক্রম করার পর সেনাবাহিনী ফ্রাইজিয়ার ভেতর দিয়ে সিলেনি পৌছল। এই স্থানেই মিয়াণ্ডার নদীর উৎপত্তি হয়েছে এবং একই আকারের আরেকটি অদ্ভুত নামের নদী ক্যাটারাক্টও উৎপন্ন হয়েছে এখানে। শেষোক্ত নদীটি সিলেনির ঠিক চকবাজার থেকে উৎপন্ন হয়ে মিয়াণ্ডারের সঙ্গে মিশেছে। এখানেও মার্সিয়াস ও সিলেনাসের চামড়া প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ফ্রাইজিয়ার লোককাহিনী মতে এপোলো মার্সিয়াসের গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিয়ে এই বাজারের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে সিলেনিতে পাইথিয়ূস নামে জনৈক লিডীয়ান, যিনি ছিলেন আতিসের পুত্র, যার্কসেসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সেখানে পৌছলে পাইথিয়ূস তাঁকে এবং তাঁর গোটা বাহিনীকে আপ্যায়িত করেন পরম আতিথেয়তার সঙ্গে ভাণ্ডার খুলে দিয়ে। তাছাড়া তিনি যুদ্ধের খরচ বহন করার জন্য টাকাকড়ি যোগানোরও ওয়াদা করলেন। টাকাকড়ির কথা ওঠায় যার্কসেস উপস্থিত পারসীয়ানদের কাছে জানতে চাইলেন — এই পাইথিয়ূস লোকটি কে? এবং সত্যি এ ধরনের একটি ওয়াদা করার মতো ধনরত্ন তাঁর আছে কিনা।

"প্রভো" — ওরা জবাব দিলো, "এই লোকটিই তো আপনার পিতা দারায়ূসকে স্বর্ণ নির্মিত গাছ এবং সোনার লতা উপহার দিয়েছিলেন; আর আমরা যতোদূর জানি, আপনাকে বাদ দিলে এই লোকটি এখনো পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ধনবান ব্যক্তি।"

এই শেষোক্ত বক্তব্যে যার্কসেস বিস্মিত হন এবং তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। এবার তিনি খোদ পাইথিয়ূসকেই জিজ্ঞেস করলেন — তাঁর কতো অর্থবিত্ত আছে।

"মহোদয়", পাইথিয়ূস বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথাই বলবো এবং আমি এরূপ ভান করবো না যে, আমার ধনের পরিমাণ আমি জানিনা। আমি তা অবশ্যই জানি এবং তার সঠিক পরিমাণই আপনাকে জানাচ্ছি। যখন আমি জানতে পারলাম যে, আপনি ঈজীয়ান উপকূলের পথে রয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ইচ্ছা জাগলো, যুদ্ধের খরচের জন্য সাহায্য করতে। তাই আমি আমার আর্থিক সামর্থ্য বিচার করে দেখলাম এবং হিসাব করে দেখলাম যে, আমার কাছে রয়েছে দু হাজার রৌপ্য ট্যালেন্ট এবং ৩০ লক্ষ ৯৩ হাজার স্বর্ণ 'দারিক'। এসবই আপনাকে আমি দিতে চাই; আমি আমার দাস এবং জমিদারির আয়ের উপর বেশ আরাম-আয়েসেই জীবন-যাপন করতে পারি।"

যার্কসেস খুবই খুশি হলেন। "লিডীয়ান বন্ধু", তিনি বললেন, "পারস্য থেকে আসার পর একমাত্র আপনাকেই পেলাম, যিনি আমার ফৌজকে আপ্যায়িত করতে আগ্রহী। আপনি ছাড়া আর কেউই নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো আমার সামনে উপস্থিত হয়নি যুদ্ধের জন্য টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু আপনি দুটি কাজই করেছেন — এবং করেছেন বিশাল আকারে। এ জন্য আপনার এ মহানুভবতার পুরস্কারস্বরূপ আপনাকে আমি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং তদুপরি আপনার সম্পদের পরিমাণ যাতে মোটমাট ৪০ লক্ষ দারিক হয়, সেজন্য আমি আমার নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে আপনাকে আরো সাত হাজার স্বর্ণ দারিক দেবো। এভাবে আপনি যা অর্জন করেছেন আপনি তার মালিক থাকুন এবং আজকে মানুষ হিসেবে আপনার যে পরিচয় দিয়েছেন সবসময়ই তাঁর মর্যাদা রাখার মতো প্রজ্ঞা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এজন্য আপনাকে কখনো অনুতপ্ত হতে হবে না — এই মুহূর্তে নয়, কিংবা পরেও নয়।"

রাজার প্রতিশ্রুতি যথাবিধি পালিত হলো এবং ফৌজ এগিয়ে চললো। ফ্রাইজিয়ার শহর আনাউয়া এবং যে-হ্রদ থেকে লবণ তোলা হয় তা পার হয়ে যার্কসেস পৌঁছলেন একটি বড় শহর কলোস্সাইতে। এখানেই লাইকাস নদী ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে আধমাইল দূরে গিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে সেখানে মিয়াণ্ডারের সঙ্গে মিশেছে। কলোস্সাই ছেড়ে ফৌজ রওয়ানা করলো লিডিয়ার সরহদের দিকে এবং পরে গিয়ে পৌঁছলো সিড্রারা নামক স্থানে। ওখানেই ক্রিসাস একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে ফ্রাইজিয়া ও লিডিয়ার মধ্যবর্তী সীমানা কি সে সম্পর্কে একটি লিপি খোদিত করেছিলেন। সড়কটি লিডিয়াতে প্রবেশ করার পরই বিভক্ত হয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে বাঁ দিকে ক্যারিয়ারের দিকে এবং অপর রাস্তাটি চলে গেছে ডানদিকে সার্দিস অভিমুখে। ডানদিকের রাস্তা ধরে কোনো পথিক রওয়ানা করলে তাকে মিয়াণ্ডার অতিক্রম করে কেল্লাতিবুস শহর হয়ে এগুতে হবে। এই শহরেই তামারিস্ক সিরাপ ও গমের ময়দা থেকে মধু উৎপাদন করা হয়ে থাকে। যার্কসেস এই পথই ধরলেন এবং এর নিকটেই তিনি এমন একটি সুন্দর সরল বৃক্ষ দেখতে পেলেন যে তিনি অভিভূত হয়ে গাছটিকে সোনার অলঙ্কারে মণ্ডিত করেন এবং সেটিকে পাহারা দেয়ার জন্য তিনি তাঁর ইম্মোর্টালদের একজনকে রেখে গেলেন। পরদিন তিনি পৌঁছলেন লিডিয়ার রাজধানী সার্দিসে।

সার্দিসে যার্কসেসের প্রথম কাজ হলো এথেন্স এবং স্পার্টা ছাড়া গ্রীসের সর্বত্র প্রতিনিধি প্রেরণ। এই প্রতিনিধিদের মারফৎ তিনি দাবি করলেন একটি জিনিস — আত্মসমর্পণের চিরাচরিত নিদর্শন আর তার সাথে তিনি এই ফরমান পাঠালেন, তাঁর আগমনের জন্য তাঁর সম্মানার্থে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মসমর্পণের জন্য নতুন করে তাঁর এই দাবির মূলে ছিলো তাঁর এই নিশ্চিত বিশ্বাস যে, গ্রীক জাতি ইতিপূর্বে দারায়ূসের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো; তারা এখন প্রীত হয়ে তাঁর দাবি মেনে নেবে। তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা কি ভুল সিদ্ধান্ত না সঠিক তা প্রমাণ করার জন্য যার্কসেস এ পন্থা অবলম্বন করেন।

এরপর তিনি অগ্রসর হলেন এবাইডোসের দিকে। ওখানে এশিয়া থেকে ইউরোপ পৌঁছানোর জন্য হেলেসপোন্টের উপর একটি সেতু ইতিপূর্বে নির্মিত হয়েছিলো। সিসটোস এবং খিরসোনিসের মেদাইতুসের মাঝখানে রয়েছে একটি শিলাঘটিত অন্তরীপ, যা এবাইডোসের বিপরীত দিকে গিয়ে ঢুকে পড়েছে পানিতে। এখানেই, খুব বেশি পরের কথা নয়, এরিফ্রনের পুত্র স্কান্থিপোসের নেতৃত্বে গ্রীকরা সিসটোসের পারস্য গভর্নর অর্তাইটেসকে বন্দি করে এবং জীবন্ত অবস্থায় একটি তক্তার উপর পেরেক-বিদ্ধ করে। এই লোকটি ইলিউসে অবস্থিত প্রোটেসিলাউসের মন্দিরে নারী সংগ্রহ করেছিলো এবং নানা রকম ধর্মদ্রোহমূলক কাজ করেছিলো। এই অন্তরীপটি হচ্ছে একটি বিন্দু যেখানে যার্কসেসের প্রকোশলীরা দুটি সেতু এনে মিলিয়েছিলো এবাইডোস থেকে — দূরত্ব ছিলো সাত ফার্লং। এর একটি সেতু তৈরি হয় ফিনিসীয়ানদের দ্বারা। ওরা শনের কাছি দিয়ে সেতুটি নির্মাণ করে; অপরটি প্যাপিরাসের কাছি দিয়ে তৈরি করে মিশরীয়রা। কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিলো সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু পরে এক প্রবল ঝঞ্ঝায় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যার্কসেস এ বিপর্যয়ের খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং আদেশ দিলেন, এজন্য হেলেসপোন্টকে তিনশ বেত্রাঘাত নিতে হবে এবং একজোড়া শৃঙ্খল তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। আমি এর আগেও শুনেছি, তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন তপ্ত লৌহ দিয়ে তাকে দাগিয়ে দেয়ার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বেত্রধারী লোকদের চাবুক হানার সময় এ কথা উচ্চারণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন : "হে নোনা এবং তেতো স্রোতস্বিনী, তোমার প্রভু তাঁকে আঘাত দেয়ার জন্য তোমাকে এ শাস্তি দিচ্ছেন — তোমার প্রভু, যিনি তোমাকে আঘাত দেননি কখনো। কিন্তু রাজা যার্কসেস অবশ্য তোমাকে পাড়ি দেবেন — তুমি সম্মতি দাও বা না দাও। কোনো মানুষ তোমার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করে না, আর তোমার কটু গন্ধ কর্দমাক্ত পানির জন্য অবজ্ঞাই তোমার প্রাপ্য।" নিশ্চয়ই হেলসপোন্টকে এরূপ সম্বোধন নিতান্ত অসংগত এবং এক বর্বর জাতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। হেলসপোন্টকে দণ্ডিত করা ছাড়াও, যার্কসেস হুকুম দিলেন, যারা সেতু দুটি নির্মাণের জন্য দায়ী ছিলো তাদের গর্দান কেটে ফেলা হোক। এ অন্যায় আদেশ যথাসময়ে পালিত হলো এবং নতুন করে সেতু নির্মাণের জন্য অন্য প্রকৌশলীদের নিয়োগ করা হলো।

সেতু তৈরির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়। একতলা জাহাজ এবং উপর্যুপরি তিনসারি দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজ এক সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা হলো — সেতুটি ধারণ করার জন্য। কৃষ্ণ সাগরের দিকে এরকম ৩৬০ টি জাহাজ বাঁধা হলো একসঙ্গে, আর অপরদিকে বাঁধা হলো ৩১৪টি জাহাজ। স্রোতের দিকে প্রত্যেকটির মুখ রেখে নোঙর ফেলা হলো; এর ফলে ওদের উপর দিয়ে যে সেতু নির্মিত হলো তার সঙ্গে ওদের অবস্থান হলো সমকোণে; এভাবে স্রোতের দিকে জাহাজের মুখ করে নোঙর ফেলার উদ্দেশ্য হলো কাছির উপর যাতে টান কম পড়ে। স্রোতের উজানে এবং ভাটিতে খুবই ভারি নোঙর ফেলা হলো; পুবদিকে ফেলা হলো কৃষ্ণ সাগরের দিক থেকে প্রণালীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া

প্রবল বায়ুর ধাক্কা থেকে জাহাজগুলিকে স্থির রাখার জন্য এবং অপর পক্ষে, পশ্চিম দিকে ও ঈজীয়ানের দিকে নোঙর ফেলা হলো পশ্চিম এবং দক্ষিণ থেকে বায়ু প্রবাহিত হলে তার চাপ থেকে জাহাজগুলি স্থির রাখার জন্য। তিন জায়গায় ফাঁক রাখা হলো যেন কোনো নৌকা কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করতে চাইলে বা সেখান থেকে বের হতে ইচ্ছা করলে তা করতে পারে।

জাহাজগুলি সঠিকভাবে স্থাপন করার পর, তীরে কাঠের খুঁটি গেড়ে তার সঙ্গে কাছি পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। এবার দুটি সেতুর জন্য পৃথক পৃথকভাবে দুধরনের কাছি ব্যবহার করা হলো না, বরং প্রত্যেক সেতুর সঙ্গেই দুটি শনের কাছি এবং চারটি প্যাপিরাসের কাছি বাঁধা হলো। শন এবং প্যাপিরাসের কাছি ছিলো একই রকম পুরু এবং একই ধরনের, কিন্তু শনের কাছি ছিলো ওজনে ভারি — এর অর্ধেক ফেদমের ওজন ছিলো ১১৪ পাউণ্ড। এর পরবর্তী কাজ হলো ভাসমান ভেলাগুলির প্রশস্ততার সমান লম্বা তক্তা কাটা, সেগুলির একটির কিনারের সঙ্গে আরেকটির কিনার লাগিয়ে টানা কাছির উপর বসানো, তারপর সেগুলিকে একসঙ্গে উপর দিক দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। একাজ করার পর ছাটা ডালপালা তার উপর রেখে বিছিয়ে দেয়া হলো, এর উপর ছড়িয়ে দেয়া হলো এক আস্তর মাটি এবং তা পায়ে মাড়িয়ে সর্বত্র চেপে বসিয়ে দেয়া হলো। পরিশেষে সেতুর দুপাশে খুঁটি গেড়ে আগল দেয়া হলো, এতোটা উঁচু ক'রে, যাতে গাধা-ঘোড়া উপর দিয়ে পানি দেখে ভয় না পায়।

এভাবে সেতু দুটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হলো। এদিকে এতোস থেকে যখন খবর এলো খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং খালের দুই প্রান্তে স্রোতের বেগ কমানোর জন্য প্রাচীরও নির্মিত হয়েছে, যাতে করে ঘাসের চাপড়া খালের মুখে ধ্বসে পড়ে খাল বন্ধ করে দিতে না পারে, তখন সৈন্যবাহিনী শীতকালটা সার্দিসে কাটিয়ে এবং প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ক'রে পরবর্তী বসন্তকালে মার্চ্ করলো এবাইডোস অভিমুখে।

কিন্তু ফৌজ যাত্রা শুরু করতে না করতেই সূর্য আকাশে তার স্থান থেকে অন্তর্হিত হলো, রাত্রির মতো অন্ধকার হয়ে এলো, যদিও আবহাওয়া ছিলো একেবারেই পরিষ্কার এবং মেঘমুক্ত। যার্কসেস খুবই চিন্তিত হয়ে মাজুসি পুরোহিতকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললেন; ব্যাখ্যাস্বরূপ তাঁকে বলা হলো, এর দ্বারা আল্লাহ গ্রীকদেরকে বুঝাতে চান যে, ওদের নগরীগুলির পতন হবে। কারণ গ্রীসে ভবিষ্যত সম্পর্কে সূর্যই সতর্ক করে দিয়ে থাকে, যেমন পারস্যে সতর্ক করে দেয় চন্দ্র। এ ব্যাখ্যাটি খুবই সন্তোষজনক মনে হলো এবং যার্কসেস উৎফুল্ল চিত্তে এবং বিপুল উৎসাহে এগুতে লাগলেন।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই লিডিয়ার পাইথিয়ুস আকাশের এই সংকেতে আতঙ্কিত হন, এবং রাজার কাছ থেকে যে পুরস্কার পেয়েছিলেন তাতেই সাহস করে যার্কসেসের নিকট একটি অনুরোধ নিয়ে হাজির হলেন।

তিনি বললেন, "প্রভো, আমি চাই যে, আপনি আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ করেন। আপনার পক্ষে এ অনুগ্রহ খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আমার জন্য এর গুরুত্ব অনেক, যদি আপনি এ অনুগ্রহ করতে সম্মত হন।"

যার্কসেস ভাবলেন, এ অনুরোধের বিষয়বস্তু যে কোনো কিছু হতে পারে। তবুও কার্যত ব্যাপার এই দাঁড়ালো যে, তিনি সে অনুরোধ পূরণ করতে রাজি হলেন এবং পাইথিয়ূসের নিকট জানতে চাইলেন — তিনি কি চান। এ সদাশয় উত্তরে পাইথিয়ূসের আশা উদ্রিক্ত হলো। তিনি বললেন, " প্রভো, আমার পাঁচটি পুত্র সন্তান রয়েছে, এদের প্রত্যেকই গ্রীসের বিরুদ্ধে আপনার অভিযানে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত রয়েছে। জাঁহাপনা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমি সকাতরে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার এ পাঁচটি পুত্রের একজনকে — সকলের বড়োটিকে আপনি আমার যত্ন ও আমার সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য ফৌজ থেকে রেহাই দিন। অন্য চারটিকে আপনি নিয়ে যান এবং প্রার্থনা করি, আপনি আপনার উদ্দেশ্য সফল করে ফিরে আসুন।"

যার্কসেস রেগে একেবারে আগুন হলেন, "হতভাগা নচ্ছার," তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "তোমার কত বড়ো সাহস যে, তোমার পুত্রের কথা আমার কাছে উল্লেখ করছো — যখন আমি নিজে সশরীরে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানে নির্গত হয়েছি আমার পুত্র, ভাই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে — তুমি, আমার গোলাম, আমার নিকট তোমার আসা যখন উচিত ছিলো, তোমার স্ত্রীসহ তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে! আমার কথাগুলি লক্ষ্য করো : শ্রবণের মাধ্যমে তুমি একটি মানুষকে স্পর্শ করে তাকে খুশিতে মাতাল করতে পারো, অথবা ক্রোধে বেসামাল করতে পারো। মানুষের অন্তরে যে আত্মা বাস করছে তাকে ভালো বিষয়ের কথা শুনতে দাও। দেখবে, সারা শরীরকে তা আনন্দে প্লাবিত করে দিচ্ছে; তাকে খারাপ বিষয় শুনতে দাও, দেখবে তা রাগে-গোস্বায় ফেটে পড়তে চাইছে।"

"তুমি আমাকে উত্তম সাহায্যে করেছিলে এবং আরো বেশি দিতে চেয়েছিলে তাই বলে তুমি এ অহঙ্কার করতে পারো না, তুমি আমার চেয়ে বেশি মহানুভব। তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য তোমার যে শাস্তি পাওয়া উচিত তার চাইতে কম শাস্তি তোমাকে দেবো। তুমি আমাদের যে আপ্যায়ন করেছিলে তার জন্য তোমাকে এবং তোমার চারটি সন্তানকে আমি রেহাই দেবো। কিন্তু তোমাকে তার খেসারতস্বরূপ দিতে হবে — তোমার পঞ্চম পুত্রের প্রাণ, যাকে তুমি সবচাইতে বেশি আপন মনে করো।"

পাইথিয়ূসকে এ ভাষায় জবাব দেয়ার পর যার্কসেস এ জাতীয় কাজের দায়িত্বে যারা নিযুক্ত তাদের তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন পাইথিয়ূসের জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে খুঁজে বের করতে এবং তাকে কেটে দু'টুকরো করে দুটি খণ্ড রাস্তার দুপাশে রেখে দিতে, যেন তার ফৌজ এ খণ্ড দুটির মাঝখান দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যায়।

রাজার হুকুম পালিত হলো।

আর এই তরুণের খণ্ডিত লাশের দুটি খণ্ডের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে যার্কসেসের ফৌজ এগুতে লাগলো ঃ প্রথমে এলো অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে লোকজন মাল–বহনকারী পশুগুলিকে হাঁকাতে হাঁকাতে এবং ওদের পেছনে পেছনে এলো বহু জাতি থেকে সংগৃহীত এবং নির্বিচারে মিশে–যাওয়া বহু সৈন্যদলের এক বিশাল বাহিনী। অর্ধেকের বেশি সৈন্য চলে যাওয়ার পর মার্চ্ করে এগিয়ে যাওয়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা ফাঁক রাখা হলো, যাতে করে ঐসব সৈন্যদল রাজার সংস্পর্শে আসতে না পারে, যার ঠিক আগে আগেই অতিক্রম করেছে একহাজার ঘোড়সওয়ার, গোটা পারস্য থেকে বাছাই করা সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার দল, ওদের পেছনে পেছনে মার্চ্ করে এগিয়ে গেলো এক হাজার বাছাই করা বল্লমধারী, উল্টানো বল্লম উর্ধ্বে তুলে ধরে। এরপরে এলো দশটি উৎসর্গীকৃত অশ্ব। এ ঘোড়াগুলি নাইসিয়ার ঘোড়া নামে খ্যাত। চমৎকার লাগামপরা এ ঘোড়াগুলির পেছনে পেছনে চললো জিয়ুস দেবতার পবিত্র রথ। দশটি সাদা ঘোড়ায় টানা এ রথের ঘোড়াগুলির পেছনে পেছনে পায়ে হেঁটে চললো একজন রথচালক লাগাম ধ'রে, কারণ, কোনো মানুষই এ রথের আসনে আরোহণ করতে পারে না। এরপরে এলেন রাজা নিজে, নাইসীয়ান ঘোড়ায় টানা একটি রথে চড়ে; পারস্যের ওতানেসের পুত্র পাতিরামফেস, রাজার রথ–চালক হিসেবে হেঁটে চললো পাশে পাশে।

এভাবে যার্কসেস সার্দিস থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে চললেন। যখন তাঁর ইচ্ছা হতো তিনি রথ থেকে নেমে আসন গ্রহণ করতেন একটি ঢাকা দেয়া বাহনে। তাঁর পেছনে পেছনে মার্চ্ করলো একহাজার বল্লমধারী স্বাভাবিকভাবেই বল্লমের মুখ আকাশের দিকে উঁচিয়ে রেখে। এরা সবাই বিশুদ্ধ এবং মহত্তম পারসীয়ান রক্তের মানুষ। এরপর এলো বাছাই করা একহাজার পারস্য ঘোড়সওয়ার। তারপর যারা বাকি ছিলো তাদের মধ্য থেকে গুণের বিচারে বেছে নেয়া দশহাজার মানুষের এক দেশজ পদাতিক বাহিনী। ওদের মধ্যে এক হাজার বল্লমধারীর বল্লমের বাটের শেষপ্রান্তে, সূচিমুখ কীলকের পরিবর্তে ছিলো সোনার তৈরি ডালিম এবং ওরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে গেলো। এক ভাগ অন্য নয় হাজারের আগে, আরেকভাগ নয় হাজারের পেছনে, যাদের বল্লমের বাটের প্রান্তভাগে ছিলো রূপার তৈরি ডালিম। যেসব সৈনিক তাদের বর্শা উল্টিয়ে অর্থাৎ বল্লমের বাঁট আকাশের দিকে উঁচিয়ে মার্চ্ করছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওদের বল্লমের বাঁটের প্রান্তেও ছিলো সোনার তৈরি ডালিম, আর যারা ঠিক যার্কসেসের পেছনে পেছনে চলছিলো তাদের ছিলো স্বর্ণ আপেল। দশহাজার পদাতিক বাহিনীর পেছনে পেছনে চললো দশ হাজার ইরানি ঘোড়ার স্কোয়াড্রন। এরপরে ছিলো এই দু ফার্লংয়ের একটি ফাঁক অগ্রসরমান বাহিনীর মধ্যে; এই ফাঁকের পরে যে সব সৈন্য নিয়ে, বাহিনীর পশ্চাদভাগ গঠিত ছিলো, তারা ছিলো বৈশিষ্ট্যহীন, বিশেষ বর্ণনার আওতায় আসেনা এমন এক সৈনিক সমাবেশ।

লিডিয়া থেকে সেনাবাহিনী রওনা করলো মাইসিয়া এবং কায়কুস নদীর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ক্যানে পর্বতকে বাঁয়ে রেখে অতার্নিউসের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলো ক্যারিনের দিকে। তারপর থিতের নিকটবর্তী সমতল অঞ্চল পার হয়ে অত্রামিস্তিউম এবং

পেলাসজিয়ার অন্তদ্রুস শহর পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো এবং ইদা পর্বতকে বাঁয়ে রেখে ট্রয় অঞ্চলে ঢুকে পড়লো। ইদা পর্বতের কোল ঘেঁষে একরাত্রে ওরা যখন ছাউনি ফেলেছে তখন বজ্র-বিদ্যুৎসহ এক ভয়ঙ্কর ঝড়-তুফানে বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। সৈন্যবাহিনী যখন স্ক্যামান্দারে পৌছলো, যার্কসেসের দারুণ ইচ্ছা হলো, প্রায়ামের প্রাচীন নগরী ট্রয় দেখবার। সার্দিস থেকে অভিযান শুরু করার পর স্ক্যামান্দারই হচ্ছে প্রথম নদী যার পানি যার্কসেসের সৈন্যবাহিনী এবং তাদের জন্তু-জানোয়ারগুলিতে পান করে নদীটিকে শুকিয়ে ফেলে, মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি আর ছিলো না এ নদীতে। যার্কসেস তাঁর এ খাহেস পূরণ করার জন্য নগর দুর্গে প্রবেশ করলেন এবং তিনি যা দেখতে চেয়েছিলেন তা দেখার পর স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে ওখানকার কাহিনী শুনে ট্রয়ের এথেনের উদ্দেশ্যে একহাজার ষাঁড় বলি দিলেন এবং প্রাচীনকালের মহৎ মানুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে পার্সী পুরোহিত ঢাললেন মদ। দিন শেষে রাতের বেলা সৈন্যবাহিনীকে এক অদ্ভুত আতঙ্কে পেয়ে বসলো। ভোরে সৈন্যবাহিনী আবার রওয়ানা করলো এবং রিতিউম, অপ্রাইনিউম, শহর দুটিকে পেছনে ফেলে, দারদানুসকে* বাঁয়ে রেখে এবং জার্জিসের টিউক্রিয়ান-কে ডানে রেখে পৌছলো গিয়ে এবাইডোসে।

এখানে এসে যার্কসেসের মনে হলো তাঁকে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতে হবে। নিকটেই একটি উঁচু জমির উপর তাঁর জন্য একটি শ্বেত মর্মরের সিংহাসন ইতিপূর্বে তৈরি করা হয়েছিলো, তাঁর আদেশে, এবাইডোসের লোকদের দ্বারা। কাজেই, রাজা তাতে আসন গ্রহণ করলেন এবং নিচের সমুদ্র উপকূলের দিকে তাকিয়ে এক নজরে তাঁর গোটা সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর দেখতে পেলেন। তিনি যখন তাদের লক্ষ্য করছিলেন হঠাৎ তাঁর একটি খেয়াল পেয়ে বসলো — তিনি একটি নৌকা-বাইচের প্রতিযোগিতা দেখবেন। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে সিডোনের ফিনিসীয়ানরা তাতে বিজয়ী হলো এবং তাতে ভীষণ খুশি হলেন যার্কসেস নিজে; তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রতি যেমন সন্তুষ্ট ছিলেন তেমনি এই প্রতিযোগিতায়ও সন্তুষ্ট হলেন। রাজা তখনো নিচের দৃশ্য দেখে চলেছেন এবং তিনি যখন দেখতে পেলেন সারা হেলেসপোন্ট জাহাজে ঢাকা পড়ে গেছে এবং এবাইডোসের সকল উপকূল এবং সকল খোলা মানুষে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে তখন তিনি নিজেকেই অভিনন্দন জানালেন এবং পরমুহূর্তেই তিনি অশ্রুতে ভেঙে পড়লেন। তাঁর পিতৃব্য অর্তবানুস, যিনি সকলের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে চেষ্টা করেছিলেন যার্কসেসকে এই অভিযান থেকে নিবৃত্ত রাখতে তিনি ছিলেন তার পাশেই। তিনি দেখলেন যার্কসেস কিভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, তখন তাঁকে বললেন : "প্রভো, আপনি এখন যা করছেন এবং মুহূর্তকাল আগে যা করেছিলেন তার মধ্যে এক আশ্চর্যজনক বিরোধ রয়েছে। তখন আপনি নিজেকে বলেছিলেন ভাগ্যবান, আর এখন আপনি কাঁদছেন।

---

* দারদানুস এবাইডোসের সীমান্তে অবস্থিত।

"আমি ভাবছিলাম" যার্কসেস উত্তরে বললেন; "আর আমার মনের মধ্যে একথা উদয় হলো, মানুষের জীবন কি দুঃখজনকভাবেই না সংক্ষিপ্ত — কারণ, এ সব হাজার হাজার মানুষের একজনও একশ বছর পরে বেঁচে থাকবে না।"

"তবু" "অর্তবানুস বললেন, "জীবনে এর চেয়েও করুণতর দিক রয়েছে। জীবন তো সংক্ষিপ্ত বটেই। এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয় এখানে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও একটি মানুষও নেই, যে কেবল একবার নয়, বারবার এ ইচ্ছা না করে খুবই সুখী যে, সে কেন বেঁচে না থেকে মৃত্যু বরণ করে। বিপদাপদ আসে, রোগ-ব্যাধি আমাদের কষ্ট দেয় এবং এর ফলে জীবন এতো সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় খুবই দীর্ঘ, দুর্বিষহ। এতোই দুর্বিষহ যে, আমরা সকলেই তখন মৃত্যুর শরণ নিতে চাই আর আমাদের জীবনে এটা একটা সর্বজনীন প্রমাণ যে, খোদা, যিনি আমাদের এই জীবনের মাধুর্যের স্বাদ দিয়েছেন তিনি তাঁর এই দানের বেলায় ছিলেন কৃপণ।"

"অর্তবানুস" জবাবে যার্কসেস বললেন, "আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, এ পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্য আসলেই তাই। চলুন এখন আমরা এইসব বিষণ্ন চিন্তা-ভাবনা দূরে ঠেলে দিই; কারণ আমাদের হাতে রয়েছে প্রীতিকর বিষয়। এখন আপনি বলুন, সেই মূর্তিটি যদি আপনার স্বপ্নে এত স্পষ্টভাবে দেখা না দিতো, আপনি কি আপনার আদি মতে অটল থাকতেন? এবং আমাকে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বারণ করতেন, অথবা আপনি নিজেই কি আপনার মত বদলাতেন? আমাকে সঠিক জবাব দিন।"

"মহাত্মন" অর্তবানুস বললেন, "আমি প্রার্থনা করি, আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তাতে আমার কিংবা আপনার নিজের কারো আশাই যেন ভঙ্গ না হয়। কিন্তু সেই রাত থেকেই আমি এক ভীষণ আতঙ্কে দিশাহারা রয়েছি। এর মুলে অনেক কিছুই রয়েছে। কিন্তু আমার এই উপলব্ধিমতো আর কোনো কিছু এর জন্য দায়ী নয় যে, পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম এবং পরাক্রান্ত শক্তি রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে।"

"আপনি তো এক আশ্চর্য মানুষ", যার্কসেস বললেন, "আমাকে বলুন তো কোন্ দুটি শক্তির কথা বলছেন? আপনি কি আমার ফৌজের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন? আমার ফৌজ কি সত্যই যথেষ্ট বিশাল নয়? আপনি কি মনে করেন গ্রীক সেনাবাহিনী এর চেয়ে বহুগুণ বড়ো অথবা আমাদের নৌবাহিনী ওদের নৌবহরের চেয়ে ছোট? এ দুয়ের কোনোটিকে আপনি ভয় করছেন? সম্ভবত দুটিকেই। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বা দুর্বল, তাহলে আরেকটি ফৌজ গড়ে তোলা যেতে পারে অল্প সময়ের মধ্যেই।"

"প্রভো", অর্তবানুস উত্তরে বললেন, "কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষই আপনার সেনাবাহিনীর আকারে কিংবা আপনার যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যায় কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। আপনি যদি আপনার বাহিনীগুলি আরো বড়ো করেন, আমি যে দুটি শক্তির কথা

ভাবছি তারা এখনকার চাইতে আপনার আরো ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমি আপনাকে বলবো সে শক্তি দুটি কি। — শক্তি দুটি হচ্ছে স্থল ও সমুদ্র। আমি যদ্দুর জানি এমন বৃহদাকার কোনো পোতাশ্রয় নেই যা ঝড়-তুফান হলে আমাদের রণবহরের জাহাজগুলিকে ঠাঁই দিতে ও রক্ষা করতে পারে। আসলেই একটি নয়ই এরূপ অনেকগুলি পোতাশ্রয়ের দরকার হবে, গোটা উপকূল বরাবর, যার পাশ দিয়ে আপনি এগুবেন আপনার নৌবহর নিয়ে। অথচ একটি পোতাশ্রয়ও নেই। তাই মহাত্মন, আমি চাই যে আপনি এটা উপলব্ধি করেন, মানুষ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার। এবং এ পারিপার্শ্বিক অবস্থা কখনো মানুষের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে না।"

"এখন আপনার অন্য বড় শত্রু 'স্থলভাগের' কথা বলছি — আপনি যদি কোথাও বাধা না পান, আপনি যতোই এগুতে থাকবেন ভূভাগ হয়ে উঠবে আপনার প্রতি ততই বেশি শত্রুভাবাপন্ন — চোখ বাঁধা মানুষের মতো আপনি কেবলই এগুতে থাকবেন। কারণ, যত সাফল্যই অর্জন করুননা কেন কোনো মানুষই অনুভব করেনা যে, সে যথেষ্ট পেয়েছে, তার অনেক হয়েছে। এর দ্বারা আমি বলতে চাই আপনার অগ্রগতিতে কেউ যদি বাধা না দেয়, তাহলে ভূভাগই, যতই দিন যাবে দূরত্ব কেবল বাড়তেই থাকবে, বেড়েই চলবে — আপনাকে পরিণামে খাদ্যাভাবে নিঃশেষ করে দেবে। না, আমার মতে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে-ই যে সম্ভাব্য প্রত্যেকটি বিপদেও বিপর্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সতর্কতার সঙ্গে তার পরিকল্পনা তৈরি করে এবং যখন কর্মের মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন সাহসের সঙ্গে কাজ করে।"

"আপনি যা কিছু বললেন" যার্কসেস জবাব দিলেন, "তার মধ্যে একটা সদর্থ রয়েছে। তা সত্ত্বেও সবসময় আপনার এমন ভীরু হওয়া উচিত নয় অথবা আমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ হতে পারে সেসব সম্পর্কে আপনার সবসময়ে চিন্তা করাও উচিত নয়। আপনি যদি একটা পরিকল্পনার প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে যতো রকমের সম্ভাবনা আছে তা সমানভাবে ওজন করতে বসেন তাহলে আপনার দ্বারা কখনো কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি বরং একটা ঝুঁকিই নেবো এবং তার পরিণামে যা ঘটবে তাতে আমার অংশ বহন করবো — আমি আদৌ কিছু করতে খুবই আতঙ্কিত, কেবল একারণেই কোনো বিপদ-বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকতে চাইবো না।"

"আপনাকে যা কিছুই বলা হয় আপনি যদি তাতে আপত্তি তোলেন, অথচ আপনার আপত্তির যৌক্তিকতা কখনো প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে আপনিও আপনার প্রতিপক্ষের মতোই ভ্রান্ত হতে পারেন। — বাস্তবিকই আপনাদের দুজনের মধ্যে বাছাই করার কিছুই নেই। আর প্রমাণের বিষয়ে আমার বক্তব্য, মানুষ কি করে আদৌ নিশ্চিত হতে পারে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়তা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তা যাই হোক, স্বাভাবিক ব্যাপার তো এই যে, তারাই লাভবান হয় যারা কর্মে উদ্যোগী। অতি সতর্ক এবং দ্বিধাগ্রস্ত লোক লাভবান হয় না। একবার চিন্তা করে দেখুন, পারস্যের ক্ষমতা কি করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে ঃ যদি আমার পূর্বসূরিরা, আপনি যেভাবে চিন্তা করছেন, সেভাবে চিন্তা করতেন

— অথবা তারা এরূপ চিন্তা না করলেও এধরণের চিন্তা যারা করে তাদের পরামর্শ নিতেন, তাহলে আপনি কখনো আমাদের দেশকে তার বর্তমান গৌরব গরিমায় দেখতে পেতেন না। না, কিছুতেই তা সম্ভব হতো না। আমার পূর্বপুরুষেরা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলেই আমাদের তারা সেখানে এনে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছেন, যেখানে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কেবল মাত্র বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েই বড় রকমের সাফল্য অর্জন সম্ভব। তাই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি; বছরের সবচেয়ে উত্তম ঋতুতে আমরা যুদ্ধের জন্য নির্গত হয়েছি, আমরা সমগ্র ইউরোপ জয় করবো এবং কোথাও খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ না করে কিংবা অন্য কোনো রকম অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হয়ে আমরা সাফল্য ও বিজয়ের সঙ্গে দেশে ফিরবো। কারণ একটি বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছি প্রচুর রসদ; তাছাড়া আমরা যে দেশে প্রবেশ করবো সেখানে যারাই বাস করুকনা কেন, সে দেশের ফসলও আমাদেরই হবে। আপনি মনে রাখবেন আমাদের শত্রুরা যাযাবর নয়, তারা কৃষিজীবী।"

অর্তবানুস বললেন, "মহাত্মন, আপনি যদিও আমার আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, আমার কাছ থেকে নিদেন পক্ষে একটি উপদেশ গ্রহণ করুন, কারণ যখন কথা বলার বহু বিষয় রয়েছে তখন বহু শব্দেরও প্রয়োজন রয়েছে। ক্যামবিসেসের পুত্র সাইরাস এথেন্স ছাড়া গোটা আইয়োনিয়া জয় করে তাকে পারস্যের করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন; তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এই আইয়োনীয়ানদের, তাদের একই রক্তের মানুষকে আক্রমণ করার জন্য সঙ্গে নেবেন না। ওদের সাহায্য ছাড়াই আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে খুবই সক্ষম। আইয়োনীয়ানরা যদি আমাদের সঙ্গে আসে ওদের সামনে দুটি বিকল্প থাকবে : হয় তারা তাদের মাতৃভূমিকে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধতে আমাদের সাহায্য করে নিজেদের ইতর প্রমাণ করতে হবে, অথবা তার বন্দিত্ব মোচনের সাহায্য করে প্রমাণ করতে হবে মানুষ হিসেবে তাদের সততা। প্রথমোক্ত পন্থা বেছে নিয়ে ওরা আমাদের খুব বেশি উপকার করবে না। কিন্তু শেষোক্ত পন্থা বেছে নিলে ওরা আপনার ফৌজের মারাত্মক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি সে পুরনো প্রবাদটির কথা স্মরণ করুন — শুরুতেই সবসময় পরিণতি দৃশ্যগোচর হয় না।"

যার্কসেস এর জবাবে বললেন, "অর্তবানুস, যে সব মতামত এ পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে আপনি সবচাইতে বড় ভুল করেছেন আপনার এ আশঙ্কায় যে আইয়োনীয়ানরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমরা ওদের বিশ্বস্ততার সম্ভাব্য সর্বোত্তম প্রমাণ পেয়েছি এবং অন্য সবাই, যারা দারায়ুসের সিদিয়া অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলো তাদের মতো আপনিও তার সাক্ষী। সে সময়ে, যখন গোটা পারস্য-ফৌজকে ধ্বংস অথবা রক্ষা করার ক্ষমতা আইয়োনীয়ানদের হাতে ছিলো তখনো তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি, বরং আমাদের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন

করেছে। এছাড়া, ওদের বিশ্বাস করার আরেকটি কারণ রয়েছে : এটা কি সম্ভব যে, ওরা আমাদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবার চেষ্টা করবে, যখন ওরা ওদের স্ত্রী সন্তানসন্ততি ও সম্পত্তি আমাদের দেশে ফেলে এসেছে। কাজেই, আপনি আপনার এ ভয় মন থেকে দূর করতে পারেন। মোটেই সন্দেহ করবেন না, আমার ঘর এবং রাজ্য নিরাপদ রাখুন। কারণ আর কাউকে নয়, কেবল আপনাকেই আমি বিশ্বাস করে আমার সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করছি।" এরূপ কথাবার্তার পর যার্কসেস অর্তবানুসকে সুসায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তারপর তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিশিষ্ট তাদের একটি সভা ডাকলেন। "ভদ্র মহোদয়গণ", তাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আমি আপনাদের এখানে এজন্যই এসেছি যে, আমাদের সামনে যা মোকাবেলা করতে হবে তাতে আপনারা সাহস দেখাবেন, আমি আপনাদের তা বলতে চেয়েছিলাম; আপনারা অবশ্যই আমাদের দেশবাসীকে বেইজ্জত করবেন না — অতীতে আমাদের এ দেশবাসীরা মহৎ এবং প্রশংসনীয় অনেককিছু করেছিলেন। চলুন, আমরা প্রত্যেকে এবং সকলেই আমাদের সাধ্যের চূড়ান্ত পর্যন্ত চেষ্টা করি; কারণ আমরা যে মহৎ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছি তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই সমান সম্পর্ক রয়েছে। আপনাদের সর্বশক্তি নিয়ে এই যুদ্ধে লড়ুন — কারণ আমি যা শুনেছি তা যদি সত্য হয়, আমার শত্রুরা খুবই সাহসী মানুষ এবং আমরা যদি তাদের পরাভূত করি তাহলে পৃথিবীতে এমন আর কোনো ফৌজ নেই যা কখনো আবার আমাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এখন চলুন আমরা সকলেই যে সব দেবতা আমাদের দেশকে রক্ষা করছেন তাদের কাছে প্রার্থনা করি এবং সেতুটি অতিক্রম করে যাই।"

সারাদিন সেতু পার হওয়ার প্রস্তুতি চললো এবং পরদিন যখন ওরা অপেক্ষা করছিলো সূর্যোদয় দেখবে বলে তখন ওরা সেতু দুটির উপর সকল রকমের মশলা পোড়ানো এবং রাস্তা বরাবর মার্টেলের শাখা বিছিয়ে দিলো। এরপর সূর্য উঠলো। আর যার্কসেস একটি হাতলবিহীন সোনালী পাত্র থেকে মদ ঢেলে দিলেন সমুদ্রে এবং সূর্যের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করলেন, ইউরোপ বিজয় থেকে যেন কোনো সম্ভাবনাই তাকে বাধা দিতে না পারে, কিংবা, ইউরোপের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছানোর আগে তাকে যেন ফিরে যেতে বাধ্য না করে। প্রার্থনা শেষ হলে তিনি পাত্রটি হেলেসপোণ্টে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তার সঙ্গে নিক্ষেপ করলেন একটি সোনার গামলা আর একটি খাটো পারস্য-তরবারী। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারিনা, তিনি সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হিসেবে এগুলি নিক্ষেপ করেছিলেন কিনা। হয়তো তাই, অথবা এও হতে পারে, এগুলি তিনি হেলেসপোণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা হয়তো তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, চাবুক দ্বারা হেলিসপোণ্টকে কশাঘাতের জন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হওয়ার পর সেতু অতিক্রমণের কাজ শুরু হলো। কৃষ্ণসাগরের নিকটতরো উজান দিকের সেতুর উপর দিয়ে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ারবাহিনী পার হলো; মালবাহী জীবজন্তু ও অধস্তন লোকজনেরা ঈজীয়ান সাগরের দিকে, ভাটির সেতু বেয়ে

পার হয়ে গেলো। প্রথমে পার হলো সহস্র সেনা, ওদের প্রত্যেকের মাথায় ছিলো মালা জড়ানো; ওদের পেছনে পেছনে চললো বিভিন্ন জাতি থেকে সঙ্গৃহীত ফৌজের এক বিশাল জনতা। সেতু অতিক্রম করতে ওদের লাগলো পুরা একদিন। এর পরদিন প্রথমে সেতুর উপর উঠলো সহস্র অশ্বারোহী এবং বর্শা উল্টা করে ধরে অগ্রসরমান বাহিনী — ওদের প্রত্যেকের মাথায় পেঁচানো ছিলো ফুলের মালা। এরপর এলো পবিত্র অশ্বরাজি আর পুণ্যরথ এবং তারপরে এলেন যার্কসেস নিজে, তাঁর বল্লমধারী এবং হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে। ফৌজের বাকি অংশ এলো পেছনে পেছনে, আর তার সঙ্গে জাহাজগুলি অগ্রসর হলো বিপরীত উপকূলের দিকে। আমার শোনামতো আরেকটি বিবরণ মোতাবেক রাজা সেতু অতিক্রম করেছিলেন সকলের শেষে।

ইউরোপের উপকূল থেকে যার্কসেস আবার তাকিয়ে দেখলেন তার সৈন্যবাহিনী আসছে এপারে। পার হতে পুরো সাতদিন সাত রাত লাগলো। একটি গল্প আছে, যার্কসেস সেতু পার হবার পর দেশের সেই অঞ্চলের একটি লোক এই বলে চিৎকার করে উঠেছিলো : "হে ঈশ্বর, তুমি কেন তোমার চেহারা বদল করে পারস্যের একটি মানুষের রূপ ধরেছো এবং তোমার নাম বদল করে যার্কসেস নাম ধারণ করেছো দুনিয়ার সব মানুষকে গ্রীস বিজয় ও ধ্বংস করার জন্য জড়ো করতে? তুমিতো এই ঝামেলায় না গিয়েও গ্রীসকে ধ্বংস করতে পারতে।"

গোটা ফৌজ ইউরোপীয় উপকূলে পৌঁছানোর পর যখন অগ্রাভিযান শুরু হলো তখন এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটলো — একটি ঘোড়ী একটি খরগোস প্রসব করলো। যার্কসেস এই আলামতটির কোনো গুরুত্ব দিলেন না, যদিও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা ছিলো খুবই সহজ। এর পরিস্কার অর্থ ছিলো চূড়ান্ত শানশওকতের সঙ্গে তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করবেন এবং পরে, যেখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন সেখানেই আবার তাঁকে ছুটে আসতে হবে জান বাঁচানোর জন্য। এর আগে সার্দিসে আরো একটি বিস্ময়কর এবং অশুভ ঘটনা ঘটেছিলো — ঘটনাটি এই : একটি খচ্চর একটি ছানা প্রসব করে যা ছিলো উভয়লিঙ্গ — পুংলিঙ্গটি ছিলো উপরে। যার্কসেস এ দুটি অশুভ আলামতকেই কোনো গুরুত্ব না দিয়ে মার্চ করে এগুতে লাগলেন তার বিরাট ফৌজের আগে আগে। নৌবহর হেলেসপোন্টের ঘাঁটিতে পশ্চিমমুখী হয়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং তারপর গিয়ে পৌঁছায় সারপেডন অন্তরীপে। ওখানে রণবহরকে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়। আর এভাবেই নৌবহরটি সামরিকবাহিনী যে দিকে এগুচ্ছিলো তার বিপরীত দিকে এগুতে থাকে। সামরিকবাহিনী তখন খেরসোনিসের মধ্য দিয় ডান দিকে এমাসের কন্যা হেলীর কবর রেখে এবং বাঁদিকে কার্ডিয়া শহর ফেলে অগ্রসর হচ্ছিলো। এগোরা নামক একটি স্থান পার হয়ে, মেলাস উপসাগরের কিনার ঘেঁষে সেই নদীটি পার হলো, যা থেকে নামকরণ করা হয়েছে এই উপসাগরটির। ফৌজের প্রয়োজন মতো পানিসরবরাহে ব্যর্থ হলো এই নদী। ওখান থেকে ফৌজ তার গতি পরিবর্তন করে পশ্চিম মুখে, ঈনাসের ঈওলীয় উপনিবেশ এবং স্তেনতরীস হ্রদ ছাড়িয়ে, ডরিসকাসের দিকে।

থ্রেসের উপকূলে সরু একটি অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে ডরসিকাস — এর পশ্চাতেই রয়েছে দেশের এক নিচু এলাকা যার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে খুব সঙ্কীর্ণ নয় এমন একটি নদী হেব্রুস। এখানেই ডরসিকাস নামে একটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিলো। আর দুর্গে একটি ইরানি গ্যারিসন রাখা হয়েছিল — দারায়ূস কর্তৃক সিদিয়া অবরোধের পর থেকেই। তাই ভাবলেন তাঁর সৈন্যবিন্যাস ও গণনার জন্য এ জায়গাটি খুবই উপযুক্ত এবং তিনি তাই করতে প্রস্তুতি নিলেন।

যার্কসেস নৌ-সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন সমস্ত জাহাজ যেন ডরসিকাস থেকে সরিয়ে লাগোয়া সমুদ্র সৈকতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে অবস্থিত রয়েছে 'যোন' এবং স্যামোত্রিসীয়ন শহর স্যালে — এই সমুদ্র সৈকতটি এগিয়ে গেছে মশহুর অন্তরীপ সিরিউমের* দিকে। এখানে সকল জাহাজকে তীরে তুলে শুকাতে দেয়া হয়।

এ সময়ে যার্কসেস ডরিসকাসে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর সৈন্য গণনায়। যেহেতু কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি তাই প্রতিটি জাতি ঠিক কতজন সৈন্য সরবরাহ করেছিলো তা আমি বলতে পারবো না। তবে নৌবাহিনী বাদ দিয়ে বাকি ফৌজের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো সতেরো লক্ষ। গণনার জন্য প্রথমে ১০ হাজার লোককে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড় করিয়ে — তাদের চারদিকে মাটির উপর একটি বৃত্ত টেনে, এরপর এদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে নাভি উঁচু একটি ঘেরাও তৈরি করা হয় — বৃত্তটিকে ঘিরে; এরপর আরো সৈন্যকে কুচকাওয়াজ করিয়ে এনে এ ঘেরাওয়ের ভেতরে ঢুকানো হয় এবং তাদেরও পরে বের করে দেয়া হয়; গোটা বাহিনীর সৈন্য গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। গোনা শেষ হওয়ার পর জাতের ভিত্তিতে আবার সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন ডিভিশনে বিন্যস্ত করা হয়।

যেসব জাতের লোক নিয়ে সৈন্য গঠিত হয়েছিলো তারা হচ্ছে নিম্নরূপ : প্রথমেই হচ্ছে খোদ পারসীয়ানরা; ওদের ঐসব সৈন্যের পোশাক ছিলো টায়ারা অথবা মোলায়েম শোলায়ার টুপী, কাজ করা হাতাওয়ালা জামা, বর্ম দেখতে অনেকটা মাছের আঁশের মতো, এবং ইজার; ওদের অস্ত্র ছিলো হালকা ওজনের ঢাল, ঢালের নিচে কোণাকুনি ঝুলানো তূনীর, খাটো বর্শা, বেতের তীরসহ মজবুত ধনুক এবং দক্ষিণ উরু থেকে পাশে ঝুলানো দোদুল্যমান খঞ্জর। ওদের সেনাপতিত্ব করছিলেন যার্কসেসের বেগম আমেস্ত্রিসের পিতা ওতানেস। প্রাচীনকালে গ্রীকরা পারস্যবাসীকে বলতো সিফেনেস, যদিও ওরা নিজেদের কাছে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির নিকট পরিচিত ছিলো 'আর্তেই' নামে। জিয়ূস এবং ডেনীর পুত্র পারসীউস, বেলুসের পুত্র সিফেউসের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে তার কন্যা এণ্ড্রোমেডাকে বিয়ে করার পর যখন তার একটি পুত্র হলো জিয়ূস তার নামকরণ করেন পার্সেস; (এবং তাকে রেখে গেলেন সেই দেশে, কেননা সিফেউসের ছিলোনা কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী)। পারসীয়ানরা ঐ পার্সেস থেকে তাদের বর্তমান নাম গ্রহণ করে।

---

* প্রাচীনকালে এই সমস্ত অঞ্চলটিই ছিলো সিকোনিসের অন্তর্গত।

মিডীয়ান বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আখিমিনিদ বংশের তিগ্রানেস। ওরাও পারসীয়ানদের ধরনেই সুসজ্জিত ছিলো। আসলে এ ধরনের পোশাক ছিলো মূলত সিদীয়ান পোশাক, পারসীয়ান পোশাক মোটেই নয়। এক সময়ে সিদীয়ানদের সার্বিক পরিচিতি ছিলো আরীয়ান নামে। কিন্তু ওরাও ওদের নাম পরিবর্তন করে। এদের ক্ষেত্রে, এ নাম বদলের কারণ, এদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে কলখি নামক স্থানের এক ব্যক্তি, মিডিয়া — যিনি এথেন্স থেকে ওদের দেশে গিয়েছিলেন।

সিস্থিয় বাহিনীর পোশাকও পারসীয়ানদের মতোই ছিলো, কেবল টুপী ছাড়া। টুপীর বদলে ওদের মাথায় ছিলো পাগড়ী। ওদের সেনাপতি ছিলেন ওতানেসের পুত্র আনাফেস। হীর্কানীয়ানরাও পারসীয়ানদের মতোই একই ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে ছিলো সজ্জিত; ওদের সেনাপতি ছিলেন মেগাপানুস, যিনি পরে ব্যাবিলনের গভর্নর হয়েছিলেন।

এসিরীয়ানরা মাথায় পরেছিলো ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ, যা এমন জটিল ও আজব ধরনে নির্মিত ছিলো যে, তা বর্ণনা করা দু:সাধ্য। ওদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো ঢাল, বর্শা, খঞ্জর (মিশরীয় খঞ্জরের মতো), লৌহখচিত কাঠের গদা এবং সুতি–বর্ম। গ্রীকরা ওদের বলতো সিদীয়ান, কিন্তু অন্য দেশে ওদের নাম ছিলো এসিরীয়ান। ওদের সেনাপতি ছিলেন অর্তাখিসের পুত্র ওতাসপেস।

ব্যাক্টীয়ার ফৌজেরা ঠিক সিদীয়ানদের মতোই মাথায় টুপী পরেছিলো এবং ওদের অস্ত্রের মধ্যে ছিলো ওদের দেশের বেতের তৈরি ধনুক এবং খাটো বর্শা।

সাকীরা, (স্কিদীয়ানদের একটি গোত্র) পরেছিলো ইজার এবং উঁচু সূক্ষ্মাগ্র হ্যাট, সোজা মাথার উপর বসানো, ওদের অস্ত্র ছিলো ওদের দেশের ধনুক, খঞ্জর এবং স্যাগারিস বা যুদ্ধের কুঠার। পারসীয়ানরা সিদিয়ার সকল গোত্রকেই সাকী বলে উল্লেখ করে থাকে। আসলে কিন্তু ওরা ছিলো মিরজিউমের সিদীয়ান। ওদের এবং ব্যাক্টীয়ানদের সেনাপতিত্ব করছিলেন সাইরাসের কন্যা এতোসা এবং দারায়ুসের পুত্র হিসতাসপেস।

ভারতীয়দের পরনে ছিলো সুতি কাপড়; ওদের অস্ত্র ছিলো বেতের তৈরি ধনুক এবং বেতের তীর, যার প্রত্যেকটির আগায় ছিলো সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা। ওদের সেনাপতি ছিলেন অর্তবাতেরসের পুত্র ফর্নাজাত্রেস। হাইদার্নেসের পুত্র সিসামনেসের সেনাপতিত্বে আরীয়ানরা বহন করছিলো সিদীয়ান ধনুক; ওদের বাকি অস্ত্রশস্ত্র ছিলো ব্যাক্টীয়ানদের মতো। ব্যাক্টীয়ানদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল অর্তবাজুসের পুত্র ফার্নাসেসের সেনাপতিত্বে পার্থীয়ান এবং খোরসামিয়ার আর্তিউসের পুত্র আজানেসের সেনাপতিত্বে সোগদীয়ান এবং অর্তবানুসের পুত্র অর্তিফিউসের সৈনাপতিত্বে গান্ধারীয়ান ও ডেডিসিরা। এরপরে ছিলো কাস্পিয়ান এবং সারানজীয়ানরা — প্রথমোক্তদের সেনাপতি ছিলেন অর্তিফিউসের ভ্রাতা এরিওমার্দাস; ওদের গায়ে ছিলো চামড়ার জ্যাকেট এবং ওদের অস্ত্র ছিলো এসিনাসেস (acinaces) এবং ওদের দেশের বেতের তৈরি ধনুক; দ্বিতীয় দলটির সেনাপতি ছিলেন

ফ্রেন্দাতিসের পুত্র মেগাবাইজুস — ওরা সজ্জিত ছিলো ধনুক এবং মিডীয়ান বর্শায়। আর ওদের পোশাক ছিলো সবার চোখের পড়ে এমন উজ্জ্বল রংয়ের কাপড় এবং হাটু পর্যন্ত উঁচু বুট। দারায়ূসের পুত্র আর্সামনিস ছিলেন মাইসি এবং ইতীয়ানদের সেনাপতি আর ইবাজুসের পুত্র সিরোমিত্রেস ছিলেন পেরিকানীয়াদের সেনাপতি; ওরাও সবাই অস্ত্রসজ্জিত ছিলো ব্যাক্ট্রীয়ানদের মতোই — চামড়ার জ্যাকেট, তীর-ধনুক আর খঞ্জর ছিলো ওদের অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাক্ট্রীয়ানদের কমাণ্ডার ছিলেন ইতিসিত্রেসের পুত্র আর্তাইয়েনতেস।

আরবদের পরনে ছিলো 'জীরা' — এক ধরনের দীর্ঘ-প্রশস্ত ঢিলেঢালা পোশাক, যা কোমরের উপর এঁটে বাঁধা হতো বেল্ট দিয়ে। ওদের অস্ত্র ছিলো ধনুক, যা ওরা বহন করতো ডান পাশে; এ ধনুকের আকার ছিলো মোটামুটি বড় — যা, ছিলা খুলে ফেলা হলে বেঁকে যেতো বিপরীত দিকে। চিতাবাঘ ও সিংহের চর্ম পরিহিত ইথিয়োপীয়ানদের তীর ছিলো পাম কাঠের তৈরি, লম্বায় প্রায় ছয় ফুট — এসব ধনুক দিয়ে ওরা ছোট ছোট বেতের তীর নিক্ষেপ করতো — এ তীরগুলির মাথায় লৌহ শলাকার বদলে ছিলো ঘষে বা কেটে সূঁচালো করে তোলা পাথর — সীলমোহর খোদাই করার জন্য যে রকম সূক্ষ্ম পাথর ব্যবহার করা হয় অনেকটা সে রকম। ওদের অস্ত্রের মধ্যে বর্শাও ছিলো। ঐ বর্শার মুখে লাগানো ছিলো হরিণের শিং, অস্ত্র হিসেবে ওরা খুব শক্ত কাঠের লাঠিও ব্যবহার করতো। যুদ্ধে যাবার সময় ওরা শরীরের অর্ধেক অংশে চক মাখতো এবং বাকি অর্ধেক অংশে মাখতো সিঁদুর। আরবরা এবং দক্ষিণ মিশর থেকে আগত ইথিয়োপীয়ানরা এগুচ্ছিলো দারায়ুসের পুত্র আর্সামিসের সেনাপতিত্বে; তাঁর মা ছিলেন সাইরাসের কন্যা এবং দারায়ূসের প্রিয়তমা পত্নী আর্তাইসতুনে দারায়ূস তার এই প্রিয়তমা পত্নীর একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন, সোনা পিটিয়ে।

পূর্বী-ইথিয়োপীয়ানরা — সামরিক বাহিনীতে দু'ধরনের ইথিয়োপীয়ান ছিলো — ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। ওরাও ছিলো দক্ষিণী-ইথিয়োপীয়ানদের মতোই, কেবল ভাষা এবং ছুলের পার্থক্য ছাড়া। ওদের চুল সোজা কিন্তু লিবিয়ার ইথিয়োপীয়ানদের চুল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কোঁকড়ানো। এশিয়ার ইথিয়োপীয়ানদের সাজসরঞ্জাম প্রায় সবদিক দিয়ে ভারতীয়দেরই মতো; তফাৎ এই যে, ওদের শিরস্ত্রাণের মধ্যে ছিলো ঘোড়ার খুলি, তার কান এবং কেশরসহ — কান খাড়া করে রাখা হতো আর কেশর কাজ করতো ঝুঁটির। বর্মের জন্য ওরা ব্যবহার করতো সারসের চামড়া।

লিবীয়ানদের পরনে ছিলো চর্ম বস্ত্র এবং ওদের বর্শা ছিলো আগুনে পোড়ানো এবং সে কারণে খুব শক্ত ও মজবুত। ওদের সেনাপতি ছিলেন ওয়ারিজুসের পুত্র মাসসাজেস। পাফলাগনীয়ান বাহিনী সজ্জিত ছিলো বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি শিরস্ত্রাণ, ছোট ছোট বর্ম, বেশ খাটো ধরনের বর্শা, বল্লম, খঞ্জর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে। ওরা ওদের দেশের যে উঁচু

বুট পরেছিলো তা হাঁটুর দিকে প্রায় আধাআধি পৌঁছেছিলো। একইভাবে সজ্জিত ছিলো লাইগীয়ান, ম্যাতিয়েনি, ম্যারিআন্দিনীয়ান এবং সিরীয়ানরা (পারস্যের লোকেরা ওদেরকে বলতো কাপ্পাডোসীয়ান)। পাফলাগনীয়ান ও ম্যাতিয়েনীদের সেনাপতিত্ব করছিলেন মেগাসিদ্রুসের পুত্র ডটাস, আর ম্যারিআন্দিনীয়ান, লাইগীয়ান ও সিরীয়ানদের সেনাপতিত্ব করছিলেন দারায়ুস ও আর্তাইসতুনের পুত্র গোবরিয়াস।

ছোটখাটো পার্থক্য বাদ দিলে ফ্রাইজীয়ানদের পোশাক ছিলো পাফলাগনীয়ানদের মতোই। মেসিডোনীয়ানদের বর্ণনামতে এই জনগোষ্ঠী মেসিডোনিয়ায় বসতকালে বরিজেস নামে পরিচিত ছিলো এবং ওরা এশিয়ায় মাইগ্রেট করে। ওরা একই সংগে ওদের নাম এবং দেশও বদল করে। আরমেনীয়ানরা ছিলো ফ্রাইজীয়ান ঔপনিবেশিক এবং ওরা ফ্রাইজীয়ানদের মতোই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলো এবং এ দুটি ফৌজেরই সেনাপতিত্ব করছিলেন দারায়ুসের এক কন্যার স্বামী আরতোখমেস।

লিডীয়ানদের সাজ-সরঞ্জামের খুবই মিল ছিলো গ্রীক সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে। প্রাচীনকালে এ জনগোষ্ঠীর নাম ছিলো মাইওনীয়ান এবং ওরা ওদের বর্তমান নাম লাভ করে আতাইসের পুত্র লিডাসের নাম থেকে। মাইসীয়ানরা মাথায় পরতো তাদের নিজস্ব শিরস্ত্রাণ আর তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো ছোট ছোট বর্ম এবং আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা বল্লম। ওরা আসলে লিডীয়ান ঔপনিবেশিক, এবং অলিম্পাস পর্বতের নাম থেকে ওরা অলিম্পিয়েনী নামে পরিচিত। এই শেষোক্ত দুটি ফৌজের সেনাপতি ছিলেন অর্তফার্নেস — যার পিতার নামও ছিলো অর্তফার্নেস, যিনি দাতিসের সঙ্গে ম্যারাথনে অবতরণ করেছিলেন।

থ্রেসের সৈন্যরা মস্তক আবরণ হিসাবে পরেছিলো শৃগালচর্ম আর পরেছিলো 'জীরা' অর্থাৎ ঢিলেঢালা লম্বা খুব উজ্জ্বল রং-এর জোব্বা, এবং মৃগচর্মের উঁচু বুট; ওদের অস্ত্রের মধ্যে ছিলো বল্লম, হাল্কা বর্ম এবং ছোট্ট খঞ্জর। এশিয়ায় মাইগ্রেট করার পর ওরা বিথাইনীয়ান নামে পরিচিত হয়; ওদের নিজেদের বর্ণনামতে ইতিপূর্বে ওদের বলা হতো স্ট্রাইমোনীয়ান — কারণ ওরা স্ট্রাইমোন নদীর তীরে বাস করতো। আর ওখান থেকেই ওরা টিউক্রীয়ান এবং মাইসীয়ানদের দ্বারা হয়েছিলো বিতাড়িত। এই এশীয় থ্রেসীয়ানদের কমাণ্ডার ছিলেন অর্তবানুসের পুত্র বাসসাক্সেস।

পিসিডীয়ানরা সজ্জিত ছিলো ষাঁড়ের চামড়া নির্মিত বর্মে। ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিলো লাইসীয়ান কারিগরদের কাজ করা একজোড়া শিকারের বল্লম, ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ যাতে চূড়ার মতো স্থাপিত ও সজ্জিত ছিলো ষাঁড়ের কান ও শিং। ওদের পা পেঁচিয়ে বাধা ছিলো রক্তের মতো লাল কাপড়ের ফালি দিয়ে। ওরা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে আরিস দেবতার সেবক এক দৈবজ্ঞ রয়েছে।

কেবালীয়ানদের (আসলে ওরা মাইওনীয়ান, কিন্তু পরিচিত ল্যাসেনীয়ান বলে) সাজ-সরঞ্জাম ছিলো সিলিসীয়ানদেরই মতো — আমি যখন এ তালিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে

সিলিসীয়ানদের কথায় আসবো তখন ওদের কথাই বর্ণনা করবো। মিলীয়ানরা ছিলো খাটো বর্শাধারী, আর ওদের কাপড় শক্ত করে আটকানো ছিলো আংটা দিয়ে। ওদের কেউ কেউ লাইসিয়ার তৈরি ধনুক বহন করছিলো আর মাথায় পরেছিলো চর্মনির্মিত শিরস্ত্রাণ। এ সকল ফৌজের সেনাপতিত্ব করছিলেন হিসতানিসের পুত্র বাদ্রেস।

মশ্চীয়ানদের মাথায় ছিলো কাঠের হেলমেট,আর ওদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো ঢাল এবং খাটো বর্শা, তবে বর্শার দণ্ড ছিলো লম্বা। একইভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলো তিবারেনী, ম্যাক্রোনেস এবং মসসিনুয়েসীরা; এই সৈন্যবাহিনীগুলিকে যেসব অফিসার সংগঠন করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন প্রথমোক্ত দুটি বাহিনীর জন্য দারায়ূস এবং পারমাইসের পুত্র অ্যারিওমার্দুস (এই পারমাইস ছিলেন স্মার্দিসের কন্যা এবং সাইরাসের পৌত্রী) আর শেষোক্ত দুই বাহিনীর জন্য ছিলেন অর্তাইক্তেস; এই অর্তাইক্তেস ছিলেন হেলিসপোন্টের তীরবর্তী সিসটোসের গভর্নর খিরাসমিসের পুত্র।

মারীয়ানরা তাদের নিজেদের দেশের বিশিষ্ট বিনুনি-প্যাঁচানো হেলমেট পরেছিলো মাথায়, ওদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো ছোট্ট চামড়ার ঢাল এবং বর্শা। কলখীয়ানদের হেলমেট ছিলো কাঠের, আর ওদের অস্ত্র ছিলো কাঁচা চামড়ার তৈরি ছোট ছোট ঢাল, খাটো বর্শা এবং তরবারি। তিয়াসপিসের পুত্র ফারান্দাতেস এই দুই বাহিনীর সেনাপতিত্ব করছিলেন। একইভাবে সজ্জিত ছিলো আলারোদীয়ান এবং সেসপাইরেসরা। ওদের সেনাপতি ছিলেন সাহরোমিত্রাসের পুত্র ম্যাসিসতিউস। পারস্য উপসাগরের দ্বীপগুলি থেকে (এই সব দ্বীপে পারস্যের রাজা যাদের ঘরবাড়ি থেকে নির্বাসন দিয়েছেন তাদের পুনর্বাসন করেন) আগত ফৌজরা মিডীয়ানদের মতোই পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রশস্ত্রে ছিলো সজ্জিত। এদের সেনাপতি ছিলেন মার্দোনতেসের পুত্র বাগিউস; ইনি পর বৎসর মাইকেলিতে সেনাপতিত্ব করতে গিয়ে যুদ্ধে নিহত হন।

তাহলে বিভিন্ন জাতির ফৌজ নিয়ে যে পদাতিক বাহিনী গঠিত হয়েছিলো তার ধরন-ধারণ এরূপই ছিলো। ওদের অফিসারদের নাম আমি ইতিমধ্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। এসব অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া হলো ফৌজ সংগঠনের, তাদের গোনাগুনতির এবং প্রতি হাজার ও দশহাজার সৈন্যের জন্যে একজন করে কমাণ্ডার নিযুক্তির। দশহাজারী সেনাপতিদের দায়িত্ব হলো, দশ থেকে একশত — এরকম ছোট ছোট ইউনিটের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে কর্মচারী নিয়োগ। বিভিন্ন শহর এবং জাতির জন্য আরো অনেক কর্মচারী ছিলো। কিন্তু আমি যাদের কথা উল্লেখ করেছি তারা ছিলেন কমাণ্ডার।

ওদের উপর এবং সাধারণভাবে পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন গোবরিয়াসের পুত্র মার্দোনিয়াস, অর্তবানুসের (যিনি অভিযানের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছিলেন) পুত্র ত্রিতানত্রিখমেস, ওতানেস (উভয়েই দারায়ুস এবং যার্কসেসের সম্পর্কে ভাই) এর পুত্র স্মার্দোমেনেস, দারায়ূস এবং এতোস্সার পুত্র ম্যাসিসতেস, আরিয়াজুসের পুত্র জার্গিস এবং জোপাইরাসের পুত্র মেগাবাইজুস। এই ছয়জন সেনাপতি সমগ্র পদাতিক বাহিনীর

সৈনাপত্য করেন, কেবল দশ সহস্রের ঐ বাহিনীটি ছাড়া, যা গঠিত হয়েছিলো হাইদার্নেসের পুত্র হাইদার্নেসের নেতৃত্বে বাছা বাছা পারস্য সৈনিককে নিয়ে। এই দলটিকে বলা হতো, অমর বাহিনী, কারণ এর শক্তি অপরিহার্যভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হতো। কোনো লোক নিহত হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে শূন্যস্থান পূরণ করা হতো, যে কারণে ফৌজের সৈন্যসংখ্যা দশহাজারের চেয়ে কখনো কমতো না, কখনো বাড়তো না।

সৈন্যবাহিনীর ফৌজগুলির মধ্যে পারস্য–ফৌজরা যে কেবল উত্তমই ছিলো তা নয়, ওরা সজ্জিতও ছিলো অত্যন্ত জাঁকালোভাবে। ওদের পোশাক এবং অস্ত্রশস্ত্রের কথা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এখানে আমার উল্লেখ করা দরকার যে, প্রত্যেকটি যোদ্ধা সোনায় ঝলমল করছিলো; অপরিমেয় সোনা প্রত্যেকে বহন করছিলো তার শরীরে। অধিকন্তু ওদের সঙ্গে ছিলো আচ্ছাদিত গাড়িসমূহ; নিখুঁত এবং বিশদভাবে সজ্জিত এই গাড়িগুলিতে ছিলো তাদের রমণী ও দাসদাসীরা।

ওদের জন্য সেনাবাহিনীর অন্য সকলের খাবার থেকে ভিন্ন খাবার আনা হয়েছিলো উট এবং খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে।

উপরে যে সব জাতির কথা বলা হলো তাদের প্রত্যেকই অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী দুইই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এ অভিযানের বেলায় কেবল নিম্নবর্ণিত জাতিগুলিই অশ্বারোহী ফৌজ সরবরাহ করেছিলো ঃ প্রথম হচ্ছে পারস্য অশ্বারোহী বাহিনী — ওরা ওদের পদাতিক বাহিনীর মতোই একইভাবে ছিলো অস্ত্রসজ্জিত — তবে ব্যতিক্রম এই ছিলো যে ওদের কেউ কেউ হাতুড়ি পেটা ব্রোঞ্জ কিংবা লোহার শিরস্ত্রাণ পরেছিলো মাথায়। দ্বিতীয়ত সাগার্তীয়ান নামক একটি যাযাবর গোত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। ওরা ফার্সী ভাষায় কথা বলে এবং ওদের পোশাক পরনের ধরন অর্ধেক পারসীয়ান অর্ধেক প্যাকথীয়ান; ওরা আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বাহিনীর যোগান দিয়েছিলো। ওদের রীতি হচ্ছে — ওরা ব্রোঞ্জ কিংবা লোহার অস্ত্র বহন করে না, কেবল খঞ্জর ছাড়া। ওদের বিশেষ অস্ত্র হচ্ছে বিনুনি মোড়ানো চামড়ার তৈরি এক ধরনের দড়ির ফাঁস যার উপর প্রধানত ওরা নির্ভর করে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেই ওরা শত্রুর মুখোমুখি হয় অমনি ওরা এই ফাঁস ছুড়ে মারে (রজ্জুর শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস থাকে) এবং ঘোড়া অথবা মানুষ, যার গলায় এ ফাঁস লাগে তাকে টেনে কাছে নিয়ে আসে, আর বন্দি অসহায় শিকারকে তখন হত্যা করে ফেলা হয়। সাগার্তীয়ান ফৌজকে পারসীয়ান ফৌজের সঙ্গে মিলিয়ে একটি মাত্র বাহিনী গঠন করা হয়। তৃতীয়ত মিডীয়ান ও খিসসীয়ান আশ্বারোহী ফৌজ — উভয় ফৌজই সজ্জিত ছিলো তাদের পদাতিক বহিনীর মতো। চতুর্থত ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনী; ওরাও ওদের পদাতিক বাহিনীর মতো ছিলো অস্ত্রসজ্জিত। ওদের অনেকে ছিলো অশ্বারোহী, আর অনেকে ছিলো ঘোড়া অথবা বুনো গাধায় টানা রথচারী। পঞ্চম হচ্ছে ব্যাক্ট্রীয়ান এবং কাস্পিয়ান অশ্বারোহী ফৌজ, অস্ত্রশস্ত্রও ছিলো ওদের পদাতিক বাহিনীর মতো। ষষ্ঠ হচ্ছে লিবীয়ানরা। অন্যদের মতো ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিলো পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু ওরা সবাই ছিলো রথচারী। সপ্তম হচ্ছে,

প্যারিক্যানীয়ান অশ্বারোহী ফৌজ। কিন্তু ওদের অস্ত্রশস্ত্র পদাতিক বাহিনীর মতোই। অষ্টম এবং শেষ হচ্ছে আরবরা। ওদের অস্ত্রশস্ত্রও ওদের পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মতোই, কিন্তু ওরা সবাই ছিলো উট–সওয়ার,যা দ্রুতগতির দিক দিয়ে ঘোড়ার চাইতে কম যায় না।

কেবল এই জাতিগুলিই ঘোড়সওয়ার ফৌজের যোগান দিয়েছিলো। উট এবং রথ বাদ দিলে ওদের মোট সংখ্যা ছিলো আশি হাজার। ঘোড়সওরার বাহিনীটিকে বিভিন্ন স্কোয়াড্রনে ভাগ করা হয়। আরবের বাহিনী আসে সকলের পেছনে পেছনে, যাতে ঘোড়ার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, কারণ ঘোড়া উট দেখলে ভীষণ ঘাবড়ে যায়।

অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন দাতিসের দুই পুত্র — হার্মামিত্রাস ও তিথিউস। অশ্বারোহী ফৌজের তৃতীয় সেনাপতি ফার্নেডিসেস জখম হয়ে সার্দিসেই থেকে গিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী যখন সার্দিস ত্যাগ করছিলো সে সময়ই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে; খুবই দুর্ভাগ্যজনক : একটি কুকুর তার ঘোড়ার নিচে দিয়ে ছুটে যায়, ঘোড়াটি চমকে উঠে পিছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং সওয়ারিকে নিচে ফেলে দেয়। এভাবে পড়ে যাওয়ার ফলে ফার্নেডিসেস রক্তবমি করতে শুরু করেন। তাঁর এই অসুখ শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মায় পরিণত হলো। তাঁর ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ মতো ঘোড়াটিকে শাস্তি দেয়; যেখানে সে তার প্রভুকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলো, সেখানে এনে এরা ঘোড়াটির পা কেটে ফেলে হাঁটু পর্যন্ত। এভাবে ফার্নেডিসেস তাঁর কমাণ্ড হারালেন।

পরিবহণ নৌযানগুলিকে বাদ দিলে রণবহরে ছিলো ১২০৭টি উপর্যুপরি তিন সারি দাঁড়–টানা রণতরী 'ত্রিরেম'। এগুলি ছিলো তিনতলা জাহাজ, প্রত্যেক তলা থেকেই দাঁড় টানার ব্যবস্থা ছিলো। এগুলির যোগান এসেছিলো নিম্নবর্নিতরূপে :

১. ফিলিস্তিনের সিরীয়ানরা ফিনেসীয়ানদের সঙ্গে একত্রে সরবরাহ করেছিলো ৩০০ জাহাজ। জাহাজের নাবিকেরা গ্রীকদের হেলমেটের মতোই মাথায় হেলমেট পরতো। আর ওদের গায়ে ছিলো সুতি দেহত্রাণ। ওদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো বেষ্টনী ছাড়া বর্ম এবং বর্শা। এ লোকগুলির ঐতিহ্য এই যে, ওরা প্রাচীনকালে পারস্য উপসাগরে বাস করতো, কিন্তু পরে দেশ ত্যাগ করে সিরীয়ান উপকূলে চলে যায়, যেখানে ওরা আজকাল বসবাস করছে। সিরিয়ার এ অঞ্চলটি এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত দেশটি এক সঙ্গে ফিলিস্তিন নামে পরিচিত।

২ . মিসরীয়রা ২০০ রণতরী সরবরাহ করে। ওদের হেলমেট ছিলো জালের মতো আর ওদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো অবতল, মোটা বেষ্টনীযুক্ত বর্ম, কাষ্ঠফলকে ঢাকা বর্শা এবং ভারি কুড়াল। বেশিরভাগ নাবিকেরই পরনে ছিলো দেহত্রাণ, আর ওদের সঙ্গে ছিলো লম্বা লম্বা ছুরি।

৩. সাইপ্রাস ১৫০টি যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করে। ওদের রাজকুমারদের মাথায় ছিলো পাগড়ি, আর সাধারণ নাগরিকদের মাথায় শোভা পাচ্ছিলো চূড়াবিশিষ্ট হ্যাট। ওদের বাকি সাজ–সরঞ্জাম ছিলো গ্রীকদেরই অনুরূপ। সাইপ্রীয়টদের নিজস্ব বিবরণ মতে, ওদের অনেকে প্রথমে এসেছিলো সালামিস এবং এথেন্স থেকে। অনেকে এসেছিলো আর্কেডিয়া

থেকে, সীনাস থেকে এবং কেউ কেউ এসেছিল ফিনিসীয়াওথিয়োপীয়া থেকে। সিলিসীয়ানরা দিয়েছিলো একশটি যুদ্ধ জাহাজ। নাবিকদের মাথায় ছিলো স্থানীয় হেলমেট, গায়ে ছিলো পশমী দেহত্রাণ। আর ওদের বর্ম ছিলো হালকা কাঁচা চামড়ায় তৈরি। প্রত্যেকটি লোকের হাতে ছিলো দুটি করে বর্শা আর একটি করে তরবারি, যা দেখতে মিশরীয় লম্বা ছুরির খুব কাছাকাছি। সিলিসীয়ানদের পুরনো নাম ছিলো হাইপাখেই; ওরা ওদের বর্তমান নাম গ্রহণ করেছে ফিনিসীয়ান, এজিনোরের পুত্র সিলিক্সের নাম থেকে।

৪. প্যাম্ফাইলীয়রা সরবরাহ করে ৩০টি জাহাজ। ওদের ছিলো গ্রীক অস্ত্রশস্ত্র। ট্রয় দখলের পর সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিলে অ্যামফিলোখাস ও ক্যালখাসকে যেসব গ্রীক অনুসরণ করেছিলো ওরা তাদেরই বংশধর।

৫. লাইসীয়ানরা দিয়েছিলো ৫০টি যুদ্ধ জাহাজ। নাবিকরা দেহত্রাণ তো পরেছিলোই; ওদের হাঁটুর নিচ থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ছিলো এক ধরনের বর্মে; ওদের সঙ্গে ছিলো কর্ণেল–কাঠের তৈরি ধনুক, পালকবিহীন বেতের তীর এবং বল্লম। ওদের প্রত্যেকেরই কাঁধের উপরে ঝুলানো ছিলো ছাগলের চামড়া, আর ওদের হ্যাট ছিলো পালক খচিত। তাছাড়া, ওরা খঞ্জর এবং আকর্ষী বহন করছিলো। এই লাইসীয়ানরা এসেছিলো ক্রীট থেকে। ওদের প্রাচীন নাম ছিলো তারমিলী; ওরা ওদের বর্তমানে নাম নিয়েছে এথেনীয়ান প্যান্ডিওনের পুত্র লাইকাসের নাম থেকে।

৬. এশীয় ডোরীয়ানরা ৩০টি রণতরীর যোগান দেয়। আদিতে ওরা এসেছিলো পিলোপোনিস থেকে। একারণে ওদের অস্ত্রশস্ত্র এবং পোশাক পরিচ্ছদ ছিলো গ্রীকদেরই মতো।

৭. ক্যারিয়া দিলো ৭০টি জাহাজ, ওদের সাজ–সরঞ্জাম ছিলো গ্রীকদেরই মতো। তবে তফাৎ এই যে, ওরাও ছিলো আকর্ষী এবং খঞ্জরে সজ্জিত। এ ইতিহাসের প্রথম একটি অধ্যায়ে এদের প্রাচীন নাম আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

৮. আইয়োনীয়ানরা সরবরাহ করে ১০০টি জাহাজ। ওরা সজ্জিত ছিলো গ্রীক অস্ত্রশস্ত্রে। গ্রীক বিবরণ মতে, দ্যানডিস এবং এক্সয়ুথুস আসার আগে, পিলোপোনিসের যে জায়গাটি এখন আখী নামে পরিচিত সেখানে ওরা যতদিন বসবাস করছিলো, ওদের বলা হতো উপকূলবাসী পেলাসজীয়ান। ওরা ওদের বর্তমান নাম নেয় এক্সয়ুথুসের পুত্র আইয়োনের নাম থেকে।

৯. দ্বীপবাসীরা — ওরাও সজ্জিত ছিলো গ্রীক অস্ত্রশস্ত্রে — সতেরোটি জাহাজ দিয়েছিলো। এরাও একটি পেলাসজীনীয়ান জনগোষ্ঠী। এরাও পরবর্তীকালে আইয়োনীয়ান নামে পরিচিত হয় একই কারণে। এথেন্স থেকে যে বারোটি নগরী স্থাপিত হয় সেগুলিতে যারা বসতি স্থাপন করেছিলো তাদের মতোই ওরাও এই নামে পরিচিত হয়।

১০. ঈওলীয়ানরা (গ্রীকদের ধারণা মতো ওরাও মূলত একটি পেলাসজীয়ান জনগোষ্ঠী) সরবরাহ করে ৬০টি জাহাজ। ওদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি ছিলো গ্রীকদেরই মতো।

১১. হেলেসপোন্ট এবং বোসফোরাসের তীরবর্তী শহরগুলি (এ দুটি স্থানের বাসিন্দারা হচ্ছে তাইওনীয়ান ও ডোরীয়ান ঔপনিবেশিক) ১০০ জাহাজের যোগান দেয়। সবগুলি জাহাজই গ্রীক সরঞ্জামাদি এবং অস্ত্রশস্ত্রে ছিলো সজ্জিত। তবে এবাইডোস কোনো জাহাজ সরবরাহ করেনি। যার্কসেসের কাছ থেকে শহরের লোকেরা আদেশ পায় — নিজেদের বাড়িঘরে থেকে সেতুগুলি পাহারা দিতে।

সকল জাহাজই তাদের নাবিক ছাড়াও সৈন্য বহন করছিলো। ওরা সকলেই ছিলো পারসীয়ান সিদীয়ান অথবা সাকাঈ। সবচাইতে দ্রুতগামী জাহাজ ছিলো ফিনিসীয়ান এবং সে সবের মধ্যেও সিডনের জাহাজগুলি ছিলো শ্রেষ্ঠ। যে সব লোক নৌবহরে কাজ নিয়েছিলো এবং যারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো তদের প্রত্যেকেরই ছিলো স্বজাতীয় অফিসার। কিন্তু আমার কাহিনীর জন্য আবশ্যক নয় বলে তাদের নাম উল্লেখ করছিনা। এদের অনেকে মোটেই বিশিষ্ট ছিলো না, এবং প্রত্যেক জাতিরই অফিসারের সংখ্যা ছিলো তাদের দেশের শহরগুলির সমান। যাই হোক, এসব স্বজাতীয় অফিসারই প্রকৃতপক্ষে কমাণ্ডার ছিলো। বাকি সব যোদ্ধার মতোই কেবল ওরা বাধ্য হয়ে কাজ করছিলো। পারস্যের সেনাপতিরাই ছিলো প্রকৃত কমাণ্ডের অধিকারী এবং বিভিন্ন জাতি কর্তৃক প্রেরিত ফৌজগুলির ওরাই ছিলো সেনাপতি। এদের নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

নৌ সেনাপতিদের নামধাম নিম্নে দেয়া হচ্ছে : দারায়ূসের পুত্র আরিয়াবিগনেস, আসপাথিনেসের পুত্র প্রেকসাসপেস, মেগাবাতের পুত্র মেগাবাইজুস; দারায়ূসের পুত্র আখিমেনেস। গোবরিয়াসের কন্যার ঔরসে দারায়ূসের পুত্র আরিয়াবিগনেস ছিলেন আইয়োনিয়া এবং — ক্যারীয়ান ফৌজের কমাণ্ডার। মাতাপিতা উভয়ের সম্পর্কে যার্কসেসের ভাই আখিমেনেস ছিলেন মিশরীয় বাহিনীর কমাণ্ডার। বাকি দুই জনের অধীনে ছিলো অবশিষ্ট ফৌজগুলি। ত্রিশ ও পঞ্চাশ দাঁড়ের রণতরী, অশ্বপরিবহণ এবং নৌকাসহ জাহাজের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার।

এইসব কমাণ্ডারের পরেই, রণতরী নিয়ে যারা রওয়ানা করেছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে সিডোনের এনাইসুসের পুত্র টেট্রামনেসটাস, টায়ারের সিরোমোসের পুত্র ম্যাটেন; আরাদুসের আগাবালুসের পুত্র মার্বালুস, সিলিসীয়ার ওরোমেদনের পুত্র সাইনেসিস, লাইসিয়ার সিকাসের পুত্র সাইবারনিসকাস, সাইপ্রাসের খিবসিমের পুত্র গর্জাস এবং তিমাগোরাসের পুত্র তিমোনাক্স এবং ক্যারিয়ার তিমনেসের পুত্র হিসতিউস, হাইসেল-ডোমাসের পুত্র পিগ্রেস আর ক্যাণ্ডুলেসের পুত্র দামামিতাইমাস।

বাকি সব অধস্তন কর্মচারীদের নাম উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করছিনা। তবে একটা নাম আমি বাদ দিতে অক্ষম — আর্টেমিজিয়ার নাম। আমার কাছে এটি খুবই বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক যে একজন রমণী গ্রীসের বিরুদ্ধে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে এসে পড়ে এবং তিনি যুদ্ধ জাহাজে করে রণবহরে শামিল হন, যদিও তাঁর ছিলো এক বয়স্ক পুত্র এবং এ

কারণে এ অভিযানে তার অংশ গ্রহণ করার কোনো আবশ্যকতাই ছিলো না। তাঁর নিজের মধ্যে যে দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা এবং পুরুষোচিত সাহস ছিলো কেবলমাত্র তাই তাকে একাজে উদ্যোগী করে তোলে। হ্যালিকার্নাসুসের লীগদামিসের কন্যা ছিলেন তিনি। তাঁর মাতৃবংশ ছিলো ক্রীটের। তিনি ছিলেন হ্যালিকার্নাসুস, কোস, নিসাইরা ও ক্যালীদনার লোকদের কমাণ্ডার। তিনি পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত করে এ অভিযানে বার হয়েছিলেন। সিডোনের ফৌজ বাদ দিলে নৌবহরের মধ্যে ঐ নৌকাগুলিই ছিলো সবচেয়ে বিখ্যাত, আর সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে যার্কসেসকে তাঁর চাইতে সুষ্ঠু পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেনি। তাঁর অধীনস্থ যে জায়গাগুলির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেগুলি সবকটিই ডোরীয়ান এলাকা — এর মধ্যে ট্রয়জেন থেকে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো হ্যালিকার্নাসুসের লোকেরা, আর বাকি সবাই এসেছিলো ইপিদৌরুস থেকে।

নৌবহর সম্পর্কে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এখানেই শেষ হলো।

ফৌজের গণনা এবং সমাবেশের পর যার্কসেস চাইলেন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীগুলিকে সাধারণভাবে পরিদর্শন করবেন। তাই তিনি তাঁর রথে করে বিভিন্ন জাতির ফৌজসমূহকে দেখে দেখে এগিয়ে গেলেন, তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন এবং সে সব প্রশ্নের জবাব তার সেক্রেটারীরা লিখে নিলেন। এভাবে তিনি তাঁর বাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখলেন — পদাতিক এবং অশ্বারোহী উভয় বাহিনীকে। এর পরে জাহাজগুলি ছেড়ে দেয়া হলো এবং যার্কসেস তাঁর রথ থেকে নেমে সিডোনীদের একটি জাহাজে উঠলেন। সেই জাহাজে তিনি সোনার এক চাঁদোয়ার নিচে আসন গ্রহণ করলেন এবং নোঙর করা যুদ্ধ জাহাজগুলির কিনার ঘেঁষে তাঁর জাহাজ চলতে লাগলো। প্রত্যেক জাহাজ সম্পর্কেই তিনি প্রশ্ন করছিলেন এবং সৈনিকদের বেলায় যা হয়েছিলো ঠিক তেমনি এদের জবাবও লিপিবদ্ধ করা হলো। জাহাজের ক্যাপটেনরা তাদের জাহাজগুলি নিয়ে এলো তীর থেকে ৪০০ ফুট দূরে এবং সেখানে জাহাজগুলিকে সজ্জিত করা হলো এক রেখায়, জাহাজের গলুই তীরের দিকে রেখে; আর নৌ-যোদ্ধারা যেন যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি এমনিভাবে তাদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হয়েছিলো ডেকের উপর। এভাবে রণতরী পরিদর্শনের জন্য তিনি এই রেখা আর সমুদ্রতীরের মধ্যবর্তী নদীর ফাঁকা অংশ দিয়ে তাঁর জাহাজ চালিয়েছিলেন।

এভাবে নোঙর করা সারিবদ্ধ রণতরীগুলির এক কিনার থেকে অপর কিনার পর্যন্ত পরিদর্শনের পর যার্কসেস আবার তীরে উঠলেন এবং এরিস্তোনের পুত্র — গ্রীস অভিযানে তার সঙ্গী, দেমারাতুসকে ডেকে পাঠালেন।

"দেমারাতুস", তিনি বললেন, "এই মুহূর্তে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা আমার জন্যে আনন্দদায়ক হবে। তুমি একজন গ্রীক, অধিকন্তু আমি যে কেবল তোমার নিজের কাছ থেকেই জেনেছি তা নয়, আরো যে সব গ্রীকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তাদের কাছ থেকেও জেনেছি, তুমি গ্রীসের হীনতম কিংবা দুর্বলতম অঞ্চলের লোক নও।

তাহলে, তুমি আমাকে বলো, গ্রীকরা কি হিম্মত পাবে আমার বিরুদ্ধে হাত তুলতে? আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, সকল গ্রীক এবং বাকি সব পাশ্চাত্য জাতি যদি একত্র হয় তবুও ওরা আমার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না — আর ওরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু আমি এ বিষয়ে তোমার অভিমত শুনতে ইচ্ছুক।”

“জাঁহাপনা”, দেমারাতুস বললেন, “আপনি কি সঠিক জবাব পেলে খুশি হবেন? অথবা কেবল সন্তোষজনক একটি জবাব চান?”

বাদশা বললেন “আমাকে সত্য বলো। আমি ওয়াদা করছি যে, এর জন্য তোমাকে কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না।”

বাদশাহর এ ওয়াদায় উৎসাহিত হয়ে দেমারাতুস বললেন, “রাজন, আপনি আমাকে অন্য কিছু নয়, কেবল সত্য বলতে আদেশ করেছেন। এমনকিছু বলতে বারণ করেছেন যা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। তা হলে বলছি শুনুন, আমার জবাব হচ্ছে এই ঃ প্রাচীনকাল থেকেই দারিদ্র্য হচ্ছে আমার দেশের উত্তরাধিকার। কিন্তু প্রজ্ঞা এবং আইনের বলে আমার দেশ অর্জন করেছে বীরত্ব। গ্রীস তার বীরত্ব দিয়ে এখন দারিদ্র্য এবং গোলামি উভয়কেই দূরে সরিয়ে রাখছে।

ডোরীয়ান বংশের সকল গ্রীক সম্পর্কেই আমি উঁচু ধারণা পোষণ করি। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যা বলতে যাচ্ছি তা সকল ডোরীয়ানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা, কেবল স্পার্টানদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তাহলে, প্রথম কথা হচ্ছে এই — এমন কোনো শর্ত তারা আপনার কাছ থেকে কোনো অবস্থায়ই গ্রহণ করবে না যার মানে হবে, গ্রীসের জন্যে গোলামি; দ্বিতীয়ত বাকি গ্রীস যদি আত্মসমর্পণও করে তবু স্পার্টানরা আপনার বিরুদ্ধে লড়বে। তাছাড়া, এরূপ যুদ্ধের জন্যে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা একথা জানতে চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ধরুন ওদের একহাজার সৈন্য ময়দানে অবতীর্ণ হলো — তখন ওরাই আপনার বিরুদ্ধে লড়বে এবং ওদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হোক অথবা কম হোক, ওরা আপনার বিরুদ্ধে একইভাবে লড়বে।”

যার্কসেস এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, “প্রিয় দেমারাতুস, কি চমৎকার কথাই না আপনি বললেন। আপনি সত্যি মনে করেন এক হাজার সিপাহী আমার সেনাবাহিনীর মতো একটা বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়বে? এখন আমাকে বলুন — হ্যাঁ, যেমন আপনি বলে থাকেন, এককালে আপনি ছিলেন এদেরই রাজা, আপনি কি এই মুহূর্তে খালি হাতে দশজনের সাথে লড়তে রাজি আছেন? আমি তা ভাবতে পারছিনা; কিন্তু আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন স্পার্টার অবস্থা যদি সত্যি তাই হয় তাহলে আপনাদের আইন অনুসারে রাজা হিসেবে আপনার উচিত এর দ্বিগুণ অংশগ্রহণ করা — যাতে ক'রে স্পার্টার প্রত্যেকটি লোক আমার দশ জন লোকের সমান হলে, আমি আশা করবো, আপনি একাই হবেন কুড়ি জনের সমান। কেবল এভাবেই আপনি যে দাবি

করেছেন তার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু আপনারা গ্রীকরা যারা নিজেদের সম্পর্কে এরূপ উঁচু ধারণা পোষণ করেন তাঁরা যদি, আমার এবং আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার কালে আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আকারে এবং গুণে তাদের মতোই হয়, তাহলে দেমারাতুস, আপনার কথাগুলিও অর্থহীন শূণ্যগর্ভ প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য যদ্দূর সম্ভব যুক্তিসহকারে বলছি — একহাজার মানুষ, অথবা দশহাজার কিংবা পঞ্চাশ হাজারের পক্ষেই বা কি করে আমার বিপুল সৈন্যবাহিনীর মতো একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব? বিশেষকরে যদি একজন মাত্র সেনাপতির অধীনে লড়াই না করে সবাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করবার স্বাধীনতা পায়। মনে করুন, ওদের সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজার। এমতাবস্থায় ওদের একজনের জায়গায় আমরা হবো এক হাজারেরও বেশি। যদি আমাদের সৈন্যবাহিনীর মতো ওদের ফৌজগুলি কেবলমাত্র একজন সেনাপতির অধীনে থাকে ওরা হয়তো তাঁর ভয়ে, সংখ্যাগত অসমতা সত্ত্বেও, কিছুটা কৃত্রিম সাহসের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করবে অথবা ওদের চাবুক খেয়ে যুদ্ধে নামবে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকই যেহেতু তার খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে পারে তাই ধারণাই করা যায়না যে, ওরা উপরোক্ত দুটির কোনো একটি কাজ করবে। বস্তুত, আমার মত এই যে, সমান সমান হলেও গ্রীকদের পক্ষে পারসীয়ানদের মোকাবেলা করা প্রায় অসম্ভব। আপনি যে বিষয়ের কথা বলছিলেন তা আমাদেরও আছে — আমি বলিনা এটি সাধারণ ব্যাপার, আমি কেবল বলতে চাই যে তা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার পারসীয়ান দেহরক্ষীদের মধ্যে এমন যোদ্ধা আছে যে একা তিনজন গ্রীকের সঙ্গে লড়তে রাজি হবে। কিন্তু আপনি এর কিছুই জানেন না, জানলে এ ধরনের অসার কথা আপনি বলতেন না।"

দেমারাতুস জবাবে বললেন, "রাজন, আমি কথা বলার আগেই জানতাম যে, আমি সত্য বললে আপনি তা পছন্দ করবেন না, কিন্তু আপনি যেহেতু সোজা সরল সত্য ছাড়া আর কিছুই চাননি, তাই আমি স্পার্টানদের ব্যাপারে আপনাকে সত্য বলেছি। আপনি ভালো করেই জানেন, আমার স্বদেশবাসীর জন্য খুব সামান্য প্রীতিই আমার মধ্যে রয়েছে। কারণ ওরা আমার জন্মগত ক্ষমতা এবং বিশেষ সুবিধাদি কেড়ে নিয়েছে এবং আমাকে এক গৃহহীন পলাতক বানিয়ে ছেড়েছে — অথচ আপনার পিতা আমাকে তাঁর দরবারে সাদরে গ্রহণ করে আমার জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং বসবাসের জায়গা করে দেন। দয়া প্রত্যাখান করা সত্যই অযৌক্তিক। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যেকোনো মানুষ দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা সযত্নে লালন করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি দাবি করিনা যে, আমি দশজন মানুষের সঙ্গে লড়তে পারি, এমনকি দুজনের সঙ্গেও নয়; বলতে কি, আমি একজনের সাথেও যুদ্ধ করতে চাইবো না। কিন্তু যদি তার দরকার হয়ে পড়ে — যদি কোনো মহৎ লক্ষ্য আমাকে উদ্দীপ্ত করে তাহলে আপনার যেসব যোদ্ধা একা তিনজনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে বলে আপনি দাবি করেন তাদের যে কোনো একজনের বিরুদ্ধে লড়তে আমি যে আনন্দ পাবো তা অতুলনীয়। স্পার্টানদের বেলায়ও তাই। ওরা যখন একাকী যুদ্ধ করে

তখন ওরা যোদ্ধা হিসেবে অন্য যে কোনো যোদ্ধার মতোই সাহসী। কিন্তু যখন ওরা দলবদ্ধ হয়ে লড়ে তখন ওরা সারা বিশ্বের সেরা যোদ্ধা। ওরা স্বাধীন, হ্যাঁ, — তবে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। ওদের একজন প্রভু আছে, তার নাম হচ্ছে আইন। আপনার প্রজারা আপনাকে যেরূপ ভয় করে ওরা তার চাইতে অনেক বেশি ভয় করে ওদের আইনকে। এই প্রভু যে নির্দেশই দিক ওরা তাই করে এবং তাঁর আদেশ কখনো ভিন্নরূপ হয়না ঃ অসুবিধা যতো বড়োই হোক যুদ্ধে কখনো পিছু হটা চলবে না, সবসময় সাবেত কদম হয়ে লড়তে হবে, জয় করতে হবে অথবা মৃত্যু বরণ করতে হবে। প্রভো আপনি যদি মনে করেন আমি যা বলেছি তা অসার এবং অর্থহীন — তাই ভালো; আমি এখন থেকে আমার মুখ আর খুলতে ইচ্ছুক নই। এবার যে আমি কথা বলেছি তার কারণ আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন। যাই হোক, আমি প্রার্থনা করছি আপনার বাসনা মতোই যেন সবকিছু হয়।"

যার্কসেস দেমারাতুসের জবাবে মোটেই রাগ করলেন না। তিনি তা হেসে উড়িয়ে দিলেন এবং খোশ-মেজাজে তাকে বিদায় দিলেন।

আমি উপরে যে বাতচিতের বিবরণ দিয়েছি তারপর যার্কসেস মেগাদেস্তেসের পুত্র ম্যাসকামেসকে, দোরিসকাসের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, দারায়ূস কর্তৃক ঐ পদে নিযুক্ত লোকের স্থলে। এরপর তিনি থ্রেস হয়ে গ্রীসের উদ্দেশ্যে মার্চ করে এগুতে লাগলেন।

পরে, ম্যাসকামেস নিজেকে খুবই একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি প্রমাণিত করেন; তিনি এতোটা যোগ্যতার পরিচয় দেন যে, যার্কসেস প্রত্যেক বছর তাঁকে বিশেষ ইনাম পাঠাতেন। দারায়ূস কিংবা তিনি যে সব গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের সকলের উপর ম্যাসকামেসের শ্রেষ্ঠত্বের জ ন্য। তাছাড়া, তাঁর পুত্র অর্তাক্সারেক্সেস ম্যাসকামেসের বংশধরগণের প্রতি একই রকম অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। যার্কসেসের অভিযানের আগে পারসীয়ান গভর্নরেরা থ্রেস এবং হেলেসপোন্টে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অভিযানের পরবর্তী বছর দোরিসকাসের গভর্নর ছাড়া আর সকলেই গ্রীকদের দ্বারা বিতাড়িত হন — দোরিসকাসের গভর্নর ম্যাসকামেসকে তখনো কেউ বহিষ্কার করতে পারেনি, যদিও অনেকে তার বহিষ্কারের চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি। একারণেই পারস্যের রাজা তাঁকে প্রতি বছর ইনাম পাঠাতেন। গ্রীকরা যেসব গভর্নরকে বিতাড়িত করেছিলো তাদের মধ্যে কেবল ঈওনের গভর্নর বোজেসকেই যার্কসেস কিছুটা মূল্য দিতেন। বোজেসের প্রশংসায় তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না। বোজেস তার যেসব পুত্রকে পারস্যে রেখে এসেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর যারা বেঁচেছিলো যার্কসেস তাদের প্রতি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। আসলেই, ইনি ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবিদার; কারণ, মিলতিয়াদেসের পুত্র সিমনের সেনাপতিত্বে এথেনীয়ানরা যখন তাঁকে অবরোধ করে এবং তাঁদের শর্ত মেনে নিয়ে শহরটি ছেড়ে দিয়ে এশিয়ায় ফিরে যাবার সুযোগ করে দেয়, বোজেস সে সুযোগ গ্রহণ করতে রাজি হননি, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিলো, রাজা ভাবতে পারেন বোজেস তার জান বাঁচানোর জন্যই তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। তাই,

আত্মসমর্পণ না করে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নগরীটি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন। যখন সমস্ত রসদ ফুরিয়ে গেলো তখন তিনি কাঠের উপর কাঠ রেখে মস্ত বড়ো একটা স্তূপ তৈরি করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর সন্তানাদি, স্ত্রী, রক্ষিতাগণ ও চাকরচাকরানীদের গলা কেটে তাদের লাশ আগুনে নিক্ষেপ করলেন, এরপর তিনি শহরের সমস্ত সোনা এবং রূপা একত্র করলেন। তারপর নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে সেগুলি ছড়িয়ে স্ত্রাইমন নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং নিজে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এজন্য তাঁর নাম এখনো পারস্যে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়; এরকম হওয়াই উচিত।

দোরিসকাস থেকে গ্রীসের দিকে মার্চ্ করে অগ্রসর হওয়ার পথে যেসব জাতি পড়লো তাঁর প্রত্যেকটি থেকে যার্কসেস সক্ষম লোকদের ফৌজে যোগ দিতে বাধ্য করলেন তাঁর; কারণ, এর আগেই আমি যেরূপ লিপিবদ্ধ করেছি, থেসালি পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁর পদানত হয়ে পড়েছিলো, এবং প্রথমে মেগাবাইজুস ও পরে মার্দোনিয়ুসের বিজয়ের পর পারস্যকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলো। দোরিসকাস ছেড়ে যাওয়ার পর সেনাবাহিনী স্যামোত্রেসিয়ার কেল্লাগুলির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। এ কেল্লাগুলির মধ্যে মেসেক্সিয়াই হচ্ছে সবচেয়ে পশ্চিমে; এর পরবর্তী স্থান হচ্ছে স্ত্রাইমে। এটি থ্রেসীয়ানদের একটি শহর। এই দুই শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে 'লিসাস' নামক একটি নহর যা যার্কসেসের সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রচুর পানি সরবরাহ করতে পারে নি। পানি খেয়ে নহরটিকে শুকিয়ে ফেলা হয়েছিলো। ভূভাগের এ অঞ্চলটিকে এর বর্তমান নাম বরিয়ানতিকার পরিবর্তে এককালে বলা হতো গেল্লাইকা; আসলে এ অঞ্চলটিও সিকোনিসদের অধিকারভুক্ত। লিসাসের শুকিয়ে যাওয়া খাল পার হবার পর যার্কসেস গ্রীক শহর মেরোনিয়া, দিকিয়া এবং আবদেরা পেছনে ফেলে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের কয়েকটি মশহুর হ্রদ, যেমন মেরোনিয়া এবং স্রাইমের মধ্যবর্তী ইজমারিস, দিকিয়ার নিকটবর্তী বিসতোনিজ, যেখানে গিয়ে পড়েছে দুটি নদী — ত্রাউওম, কম্পসাতুস — এসব অতিক্রম করে অগ্রসর হলেন। অবশ্য আবদেরাতে এমন কোনো সুপরিচিত হ্রদ ছিলো না যা তাকে পার হতে হয়েছিলো। তবে এখানে তিনি নেসতাস নদী অতিক্রম করেন। এই নদীটি এখানে সমুদ্রে পড়েছে। এর পরেই তিনি মহাদেশে থ্রেসীয়ানদের অধিকারভুক্ত বসতিগুলিতে গিয়ে পৌঁছলেন। এ ধরনের একটি উপনিবেশের মধ্যে রয়েছে ৪ মাইল পরিধির একটি হ্রদ, মাছে ভর্তি কিন্তু খুবই নোনা। কেবল ভারবাহী পশুগুলিই এ হ্রদের পানি খেয়ে হ্রদটিকে শুকিয়ে ফেলে। এ হ্রদের তীরবর্তী শহরটির নাম স্তাইরুস। যার্কসেস তার পশ্চিমমুখী অভিযানকালে এসব সমুদ্রতীরবর্তী গ্রীক বসতিকে বাঁয়ে রেখে অগ্রসর হলেন। তার পথে থ্রেসের যে গোত্রগুলি পড়েছিলো সেগুলির নাম হচ্ছে পায়েতি, সিকোনেস, বিসতোনেস, সেপাই, দারসেই এদোনী এবং সাত্রে। এর কোনো কোনোটির বসতি ছিলো সমুদ্র উপকূলে। ওরা বাদশাকে জাহাজ সরবরাহ করে, তবে অন্যরা বাস করতো ভূভাগের অভ্যন্তরে। আমি যেসব গোত্রের কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলির মধ্যে এক সাত্রে ছাড়া আর সবকটিকেই তিনি তাঁর ফৌজে সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য করেছিলেন। সাত্রে গোত্রটি আজ পর্যন্ত কখনো

পদানত হয়নি এবং ওরাই থ্রেসের একমাত্র জনগোষ্ঠী, যারা বর্তমানকাল পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেছে। এর কারণ হচ্ছে, ওদের দেশের প্রকৃতি। দেশটিতে রয়েছে উঁচু উঁচু পর্বত — সকল জাতের গাছের ঘন অরণ্যে ঢাকা এবং তুষারে আবৃত। এছাড়া ওরা প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। এই লোকগুলির এলাকাতেই সর্বোচ্চ পর্বতমালার উপর স্থাপিত রয়েছে দিওনাইসিয়াসের একটি দৈববাণীর স্থান। এই মন্দিরটির সেবাইত হচ্ছে 'সাত্রে' গোত্রের একটি শাখা 'বেসসি'। ডেলফির মতোই এখানে একজন যাজিকা রয়েছে দৈববাণী প্রকাশের জন্য। যা ডেলফির দৈববাণীর চাইতে বেশি জটিল নয়।

উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হবার পর, যার্কসেস পাইয়েরীয়ান কেল্লাগুলি অতিক্রম করলেন। এই কেল্লাগুলির একটির নাম হচ্ছে ফাগ্রেস আর আরেকটির নাম হচ্ছে পারেগেমুস। ডানদিকে সুউচ্চ পসজিউস পর্বতমালা রেখে তিনি এগুচ্ছিলেন দুর্গ প্রাচীরের কাছ থেকে চলা পথ ধরে। ঐ পর্বতশ্রেণীতে ছিলো সোনা এবং রূপার খনি। পাইয়েরীয়ান এবং ওদোমান্তির লোকেরা এসব খনিতে কাজ করতো, কিন্তু 'সাত্রে' গোত্রটির খনিশ্রমিকরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি। এরপর তিনি দোবেরেস এবং পাইওপ্লি গোত্র দুটির (পানজিউমের উত্তরেই পাইওনীয়ান গোত্রগুলি বাস করে) এলাকা হয়ে এগুতে লাগলেন এবং পশ্চিম দিকে এগুতে এগুতে স্ত্রাইমন নদী এবং ঈওন শহরে গিয়ে পৌছলেন। এই ঈওনেই, আমি যে বজোসের কথা কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছি, তখনো গভর্নর হিসেবে বাস করছিলেন। পানজিউম পর্বতের নিকটবর্তী দেশটির নাম হচ্ছে ফাইলিস; এদেশ পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেছে এনজিতেস নামক একটি নদী পর্যন্ত, এই নদীটি গিয়ে পড়েছে স্ত্রাইমনে। দক্ষিণদিকে এদেশটি খোদ সাইমন পর্যন্ত প্রসারিত। এই শেষোক্ত নদীটিকে মাজুসি পুরোহিতেরা সাদাঘোড়া বলি দিয়ে শান্ত ও খুশি করতে চেয়েছিলো এবং নদীর অনুগ্রহ পাবার আশায় আরো বহু জাদুকরী ক্রিয়া সম্পাদন ক'রে ওরা 'নয়-পথের' যে সব সেতু পেলো সেগুলি পার হলো। এই 'নয় পথ' হচ্ছে এদোনীদের এলাকার একটি জায়গা। ওরা যখন জানতো পেলো 'নয়-পথ' একটি স্থানের নাম তখন ওরা ঐ স্থানের নয়টি বালক এবং নয়টি বালিকাকে ধরে ওখানেই জীবন্ত কবর দেয়। জীবন্ত মানুষকে কবর দেওয়া পারসীয়ানদের একটি রীতি। আমি জানি, যার্কসেসের স্ত্রী আমেস্ত্রিস তাঁর বৃদ্ধ বয়সে বিশিষ্ট পরিবারের চৌদ্দটি ইরানি ছেলেকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলো, পাতালের কল্পিত দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য হিসেবে, এই আশায় যে, দেবতা তা আমেস্ত্রিসের পরিবর্তে গ্রহণ করবে।

স্ত্রাইমন থেকে সৈন্যবাহিনী পশ্চিম মুখে কুচকাওয়াজ করে উপকূলের একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে এসে পৌছলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক শহর আর্গিলুস। এখানে এবং ভূখণ্ডের কিছুটা ভেতরভাগে অঞ্চলটির নাম 'বিসালতিয়া'। সেখান থেকে পসিডিয়াম উপসাগর বাঁয়ে রেখে যার্কসেস সাইনিউস প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মার্চ ক'রে গ্রীক শহর স্তাগিরূস ছাড়িয়ে গিয়ে পৌছলেন একান্থুস নামক স্থানে। আমি ইতিপূর্বে যাদের কথা বর্ণনা করেছি তাদের মতো এসব স্থানের এবং পানজিউম পর্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিতে যার্কসেস বাধ্য করেছিলেন। উপকূলের বাসিন্দাদের নৌবহরের

সঙ্গে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগের লোকদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জোর করে শামিল করা হয়েছিলো। গ্রীক নৃপতি যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন আজ পর্যন্ত তা অক্ষত রয়েছে; থ্রেসবাসী এই পথটিকে গভীরভাবে ভক্তি করে এবং কখনো এর উপর লাঙ্গল চালায়না বা ফসল বপন করেনা।

একান্থুসে পৌছে যার্কসেস এক ফরমান জারি করে ওখানকার লোকদের প্রতি বন্ধুত্ব ঘোষণা করলেন। ওদের মিডীয়ান কাপড়ের তৈরি একপ্রস্ত ক'রে স্যুট উপহার দিলেন। তারা যুদ্ধের জন্য যে আগ্রহ, সমর্থন যুগিয়েছে এবং খালের উপর তারা যে কাজ করেছে তার জন্য নানাভাবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। যার্কসেস যখন এখানে ছিলেন তখনি অর্তাখিস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তিনি ছিলেন আসেমিনী খান্দানের লোক। যার্কসেস তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। তিনি খাল খননের দায়িত্বে ছিলেন। অর্তাখিস ছিলেন পারস্যের সবচেয়ে বিশালকায় মানুষ — লম্বায় প্রায় আট ফুট দুই ইঞ্চি আর তার কণ্ঠস্বর ছিলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। কাজেই তাঁর মৃত্যুতে যার্কসেস খুবই মর্মাহত হলেন এবং তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়ে খুব জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে কবর দিলেন। গোটা সৈন্যবাহিনী মিলে তাঁর কবরের উপর তুললো একটি স্তূপ। একটি দৈববাণী মেনে নিয়ে একান্থুসের লোকেরা অর্তাখিসের উদ্দেশ্যে বলি দিলো — যেন অর্তাখিস প্রায় এক দেবতা; উপাসনা করতে গিয়ে ওরা ডাকে তাঁর নাম ধরে।

আমি আগেই বলেছি, অর্তাখিসের মৃত্যুতে যার্কসেস খুবই মর্মাহত হন। কিন্তু গ্রীকদের জন্য অবস্থা হলো আরো মন্দ। কারণ, ওদের পারস্য সৈন্যবাহিনীর আপ্যায়ন ও রাজার জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হলো। এর ফলে, ওরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, থ্রেসীয়ানরা যখন মূল ভূভাগের অন্তর্গত শহরগুলির পক্ষে সৈন্যবাহিনী থাকার ব্যবস্থা করলো এবং ওদের খাওয়ালো, তখন অর্জিউসের পুত্র, পরম খ্যাতির অধিকারী নাগরিক আঁতিপেতার প্রমাণ করেন এ ভোজের জন্য খরচ হয় ৪০০ রূপার টেলেন্ট, অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ পাউণ্ড। এই আঁতিপেতারের উপরেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। অন্যান্য শহরের অফিসারেরাও একরকম বিবরণ দিয়েছিলেন। এই ভোজের ব্যাপারে হৈ চৈ হয়েছিলো ভয়ানক এবং অনেক আগেই খাবার তৈরি করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো। তাই, রাজার আদেশ নিয়ে যেসব অফিসার এসেছিলেন তাদের মুখ থেকে কথা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি শহরের লোকেরা তাদের গুদামজাত শস্যাদি বিতরণ করে দিয়ে নিজেরা কয়েকমাস যাবৎ ব্যস্ত থাকলো বার্লি এবং গমের আটা তৈরি করতে। তারা সবচেয়ে ভালো গরু–ছাগল কিনতে লাগলো এবং খাইয়ে দাইয়ে সেগুলিকে মোটা তাজা করে তুললো। খাঁচার মোরগ এবং পুকুরের হাঁসকে খাওয়াতে লাগলো যাতে সৈন্যবাহিনী যখন এসে পৌছবে তখন এগুলি তৈরি থাকে। তা ছাড়া, তারা আদেশ দিলো পানপাত্র এবং সোনা–রূপার তৈরি গামলা বা বড় বাটি তৈরি করতে, যার ভেতরে এক সঙ্গে মিশানো যেতে পারে নানা রকম খাদ্য — এবং টেবিল সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে। অবশ্য এসবই করা হলো খোদ রাজা এবং তাঁর সঙ্গে বসে যারা খাবেন তাঁদের জন্য। সাধারণভাবে সৈনিকদের জন্য প্রস্তুত সীমিত থাকলো কেবল খাদ্যে।

সৈন্যবাহিনী এসে পৌছানোর পূর্বেই যার্কসেসের বিশ্রামের জন্যে সবসময়ই তৈরি থাকতো একটি তাঁবু, যখন সাধারণ সৈনিকরা রাত যাপন করতো খোলা আকাশের নিচে। কিন্তু এবার খাবার সময় যখন এলো তখনি হতভাগা মেজবানদের জন্য শুরু হলো সত্যিকার বিপদ। মেহমানরা সবাই পেট ভরে খেলো এবং সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা তাঁবু গুটিয়ে পানপাত্র এবং টেবিলের উপর সজ্জিত আর সকল জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে পড়লো মার্চ করে — পেছনে কিছুই রেখে গেলো না। আবদেরার একটি লোক, যার নাম মেগাক্রিওন — ঠিক এই বিষয়টির উপর কথা বললো। সে শহরের সবাইকে পরামর্শ দিলো তারা যেন তাদের স্ত্রীদের নিয়ে মন্দিরে যায় এবং প্রার্থনা করে যাতে তাদের বিপদ অর্ধেক হ্রাস পায়। যার্কসেস যে দিনে কেবল একবার খাবার গ্রহণ করেন এ অনুগ্রহের জন্য তারা যেন যথাযথভাবে শুকরিয়া জানিয়ে এ প্রার্থনা করে। ব্যাপারটি খুবই পরিস্কার যে, তাদের সকাল এবং সন্ধ্যা দুবেলার খাবার তৈরির হুকুম দিলে যার্কসেস পৌছানোর আগেই আবদেরার লোকদের শহর ছেড়ে পালাতে হবে, অথবা ব্যয়ের বোঝার ভারে তারা সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যাই হোক, পথের ধারে বিভিন্ন স্থানের লোকেরা কোনো রকমে সে আদেশ পালন করলো, যদিও তার জন্য তাদের কষ্ট হলো ভয়ানক।

একান্থুসে এসে যার্কসেস নৌবহরগুলিকে পাঠালেন পৃথক পৃথকভাবে এবং সেনাপতিদের তাঁর জন্য থার্মায় অপেক্ষা করতে বললেন। এটি একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত এক শহর। শহরটির নাম থেকেই উপসাগরটির এই নাম হয়েছে। তিনি জানতে পারলেন এই থার্মার ভেতর দিয়েই তাঁর জন্য রয়েছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। দোরিসকাস থেকে একান্থুস পর্যন্ত সেনাবাহিনী তিনটি ডিভিশনে ভাগ হয়ে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে একটি ডিভিশনের নেতৃত্বে ছিলেন মার্দোনিয়ুস এবং ম্যাসিসতেস; ওরা উপকূল ধরে এগুতে থাকেন নৌবহরের পাশাপাশি। আরেকটি ডিভিশনের সেনাপতি ছিলেন তৃতানতিখমেস এবং গার্জিস। ঐ ডিভিশনটি কিছুটা দূরত্ব রেখে মূল ভূখণ্ডের ভেতরে, প্রথমোক্ত বাহিনীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগুতে থাকে; তৃতীয় ডিভিশনটির সেনাপতি ছিলেন স্মার্দোমিনেস এবং মেগাবাইজুস — উক্ত দুটি পথের মাঝ বরাবর একটি পথ ধরে এগুতে থাকে। এই তৃতীয় ডিভিশনের সঙ্গেই ছিলেন যার্কসেস।

যার্কসেসের কাছ থেকে এগিয়ে যাবার ফরমান পেয়ে রণবহর এথোস নামক একটি খাল অতিক্রম করে। খালটি গিয়ে পড়েছে একটি বাঁকে, যেখানে রয়েছে এসসা, পিলোরাস, সিঙ্গুস, এবং সার্তে নামক শহরগুলি। ঐসব স্থান থেকে সৈন্য তোলা হয় জাহাজে এবং থার্মা উপসাগরের পথে রওয়ানার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। টোরনের এম্পিলুস প্রদক্ষিণ করে কতকগুলি জাহাজ বাঁকের উজানে টোরন, গ্যালিপ্সুস, সার্মাইলে,

মেকাইবার্না এবং গুলিস্তুস ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আরো জাহাজ এবং লোকজন সংগ্রহের জন্য। কিন্তু নৌবহরের প্রধান অংশটি সোজা এম্পিলুস অন্তরীপ থেকে ক্যানাসত্রিয়ুম (প্যালিনির দক্ষিণতম প্রান্ত) রওনা করলো এবং এরপর পতিদিয়া, এফাইতিসনিয়া, এজি, থেরাম্বো, শিওনে, মেণ্ডে এবং সানে থেকে আরো জাহাজ এবং লোকজন সংগ্রহ করলো। এ সবই বর্তমান প্যালিনির কতকগুলি শহর। কিন্তু আগে এই প্যালিনির নাম ছিলো ফ্লেগরা। ওখান থেকে তারা উপকূল বরাবর তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখলো থার্মার দিকে। প্যালিনি এবং থার্মাইক উপসাগরের তীববর্তী শহরগুলি থেকে আরো লোকজন সংগ্রহ করা হলো; এই শহরগুলির নাম লিপ্যাস্কসাস, কোম্বিয়া, লিসাই, পিগোনাস, ক্যাম্পসা, স্মিলা এবং আইয়োনিয়া। এই গোটা এলাকাটিই এখনো ক্রোসিয়া নামে পরিচিত। এই শহরগুলির মধ্যে সর্বশেষ শহর আইয়োনিয়া ছাড়িয়ে যাবার পর নৌবহর মীগদোনিয়া* থেকে অনেক দূরে উপসাগরে এসে পড়লো এবং সমাবেশের নির্ধারিত স্থান থার্মার দিকে অগ্রসর হলো। জাহাজগুলি এক্সিসিউস নদীর তীরবর্তী সিন্দুস এবং ক্যালেস্ত্রাতেও থামলো। এই নদীটি হচ্ছে মীগদোনিয়া এবং বত্তিয়াইসের মধ্যবর্তী সীমানা। এই শেষোক্ত অঞ্চলটির একটি সঙ্কীর্ণ তটরেখা রয়েছে — যা ঈখনাই এবং পেল্লা শহর দুটির আওতাভুক্ত।

নৌবহর যখন থার্মা এপ্রিউস এবং মধ্যবর্তী শহরগুলির কাছে অবস্থান করছিলো তখন যার্কসেস একান্তুস থেকে স্থলপথে এগুচ্ছিলেন সমাবেশের সে স্থানটির দিকে। তাঁর পথটি তাঁকে পাইওনিয়া ও ক্রীসতোনিয়ার ভেতর দিয়ে ইখিডোরাস নদীর দিকে নিয়ে গেলো। নদীটি ক্রীসতোনিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে মীগদোনিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যার্কসেসের ইচ্ছা, এই পথ ধরে তিনি এক্সিউসের মোহনার জলাভূমি হয়ে সমুদ্রে পৌছবেন। তাঁর এই পথেই তাঁর ভারবাহী উটগুলিকে আক্রমণ করলো সিংহ। এগুলি রাত্রিকালে ওদের বিচরণ ক্ষেত্র থেকে নেমে আসে এবং বিস্ময়ের কথা এই, মানুষ কিংবা অন্য কোনো জীবের উপর হামলা না ক'রে কেবল উটগুলির উপর হামলা চালায়। অন্য সকল প্রাণীকে বাদ দিয়ে ওরা কেন কেবল উটের উপর হামলা করে — যে প্রাণীকে ওরা কখনো দেখেনি, যার সম্পর্কে আগের কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের নেই, আমি তার কারণ খুঁজতে গিয়ে হতবুদ্ধি হলাম। দেশের এই অঞ্চলটিতে অর্থাৎ আবদেরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নেসতুস নদী এবং একার্নানিয়া নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এখিলাউস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটিতে দেদার সিংহ রয়েছে, আর রয়েছে বুনো ষাঁড়, যার বৃহৎ শিং আমদানি হয় গ্রীসে। নেসতুস নদীর পূর্বে ইউরোপের কোনো স্থানে, কিংবা এখিলাউসের পশ্চিমে গোটা ইউরোপের কোথাও সিংহ দেখতে পাওয়া যায়না। কেবল এ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সিংহের সাক্ষাত মেলে।

---

* চতুষ্পার্শবর্তী দেশটির নাম সিথেনিয়া।

থার্মায় যার্কসেস তাঁর সৈন্যবাহিনীকে থামালেন। ফৌজেরা তাঁবু গাড়লো। ওরা সংখ্যায় এতো বিপুল ছিলো যে মীগদোনিয়ার থার্মা থেকে শুরু করে লাইদিয়াস এবং হ্যালিয়াকমোন পর্যন্ত গোটা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল তারা ছেয়ে ফেললো। শেষোক্ত নদী দুটি এক সঙ্গে মিশে বত্তিআইস এবং মেসিডোনিয়ার মাঝে সীমান্ত তৈরি করেছে। ওখানে ওরা যখন ক্যাম্প গেড়েছিলো তখন যেসব নদীর কথা আমি উপরে বর্ণনা করেছি তার সব কটিই ওদের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করেছিলো, কেবল এখিদোরাস ছাড়া। কারণ এর পানি পান করে এটিকে শুকিয়ে ফেলা হয়েছিলো।

থার্মা থেকে যার্কসেস থেসালির পাহাড়গুলি দেখতে পাচ্ছিলেন — গগণচুম্বী অলিম্পাস এবং ওসসার দৃশ্য তাঁর নজরে পরলো। তিনি যখন জানতে পারলেন — এ দুটি পর্বতের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিখাত রয়েছে যার মধ্যদিয়ে চলে গেছে প্যানিউস নদী এবং একটি রাস্তাও গেছে থেসালি পর্যন্ত তখন হঠাৎ তার খেয়াল হলো তিনি সমুদ্রপথে ওখানে পৌঁছবেন এবং নদীর মোহনা পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তিনি তাঁর ফৌজকে গোন্নাস শহর ছাড়িয়ে পেরিবিয়াতে নিয়ে যাবেন, মেসিডোনিয়ার ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে উপরের রাস্তা ধ'রে। কারণ, তিনি শুনেছিলেন এটিই ছিলো সবচাইতে নিরাপদ রাস্তা। মনে এ খেয়াল জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তদনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলেন। বর্তমান অবস্থার মতো যে কোনো বিশেষ উপলক্ষে তিনি সবসময়ই সিডোনী জাহাজ ব্যবহার করতেন। এবারও তাই করলেন। সিডোনী জাহাজে চড়ে তিনি নৌবহরের অবশিষ্ট অংশকে সমুদ্রে নামার জন্যে সঙ্কেত দিলেন। সৈন্যবাহিনী পড়ে রইলো পেছনে, তাঁবুতে। নদীর মোহনায় পৌঁছে, মোহনার চেহারা দেখে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন এবং তাঁর গাইডদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন নদীর গতি এমনভাবে বদলে দেয়া সম্ভব কিনা, যাতে করে নদীটি অন্য কোনো বিন্দুতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে।

লোকে বলে, সুদূর অতীতকালে থেসালি ছিলো একটি হ্রদ। খুব অযৌক্তিক ধারণা নয়। কারণ, গোটা দেশটিই চারদিকে উঁচু পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। পূব দিকে রয়েছে পেলিয়ন এবং ওসসা — সুউচ্চ পর্বত প্রাচীর। পর্বত দুটির তলদেশ মিলে গঠিত হয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালা। এরপরে রয়েছে উত্তরে অলিম্পাস পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে পিণ্ডাস এবং দক্ষিণে ওত্রাইস। এই পর্বতগুলি মিলে তৈরি করেছে একটা বলয়, আর এর কেন্দ্রস্থলেই রয়েছে থেসালির নিম্ন প্রান্তর। অনেকগুলি নদীর পানি এসে পড়ছে এ প্রান্তরে। নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হচ্ছে পেনিউস, এপিদানুস, ওনোখোনাস, এনিপিউস এবং প্যামিসুস। এ সব নদী চতুষ্পার্শবর্তী পর্বতগুলি থেকে নেমে এসে মিলিত হয়ে একটি মাত্র নদী হয়ে উঠেছে এবং একটি সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যদিয়ে ধাবিত হয়েছে সমুদ্রের দিকে। একসঙ্গে মিশে যাওয়ার পর অন্য নদীগুলির নাম বাদ পড়ে গেছে এবং মিলিত স্রোতই কেবল পেনিউস নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়েছে। তাহলে কাহিনীটি হচ্ছে এই : বহু বহু জামানা আগে, গিরিখাতটির অস্তিত্ব ছিলো না এবং যখন পানি নিষ্ক্রমণের কোনো পথ ছিলো না, যখন এই নদীগুলির বুয়েবিস হ্রদের মতো, যখন কোনো

নাম ছিলো না, চার পাশের পাহাড়পর্বতগুলি থেকে তখনো আজকের মতোই নিয়ে আসতো প্রচুর পানি এবং এভাবে থেসালি হয়ে উঠেছিলো ভূখণ্ডমধ্যস্থ এক সমুদ্র। থেসালির লোকদের মধ্যে একটি কাহিনী চালু আছে। ওরা বলে — নদীর পানি নিষ্ক্রমণের জন্যে এই যে গিরিখাতটি, এটি তৈরি করেছিলেন পসেইদন। কাহিনীটি যুক্তিসংগত, কারণ কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, পসেইদনই পৃথিবীকে কম্পিত করে এবং ভূমিকম্পের ফলে যে ফাটল ধরে তা পসেইদনের দ্বারাই ঘটে থাকে। তাহলে এই স্থানটি দেখা মাত্র যে কেউ একথা বলবে যে, ইহা পসেইদনেরই কীর্তি। আমার কাছে নিশ্চিতভাবেই মনে হয়েছিলো, এ পাহাড়গুলির ফাটল ভূমিকম্পনের ফলেই হয়েছে।

এখন যার্কসেস যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাতে ফিরে আসা যাক। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, অন্য কোনো পথ আছে কিনা যা অনুসরণ করে পেনিউস নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে, তখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল গাইডরা বলেছিলো, "জাঁহাপনা, এছাড়া বের হবার অন্য কোনো পথ নেই, কারণ গোটা থেসালিই একটা মুকুটের মতো এক গিরি-বলয় বেষ্টিত।"

একথা শুনে যার্কসেস নাকি বলছিলেন — "থেসালির লোকদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এ বিপদের কথা সামনে রেখে ওরা সময় থাকতে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো। অন্যান্য বিষয়ের মতো তাদের এই উপলব্ধি হয়েছিলো যে, তাদের দেশ সহজেই জয় করা সম্ভব এবং দেশটি অতি সহজ ভেদ্য। দেশটিকে প্লাবিত করে দেয়া এবং এভাবে নদীর বর্তমান গতিপথ জোর করে বদলে দেওয়ার জন্য গিরিখাতের উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করলেই চলতো। এর বেশি কিছু করার দরকার হতো না। এর ফলে, পর্বতগুলি ছাড়া গোটা থেসালি যাবে পানির নিচে তলিয়ে।" তিনি যখন একথা বলেন তখন অবশ্য তাঁর মনে থেসালির এলিউয়াদী পরিবারের কথাই জেগেছিলো। গ্রীকদের মধ্যে এই পরিবারটিই প্রথম পারস্যরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সন্দেহ নেই যে, তিনি ভেবেছিলেন, সাধারণভাবে, ওরা দেশের মানুষের নামেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে।

এরপর তিনি যা দেখতে চেয়েছিলেন তা দেখে এবং আমি উপরে যে মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছি সেই মন্তব্য করে যার্কসেস সমুদ্র পথে থার্মায় ফিরে গেলেন।

পিয়েরিয়াতে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এ সময়ে তিনি তাঁর তিন ডিভিশন সৈন্যের এক ডিভিশনকে মেসিডোনিয়ার পর্বতমালার মধ্য দিয়ে একটি পথ পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত করেন, যাতে করে তাঁর সৈন্যবাহিনী সেই পথ ধরে পিড়াইবিয়াতে যেতে পারে। ইত্যবসরে, যাদের গ্রীসে পাঠানো হয়েছিলো আত্মসমর্পণ দাবি করার জন্য তারা ফিরে এসে সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হলো — কেউ কেউ এলো খালি হাতে। অন্যরা এলো পানি আর মাটি নিয়ে। যাদের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের প্রতীক আদায় করা হয়েছিলো তারা হচ্ছে ঃ থেসালিয়ান, ডলোসোরা, আইয়োনীয়ান, পেড়াইবি, লোক্রীয়ান, ম্যাগনেতে, ম্যালীয়ান, থাইওতিসে, ওখীয়রান, থেবান এবং অন্য সকল বুইওশীয়ান — কেবল প্লাতিআ ও থেসপির লোকেরা বাদে। এদের মোকাবেলায়

হানাদারকে রুখবার জন্য যেসব গ্রীক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলো তারাই কসম খেলো : যুদ্ধে সাফল্যের পর তারা গ্রীক রক্তের সেই সব লোকের প্রত্যেককে শাস্তি দেবে যারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে পারসীয়ানদের কাছে নতি স্বীকার করেছে। শাস্তি হবে এই : তাদের সম্পত্তির এক দশমাংশ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ডেলফিতে দেবতার নিকট তা অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করা হবে।

পূর্বে আরেকবার দারায়ূস কর্তৃক প্রেরিত দূতদের কপালে যা ঘটেছিলো সে কথা স্মরণ করে যার্কসেস এথেন্স ও স্পার্টায় আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন না ঃ এথেন্সে দারায়ূসের দূতগণকে একটা গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো সাধারণ অপরাধীর মতো এবং স্পার্টায় তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিলো একটি কূয়ার ভেতরে — আর ওদের বলা হয়েছিলো, ওরা যদি রাজার জন্য মাটি এবং পানি চায় তাহলে ঐ দুই স্থান হতে তা ওরা সংগ্রহ করতে পারে। এ কারণে এবার যার্কসেস কোনো অনুরোধ করে পাঠালেন না। রাজার দূতদের প্রতি এ ধরনের ব্যবহার করার জন্য এথেনীয়ানরা ঠিক কি ধরনের দুর্ভোগে ভুগেছিলো তা আমি বলতে পারবো না। হয়তো তাদের নগরী এবং তার আশপাশের এলাকাগুলির ধ্বংসই ছিলো এই পরিণাম — যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করিনা যে, তাদের অপরাধের সরাসরি পরিণাম ঘটেছিলো এরূপ। অবশ্য, স্পার্টানদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট। ওদের উপর পড়েছিলে আগামেমননের নকিব তালথাইবিউসের ক্রোধ। তালথাইবিউসের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি মন্দির রয়েছে স্পার্টায় এবং তারই বংশধর তালথাইবীয়ান পরিবার একাই নকিবের দায়িত্ব পালন করার বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকে। আমি উপরে যে ঘটনার কথাটা বলেছি তারপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। এই সময়ের মধ্যে স্পার্টানরা যেসব বলি দিয়েছে তার জন্য তাদের পক্ষে সন্তোষজনক কোনো চিহ্ন বা সঙ্কেত পায়নি; এর ফলে, ওরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং ঘন ঘন বৈঠক করতে থাকে, আর প্রত্যেক বৈঠকেই নকিব চিৎকার করে প্রশ্ন করতে থাকে, "এমন কোনো স্পার্টান কি আছে যে তার দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত?" এর জবাবে সৎ বংশজাত এবং প্রচুর বিত্তের অধিকারী, এনেরোস্তুসের পুত্র স্পার্থিয়াস এবং নিকোলাউসের পুত্র বুলিস, এ দুই স্পার্টান, স্পার্টায় নিহত দারায়ূসের দূতগণের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিজেদের জীবন দেবে বলে যার্কসেসকে প্রস্তাব দিলো। ওদের এরপর পারস্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওদের দণ্ড ভোগ করার জন্য। সুসার পথে ওরা হাইদার্নেস নামক একজন পারসীয়ানের সঙ্গে মোলাকাত করে। হাইদার্নেস সমগ্র এশীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী সামরিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি ওদের আতিথেয়তার সঙ্গে খোশআমদেদ জানান এবং ভোজ দেন। ওরা যখন আহার করছিলো সেই সময় হাইদার্নেস বললেন : "ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপার কি যে, আপনারা রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি নন! তিনি যে কিরূপ গুণের কদর করতে জানেন তা বুঝতে হলে আপনারা যদি কেবল আমার দিকে তাকান এবং আমি কি পদমর্যাদা ভোগ করছি, তা দেখেন, তাহলেই যথেষ্ট। ব্যাপার হচ্ছে, যার্কসেস বিশ্বাস করেন, আপনারাও খুব গুণী মানুষ।

এবং আপনারা যদি কেবল আনুগত্য স্বীকার করেন তাহলে আপনারা দুজনই হয়তো দেখতে পাবেন, আপনারা গ্রীসের স্থলভাগের কর্তৃত্বে রয়েছেন; এই স্থলভাগ তিনি আপনাদের অবশ্যই দেবেন।"

"হাইদার্নেস" ওরা বললো, "আপনি আমাদের যে পরামর্শ দিচ্ছেন তা পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সম্যক জ্ঞান থেকে দেন নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির কেবল অর্ধেক আপনি জানেন। বাকি অর্ধাংশটি আপনার নিকট শূন্য। দাসত্ব কি তা আপনি খুবই ভালো জানেন, কিন্তু স্বাধীনতার কোনো অভিজ্ঞতাই আপনার নেই। তাই আপনি জানেন না, স্বাধীনতা মিষ্ট না তেতো। যদি কখনো আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হতো আপনি আমাদের লড়াই করতে পরামর্শ দিতেন — কেবল বল্লম নিয়েই নয়, কুড়াল নিয়েও।"

এরপর ওরা সুসার পথে আবার রওয়ানা করে। রাজার দরবারে যখন ওরা পৌঁছলো তখন প্রথম যা ঘটলো তা এই ঃ রাজার দেহরক্ষীদল আদেশ দিলো আর আসলে চেষ্টাও করলো, ওদের বাধ্য করতে, যাতে ওরা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রাজার পূজা করে। অবশ্য এ দুই স্পার্টান ঘোষণা করে দিলো — ওরা কখনো এরূপ কাজ করবে না, রক্ষীরা যদি ধাক্কা দিয়ে ওদের মাথা মাটিতে ঠেকায়, তবুও। ওরা বললো, স্পার্টায় এ রীতি নেই যে, মানুষ তাদের মতোই একজন মানুষকে পূজা করবে, আর এ উদ্দেশ্যে তারা পারস্যে আসেনি। তাই ওরা বারবার তাদের অস্বীকৃতি জানালো এই কথাগুলি বলে যে, "হে আমাদের প্রভো, মিডীয় রাজ, স্পার্টানরা আমাদের এখানে পাঠিয়েছে স্পার্টায় পারসীয়ান দূতদের হত্যার বদলে শাস্তি গ্রহণ করতে"। এর জবাবে যার্কসেস সত্যিকার মহৎ মহানুভবতার সঙ্গে বললেন, তিনি স্পার্টানদের মতো ব্যবহার করবেন না; স্পার্টানরা একটি বিদেশী শক্তির দূতদের হত্যা করে আইন ভংগ করেছে, যে আইনকে সারা দুনিয়ার মানুষ পবিত্র মনে করে। যে কাজের জন্য তিনি ওদের নিন্দা করেছেন তাঁর নিজের সেকাজ করার ইচ্ছা নেই অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করে স্পার্টানদের তাদের অপরাধের বোঝা থেকে মুক্ত করার ইচছাও তাঁর নেই।

স্পার্থিয়াস এবং বুলিস প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে এলেও এ দুই স্পার্টানের এ আচরণ সাময়িকভাবে তালথাইবিউসের ক্রোধ প্রশমনে সফল হয়। অবশ্য এর বহুকাল পরে এথেন্স এবং পিলোপোনিসের যুদ্ধের সময় এই ক্রোধ আবার জেগে ওঠে বলে স্পর্টানরা বিশ্বাস করে এবং আমার মনে হয়, এতে আল্লাহর হাত সুস্পষ্ট। দূতগণের উপর যে তালথাইবিউসের রাগ হয়েছিলো এবং এ রাগ যে পুরাপুরি তপ্ত না হয়ে প্রশমিত হতে পারেনা, তা ঠিক। কিন্তু যে দুব্যক্তি পারস্যের রাজার সঙ্গে মোলাকাত করেছিলো এ মোলাকাতের কারণেই যে, তাদের পুত্রদের উপর এ আঘাত নেমে আসবে — অর্থাৎ এ ক্রোধের পাত্র হবে বুলিসের পুত্র নিকোলাউস এবং স্পার্থিয়াসের পুত্র এনেরোস্তস* —

---

* এই লোকটি তাইরেন্থীয়ান উপনিবেশ হালিয়েস জয় করেছিলো একটি সওদাগরি জাহাজ আর তার অস্ত্রধারী নাবিকদের সাহায্যে।

এইটুকু অন্তত আমার কাছে ঐশী হস্তক্ষেপের একটি স্পষ্ট প্রমাণ মনে হয়। এই দুই স্পার্টানকে একটি মিশনে পাঠানো হয়েছিলো এশিয়ায়। কিন্তু থ্রেসের রাজা, টীরেসের পুত্র সিতলেকেস এবং আবদেরার এক বাসিন্দা পাইতেসের পুত্র নিমপোডরাস বিশ্বাসঘাতকতা করে ওদের ধরিয়ে দেয়; হেলেসপোন্টের তীরে বিসান্থে নামক স্থানে ওদেরকে কয়েদ করে আতিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে করিন্থের এদিমনিথুমের পুত্র এরিস্থিয়াসের সহযোগিতায় এথেনীয়ানরা ওদেরকে ফাঁসি দেয়। অবশ্য এ ব্যাপারটি ঘটেছিলো যার্কসেস কর্তৃক গ্রীস অবরোধের অনেক পরে।

আমাকে এখন আমার কাহিনীতে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে।

যার্কসেসের এই অভিযান নামে এথেন্সের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও আসলে এর উদ্দেশ্য ছিলো গোটা গ্রীস বিজয়। অনেককাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলো। কিন্তু আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। ওদের কেউ কেউ ইতিপূর্বে আত্মসমর্পণ করেছিলো, আর এ কারণে তারা ছিলো বেশ ফূর্তিতে, কারণ ওরা নিশ্চিত ছিলো যে, ওরা হানাদারদের হাত থেকে সহজে রেহাই পেয়ে যাবে। যারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিলো তারা দু'কারণে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। প্রথমত গ্রীসে যথেষ্ট সংখ্যক জাহাজ ছিলো না, যা নিয়ে ওরা সাফল্যের আশায় পারসীয়ানদের মোকাবেলা করতে পারে, দ্বিতীয়ত অধিকাংশ গ্রীকই যুদ্ধে ছিলো অনিচ্ছুক, আর পারসীয়ানদের প্রভুত্ব মেনে নিতে ছিলো অতিমাত্রায় উৎসুক। এখানে আমি এমন একটি মত প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি — যাতে বেশিরভাগ মানুষই আপত্তি জানাবে বলে আমি মনে করি। যাই হোক, আমি যখন এটিকে সত্য বলে মনে করি, আমি তা গোপন করবো না আসন্ন বিপদের ভয়ে। যদি এথেনীয়ানরা তাদের দেশ ত্যাগ করতো, কিংবা যদি ওরা ওখান থেকে যার্কসেসের বশ্যতা মেনে নিতো তাহলে সমুদ্র পথে পারসীয়ানদের বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টাই হতো না; আর গ্রীক রণতরীর অভাবে স্থলভাগে অবস্থা কি দাঁড়াতে পারতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্পার্টানরা যোজকের আড়াআড়ি যত দুর্গ-প্রাচীরই নির্মাণ করুক না কেন তারা অবশ্য তাদের মিত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত হতো। কথা এ নয় যে, তাদের মিত্ররা ওদের পরিত্যাগ করতে চাইতো; আসল ব্যাপার হচ্ছে, পরিত্যাগ না করে ওদের গত্যন্তর থাকতো না, কারণ একজন একজন করে ওরা পারসীয়ান নৌশক্তির শিকার হয়ে পড়তো। তাই স্পার্টানরা পড়ে থাকতো একা। ওরা বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে হয়তো মহত্বের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করতো অথবা পক্ষান্তরে এও সম্ভব যে, অবস্থার এরূপ পরিণতি ঘটার আগেই গ্রীকরা সবাই পারস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছে — এ দৃশ্য হয়তো তাদের বাধ্য করতো যার্কসেসের সঙ্গে সুলেহ্ করতে। উভয় অবস্থাতেই পারস্যের গ্রীস বিজয় হতো সুনিশ্চিত। কারণ, আমি বুঝতে পারিনা যোজকটিকে সুরক্ষিত করে কি ফায়দা হতে পারে — যদি সমুদ্রের কর্তৃত্ব পারসীয়ানদের হাতেই থাকে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা সঠিক যে, গ্রীসকে রক্ষা করেছিলো এথেনীয়ানরা। এথেনীয়ানদের হাতেই ছিলো শক্তির ভারসাম্য। ওরা যে দলেই যোগ

দিতো সেই দলই জয়ী হতো নিশ্চিতভাবে। এথেনীয়ানরাই সিদ্ধান্ত করে যে, গ্রীসকে বেঁচে থাকতে হবে এবং তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, আর এই সিদ্ধান্তের পর যে সব গ্রীক স্টেট আত্মসমর্পণ করেনি তাদের যুদ্ধের জন্য ওরা মাতিয়ে তোলে। খোদার অনুমতিক্রমে এই এথেনীয়ানরাই পারস্যের রাজাকে বাধ্য করে পিছু হটতে। ডেলফির দৈবজ্ঞের ভয়ঙ্কর সর্তকবাণীও এই সঙ্কটকালে তাদেরকে গ্রীসের পক্ষ থেকে দূরে সরে পড়তে বাধ্য করতে পারলো না। বরঞ্চ ওরা মজবুত হয়ে দাঁড়ালো আর সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করলো হানাদারকে।

ওরা যেহেতু দৈবজ্ঞের উপদেশ শুনতে প্রস্তুত ছিলো তাই এথেনীয়ানরা ডেলফিতে তাদের দূত পাঠালো এবং প্রথামাফিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে ওরা যখন মন্দিরে ঢুকে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো তখনই আচার্যা এরিস্তোনিসে নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন :

> হে দণ্ডপ্রাপ্ত জনেরা, তোমরা কেন বসে আছ? উড়ে যাও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গৃহ এবং উচ্চস্থান ছেড়ে, যাকে তোমাদের নগরী বেষ্টন করেছে একটি চক্রের মতো। মস্তক অবস্থান করবে না তার স্থানে, দেহও নয়,
>
> পা-ও অবস্থান করবে না তার স্থানে, হাতও নয়, দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো অঙ্গও নয়,
>
> সবই বিধ্বস্ত, কারণ অগ্নি এবং যুদ্ধের বেপরোয়া দেবতা
>
> যে ছুটে আসছে সিরীয় রথে চড়ে, তোমাদের করতে নমিত।
>
> অনেক মিনারই করবে সে চূর্ণবিচূর্ণ, কেবল তোমাদেরগুলিই নয়,
>
> এবং দেবতাদের বহু মন্দিরকে নিক্ষেপ করবে নির্মম অগ্নিতে,
>
> যা এই মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে, কাঁপছে ভয়ে,
>
> যখন ছাদের উপর প্রবাহিত হচ্ছে কালো রক্তস্রোত
>
> দুঃখ দুর্দশার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে, যা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ওঠো,
>
> এ আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে পড় এবং মর্মন্তুদ দুঃখের কাছে নত করো তোমাদের হৃদয়কে।

এ ভবিষ্যদ্বাণীতে এথেন্সের দূতেরা ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লো। বলতে কি, দৈবজ্ঞ যে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য তাদের জন্য আসন্ন বলে ঘোষণা করলো তাতে ওরা হতাশায় একেবারে প্রায় ভেঙেই পড়ছিলো, যখন এন্দ্রোবুসুসের পুত্র তিমন, যিনি ছিলেন ডেলফির বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম, তাদের বললেন, তাদের উচিত, তাদের হাতে জলপাই শাখা নিয়ে মন্দিরে আবার প্রবেশ করা এবং উৎকৃষ্টতরো ভাগ্যের প্রার্থনায় কাতর প্রার্থীর ছদ্মবেশে দ্বিতীয়বার তাদের প্রশ্ন করা। এথেনীয়ানরা এ পরামর্শমতো কাজ করে আবার

মন্দিরে ফিরে আসে। "দেবতা এপোলো" — তারা বললো — "আমরা আপনার জন্য যে জলপাই শাখা এনেছি তার বিবেচনায় আপনি কি আমাদের দেশ সম্পর্কে কোনো সদয়তরো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না? আপনি এরকম ভবিষ্যদ্বাণী না করা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এখান থেকে যাবো না। না, কিছুতেই না : আমরা এখানে আমৃত্যু অবস্থান করবো।"

এর জবাবে যাজিকা তার দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করলো :

অলিম্পিয়ার জিয়ূসের হৃদয় সম্পূর্ণ জয় করতে অক্ষম পেল্লাস,

যদিও সে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বহুবিধ এবং তার সকল চাতুর্যের সঙ্গে;

তবুও আমি তোমাদের বলবো এ নতুন কথা, একখণ্ড হীরকের মতোই সুদৃঢ়;

যদিও সিরপসের চৌহদ্দিভুক্ত অন্য সবকিছুই হবে বিজিত

এবং পবিত্র সিতারণ পর্বতের স্বর্ণ হবে ওদের করতলগত

তবুও সর্বদর্শী জিয়ূস এথেনার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন

কেবল কাঠের প্রাচীরটিরই পতন হবে না, এবং সাহায্য করবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে —

কিন্তু এশিয়া থেকে আগত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর জন্য প্রতীক্ষা করো না তোমরা,

অচল হয়েও থেকো না, বরং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো শত্রুর মোকাবেলা থেকে পিছু হটে পড়ো,

নিশ্চয় এমন দিন আসবে যখন তোমরা তার মুখোমুখি হবে।

দৈব সালামিস, তুমি ধ্বংস আনয়ন করবে রমণীদের পুত্রদের জন্য

যখন শস্য হবে ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত, অথবা ফসল হবে সংগৃহীত, স্তূপীকৃত।

এই দ্বিতীয় জবাবটি আসলেই প্রথমটির চাইতে কম ভীতিপ্রদ মনে হলো। তাই দূতেরা এটি লিখে নিয়ে এথেন্সে ফিরে গেলো। নগরীতে পৌছে এটি যখন প্রকাশ করা হলো এবং এর ব্যাখ্যার চেষ্টা শুরু হলো, ওদের বহু অভিমতের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা দেখা গেলো। প্রবীণতর লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করলেন — এ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হচ্ছে — এক্রোপলিস ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে, এ কারণে যে এক্রোপলিস প্রাচীনকালে কাঁটা গাছ দিয়ে ঘেরা ছিলো; এ কাঁটা গাছের বেড়াই দৈবজ্ঞের উক্তির কাঠের প্রাচীর। অন্যরা মনে করলেন, দৈবজ্ঞের এ উক্তির মানে হচ্ছে-জাহাজ.। এজন্য তারা বললেন, অবিলম্বে একটি নৌবহর নির্মাণ করার জন্য। আর সব কাজ বাদ দিতে হবে। অবশ্য কাঠের প্রাচীর দ্বারা যারা জাহাজ বুঝেছিলেন একটা বিষয় তাদের খুব অস্বস্তির কারণ ছিলো — যাজিকার ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ দুটি দৃশ্যঃ

'দৈব সালামিস, তুমি ধ্বংস আনয়ন করবে রমণীদের পুত্রদের জন্য যখন শস্য হবে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত, অথবা ফসল হবে সংগৃহীত, স্তূপীকৃত।'

এটি ছিলো এক রহস্যজনক উক্তি, যারা কাঠের প্রাচীর বলতে জাহাজ মনে করেছিলো তাদের সকলের মধ্যে এ উক্তি এক গভীর অস্বস্তির জন্ম দেয়। কারণ পেশাদার ব্যাখ্যাতারা এ ছত্রগুলির অর্থ এই বুঝেছিলো যে, ওরা যদি সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয় তাহলে ওরা সালামিস নামক স্থানে পরাভূত হবে। অবশ্য এথেন্সে সম্প্রতি একজন লোক বেশ নাম করেছিলেন। তাঁর নাম থেমিস্টোক্লিস। সাধারণভাবে তিনি নিওক্লিসের পুত্র নামেই অধিক পরিচিত। এ সময় তিনি এগিয়ে এলেন এবং বললেন, একটি বিষয়ে পেশাদার ব্যাখ্যাতারা ভুল করেছেন। তাঁর মতে বিতর্কিত অনুচ্ছেদটির দ্বারা যদি সত্যি সত্যি এথেনীয়ানদের বুঝিয়ে থাকে তাহলে এমন মোলায়েম ভাষায় কিছুতেই তা প্রকাশ করা হতো না। দ্বীপের অধিবাসীদের ভাগ্যে যদি ধ্বংসই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে 'ঐশী সালামিস' না বলে ঘৃণ্য সালামিস বলারই সম্ভাবনা ছিলো অধিকতরো। পক্ষান্তরে এর আসল ব্যাখ্যা এই যে, দৈবজ্ঞের উক্তির লক্ষ্য এথেনীয়ানরা ছিলো না, ছিলো তাদের শত্রুরা। কাঠের প্রাচীর দ্বারা সত্যিসত্যি জাহাজই বুঝিয়েছিলো। তাই তিনি তাঁর দেশবাসীকে সমুদ্রে হানাদারের মোকাবেলা করার জন্য তৎক্ষণাৎ তৈরি হওয়ার উপদেশ দিলেন। এথেনীয়ানরা পেশাদার ব্যাখ্যাদাতাদের ব্যাখ্যার চাইতে থেমিস্টোক্লিসের ব্যাখ্যাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলো। কারণ, পেশাদার ব্যাখ্যাদাতারা কেবল যে তাদের সমুদ্রে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলো তা নয়, বরং তারা ছিলো যে কোনো রকমের বাধাদানের বিরোধী। তাঁদের মতে একমাত্র করণীয় ছিলো সবাই মিলে আতিকা ত্যাগ করা এবং অন্য কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করা।

ইতিপূর্বে একবার, থেমিস্টোক্লিস তাঁর মতকে গ্রহণ করাতে সফল হয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর দেশের বিপুল উপকার হয়েছিলো।

এথেনীয়ানরা লাউরিয়ামের খনিগুলি থেকে আহৃত খনিজ দ্রব্যাদির কারণে প্রচুর অর্থের মলিক হয়; তারা চাইলো এই অর্থ তাদের নিজেদের মধ্যে জনপ্রতি দশ দ্রাগমা হিসেবে ভাগ করবে। থেমিস্টোক্লিস অবশ্য তাদের এই খেয়াল ত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে অর্থ বন্টন না করে ঈজিনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দু'শ রণতরী নির্মাণের জন্য এ অর্থ ব্যয় করতে তাদের রাজি করান। সে মুহূর্তে এই যুদ্ধ, এথেন্সকে একটি নৌশক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য ক'রে গ্রীসকেই রক্ষা করে। আসলে, যে কারণে দুশ' জাহাজ তৈরি হয়েছিলো সে উদ্দেশ্যে এগুলি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে প্রয়োজন মুহূর্তে এগুলি গ্রীসের কাজে লেগেছিলো। এথেনীয়ানরাও দেখলো নতুন জাহাজ তৈরি করে তাদের বর্তমান নৌবহরের সম্প্রসারণ আবশ্যক। দৈবজ্ঞের উক্তি নিয়ে আলোচনার পর ওরা ওদের এক বৈঠকে স্থির করে দেবতার পরামর্শ নেবে এবং তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক অন্য যে কোনো গ্রীকসহ তারা সমুদ্রে শত্রুর মোকাবেলা করবে।

গ্রীক রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ যারা সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি ছিলো অনুগত এখন তারা একটি সম্মেলনে মিলিত হলো। পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বিনিময় হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো, প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলা এবং মৈত্রীভুক্ত সদস্য দেশগুলির মধ্যে যে হানাহানি চলছিলো, তা বন্ধ করা। সে সময় ঐ

ধরনের বিরোধ ছিলো বেশ কয়েকটি এবং তার মধ্যে এথেন্স ও ঈজিনার বিবাদই ছিলো সবচেয়ে মারাত্মক। যার্কসেস এবং তাঁর বাহিনী সার্দিস পৌঁছে গেছে এ খবর পেয়ে ওরা স্থির করলো পারসীয়ানদের গতিবিধির সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার জন্য এশিয়ায় গুপ্তচর পাঠাবে। সম্ভব হলে যুগপৎ সমগ্র গ্রীক বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং কমন বিপদের মোকাবেলায় যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে জড় করার আশায়, ওরা মৈত্রীচুক্তির জন্য একজন দূত পাঠালো আর্গোসে, দিনোমিনিসের পুত্র গিলোকে পাঠালো সিসিলিতে এবং আরো কয়েকজনকে পাঠালো কর্সাইরা এবং ক্রিট-এ সাধারণ লক্ষ্যে, সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলছি — গিলোকে মনে করা হতো খুবই শক্তিশালী — গ্রীক জাতির অন্য যে কোনো ব্যক্তি থেকে অনেক অনেক বেশি পরাক্রান্ত।

এই সিদ্ধান্তগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা হয়। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত যে সব ঝগড়াঝাটি ছিলো তা মিটিয়ে ফেলা হলো এবং তিনজনকে এশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হলো তথ্য সংগ্রহের জন্য। ওরা সার্দিসে পৌঁছে রাজার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে যা কিছু তাদের জানবার ছিলো সবই সংগ্রহ করলো। তবে তা করতে গিয়ে তারা পারসীয়ান সেনাপতিদের জেরার সম্মুখীন হয়ে ধরা পড়ে গেলো এবং মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হলো। কিন্তু যার্কসেস যখন শুনলেন যে, ওদের ফাঁসির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তিনি তাঁর সেনাপতিদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি জানালেন এবং তাঁর দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, গুপ্তচর তিনজন যদি এখনো জীবিত থেকে থাকে তাহলে ওদের পাকড়াও করে যেন তার সামনে এনে হাযির করা হয়। যেহেতু মৃত্যুদণ্ডটি তখনো কার্যকর হয় নি, তাই রাজার আদেশ পালন করা সম্ভব হলো। গুপ্তচরদের রাজার কাছে নিয়ে আসা হলো, সার্দিসে ওদের উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার পর তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিলেন — ওদের নিয়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে পদাতিক ও ঘোড় সওয়ারসহ তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে দেখানোর জন্য; যখন তারা বলবে, তারা সবকিছু দেখেছে তখন তাদের উপর হাত না তুলে তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয় — যাতে তারা যে দেশে ইচ্ছা যেতে পারে।

এই নির্দেশ দেয়ার পর যার্কসেস এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে : গুপ্তচরদের শূলে চড়ানো হলে, গ্রীকদের পক্ষে পারস্যের শক্তি কত অপরিমেয় ও বিপুল তা আগাম জানা সম্ভব হবে না — অন্য পক্ষে, তিনজন গুপ্তচরকে হত্যা করলে শত্রুর তেমন কোনো ক্ষতিই হবে না; কিন্তু গুপ্তচরেরা যদি দেশে ফিরে যায়, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস পারস্য শক্তির বিশালতা সম্পর্কে ওদের রিপোর্ট গ্রীকদের সত্যিকার অবরোধের আগেই আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করবে আর তার ফলে, যুদ্ধের ঝামেলা পোহানোর কোনো প্রয়োজনই আর হবে না।

যার্কসেস একই ধরনের অভিমত আরো একবার ব্যক্ত করেছিলেন,যখন তিনি ছিলেন এবাইডোসে এবং যখন কৃষ্ণ সাগর থেকে খাদ্য বোঝাই জাহাজ হেলেসপোন্ট দিয়ে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিলো ঈজিনা এবং পিলোপোনিসের দিকে। রাজার সঙ্গে যেসব অমাত্য ছিলেন তারা যখন জানতে পারলেন এগুলি শত্রুদের নৌকা তখন তারা চাইলো, এগুলি আটক

করতে এবং রাজার দিকে তারা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন — এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশের আশায়। "ওরা কোথায় যাচ্ছে?" যার্কসেস প্রশ্ন করলেন।

"প্রভো! ওরা যাচ্ছে পারস্যের শত্রুদের কাছে শস্যবোঝাই জাহাজ নিয়ে।"

'চমৎকার!' রাজা বললেন, "আমরাও কি একই গন্তব্যস্থলের দিকে এগুচ্ছিনা? আর আমাদের রসদের মধ্যেও কি অন্যান্য সামগ্রীর সাথে খাদ্যশস্য নেই? আমি মনে করি না যে, ঐসব জাহাজের লোকেরা আমাদের জন্য আমাদের খাদ্যশস্য বহন করে আমাদের কোনো ক্ষতি করছে।"

গুপ্তচর তিনজন তাদের পরিদর্শন সফর শেষ করলে তাদের ইউরোপে ফিরে যেতে দেয়া হলো এবং যেসব গ্রীক পারস্যকে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো তারা এখন তাদের প্রতিনিধিগণকে আর্গোসে পাঠালো। আর্গোসবাসীরা তাদের পরবর্তী আচরণের ব্যাখ্যা করেছে এভাবে : তারা শুরু থেকেই সচেতন ছিলো যে, পারসীয়ানরা গ্রীসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এও তারা ভালো করে জানতো যে, গ্রীকরা এই হামলার মোকাবেলা করার জন্যে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা করবে ঃ এজন্য তারা ডেলফিতে লোক পাঠালো — এ অবস্থায় কোন পন্থা গ্রহণ তাদের জন্য উত্তম হবে, এ বিষয়ে উপদেশের জন্য। এ পদক্ষেপের কারণ এই যে, সম্প্রতি এনাকসান্দ্রিদেসের পুত্র ক্লিওমেনিসের সেনাপতিত্বে স্পার্টানরা তাদের ছয় হাজার লোককে হত্যা করেছে। যাজিকা তাদের প্রশ্নের জবাব দিলো এভাবে :

> হে অমর দেবতাদের প্রিয়জন, তোমাদের পড়শিদের দ্বারা ধিকৃত তোমরা
> তোমাদের বল্লম কোষবদ্ধ কর এবং তোমরা নিজেদের প্রহরায় থাকো
> মস্তক পাহারা দাও ভালকরে, তাহলে মস্তক রক্ষা করবে দেহকে।

দূতগণ আর্গোসে পৌঁছে মন্ত্রণাগৃহে ঢুকে তাদের দেয়া নির্দেশ মোতাবেক অনুরোধ করার আগেই এই দৈববাণী ঘোষিত হয়। এর জবাবে আর্গোসীরা বলল, তাদের যা করতে বলা হয়েছে তা তারা করতে রাজি দুটি শর্তে ঃ প্রথমত তাদের সঙ্গে স্পার্টাকে অবশ্যই ৩০ বছরের জন্য একটি সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে, দ্বিতীয়, সমতার ভিত্তিতে স্পার্টার সঙ্গে তারাও সম্মিলিত বাহিনীর উপর সেনাপতিত্ব করবে। অধিকারের দিক দিয়ে আর্গোস একাই ছিলো একক সেনাপতিত্বের অধিকারী; তা সত্ত্বেও তারা সমান অর্ধেক অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।

ওদের বর্ণনামতে, ইহাই ছিলো ওদের সরকারের জবাব, যদিও দৈবজ্ঞ ওদের নিষেধ করেছিলো সম্মিলিতবাহিনীর সাথে যোগ দিতে। তাছাড়া, ওরা যদিও দৈবজ্ঞকে অমান্য করতে সাহস পায়নি তবু ৩০ বছরের সন্ধি অর্জন এবং শান্তির সময়ে তাদের সন্তানদের বেড়ে ওঠার সুযোগদান তাদের জন্য ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি এ সন্ধি অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং এবার পারসীয়ানদের হাতে আরেকটি পরাজয় বরণের দুর্ভাগ্য যদি তাদের হয় তাহলে চিরদিনের জন্য তাদের স্পার্টার গোলাম হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। আর্গোস সরকারের এই দাবির জবাবে স্পার্টার দূতেরা বললো, তারা সন্ধির বিষয়টি সম্পর্কে তাদের স্বদেশে তাদের সরকারের পরামর্শ চাইবে। অন্য বিষয়ে অর্থাৎ ফৌজের সেনাপতিত্বের ব্যাপারে তাদের সরকারের নির্দেশ ইতিমধ্যেই তাদের হস্তগত হয়েছে।

তারা এই জবাব দিলো যে, যেখানে স্পার্টার রাজা রয়েছেন দুজন সেখানে আর্গোসের রাজা মাত্র একজন; স্পার্টার দুই রাজার কাউকেই তাঁর কমাণ্ড থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব ছিলো না; পক্ষান্তরে দুই স্পার্টান রাজার সঙ্গে একযোগে নিজের মত প্রকাশ করতে আর্গোসের রাজাকে বাধা দেয়ারও কিছুই ছিলো না।

আর্গোসীরা বলে, তাদের কাছে স্পার্টানদের মনোভাব খুবই ধৃষ্ঠতাপূর্ণ বলে মনে হলো এবং এর কাছে নতি স্বীকার না করে ওরা বরং বিদেশী প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় মনে করলো। তাই তারা দূতদেরকে হুঁশিয়ার করে দিলো সূর্যাস্তের পূর্বেই তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে — অন্যথায় তাদের শত্রুবলে গণ্য করা হবে।

এ বিষয়ে আর্গোসীদের বিবরণের এ পর্যন্তই বলা হলো। অবশ্য গ্রীসে আরেকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই ঃ যার্কসেসের ফৌজ তাদের মার্চ শুরু করার আগেই তিনি আর্গোসে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। বলা হয় , এ লোকটি আর্গোসে পৌঁছে বলেছিলো, "হে আর্গোসবাসী, রাজা যার্কসেস তোমাদের জন্য এক পয়গাম পাঠিয়েছেন। আমরা, পারসীয়ানরা বিশ্বাস করি আমরা পারসীসের বংশধর, যার পিতা ছিলেন ড্যানির পুত্র পারসীউস, আর যাঁর মাতা ছিলেন সির্ফিউসের কন্যা এণ্ড্রোমেডা। কাজেই, তোমরা এবং আমরা একই রক্তের উত্তরাধিকারী। আমাদের পক্ষে সংগত হবেনা, যে জনগোষ্টি থেকে আমাদের উৎপত্তি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, যেমন তোমাদের পক্ষেও সংগত হবে না আমাদের বিরোধিতা করে অন্যের সাহায্য করা। বরং তোমাদের উচিত আসন্ন সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকা, তাতে অংশ গ্রহণ না করা। আমি যা আশা করেছি তাই যদি হয় তাহলে আমি সকল জাতি অপেক্ষা তোমাদের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত জনগোষ্ঠী বলে মনে করবো।"

এ কাহিনী থেকে জানা যায়, যার্কসেসের এ বার্তায় আর্গোসীরা খুবই চমৎকৃত হয়। সেই মুহূর্তে তারা কোনো কথা দিলো না এবং সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শরিকানা দাবি করে কোনো কথাও তারা বললো না। কিন্তু পরে গ্রীকরা যখন তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছিলো তখন ওরা ওদের দাবি উত্থাপন করে, কারণ তারা জানতো যে, স্পার্টানরা এ দাবি মঞ্জুর করবে না এবং এর ফলে আর্গোসীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার একটা ওজুহাত পাবে। গ্রীসে এমন লোক রয়েছে যারা বলে এই বিবরণের সমর্থন মেলে অনেক পরে অর্তোকযার্কসেসের এক উক্তিতে। হিপ্পোনিকাসের পুত্র কেনিয়াস এবং আরো কতিপয় এথেনীয়ান ছিলো মেমননের শহর সুসায়, একটি মিশনে। অবশ্য এ মিশনের সঙ্গে আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনাক্রমে ওরা যখন মেমননে উপস্থিত ছিলো ঠিক সেই সময়ে আর্গোসের কয়েকজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলো সেখানে। ওদের পাঠানো হয়েছিলো যার্কসেসের পুত্র অর্তোকযার্কসেসকে জিজ্ঞাস করে একথা জানবার জন্য যে, আর্গোসীরা তাঁর পিতার সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো তা এখনো বজায় আছে কিনা, অথবা পারস্য তাদের এখন শত্রু গণ্য করে কিনা। "নিশ্চয়ই তা বলবৎ আছে" অর্তাকযার্কসেস জবাবে বলেছিলেন বলে বলা হয় "আমি বিশ্বাস করি, আর্গোসের চাইতে বড় কোন মিত্র শহরে আমার জন্য নেই।"

আমি নিজে নিশ্চয় করে বলতে পারি না, যার্কসেস আর্গোসে দূত পাঠিয়েছলেন, কি পাঠান নি। আর্গোসের লোকেরা সুসা গিয়েছিলো এবং পারস্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে তারা অর্তাযার্কসেসেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো, এ কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কেও আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। এ বিষয়ে আর্গোসীরা নিজেরা যা বলে থাকে তার বাইরে আমার কোনো মতামত নেই। অবশ্য এক বিষয়ে আমি খুবই নিশ্চিত। এবং তা এই যে, যদি গোটা মানবজাতি পরস্পর সাক্ষাত করতে রাজি হতো এবং প্রত্যেকেই যদি তার দোষত্রুটিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে আসতো, অন্যান্যদের দোষত্রুটির সঙ্গে সেগুলি বদল করার জন্য, তাহলে এমন একজন লোকও দেখা যেতো না, যে তার প্রতিবেশীর দোষত্রুটির প্রতি একবার ভালো করে লক্ষ্য করার পর নিজের দোষত্রুটি নিয়ে স্বগৃহে ফিরতে নিজেকে পরম সুখী মনে করতো না। আমার কাজ হচ্ছে লোকে যা বলে তা রেকর্ড করা কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতে বাধ্য নই, আর এ কথা সমগ্রভাবে এ পুস্তকটি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আর্গোসীদের সম্পর্কে আরো একটি কাহিনী রয়েছে। কারো কারো মতে ওরাই গ্রীস আক্রমণ করার জন্যে পারসীয়ানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো, কারণ স্পার্টার সাথে তাদের সম্পর্ক খুব খারাপ যাচ্ছিলো। এজন্য তারা মনে করতো তাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার চাইতে যে কোনো অবস্থাই বেহ্তর হবে।

সম্মিলিতপক্ষ গিলোর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে সিসিলিতে আরেকজন দূত পাঠায়। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের একজন ছিলেন স্পার্টার সীয়াগ্রুস।

গিলোর পূর্ব পুরুষ ত্রিয়োপিয়ামের অদূরবর্তী ঢেলুস দ্বীপ থেকে এসে প্রথমে গেলা-তে বসতি স্থাপন করে। এবং যখন এন্টিফেমাস এবং রুদসের লিনদীয়ানরা গেলায়-তে উপনিবেশ স্থাপন করে তখনি তিনি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে তাঁর বংশধরেরা ধরিত্রী দেবীদের পুরোহিত হয়ে ওঠে; তেলুসবাসীরা এ স্থানটি দখল করার পর থেকে ওরা পুরোহিতের এ কাজটুকু করে আসছে। ওরা কি করে এ দখল পায় সে সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য কাহিনী বিদ্যমান। গেলায় দলীয় দ্বন্দ্বের পর কিছু সংখ্যক লোক শহরটি ছেড়ে নিকটবর্তী পাহাড়গুলির মধ্যে অবস্থিত মেকতোরিয়ামে শরণ নিতে বাধ্য হয়। এদেরকে আবার স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করে তেলুসের লোকেরা। এ জন্য তেলুসবাসী সশস্ত্র ফৌজ ব্যবহার ক'রে নি, ধরিত্রীদেবীদের পবিত্র প্রতিমার সাহায্যেই এরা একাজটি করেছিলো। আমি জানি না, কোথা থেকে বা কেমন করে গিলোর পূর্বপুরুষ এই প্রতিমাগুলি পেয়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, তিনি কেবল ওদের উপরই নির্ভর করেছিলেন; এবং তিনি নির্বাসিতদের এই শর্তে ফিরিয়ে আনেন যে, তিনি এবং তাঁর পরে তাঁর বংশধরেরা পুরোহিতদের পদ অলঙ্কৃত করবেন। আমি যা শুনেছি, তাতে তেলসের লোকেরা যে এরকম একটি কাজ করতে পারে তা খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। আমি সব সময়ই কল্পনা করেছি, কিছুতেই প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কাজ করার যোগ্যতা রাখে না যার জন্য শক্তি এবং হিম্মত দুইই দরকার হয়। তবুও সিসিলিতে লোকেরা বিশ্বাস করে

তেলুসীরা শক্তিশালী নয়, সাহসীও নয়; পক্ষান্তরে ওরা বরং বেশ নরম এবং রমণীসুলভ। যাই হোক, তিনি পদটি এভাবেই পেয়েছিলেন।

সাত বছর গেলা-তে রাজত্ব করার পর সেবিলুস কর্তৃক নিহত হন পান্তারেস। এই পান্তারেসের পুত্র ক্লিয়ান্দারের মৃত্যুর পর ক্ষমতা চলে যায় তাঁর ভাই হিপ্পোক্রেটিসের নিকট। এবং তাঁর রাজত্বকালে পুরোহিত তেলিনেসের বংশধর গিলোনিসিডেমাস এবং পত্তিকাসসহ আরো অনেকের সঙ্গে ছিলো তাঁর দেহরক্ষী। অল্পদিনের মধ্যেই গিলো হয়ে উঠেন ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি। কারণ তিনি হিপ্পোক্রেটিসের অধীনে ক্যালিপোলিস, ন্যাকসস, জেন্ক্ল, লিওনতিনি, সিরাকিউস এবং এছাড়া আরো কয়েকটি বিদেশী স্থানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধ ও অবরোধে খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন। এখানে যেসব শহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র সিরাকিউস ছাড়া আর কোনোটিই পরাজয় ও গোলামি এড়াতে পারেনি। সিরাকিউস, ইলোরাস নদী বক্ষে যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর করিন্থীয়ান ও করসাইরীয়ানদের হস্তক্ষেপের ফলে এই দুর্ভাগ্য থেকে রেহাই পেয়ে যায়। ওরা সিরাকিউসবাসী এবং হিপ্পোক্রেটিসের মধ্যে আলাপআলোচনার পর এই শর্তে সন্ধি কার্যকরি করলো যে, সিরাকিউস হিপ্পোক্রেটিসকে ক্যামারিনা শহরটি ছেড়ে দেবে; অতীতে এই শহরটি সিরাকিউসেরই ছিলো।

যত বছর তার ভাই ক্লিয়ন্দার রাজত্ব করেন ঠিক তত বছরই হিপ্পোক্রেটিস নিরঙ্কুশ রাজত্ব করেন গেলাতে এবং সিসিলীয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে হিব্লা নামক স্থানের নিকটে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গিলো পেলেন এক সুবর্ণ সুযোগ। হিপ্পোক্রেটিসর দুই পুত্র ইউক্লিদেস এবং ক্লিয়ান্দার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন — পরাধীনতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে উন্মুখ গেলাবাসীদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে ইউক্লিদেস এবং ক্লিসান্দারকে সমর্থন করার উসিলায় নিজের আসল মতলব গোপন করে গিলো বিদ্রোহীদের অস্ত্রবলে পর্যুদস্ত করেন এবং দু তরুণের বিজয়ের ফল কেড়ে নিয়ে নিজেই ক্ষমতা দখল করে বসেন। এই সাফল্যের পর তিনি নিজেকে সিরাকিউসের মালিক বলে ঘোষণা করলেন। সিরাকিউসের জমিদারকে বলা হয় গেমোরী। ওদের শহরের লোকেরা তাদের গোলামদের সাহায্যে বহিস্কার করলো শহর থেকে। ওরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় ক্যাসমিনে নামক স্থানে। গিলো ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এলেন সিরাকিউসে এবং শহরটি দখল করে বসলেন, কারণ সাধারণ লোকেরা কোনো বাধাই দিলো না, বরং তাকে আসতে দেখা মাত্রই ওরা আত্মসমর্পণ করে বসলো।

গেলার প্রতি গিলোর আগে যা আকর্ষণ ছিলো সিরাকিউস দখল করার পর তা অনেক কমে গেলো। তখনো তিনিই ছিলেন গেলার প্রভু। কিন্তু তাঁর আসল নিয়ন্ত্রণ তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভাই হীয়ারোর হাতে এবং নিজে তিনি সিরাকিউসকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে মনোযোগী হলেন। সিরাকিউস এখন তাঁর চোখের মণি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সিরাকিউস মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং মুকুলিত হলো একটি তরুণ বৃক্ষের মতো। গিলো ক্যামারিনা নামক স্থানটি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এর সকল লোককে তিনি নিয়ে এলেন সিরাকিউসে এবং তাদের দিলেন নাগরিক অধিকার। তাছাড়া গেলার অর্ধেক লোককেও

নিয়ে এলেন ওখানে। সিসিলির মিগারা শহরও খেসারত দিতে বাধ্য হলো। এই শহরটিও গিলোর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো এবং কয়েকটি শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিলো। স্বভাবতই বিত্তশালী লোকেরা, যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, গেলোর হাতে মৃত্যু প্রত্যাশা করছিলো; কিন্তু তা না করে ওদের পাঠিয়ে দেয়া হলো সিরাকিউসে এবং অন্য সকলের মতো তাদেরও দেয়া হলো নাগরিক অধিকার। মিগারার সাধারণ লোকেরা কল্পনা করেছিলো তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হবে, কারণ এ যুদ্ধ আরম্ভ করার ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। তাদেরও সিরাকিউসে নিয়ে এসে পরে বিদেশে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হয়। সিসিলির ইউবুইয়া শহরের লোকেরা একই ভাগ্য বরণ করে বিত্তবান আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একই ফারাক করা হলো। উভয় ক্ষেত্রে গিলোর এ উদ্দেশ্যের মূলে ছিলো তার এ বিশ্বাস যে, সাধারণ লোকর সংগে কিছুতেই একসংগে বসবাস করা যায় না — সাধারণ লোকের সংগে বসবাস একেবারেই বিসদৃশ এবং বেমানান। এ ভাবে গিলো স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন এবং বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন।

এবার আমার কাহিনীতে আবার ফিরে আসি। গ্রীসের দূতেরা সিরাকিউসে এসে পৌঁছলেন এবং গিলোর সঙ্গে একটি সাক্ষাতকার লাভ করলেন। তারা নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেন :

“বিদেশীদের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য প্রার্থনার জন্যে আমরা স্পার্টা, এথেন্স এবং অন্যান্য সম্মিলিত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ছি। গ্রীসে কি ঘটতে যাচ্ছে আপনি অবশ্য তা ওয়াকিবহাল আছেন। আপনি নিশ্চিয়ই জানেন একজন পারসীয়ান হেলেসপোন্টের উপরে সেতু তৈরি করতে যাচ্ছে এবং প্রাচ্যের সমস্ত ফৌজ তার পশ্চাতে নিয়ে এশিয়া থেকে আমাদের বিরুদ্ধে মার্চ করে এগিয়ে আসছে। এথেন্সের উপর আক্রমণের অজুহাতের অন্তরালে তার আসল মতলব হচ্ছে সমগ্র গ্রীসকে পদানত করা। আপনি বিপুল শক্তির অধিকারী; সিসিলির প্রভু হিসাবে গ্রীক জগতের যে অংশটি আপনার দখলে রয়েছে তা তুচ্ছ নয়। এজন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদের আপনি সাহায্য করুন এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার এই সংগ্রামে আমাদের শক্তির সঙ্গে আপনার শক্তি যোগ করুন। ঐক্যবদ্ধ গ্রীস হবে শক্তিশালী এবং হানাদারের মুকাবেলা করতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের দেশের দেহে যদি এমন একটি অঙ্গ থাকে যা সুস্থ নয় — যদি আমাদের কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে — তাহলে আশঙ্কা রয়েছে, গোটা গ্রীসেরই পতন হতে পারে। মনে করবেন না যে পারসীয়ানরা যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করলে ওরা পরে আপনার দেশেও আসবে না। অবশ্য তারা আসবে। কাজেই সময় থাকতে আপনি হুঁশিয়ার হোন। আমাদের সমর্থন ক’রে আপনি নিজেকেই সাহায্য করবেন। মনে রাখবেন, সাধারণত সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল শুভই হয়ে থাকে।”

এর জবাব গিলো দিয়েছিলেন তীব্র ভাষায়। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “আপনাদের কি দুঃসাহস যে আপনারা এখানে এসেছেন এবং এক বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করার জন্য আপনাদের

মতলবি যুক্তি দিয়ে আমাকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করছেন। আপনারা কি ভুলে গেছেন, আমিও একবার এক বিদেশী শক্তি কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এবং আপনাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিলাম? হ্যাঁ — আমি আপনাদের নিকট কাতর অনুনয় করেছিলাম ইজেস্টাবাসীদের উপর, এনাক্সসান্ড্রিদেসের পুত্র ডরিয়ুসকে হত্যা করার বদলা নিতে। তা ছাড়া, আমি আপনাদের জন্য সুবিধা ও লাভজনক বন্দরগুলি মুক্ত করতে আপনাদের সাহায্য করবো বলে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা সেদিন কি জবাব দিয়েছিলেন? আপনারা আমাকে সাহায্য করতে রাজি হন নি, অথবা ডরিয়ুসের মৃত্যুর বদলা নিতেও স্বীকৃত হন নি, পরন্তু আপনারা যা চেয়েছিলেন তাতে তো গোটা দেশটাই এখন বৈদেশিক শাসনের অধীন হতে পারতো। বরং বলতে হয় আমার সৌভাগ্যই হয়েছে। চাকার ঘূর্ণন পুরা হয়েছে এবং এখন আপনারাই বিপন্ন — তাই আপনারা গিলোকে স্মরণ করছেন। যাই হোক, আপনারা যদিও আমার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তবু আমি আপনাদের চরিত্র অনুকরণ করবো না। আমি আপনাদের দুশ' যুদ্ধ জাহাজ, ভারি অস্ত্রে সজ্জিত ২০ হাজার পদাতিক, দু'হাজার ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা, দু'হাজার তীরন্দাজ, দু'হাজার গুলতি যোদ্ধা এবং দু'হাজার লঘু অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করতে তৈরি আছি। এবং যুদ্ধ যতদিন চলবে ততোদিন গোটা গ্রীক বাহিনীর রসদ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অবশ্য আমার প্রস্তাবের একটি মাত্র শর্ত আছে — শর্তটি এই যে, পারস্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে গ্রীকবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্বে আমি থাকবো। অন্য কোনো শর্তে আমি নিজে আসবো না, কিংবা একটা লোককেও পাঠাবো না।"

সীয়াগ্রুসের জন্য এ প্রস্তাব ছিলো অসহনীয়। তিনি তীব্র বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠলেন : "গিলো এবং তাঁর সিরাকিউসের লোকেরা স্পার্টার অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়েছে এ কথা শুনলে পিলোস্পেসের পুত্র আগামেমনন তাঁর কবর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠবেন। যথেষ্ট হয়েছে — আমরা আমাদের অধিনায়কত্ব সমর্পণ করার কথা আর যেন না শুনি। আপনি যদি গ্রীসকে সাহায্য করতে চান, আপনার জানা উচিত, স্পার্টার নেতৃত্বেই সে সাহায্য দিতে হবে। অধস্তন অবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, যুদ্ধ থেকে একেবারেই দূরে সরে থাকুন।"

গিলো যখন বুঝতে পারলেন সীয়াগ্রুস তার শর্তগুলি গ্রহণ করবেন না তিনি আরেকটি প্রস্তাব দিলেন; তাঁর সর্বশেষ প্রস্তাব। তিনি বললেন : "আমার স্পার্টার বন্ধু, তিরস্কার মানুষকে চটিয়ে দেয়। যাই হোক, আপনার অবমাননাকর ব্যবহার সত্ত্বেও আমি সৌজন্যের সঙ্গে আপনার জবাব দেবো। আপনি যদি আপনার অধিনায়কত্বের অধিকার এত ব্যগ্রতার সঙ্গে রক্ষা করতে চান তাহলে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে আমার দাবি আরো জোরেশোরে পেশ করা, কারণ আমার নৌবহর আকারে আপনাদের নৌবাহিনীর থেকে অনেক বড়, আর আমার সৈন্যবাহিনী আপনার বাহিনী থেকে আকারে বহুগুণে বৃহত্তরো। যাই হোক, আমার প্রস্তাব যখন আপনার কাছে এতই বেদনাদায়ক, তাই আমি কিছু কন্সেশন দিতে রাজি। ধরুন, আপনি সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব

করছেন, আর আমি করছি নৌবাহিনীর। অথবা আপনি যদি পছন্দ করেন সমুদ্রে অধিনায়কত্ব করতে আমি স্থলবাহিনীর আধিনায়কত্ব গ্রহণে রাজি আছি। এর কোনো একটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন। অথবা আমি আপনাকে যে শক্তিশালী সমর্থন দিতে সক্ষম তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।"

এথেনীয়ান দূত সীয়াগ্রুসকে এর কোনো জবাব দেয়ার সময় দিলেন না, বরং গিলো তার এ প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠলেন, "আমার সিরাকিউসের বন্ধু, গ্রীস আমাদের এখানে অধিনায়ক ভিক্ষা করার জন্য পাঠায়নি, বরং একটি সেনাবাহিনীর জন্য পাঠিয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি অধিনায়কত্ব না পেলে সৈন্য পাঠাতে রাজি নন — অধিনায়কত্ব লাভের জন্য আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনি যখন সকল গ্রীক বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব দাবি করছিলেন তখন আমরা চুপ করেইছিলাম। কারণ, আমরা জানতাম যে, আমাদের স্পার্টার সহযোগী আমাদের উভয়ের পক্ষে জবাব দিতে সক্ষম। কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপার ভিন্ন, আপনার মূল দাবিতে ব্যর্থ হয়ে আপনি এখন সমুদ্রে অধিনায়কত্ব করতে চাইছেন। স্পার্টা যদি এতে রাজিও হয় আমরা তা মেনে নিতে পারি না। স্পার্টা যদি নৌ বাহিনীর অধিনায়কত্ব না চায় এ অধিনায়কত্ব আমাদেরই থাকবে। স্পার্টা যদি তা চায় আমরা তাতে আপত্তি করবো না। কিন্তু অন্য কাউকে আমরা তা দিতে রাজি নই। গ্রীসে এ চমৎকার নৌবাহিনী গড়ে তোলায় আমাদের সার্থকতা কি, যদি এর অধিনায়কত্ব সিরাকিউসীয়ানদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। আমরা কি সেই এথেনীয়ান নই — সকল গ্রীক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সবচেয়ে প্রাচীন, একমাত্র জাতি, যে কখনো তার জন্মভূমি ত্যাগ করেনি? মহাকবি হোমার কি বলেন নি — একটি সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা আমাদের সেরা ব্যক্তিদের ট্রয়ে পাঠিয়েছিলাম? নিশ্চয়ই তা হলে আমরা যেভাবে কথা বলছি সেভাবে কথা বলতে লজ্জিত হওয়া আমাদের উচিত নয়।"

উত্তরে গিলো বললেন : "বন্ধুবর, মনে হচ্ছে আপনাদের সেনাপতিরা রয়েছে — কিন্তু ওদের মধ্য থেকে কাউকে পাবেন না সেনাপতিত্বের জন্য। আপনারা যেহেতু সবকিছু চাইছেন এবং কিছুই ছাড়তে রাজি নন আপনাদের পক্ষে বেহতর হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যাওয়া এবং গ্রীসকে বলা যে, বছরের ৪টি ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল অনার্দ্র ঋতু বসন্ত অযথাই চলে গেলো, গ্রীসের কোনো কাজে এলো না।"

গিলোর সঙ্গে গ্রীক আলাপআলোচনা এখানেই শেষ হলো এবং দূতেরা রওনা হলো দেশের উদ্দেশ্যে।

গিলোর নিজের এই আশঙ্কা ছিলো যে, পারস্য অভিযানের মুখে গ্রীস টিকতে পারবে না; সেই সঙ্গে সিসিলির অধীশ্বর হিসেবে তিনি এও মেনে নিতে পারছিলেন না যে, পিলোপোনিসে গিয়ে তিনি স্পার্টার অফিসারদের নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন। তাই,তিনি একটি ভিন্ন পন্থা বেছে নিলেন। যেই তিনি শুনতে পেলেন যার্কসেস হেলেসপোন্টের উপর এসে পৌঁছেছেন তিনি কোসের এক বাসিন্দা স্কাইতিসের পুত্র

ক্যাড্‌মাসের নেতৃত্বে তিনটি দাঁড় টানা রণতরী পাঠালেন; তাকে নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি জাহাজগুলি নিয়ে ডেলফি যাবেন এবং সেখানে প্রচুর টাকা পয়সা এবং প্রচুর বন্ধুসুলভ ভাষণে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করবেন এবং লক্ষ্য করবেন যুদ্ধের গতিবিধি এবং পারসীয়ানরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে তিনি যার্কসেসকে সে অর্থবিত্ত দেবেন না এবং গিলোর রাজত্বের নামে আত্মসমর্পণের চিরাচরিত নমুনা পেশ করবেন। আর যদি গ্রীস জয়ী হয় তাহলে তিনি টাকাকড়ি নিয়ে ফিরে আসবেন।

এর কিছুকাল আগে ক্যাডমাস উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার নিকট থেকে কোসের নিরঙ্কুশ অধীশ্বরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি সেখানে মজবুত ভিত্তির উপর তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়, কোনো পক্ষ থেকে হিংসাত্মক আক্রমণের আশঙ্কা না করেই, তার নিজের দৃষ্টিতে যা শোভন এবং সম্মানজনক কেবল তার প্রভাবেই, তাঁর ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং দ্বীপবাসীদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করেন। এরপর তিনি রওয়ানা করেন সিসিলির উদ্দেশ্যে; সেখানে তিনি স্যামীয়ানদের হাত থেকে জ্যাঙ্কল শহরটি দখল ক'রে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এই শহরটিকে বলা হতো মেসসেনে। যে কারণে ক্যাডমাস সিসিলি এসেছিলেন, তা ছাড়াও, ক্যাডমাসের সম্মানার্হ চরিত্রের আরো প্রমাণ পেয়েছিলেন গিলো; আর এ কারণেই তিনি তাকে ডেলফিতে পাঠানোর জন্য নির্বাচন করেন। এখন আরো একটি সৎকর্ম, সম্ভবত যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তার পূর্বোক্ত মহৎ কর্মটির সঙ্গে যোগ করা উচিত ঃ গিলো তাঁকে বিশ্বাস করে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন তা নিজের কাজে ব্যবহার করার সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতি স্থাপিত বিশ্বাস্ রক্ষায় অটল থাকেন এবং সমুদ্র-যুদ্ধে যার্কসেস যখন পরাজিত হলেন এবং তার স্বদেশ এশিয়ার দিকে রওনা করলেন তখন ক্যাডমাস সমুদয় টাকা কড়ি নিয়ে সিসিলি ফিরে এলেন, একটি পয়সাও ব্যয় না করে।

সিসিলিতে একটি কাহিনী চালু আছে : গিলো স্পার্টান সেনাপতিদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হলেও গ্রীসের জন্য সাহায্য পাঠাতেন, যদি না হিমেরার অধিপতি ক্রিনিপপোসের পুত্র টেরিলুস একটি কাজ করতেন।

এগ্রিজেন্টমের অধিপতি থিরোর পুত্র আনিসিডেমুস্ কর্তৃক স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঠিক এই সময়ে তিনি তিন লক্ষ সৈনিকের এক ফৌজ সিসিলিতে সমাবেশ করেন। এটি ছিলো একটি মিশ্র ফৌজ — এতে ফিনিসিয়া, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, লিগিয়া, হেলিসাইফিয়া, সার্দিনিয়ার সৈনিকরা এবং হান্নার পুত্র, কার্থেজের রাজা হামিলকারের সেনাপতিত্বে কর্সিকার সৈনিকরা যোগ দিয়েছিলো। টেরিলুস হামিলকারকে এ বাহিনী আনতে প্ররোচিত করেন, অংশত তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিলো তারই দাবিতে, কিন্তু তার বিশেষ কারণ ছিলো, ক্রেটিনেসের পুত্র, রিজিউসের এনাক্সিলাউসের উষ্ণ সমর্থন; কারণ এনাক্সিলাউস, যিনি টেরিলুসের কন্যা সাইদিপ্পেকে বিয়ে করেছিলেন, এবং তাঁর শ্বশুরের কাজে আসতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁকে এই অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাজি

করাবার উদ্দেশ্যে নিজের সন্তানসন্ততিকে হামিলকারের নিকট যামিন হিসেবে অর্পণ করেন। এ অবস্থায় গিলোর পক্ষে গ্রীসকে সামরিক সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিলোনা বলে তিনি ডেলফিতে এই অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। সিসিলির লোকেরাও দাবি করে, গ্রীকরা যেদিন স্যালামিসে পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে ঠিক সেই দিনই কার্থেজের হামিলকারের উপর জয়ী হন গিলো এবং থিরো। হামিলকার কেবলমাত্র তার মায়ের দিক থেকেই ছিলেন কার্থেজীয়ান, কারণ তাঁর মা ছিলেন সিরাকিউজের মেয়ে। তিনি প্রতিভা বলে কার্থেজের সিংহাসন জয় করেন। আমি শুনেছি যুদ্ধ চলাকালে, যখন মনে হচ্ছিল অবস্থা তার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, তিনি অন্তর্হিত হন, এবং পরে গিলো তাঁকে সব জায়গায় অনুসন্ধান করেন, কিন্তু জিন্দা অথবা মৃত, কোনো অবস্থাতেই তাঁর কোনো চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেলো না। কার্থেজে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি সত্যও হতে পারে। সেটি এই : সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ যুদ্ধ চলছিলো, হামিলকার তাঁবুতে থেকে জীব বলি দিয়ে একটা অনুকূল শুভ সঙ্কেত পাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। আস্ত আস্ত জানোয়ার তিনি পোড়াচ্ছিলেন বিশাল এবং প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে এবং শেষ মুহূর্তে বলির পশুগুলির উপর মদ ঢালতে ঢালতে যখন তিনি দেখতে পেলেন তার গোটা সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেছে তখন তিনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্ধানের যে ব্যাখ্যাই আমরা প্রমাণ করি না কেন বাস্তব অবস্থা এই যে, তাঁর প্রতি ঐশী সম্মান আরোপ করা হয়ে থাকে। কার্থেজের সকল উপনিবেশে তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছিলো এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর স্মৃতি সৌধটি নির্মিত হয়েছিলো খোদ কার্থেজের অভ্যন্তরে।

যে সব কূটনীতিবিদ সিসিলি গিয়েছিলো তারা কর্সাইরাতে অবতরণ করে এবং গিলোর কাছে যেভাবে সাহায্য চেয়েছিলো ঠিক সেভাবে সাহায্যের অনুরোধ করে। এর আশু ফলস্বরূপ কর্সাইরীয়ানরা মিত্রশক্তির সমর্থনে একটি নৌবহর প্রেরণের ওয়াদা করে। ওরা বললো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রীসের পরাভব দেখা অসম্ভব। গ্রীসকে তাদের ক্ষমতার শেষ বিন্দু দিয়ে সাহায্য করা উচিত। কারণ, গ্রীসের যদি পতন ঘটে তাহলে একদিন যেতে না যেতেই তারা নিজেরাও গোলামে পরিণত হবে। জবাবটা খুবই আশ্বাসপ্রদ মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন তা কার্যকর করার সময় এলো কর্সাইরীয়ানরা তাদের মত বদলে ফেললো এবং ষাটটি যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর গঠন করে ওরা সমুদ্রে পৌঁছানোর পূর্বে হেলাফেলা করে সময় নষ্ট করতে লাগলো। এবং পরে, পিলোপোনিসিরা যেখানে অবস্থান করছিলো কেবল সে পর্যন্তই গেলো আর সেখানে গিয়ে ওরা পাইলাস ও টিনারুমের আশেপাশে সময় কাটাতে লাগলো এবং গিলোর মতো যুদ্ধের ফল দেখবার অপেক্ষায় রইলো। ওরা ভাবলো, গ্রীকদের পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা একেবারেই নেই; ওদের মতে পারসীয়ানরা সগৌরবে বিজয় লাভ করবে এবং গোটা গ্রীসের উপর প্রভুত্ব কায়েম করবে। তাদের এই আচরণের সুচিন্তিত লক্ষ্য ছিলো, যেন এ ক্ষেত্রে তারা যার্কসেসকে বলতে পারে — যদিও তারা গ্রীক আবেদনের জবাবে এমন একটি বহর পাঠাতে পারতো যা শক্তির দিক দিয়ে

কেবল এথেনীয়ান বহরের চাইতেই ন্যূন, তবু তারা পাঠায় নি, কারণ তারা যার্কসেসের বিরোধিতা করতে চায়নি কিংবা এমন কিছু করতে চায়নি যা তিনি পছন্দ করবেন না। ওরা আশা করেছিলো, এর ফলে ওরা তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আচরণের চাইতে ভালো ব্যবহার পাবে। আমি স্বীকার করি, তাদের প্রতি অবশ্যই সে ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়াও গ্রীকদের জন্য ওদের একটি অজুহাতও তৈরি ছিলো। তাই সময় যখন এলো তখন ওরা এই অজুহাতকে কাজে লাগিয়েছিলো। কিন্তু সাহায্য প্রেরণে তাদের ব্যর্থতার জন্য তারা তিরস্কৃত হয়। তাদের অজুহাতই ছিলো এই : তারা সাতটি জাহাজ প্রস্তুত করেছিলো। কিন্তু উত্তর-পুর্ব দিক থেকে আসা ঝড়-তুফান চলতে থাকায় তারা মালী অন্তরীপের কাছাকাছি পৌছতে পারে নি। সালামিসের যুদ্ধ থেকে ওদের অনুপস্থিতির এই হচ্ছে ব্যাখ্যা। এই অনুপস্থিতির কারণ আনুগত্যহীনতা বা কাপুরুষতা কিছুতেই ছিলো না। গ্রীক দূতেরা যখন তাদের আবেদন নিয়ে এলো তখন ক্রীটবাসীরা ডেলফিতে তাদের লোক পাঠালো তাদের দেশের নামে জানবার জন্য গ্রীসের সঙ্গে হাত মিলানো তাদের জন্য সুফলদায়ক হবে কিনা। দৈবজ্ঞ জবাব দিলো : "তোমরা নির্বোধ; তোমরা ম্যানিলাউসকে সাহায্য করার পর রাগের বশে মাইনোস তোমাদের কাঁদিয়ে তোমাদের যে অশ্রু ঝরিয়েছিলো এখনো কি সে জন্য তোমরা কোনো ক্ষোভ করো না? ক্যামিকাসে তার মৃত্যুর বদলা তোমরা নাওনি বলে মাইনোস কি রাগ করেন নি? অথচ তোমরা স্পার্টার এক রমণীর উপর বিদেশী এক রাজপুত্র কর্তৃক বলাৎকারের বদলা নিতে ওদের সাহায্য করেছিলে।"

এ জবাব পেয়ে ক্রীটবাসীরা আর এগোয় নি। দৈবজ্ঞের কথা যখন ডেলফি থেকে নিয়ে আসা হলো তা শুনে ওরা মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগদান থেকে বিরত রইলো।

কাহিনী এই যে, মাইনোস দীদালুসের সন্ধানে সিকানিয়া — বর্তমানে যাকে বলা হয় সিসিলি — গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করেন। কালক্রমে পোলিশনা ও প্রিমুসের লোক ছাড়া ক্রীটের আর সকল বাসিন্দাই এক দৈবী সতর্কবাণী মানতে গিয়ে সিকানিয়ার বিরুদ্ধে গণঅভিযান শুরু করে। সেখানে ওরা পাঁচ বছর ক্যামিকাস অবরোধ করে রাখে। আমার সময়ে এ শহরটি ছিলো এগ্রিজেনুসের অধিকারে। স্থানটি দখল করতে না পেরে এবং রসদের অভাবে অবরোধ অক্ষুণ্ন রাখতে না পেরে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। তাদের এই সফরকালে ওরা আইয়াপিজিয়ার অদূরে এক প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে এবং ঝড়ের ধাক্কায় তাড়িত হয়ে তীরে গিয়ে ঠেকে তাদের জাহাজগুলি যখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং ক্রীটে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায়ই যখন তাদের রইলো না তখন তারা ওখানেই হাইরিয়া নামক একটি শহর পত্তন করে। এখানেই ওরা থেকে যায় এবং ওরা ওদের নাম ধাম এবং ক্রীটদ্বীপের বাসিন্দা হিসেবে ওদের মর্যাদা সবই তারা খুইয়ে বসে। এখন থেকে ওদের পরিচয় হলো — মেস্সাজিয়ার আইয়াপিজীয়ান। হাইরিয়া থেকে ওরা আরো কতগুলি শহর পত্তন করে। এই শহরগুলিকে পদানত করতে গিয়ে পরবর্তীকালে টেরেন্তুমবাসীরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বস্তুত গ্রীসের

ইতিহাসে এই ঘটনার সময়েই বীভৎসতম হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। এতে যে কেবল টেরেন্তুমের লোকেরাই শিকার হয়েছিলো তা নয়, রিজিউমবাসীরাও এই দুর্ভাগ্য বরণ করে। কারণ, খীরুসের পুত্র মাইসিতুস ওদেরকে বাধ্য করেছিলো টেরেন্তুমকে সাহায্য করতে; ওরা তা করতে গিয়ে তিন হাজার লোককে হারিয়েছিলো। টেরেন্তুমের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করে শেষ করা যাবে না। মাইসিতুস ছিলো এনাক্সিলাউসের গৃহভৃত্য। তাকে এনাক্সিলাউস রিজিউমের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মাইসিতুসই রিজিউম থেকে তার বহিস্কারের পর আর্কেডিয়ায় তেগী নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং অলিম্পিয়াতে সুপরিচিত মূর্তিসমূহ অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করে। যাই হোক, রিজিউম এবং টেরিন্তুমের এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে যে কাহিনী আমি বলছিলাম আমার এখন তাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।

প্রিসুসে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতের লোক, বিশেষ করে গ্রীকরা সিসিলি অভিযানের পর ক্রীট শত্রুশূন্য হয়ে পড়লে সেখানে তারা বসতি স্থাপন করতে আসে। তারপর মাইনোসের মৃত্যুর তৃতীয় পুরুষে শুরু হয় ট্রয়ের যুদ্ধ, যাতে ক্রীটবাসীরা নিজেদের কোনোক্রমেই ম্যানিলাউসের ঘৃণ্যতম সমর্থক প্রমাণ করেনি। এই সাহায্যের জন্য তাদের পুরস্কার হলো ফিরতি পথে মানুষ এবং জীব জানোয়ারের দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, যার ফলে দ্বিতীয় বারের মতো ক্রীট জনশূন্য হয়ে পড়লো। দেখা যাচ্ছে এর ফলে ক্রীটের বর্তমান অধিবাসীরা, যাদের মধ্যে আগেকার বাসিন্দাদেরও কিছু কিছু লোক রয়েছে, এ দ্বীপে বসতকারী লোকদের মধ্যে তৃতীয় জনগোষ্ঠী। ক্রীটের লোকদের তাদের প্রশ্নের জবাবে এই ঘটনাগুলির কথাই ডেলফির যাজিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো এবং এতে করে গ্রীক মিত্রশক্তির সঙ্গে তাদের যোগদানের প্রস্তুতি সত্ত্বেও তাদের তা থেকে বিরত করেছিলো।

থেসালীয়ানরা পরাভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, এলুসবাসীদের ষড়যন্ত্র তাদের মনঃপূত ছিলো না। ইউরোপে পারস্য-বাহিনীর আসন্ন সীমান্ত অতিক্রমণের খবর পাওয়া মাত্রই তারা যোজকে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, যেখানে একই লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্যশীল সকল গ্রীক শহরের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলো একটি সম্মেলনে। সেখানে পৌঁছে থেসালীয়ান প্রতিনিধিরা সমাবেশকে নিম্নলিখিত ভাষায় সম্বোধন করে ঃ 'স্বদেশবাসিগণ, থেসালি এবং গোটা গ্রীসকে রক্ষা করার জন্য মাউন্ট অলিম্পাস ছাড়িয়ে যে গিরিপথটি রয়েছে তা রক্ষা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথটি রক্ষা করার জন্য আমরা তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং তোমাদেরও উচিত একটি শক্তিশালী ফৌজ প্রেরণ করা। তোমরা যদি তা না করো, তোমাদের আমরা খোলামেলা এই হুঁশিয়ারি জানাচ্ছি যে, আমরা পারসীয়ানদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলবো। আমাদের শত্রুর মোকাবেলায় আমরা উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছি এবং এটা আশা করা যায়না যে, আমরা একা এবং আর কারো সাহায্য না নিয়ে কেবল তোমাদের সকলকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রাণ দেবো। তোমরা যদি আমাদের সাহায্য প্রেরণে রাজি না হও তোমরাও আশা করতে পারো না যে, তোমাদের পক্ষ হয়ে আমরা যুদ্ধ করবো; কারণ শুদ্ধ অসামর্থই যে কোনো প্রকার

জবরদস্তির মোকাবেলায় অধিকতর শক্তিশালী। আমরা আমাদের নিজেদের বাঁচানোর জন্য কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বার করবো।'

এর জবাবে গ্রীস গিরিপথটি রক্ষা করার জন্য সমুদ্র পথে থেসালিতে ফৌজ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফৌজরা জমায়েত হলো এবং ইউরিপাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রমণের পর ওরা এসে পৌঁছলো অ্যাখির এলুস নামক স্থানে। ওরা এসে জাহাজ থেকে নেমে পায়দল থেসালি রওনা করে। এখানে এসে ওরা তেম্পে দখল করে নেয়। এটি একটি গিরিপথ যা প্যানিউস বরাবর মেসিডোনিয়া থেকে থেসালির দিকে চলে গেছে — মাউন্ট অলিম্পাস এবং মাউন্ট ওসার মধ্য দিয়ে এখানেই দশ হাজার ভারি অস্ত্রসজ্জিত গ্রীক পদাতিক এবং তাদের সঙ্গে থেসালির আশ্বারোহী বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। ক্যাবেনুসের পুত্র ইউত্রনিউস স্পার্টানবাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন। তাঁর শিরায় শাহী রক্ত না থাকলেও পোলমার্কদের মধ্য থেকে তাঁকে এই পদের জন্য নির্বাচন করা হয়। নিউক্লিসের পুত্র থেমিস্টোক্লিস এথেনীয়ানদের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। তেম্পেতে এই ফৌজ খুব বেশিদিন অবস্থান করেনি, এর মধ্যেই মেসিডোনিয়া থেকে এমিনতাসের পুত্র আলেকজাণ্ডারের নির্দেশ এলো — গ্রীক ফৌজ যেন ফিরে যায়। এই নির্দেশের সঙ্গে তিনি পারস্যের সামরিক বাহিনী ও নৌবহরের শক্তিরও উল্লেখ করেন। আলেকজাণ্ডার তাদের জানালেন তারা গিরিপথে অবস্থান করলে হানাদারবাহিনী তাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। এই উপদেশটি খুবই নিরেট মনে হলো এবং আলেকজাণ্ডার স্পষ্টতই বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে এই উপদেশটি দিয়েছিলেন। তাই গ্রীকরা উপদেশটি গ্রহণ করে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয়, ওখান থেকে সরে পড়ার জন্য যে বিষয়টি তাদের বাধ্য করে তা হচ্ছে আতঙ্ক। ওরা যখন শুনতে পেলো — থেসালিতে পৌঁছানোর আরেকটি গিরিপথ রয়েছে গোনাসের নিকটে উজান মেসিডোনিয়া ও পেড়িবিয়ার ভেতর দিয়ে, তখনি তাদের মধ্যে এ আতঙ্ক পয়দা হয়। বস্তুত ঃ আসলে এ গিরিপথ দিয়েই যার্কসেস বাহিনী এসেছিলো।

এরপর গ্রীকরা আবার জাহাজে চড়ে যোজকে ফিরে গেলো। থেসালি অভিযানের ব্যাপারটি এরূপই ছিলো। এই ঘটনাটি ঘটে যখন যার্কসেস ছিলেন এবাইডোসে প্রণালী পার হয়ে এশিয়া থেকে ইউরোপে উপনীত হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে। এর ফলে, থেসালীয়ানরা যখন দেখলো তাদের সমর্থনে কেউই নেই তখন আর ওরা দ্বিধা না করে মনেপ্রাণে পারস্যের স্বার্থে কাজ করতে লেগে গেলো। পরিণামে এ যুদ্ধে তারা যার্কসেসের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজের বলে প্রমাণিত হয়।

যোজকে ফিরে যাবার পর, ওরা আলেকজাণ্ডারের হুঁশিয়ারির কথা বিবেচনা করে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। উদ্দেশ্য ঃ হানাদারকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের কোন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ। যে প্রস্তাবটি সবচেয়ে পছন্দ হলো তা হচ্ছে থার্মোপলির গিরিপথটি রক্ষা করা। কারণ, থেসালি অভিমুখী গিরিপথটি থেকে এটি সঙ্কীর্ণতরো এবং যুগপৎ তাদের স্বদেশেরও নিকটতরো। তারা তখনো কিছুই জানতোনা

সেই পার্বত্য পথটি সম্পর্কে — যে পথটি অবলম্বন ক'রে, থার্মোপলিতে যাদের পতন ঘটে তাদের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিলো। ওরা ওখানে পৌঁছে কেবল ট্রাখিসের লোকদের কাছ থেকেই এ পথটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলো।

তাহলে সিদ্ধান্তটি ছিলো এই ঃ ইরানিরা যাতে গ্রীসে ঢুকতে না পারে সেজন্য গিরিপথটি নিজেদের দখলে রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে হিস্তিয়ার উপকূলবর্তী আর্টেমিজিয়ামে নৌবহর পাঠাতে হবে; থার্মোপলি এবং আর্টিমিজিয়াম খুব কাছাকাছি ছিলো বলে নৌবহর এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিলো সহজ। আমি এখানে স্থান দুটির বর্ণনা করছি — থ্রেসের দক্ষিণে যেখানে সমুদ্র সঙ্কীর্ণ হয়ে সিয়াতুস দ্বীপ এবং স্থলভাগ ম্যাগনেশিয়ার মধ্যে একটি প্রণালীতে ঢুকে পড়েছে, সেখানেই আর্টেমিজিয়াম অবস্থিত; এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে এলেই আপনি, উপকূলের যে-টুকরাটিকে আর্টেমিজিয়াম বলে, সেখানে এসে পৌঁছবেন। এটি ইউবিয়ার একটি অংশ এবং এখানে রয়েছে আর্টেমিসের মন্দির। ট্রাখিসের ভেতর দিয়ে যে গিরিপথটি গ্রীসে ঢুকেছে থার্মোপলিতে তার প্রস্থ ৫৫ ফুট; অন্যত্র থার্মোপলির পূর্ব এবং পশ্চিমে গিরিপথটি আরো সঙ্কীর্ণ। পূর্বদিকে আলপেনিতে এটি এতো সঙ্কীর্ণ যে কেবল একটি ওয়াগন এতে চলতে পারে এবং পশ্চিম দিকে ফিনিক্স নদীর তীরে এন্থেলা নামক স্থানেও গিরিপথটি একই রকম সঙ্কীর্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিমে মূল ভূভাগের দিকে এগুবার কোনো পথ নেই। কারণ, গিরিপথটি এখানে এসে হঠাৎ খাড়া অনেক উপরে উঠে গেছে এবং এভাবেই গিয়েছে মাউন্ট ওয়েটা পর্যন্ত। পক্ষান্তরে রাস্তার অন্য পার্শ্বে হচ্ছে সমুদ্র — তটভূমি এবং অগভীর বালু-বেলায় পূর্ণ। এ গিরিপথে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এগুলিকে বলে বেসিনস — এ প্রস্রবণ-গুলির উপরে রয়েছে একটি বেদি, হিরাক্লিসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এক সময়ে গিরিপথটির উপর এপার-ওপার একটি দেয়াল নির্মিত হয়েছিলো এবং বহুকাল আগে এর মধ্যে একটা প্রবেশপথও ছিল। দুটিই নির্মাণ করেছিলো ফকিসবাসীরা, কারণ তারা ভয় করছিলো থেসালি তাদের উপর হামলা করবে। এটি সেই সময়ের কথা যখন থেসালীয়ানরা থেসপ্রতিআ থেকে তাইওলিস নামক দেশে এসেছিলো বসতি স্থাপন করতে। এখনো ওরা ঐ দেশটি দখল করে আছে। এই নতুন ঔপনিবেশিকরা ফকিস জয় করার জন্য চেষ্টা করে এবং ফকিস্‌বাসীরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই দেয়ালটি তৈরি করে। একই সময়ে উষ্ণপ্রস্রবণগুলির পানির গতি ওরা ফিরিয়ে দেয় গিরিপথের উপর, পানির ধাক্কায় মাটি কেটে পরিখা তৈরি করার জন্য। ওরা থেসালীয়ানদের দূরে রাখার জন্য সকল রকম কলাকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলো। দেয়ালটি নির্মিত হয়েছিলো অনেক অনেক কাল আগে এবং কালক্রমে এর প্রায় সবটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন আবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, দেয়ালটি নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং পারস্য ফৌজ যাতে গ্রীসে ঢুকতে না পারে সে উদ্দেশ্যে দেয়ালটিকে কাজে লাগাতে হবে। রাস্তার খুব কাছেই রয়েছে আলপেনি নামে একটি গ্রাম যেখান থেকে রসদ সংগ্রহ করবে বলে গ্রীকরা স্থির করেছিলো।

এই স্থানগুলিকেই গ্রীকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করছিলো। অবস্থার সতর্ক বিচার বিশ্লেষণের পর ওরা যখন বুঝতে পারলো এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথে ইরানিরা তাদের ঘোড়সওয়ারবাহিনী কাজে লাগাতে পারবে না কিংবা তাদের বিপুল সংখ্যা থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারবে না তখন ওরা হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে এই স্থানে অবস্থান করাই তাদের কর্তব্য মনে করলো। কাজেই, যখন ওরা শুনতে পেলো, শত্রুবাহিনী পিয়েরিয়ায় রয়েছে তখন ওরা ইস্তমুস থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাদের নতুন অবস্থানের দিক অগ্রসর হলো — কেউ কেউ হাঁটাপথে থার্মোপলি, আর অন্যরা সমুদ্রপথে আর্টেমিজিয়াম।

ইত্যবসরে, গ্রীক ফৌজ যখন তাদের অবস্থানগুলির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তখন ডেলফিবাসীরা তাদের দেশের এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে দৈবজ্ঞের কাছে উপদেশের জন্য আবেদন জানায়।

জবাবে বলা হলো, "পবনসমূহের কাছে প্রার্থনা করো। কারণ, ওরা গ্রীসের পক্ষে প্রচণ্ডতার সাথে লড়াই করবে।" ডেলফীয়ানরা দৈবজ্ঞের এই উপদেশ পেয়ে প্রথমেই সকল গ্রীস রাষ্ট্রকে তা জানিয়ে দিলো। গ্রীক রাষ্ট্রগুলি তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে ছিলো দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এভাবে একটি আক্রমণের সম্ভাবনায় গ্রীস যখন ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো সেই সময়ে এই দৈববাণীটি প্রেরণ করায় ডেলফীয়ানরা চিরকালের জন্য গ্রীসের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে ওঠে। পরে ওরা পবনসমূহের উদ্দেশ্যে 'থাইয়া' নামক স্থানে একটি বেদি উৎসর্গ করে। এই স্থানটির নাম করণ করা হয়েছিলো সেফিসুসের এক কন্যার নামে, যার এক মন্দির রয়েছে এখানে। ওরা এই বেদির উপর আকুল মিনতির সঙ্গে পবনের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করে। এই দৈববাণীর স্মরণে আজো ডেলফীয়ানরা অনুগ্রহের জন্য পবনের কাছে প্রার্থনা করে থাকে।

এ সময়ে যার্কসেসের নৌবহর থার্মা ত্যাগ করে এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী জাহাজগুলির মধ্যে দশটি জাহাজ সোজা সিয়াথুসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। ওখানে তিনটি গ্রীক জাহাজ, একটি ট্রয়েজেন থেকে; একটি ঈজিনা ও একটি আতিকা থেকে অপেক্ষা করছিলো শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। শত্রুর আভাস পেয়ে তিনটি জাহাজই পালিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই ইরানিরা ধাওয়া করে। প্রেক্সিনুস ছিলেন ট্রয়েজেনের জাহাজের সেনাপতি। এই জাহাজটি দুশমনের হাতে পড়ে যায়। তখন বিজেতারা জাহাজের যোদ্ধাদের মধ্যে, দেখতে যে সবচেয়ে সুন্দর তাকে বাছাই করে উপরে তুলে নেয় এবং এই বিশ্বাসে তার গলা কেটে ফেলে যে, প্রথম সুন্দর গ্রীক বন্দি বলিদান তাদের লক্ষ্য সাধনের জন্য একটি শুভ আলামত হতে পারে। হতভাগা লোকটির নাম ছিলো লিঁও। সম্ভবত তার দুর্ভাগের জন্য তার নামও কিছুটা দায়ী। ঈজিনার জাহাজ, যা ছিলো তিন ডেক বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক ডেক থেকেই দাঁড় টেনে যা চালানো হতো, এর কমাণ্ডার ছিলেন এসোনাইদিস। এই যুদ্ধ জাহাজটি ইরানিদের বেশ কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে। এ জাহাজেরই একজন সৈনিক, ইসখেনসের পুত্র পাইথিয়াস সেদিনের যুদ্ধে অন্য

যে কারো চাইতে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শণ করেন। কারণ জাহাজটি দুশমন কর্তৃক দখল হয়ে পড়লেও সে প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকে, যতক্ষণ না এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, জাহাজটি কেটে প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে পাইথিয়াস পড়ে যান। কিন্তু যেহেতু তখনো তার শরীরে নিঃশ্বাস ছিলো, তাই ইরানি ফৌজ এমন একটি বীর পুরুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে এবং ক্ষতগুলিকে মস্তকি দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে সুতি ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেয়। ওরা নৌঘাঁটিতে ফিরে সেখানে প্রত্যেককে তাদের বন্দিকে দেখালো প্রশংসার সাথে এবং তার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করলো। তবে ঈজিনার জাহাজ থেকে যে বন্দিদের ধরা হলো তাদের প্রতি করা হলো দাসের প্রাপ্য ব্যবহার।

তাই, তিনটি গ্রীক জাহাজের মধ্যে দুটিই পড়লো ইরানিদের হাতে। তৃতীয়টির কমাণ্ডার ছিলেন এথেনের ফরমোজ। সেটি পালাতে গিয়ে পেনিউস নদীর মোহনার তীরে আটকা পড়ে যায়। এখানে জাহাজটি ইরানিরা দখল করে নেয়। কিন্তু জাহাজের লোকজন সব বেঁচে যায়। কারণ জাহাজটি মাটিতে আটকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এথেনীয়ানরা লাফাতে লাফাতে জাহাজ থেকে নেমে পড়ে এবং থেসালি হয়ে আবার ফিরে যায়।

এই ঘটনার খবর সিয়াথুস থেকে অগ্নিসঙ্কেতের মাধ্যমে আর্টেমিজিয়ামের গ্রীকদের কাছে পৌছানো হয়। এর পর যে আতঙ্ক শুরু হলো তার ফলে ওরা ওদের অবস্থান ত্যাগ করে ছুটলো কলখিসের দিকে এ উদ্দেশ্যে যে, ওরা ইউরিপাস নদী পাহারা দেবে। ইউবিয়ার উঁচু ভূমিতে সতর্ক প্রহরার স্থান ত্যাগ করে ওরা ছুটলো। দশটি ইরানি জাহাজের মধ্যে তিনটি, সিয়াতুস এবং ম্যাগনেশিয়ার মধ্যবর্তী এ্যান্ট নামক একটি নিমজ্জিত শৈলশ্রেণীতে আটকা পড়ে গেলো। এর ফলে, ইরানিরা সঙ্কেত হিসেবে একটি পাথর স্থাপন করে এই শৈলশ্রেণীটিকে চিহ্নিত করে। এরপর বিপদ কেটে গেলে গোটা বহরটি আবার থার্মা থেকে পাল তুলে রওনা দেয়। এ ঘটনাটি ঘটে যার্কসেস শহর থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে মার্চ করার এগার দিন পরে। এই 'এ্যান্ট' ডানদিকে এমন একটি খালে অবস্থিত যা দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে। স্কাইরোসের এক অধিবাসী, যার নাম পেমন, সে ইরানিদের ঐ এ্যান্টে নিয়ে যায়, যখন ওরা ওখানে ওদের সঙ্কেতটি তৈরি করে। একদিন চলার পর ইরানি বহর এসে পৌছলো ম্যাগনেশিয়ায় সেপিয়াস নামক স্থানে — যা কিনা সেপিয়াম অন্তরীপ ও ক্যাস্তানিয়া শহরের মধ্যবর্তী সমুদ্র উপকূলের একটি খণ্ড।

পারস্য ফৌজের বিশালতা

কোনো রকমের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই ইরানি নৌবহর পৌছলো সেপিয়াস পর্যন্ত এবং সেনাবাহিনী পৌছলো থার্মোপলি পর্যন্ত। আমি হিসাব করে দেখেছি, এপর্যায়ে তাদের সংখ্যা ছিলো নিম্নরূপ : প্রথমেই ছিলো বিভিন্ন জাতির ১২০৭টি জাহাজ, যা

রওনা করে এশিয়া থেকে। মূলে এই জাহাজগুলির নৌসেনার পরিমাণ ছিলো দুই লাখ একচল্লিশ হাজার চারশ' — প্রতি জাহাজে দুইশ' করে এই হিসেবে। দেশী সৈন্য বা নাবিক ছাড়াও মাল্লাদের অতিরিক্ত ত্রিশজন করে যোদ্ধা ছিলো প্রত্যেক জাহাজে। ওরা ছিলো হয় ইরানি না হয় সিদীয়ান, না হয় সেকায়ী। এতে করে, উপরের সংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে আরো ছত্রিশ হাজার দুশো কুড়ি। এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজগুলির মাল্লাদের। এদের প্রত্যেকটিতে ছিলো কমসে কম আশিজন লোক। আমি আগেই বলেছি এরকম পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজ ছিলো তিন হাজার, এর ফলে, উপরোক্ত সংখ্যার সাথে যোগ হবে আরো দুই লাখ চল্লিশ হাজার লোক। যার্কসেস এশিয়া থেকে এই নৌশক্তি নিয়ে বহির্গত হয়েছিলেন। মোটমাট নৌসেনার সংখ্যা ছিলো পাঁচ লাখ ছয় হাজার নয়শত দশ।

এখন সৈন্যবাহিনীর কথায় আসা যাক। পদাতিক ছিলো সতের লাখ এবং ঘোড়-সওয়ার আশি হাজার। এ ছাড়াও, ছিলো আরবের উটসওয়ার বাহিনী এবং লিবিয়ার রথী যোদ্ধারা। এদের সংখ্যাও আমার হিসেবে হবে আরো কুড়ি হাজার। তা হলে, এশিয়া থেকে আনীত স্থল ও নৌযোদ্ধাদের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে তেইশ লাখ সতের হাজার ছয়শ দশ জন। এ হিসাব থেকে সৈন্যবাহিনীর চাকরবাকর এবং রসদ পরিবহণের লোকদের বাদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য, এর সঙ্গে, যার্কসেস ইউরোপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কালে যেসব সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করেছিলেন তাদের যোগ করতে হবে। এখানে আমাকে একটি মোটামুটি হিসাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। থ্রেসের গ্রীকরা এবং উপকূলের অদূরবর্তী দ্বীপবাসীরা দিয়েছিলো, আমি বলবো একশ বিশটি জাহাজ। এতে করে চব্বিশ হাজার লোক সঙ্গৃহীত হয়। । থ্রেস, পিওনিয়া, ইউরদি, বত্তিয়াই, কালসিদিয়, ব্রাইজি, লিআরিও, মেসিডোনিয়া, ডলোস, ম্যাগনেতিস, অখীয়গণ এবং থ্রেসের সমুদ্র তীরবর্তী উপনিবেশগুলি যে পদাতিক সৈনিকের যোগান দেয় তাদের সংখ্যা আমার মতে, তিন লাখ। কাজেই এশিয়া থেকে সংগৃহীত মূল শক্তির সঙ্গে এসংখ্যা যোগ করলে একুনে যোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ছাব্বিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছয়শ দশ। সর্বশেষে, আমার এ বিশ্বাস যে, সেনাবাহিনীর চাকরবাকর ও অন্যান্য লোক জন, রসদবাহী নৌকা ও অন্যান্য নৌযানের মাল্লারা, যারা এই আভিযানের সঙ্গী হয়েছিলো, তাদের সংখ্যাও কম হবে না; বরং সত্যিকার যোদ্ধাদের চাইতে বেশিই হবে। যাই হোক, আমি তাদেরকে কমও বলবো না, বেশিও বলবো না, সমান বলবো। এভাবে আমি, আমরা চূড়ান্ত হিসেবে উপনীত হতে পারি। দারায়ুসের পুত্র যার্কসেস যখন সেপিয়াস এবং থার্মোপলি পৌছান তখন তাঁর ফৌজের লোকের সংখ্যা ছিলো একুনে বায়ান্ন লাখ তিরাশি হাজার তিনশ' বিশজন।

আসল সেনাবাহিনী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ সম্পর্কে এ পর্যন্তই বলা হলো। খোজা, স্ত্রী, বাবুর্চি এবং সৈনিকদের স্ত্রীলোকদের সংখ্যা নির্ধারণ কারো পক্ষে সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে বিভিন্ন প্রকারের যে সব ভারবাহী পশু এবং হিন্দুস্থানী কুকুর অনুসরণ করছিল তাদের সংখ্যা নির্ধারণ। এদের সংখ্যা এতো বেশি ছিলো যে, তা

গোনা সম্ভব নয়। আমি বিস্মিত নই যে, এত লোক-লশকর, এত জীব-জানোয়ারের জন্য যথেষ্ট পানি সরবরাহে নদীনালা মাঝে-মাঝে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আমাকে যা বিস্মিত করে তা হচ্ছে, খাদ্যের কখনো অভাব হয় নি, কারণ আমি হিসাব করে দেখেছি, প্রত্যেক লোকের জন্য যদি রোজকার রেশন বরাদ্দ আড়াই পোয়ার বেশি নাও হয়, তাহলেও মোটমাট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ হবে এক লাখ দশ হাজার তিনশ চল্লিশ বুশেল। এ হিসাব হচ্ছে স্ত্রীলোক, খোজা, ভারবাহী পশু এবং কুকুরের খাদ্য বাদ দিয়ে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে মহত্ত্বে ও ঔদার্যে যার্কসেসের চাইতে যোগ্যতর এমন কেউ ছিলো না যে এই বিশাল শক্তিকে আয়ত্বে রাখেতে পারে।

আগেই বলেছি, পারস্য নৌবহর কাস্তানিয়া এবং সেপিয়াস অন্তরীপের মধ্যবর্তী ম্যাগনেশীয়ান উপকূলে পৌছে এবং ওখানে গিয়ে অগ্রবর্তী জাহজগুলি দ্রুত স্থলভাগের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে, আর বাকি জাহাজগুলি, উপকূলভাগটির সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের মধ্যে ভিড়বার স্থান না পেয়ে সমুদ্রে নোঙর ফেলে এবং একেক সারিতে আটটি করে সারিবদ্ধ হয়ে জাহাজগুলি উপকূলের অদূরে অবস্থান করে। এভাবে, ওরা রাত কাটায়। কিন্তু পরদিন ভোরে, যে আবহাওয়া রাত্রে ছিলো পরিস্কার এবং শান্ত তা হঠাৎ বদলে যায় এবং নৌবহরটি পুব্‌দিক থেকে আগত প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা এ ঝড়কে বলে হেলেসপোন্টের ঝড়। এ ঝড়ের আঘাতে বিক্ষুদ্ধ সমুদ্র আগুনের উপর চাপানো একটি পাত্রের মতো হয়ে উঠলো। যারা আগেই বুঝতে পেরেছিলো যে ঝড়ের আঘাত আসন্ন এবং যারা সুবিধাজনক অবস্থানে শুয়েছিলো তারা তাদের জাহাজগুলিকে কোনো রকমে তীরে নিয়ে ভেড়ায় এবং সেগুলি ধ্বংস হবার আগেই সেগুলিকে পানির নাগালের বাইরে তুলে নেয় এবং এভাবে নিজেদের জানও বাঁচায়। কিন্তু সমুদ্র উপকূলের বেশ দূরে যে জাহাজগুলি ঝড়ের মুখে পড়ে সেগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যায়। কতগুলি জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় পেলিয়াম পাহাড়ের নিচে ওভেন্স নামক একটি স্থানে গিয়ে ঠেকে। বাকিগুলি গিয়ে আটকা পড়ে একেবারে সমুদ্রতটের উপরে। কিছুসংখ্যক নষ্ট হলো সেপিয়াসে এবং বাকি সব মেলিবোইয়া ও কাস্তানিয়া নামক দুটি শহরের অদূরে চূর্ণবিচূর্ণ হলো। তুফানটি ছিলো প্রচণ্ড এবং এই ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার কোনো সুযোগই ছিলো না।

আরেকটি কাহিনী আছে; তাতে জানা যায় একটি দৈবাদেশ মতে তাদের বলা হয়েছিলো তারা যেন তাদের জামাতার সাহায্য গ্রহণ করে। এজন্য ওরা উত্তর-পুবের পবন বোরিয়াসের নিকট সাহায্যের জন্য মিনতি করে। গ্রীক উপকথা মতে, বোরিয়াস আতিকার এক রমণীকে বিয়ে করেছিলো। রমণীটি ছিলো ইরিখথিউসের কন্যা ওরিথীয়া। কাহিনীটি এই যে, এ বিয়ের জন্য এথেনীয়ানরা বোরিয়াসকে তাদের জামাতা মনে করতো। তাই ইউবোইয়ার কলখিসে তাদের অবস্থান থেকে তারা যখন দেখতে পেলো ঝড় আসছে, হয়তো যত শীঘ্র আশঙ্কা করা গিয়েছিলো তার চেয়ে আরো জলদি আসছে, তখন ওরা বোরিয়াস এবং ওরিথীয়ার উদ্দেশ্যে বলি দেয় এবং ওদের সাহায্য প্রার্থনা করে, আর পারস্য-নৌবহরকে আবার ধ্বংস করে এথোসে সঙ্ঘটিত পূর্বেকার ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য অনুরোধ করে। আমি বলতে পারবো না, উত্তর পুবের এই ঝড়ে

নোঙরে অবস্থানরত নৌবহর নিপতিত হওয়ার আসল কারণ এই কিনা; তবে এথেনীয়ানরা এ বিষয়ে একেবারেই নিঃসংশয়। ওরা দাবি করে বোরিয়াস আগেও ওদের মদদ করেছিলো এবং এবার যা ঘটলো তার জন্য বোরিয়াসই দায়ী। স্বদেশ ফেরার পথে ওরা ইলিসাস নদীর তীরে বোরিয়াসের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির তৈরি করে।

সবচেয়ে কম করে হলেও, এ বিপর্যয়ে চারশ জাহাজ নষ্ট হয়, জানমালের ক্ষতি হিসেবের বাইরে। অবশ্য ম্যাগনেশিয়ার ক্রেতিনেসের পুত্র আমিনোক্লেসের জন্য এ ঘটনাটি খুবই শুভ প্রমাণিত হয়েছিলো। সেপিয়াসের আশেপাশে এই আমিনোক্লেসের জমিজমা ছিলো। ঝড়ের পর সে পানির সঙ্গে ভেসে এসে সমুদ্র তীরে আটকে পড়া বহু সংখ্যক সোনা এবং রূপার পানপাত্র কুড়িয়েছিলো। সে যেসব জিনিস পেলো তার মধ্যে ছিলো ইরানি সিন্দুক এবং আরো অসংখ্য মূল্যবান সম্পদ। আমিনোক্লেস এ সবের মালিক হয়ে বসলো। এতে করে সে মস্ত এক বিত্তশালী লোক হয়ে ওঠে। অবশ্য সম্পদের দিক দিয়ে তার এ সৌভাগ্য সত্ত্বেও তার পুত্রের হত্যার সঙ্গে জড়িত এক মর্মন্তুদ ঘটনার কারণে সে খুবই পীড়িত হয়।

এ ঝড়ে যে সব বাণিজ্য জাহাজ এবং অন্যবিধ নৌযান ধ্বংস হয় সেগুলির সংখ্যা এতই বিপুল যে, তার হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত, এ বিপর্যয় এতটা ভয়ঙ্কর হয়েছিলো যে, পারস্য নৌবহরের কমাণ্ডারদের আশঙ্কা হলো, তাদের এই দুর্বিপাকের সুযোগ নিয়ে থেসালীয়ানরা তাদের উপর হামলা করে বসতে পারে। এজন্য তারা এসব জাহাজ ও নৌযানের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে খুব উঁচু এক ব্যারিকেড তৈরি করে আত্মরক্ষার জন্য। ঝড় তিন দিন স্থায়ী হয়েছিলো। এর পর অগ্নিপূজক পুরোহিত ঝড়কে শান্ত করে প্রাণী বলি দিয়ে, বাতাসের উপর মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে এবং থেটিস, সমুদ্র কন্যাদের উদ্দেশ্যে আরো অর্ঘ প্রদান ক'রে। অবশ্য হতে পারে, স্বভাবতই বাতাস থেমে গিয়েছিলো। থেটিসের উদ্দেশ্যে অগ্নিপূজকদের পুরোহিতের বলিদানের কারণ এই : ওরা আইয়োনীয়ানদের নিকট থেকে শুনেছিলো, পেলিউস থেটিসকে নিয়ে গিয়েছিলো এখান থেকে এবং সেপিয়াসের গোটা অন্তরীপটি উৎসর্গীকৃত ছিলো থেটিস এবং নিরিউসের অন্যান্য কন্যাদের উদ্দেশ্যে। যাই হোক, চতুর্থ দিনে আবহাওয়া আবার পরিষ্কার হয়ে এলো।

ঝড়ের দ্বিতীয় দিনে ইউবোইয়ান পাহাড়স্থিত পর্যবেক্ষণ স্থান থেকে পর্যবেক্ষকরা ছুটে এসে গ্রীকদের কাছে খুঁটিনাটি বর্ণনা করলো পারস্য-নৌবহরের ধ্বংসের কাহিনী। এ খবর শুনে ওরা শুকরিয়া পূজাঅর্চনা করলো এবং তাদের ত্রাণকর্তা পসেইদনের উদ্দেশ্যে শরাবের অর্ঘ্য প্রদান করলো। আর সবাইকে নির্দেশ দিলো আর্টিমিজিয়ামে তাদের অবস্থানে দ্রুত ফিরে যেতে — কারণ, তারা ভেবেছিলো, তাদের বাধা দেয়ার মতো

জাহাজ দু' একটির বেশি অবশিষ্ট নেই। কাজেই, দ্বিতীয়বারের মতো ওরা আর্টেমিজিয়ামকে তাদের হেড কোয়ার্টার* করলো।

এদিকে, বাতাস পড়ে যাবার পর সমুদ্র যখন সরে গেলো তখন ইরানিরা ওদের যে জাহাজগুলিকে ঝড়ের আগে ডাঙায় তুলে রেখেছিলো সেগুলিকে আবার সমুদ্রে নামিয়ে কূল বরাবর অগ্রসর হলো — ম্যাগনেশিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে সোজা সেই উপসাগরমুখে যা চলে গেছে পেগাসের দিকে। বলা হয়ে থাকে, এই উপসাগরে এমন একটি স্থান আছে যেখানে, আঈয়া থেকে সোনালি পালক আনবার জন্য আর্গো নামক জাহাজের সফরের শুরুতে জেসন এবং তার সঙ্গীরা পানি আনবার জন্যই হিরাক্লিসকে নামিয়ে দিয়েছিলো এবং তাকে ওখানে রেখেই চলে গিয়ছিলো। স্থানটির নামকরণ করা হয় আফেতী — অর্থাৎ 'চালু করা'। কারণ আর্গোনটদের উদ্দেশ্য ছিলো, জাহাজে পানি তোলার পর এই স্থানটিকে ওরা ওদের প্রস্থানস্থল ব'লে চিহ্নিত করবে। যার্কসেসের নৌবাহিনী এখানেই আনীত হলো।

ইরানি জাহাজগুলির মধ্যে পনেরোটি আসতে খুব দেরি করে ফেলে। জাহাজের লোকেরা আর্টেমিজিয়ামে অবস্থিত গ্রীক জাহাজগুলি দেখে ভাবলো ওগুলি তাদেরই জাহাজ এবং সেগুলির দিকে অগ্রসর হয়ে ওরা পড়ে গেলো শত্রুর হাতে। জাহাজগুলির কমাণ্ডে ছিলেন ঈওলিয়ার সাইমের গভর্নর থেমাসিউসের পুত্র সেণ্ডোসেস। সেণ্ডোসেস ছিলেন রাজদরবারের বিচারপতিদের একজন। কিছুকাল আগে দারায়ূস তাকে বন্দি করেছিলেন এবং অর্থের বিনিময়ে ন্যায় বিচারকে দূষিত করার অপরাধে তাকে যখন শূলে চড়ানো হলো তখন দারায়ূস এ সিদ্ধান্তে এলেন : রাজ পরিবারের প্রতি যে খেদমতের আনজাম তিনি দিয়েছেন তা তার অপরাধের চাইতে ওজনে অনেক ভারি। এর ফলে যখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্তে না এসে ত্বরা করেছেন বেশি, তখন তিনি সেণ্ডোসেসকে শূলদণ্ড থেকে নামানোর হুকুম দিলেন। এভাবে তিনি দারায়ূসের হাত থেকে তাঁর প্রাণ নিয়ে বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার যখন তিনি গ্রীক নৌবহরের ফাঁদে পড়ে গেলেন তাঁর আর বাঁচার উপায় ছিলো না। গ্রীকরা যখন তাঁর নৌস্কোয়াড্রনকে আসতে দেখতে পেলো তখন তারা সেণ্ডোসেসের ভুল বুঝতে পারলো এবং তড়িঘড়ি জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে অনায়াসে সেণ্ডোসেসের স্কোয়াড্রনটি দখল করে নিলো। জাহাজগুলির একটির বন্দিদের মধ্যে ছিলেন আরিদোলিস কেরিয়ার অন্তর্গত আলোবান্দার অধীশ্বর, আরেকটিতে ছিলেন দেমোনাউসের পুত্র পেন্থাইলুস — প্যারিবীয়ান এই কমাণ্ডারটি ১২ টি জাহাজ নিয়ে পারস্য নৌবহরে যোগ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১১ টি ঝড়ে পড়ে সেপিয়াসে বিনষ্ট হয় এবং একমাত্র যে জাহাজটি করে তিনি

---

* সেদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ওরা সবসময়ই পসেইদনকে ত্রাণকর্তা বলে সম্বোধন করে আসছে।

আর্টিমিজিয়ামের পথে রওনা করেছিলেন সেই জাহাজেই তাঁকে গেরেফতার করা হয়। গ্রীকরা যার্কসেসের বিভিন্ন বাহিনী সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস্য সকল বিষয়েই এই দুই বন্দিকে জিজ্ঞেস করে এবং পরে তাদের শৃঙ্খলিত করে করিন্থের ইসত্‌মুসে (যোজক) পাঠিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে স্যাণ্ডোসেসের কমাণ্ডের অধীনস্থ এই পনেরটি জাহাজ ছাড়া অবশিষ্ট ইরানি নৌবহর নিরাপদে অ্যাফিতিতে পৌঁছলো। এর দুদিন আগে যার্কসেস তার বাহিনী নিয়ে থেসালি এবং আখিয়া অতিক্রম করে ম্যালীয়ানদের দেশে প্রবেশ করেন। থেসালির মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি তাঁর নিজের ঘোড়া এবং স্থানীয় ঘোড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের অনুষ্ঠান করান। কারণ, তিনি শুনেছিলেন গ্রীসের মধ্যে থেসালির ঘোড়াই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু দৌড়ে গ্রীক মাদি ঘোড়াগুলি একদম হেরে যায়। থেসালির নদীগুলির মধ্যে একমাত্র অনেখিনাস নামক নদীটিই সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট পানি যোগাতে ব্যর্থ হয়। এমন কি, আখিয়াতে সবচেয়ে বড় নদী এপিদানোসও টেনে টুনে কোনো রকমে প্রয়োজনীয় পানি যোগাতে সক্ষম হয়েছিলো।

আখিয়ার আলুস নামক স্থানে যার্কসেসের পথ প্রদর্শকরা তাদের সামর্থমতো সকল তথ্য তাকে জানানোর ইচ্ছায় লেফিসতীয়ান জিয়ুস সম্পর্কে স্থানীয় কাহিনীটি তাঁর নিকট বর্ণনা করে। কাহিনীটি এই : ইউলুসের পুত্র আথামাস প্রিকসাসকে হত্যা করার জন্য ইনোর সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরে একটি দৈবাদেশ মানতে গিয়ে ওরা প্রিকসাসের বংশধরগণ ও তার পুত্র সাইতীসোরাসের উপর একটি শাস্তি ধার্য করে। শাস্তিটি হলো : পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে এবং তাদের নিজেদেরই দায়িত্ব হবে নিষেধাজ্ঞাটি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। আখিয়ার লোকেরা এই কাউন্সিল চেম্বারটিকে বলতো গণভবন। যদি পরিবারের জ্যেষ্ঠ কোনো সন্তান চেম্বারে প্রবেশ করে তাহলে সে আর কখনো ওখান থেকে বের হতে পারবে না। বের হলেই তাকে বলি দেয়া হবে। ওরা আরো বললো, এভাবে মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কায় ওদের অনেকেই আতঙ্কে অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যায় এবং সম্ভবত বহুকাল পরে আবার ফিরে আসে, আর চেম্বারে প্রবেশ করতে গিয়ে আবার ধরা পড়ে। ওরা যার্কসেসের নিকট বলির আনুষ্ঠানিকতাও বর্ণনা করলো। কি ক'রে লোকটিকে সবসময়ই একটা মালা পরানো হতো এবং একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ মিছিল সহযোগে তাকে নিয়ে অর্পণ করা হতো তার মৃত্যুর নিকট। সাইতিসোরাস ও প্রিকসাসের বংশধরগণকে এধরনের ব্যবহার সহ্য করতে বাধ্য করার কারণটি এই : আখিয়ার লোকেরা যখন তাদের দেশের পক্ষে ইউলাউসের পুত্র আথামাসকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা বলির ছাগল হিসেবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন সাইতিসোরাস কলখিসের আইয়া থেকে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং এর ফলে তার বংশধরদের উপর ঐশী গযব নেমে আসে।

এ কাহিনী শোনার পর যার্কসেস পবিত্র জায়গাটি থেকে সযত্নে দূরে থাকেন এবং তার ফৌজকেও দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি ওথামাসের পরিবারের গৃহ এবং গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

যার্কসেস থেসালি এবং আখিয়া থেকে একটি উপসাগরের উপকূল ধরে মালিস পর্যন্ত অগ্রসর হন। ঐ উপসাগরটিতে রোজ জোয়ার ভাটা হয়। এই উপসাগরের চার পাশের ভূভাগ চ্যাপ্টা সমতল। একদিকে প্রশস্ত অন্যদিকে খুবই সঙ্কীর্ণ। এর চারদিক ঘিরে রয়েছে উঁচু এবং পথশূন্য পর্বতমালা। এগুলিকে বলা হয় ট্রাখিসের দুরারোহ শৈলশ্রেণী। এই পাহাড়গুলি মালিসের সমস্ত এলাকাগুলিকে ঘিরে আছে। আখিয়া থেকে এলে উপসাগরের উপকূলে প্রথমে যে শহরটি পড়ে তার নাম এন্তিকাইয়া। এই শহরটির নিকটেই স্পার্খিউস নামক নদীর মোহনা রয়েছে। নদীটি এসেছে ইনিয়ানিসদের দেশ থেকে। এখান থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে রয়েছে দাইয়াস নামক আরেকটি নদী। উপকথার কাহিনী অনুসারে হিরাক্লিস যখন নেসাসের কামিজটি পোড়াচ্ছিল তখন মাটি ভেদ করে এই নদীটি উৎসারিত হয়। প্রায় একই রকম দূরত্বে বয়ে চলেছে তৃতীয় আরেকটি নদী মেলাস এবং এর আধমাইলের বেশি দূরে রয়েছে ট্রাখিস নামক শহরটি। ট্রাখিসে পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলটি অন্য যে কোনো স্থানের চাইতে প্রশস্ততর — আড়াআড়ি প্রায় ছয় মাইলের মতো*। ট্রাখিসের দক্ষিণ দিকে গিরিমালার মধ্যে রয়েছে একটি ফাটল। এই ফাটল দিয়ে বের হয়ে এসেছে এসোপুস নদী এবং ক্রমে জেগে উঠা ভূভাগের তল বরাবর বেয়ে চলেছে। আরো দক্ষিণে ফিনিক্স নামক ছোট্ট একটি স্রোত পাহাড় থেকে নেমে এসোপুসের সঙ্গে মিশেছে। এই ফিনিক্সেই সমতল অঞ্চলটি হচ্ছে সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ — কোনো রকমে একবারে একটি মাত্র গরুগাড়ি চলতে পারে। ফিনিক্স থেকে থার্মোপলি পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় দুমাইল। এই দু'স্থানের মধ্যে রয়েছে আন্থেলা নামক একটি গ্রাম যা অতিক্রম করার পরই এসোপুস গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। আন্থেলার চারপাশে ভূভাগ আরো প্রশস্ত ওখানে এম্বিকর্তিয়নদের দেমিতারের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি মন্দির রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে এম্বিকর্তিয়নিক লীগের ডেপুটিদের আসনসমূহ এবং খোদ এম্বিকর্তিয়নের একটি সমাধি।

তাহলে অবস্থাটি এই : যার্কসেস তার ফৌজ নিয়ে মালিস অঞ্চলের ট্রাখিসে অবস্থান করছিলেন যখন গ্রীকরা স্থানীয়ভাবে পাইলি নামে পরিচিত গিরিপথটি দখল করে নেয়। যদিও এ গিরিপথটির পরিচিত গ্রীক নাম হচ্ছে থার্মোপলি। দুটি ফৌজের নিজ নিজ অবস্থান ছিলো এ রকমই; একটি ফৌজর দখলে ছিলো ট্রাখিস থেকে শুরু করে উত্তর দিকে গোটা অঞ্চলটি, আরেকটির দখলে ছিলো দক্ষিণের সমগ্র ভূভাগ।

---

* মূল পাঠে আছে "আড়াআড়ি ৪০০ মাইলের উপর ; স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'এটা ভুল। — 'অনুবাদক'

যে গ্রীকবাহিনী যার্কসেসের আগমনের অপেক্ষায় এখানে অবস্থান করছিলো তার গঠন ছিলো এইরূপ : স্পার্টার ভারি অস্ত্রসজ্জিত ৩০০ পদাতিক। ঐ রকম ৫০০ পদাতিক তেগয়ার, ৫০০ পদাতিক ম্যান্তেনিয়ার, ১১২ জন পদাতিক আর্কেডিয়ার অর্খমেনুসের, আর্কেডিয়ার অন্যান্য শহরের এক হাজার, কেরিন্থের ৪০০, ফিলুসের ২০০ এবং মাইসিনের ৮০ জন। পিলোপোনিসের এ সব ফৌজ ছাড়াও বীওশীয়ার দুটি সামরিক দলও ছিলো। একটিতে ছিলো থেসপিয়ার ৭০০ এবং থিবিসের ৭০০ পদাতিক। ওপুসের অন্তর্গত লক্রিস এবং ফোকিসের বাসিন্দারা অস্ত্র ও সৈনিক সরবারহের আহ্বানে সাড়া দেয়; লক্রিসের লোকেরা তাদের সকল পুরুষকেই পাঠিয়ে দেয়, আর ফকিস পাঠায় এক হাজার। অন্যান্য গ্রীকরা এ দুটি শহরকে এ খবর পাঠিয়ে সৈন্য পাঠাতে প্ররোচিত করে যে, ওরা নিজেরা তো কেবল এক অগ্রগামী ফৌজ এবং যৌথসৈন্যবাহিনীর মূল অংশটির আগমন রোজই আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া সমুদ্র রয়েছে নৌ–বাহিনীর কব্জায়, এথেন্স এবং ঈজিনার নিয়ন্ত্রণে, কাজেই ভয়ের কোনো হেতু নেই। কারণ গ্রীসকে যে আতঙ্কগ্রস্ত করেছে সে কোনো দেবতা নয়, একজন মানুষ এবং কখনো সে এমন কোনো মানুষ ছিলো না কিংবা এমন মানুষ হবে না, দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা নিয়ে যে জন্মাবে না, এবং মানুষটি যতো মহৎ হবে বিপদও ততো বেশি হবে। বর্তমান শত্রুও কোনো ব্যতিক্রম নয়; সেও মানুষ এবং তার বিপুল স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় নিশ্চয়ই সে হতাশ হবে।

এ আবেদন সফল হয় এবং ওপুস ও ফোকিস তাদের ফৌজ প্রেরণ করে ট্রাখিসে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফৌজগুলি ওদের নিজ নিজ কর্মকর্তার অধীনে। আর এই কর্মকর্তাদের মধ্যে স্পার্টার লিওনিদাস ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব ছিলো তাঁরই। লিওনিদাস নিজেকে হিরাক্লিসের প্রত্যক্ষ অধস্তন বংশধর বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর পিতার নাম এনাক্সান্দ্রিদেস, তাঁর পিতা লিওন, তাঁর পিতা এনাক্সান্দার, তাঁর পিতা ইউরিক্রেটিস, তাঁর পিতা পলিডোরাস, তাঁর পিতা আলক্‌মিনেস, তাঁর পিতা টেলিখেস, তাঁর পিতা আর্‌খিলাউস, তাঁর পিতা এজিসিলাউস, তাঁর পিতা ডোরিসুস, তাঁর পিতা ল্যাবোতাস, তাঁর পিতা এখিস্ত্রাতুস, তাঁর পিতা এজিস, তাঁর পিতা ইউরিসথেনিস, তাঁর পিতা এরিসতোদেমাস, তাঁর পিতা এরিস্তোমেখাস, তাঁর পিতা ক্লিওদিউস, তাঁর পিতা হাইলিউস, যিনি ছিলেন হিরাক্লিসের পুত্র। নিওনিদাস অপ্রত্যাশিতভাবে স্পার্টার রাজা হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর বড়ভাই ছিলেন দুজন, ক্লিওমেনিস ও ডরিউস। আর এ কারণে তিনি নিজে সিংহাসনে বসবেন, এরূপ চিন্তা কখনো তাঁর মনে জাগেনি। এ দিকে ডরিউস সিসিলিতে নিহত হন। এরপর ক্লিওমেনিসও যখন কোনো ওয়ারিশ না রেখেই মারা গেলেন তখন লিওনিদাস দেখতে পেলেন, তিনিই হচ্ছেন পরবর্তী উত্তরাধিকারী। তিনি বয়সে এনাক্সান্দ্রিদেসের কনিষ্ঠ পুত্র ক্লিওমব্রোতাসের চাইতে বড় ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ক্লিওমেনিসের কন্যাকে বিয়েও করেছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে, তিনি থার্মোপলিতে যে তিনশ লোককে এনেছিলেন তাদের সবাইকে তিনি নিজেই নির্বাচন করেছিলেন। ওদের প্রত্যেকই ছিলেন মাঝারি বয়সের লোক এবং প্রত্যেকই

ছিলেন জীবিত সন্তানের পিতা। এছাড়া, তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন, যে সব থিবিসবাসীর কথা আমি উল্লেখ করেছি তাদের, যারা ছিলো ইউরিমেখাসের পুত্র — লিওন্থিয়াদেসের সৈনাপত্যের অধীনে। থিবিস থেকে, আর কোথাও নয়, কেবল থিবিস থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করার বিশেষ প্রশ্নটির পেছনে একটি যুক্তি কাজ করেছে। কারণটি এই, থিবিসের লোকেরা ইরানিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে প্রবল সন্দেহ ছিল। এজন্য তিনি ওদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এতে করে দেখতে চেয়েছিলেন, ওরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়, না প্রকাশ্যে সম্মিলিত ফৌজে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ওরা সত্যি সত্যিই ফৌজ পাঠিয়েছিলো। কিন্তু ওদের গোপন সহানুভূতি ছিলো শত্রুর প্রতি। স্পার্টা লিওনিদাস এবং তার ৩০০ সৈন্যকে মূল সেনাবাহিনীর আগেই পাঠিয়েছিলো। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ওদের দেখে সম্মিলিত ফৌজের অন্যান্য পক্ষ যুদ্ধ করতে উৎসাহিত হবে এবং ওরা শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হওয়া থেকে বাধা পাবে। কারণ, ওদের পক্ষে শত্রু পক্ষে চলে যাওয়া খুবই সম্ভব ছিলো, যদি ওরা জানতো যে, স্পার্টা দোটানার মধ্যে রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিলো, 'কার্নিয়া' সমাপ্ত হলে (এটি ছিলো একটি উৎসব যা স্পার্টানদের বাধা দিয়েছিলো সাধারণভাবে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে) নগরীর একটি সেনানিবাস ত্যাগ করে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে নিজেদের সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে। অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রও একই পন্থা অনুসরণের প্রস্তাব করে; কারণ অলিম্পিক উৎসব ঠিক এই সময়েই হয়েছিলো। ওদের কেউই আশা করেনি যে থার্মোপলির যুদ্ধ এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। একারণেই ওরা সেখানে কেবল অগ্রবর্তী দল পাঠায়।

ইতিমধ্যে ইরানি ফৌজ গিরিপথের কাছে এসে পড়েছে। শত্রুকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা তাদের আছে কিনা এবিষয়ে গ্রীকদের মনে সহসা সন্দেহ জাগলে, পশ্চাদপসরণ করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করার জন্য ওরা একটি সম্মেলন আহ্বান করে। পিলোপোনিসীয়ানরা সাধারণভাবে এ প্রস্তাব করলো যে, ফৌজের উচিত পেছনে পিলোপোনিস পর্যন্ত সরে পড়া এবং অন্তরীপটি রক্ষা করা; কিন্তু ফোকীয়ান এবং লক্রীয়ানরা যখন এ পরামর্শে বিক্ষোভ প্রকাশ করলো তখন লিওনিদাস বললেন — সৈন্যরা যেখানে আছে সেখানেই অবস্থান করবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্মিলিত শক্তির বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে আবেদন পাঠালেন নতুন করে সৈন্য পাঠাতে, কারণ, বর্তমান সৈন্য সংখ্যা ইরানিদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

সম্মেলন যখন চলছিলো তখন যার্কসেস গ্রীক ফৌজের শক্তি নির্ধারণ এবং ওরা কি করছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজন ঘোড়সওয়ারকে পাঠালেন।

থেসালি ছেড়ে আসার আগে তিনি শুনেছিলেন ওখানে সামান্য সংখ্যক সৈনিককে জড়ো করা হয়েছে; হিরাক্লিসের বংশের লিওনিদাসের নেতৃত্বে ওদের পরিচালনা করছে ল্যাসিদিমনীয়ানরা। ইরানি ঘোড়সওয়ারটি তাঁবুর কাছে এসে চোখে যদ্দূর দেখা সম্ভব সমস্তকিছু খুঁটিনাটি জরিপ করে নেয় — কিন্তু যা দেখতে পেলো তা গোটা গ্রীক ফৌজ মোটেই ছিলো না। কারণ, দেওয়ালটির পুনর্নির্মাণের পর সেটি ছিলো সুরক্ষিত, ফলে,

দেওয়ালের অপরদিকে যেসব ফৌজ ছিলো তাদের সে দেখতে পায়নি। তাহলেও দেওয়ালের এ পাশে যেসব ফৌজ ছিলো তাদের সে যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। সে সময়ে ওদের মনে হচ্ছিলো স্পার্টান বলে এবং ওদের কেউ কেউ শরীর চর্চা করবে বলে ওদের গা থেকে পোশাক খুলে ফেলা হয়েছিলো এবং অনেকে বসে বসে চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলো। ইরানি গুপ্তচর তা দেখে খুবই বিস্মিত হয়। যাই হোক, যতটুকু নির্ভুল হওয়া সম্ভব সে ওদের সংখ্যা এবং তার জ্ঞাতব্য সকল বিষয় সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আবার ফিরে গেলো। কেউই তাকে ধরবার চেষ্টা করলো না। এমনকি, তাকে কেউ লক্ষ্য করলো বলেও মনে হলো না।

সে যা দেখেছে নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে, সবকিছু যার্কসেসের নিকট বর্ণনা করলো। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন; স্পার্টানরা তাদের শক্তি অনুযায়ী হত্যা করতে ও নিহত হতে নিজেরা তৈরি হচ্ছে। এ সত্য ছিলো তার ধারণারও বাইরে এবং ওরা যা করছিলো তা তাঁর কাছে উদ্ভট মনে হলো। তাই তিনি এরিস্তোনের পুত্র দেমারাতুসকে, যিনি ফৌজের সহগামী হিসেবে এসেছিলেন, ডেকে পাঠালেন এবং গুপ্তচর যা বলেছে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাঁর বিশ্বাস এতে ক'রে তিনি স্পার্টানদের দুর্বোধ্য আচরণের অর্থ কি, তা জানতে পারবেন।

দেমারাতুস বললেন : "গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানে নির্গত হওয়ার আগে আরেকবার আপনি এ সব লোক সম্পর্কে আমার কথা শুনেছিলেন। আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম — আমি এ প্রচেষ্টার ফল কিভাবে দেখছি এবং আপনি তখন আমার কথায় হেসেছিলেন। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র সত্যকে দেখা ছাড়া আর কিছুর জন্যই এত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি না। কাজেই আপনি আরেকবার আমার বক্তব্য শুনুন। এ লোকগুলি গিরিপথটি রক্ষা করার জন্য আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে এবং সে সঙ্গ্রামের জন্য তারা তৈরি হচ্ছে। স্পার্টানদের একটি সাধারণ রীতি হচ্ছে, ওরা যখন জীবনের ঝুঁকি নিতে তৈরি হয় তখন ওরা ওদের চুলের প্রতি খুব যত্ন নেয়। কিন্তু আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি — আপনি যদি এদের এবং অবশিষ্ট যেসব স্পার্টান এখনো তাদের ঘরবাড়িতে রয়েছে তাদের পরাজিত করতে পারেন তাহলে পৃথিবীতে এমন আর কোনো জাতি নেই যারা আপনার বিরুদ্ধে অবিচল হয়ে দাঁড়াতে কিংবা আপনার বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস পাবে। আপনাকে এখন গ্রীসের মহত্তম রাজ্যটির এবং দুর্ধর্ষতম লোকদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।"

যার্কসেস দেমারাতুসের কথা বিশ্বাস করতে না পেরে আবার জানতে চাইলেন — এ ধরণের ক্ষুদ্র একটি ফৌজ নিয়ে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কি করে সম্ভব হতে পারে। দেমারাতুস তখন বললেন; 'মহাত্মন, আমি যা বলেছি তা না ঘটলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করবেন।'

কিন্তু যার্কসেস এতেও আশ্বস্ত হলেন না। তিনি চারদিন অপেক্ষা করলেন এ নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাশায় যে, গ্রীকরা পালিয়ে যাবে; পঞ্চম দিনেও যখন দেখা গেল ওরা সরছে না এবং ওদের ক্রমাগত অবস্থান যখন নিছক ঔদ্ধত্য আর বেপরোয়া বোকামি মনে হলো তখন তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং মিডীয়ান এবং কিস্সীয়ান ফৌজকে হুকুম ছিলেন— ওদের জিন্দা অবস্থায় ধরে তাঁর সামনে এনে হাজির করার জন্য। মিডীয়ান ফৌজ হুকুম পেয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। এর ফলে যে যুদ্ধ শুরু হলো তাতে অনেকেই নিহত হয়। কিন্তু যারা নিহত হলো তাদের স্থানে এসে দাঁড়ালো অন্যরা — ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ওরা হার মানতে রাজি হলো না। ওদের এই প্রতিরোধে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং রাজার কাছেও যে, রাজার সৈন্যবাহিনীতে অজস্র লোক রয়েছে বটে কিন্তু যোদ্ধা রয়েছে সামান্যই। সারাদিন ধরে যুদ্ধ চললো। মিডীয়ানদের তাদের অবিন্যস্ত যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করা হলো এবং তাদের স্থান গ্রহণ করলেন হাইদার্নেস, তাঁর বাছাই করা ইরানি ফৌজ নিয়ে। এ ফৌজদের বলা হতো বাদশার 'অমর বাহিনী'। হাইদার্নেস এ পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, দ্রুত এবং সহজেই ব্যাপারটির একটি ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর দেখা গেলো যুদ্ধে ওরাও মিডীয়ান ফৌজের চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। যুদ্ধ আগের মতোই চললো। একটি সঙ্কীর্ণ জায়গার মধ্যে দুই সেনা বাহিনী যুদ্ধ করে চললো। ইরানিরা গ্রীকদের চাইতে খাটো বর্শা নিয়ে সুবিধা করে উঠতে পারলো না, সংখ্যায় তাদের বিপুলতা সত্ত্বেও। স্পার্টানদের জন্য এটি ছিলো একটি স্মরণীয় যুদ্ধ। ওরা একটি অনভিজ্ঞ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোকাবেলার অর্থ কি, জানতো। ওরা যেসব কৌশল অবলম্বন করে তার একটি ছিলো সদলবলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং এরূপ ভান করা যে, হতবুদ্ধি হয়ে ওরা পশ্চাদপসরণ করছে যার ফলে শত্রুসৈন্য যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে মনে করে অস্ত্রের ঝনঝনা আর সুর-শরাবতের সঙ্গে পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে। কিন্তু ইরানিরা যেই ওদের নিকটবর্তী হলো অমনি স্পার্টান ফৌজ ফিরে দাঁড়ালো এবং এ নতুন যুদ্ধে অসংখ্য লোককে হতাহত করলো। স্পার্টানদেরও ক্ষয়ক্ষতি হলো, কিন্তু খুব বেশি নয়। ইরানিরা যখন দেখতে পেলো ডিভিশনের পর ডিভিশন সৈন্য নিয়ে কিংবা কল্পনেয় অন্য যে কোনো পন্থায় গিরিপথের উপর তাদের হামলা নিষ্ফল প্রমাণিত হচ্ছে তখন ওরা যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। যার্কসেস তাঁর আসনে থেকে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন; বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধ চলাকালে তাঁর ফৌজের জন্য আতঙ্কে তিনি তিনবার তাঁর আসন থেকে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে যান।

পরদিন আবার যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু এ যুদ্ধও ইরানিদের জন্য অধিক কোনো সাফল্য বহন করে আনলো না। ইরানিরা এ ধারণা ও প্রত্যাশায় তাদের যুদ্ধ শুরু করে যে, গ্রীক ফৌজের সংখ্যা খুব কম বলে নিশ্চয়ই ওরা ক্ষত ও যখম হেতু একেবারেই দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছে — নতুন ক'রে প্রতিরোধের ক্ষমতাই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু গ্রীকরা মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধে ঢিলা দিলো না। ওদের ফৌজকে বিভিন্ন ডিভিশনে বিন্যস্ত

করা হলো। যে যে রাষ্ট্র থেকে ওরা এসেছিলো তদনুসারে। প্রত্যেক ডিভিশন পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্থান গ্রহণ করে, কেবল ফোকীয়ানরা ছাড়া। ওদের পর্বতমালার উপরের রাস্তা পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন করা হয়। ইরানিরা যখন দেখতে পেলো ওদের অবস্থা পূর্বদিনের চাইতে বেহ্তর নয় তখন ওরা আবার সরে দাঁড়ালো।

এ পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবেলা করা যায় যার্কসেস চিন্তা করে তার কোনো হদিশ পেলেন না। তিনি তখনো, তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত এ নিয়ে চিন্তা করছেন, এমন সময় মালিস থেকে একজন লোক এসে তাঁর দরবারে হাজির হলো। সে ছিলো ইউরিদেসাসের পুত্র ইফিয়ালতেস। একটা খবু বড় রকমের পুরস্কারের প্রত্যাশায় সে এসে হাজির হলো, পাহাড়ের উপর দিয়ে যে রাস্তাটি থার্মোপলি চলে গেছে রাজাকে তার খবর দেবার জন্য। সে যে তথ্য সরবরাহ করলো তা পরিণামে গিরিপথ রক্ষায় নিয়োজিত গ্রীকদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো।

পরে স্পার্টানদের ভয়ে ইফিয়ালতেস থেসালিতে পালিয়ে যায়। ওখানে নির্বাসনে জীবন যাপনকালে তার মস্তকের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষিত হয় — পাইলী নামক স্থানে এমফির্তীয়ানদের এক সমাবেশে। এর কিছুকাল পরে সে এন্তিকাইয়াতে ফিরে আসে। ওখানেই ট্রাখিসের এতিনাদেস তাকে হত্যা করে। আসলে কিন্তু এতিনাদেস তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করেনি, অন্য কারণে হত্যা করেছিলো। এসম্পর্কে আমি পরে বলবো। কিন্তু স্পার্টানরা তবু তাকে কম সম্মান দেয় নি।

অন্য কাহিনী মতে, যা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনা, ক্যারিস্তাসের বাসিন্দা ফ্যানাগোরাসের পুত্র ওনেতেস এবং এন্তিকাইয়ার করীডেল্লসেই এ বিষয়ে যার্কসেসের সঙ্গে কথা বলে এবং ইরানিদের পাহাড়ি পথটি ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কাহিনী যে সত্য তা স্থির করা কঠিন — প্রথমত এ কারণে যে এমফিকতীয়ানরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে জানতো এবং ওরা ওনেতেস এবং করিডেল্লাসের মুণ্ডুর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ট্রাখিসের ইকিয়ানতেসের মাথার জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করে; দ্বিতীয়ত এ কারণেও যে, বিশ্বাসঘাতকতাই যে দেশ থেকে ইফিয়াল্‌তেসের পলায়নের হেতু তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ওনেতেস ম্যালিসের বাসিন্দা না হলেও পথটির কথা জানতে পারতো সে যদি নিকটবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘকাল কাটাতো। মোদ্দা কথা, আর কেউ নয় ইফিয়াল্‌তেসই ইরানিদের পথটি দেখিয়েছিল এবং তার নামই আমি লিপিবদ্ধ করছি অপরাধী হিসেবে।

ইফিয়াল্‌তেসের প্রস্তাব যার্কসেসের নিকট খুবই সন্তোষজনক মনে হয়েছিলো। তিনি এতে খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাইদার্নেসকে নির্দেশ দেন তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদেরকে নিয়ে অভিযানে বের হতে। তারা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবু ত্যাগ করে।

পয়লা এ পথটি রাস্তার আশেপাশের অঞ্চলের ম্যালিসবাসীদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। ওরা প্রথমে এ পথটি ব্যবহার করে থেসালীয়ানদের সাহায্য করার জন্য। ঐ পথের

উপর দিয়েই ওরা থেসালীয়ানদের নিয়ে যায় ফকিস আক্রমণ করার জন্য, — সেই সময়ে যখন ফকীয়ানরা আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিলো ওদের নির্মিত গিরিপথটির আড়াআড়ি প্রাচীরটির দ্বারা। এ বহুকাল আগের কথা। এরপরে এটি আর কখনো ভালো কাজে লেগেছে বলে জানা যায়নি। পথটি শুরু হয়েছে সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এসোপুস নামক একটি স্রোতস্বিনী থেকে; তারপর সেটি এগিয়ে গেছে একটি গিরিখাত বরাবর এবং শেষ হয়েছে এসে আলপিনাসে। এ পাহাড়টিকেও রাস্তাটির মতোই বলা হয় এনোপিয়া; ম্যালিস থেকে এলে এ আলপিনাসেই পড়ে লক্রীয়ানদের প্রথম বসতি; এটি 'ব্ল্যাক বার্টন স্টোন' নামক একটি টিলার কাছে এবং মার্কোপিসদের বসতির সন্নিকটে অবস্থিত। এখানেই রয়েছে গিরিপথটির সঙ্কীর্ণতম অংশটি।

ইরানিরা এসোপুস অতিক্রম করে এ পার্বত্য পথটি ধ'রে। ওরা রাতের বেলা মার্চ্ করে অগ্রসর হয় — ডান পাশে ওয়েটা পাহাড় এবং বাঁ দিকে ট্রাখিসের পর্বতমালা রেখে। খুব ভোরে ওরা গিরিসঙ্কটের চূড়ায় সেই স্থানটিতেই গিয়ে ওঠে যেখানে ফকীয়ানরা একহাজার সৈন্য নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলো — যার কথা পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, রাস্তাটির উপর নজর রাখা এবং তাদের দেশটির রক্ষার জন্য। ফকীয়ানরা এ কাজের জন্য তৈরি ছিলো, বলা যায়, স্বেচ্ছায় ওরা লিওনিদাসের জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো, কারণ ওরা জানতো, আমার পূর্ব বর্ণনামতো, এতে করে থার্মোপলির গিরিপথটি রক্ষা করা হচ্ছে।

পর্বতমালার এই অংশটি ওক অরণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত বলে ইরানিরা যখন পাহাড়ে উঠলো তখন কেউ দেখতে পায়নি। যখন ওরা একেবারে চূড়ায় পৌঁছে গেলো তখনই ফকীয়ানরা ওদের আগমন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। কারণ, তখন, বাতাসের নিঃশ্বাসমাত্রও ছিলো না; ফলে, মার্চ্ ক'রে এগিয়ে যাওয়া সৈন্যদের পা ঝরে-পড়া শুকনা পাতার উপর খসখস মরমর ধ্বনি তোলে। লাফিয়ে ওঠে ফকীয়ানরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন তৈরি হওয়ার চেষ্টা করছে সেই মুহূর্তেই শত্রুসৈন্য তাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। ওদের বাধা দেয়ার জন্য যে ফৌজ তৈরি হচ্ছিল তাদের দেখে ইরানিরা বিস্মিত হলো। ওরা কোনো বাধাই প্রত্যাশা করেনি। এখানে একদল লোক তাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিলো। হাইদার্নেস ইফিয়াল্তেসকে জিজ্ঞেস করলেন — ওরা কারা? কারণ তাঁর মনে এই প্রথম অস্বস্তিকর চিন্তার উদয় হয়েছিলো যে, ওরা সম্ভবত স্পার্টান। কিন্তু আসল বিষয় জানার পর তিনি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হলেন। ইরানিদের তীর দ্রুত এবং মুসলধারে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। ফকীয়ানরা মনে করলো ওরাই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। তাই ওরা ত্বরিত গতিতে সরে গিয়ে পাহাড়ের একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে আরোহণ করলো এবং সেখানেই ধ্বংসের মোকাবেলায় তৈরি হলো। ইফিয়াল্তেস এবং হাইদার্নেসের নেতৃত্বে ইরানিরা কিন্তু ওদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে নিম্নগামী পথ বেয়ে ওদের অতিক্রম করে গেল।

থার্মোপলিতে গ্রীকরা, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের মৃত্যু নেমে আসছে এর প্রথম হুঁশিয়ারি সঙ্কেতটি ঋষি ম্যাজিস্তিয়াসের কাছ থেকে পেয়েছিলো। তিনি বলির

প্রাণীর মধ্যেই ওদের ধ্বংসের লিখন পড়তে পেরেছিলেন। তাহাড়া, দলত্যাগী সৈন্যরাও রাতের বেলা আসতে শুরু করেছিলো পেছন দিক থেকে, তাদের আক্রমণ করার জন্য ইরানিরা আগিয়ে আসছে এ খবর নিয়ে, এবং ঠিক যখন ভোর হচ্ছিলো সে সময়ই প্রহরীরা ছুটে এলো পাহাড়ের উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি আলোচনা বৈঠক বসলো। কিন্তু মতের ব্যাপারে ওরা বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউ কেউ বললো, কিছুতেই তাদের অবস্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। অন্যরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত ব্যক্ত করলো। এর ফলে সৈন্যবাহিনী দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়লো; কেউ কেউ ফৌজ ত্যাগ করলো এবং তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলো। অন্যরা লিওনিদাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি হলো।

আরেকটি কাহিনী থেকে জানা যায়, লিওনিদাস নিজেই তাঁর ফৌজের একটি অংশকে ডিসমিস করে দিয়েছিলেন ওদের জান রক্ষা করার জন্য। তবে তাঁর অধীনস্থ স্পার্টার যে সব সৈন্য প্রথমে এসেছিলো তাদের অবস্থানটি রক্ষা করার জন্য তাদের পক্ষে অবস্থান ত্যাগ করা অশোভন হতো। আমার মনে হয়, তিনি যখন দেখতে পেলেন ওদের যুদ্ধ করবার মন নেই এবং বিপদে তাদের নিজেদের অংশ নিতে অনিচ্ছুক তখন তিনি ওদের ডিসমিস করে দেন; একই সঙ্গে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ তাঁকে তাঁর অবস্থান পরিত্যাগ করতে নিষেধ করে। বাস্তবিকই, নিজের অবস্থানে থেকে গিয়ে তিনি পশ্চাতে রেখে গেছেন এক মহৎ সুনাম; এবং স্পার্টাও হারায়নি তার সমৃদ্ধি, যা ঘটতে পারতো অন্য পন্থা গ্রহণ করলে; কেননা, যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই পরামর্শ দিতে অনুরুদ্ধ হয়ে দৈবজ্ঞ স্পার্টানদের বলেছিলেন — হয় তাদের নগরী বিদেশী কর্তৃক পর্যুদস্ত হবে, আর না হয় তাদের একজন বাদশা হবেন নিহত। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি একটি ষষ্ঠ মাত্রিক শ্লোকের আকারে দেয়া হয়। এবং সেটি নিম্নরূপ :

> হে বিশাল স্পার্টার অদিবাসীবৃন্দ, তোমাদের ভাগ্যের কথা শোনো —
> হয় তোমাদের মশহুর বৃহৎ নগরী লণ্ডভণ্ড হবে পারসীউসের পুত্রদের হাতে
> আর তা না হলে, গোটা ল্যাসিদিমন মাতম করবে
> হিরাক্লিসের বংশের একজন নৃপতির মৃত্যুর জন্য
> কারণ, সিংহ অথবা বৃষের শক্তি পারবে না তাকে রুখতে;
> শক্তির মোকাবেলায় শক্তি; কারণ, সে তো শক্তিমান জিয়ূসের শক্তিতে —
> এবং সে থামবে না, যতক্ষণ না এ দুয়ের একটিকে সে গ্রাস করেছে।"

আমি বিশ্বাস করি, এই দৈববাণীর চিন্তা এবং তার সঙ্গে স্পার্টানদের জন্য এমন একটি সম্মানের ভাণ্ডার রেখে যাওয়ার ইচ্ছা, যাতে অন্য কোনো নগরীর অংশ থাকবে না, লিওনিদাসকে পূর্বোক্ত সৈন্যদের ডিসমিস করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। আমি মনে করি না যে, মতভেদের কারণে ওরা দলত্যাগ করেছিলো অথবা বিনা আদেশেই চলে গিয়েছিলো। অধিকন্তু আমার এ অভিমতে আমি একার্নিয়ার ঋষি মেজিয়াসতিয়াসের উক্তি থেকেও প্রবল সমর্থন পাচ্ছি। এই ঋষি তার বলির পশুগুলি পরীক্ষা করে আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন। বলা হয়, মেজিস্তিয়াস মেলাম্পুসের বংশধর। তিনি

ফৌজের সঙ্গেই ছিলেন এবং থার্মোপলি ত্যাগ ক'রে ফৌজের দুর্ভাগ্য থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য লিওনিদাসের আদেশ তিনি খুব সরলভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যেতে রাজি হলেন না; তার বদলে তিনি একমাত্র পুত্র, যে ফৌজে কাজ করতো, তাকে সরিয়ে দিলেন।

এভাবে লিওনিদাসের নির্দেশে সম্মিলিতবাহিনীর ফৌজ নিজ নিজ অবস্থান ত্যাগ করে এবং গিরিপথ থেকে সরে পড়ে। কেবল থেসপীয়ান এবং থিবীয়ানরাই স্পার্টানদের সঙ্গে থেকে গেলো। লিওনিদাস থিবীয়ানদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিম্মি হিসেবে আটক রাখেন। পক্ষান্তরে, অনুগত থেসপীয়ানরা লিওনিদাস ও তাঁর ফৌজকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না, বরং থেকে গিয়ে ওদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো। ওদের সেনাপতি ছিলেন দিয়াদ্রমেসের পুত্র দেমোফিনাস।

ভোরে যার্কসেস উঠন্ত সূর্যের উদ্দেশ্যে শরাব ঢাললেন এবং বাজারটি লোকজনে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। লোকজনে বাজার ভর্তি হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাত্রা শুরু করলেন। ইফিয়ালতেসের পরামর্শ মোতাবেক এ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। কারণ, গিরিসঙ্কট থেকে নিচের দিকে রাস্তাটি অনেক কম এবং অনেক সরাসরি — দীর্ঘ এবং চক্রাকারে উর্ধগামী পথ থেকে। ইরানি বাহিনী যখন আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছে তখন লিওনিদাসের অধীনস্ত গ্রীক ফৌজ এ লড়াই তাদের শেষ লড়াই হবে বুঝতে পেরে গিরিপথের অন্তর্গত প্রশস্ততরো অংশে ধাক্কাধাক্কি করে এতদূর এগিয়ে গেলো যা পূর্বে কখনো করেনি। পূর্বদিনের যুদ্ধে তারা প্রাচীরটি রক্ষা করে আসছিলো এবং প্রাচীরের অন্তরালে থেকে গিরিপথের সঙ্কীর্ণ অংশটিতে ওরা কিছুক্ষণ পরপর হামলা চালিয়েছিলো। কিন্তু আজ তারা সেই সঙ্কীর্ণ জায়গাটি ছেড়ে বের হয়ে পড়লো এবং প্রশস্ততরো এবং অনেক খোলা জায়গায় যুদ্ধ শুরু হলো। হানাদারদের অনেকেই নিহত হলো; ওদের পেছনে থেকে কোম্পানির কমাণ্ডারগণ নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করে ওদের লোকজনদের ঠেলে দিচ্ছিলো সামনের দিকে। অনেকে সমুদ্রে পড়ে ডুবে মরলো, অনেকে বন্ধুবান্ধবদের পায়ের তলায় পড়ে পিষ্ট হলো। কারো মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। গ্রীকরা জানতো, শত্রুরা পাহাড়ি পথ ঘুরে তাদের উপর চড়াও হয়েছে এবং মৃত্যু অনিবার্য। তাই ওরা মরিয়া হয়ে লড়াই করে শত্রুর বিরুদ্ধে — তাদের শক্তির শেষ বিন্দু নিঃশেষ করে। ততক্ষণে তাদের সকল বর্শাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ওরা তখন তরবারি দিয়ে ইরানিদের হত্যা করছিলো।

এই যুদ্ধে এক পুরুষের মতোন পুরুষ হিসেবে লড়াই করে নিহত হলেন। অনেক মশহুর স্পার্টান তাঁর পাশে নিহত হন। ওদের নাম — পুরা তিনশ জন যোদ্ধার নামের মতো — আমি সংগ্রহ করেছি, কারণ ঐ নামগুলি স্মরণীয়। ইরানিদের মধ্যে যারা নিহত হলো তাদের মধ্যেও ছিলেন অনেক সুউচ্চ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, যেমন দুই

ভ্রাতা হ্যাব্রোকোমেস ও হাইপেরান্তেস; এদের দুজনেরই জন্ম দারায়ূসের ঔরসে এবং অর্তানেসের কন্যা ফ্রাতাগুনের গর্ভে*।

লিওনিদাসের লাশ নিয়ে তুমুল সংগ্রাম চললো। চারবার গ্রীক সৈন্যরা শত্রুদের হটিয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত পরম বীরত্বের সঙ্গে ওরা লাশটি টেনে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এভাবেই যুদ্ধ চললো, যতক্ষণ না ইফিয়ালতেস নতুন ফৌজ নিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়লেন। গ্রীকরা যখন বুঝতে পারলো ওরা এসে পড়েছে তখন যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেলো। ওরা গিরিপথের সঙ্কীর্ণ অংশটিতে, প্রাচীরের অন্তরালে পিছু হটে গেলো। এবং একটি দুর্ভেদ্য নিরেট দল হিসেবে অবস্থান নিলো গিরিপথের প্রবেশমুখে — ছোট্ট পাহাড়টির উপর, যেখানে আজো লিওনিদাসের স্মৃতিস্বরূপ পাথরের তৈরি সিংহটি দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মাত্র থিবিসের সৈন্যরাই ওদের সাথে ছিলো না। এখানে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা বাধা দেয় তরবারি নিয়ে, যতক্ষণ তরবারি ছিলো এবং তরবারি যখন ভেঙে গেলো তাদের হাত এবং দাঁত দিয়ে, যতক্ষণ না ইরানিরা ভাঙা দেওয়াল ডিঙিয়ে সম্মুখ দিয়ে এসে ওদের পেছন দিক থেকে ঘেরাও করে, শেষ পর্যন্ত ওদের কাবু করে ফেলে।

ঐ দিন যেসব স্পার্টান এবং থেসপীয়ান প্রবল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো তাদের মধ্যে সাহসের অতি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন স্পার্টার দিয়েনিসেস। বলা হয়, যুদ্ধের আগে ট্রাখিসের এক লোক তাকে বলেছিলো — ইরানিরা এতো বিপুল সংখ্যায় তীর নিক্ষেপ করে যে তা সূর্যকে পর্যন্ত ঢেকে দেয়। দিয়েনিসেস ইরানি ফৌজের ভয়ঙ্কর শক্তির কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কেবল বলেছিলেন : 'ট্রাখিস থেকে এ অপরিচিত লোকটি আমাদের জন্য একটি খুশির খবর বয়ে এনেছে; কারণ, ইরানিরা যদি সূর্যকে ঢেকে দেয় আমরা তার ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো।' দিয়েনিসেস এই ধরনের আরো কিছু উক্তি করেছেন যা লিপিবদ্ধ রয়েছে — যার জন্য মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। দিয়েনিসেসের পরেই সবচাইতে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন স্পার্টার দুভাই আলপিউস এবং ম্যাবোন। ওরা ছিলেন ওর্সিফেন্তাসের পুত্র। থেসপীয়ানদের মধ্যে সর্বোচ্চ খ্যাতি অর্জন করেন হার্মাতিদিসের পুত্র দিথিরাম্বাস।

লাশগুলি যেখানে যেটি পড়লো সেখানেই কবর দেয়া হলো এবং সঙ্গে তাদেরও কবর দেয়া হলো যারা নিহত হয়েছিলো লিওনিদাস যাদের ডিসমিস করেছিলেন তাঁরা গিরিপথ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে।

> তাদের জন্য গোটা ফৌজের সম্মানে রয়েছে এ উৎকীর্ণ লিপি :
> 'এখানে পিলোপসের দেশ থেকে চার সহস্র দাঁড়িয়েছিলো একদা ত্রিশ লক্ষের বিরুদ্ধে'

---

* হিসতাসপিসের পুত্র এবং এরসামাসের পৌত্র আত্তানেস ছিলেন দারায়ূসের ভ্রাতা। ফ্রাতাগুনে ছিলেন অর্তানেসের একমাত্র সন্তান : অর্তানেস তার এই কন্যাকে দারায়ূসের নিকট অর্পণ করার অর্থ হচ্ছে তার সমস্ত সম্পত্তি ও রাজ্য দারায়ূসকে অর্পণ করা।

স্পার্টানদের রয়েছে একটি বিশেষ এপিটাফ :
'যাও, তোমরা যারা পড়তে পারো বলো গিয়ে স্পার্টানদের —
আমরা ওদের হুকুম পালন করেছিলাম —
দিয়েছিলাম প্রাণ'।
ঋষি ম্যাজিসতিয়াসের জন্য রয়েছে নিম্নলিখিত খোদিত লিপি :
'একদা ছিলাম আমি ম্যাজিসতিয়াস, যে বরণ
করেছিলো মৃত্যুকে
যখন মেদী অতিক্রম করেছিলো
স্পার্খিউসের জোয়ার;
আমি জেনেছিলাম মৃত্যু আসন্ন
তবু আমি চাইনি নিজেকে বাঁচাতে
চেয়েছিলাম স্পার্টানদের কবরে অংশী হতে'

মৃতদের সম্মানার্থে এম্ফিকথীয়ানরা খোদিত এপিটাফওয়ালা স্তম্ভগুলি নির্মাণ করেছিলো। তবে ঋষি ম্যাজিসতিয়াসের এপিটাফটি খোদাই করেছিলেন লিওপ্রিপেসের পুত্র সিমোনাইদেশ। বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি এ লিপিটি উৎকীর্ণ করেছিলেন।

তিনশ স্পার্টানের মধ্যে, ইউরিতাস এবং এরিস্তোদেমাস, এ দুজন তখন মারাত্মক চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলো বলে শোনা যায়। এ জন্য লিওনিদাস যুদ্ধের আগে ওদের ফৌজ থেকে খারিজ করে দেন। ওরা রোগমুক্তির জন্য আল্‌পেনী চলে যায়। এ দুজন লোক নিরাপদে স্পার্টা ফিরে যাবার জন্য হয়তো একমত ছিলো। অন্যথায় ওরা এরূপ ইচ্ছা না করলে ওদের বন্ধুদের ভাগ্যই হয়তো ওদেরও বরণ করতে হতো। কিন্তু কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত এ বিষয়ে একমত হতে না পেরে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং ইউরিতাস যখন শুনতে পেলো ইরানিরা পাহাড়ের উপরের পথ ধরে এসে পড়েছে তখন সে তার বর্ম হাযির করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং সেটি গায়ে চড়িয়ে তার ভৃত্যকে বললো — তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভৃত্যটি হুকুম পালন করে এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে ইউরিতাতুস নিহত হয়। এ দিকে এরিস্তোদেমাস দেখতে পেলো যে, সে মোটেই সাহস পাচ্ছে না, তাই সে আল্‌পেনীতেই রয়ে গেলো। এখন কথা হলো, যদি কেবল এরিস্তোদেমাসই তা করে থাকে — সে একাই যদি রুগ্ন অবস্থায় স্পার্টায় ফিরে গিয়ে থাকে — অথবা ওরা দুজনেই যদি একত্রে ফিরে গিয়ে থাকে সে অবস্থায় স্পার্টানরা ক্ষুব্ধ হতো বলে আমি মনে করি না। কিন্তু যেহেতু একজন নিহত হলো এবং অপরজন নিজের জান বাঁচানোর জন্য এমন একটি অযুহাতের আশ্রয় নিলো যার আশ্রয় দুজনই নিতে পারতো — সে কারণে ওরা এরিস্তোদেমাসের প্রতি ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে নি।

এরিস্তোদেমাস কি করে স্পার্টায় ফিরে এলো তার আরেকটি ব্যাখ্যা আছে। এ ব্যাখ্যামতে তাঁকে একটি বার্তাসহ তাঁবু থেকে পাঠানো হয় এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য সময় মতো ফিরে আসা যদিও তার পক্ষে সম্ভব ছিলো তবু ইচ্ছকৃতভাবেই সে পথে

কালক্ষেপ করতে থাকে এবং এভাবে নিজের জান বাঁচায়। অথচ যে লোকটি তার সঙ্গে বার্তা নিয়ে তার সহগামী হয়েছিলো সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিহত হয়। যাই হোক, এরিস্তোদেমাস যখন ফিরে এলো তখন তার ভাগ্যে জুটলো তিরস্কার এবং বেইজ্জতি; কোনো স্পার্টানই তাকে আগুন জ্বালাবার আগুন দিলো না। কেউ তার সঙ্গে কথা বললো না। লোকে তার নাম দিলো কাঁপনেওয়ালা — ভীতু। অবশ্য পরে সে প্রতিবার যুদ্ধে এসব কিছুর জন্যই ক্ষতিপূরণ করে।

ঐ ৩০০ জনের মধ্যে প্যান্তাইতিস নামক আরো একজন বেঁচে ছিলো বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তাকে একটি বার্তাসহ পাঠানো হয়েছিলো থেসালিতে এবং স্পার্টায় ফিরে এসে সে এতো অপমানিত হয় যে, সে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে বসে।

লিওনতিয়াদিসের অধীনে থিবীয়ান সৈনিকরা ফৌজের সঙ্গে কিছুকাল অপেক্ষা করে এবং তারা যে শত্রুর প্রতিরোধ করছে এরকম একটা লোকদেখানো প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যেই তারা বুঝতে পারলো পরিস্থিতি ইরানিদের অনুকূলে চলে যাচ্ছে তখনই ওরা একটি ছোট্ট পাহাড়ে লিওনিদাসের ত্বরিত পশ্চাদপসরণের সুযোগে সৈন্যবাহিনী থেকে সরে পড়ে। ঐ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে লিওনিদাস তার শেষ লড়াই লড়েছিলেন। থিবীয়ানরা ওখান থেকে সরে পড়ে দুহাত প্রসারিত করে দুশমনদের দিকে এগিয়ে যায় চিৎকার ক'রে বলতে বলতে যে, ইরানের স্বার্থের প্রতি আগ্রহবশত ওরাই প্রথম বাদশাকে মাটি এবং পানি দিয়েছিলো এবং বাদশাহর যে ক্ষতি করা হয়েছে তাতে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই। কারণ, তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থার্মোপলিতে এসেছে। এ দাবি সত্যই সঠিক ছিলো। পরে যখন এর সমর্থনে থেসালীয়ানদের সমর্থন পাওয়া গেলো তাতে ওরা প্রাণে বেঁচে গেলো। যাই হোক, সব ব্যাপারেই তাদের এরূপ সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি। কারণ, ওরা যখন প্রথম ইরানিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আসছিলো তখনই ওদের কিছু সংখ্যক সৈনিক নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সবাইকে যার্কসেসের আদেশে রাজকীয় চিহ্নে দাগিয়ে দেয়া হলো। ওদের কমাণ্ডার লিসতিয়াদেসও বাদ গেলেন না। পরে তার পুত্র ইউরিমেকাস প্লাতীআনদের হাতে নিহত হন, যখন তিনি ৪০০ থিবীয়ান সৈন্য নিয়ে প্লাতিআ দখল করার জন্য আক্রমণ করেছিলেন।

থার্মোপলিতে গ্রীকদের যুদ্ধের কাহিনী মোটামুটি এইরূপ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যার্কসেস দেমারাতুসকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, 'দেমারাতুস, আপনি একজন মহৎ লোক, আপনার কথার সত্যতাই তা প্রমাণ করে। আপনি যেভাবে ঘটবে বলেছিলেন সেভাবেই প্রত্যেকটি ব্যাপার ঘটেছে। এখন বলুন, আর কতজন ল্যাসিদিমনীয়ান অবশিষ্ট রয়েছে? এবং এই যে সৈন্যগুলি নিহত হয়েছে এদের মতো ভালো যোদ্ধা ল্যাসিদিমনীয়ানদের মধ্যে আর কতো আছে? কিম্বা ওদের সবাই কি একই রকম চমৎকার যোদ্ধা?

'মহাত্মন', দেমারাতুস জবাব দেন, 'ল্যাসিদিমনে আরো বহু লোক এবং শহর রয়েছে। কিন্তু আসলে আপনি যা জানতে চান আমি এখন তা আপনাকে বলবো : ঐ দেশে স্পার্টা নামে একটি শহর আছে। ওখানে প্রায় ৮০০০ পুরুষ আছে। ওরা সকলেই যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলো তাদের সমান যোদ্ধা। অন্যান্য লোকেরা যোদ্ধা হিসেবে ওদের সমান নয়। তবু ওরা ভালো যোদ্ধা।'

যার্কসেস একথা শুনে বললেন, 'দেমারাতুস' আপনি বলুন, এই লোকগুলিকে পরাভূত করার সহজতম উপায় কি? আপনি এককালে ওদের রাজা ছিলেন। কাজেই ওদের কলা-কৌশলের ভেতর-বাহির সব আপনি জানেন।'

জবাবে দেমারাতুস বলেলেন, 'মহোদয়, আপনি যদি সত্যি আমার পরামর্শ আন্তরিকভাবে কামনা করেন, আমার মতে সর্বোত্তম পন্থা কি তা আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য। ধরা যাক, নৌবহরটিতে আপনি ৩০০ রণতরী পাঠাচ্ছেন ল্যাসিদিমনে। উপকূলের অদূরেই রয়েছে সাইতেরা নামক একটি দ্বীপ। খিলোন, যাঁর মতো জ্ঞানী মানুষ আমাদের মধ্যে কখনো জন্মায় নি, একবার বলেছিলেন : এই দ্বীপটিকে যদি সমুদ্রের নিচে তলিয়ে দেয়া যায় তাহলে তা স্পার্টানদের জন্য কল্যাণকর হবে। কারণ, তিনি সবসময়েই আশঙ্কা করতেন আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিতে যাচ্ছি এ দ্বীপ এরকম একটি সুযোগই শত্রু সৈন্যকে করে দেবে। তিনি যে আপনার আক্রমণ আগাম দেখেছিলেন তা নয় — যে কোনো দিক থেকে, যে কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা তাকে আতঙ্কিত করেছিলো। তাহলে আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে এই, আপনার রণতরীগুলির ঘাঁটি হোক এই সাইতেরা দ্বীপ এবং এখান থেকেই ল্যাসিদিমনের উপর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে থাকুক। বলা যায় তারা নিজেরাই যখন তাদের নিজেদের গৃহদ্বারের কাছেই যুদ্ধের সম্মুখীন তখন আপনার এ আশঙ্কার কারণ নেই যে, এরা অন্য গ্রীকদেরকে সাহায্য করতে উৎসাহ পাবে — যখন আপনার বাহিনী ঐ সব গ্রীককে পরাভূত করার যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে, আপনি যদি এ পরিকল্পনার বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আপনার জন্য অধিকতর বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, পিলোপোনিসে একটি সঙ্কীর্ণ অন্তরীপ রয়েছে এবং সেখানে আপনি দেখতে পাবেন গ্রীসের ঐ অঞ্চলের যে সব সৈন্য আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য জোট বেঁধেছে তারা সকলেই অবস্থান করছে। এর ফলে, এখন পর্যন্ত আপনার যেসব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মোকাবেলা আপনাকে করতে হবে। কিন্তু আপনি যদি আমার উপদেশ গ্রহণ করেন এই অন্তরীপটি এবং পিলোপোনিসীয়ান সকল শহর আপনার হস্তগত হবে — কোনো আঘাত ছাড়াই।'

এ পর্যায়ে এসে কথাবার্তা যার্কসেসের ভাই এবং নৌবহরের কমাণ্ডার ওখিমেনেস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিলো যার্কসেস না শেষে দেমারাতুসের প্রস্তাব গ্রহণ করে বসেন। তিনি বললেন, "মহাত্মন, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি এমন একজন লোকের দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দিচ্ছেন, যে আপনার

সাফল্যে আপনার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এবং সম্ভবত সে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকও। এই লোকটি একজন খাঁটি গ্রীক এবং এভাবে ব্যবহার করতেই ওরা ভালোবাসে। যে কোনো জনের সৌভাগ্যে ওরা ঈর্ষা করে এবং তাদের শক্তির চেয়ে বৃহত্তর যে কোনো শক্তিকে ঘৃণা করে। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন আমাদের ৪০০ রণতরী ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হয়েছে, তখন আরো ৩০০ রণতরীকে আলাদা করে পিলোপোনিস ঘুরে সফর করবার জন্য পাঠালে, শক্তিতে শত্রু আমাদের সমান হয়ে পড়বে। নৌবহরটি যদি এভাবে ভাগ না ক'রে একত্র সংহত রাখেন তাহলে ওরা কিছুতেই মোকাবেলা করতে সাহস পাবেনা;সংখ্যার বৈষম্যই শত্রুর জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। তাছাড়া, নৌবহর এবং সৈন্যবাহিনী যদি পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং একসাথে অগ্রসর হয় তাহলে ওরা পরস্পরকে সাহায্য করতে ক্ষমতা দেবে। ওদের যদি আলাদা করেন তাহলে আপনি আর কখনো রণতরীর কাজে আসবেন না এবং নৌবহরও আপনার কাজে আসবে না। আপনার উচিত হবে, সুষ্ঠুভাবে আপনার নিজের পরিকল্পনা গ্রহণ — শত্রু সম্পর্কে দুর্ভাবনা থাকার অথবা ওরা কি করবে, ওরা কতোজন, কিংবা মোকাবেলার জন্য ওরা কোন স্থান বেছে নেবে, এসব বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা করার অবকাশ নেই। ওরা ওদের বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষমতা যথেষ্টই রাখে, ঠিক যেমন আমরা আমাদের বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করছি। স্পার্টানরা যদি আমাদের সঙ্গে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তৈরি হয়, তাহলে ইতিমধ্যেই ওদের যে যখম হয়েছে নিশ্চয়ই তা আর শুকাবে না।"

যার্কসেস এ কথা শুনে বললেন, "ওখিমিনেস, আমি মনে করি তুমি ঠিকই বলেছো এবং আমি তোমার পরামর্শ ঠিকই গ্রহণ করবো। যাই হোক, দেমারাতুসের অভিমত তোমার অভিমতের মতোই অতোটা ভালো হলেও সে আমার জন্য যা সবচেয়ে ভালো মনে করে সরল বিশ্বাসে তাই বলেছে। সে গোপনে গোপনে আমার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করছে, তোমার এ বক্তব্য আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। অতীতে বিভিন্ন সময়ে সে যা বলেছে তাতে আমি তার আনুগত্যের প্রমাণ পেয়েছি। তা ছাড়া, একটি সুপরিচিত সত্য এই যে, মানুষ তার পাশের বাড়ির পড়শিকে প্রায়ই ঘৃণা করে এবং তার সাফল্যে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে এবং প্রতিবেশী যদি তার কাছে পরামর্শ চায় সে তখনো প্রতিবেশীর জন্য যা সবচাইতে সাহায্যকর হবে বলে মনে করে তাকে তা বলবে না — অবশ্য যদি না সে বিরল মহৎ গুণের অধিকারী হয়। কিন্তু এমন লোক খুব কমই মেলে। কিন্তু একই শহরের বিভিন্ন মানুষের সম্পর্ক থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ তার বিদেশী বন্ধুর সৌভাগ্যে সহানুভূতিতে ভরপুর এবং সবসময়ই তাকে তার সাধ্যমতো সর্বোত্তম উপদেশ দিয়ে থাকে। দেমারাতুস একজন বিদেশী এবং আমার মেহমান। তাই ভবিষ্যতে সবাই তার কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকলে আমি খুশী হই"।

এ আলাপ আলোচনার পর যার্কসেস নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন লাশগুলি দেখার জন্য। তাকে যখন বলা হলো, লিওনিদাস ছিলেন স্পার্টার রাজা এবং স্পার্টান ফৌজের অধিনায়ক, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর ধড় থেকে মাথাটা কেটে, মাটিতে পোঁতা একটি

শূলদণ্ডের উপর সেটি স্থাপন করতে। সংখ্যায় আরো অনেক বেশি প্রমাণ থাকলেও আমার মতে এটিই হচ্ছে বড়ো প্রমাণ যে, লিওনিদাস যতোদিন বেঁচে ছিলেন যার্কসেস অন্য যে কোনো মানুষের চাইতে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতরো ক্রোধ পোষণ করতেন। তা না হলে, লিওনিদাসের মৃতদেহের এ নীতি–বিরুদ্ধ আবমাননা তিনি কিছুতেই করতে পারতেন না। কারণ, আমি আর যতো জাতিকে জানি তাদের সকলের চেয়ে ইরানিরাই সাধারণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য মশহুর ব্যক্তিদের অনেক বেশি সম্মান করে থাকে। যাই হোক, যার্কসেসের আদেশ কার্যকর হলো।

আমি এখন আমার কাহিনীর যেখানটিতে একটি বিষয় উল্লেখ করা থেকে বিরত ছিলাম সেখানে ফিরে যাচ্ছি। স্পার্টানরাই প্রথম এখবর পায় যে, যার্কসেস গ্রীসের বিরুদ্ধে এক আভিযান প্রেরণের জন্য তৈরি হচ্ছেন। এ খবর পেয়ে ওরা ডেলফির দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠায় এবং সেখানে, কিছুক্ষণ আগে আমি যে জবাবের কথা উল্লেখ করেছি, ওরা দৈবজ্ঞের কাছ থেকে সেই জবাব পায়। ওরা যেভাবে এ সংবাদটি পায় তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি অনুমান করি এবং এরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, এরিস্তোনের পুত্র দেমারাতুস, যিনি ইরানে নির্বাসিত ছিলেন, স্পার্টানদের সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। তাই, এ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি যা করেছিলেন তা কি মাহাত্ম্য বশে করেছিলেন, নাকি বিদ্বেষজাত তৃপ্তির কারণে করেছিলেন। যাই হোক, তার নিকট যখন সুসায় এ খবর পৌঁছলো যে যার্কসেস গ্রীস আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করেছেন তখন তিনি মনে করলেন, এ খবরটি তাকে স্পার্টায় অবশ্যই পাঠাতে হবে। যেহেতু ধরা পড়ে যাবার বিপদ ছিলো ভয়ানক তাই একটিমাত্র উপায়ই তাঁর জন্য ছিলো, যাতে করে তিনি বার্তাটি পাঠাতে পারেন। সে উপায়টি ছিলো : একজোড়া ভাঁজ করা কাঠের চাকতির উপরকার মোম চেঁছে তুলে ফেলতে হবে, নিচের চাকতির উপর যার্কসেস যা করার ইচ্ছা করেছেন তা লিখতে হবে এবং চাকতির লিখন আবার মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে চাকতিগুলি আপাতদৃষ্টিতে অলিখিত মনে হবে। রাস্তায় প্রহরীদের কাছে ধরা পড়ে বিপদের কোনো কারণ হবে না। খবরটি যখন উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছলো এ রহস্য সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারলো না, যতোক্ষণ না গোর্গোর কন্যা, লিওনিদাসের স্ত্রী এটি আবিষ্কার করলেন এবং অন্যদের বললেন যে, ওরা যদি মোম চেঁছে ফেলে তাহলে নিচে কাঠের উপর কিছু লিখিত দেখতে পাবে। তাই করা হলো। ফলে লেখাটি বের হয়ে পড়লো এবং তার পাঠোদ্ধার করা হলো। পরে অপরাপর গ্রীকদের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়া হলো। যাই হোক, যা ঘটেছিলো তার কাহিনী এই।

অষ্টম খণ্ড

গ্রীক নৌবহরের মধ্যে ছিলো এথেন্সের ১২৭টি জাহাজ, কোরিন্থের ৪০টি, মেথারার ২০টি, ঈজিনার ১৮টি, সিসিওনের ১২টি, স্পার্টার ১০টি, এ্যাপিদৌরুসের ৮টি, ইরিত্রিয়ার ৭টি, ট্রয়জেনের ৫টি, স্টাইরার ২টি এবং সিওসের ২টি জাহাজ। এছাড়া, এথেন্স থেকে যোগ দিয়েছিলো আরো ২০টি জাহাজ — যেগুলির মাল্লা ছিলো সিওসের ঃ সিওসের ২টি জাহাজের সঙ্গে ছিলো ৫০ দাঁড়ের দুটি নৌ-যান। এথেন্সের ১২৭টি জাহাজের লোকজন ছিলো অংশত প্লাতীআর। ওরা ওদের সাহস এবং দেশপ্রেমের জোরেই এসব জাহাজের দায়িত্ব নিয়েছিলো — যদিও সমুদ্র সম্পর্কে সকল বিষয়েই ওরা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই বিরাট নৌবহরে ওপুসের লোক্রীয়ানরা ৭টি বৃহৎ নৌ-যানের একটি স্কোয়াড্রন সরবরাহ করে।

তাহলে, এ রাষ্ট্রগুলিই আর্টেমিজিয়ামে রণতরী পাঠিয়েছিলো। ওদের প্রত্যেকের প্রদত্ত রণতরীর সংখ্যা আমি উল্লেখ করেছি। নৌ-যানগুলি বাদ দিলে নৌবহরের যুদ্ধ জাহাজের মোট সংখ্যা ছিলো ২৭১টি। এই রণতরীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্পার্টার ইউরিক্লিদেসের পুত্র ইউরীবিআদেস। মিত্রশক্তির অন্যান্য সদস্য ল্যাসিদিমনিয়ার একজন কমান্ডারকে নিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছিলো। তারা ঘোষণা করেছিলো একজন এথেনীয়ানের অধীনে কাজ করার চাইতে তারা বরং অভীষ্ট অভিযান সম্পূর্ণ বানচাল করে দেবে। প্রথম থেকেই, এমন কি, সম্মিলিত শক্তিতে সিসিলিকে যোগ দিতে বলার আগেই, কথাবার্তা চলছিলো অধিনায়কত্বের দায়িত্ব এথেন্সকে দেওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে। কিন্তু সম্মিলিতবাহিনীর রাষ্ট্রগুলি এ প্রস্তাব খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। এথেনীয়ানরা জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নিজেদের দাবি প্রত্যাহার করে, কারণ তারা জানতো অধিনায়কত্ব নিয়ে বিবাদের অর্থ হবে গ্রীসের সমূহ ধ্বংস। ওদের সিদ্ধান্ত ছিলো খুবই সঠিক। কারণ, শান্তির চাইতে যুদ্ধ যে রকম মন্দ, ঠিক একই অনুপাতে, সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার চাইতে কোনো দেশে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংঘর্ষজাত দুর্ভোগ-দুর্দশাও মন্দ। অনৈক্যের ফলে যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার উপলব্ধিই ওদেরকে দাবি প্রত্যাহারে বাধ্য করে এবং যতোদিন ওদের সাহায্য গ্রীসের জন্য অপরিহার্য মনে হলো ততোদিন ওরা এই মতই অনুসরণ করে চলে। ওদের পরবর্তী কার্যক্রমের দ্বারা এ বিষয়টি অরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ ইরানিরা যখন গ্রীস থেকে বিতাড়িত হলো এবং যুদ্ধক্ষেত্র স্থানান্তরিত হলো ইরানের অভ্যন্তরে, তখন এথেনীয়ানরা পাউসনীয়ানদের দুঃসহ আচরণকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে — অধিনাকয়ত্ব থেকে ল্যাসিদিমনীয়ানদের বঞ্চিত করবার জন্য।

আর্টেমিজিয়ামে পৌঁছে যখন গ্রীকরা দেখতে পেলো এক বিরাট ইরানি নৌবহর অ্যাফেতাইতে অবস্থান করছে এবং আশেপাশের সমুদয় এলাকা ফৌজে পূর্ণ তখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো — ওরা ইরানিদের বিষয়ে যা প্রত্যাশা করেছিলো পরিস্থিতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা ভীত–বিহ্বল হয়ে পড়লো এবং আর্টেমিজিয়াম পরিত্যাগ করে গ্রীসের অভ্যন্তরে পালিয়ে নিজেদের বাঁচাবার কথা ভাবতে লাগলো। এতে ইউবোইয়রা ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। যেমনি ওরা গ্রীকদের মনে কি ভাবনা কাজ করছে তা বুঝতে পারলো অমনি ইউরীবিআদেসের নিকট কাতর মিনতি শুরু করলো — যেন নিদেনপক্ষে ততোটা সময় তিনি এখানে অবস্থান করেন যে সময়ের মধ্যে ওরা ওদের ছেলেমেয়ে এবং চাকর–বাকরদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ইউরীবিআদেস রাজি হলেন না। তখন ওরা এথেনীয়ান কমান্ডার থেমিস্টোক্লিসের শরণাপন্ন হলো এবং তাকে ৭০০০ পাউণ্ড ঘুষ দিলো। এই ঘুষ খেয়ে থেমিস্টোক্লিস এরূপ ব্যবস্থা করলেন যাতে গ্রীক নৌবহর ইউবোইয়ার উপকূলে অবস্থান করে সেখানে যুদ্ধ ক'রে। থেমিস্টোক্লিস তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেন তা এই ঃ তিনি যেন ইউরীবিআদেসকে তার নিজের নিকট থেকে একটি ব্যক্তিগত উপহার পাঠাচ্ছেন; আসলে তিনি ইউরীবিআনদের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিলেন তারই এক ষষ্ঠাংশ উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। ইউরীবিআদেসের সম্মতি লাভের জন্য এই ছিলো যথেষ্ট। অন্যান্য কমান্ডারের মধ্যে কেবল একজনই তখন ইতস্তত করছিলো। এই কমান্ডারের নাম হচ্ছে কোরিন্থের ওকাইতুসের পুত্র এদীবান্তস; সে প্রকাশ্য ঘোষণা করে দিলো সে তার যুদ্ধ জাহাজগুলি নিয়ে আর্টেমিজিয়াম থেকে সরে পড়বে।

থেমিস্টোক্লিস একই উদ্দেশ্যে বললেন, শপথ ক'রে — "না, আমাদের বিপদে রেখে তুমি কখনো সরতে পারবে না। তুমি আমাদের পরিত্যাগ করলে ইরানের বাদশাহ্ তোমাকে যে উপহার দেবেন, তার চাইতে বড়ো উপহার আমরা তোমাকে দেবো যদি তুমি আমাদের সাথে অবস্থান করো।" এবং বিলম্ব না ক'রে তিনি এদিমান্তসের জাহাজে তিন ট্যালেন্ট রূপা পাঠিয়ে দিলেন, যার মূল্য প্রায় ৭০০ পাউণ্ডের সমান। এভাবে এদিমান্তস এবং ইউরীবিআদেস দুজনেই ঘুষের শিকার হয়ে পড়েন এবং ইউরীবিআদেসের বাসনা পূর্ণ হয়। এই ব্যবসাতে থেমিস্টোক্লিসের লাভ মন্দ হলো না — কারণ বাকি অর্থ তিনি নিজেই রেখে দিলেন। কেউ জানতে পারলো না যে থেমিস্টোক্লিস এ অর্থ হাত করেছেন এবং যে দুজন তাদের অংশ পেলো তারা ভাবলো এই অর্থ এথেন্স থেকে এ বিশেষ উদ্দেশ্যেই এসেছে। এসব ঘটনার কারণেই গ্রীক ফৌজ ইউবোইয়ান উপকূলে ইরানিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এখন যুদ্ধের বিবরণ শুনুন।

পারসীয়ানরা বিকালে সকাল সকাল আফেতাইতে পৌঁছানোর পর ওরা পূর্বে যার রিপোর্ট পেয়েছিলো তা দেখতে পেলো ঃ আর্টেমিজিয়ামে এক ক্ষুদ্র গ্রীক ফৌজ একত্রিত হয়েছে। তারা তখনই গ্রীক জাহাজগুলি দখল করার আশায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লো। তবে, প্রকাশ্যে আক্রমণ করার জন্য প্রথমেই অগ্রসর হওয়া তাদের জন্য

যুক্তিপূর্ণ মনে হলো না। কারণ, গ্রীকরা তাদের আসতে দেখলে পালাবার চেষ্টা করতে পারে। তারপর, অন্ধকার নেমে এলে ওরা একদম খাপছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু তা হতে দেয়া হবে না। কারণ, পারসীয়ানরা স্থির করেছিলো একজন মশালচিকেও জ্যান্ত পালাতে দেয়া হবে না। এ লক্ষ্য অনুসারে প্ল্যান ক'রে ওরা দুশ' রণতরীর একটি স্কোয়াড্রন পাঠায়। ওদের নির্দেশ দেয়া হলো, শত্রু যাতে ওদের দেখতে না পায় সেজন্য জাহাজগুলি সিয়াতুসের বাইরে চলে যাবে। তারপর দক্ষিণমুখী হয়ে ইউবোইয়া প্রদক্ষিণ করবে এবং ক্যাপারিউস ও জেবাইসতাস হয়ে ইউরিপাসে প্রবেশ করবে। ওদের লক্ষ্য ঃ এভাবে ওরা গ্রীকদের ফাঁদে ফেলে ধরবে — একটি স্কোয়াড্রন ওদের ধরবে পেছন দিক থেকে এবং পিছু হটার পথ বন্ধ করে দেবে এবং বহরের বাকি জাহাগুলি ওদের চাপ দেবে সম্মুখ দিক থেকে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ওরা দুশ' জাহাজ পাঠালো। কিন্তু নৌবহরের মূল অংশটি সেখানেই অবস্থান করতে থাকলো, কারণ, সেদিনই, কিংবা যতক্ষণ না তারা সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝতে পেরেছে ইউরোপাস থেকে আগত স্কোয়াড্রনটি এসে পৌছে গেছে ততক্ষণ আক্রমণ করার ইচ্ছা তাদের ছিলো না। ইত্যবসরে আফেতাইতে মূল বহরটি রিভিউ করা হলো এবং এ রিভিউ যখন চলছিলো তখন এক মজার ব্যাপার ঘটলো। ইরানি ফৌজে শিওনের সিলিয়াস নামক এক লোক কাজ করতো। সে তার সময়ে সবচেয়ে দক্ষ ডুবুরি হিসেবে খ্যাত ছিলো। এ লোকটি পেলিয়ামে ইরানি জাহাজগুলি বিধ্বস্ত হওয়ার পর তার প্রভুদের জন্য বিপুল পরিমাণ মহামূল্য সম্পদ উদ্ধার করে, এবং নিজেও বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করে। কিছুকাল ধরে সে দলত্যাগ করে গ্রীকদের সাথে মিলিত হওয়ার ধান্ধায় ছিলো। কিন্তু এতোদিন কোনো সুযোগ আসেনি। সে যে কি করে গ্রীকদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলো তা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারবো না। এ ব্যাপারে সাধারণত যে বিবরণটি গৃহীত হয়ে থাকে তাও সন্দেহজনক। কারণ, এ বর্ণনামতে সে আখিতাইয়ের নিকট পানিতে ডুব দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আর্টেমিজিয়ামে এসে পৌছলো ততক্ষণ সে মাথা ভাসায়নি। অথচ এই দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব দশ মাইল। সিলিয়াস সম্পর্কে একটি ছাড়াও আরো কয়েকটি গালগল্প প্রচলিত আছে এবং কিছু সত্য কাহিনীও আছে। এইমাত্র যে কাহিনীটি আমি উল্লেখ করেছি এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, সে একটি নৌকা করে আর্টেমিজিয়ামে এসেছিলো। যেভাবেই হোক সে যে এসেছিলো এতে সন্দেহ নেই এবং পৌছেই, সময় নষ্ট না ক'রে, ঝড়ে ইরানি নৌবহর কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে গ্রীক কমান্ডারদের নিকট তড়িঘড়ি তার বর্ণনা করে এবং ইউবোইয়ার চারদিকে যে স্কোয়াড্রনটি প্রদক্ষিণ করছে তার কথা ওদের অবহিত করে।

এই গুপ্ত তথ্য অবহিত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় গ্রীক সেনাপতিরা তা নিয়ে তক্ষুনি আলোচনায় বসলো। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর, ওরা মাঝ রাত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যেখানে ছিলো সেখানেই থেকে যাওয়া স্থির করলো এবং পরে ইউরিপাসের উজান বেয়ে যে পারসীয়ানরা আসছিলো তাদের মোকাবেলা করার জন্য ওরা নৌবহর ভাসিয়ে দিলো। কিন্তু সময় চলে যাওয়ার পরও তারা যখন কোনো বাধার সম্মুখীন হলো

না, তারা পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, পরে ইরানিদের নৌযুদ্ধে পারদর্শিতা ও কৌশল যাচাই করে দেখার জন্য শত্রুর মূল নৌবহরের উপর আক্রমণ চালায়।

যার্কসেসের নৌবহরের কর্মকর্তা ও লোক-লশকর যখন দেখলো এহেন এক সামান্য শক্তি নিয়ে গ্রীকরা তাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে, তারা ভাবলো, লোকগুলি নিশ্চয়ই উন্মাদ এবং তৎক্ষণাৎ তারা এ আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা শুরু করলো যে, শত্রুকে সহজেই বন্দি করতে পারবে। সংখ্যার বৈষম্যের বিচারে এই প্রত্যাশা অযৌক্তিকও ছিলো না, কারণ, গ্রীকদের জাহাজ ছিলো মাত্র কয়েকটি এবং ইরানিদের জাহাজ ছিলো এর কয়েকগুণ বেশি এবং অধিকতর দ্রুতগামীও। এভাবে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওরা শত্রুকে ঘেরাও করবার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করে। আইয়োনীয়ানদের মধ্যে যাদের ইরানি নৌবহরের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিলো, যদিও তাদের সহানুভূতি ছিলো গ্রীসের প্রতি, তবু ক্রমে ক্রমে গ্রীকবাহিনী ঘেরাও হয়ে পড়ছে দেখে ওরা খুবই হতাশ হয়ে পড়ে এবং ওদের প্রকাশ্য দুর্বলতার কারণে ওদের এই বিশ্বাস জন্মালো যে, ওদের মধ্যে একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবেনা। কিন্তু ওদের মধ্যে যারা এই পরিস্থিতিকে শুভ বলে গ্রহণ করেছিলো তারা কিন্তু এথেন্সের একটি জাহাজ দখল ক'রে, যার্কসেসের নিকট থেকে একটি পুরস্কার লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় — কারণ, পারস্য নৌবহরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময় কেবল এথেনীয়ানদের কথাই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছিলো।

আক্রমণের জন্য প্রথম সঙ্কেত পেয়েই গ্রীক স্কোয়াড্রনটি একটি ঘন সন্নিবদ্ধ বৃত্তের রূপ পরিগ্রহ করলো — জাহাজের অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে এবং পেছন কেন্দ্রের দিকে। তারপর, দ্বিতীয় সঙ্কেত পেয়ে ওরা, যেহেতু ওদের কৌশল অবলম্বন ও ছলনার সুযোগ ছিলো সামান্যই, কারণ ওদের জাহাজের অগ্রভাগ ছিলো শত্রুর দিকে, আক্রমণ শুরু করে এবং ৩০টি ইরানি জাহাজ দখল করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধ বন্দিদের মধ্যে ছিলেন খের্সিসের পুত্র এবং সালামিসের রাজা গর্গুসের ভাই ফিলাওঁ এবং শত্রু সৈন্যের মধ্যে মশহুর অন্য একজন। গ্রীকদের মধ্যে প্রথমে যিনি সাফল্য অর্জন করেন তিনি হচ্ছেন একজন এথেনীয়ান, ইসখ্রাইউস্সের পুত্র লাইকোমিদেস। যুদ্ধের পরে বীরত্বের জন্য তিনি পদকে ভূষিত হন।

এযুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি এবং অন্ধকার নেমে আসার পর যুদ্ধ যখন থেমে গেলো তখন গ্রীক বাহিনী আর্টেমিজিয়ামে ফিরে গেলো এবং ইরানিরা — যারা খুবই আঘাত পেয়েছিলো ফিরে গেলো তাদের 'আফেতাই' ঘাঁটিতে। ইরানি ফৌজের মধ্য থেকে একমাত্র গ্রীক যোদ্ধা লেমনিয়ার এ্যান্তিদোরাস যুদ্ধের সময় দলত্যাগ করে তাঁর স্বদেশবাসীর সঙ্গে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে এথেনীয়ানরা সালামিসে তাকে জায়গীর হিসেবে ভূমি দান করে তার প্রতি স্বীকৃতি জানায়।

অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পর — সময়টা ছিলো গ্রীষ্মের মাঝামাঝি — প্রচণ্ড ঝড়-তুফান শুরু হয়। সারারাত ধরে বজ্রপাতের সঙ্গে, ঝড়ের আঘাত চলে পেলিয়ামের দিক থেকে। মৃতদেহ এবং জাহাজের খণ্ড-বিখণ্ড টুকরো আফেতাই পর্যন্ত স্রোতে ভেসে এসে সেখানে অবস্থিত জাহাজগুলির সম্মুখভাগে আটকে যায় এবং সম্মুখে দাঁড়ের যে পাতাই পড়লো তাকেই তা অচল করে দিলো। এতে এবং বজ্রধ্বনির কারণে ইরানি ফৌজের মধ্যে এক ভয়ানক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। ওরা ভাবতে শুরু করলো, ওদের অন্তিম মুহূর্ত এসে পড়েছে। আসলেই ওদের অনেক বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। কারণ, পেলিয়ামে যে ঝড় তাদের এতগুলি জাহাজকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তা থামার পর তারা একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই ওরা সমুদ্রে আরেকটি কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। এবং তারো উপর, ওরা এখন নিক্ষিপ্ত হলো বৃষ্টির প্লাবনের মুখে, সমুদ্রের দিকে ধাবমান ফুলে-ফেঁপে ওঠা স্রোতের মধ্যে, ভয়ংকর বজ্রপাতের কবলে।

আফেতাইয়ের ইরানিদের জন্য এটি ছিলো ভয়ানক দুর্যোগময় রাত্রি — কিন্তু ইউবোইয়ার চারিদিকে পরিক্রমণ করার জন্য যে স্কোয়াড্রনটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তার অবস্থা হলো আরো খারাপ, কারণ ওরা যখন ঝড়ের কবলে পড়লো তখন ওরা ছিলো সমুদ্রে। এর শেষ অবস্থাটি হলো চরম পীড়াদায়ক ঃ কারণ, ওরা যেই মাত্র ইউবোইয়ার অগভীর উপকূল থেকে বের হয়েছে অমনি তুফান এবং বৃষ্টি শুরু হলো এবং প্রত্যেকটি জাহাজ তাড়িত হয়ে অন্ধের মতো সে ঝড়ের মুখে ছুটে গিয়ে স্তূপীকৃত হলো তীরবর্তী পাহাড়ের গায়ে। বস্তুত আকাশ ইরানি নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব কমিয়ে তাকে গ্রীক নৌবহরের সাইজে আনার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করে চললো। অগভীর উপকূলের অদূরের বিপর্যয় সম্পর্কে এ পর্যন্তই আমার বক্তব্য।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয় দেখে আফেতাইয়ের ইরানিরা ভীষণ আনন্দিত হলো। নতুন কোনো ঝুঁকি নেয়ার ইচ্ছা তাদের হলো না। এভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর জাহাজগুলিকে নিজ নিজ অবস্থানে রেখে দেওয়া এবং এখনকার মতো আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করাই তাদের জন্য ছিলো যথেষ্ট। ইতিমধ্যে গ্রীকরা ৫৩টি জাহাজ লাভ করলো এথেন্সের কাছ থেকে। এই স্কোয়াড্রনের উপস্থিতি এবং তার সঙ্গে ঝড়ে ইউবোইয়ার চারদিকে প্রদক্ষিণরত গোটা ইরানি ফৌজের বিনাশের খবর গ্রীকদের বিপুল উৎসাহের কারণ হলো এবং সেই শক্তিতে, ওরা, পূর্বদিন যতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলো ততক্ষণ অপেক্ষা করে আবার নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং আক্রমণ করে সিসিলির কয়েকটি জাহাজকে ধ্বংস করে দিলো। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আর্টেমিজিয়ামে ফিরে গেলো।

এ ধরনের একটি ছোট্ট নৌবহরের হাতে এভাবে নাজেহাল হয়ে ইরানি সেনাপতিরা অপমানিত বোধ করে। যার্কসেস তাদের প্রতি কি ব্যবহার করতে পারেন এই চিন্তায় তারা শঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করে। তাই তৃতীয় দিন ওরাই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গ্রীকদের আক্রমণের অপেক্ষা না করে নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আর দিনের

মাঝামাঝি নৌবাহিনী নিয়ে সমুদ্রে অবতরণ করে। ব্যাপার হলো এই, থার্মোপলিতে যেদিন যুদ্ধ চলছিলো ঠিক সে দিনই সমুদ্রেও যুদ্ধ হলো এবং উভয়ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিলো একই — গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পথ রক্ষা করা। নৌবহর যুদ্ধ করছিলো ইউরিপাস রক্ষা করার জন্য, ঠিক যেমন লিউনিদাসের নেতৃত্বে স্থলবাহিনী লড়াই করছিলো গিরিপথটি বাঁচানোর জন্য। কাজেই গ্রীকরা ধ্বনি তুললো শত্রুর প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে, ইরানিদের লক্ষ্য ছিলো প্রতিরক্ষাবাহিনীকে ধ্বংস করে পথটিকে উন্মুক্ত করে দেয়া, যাতে ক'রে তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

এখন যার্কসেসের বাহিনী বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলো, যখন আর্টেমিজিয়ামে অবস্থানগ্রহণকারী গ্রীকরা শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলো ওদের আগমনের। তখন দ্বিতীয়বার চাঁদের মতো একটি ব্যূহ রচনা করে শত্রুকে ঘেরাও করার জন্য পারসীয়ানরা এগিয়ে আসে। এসময়ে গ্রীকরা এগিয়ে গিয়ে ওদের মোকাবেলা করে এবং যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এ যুদ্ধে দুটি নৌবহরই ছিলো সমান সমান — ইরানি বহর তার সাইজের কারণেই নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে প্রমাণিত হলো — কারণ, ওদের জাহাজগুলির একটির সঙ্গে আরেকটি ধাক্কা খেতে থাকার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে থাকে। তা সত্ত্বেও এহেন সামান্য শত্রুবাহিনী কর্তৃক পরাভূত হওয়ার অপমান হতে বাঁচার জন্য ওরা প্রচুর সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। গ্রীসের লোকজন ও জাহাজের ক্ষতি হলো প্রচুর। কিন্তু ইরানের ক্ষতি হলো আরো মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত, যুদ্ধে যে ফয়সালার অভাবের কথা ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি সেই ফয়সালা ছাড়াই যুদ্ধ বিরতি ঘটলো। ইরানিদের পক্ষে মিশরীয়রাই চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ওদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে মাল্লাসহ পাঁচটি গ্রীক জাহাজ দখল। গ্রীকদের পক্ষে সবচাইতে লক্ষণীয় ছিলো এথেনীয়ানদের কৃতিত্ব, বিশেষ করে এলসিবিয়াদেসের পুত্র ক্লিনিয়াসের সাফল্য, যিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে, দু'শ সৈনিকের একটি নিজস্ব জাহাজ পরিচালনা করছিলেন।

যুদ্ধের পর দুপক্ষই নিজ নিজ নোঙরস্থলে ফিরে যাবার জন্য দ্রুত ধাবিত হয়। আপন আপন স্থানে ফিরে গিয়ে ওদের ভালোই হলো। কারো কষ্টের কোনো কারণ থাকলো না। যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে গ্রীকরা ভাসমান লাশ এবং জাহাজের ভাসমান খণ্ড-টুকরো নিজেরাই সামলাতে সক্ষম হয়। তা সত্ত্বেও ওরা এতোটা নাজেহাল হয়েছিলো যে, বিশেষ করে এথেনীয়ানরা, যাদের অর্ধেক জাহাজই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো — ওরা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে আরো দক্ষিণে ফিরে সরে যাবার জন্য স্থির করলো। এ সময় থেমিস্টোক্লিসের মনে হলো — পারস্য নৌবহর থেকে আইয়োনিয়া এবং ক্যারীয়ার ফৌজগুলিকে আলাদা করে দিতে পারলে বাকি ফৌজের সঙ্গে গ্রীক ফৌজ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্র সৈকতে তাঁর অফিসারদের একটি সম্মেলন ডাকলেন। ওখানে তখন ইউবোইয়ার লোকেরা তাদের গরু-ছাগল নিয়ে আসছিলো। এ সমাবেশে তিনি ওদের বললেন ঃ তাঁর একটি পরিকল্পনা রয়েছে, যা

সফল হলে যার্কসেসের নৌবাহিনীকে তার সর্বোত্তম ইউনিটগুলি থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি তখনকার মতো তাঁর পরিকল্পনার আর কোনো খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন না। অবস্থা বিবেচনা করে কেবল তাদের এ পরামর্শই দিলেন যে, তারা যেন ইউবোইয়ার গরু-বাছুর যতো ইচ্ছা জবাই করে, কারণ শত্রুদের হাতে ওগুলি পড়া অপেক্ষা তাদের আপন ফৌজেরই ওদের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরো পরামর্শ দিলেন ঃ প্রত্যেক অফিসারই যেন তার লোকজনদের নির্দেশ দেয় — স্বাভাবিকভাবে আগুন জ্বালাতে। আর্টেমিজিয়াম থেকে প্রত্যাহারের প্রশ্নে তিনি নিজেই সঠিক মুহূর্ত নির্ধারণের এবং লোকজন যাতে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলো। তাই কমান্ডারগণ কাল-বিলম্ব না ক'রে আগুন জ্বালালেন এবং লোক-লশকর ও গরু-ছাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এখানে আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে ইউবোইয়ানরা বাকিস-এর দৈববাণীর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি, কারণ, তাদের মতে, এ দৈববাণী ছিলো তাৎপর্যবিহীন। তারা যুদ্ধের আশঙ্কার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করেনি। তারা ঐ দ্বীপ থেকে সম্পদ অপসারণ করতে পারতো, অথবা রসদ'ও সংগ্রহ করতে পারতো — কিন্তু তার কোনোটাই তারা করে নি। ফলে তারা এক সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হলো। দৈববাণীটি ছিলো এরূপ ঃ

> যখন বিদেশী ভাষাভাষী কোনো লোক সমুদ্রে নিক্ষেপ করে প্যাপিরাস নির্মিত জোয়াল —
>
> তখন তোমরা চিন্তা করো ইউবোইয়া থেকে ভ্যা-ভ্যা-করা ছাগলগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

এই হুঁশিয়ারিকে ওরা উপেক্ষা করে। তখন এবং পরে এর ফল হলো ভয়ানক দুদর্শা, রোজই যেসব বিপদাপদ আশঙ্কা করা হচ্ছিলো তার মধ্যেই এই দুদর্শা মূর্ত হয়ে ওঠে।

গ্রীকরা যখন ব্যস্ত ছিলো আগুন জ্বালাতে এবং গরু-ছাগল জবাই করতে সে সময়ে ট্রাখিস থেকে দূত এসে পৌছলো। গ্রীকরা নৌবহর এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য দুজন দূত নিয়োগ করেছিলো। আর্টেমিজিয়ামে এন্তিকাইরার এক বাসিন্দা, পোলিয়াস, একটি নৌকা তৈরি করে রেখেছিলো — নৌবহরের কোনো বিপর্যয় ঘটলে থার্মোপলিতে স্থলবাহিনীকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়ার জন্য। এদিকে লাইসিদেসের পুত্র এথেন্সের এব্রোনিকাসও লিওনিদাসের সঙ্গে একই রকম কর্তব্য পালন করছিলেন। তিনি ত্রিশ দাঁড়ের একটি নৌ-যান হামেশখনের জন্য তৈরি রেখেছিলেন — স্থলবাহিনী কোনো অসুবিধায় পড়লে আর্টেমিজিয়ামে সে খবর পৌছানোর উদ্দেশ্যে। এই এব্রোনিকাসই লিওনিদাস ও তার লোকজনের পরিণতির খবর নিয়ে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল হলো। গ্রীকরা সরে পড়তে মুহূর্তকালও আর দেরি করলো না বরং ওরা সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা করে দিলো। একের পর এক, কোরিন্থীয়ানরা চললো আগে আগে এবং এথেনীয়ানরা পিছে পিছে।

থেমিস্টোক্লিস সবচাইতে দ্রুতগামী জাহাজগুলি নিয়ে ছুটলেন, পথে যেখানে যেখানে খাবার পানি পাওয়া গেলো সেখানেই থামলেন এবং আশেপাশের জেগে-থাকা শিলাখণ্ডের উপর নির্দেশনামা খোদাই করলেন যাতে ক'রে আইয়োনীয়ানরা সেগুলি পড়ে নির্দেশমতো কাজ করতে পারে। পরদিনই আইয়োনীয়ানরা সে লিপি পাঠ করে। তাতে লেখা ছিলো — 'আইয়োনিয়ার লোকেরা, তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং গ্রীকদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে সাহায্য করা অন্যায়। তোমাদের পক্ষে সবচাইতে উত্তম পন্থা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। তা অসম্ভব হলে নিদেনপক্ষে তোমাদের নিরপেক্ষ থাকা উচিত এবং ক্যারীয়ানদেরও নিরপেক্ষ থাকবার জন্য তোমাদের অনুরোধ করা উচিত। যদি এ দুটির কোনোটিই তোমরা করতে না পারো — তোমরা যদি পারস্যের তাঁবেদারি করতে এমন এক শক্তির দ্বারা বাধ্য হয়ে থাকো যে, তোমাদের পক্ষে দলত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব, তাহলে তোমাদের জন্য আরো একটি পথ খোলা রয়েছে ঃ পরবর্তী যুদ্ধে তোমরা স্মরণ করো যে, তোমরা আর আমরা একই রক্তের উত্তরাধিকারী এবং পারস্যের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হয় তোমাদের জন্যই, একথা স্মরণ করে তোমরা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করো।'

শিলাখণ্ডের উপর এ লিপি খোদাই করবার সময় থেমিস্টোক্লিসের মনে সম্ভবত দুটি সম্ভাবনা কাজ করছিলো। প্রথমত, রাজা এই নির্দেশনামার কথা না জানলে আইয়োনীয়ানরা হয়তো তা পাঠ করে গ্রীকদের পক্ষে চলে আসতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, যার্কসেসের নিকট এর খবর পৌঁছলে আইয়োনীয়ানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের ভিত্তি নির্মিত হবে। ফলে, ওদের আর বিশ্বাস করা হবে না এবং পরিণামে সমুদ্রযুদ্ধে ওদের আর অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

এর ঠিক পরে পরেই, হিস্তিঈয়ার এক বাসিন্দা আর্টেমিজিয়াম থেকে গ্রীক সৈন্য তুলে নেয়ার খবর নিয়ে আফেতাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। ইরানিরা তা বিশ্বাস করতে চাইলো না। ওরা লোকটিকে প্রহরাধীনে রেখে দ্রুতগামী কয়েকটি জাহাজে করে একটি দলকে পাঠালো কি ঘটেছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য। পরে ওরা যখন নিশ্চিত হলো যে, খবরটি সত্য, তখন ওরা সুর্যোদয়কালে গোটা নৌবহর নিয়ে আর্টেমিজিয়ামে পৌঁছলো। এবং হিস্তিঈয়াতে যাওয়ার পূর্বে দুপুর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলো। ওরা এই শহরটি দখল করে নিলো এবং হিস্তিঈয়ার একটি জেলা ইল্লেপিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী সকল গ্রামকে ধ্বংস করে দিলো। ওরা যখন ওখানে অবস্থান করছিলো তখন রাজার কাছ থেকে এক দূত এলো। ওকে পাঠানোর আগে যার্কসেস, থার্মোপলিতে যে কুড়ি হাজার ইরানি সৈন্য নিহত হয়েছিলো তাদের মধ্যে মোটমাট এক হাজার বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে পরিখার মধ্যে কবর দিয়ে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন, যাতে করে নৌবহরের কেউ তাদের স্বচক্ষে দেখতে না পারে। অবশিষ্ট এক হাজার নিহত সৈন্যকে সকলের চোখের সামনে রেখে দেয়া হলো।

হিস্তিঈয়াতে পৌঁছে দূতটি গোটা বাহিনীকে জমায়েত করে এবং তাদের নিকট বার্তাটি পেশ করে। 'বন্ধু এবং যোদ্ধা ভাইগণ' — দূতটি বললো, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজের চোখে দেখতে চায় রাজা যে সব উন্মাদ তাঁকে পরাভূত করতে পারবে বলে মনে করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করছেন, তাদের প্রত্যেককেই তিনি সে অনুমতি দিচ্ছেন।' এই ঘোষণার পরপরই রাজার এই অফারের সুযোগ নেয়ার জন্য এতো বেশি লোক ব্যগ্র হয়ে পড়লো যে, ওদের পাঠানোর জন্য নৌকার টান পড়ে গেলো। যারা পারলো তারা সমুদ্র থেকে তীরে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে দেখলো মৃতদেহগুলিকে স্বচক্ষে দেখার জন্য — অবশ্য, এই লাশগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছিলো স্পার্টার খেতমজুরদের লাশ, কিন্তু যারা লাশ খুঁজে ফিরছিলো তারা মনে করলো এসবই স্পার্টান এবং থেসপীয়ানদের লাশ। যাই হোক, নিহত নিজ সৈনিকদের সংখ্যা গোপন করার জন্য যার্কসেসের এই হাস্যকর প্রচেষ্টার দ্বারা কারো চোখে ধূলা দেয়া সম্ভবপর হলো না।

এর একদিন পরে, যেদিনটি নাবিকরা লাশ দেখার জন্য ঘুরে ঘুরে নিঃশেষ করলো, ওরা হিস্তিঈয়াতে ওদের নৌবহরের সঙ্গে আবার মিলিত হয় এবং যার্কসেসের বাহিনী তার অগ্রাভিযান শুরু করে। তখন আর্কেডিয়ার কিছু দলত্যাগী লোক এসে হাযির হয়। ওদেরকে যার্কসেসের নিকট নিয়ে গিয়ে গ্রীকরা কি করছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো — বিশেষ করে, একজন ইরানি এই প্রশ্নটি করেছিলো। জবাবে তাকে বলা হলো, গ্রীকরা অলিম্পিক উৎসব উদযাপন করছে, যেখানে ওরা নানা রকম খেলাধূলার প্রতিযোগিতা ও ঘোড়ায় টানা গাড়ির দৌড় দেখছে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কি পুরস্কারের জন্য ওরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আর্কেডীয়ানরা বললো, উপহার হচ্ছে জলপাই পাতা, যা পুরস্কার দেয়া তাদের একটি রীতি। এ জবাবের পর অর্তবানুসের পুত্র ত্রিতানতিখমেস এমন একটি মন্তব্য করলেন যা তাঁর চরিত্রের সত্যিকার মহত্বই প্রমাণ করে। যার্কসেস কিন্তু তাঁর মন্তব্যের জন্য তাকে কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করলেন, কারণ, যখন তিনি জানতে পারলেন, পুরস্কারটি সোনাদানা নয়, কেবল একটি মালা, তখন তিনি সকলের সামনে চিৎকার করে উঠলেন, 'চমৎকার, মারদোনিয়াস, তুমি আমাদের জন্য এ কি রকম লোক-লশকর এনেছো, সেইসব লোকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনো বৈষয়িক পুরস্কারের জন্য নয়, কেবল সম্মানের জন্য।

এদিকে থার্মোপালির বিপর্যয়ের পরপরই থেসালীয়ানরা ফোসিতে তাদের একজন প্রতিনিধি পাঠায়। ফোসীয়ানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সবসময়ই খারাপ ছিলো। বিশেষ করে ওদের নিকট থেকে তারা সর্বশেষ যে আঘাত পেয়েছিলো, তারপর থেকে এ সম্পর্কে অরো খারাপ হয়ে যায়। ইরানি হামলার কয়েক বছর আগে ওরা এবং ওদের বন্ধুরা, ওদের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে ফোসির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো কিন্তু যুদ্ধে ওরা হেরে যায় এবং ওদের ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফোসীয়ানরা পার্নাসুসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। পরে যে তারা জয়লাভ করে তার কারণ হচ্ছে তেল্লিয়াসের উদ্ভাবিত একটি কৌশল। এই তেল্লিয়াস ফোকীয়ানদের অধীনে কাজ করছিলো দৈবজ্ঞ হিসেবে। সে ছয়শ' উত্তম লোক

বেছে নেয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাদা চুন দিয়ে লেপে দেয়। পরে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এক নৈশ অভিযানে পাঠায়। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেন তাদের মতো চুন-লেপে সাদা-করা-নয় এমন যে কোনো লোককে পেলে হত্যা করে। থেসালীয়ান সান্ত্রীরাই প্রথম ওদের দেখতে পায়। ওদের মনে হলো — ওগুলি বুঝি কতগুলি ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেত; এরপর গোটা ফৌজের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। ওরা এমনি ভীত হয়ে পড়েছিলো যে, ফোসীয়ানরা ওদের একধারছে হত্যা করতে শুরু করে। এভাবে ৪০০০ লোককে ওরা হত্যা করে এবং তাদের লাশ ও বর্ম দখল করে নেয়। বর্মগুলির অর্ধেক পাঠানো হলো 'আবায়' নামক স্থানের এক মন্দিরে — অর্ঘ্য হিসেবে। বাকি অর্ধেক পাঠানো হলো ডেলফিতে; লুণ্ঠিত সম্পদের এক দশমাংশ দিয়ে নির্মিত হলো বড় বড় মূর্তি। এই মূর্তিগুলি ডেলফির মন্দিরের সামনে ত্রিপদটির চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। একই ধরনের মূর্তি নির্মিত হলো আবাই-তে।

পার্নাসুস থেকে মুক্ত হওয়া এবং থেসালির পদাতিক বাহিনীকে এভাবে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা ছাড়াও ফোসীয়ান বাহিনী থেসালীয় অশ্বারোহী দলের বিপুল ক্ষতি সাধন করে, যখন থেসালির অশ্বারোহীরা হানা দেবার চেষ্টা করেছিলো। ওরা হায়াম্পোলিসের নিকটে গিরিপথের মাঝখানে একটি গভীর গর্ত খনন করে এবং সেই গর্তের তলায় বড় বড় খালি মাটির পাত্র স্থাপন করে এবং সেগুলি পাতলা একপরত মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর এই ফাঁকটাকে গোপন করার জন্য মাটি সমতল ও মসৃণ করে আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকে। থেসালীয়ানরা ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসে এই আশায় যে তাদের সামনে যাই পড়বে তাই তারা ঝেটিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। তাদের ঘোড়াগুলি মাটির পাত্রের মধ্যে পড়ে গেল এবং সব কটির পা ভেঙ্গে গেল। এ কারণে, থেসালীয়ানরা যখন ফোকিসে তাদের প্রতিনিধি পাঠায় তখন তাদের বিক্ষোভের হেতু ছিলো দুটি। ওদের প্রেরিত বার্তা ছিলো এরূপ ঃ

'ফোকিসের অধিবাসীরা, অবশেষে তোমাদের নিজেদের ভুল স্বীকার করতেই হলো। তোমাদের মানতেই হবে যে — তোমরা আমাদের সমকক্ষ নও। অতীতে — আমরা যখন গ্রীকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আমাদের জন্য সুবিধাজনক মনে করেছি তখনো আমাদের সবসময়ই তোমাদের থেকে মানুষ হিসেবে বেহতর মনে করা হতো। এখন ইরানিয়ানদের উপর আমাদের প্রভাব এত বেশি যে, আমরা একটা কথা বললেই তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দেয়া হবে এবং বিক্রি করে দেয়া হবে দাস হিসেবে। যাই হোক, এখন যদিও তোমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের কবজায়, তবু আমরা অতীতকে ভুলে যেতে রাজি আছি। তোমরা কেবল ১২,০০০ পাউন্ড রৌপ্যমুদ্রা আমাদের দাও; আমরা কথা দিচ্ছি — তোমাদের দেশ যে বিপদের সম্মুখীন আমরা তা প্রতিহত করবো।'

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই — গ্রীসের এই অংশে ফোসীয়ানরাই হচ্ছে একমাত্র জাত যারা ইরানিদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। আমার মতে, ওদের এই আনুগত্যের সহজ এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে থেসালির প্রতি বিদ্বেষ। যদি থেসালি গ্রীসের প্রতি অনুগত

থাকতো তাহলে ফোসীয়ানরা যে ইরানিদের সঙ্গে যোগ দিতো, তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, থেসালির প্রতিনিধির বক্তব্য শোনার পর ওরা বললো — ওরা এক কানাকড়িও দেবে না; এ ঘোষণাও করলো যে, ওরাও থেসালীয়ানদের মতো সহজেই ইরানিদের সাথে হাত মেলাতে পারতো, যদি তাদের সে ইচ্ছা হতো। মোদ্দাকথা, তারা কখনো স্বেচ্ছায় গ্রীসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। থেসালীয়ানরা তাদের বক্তব্যের এ জবাবে ভয়ানক চটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ইরানিদের জানিয়ে দিল, তারা ইরানি ফৌজের গাইড হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত।

ট্রাখিস থেকে ফৌজ ঢুকলো ডোরীয়ান অঞ্চলের একটি সঙ্কীর্ণ খণ্ডে, যা বড় জোর চার মাইল প্রশস্ত; জায়গাটি মালিস এবং ফোকিসের মাঝখানে অবস্থিত। অতীতকালে, এ অঞ্চলটিকে বলা হতো দ্রায়োপিস। এটি ছিলো পিলোপোনিসিয়ায় ডোরীয়ানদের আদি বাসস্থান। ইরানিরা এপথ দিয়ে যাওয়ার কালে ডোরিসের এ অঞ্চলের কোনো ক্ষতি করেনি। এখানকার লোকেরা ছিলো মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন। থেসালীয়ানরা এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে ওদের উপর যেন হাত তোলা না হয়। ডোরিস থেকে ফোকিসে ঢুকে ওরা ফোকীয়ানদের ধরতে পারলো না। ওরা ইতিমধ্যেই সরে পড়েছিলো। ওদের মধ্যে কিছু সংখ্যক উঠে পড়লো পাহাড়ে — নিওন থেকে খুব দূরে নয়, তিথোরীয়া নামক একটি একাকি শৃঙ্গ রয়েছে পার্নাসুসের উপর। সেখানে বিপুল সংখ্যক লোকের জন্য যথেষ্ট যায়গা রয়েছে। ওদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঐ শৃঙ্গে গিয়ে উঠলো এবং যা পারলো তাই সঙ্গে নিয়ে গেলো বহন ক'রে। তবে ওদের বেশিরভাগই ওজলীয়ায় লোক্রীয়ানদের আশ্রয় নিল। ওরা ওদের ধনসম্পদ বহন করে নিয়ে গেলো আম্পিসায়; এটি একটি শহর, দ্রীসার প্রান্তরের উজানে যার অবস্থান। গোটা ফোকিস পদদলিত হল। থেসালীয়ানরা ইরানিদের ফোকিসের একতিল স্থানকেও অব্যাহতি দিতে দিলো না। যেখানেই তারা গেলো আগুন আর তরবারির সাহায্যে ধ্বংসলীলা চালালো। শহর এবং মন্দিরাদি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হলো। সেফিসাসের উপত্যকা বরাবর কিছুই রেহাই পেলো না; দ্রাইমুস, খরাদ্রা, ইরোবোস, টেট্রেনিয়া, আম্পিসিয়া, নিওন, পেদিস, ত্রাইতেস, ইলাতিয়া, হিয়ামাপোলিস, পেরাপতামী — এইসব স্থানকেই পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো। আবাতে ছিলো এপোলোর মন্দির। তাতে ছিলো বিপুল ঐশ্বর্য ও ধনরত্ন এবং সকল রকমের অর্ঘ্য। এ স্থানটিকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করা হলো। এখন যেমন এখানে একটি দৈবজ্ঞস্থান আছে তখনো এরূপ একটি দৈবজ্ঞস্থান ছিলো। এটিও লুণ্ঠিত ও ভস্মিভূত হয়।

পাহাড়গুলির কাছে ধাওয়া করে কিছু সংখ্যক ফোসীয়ানকে ধরা হয় এবং কিছুসংখ্যক রমণীর উপর বহু ইরানি সৈন্য উপর্যুপরি এভাবে বলৎকার করে যে, ওরা তার ফলে মারা যায়।

তারা পিলোপোনিসে এসে পৌছলো পেরাপতামি হয়ে। এখানে সৈন্যবাহিনী কয়েকভাগে ভাগ হয়ে যায়। শক্তিশালী এবং বহু সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন

যার্কসেসের সঙ্গে এথেন্সের দিকে অগ্রসর হয় এবং বীওশীয়ার নিকটবর্তী ওর্খোমেনুসে প্রবেশ করে। সকল বীওশীয়ানই শত্রুর সাথে যোগ দিয়েছিলো এবং আলেকজাণ্ডার কর্তৃক প্রেরিত মেসিডোনীয় গ্যারিসনগুলি রক্ষা করেছিলো তাদের শহরগুলিকে। এর উদ্দেশ্য ছিলো — এ বিষয় যার্কসেসের নিকট প্রমাণ করা যে, বীওশীয়ার লোকজন তাঁর প্রতি বন্ধুত্বপরায়ণ। ফৌজের জন্য ডিভিশনটি তাদের পথ-প্রদর্শকদের সঙ্গে পালিয়ে যায় ডেলফির মন্দিরের উদ্দেশ্যে — পারনাসসুসকে ডাইনে রেখে। তারাও, ফোকিস-এর যে সব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো সেগুলিকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলো। তারা পনোপেস, দাউলিস এবং ঈওলিদে, এই শহরগুলি পুড়িয়ে দিলো। ফৌজের প্রধান অংশ থেকে এই ডিভিশনটিকে আলাদা করা হয়, ডেলফির মন্দির লুণ্ঠনের বিশেষ উদ্দেশ্যে — যাতে যার্কসেস দেখতে পান সেই মন্দিরে কি ধনরত্ন রয়েছে। আমি শুনেছি, অনবরত তার কাছে যেসব বিবরণ আসছিলো তার বদৌলতে, তিনি স্বদেশের নিজ সম্পদের চাইতেও, অনেক বেশি ভালোভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে — বিশেষ করে সেই সব মহামূল্য দ্রব্যের সাথে, যেগুলি মন্দিরে উপহার দিয়েছিলেন আসাইসাত্তেস-এর পুত্র ক্রীসাস।

পারসীয়ানদের আগমনের সংবাদ ডেলফিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলো। সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা দেবতার ইচ্ছা জানতে চাইলো — তারা কি পবিত্র ধনরত্ন মাটির নিচে পুতেঁ ফেলবে, না দেশের বাইরে নিয়ে যাবে। জবাবে দেবতা জানালো যে, তারা যেন বিচলিত না হয়, কারণ নিজের সম্পদের পাহারা দেয়ার জন্য প্রহরী মোতায়েন করবার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর, ডেলফীয়ানরা নিজেদের কিভাবে বাঁচাবে, সেই চিন্তা করতে লাগলো। প্রথমে তারা তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের পানি-পথে আখীআ-তে পাঠিয়ে দিলো এবং আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে গেলো পারনাসসুসের শিলাময় শীর্ষদেশে; কোরাইসিওন গুহায় তারা তাদের অস্থাবর ধন জমা করলো, তবে তাদের অল্প-সংখ্যক পালিয়ে গেলো লোক্রিসের এমফিসসা-তে। দেবস্থানের পুরোহিত এবং ষাটজন লোক ছাড়া বাকি সকলেই শহর ছেড়ে চলে গেলো।

পারসীয়ানরা এখন নিকটে এসে পড়েছে মন্দির থেকে তাদের দেখা যাচ্ছিলো এবং সেই সময় এসেরাতুস নামে একজন পুরোহিত মন্দিরের সামনেই জমিনের উপর পড়ে থাকতে দেখেন কিছু অস্ত্রশস্ত্র — এগুলি এমন অস্ত্র যা কোনো মানুষের হাত স্পর্শ করেনি এবং রহস্যজনকভাবে এগুলি বাইরে আনীত হয়েছে তাদের ভেতরের স্থান থেকে। যেসব ডেলফীয়ান তখনো শহরে ছিলো তাদের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি অবহিত করার জন্য তিনি ছুটে গেলেন। ইত্যবসরে শত্রুরা আরো দ্রুত কাছে এসে পড়েছিলো। ওরা যখন এথেনে-প্রোনীয়ার মন্দিরে পৌছে গেলো তখন, ইতিপূর্বে আমি যা বর্ণনা করেছি, তারো চাইতেও বিস্ময়কর সব ব্যাপার ঘটলো। যুদ্ধাস্ত্র আপন জায়গা থেকে আপনি সরে এসে মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় অবস্থান করবে এ ব্যাপারটিইতো যথেষ্ট বিস্ময়কর। কিন্তু এর পরেই যা ঘটলো তা মানুষের জ্ঞাত অতিবিস্ময়কর

ঘটনাসমূহের অন্যতম কারণ পারসীয়ানরাই যেই এথেনে–প্রোনীয়ার মন্দিরে এসে পৌছলো, অমনি আকাশ থেকে বজ্রপাত শুরু হলো এবং পারনাসসুস থেকে ছিন্ন হয়ে দুটি শৈলচূড়া সবকিছুকে গুঁড়িয়ে গুরুগুরু শব্দ করতে করতে নেমে এলো তাদের মধ্যে। অনেক লোক তাতে মারা গেলো; আর সেই সময়েই মন্দিরের ভেতর থেকে আসা একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেলো। একই সঙ্গে ঘটিত এসব ব্যাপার পারস্য–ফৌজের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করে দেয়। তখন তারা পালাতে শুরু করে এবং তাদের পালাতে দেখে ডেলফীয়ানরা পাহাড়ে তাদের উঁচু অবস্থানগুলি থেকে স্রোতের মতো নেমে আসে এবং তাদের আক্রমণ করে এক মহা হত্যাযজ্ঞ চালায়। যারা প্রাণে বেঁচে গেলো তারা সবাই সোজাসুজি চলে গেলো বীওশীয়ায়।

আমি শুনেছি, যারা এভাবে বেঁচে গিয়েছিলো তাদের মধ্যে আরো একটি বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য কাহিনী রয়েছে। তারা বলে — তারা দেখতে পেলো দুজন বিশাল দেহী সিপাহী, উচ্চতায় যাদের কখনো ছাড়িয়ে যেতে পারেনি কেউ, তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করছে এবং তাদের কেটে কুচি কুচি করে ফেলছে। ডেলফীয়ানদের মতে, এই দু'জন রহস্যজনক যোদ্ধা ছিলো ফাইলাকুস এবং অতোনুস, প্রাচীনকালের দু'জন বীর, যাদের আত্মা রক্ষা করছে তাদের দেশকে.। মন্দিরের নিকটে দু'জনের জন্যই রয়েছে ঘেরা দেয়া ভূমিখণ্ড। এগুলি তাদের জন্য উৎসর্গীকৃত স্থান — ফাইলাকুস–এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি রয়েছে প্রোনীয়ার মন্দির ছাড়িয়ে রাস্তা বরাবর, আর অতোনুসের স্থানটি রয়েছে হায়ামপিয়া শৃঙ্গের নিচে ক্যাস্তালিয়া প্রস্রবণের কাছে।

পারনাসসুস থেকে যে শিলাগুলি গড়িয়ে পড়েছিলো সেগুলি এই কিছুকাল আগেও সংরক্ষিত ছিলো। প্রোনীয়ার মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যেই রয়েছে এগুলি, এখানেই পারস্যের ফৌজের উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে এগুলি থেমেছিলো। তাহলে আপনি এখন জানতে পারলেন, এই লোকগুলি কি করে পবিত্র ডেলফি থেকে বিদায় নিয়েছিলো।

এথেনীয়ানদের অনুরোধে, গ্রীক নৌবহর আর্টেমিজিয়াম থেকে যাত্রা করে, সালামিসে আসে। সেনাপতিদের এই অবস্থান গ্রহণের জন্য এথেনীয়ানরা চাপ দেয়। কারণ এতে করে তারা তাদের স্ত্রী–পুত্র–কন্যাদের আতিকা থেকে বের করে দেবার একটা সুযোগ পাবে এবং তাদের পরবর্তী পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করবারও মওকা মিলবে, কারণ তাদের বর্তমান অবস্থা এবং ব্যর্থ আশার জন্য তা স্পষ্টতই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। তারা আশা করেছিলো, পারস্য–অগ্রগতিকে রুখবার জন্য বীওশীয়া–তে গোটা পিলোপোনিসীয়ান ফৌজ জমায়েত হবে — কিন্তু এখন তারা দেখতে পেলো তেমন কিছুই ঘটেনি। পক্ষান্তরে, তারা জানতে পারলো, পিলোপোনিসীয়ানরা কেবল তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত এবং পিলোপোনিসকে রক্ষা করার জন্য তারা যোজকটিকে মজবুত করছে, যখন গ্রীসের বাকি অংশগুলিও, তারা যতোটা প্রয়োজন মনে করে, তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে। এ সংবাদই, আমি যে অনুরোধের কথা উল্লেখ করেছি তার কারণ। অনুরোধটি এই যে সম্মিলিত নৌবহরকে সালামিসে জমায়েত হতে হবে।

তাই, অবশিষ্ট নৌবহর যখন সালামিসে অবস্থান করছিলো সেই সময়েই এথেনীয়ানরা তাদের আপন পোতাশ্রয়ে ফিরে যায় এবং এই ঘোষণা করে যে, শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকই যেন তার ছেলে-পুলে ও পরিবারের লোকজনকে যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। ওদের বেশিরভাগকে পাঠানো হয় ট্রীজেনে — তবে কাউকে কাউকে পাঠানো হয় ঈজিনা, কাউকে বা সালামিসে। সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতেই তাদের পরিবার পরিজনকে সরানো হয়। এর একটা কারণ ছিলো — দৈবজ্ঞ যে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে সেই হুঁশিয়ারি মোতাবেক কাজ করা, কিন্তু এর চাইতেও প্রবলতরো কারণ একটা ছিলো। এথেনীয়ানরা বলে, মস্তবড় একটি সাপ, যা মন্দিরের ভেতরেই থাকে, এক্রোপোলিসকে পাহারা দেয়। বস্তুত তারা এর অস্তিত্বে এমন আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মাসে তারা এই সাপটির খাদ্য হিসেবে একটি মিষ্টি কেক রেখে দেয়। অতীতে প্রত্যেকবারই এই মিষ্টি কেকটি ভক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এবার তা স্পর্শ করা হয়নি। মন্দিরের আচার্যা তাদের এ বিষয়ে অবহিত করে এবং পরিণামে, দেবী নিজেই এক্রোপোলিস ত্যাগ করে চলে গেছে, এ বিশ্বাসে তারা শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য আরো বেশি ব্যগ্র হয়ে পড়ে। সবকিছু অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, তারা স্টেশনে অবস্থানকারী নৌবহরে যোগ দেয়।

আরো কয়েকটি জাহাজ ট্রীজেনের পোতাশ্রয় পোগোনে জমায়েত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয় এবং যখন এই বার্তা এলো যে, আর্টেমিজিয়াম থেকে আগত নৌবহরটি সালামিসে থেমেছে তখন তারা ট্রীজেন ছেড়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। কাজেই, এ বহরটি ছিলো আর্টেমিজিয়ামের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহরের চাইতে আকারে অনেক বড় এবং অনেক বেশিসংখ্যক শহরের জাহাজ নিয়ে ছিলো তা গঠিত। তখন পর্যন্ত এর কমান্ডারের দায়িত্ব ছিলো ইউক্লিদেসের পুত্র ইউরীবিআদেসের হাতে। বহরটির গঠন ছিলো নিম্নরূপ ঃ ল্যাসিদিমনের ১৬টি জাহাজ, আর্টেমিজীয়ান এবং কোবিলখের জাহাজ সংখ্যা ছিলো সমান, সাইকিওনের ১৫টি, ইপিদৌরসের ১০টি, ট্রীজেনের ৫টি, হার্মিওনির ৩টি। হার্মিওনি ছাড়া বাকি ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা ছিলো রক্তের দিক দিয়ে ডোরীয়ান এবং মেসিডোনীয়ান। হার্মিওনির লোকেরা দ্রাইওপিস নামে পরিচিত এবং বর্তমানে ডোরিস নামক দেশটি থেকে হিরাক্লিস এবং মালীয়ানদের দ্বারা তারা বিতাড়িত হয়েছিলো।

উপরে যে ফৌজদের কথা বলা হয়েছে তারা সকলেই ছিলো পিলোপোনিসের। পিলোপোনিসের বাইরে থেকে এসেছিলো, প্রথমে এথেনীয়ানরা, ১৮০টি জাহাজ নিয়ে। এটিই ছিলো সব চেয়ে বড়ো দল। এগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিলো কেবল এথেনীয়ানরা। সালামিসের যুদ্ধের সময় প্লাতীআনরা তাদের সঙ্গে ছিলো না — কারণ, আর্টেমিজিয়াম থেকে সরে আসার সময় নৌবহর যখন কলখিস থেকে দূরে চলে এসেছিলো সে সময় ওরা, তীরের বিপরীত দিকে অবতরণ করে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও গৃহ-দ্রব্যাদি নিরাপদ জায়গায় বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করে। একারণে তারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো।

মেগারা থেকে এসেছিলো, আর্টেমিজিয়ামের সমসংখ্যক জাহাজ। এরপর ছিলো এমব্রাসিয়া'র ৭টি এবং লিউকাসের ৩টি জাহাজ। এমব্রাসিওট এবং লিউকাডীয়ানরা হচ্ছে করিন্থ থেকে আগত ডোরীয়ান। দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলির মধ্য থেকে ঈজিনা দিয়েছিলো ৩০টি জাহাজ। ঈজীনেতানরা আরো কয়েকটি জাহাজ মোতায়েন করেছিলো; তবে এগুলি তাদের নিজ দ্বীপ পাহারার কাজে নিয়োগ করা হয়। সালামিসের যুদ্ধে তাদের যে ৩০টি জাহাজ অংশগ্রহণ করে সেগুলিই ছিলো তাদের সেরা জাহাজ। ঈজীনেতানরা হচ্ছে ইপিদৌরুস থেকে আগত ডোরীয়ান — এই দ্বীপটি পরিচিত ছিলো ওইনোন হিসেবে। এর পরই উল্লেখ করতে হয় কলখিস থেকে আগত স্কোয়াড্রনটির। আর্টেমিজিয়ামে যে ২০টি জাহাজ নিয়োজিত ছিলো সেগুলি নিয়েই গঠিত ছিলো এই স্কোয়াড্রনটি। ইরিত্রিয়া থেকে এসেছিলো মূল ৭টি জাহাজ। এই দুই লোকগোষ্ঠি হচ্ছে আইয়োনীয়ান। কিও-রা (এথেন্সের আইয়োনীয়ান কিয়ানেরা) আগে যতোগুলি জাহাজ পাঠিয়েছিলো ততোগুলি জাহাজই পাঠালো এবারও, আর ন্যাকসোসরা পাঠালো ৪টি। অন্যান্য দ্বীপ থেকে প্রেরিত দলগুলির মতোই, ন্যাক্সীয়ান জাহাজগুলি পাঠানো হয়েছিলো পারসীয়ানদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু সে আদেশকে অবজ্ঞা করে ওরা একটি ত্রিতল জাহাজের কমান্ডার ডিমোক্রিটাসের প্ররোচনায় গ্রীকদের সাথে যোগ দেয়। ন্যাক্সীয়ানরা হচ্ছে এথেনীয়ান রক্তের পাইওনীয়ান। স্তাইরা দিয়েছিলো আর্টেমিজিয়ামের সমসংখ্যক জাহাজ আর সীথনুস দেয় একটি ত্রিতল জাহাজ ও ৫০ দাঁড়ের একটি একতলা রণতরী। স্তাইরীয়ানের সীথনীয়ানরা হচ্ছে দ্রাইওপ — রক্তের দিকদিয়ে। সেরিফুস, সিফনুস এবং মেমোসরাও এযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে — কেবল এ দ্বীপগুলিই পারস্যের নিকট অধীনতা স্বীকার করেনি। আখেরোন নদী এবং থেসপ্রোতীয়ানদের দেশের বিপরীত দিকে এ সব দ্বীপ অবস্থিত; থেসপ্রোতীয়ানরা এমক্রাসিয়া এবং লিউকাসের অধিবাসিদের পড়শী। নৌবহরকে যে সব অঞ্চল রণতরী দিয়ে সাহায্য করেছিলো তাদের মধ্যে ঐ দুটি স্থানই হচ্ছে সবচেয়ে দূরের। ওদের ছাড়িয়ে গিয়ে কেবল একটি সম্প্রদায়ই ছিলো যার নাম ছিলো ক্রোটোনা, যে গ্রীসকে তার বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করেছিলো। ক্রোটোনীয়ানরা ফেয়লুসের কমান্ডে একটি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিলো। তিনি পাইথিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনটি বিজয় অর্জন করেছিলেন। ক্রোটোনীয়ানরা আখীয়ান রক্তের উত্তরাধিকারী। নোলীয়ান, সিফনীয়ান এবং সেরিফীয়ানদের বাদ দিলে আর বাকি সবকটি দলই গঠিত ছিলো ট্রাইবেস অর্থাৎ, উপর্যুপরি তিন সারি দাঁড়টানা রণতরী দিয়ে। মালীয়ান, সিফনীয়ান এবং সেরিফীয়ানদের জাহাজগুলি ছিলো ৫০ দাঁড়ের রণপোত। ল্যাসিদিমনীয়ান রক্তের লোক মালীয়ানরা দিয়েছিলেন দুটি রণতরী, এথেন্সের আইয়োনীয়ানদের খান্দানের লোক সিফনীয়ান এবং সেরিফীয়ানরা দিয়েছিলো প্রত্যেকে একটি করে যুদ্ধতরী। একতলা রণতরীগুলি বাদ দিলে যুদ্ধ জাহাজের মোট সংখ্যা ছিলো ৩৭৮।

উল্লেখিত দেশগুলির কমান্ডারেরা সালামিসে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কাউন্সিলের একটা বৈঠক করলেন এবং ইউরীবিআদেস, শত্রু-বহরকে আক্রমণ করার সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান

কোথায়. সে সম্পর্কে কারো কোনো বক্তব্য থাকলে তা বলতে বললেন। তিনি বললেন — স্থানটি গ্রীসেরই এমন কোনো এলাকা হতে হবে যা এখনো তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আতিকাকে বাদ দেয়া হলো, কারণ ইতিমধ্যেই আতিকা হাতছাড়া হয়ে গেছে। মন্ত্রণাসভার সাধারণ মত হলো — যোজকটির উদ্দেশে যাত্রা করা উচিত এবং সেখানেই, পিলোপোনিসকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। কারণ, তারা যদি সালামিসে পরাজিত হয় তারা এমন একটি দ্বীপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে যেখানে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছতে পারবে না; অথচ যোজকটির নিকটে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হলেও তারা আর কিছু না হোক, আপনজনদের মাঝে আশ্রয় নিতে পারবে। এই মত প্রবলভাবে ব্যক্ত করলো পিলোপোনিসীয়ান অফিসারেরা। আলোচনা যখন চলছিলো সে সময় এথেন্সে থেকে একটি লোক খবর নিয়ে এলো যে, পারসীয়ানরা আতিকায় ঢুকে পড়েছে এবং গোটা দেশটিতে আগুন জ্বলছে। এ ছিলো যার্কসেসের অধীনস্থ সেই ফৌজি ডিভিশনের কাজ যারা বীওশীয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। ওখানকার বাসিন্দারা প্রাণ নিয়ে পিলোপোনিসে পালিয়ে গেলে ঐ ফৌজ থেসপিয়াকে পুড়িয়ে দেয় — প্লাতীআকেও; এবং তারপর ওরা আতিকায় ঢুকে পড়ে সার্বিক ধ্বংসলীলা শুরু করে দেয়। থিবিসের লোকেরা তাদের বললো — থেসপিয়া এবং প্লাতীআ পারস্য প্রভুত্বের কাছে নতিস্বীকার করতে রাজি হয়নি। আর এ কারণেই তাদের এই ধ্বংসলীলা। মার্চ করে হেলেসপোন্ট থেকে আতিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারস্যবাহিনীর লেগেছিলো তিন মাস — এবং প্রণালীটি পার হতে লেগেছিলো আরো এক মাস। পারস্যবাহিনী যখন আতিকায় পৌঁছলো তখন ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ক্যালিআদেস।

পারসীয়ানরা দেখতে পেলো — খোদ এথেন্সই এখন পরিত্যক্ত, কেবল এথেন্সে-পোলিআসের মন্দিরের কিছু লোক ছাড়া। এরা ছিলো মন্দিরের সেবাইত এবং অভাব-গ্রস্ত লোক, যারা এক্রোপলিসের চারপাশে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিলো, তক্তা এবং গাছের গুঁড়ি দিয়ে। ওরা যে সালামিসে আশ্রয় গ্রহণ করেনি অংশত তার কারণ, তাদের দারিদ্র্য এবং অংশত তাদের এই বিশ্বাস যে, তারা আচার্যার এই দৈববাণীর মানে আবিষ্কার করতে পেরেছে — 'কাঠের দেয়ালটি জয় করতে পারবে না।' তাদের মতে এই কাঠের দেয়াল ছিলো এই ব্যারিকেড, যা তাদের রক্ষা করবে, রণপোতসমূহ নয়।

এথেনীয়ানরা এক্রোপলিসের বিপরীত দিকের যে পাহাড়টিকে এ্যারিওপাগুস বলে সেটিকে দখল করে অবরোধ শুরু করে। তারা যে কৌশল অবলম্বন করে তা এই ঃ তীরের সাথে পেঁচানো কাপড়ে আগুন লাগিয়ে তারা সেইসব তীর ছুঁড়তে থাকে ব্যারিকেডের ভেতরে। তাদের কাঠের দেয়াল তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো — তবু এথেনীয়ানরা আসন্ন বিপদ এবং মারাত্মক ধ্বংসের মুখে পড়েও হার মানতে চাইলোনা; এমনকি, সন্ধির জন্য পিসিসত্রাদীরা যে প্রস্তাব দিলো তাও শুনতে চাইলো না। নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা তাদের সকল কলাকৌশল ও চাতুর্য কাজে লাগায় ঃ অন্যান্য কৌশলের মধ্যে একটি হলো — শত্রুরা যখন প্রবেশদ্বারের নিকটবর্তী হলো তখন

তারা উপর থেকে শত্রুদের উপর পাথর গড়িয়ে দিতে লাগলো ঢালু বেয়ে। কিছু সময় এই কৌশলটি সফল হয়েছিলো, যার জন্য দ্বীর্ঘদিন যার্কসেস ছিলেন হতবুদ্ধি এবং ওদের পরাভূত করতে অসমর্থ। পারসীয়ানদের জন্য এ ছিলো একটি সমস্যা — কিন্তু শেষে তারো সমাধান হলো ঃ এক্রোপলিসে ঢোকার একটি পথ আবিস্কৃত হলো এবং এই ভীবষ্যদ্বাণী সফল হলো ঃ গ্রীস-মহাদেশের অন্তর্গত এথেন্সের সকল অঞ্চল বিজিত হবে পারসীয়ানদের দ্বারা।

এক্রোপলিসের সমুখে, দরোজাগুলির দিকে যে স্বাভাবিক রাস্তা গেছে উপর দিকে তার পেছনেই একটি জায়গা আছে যেখানে উপরে ওঠার পথটি এতোই খাড়া যে, কোনো প্রহরীই রাখা হয়নি। মনে করা হতো, কোনো মানুষের পক্ষেই ওখানে ওঠা সম্ভব হবে না। এখানেই সিক্রোপসের কন্যা এগলাউরসের সমাধির পাশেই, কয়েকজন সিপাহী উঁচু খাড়া বিপজ্জনক পার্শ্ব বেয়ে উঠে পড়ে। এথেনীয়ানরা যখন ওদের চূড়ায় দেখতে পেলো তাদের কেউ কেউ দেওয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেলো, অন্যরা আশ্রয় নিলো মন্দিরের অভ্যন্তরভাগের সমাধিস্থানে। পারসীয়ানরা সোজা ছুটে গেলো মন্দিরের প্রবেশ পথে। সেগুলি খুলে ভেতরে ঢুকে, ওখানে যারা আশ্রয়ের আশায় ঢুকেছিলো তাদের সবাইকে জবাই করে ফেলে। ওখানে কাউকেই জিন্দা না রেখে তারা মন্দিরের সমস্ত ধন-রত্ন লুঠ করে এবং আগুন দিয়ে গোটা এক্রোপলিসকে ধ্বংস করে দেয়। যার্কসেস এখন তামাম এথেন্সের অধীশ্বর। তিনি দেরি না করে একজন ঘোড়সওয়ারকে সুসা পাঠালেন একটি চিঠি দিয়ে, অর্তাবানুসকে তাঁর সাফল্যের খবর জানানোর জন্য।

পরদিন তিনি যেসব এথেনীয়ান পারস্য-ফৌজের অধীনে কাজ করছিলো, তাদের তাঁর সম্মুখে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাদের আদেশ দিলেন — তারা যেন এক্রোপলিসে প্রবেশ করে, তাদের এথেনীয়ানরীতি অনুযায়ী সেখানে বলি দেয়। সম্ভবত কোনো না কোনা স্বপ্ন তাকে এর ইঙ্গিত দিয়েছিলো, অথবা মন্দিরটিকে পোড়ানোর জন্যই হয়তো তিনি বিবেকের অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এ্যথেনীয়ান নির্বাসিতরা, আদেশমতা কাজ করেছিলো। একটি বিশেষ কারণে আমি এসব খুঁটিনাটি উল্লেখ করছি ঃ এক্রোপলিসে একটি স্থান আছে যা ইরেখথিউসের (মৃত্তিকা-জাত) পবিত্র স্থান বলে চিহ্নিত — এবং তার ভেতরেই আছে একটি জলপাই তরু ও নোনা পানির প্রস্রবণ। স্থানীয় উপকথা মোতাবেক পসেইদন এবং এথেনে যখন ভূভাগের দখল নিয়ে নিজেরা লড়ছিলেন তখনই তারা এগুলিকে তাদের দাবির চিহ্নস্বরূপ এখানে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপার এই ঘটলোঃ আগুনে এ পবিত্র স্থানের সবকিছুসহ জলপাই গাছটিও পুড়ে গেলো। তা সত্ত্বেও, বলি দেবার জন্য আদিষ্ট এথেনীয়ানরা সেই পবিত্রস্থানে গিয়ে পৌঁছলো, এবং দেখতে পেলো, গুঁড়ি থেকে আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটি নতুন অঙ্কুর গজিয়েছে। তারা এসে রাজাকে একথা জানালো।

এদিকে, এথেন্সে এক্রোপলিসে যা ঘটেছে, তার প্রতিক্রিয়া সালামিসে এতোই বিব্রতকর হলো যে, কতিপয় নৌ-সেনাপতি, আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তের

জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না, বরং তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে সেখান থেকে অবিলম্বে পলায়নের জন্য পাল তুলে দিলেন। কেউ কেউ অবশ্য সেখানে রয়ে গেলেন। তাঁরাই প্রস্তাব নিলেন, যোজকটিকে রক্ষা করবার জন্য তারা যুদ্ধ করবেন।

কনফারেন্স ভেঙে যাওয়ার পর, রাতের বেলা বিভিন্ন কমান্ডার যখন জাহাজে ফিরে এলেন তখন ম্নেসিফিলুস নামক একজন এথেনীয়ান সেমিসৌক্লিসের জাহাজে গিয়ে ঢুকলো এবং তার কাছে জানতে চাইলো — কি পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে জানতে পেলো তারা যোজকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এবং সেখানে পিলোপোনিসকে রক্ষা করবার জন্য লড়াই করবে। তখন সে বলে উঠলো — 'না, না, নৌবহর সেই সালামিস ত্যাগ করবে, তখনি সালামিস আর সে দেশ থাকবে না, যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করবে। প্রত্যেকেই চলে যাবে নিজ দেশে এবং ইউরীবিআদেস কিংবা অন্য কেউই আর আমাদের ফৌজের সামগ্রিক ভাঙন রোধ করতে পারবে না। পরিকল্পনাটি অবাস্তব এবং গ্রীসের ধ্বংশ ডেকে আনবে। এখন আমার কথা শুনুন ঃ যদি পারেন কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত পালটে দেন — হতে পারে, আপনি ইউরীবিআদেসের মন বদলে দিতে পারবেন — যাতে তিনি সালামিসেই অবস্থান করেন।

থেমিস্টোক্লিস এ পরমর্শটি খুবই পছন্দ করলেন এবং কোনো কথা না বলে, গিয়ে উঠলেন নৌ সেনাধ্যক্ষের জাহাজে এবং তাঁকে বললেন, তিনি সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। ইউরীবিআদেস তাঁকে জাহাজে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন এবং খোলাখুলি কথা বলার অনুমতি দিলেন। তখন থেমিস্টোক্লিস তাঁর পাশে আসন গ্রহণ করে, ম্নেসিফিলুসের যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন, যেন এগুলি তাঁরই যুক্তি। তাঁর প্রচুর নতুন যুক্তিও যোগ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর আবেদনের নিজস্ব শক্তির বদৌলতেই তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, একমাত্র করণীয় কাজটিই হচ্ছে — তীরে ওঠা এবং আরেকটি কনফারেন্স আহ্বান করা।

কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো, ইউরীবিআদেস তাঁর উদ্দেশ্য ঘোষণা করার আগেই, থেমিস্টোক্লিস তাঁর নিজের আগ্রহ সামলাতে না পেরে দীর্ঘ এবং আবেগপূর্ণ এক ভাষণ নিয়ে বসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধা পেলেন, করিন্থীয়ান সৈন্যদলের কমান্ডার, ওকাইতুসের পুত্র এদীমানতুসের কাছে। তিনি বললেন, 'থেমিস্টোক্লিস, ঘোড়-দৌড়ে যে লোক সঙ্কেত পাওয়ার আগেই শুরু করে দেয়, তাকে চাবুক মারা হয়।'

'হ্যাঁ', থেমিস্টোক্লিস পাল্টা জবাব দেন, 'কিন্তু যারা খুব দেরি ক'রে শুরু করে, তারা কোন প্রাইজ পায় না।' তখনকার মতো এটি ছিলো একটি মৃদু জবাব। সালামিস ছেড়ে গেলে সৈন্যবাহিনী ভেঙে যাবে, এবিষয়ে তাঁর পূর্বেকার যুক্তিগুলির কথা ইউরীবিআদেসকে কিছুই বললেন না; কারণ, মিত্রদের কাউকে মুখের উপর অভিযোগ করা শোভন হতো না। এবার তিনি যে পথ বেছে নিলেন তা ভিন্ন। তিনি বললেন, 'গ্রীসকে এখন আপনি রক্ষা করতে পারেন, যদি আপনি আমার পরমর্শ নেন এবং অন্যদের

পারমর্শমতো যোজকের দিকে সরে না গিয়ে। এখানে সালামিসে শত্রুর সঙ্গে লড়েন। আমি আপনার সামনে দুটি পরিকল্পনাই পেশ করছি — আপনি নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন, এ দুটির মধ্যে কোনটি বেহতর। প্রথমে যোজকটির কথাই বিবেচনা করুন; আপনি যদি ওখানে যুদ্ধ করেন, আপনাকে খোলা সমুদ্রে লড়তে হবে এবং তা হবে আমাদের জন্য খুবই অসুবিধাজনক, কারণ আমাদের জাহাজ সংখ্যায় কম এবং জাহাজগুলির স্পীডও কম। তাছাড়া বাকি সবকিছুই যদি ঠিক মতো চলে তবু আপনি সালামিস, মেগারা এবং ঈজিনা হারাবেন। এদিকে, শত্রু নৌবহর যদি দক্ষিণ দিকে আসে সেনাবাহিনী তাদের অনুসরণ করবে; তাই, শত্রু নৌবহর ও সেনাদলকে পিলোপোনিসের দিকে ডেকে আনার জন্য আপনি নিজেই দায়ী হবেন, আর এভাবে গোটা গ্রীসকেই বিপদের মুখে নিক্ষেপ করবেন।'

'এখন আমার প্ল্যানটি পেশ করছি। এটি গ্রহণ করলে নিম্নবর্ণিত ফায়দা ও সুবিধাগুলি পাবেন ঃ আমরা সমুদ্র যেখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানেই লড়বো এবং তার ফলে, সংখ্যায় আমরা দুর্বল হওয়া সত্বেও আমাদের সাফল্য হবে নিশ্চিত — যদি ঘটনার গতিপ্রবাহ আমরা যেভাবে আশা করছি সেভাবেই অগ্রসর হয়। খোলা সমুদ্রে যুদ্ধ শত্রুর জন্যই সহায়ক হবে, ঠিক যেমন বদ্ধস্থানে যুদ্ধ করলে তা হবে আমাদের জন্য সহায়ক। দ্বিতীয়ত সালামিস, যেখানে আমরা আমাদের রমণীগণ ও সন্তানসন্ততিকে রেখে এসেছি, তা বেঁচে যাবে; এবং তৃতীয়ত — আপনাদের জন্য যে বিষয়টি হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — যোজকে সরে গিয়ে যেমন ঠিক তেমনি এখানে থেকেও আপনারা পিলোপোনিসকে রক্ষা করবার জন্যই লড়বেন — তাছাড়া, আপনাদের যদি আমার পরামর্শ অনুসরণ করার মতো বুদ্ধি থাকে, আপনারা একাজের দ্বারা পারস্যফৌজকে পিলোপোনিসে ডেকে আনবেননা। আমরা যদি সমুদ্রে ওদের মার দিতে পারি, আমার বিশ্বাস, তা আমরা পারবো, তারা যোজকের উপর আপনাদের আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসবে না কিংবা আতিকা থেকে বেশি দূর অগ্রসর হবে না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটবে এবং আমরা মেগারা, ঈজিনা এবং সালামিসকে রক্ষা করতে পারবো — ওখানে আমাদের ভাবী বিজয়ের কথাতো ইতিমধ্যেই একজন দৈবজ্ঞ ঘোষণা করেছেন। সাধারণ বুদ্ধির প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেই গুরুত্ব সহকারে কেউ যদি তার প্ল্যান তৈরি করে সে সাধারণত সফলই হয়ে থাকে; অন্যথায় সে দেখতে পাবে, মানবিক পরিকল্পনাকে আল্লাহ সাহায্য করছেন না।'

তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন থেমিস্টোক্লিসকে আবার আক্রমণ করেন করিন্থের এদীমানতুস; তিনি তাকে চুপ করতে বললেন, কারণ, তাঁর কোনো দেশ নেই এবং কেবল এক উদ্বাস্তুর কথায় কোনো বিষয় ভোটে না দেয়ার জন্য ইউরীবিআদেসকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, থেমিস্টোক্লিস যেন কোনো উপদেশ দেয়ার আগে নিজের জন্য একটা দেশ যোগাড় করে নেন। তার বিদ্রূপের লক্ষ্য ছিল এ বিষয় যে, এথেন্সের তো পতন ঘটেছে এবং তা পারস্য ফৌজের দখলে রয়েছে।

এ সময়, থেমিস্টোক্লিসের প্রত্যুত্তর খুব মৃদু ছিলোনা। তিনি প্রাণ ভরে এদীমানতুস এবং করিন্থীয়ানদের গালমন্দ করলেন এবং খোলাসা করে দেখিয়ে দিলেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত এথেন্সের দুশ' রণতরী তৎপর রয়েছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এথেন্সের তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী নগরী ও দেশ রয়েছে, কারণ, তারা আক্রমণ করতে স্থির করলে এমন একটি গ্রীক রাষ্ট্রও নেই যে তা ঠেকাতে পারে।

একথা বলে তিনি আবার ইউরীবিআদেসের দিকে তাকালেন এবং অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতার সঙ্গে তিনি চিৎকার করে বললেন, "আর আপনার বেলায় — আপনি যদি এখানে অবস্থান করেন এবং পুরুষের মতো কাজ করেন — ভালোই। এগিয়ে যান, আপনিই হবেন গ্রীসের ধ্বংসের কারণ। এ যুদ্ধে সবকিছু নির্ভর করছে নৌবহরের উপর। আপনার নকট বিনীতভাবে বলছি — আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, আপনি যদি তা না করেন, আমরা কাল বিলম্ব না ক'রে আমাদের পরিবার পরিজনকে জাহাজে তুলে, ইতালির ক্রিসের উদ্দেশে রওনা করে দেবো; দীর্ঘকাল ইহা আমাদেরই ছিলো এবং দৈবজ্ঞরা বলেছেন, কোনো না কোনো দিন এথেনীয়ানরা অবশ্য এই স্থানে বাস করবে। এথেনীয়ান নৌবহরকে বাদ দিয়ে আপনি কোথায় থাকবেন? যখন আপনি নৌবহরটি হারাবেন তখনি আপনার স্মরণ হবে আমার কথা।'

ইউরীবিআদেসের মত পরিবর্তনের জন্য এই ছিলো যথেষ্ট। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি যোজকে প্রত্যাবর্তন করলে এথেনীয়ানদের সমর্থন হারাবেন এ আশঙ্কাই ছিলো তাঁর মত পরিবর্তনের প্রধান হেতু। কারণ, এথেনীয়ান সৈন্যদলটি ছাড়া যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিলো না। তাই তিনি স্থির করলেন, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন এবং যুদ্ধটা সালামিসেই করবেন।

বাকযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। ইউরীবিআদেস তাঁর মন স্থির করে ফেলেছেন এবং কালক্ষয় না ক'রে রণতরীসমূহের কমাণ্ডারগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে দিলেন। দিনের আলো ফুটে উঠলো। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক প্রবল ভূমিকম্পের ধাক্কা অনুভূত হলো স্থলে এবং সমুদ্রে এবং গ্রীকরা স্থির করলো তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করবে, আইকুসের পুত্রদের আহ্বান করবে তাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করতে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত মতোই কাজ করলো। তারা সব দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলো, সালামিসে এ্যামযক্স এবং তেলামোনকে ডেকে পাঠালো এবং খোদ আইকুস ও তাঁর পুত্রদের আনবার জন্য একটি জাহাজ পাঠালো ঈজিনায়।

এথেন্সের একজন নির্বাসিত ব্যক্তি, থিওসাইদেসের পুত্র দিকীয়ুম সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এ ব্যক্তি পারস্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আতিকা ছেড়ে চলে যাবার পর, পারস্যফৌজ যখন নির্বিচারে পল্লী অঞ্চল ধ্বংস করে যাচ্ছিলো, সেই সময় ইনি স্পার্টার দেমারাতুসের সঙ্গে থ্রিয়া প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা যখন একটা বিশাল ধূলিমেঘ দেখতে পেলেন, যা হয়তো মার্চ্ করে অগ্রসরমান তিরিশ হাজারের

এক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উত্থিত হয়েছিলো এবং ধূলিমেঘটি আসছিলো ইলিউসিসের দিক থেকে, তাঁরা বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন — এ কোন সৈন্যবাহিনী হতে পারে — হঠাৎ যখন তারা শুনতে পেলেন মানুষের কলরব। দিকীয়ূস ভাবলেন, তিনি 'ইয়াককুস' সংগীত চিনতে পেরেছেন। এই গানটি গাওয়া হয় দিওনাইসীয়ান মতবাদে দীক্ষিতদের আসরে। কিন্তু দেমারাতুস ইলিউসিসের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে পরিচিত ছিলেননা বলে সঙ্গীদের কাছে জানতে চাইলেন এসব কণ্ঠস্বর কাদের।

জবাবে দিকীয়ূস বললেন, 'মহোদয়, সন্দেহ নেই যে, রাজার ফৌজের উপর এক ভয়ানক মুসিবত ঘটতে চলেছে। আতিকায় একটি লোকও নেই। তাই এমন যে কণ্ঠস্বর শুনেছি তা অবশ্য এ পৃথিবীর নয় — এ এক ঐশী কণ্ঠস্বর, এটি আসছে ইলিউসিস থেকে, এথেনীয়ানগণ ও তাদের বন্ধুদের সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে। এ কণ্ঠস্বর যদি পিলোপোনিসে নেমে আসে বিপদ হবে রাজা এবং তার সৈন্যবাহিনীর। আর যদি তা সালামিসে নোঙর ফেলা জাহাজগলির দিকে এগিয়ে যায় যার্কসেসের নৌবহরই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রতিবছর এথেনীয়ানরা 'মাতা এবং সেবিকা (Mother and Maid) এর সম্মানে একটি উৎসব করে থাকে। এথেন্স বা অন্য যে কোনো স্থানের কেউ চাইলে এই গূহ্য মতবাদে দীক্ষিত হতে পারে। আপনি যে ধ্বনি শুনেছেন তা হচ্ছে 'ইয়াককুস' সংগীত, যা সব সময়ই 'এই উৎসবে গীত হয়ে থাকে।'

'এর একটি কথাও কারো নিকট প্রকাশ করবেন না,' বললেন দেমারাতুস, 'একথা যদি রাজার কানে পৌঁছায়, আপনি আপনার মাথা হারাবেন — এবং আমি কিংবা পৃথিবীর আর কেউই আপনাকে বাঁচাতে পারবোনা। তাই কথা বন্ধ করুন, রাজার সৈন্যের কি হবে, তা তারাই দেখবেন।'

দেমারাতুস যখন কথা বলছিলেন তখন ধূলি-মেঘটি — যা থেকে নির্গত হচ্ছিলো রহস্যময় কণ্ঠস্বর — শূন্যে অনেক উপরে উঠে গেলো এবং ভেসে চললো সালামিসের দিকে, যেখানে অবস্থান করছিলো গ্রীক নৌবহর। এ থেকে লোক দুজন জানতে পারলেন যার্কসেসের নৌ-শক্তির ধ্বংস অনিবার্য। দিকীয়ূসের কাহিনী ছিলো এই। তিনি দেমারাতুস এবং অন্যান্যদের কাছে তাঁর কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করার জন্য আবেদন করতে লাগলেন।

ইত্যবসরে, পারস্য নাবিকরা, যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার জন্য তাদের ট্যুর শেষ করে ট্রাখিস থেকে হিস্তিআ-তে ফিরে এলো এবং তিনদিন পর নৌবহর যাত্রা শুরু করলো। রণতরীগুলি ইউরিপুস অতিক্রম করে আরো তিনদিনে ফালেরুম পৌঁছলো। আমার বিচারে পারস্যের স্থল ও নৌশক্তি আতিকায় প্রবেশকালে এতোটাই শক্তিশালী ছিলো যেমনটি ছিলো সেপিয়স এবং থার্মোপোলিতে অবস্থানকালে। কারণ, ঝড়ে থার্মোপোলি এবং আর্টেমিজিয়ামে যে ক্ষতি হয়েছিলো, তা পূরণের জন্য পরে যে-অতিরিক্ত ফৌজ তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো, আমি তাদেরও গণনার মধ্যে রেখেছি।

এই ফৌজগুলি ছিলো ম্যালীয়ান ডোরীয়ান, লোক্রীয়ান এবং বীওশীয়ান, যারা তাদের সমুদয় সৈন্য নিয়ে যার্কসেসের ফৌজে যোগ দিয়েছিলো, কেবল থেসপীয়ান এবং প্লাতীআন সৈন্যদের বাদ দিয়ে। এ ছাড়াও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো করিন্থীয়ান, আঁদ্রীয়ান এবং টেনীয়ানরা এবং আর সকল দ্বীপবাসী, যে পাঁচটি দ্বীপের বাসিন্দাদের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তারা ছাড়া। গ্রীসে তাদের অগ্রযাত্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে পারসীয়ানরা নতুন নতুন সৈন্যদল ও জাহাজ পেয়েছিলো।

প্যারীয়ানরা ছাড়া, সমস্ত ফৌজই আতিকা পর্যন্ত এসেছিলো; প্যারীয়ানরা কীথনুসে রয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করার জন্য; নৌবহরের বাকি অংশ এসে পৌঁছলো ফালেরুমে। এখানে যার্কসেস ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করেন নৌবহরকে। কারণ, তিনি চাইছিলেন, বিভিন্ন কমান্ডিং অফিসারের সাথে তিনি কথা বলবেন এবং আসন্ন অভিযান সম্বন্ধে তারা কি ভাবছে এভাবে জেনে নেবেন। তাই যখন তিনি যথোচিত আনুষ্ঠানিকতার সাথে আসন গ্রহণ করলেন, তখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসক ও স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারদের আহ্বান করা হলো, তাঁর সামনে হাজির হওয়ার জন্য। রাজা তাদের প্রত্যেককে যে মর্যাদা দান করেছিলেন তদনুসারে প্রত্যেকই আসন গ্রহণ করলেন — সাইডোনের অধিপতি প্রথমে, তারপর টায়ারের অধিপতি এবং এভাবে অন্যরা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী। নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুসারে সকলে আসীন হলে, যার্কসেস মার্দোনিয়ুসকে পাঠালেন — সমুদ্রে একটি যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকের মত জানবার জন্য। মার্দোনিয়ুস ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাঁর প্রশ্ন করলেন — প্রথমেই সাইডোনের অধিপতিকে জিজ্ঞেস করলেন। একজন ছাড়া বাকি সকলেই একমত হয়ে বললেন গ্রীক নৌবহরকে আক্রমণ করতে; ভিন্নমত প্রকাশ করলেন কেবল ধারাঙ্গনা আর্টেমিজিয়া। তিনি বললেন, 'মার্দোনিয়ুস, রাজাকে আমার পক্ষ থেকে বলুন, আমি, ইউবিয়ার যুদ্ধে যার সাহস ও সাফল্যকে অতিক্রম করতে পারেনি কেউ — আমার জবাব এই : প্রভো, আপনার জন্য আমার অতীত সেবার বদৌলতে আমি, কোন পন্থা আপনার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার অধিকার অর্জন করেছি। আমার পরামর্শ ঃ "আপনার রণপোতগুলি রক্ষা করুন এবং সমুদ্রের যুদ্ধ থেকে বিরত হোন, কারণ নৌ-বিষয়ে গ্রীকরা আমাদের চেয়ে, অপ্রমেয়রূপে শ্রেষ্ঠতরো, নারী এবং পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান তার চাইতে বেশি নয়। যে কোনো অবস্থায় সমুদ্রে নতুন করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কি অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে আপনার? যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য এথেন্সেকে কি আপনি দখল করে নেন নি? গ্রীসের অবশিষ্ট অংশ কি আপনার ক্ষমতার মধ্যে নয়? আপনাকে প্রতিহত করার কেউই নেই এখন — যারা বাধা দিয়েছিলো তারা উচিত ফল পেয়েছে। শত্রুর অবস্থা কেমন হবে, এখন আপনাকে তা বলছি ঃ কেবল আপনি যদি সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে না পড়েন, যে উপকূলে রণতরীগুলি এই মুহূর্তে রয়েছে আপনি যদি সেখানেই এগুলিকে রেখে দেন তাহলে, আপনি এখানে অবস্থান করুন, চাই পিলোপোনিসের দিকে অগ্রসর হোন, — যে কোনো অবস্থায়ই আপনি সহজেই আপনার

লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হবেন। গ্রীকরা দীর্ঘদিন আপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারবে না। আপনার এই কৌশলের ফলে, ওদের ফৌজ শিগগিরই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, ওরা ভেঙে পড়বে এবং স্বদেশে ফিরে যাবে ওরা। বর্তমানে যে দ্বীপে ওরা অবস্থান করছে আমি শুনেছি সেখানে কোনো রসদ নেই। নিদেনপক্ষে, পিলোপোনিসিয়ার ফৌজ খুব স্বস্তিবোধ করবেনা যদি আপনি আপনার ফৌজ নিয়ে তাদের দেশের বিরুদ্ধে এগিয়ে যান, এথেন্সকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের চিন্তাকে তারা মোটেই প্রশ্রয় দেবেনা।"

"পক্ষান্তরে, আপনি নৌ-অভিযান শুরু করে দিলে, আমার ভয় হয়, আপনার নৌবহরের পরাজয় সৈন্যবাহিনীরও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাছাড়া, আরো একটি বিষয় বিবেচ্য। মনে রাখবেন, উত্তম মনিবের ভৃত্যরা সাধারণত নিকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং নিকৃষ্ট মনিবদের ভৃত্যরা হয়ে থাকে উত্তম। আপনি যেহেতু পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মনিব, আপনার ভৃত্যরা নিকৃষ্ট। এ সবলোক, যাদেরকে আপনার কনফেডারেট বলে মনে করা হয় — এই মিশরীয়, সাইপ্রীয়ান, সিলিসীয়ান, প্যামফাইলীয়ান — কি অপদার্থইনা ওরা!"

এই বক্তৃতা শোনার পর, আর্টেমিজিয়ার বন্ধুরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তাঁদের মনে হলো গ্রীক নৌবহরকে আক্রমণ না করার পরামর্শ দেবার জন্য যার্কসেস আর্টেমিজিয়াকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু, সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার জন্য যারা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলো তারা আনন্দিত হলো এই ভেবে যে অচিরেই তার প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু রাজার প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর যখন তাঁর কাছে এলো তিনি আর্টেমিজিয়ার জবাবে খুবই প্রীত হলেন। সবসময়ই এই রমণীকে তিনি এক প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব গণ্য করেছেন; এখন তাঁর মর্যাদা রাজার কাছে আরো অনেকগুণে বেড়ে গেলো। তা সত্ত্বেও তিনি আদেশ দিলেন, সংখ্যাগুরুর পরামর্শই অনুসৃত হবে, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিলো, ইউবিয়ার যুদ্ধে তাঁর লোক-লশকর যে কর্তব্যে অবহেলা করেছিলো তার কারণ তিনি নিজে তখন অনুপস্থিত ছিলেন — অথচ, এবার তিনি তাঁর নিজ চক্ষে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করেছেন।

তাই নৌ-যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ জারি হলো। রণপোতগুলি এগিয়ে চললো সালামিসের দিকে। সেখানে শত্রুকর্তৃক কোনোরূপ বাধপ্রাপ্ত না হয়েই ওরা নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে — সহসা আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট আলো ছিলো না। তাই, পরদিন আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুতি নেয়।

গ্রীকরা, বিশেষ করে যারা পিলোপোনিস থেকে এসেছিলো তারা, ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, এরা সালামিসে অবস্থান করছিলো এথেনীয়ান অঞ্চলকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে বলে এবং তারা যদি পরাজিত হয়, নিশ্চিতভাবেই তারা দ্বীপে বন্দি ও ঘেরাও হয়ে পড়বে। অথচ তাদের স্বদেশ রয়ে গেছে অরক্ষিত। এদিকে পারস্য ফৌজ সে রাতেই এগুচ্ছিলো পিলোপোনিসের দিকে।

তা সত্ত্বেও, বুদ্ধিতে কুলায়, এমন সকল কৌশলই অবলম্বন করা হলো, যাতে পারস্য-ফৌজ যোজকটি জোর করে দখল করতে না পারে। থার্মোপোলিতে লিওনিদাসের

সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের খবর পাবার পর মুহূর্তকালও বিলম্ব করা হয়নি। পিলোপোনিসের বিভিন্ন শহর থেকে নানা সৈন্যদল ধাবিত হলো যোজকের দিকে। সেখানে ওরা অবস্থান নিলো এনাক্সানদ্রিদেসের পুত্র, লিওনিদাসের ভ্রাতা, ক্লিওমব্রোতাসের অধীনে। তাদের প্রথম কাজ ছিলো স্কিরোনীয়ান পথ ধ্বংস ক'রে দেওয়া। এরপর, বৈঠকে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা যোজকের উপর একটি দেওয়াল তৈরি করতে লেগে যায়। সেখানে বহুসহস্র লোক কাজে যোগ দিয়েছিলো। তাই অল্প সময়েই দেওয়াল তৈরির কাজ শেষ হয়ে যায়। দেওয়ালটি নির্মাণ করতে গিয়ে পাথর, ইট, কাঠ, বালু–বাস্কেট — সবই কাজে লাগানো হয় এবং রাতদিন একটানা শ্রমিকরা কাজ করে চলে। একাজে সাহায্য করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত শহরগুলি লোকজন পাঠিয়েছিলোঃ স্পার্টা, আর্কেডিয়ার সবকটি শহর, ইলিস, কোরিন্থ, সাইকীওন, ইপিদৌরুস, ফ্লিউস, ট্রয়জেন এবং হারামিগুন। এ সব শহরই, গ্রীসের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার চরম আশঙ্কায়, ওদের উপযুক্ত এবং সক্ষম প্রত্যেকটি লোককে পাঠিয়েছিলো। পিলোপোনিসিয়ার বাকি সম্প্রদায়গুলি ওলিম্পিয়া এবং কার্নিআর উৎসব তখন শেষ হয়ে গেলেও এ বিষয়ে উদাসীন থেকে যায়।

পিলোপোনিসে সাতটি পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠি রয়েছে ঃ এদের মধ্যে দুটি — আর্কেডীয়ান এবং সাইনুরীয়ানরা স্থানীয় জনগোষ্ঠী; একটি অর্থাৎ আখীয়ানরা সবসময়ই পিলোপোনিসেই ছিলো — যদিও তারা তাদের আদি বসত এলাকা থেকে সরে পড়েছিলো। অবশিষ্ট চারটি জনগোষ্ঠী ডোরীয়ান, আইটোলীয়ান, দ্রাইওপ ও লেমকীয়ানরা বিদেশাগত। ডোরীয়ান সম্প্রদায়গুলি সংখ্যায় বহু এবং সুপরিচিত; আইটোলীয়ানদের মাত্র একটি সম্প্রদায় রয়েছে; তার নাম ইলিস। ল্যাকোনিয়াতে কার্দামাইলের নিকটবর্তী হার্মিতন ও এসাইন সম্প্রদায়গুলি হচ্ছে দ্রাইওপ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং প্যারোরিয়েতীরা সকলেই লেমনীয়ান। গ্রীসের এই অঞ্চলে স্থানীয় সাইনুরীয়ানরাই একমাত্র আইয়োনীয়ান জনগোষ্ঠী বলে মনে হয় — যদিও তারাও, দীর্ঘদিন আর্গোসের অধীনে পরাধীনতা ভোগ করার ফলে ক্রমে ডোরীয়ান হয়ে উঠেছে। এই সাতটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে, আমি যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাদের বাদ দিয়ে আর সকলেই এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলো। স্থূল কথায়, এর অর্থ হচ্ছে — ওরা পারস্যের পক্ষেই ছিলো বলা যায়।

যোজকে অবস্থানরত গ্রীকরা যখন বুঝতে পারলো — তাদের যা কিছু আছে সবই এখন বিপন্ন এবং সমুদ্রে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্যেরই আশা নেই তখন তারা মরিয়া হয়ে দুর্গপ্রাচীর নির্মাণে লেগে গেলো। অবশ্য তাদের কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে সে খবর সালামিসে ভয়ানক উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এতে করে ওরা প্রত্যেকই তার নিজের বিপদ সম্পর্কে যতোটা না হুঁশিয়ার হলো, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হলো পিলোপোনিসের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। প্রথমে, ইউরীবিআদেসের অবিশ্বাস্য নির্বুদ্ধিতা নিয়ে চুপিচুপি সমালোচনা শুরু হলো; তারপর, চাপা ক্ষোভ প্রকাশ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। আরো একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, আবার উত্থাপিত হলো সেই পুরনো যুক্তি। এক পক্ষ

বললো, দেশ যখন ইতিমধ্যেই শত্রুর কবলে রয়েছে এদেশে থেকে দেশের জন্য যুদ্ধ করা অর্থহীন। তার চাইতে বরং নৌবহরের উচিত রও না করে দেয়া এবং পিলোপোনিসের রক্ষার জন্য একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া। পক্ষান্তরে, এথেনীয়ান, ঈজিনেতান ও মেগারীয়ানরা সকলেই বললো — তাদের উচিত সালামিসে থেকে সালামিসেই যুদ্ধ করা।

এখন থেমিস্টোক্লিস বুঝতে পারলেন তিনি পিলোপোনিসীয়দের নিকট ভোটে হেরে যাবেন। তাই সভাস্থল থেকে চিনি চুপিচুপি সরে পড়লেন এবং নৌকায় ক'রে একটি লোককে পারস্য-নৌবহরে পাঠালেন। তাকে বলে দেয়া হলো ওখানে পৌঁছে সে কি বলবে। লোকটির নাম হচ্ছে সিসিন্নুস, থেমিস্টোক্লিসের গোলামদের একজন। সে থেমিস্টোক্লিসের পুত্রদের খিদমত করতো। এর কিছুকাল পরে থেসপীয়ানরা যখন বহিরাগতদের নাগরিকত্ব দিতে শুরু করে তখন থেমিস্টোক্লিস তাকে থেসপিসে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একজন ধনী ব্যক্তি বানিয়ে দেন। থেমিস্টোক্লিসের নির্দেশ অনুসরণ করে, সিসিন্নুস তখন পারসীয়ানদের নিকট পৌছায়, এবং বলে ঃ 'আমি এথেনীয়ান কমান্ডারের নিকট থেকে একটি গোপন বার্তা নিয়ে এসেছি। তিনি আপনাদের রাজার শুভাকাঙ্খী এবং পারস্যের বিজয় আশা করেন। তিনি আপনাদের একথা জানাতে বলেছেন যে, গ্রীকদের নিজেদের উপর কোনো আস্থা নেই এবং তারা তড়িঘড়ি এখান থেকে সরে পড়ে নিজেদের গা বাঁচানোর পরিকল্পনা করছে। তারা যাতে আপনাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে, কেবল তা বন্ধ করুন। তাহলেই, এ মুহূর্তে একটি অতুলনীয় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে আপনাদের। তারা পরস্পর মারমুখো হয়ে আছে, তারা কোনো বাধাই দেবে না। বরং আপনারা দেখতে পাবেন, তাদের মধ্যে যেসব পারসীয়ানপন্থী রয়েছে তারাই বাকি সবার বিরুদ্ধে লড়ছে।' বার্তাটি পৌছিয়ে দিয়েই সিসিন্নুস কাল বিলম্ব না করে ওখান থেকে সরে পড়ে। পারসীয়ানেরা, সে যা বললো তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালামিসে ও সমুদ্র উপকূলের মধ্যবর্তী পসিওলিয়া দ্বীপটিতে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশের জন্য অগ্রসর হয়। তারপর মাঝ রাতে, শত্রুকে ঘেরাও করার জন্য এক ডিভিশন রণপোত সালামিসের পশ্চিম কিনারে নিয়ে যায়। এদিকে, একই সময়ে, খিওস এবং সাইনোসূরার অদূরবর্তী রনপোতগুলিও অগ্রসর হয় এবং মুনীখিয়া পর্যন্ত গোটা প্রণালীটি অবরোধ করে ফেলে। এভাবে, রণপোতগুলি সমাবেশ করার উদ্দেশ্যে ছিলো — সালামিসের সঙ্কীর্ণ জলাঞ্চল থেকে গ্রীক রণপোতগুলির পলায়নের পথ বন্ধ করে দেয়া এবং সেখানে আর্টেমিজিয়ার যুদ্ধগুলির জন্য তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। পসিত্তালিয়াতে সৈন্য নামিয়ে দেয়া হলো একারণে যে, আসন্ন যুদ্ধের পথের উপরই এ স্থানটি অবস্থিত এবং যুদ্ধ যেই শুরু হয়ে যাবে, প্রায় সকল লোক-লশকর এবং ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলিকে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং বন্ধু হলে এদের রক্ষা করা যাবে, আর শত্রু হলে তাদের ধ্বংস করা যাবে, ইচ্ছামতো। নীরবে এই কৌশলগত পন্থা অবলম্বিত হয়, যাতে শত্রু জানতেও না

পারে আসলে কি হচ্ছে। সারারাত তাদের ব্যস্ততার মধ্যে কাটল এবং কেউই ঘুমাতে পারলো না।

এখন আমার কথা এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে সত্য আছে এবং বাণীর অবমাননা করার ইচ্ছা আমার নেই, যখন এগুলি ব্যক্ত হয় দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত ভাষায়। নিম্নের ভবিষ্যদ্বাণীটি বিবেচনা করে দেখুন ঃ

সাইনোসুরা হয়ে আগত জাহাজসমূহ দিয়ে যখন সেতু তৈরি করবে
সমুদ্রের উপর, স্বর্ণ-তরবারিধারী আর্টেমিজের পবিত্র উপকূল পর্যন্ত,
উজ্জ্বল এথেন্সের ধ্বংসের আশায় উম্মাদ হয়ে,
তখনি ভাস্বর ইনসাফ, নির্বাসিত করবে অহংকারের সন্তান আতিশয্যকে,
ভয়ঙ্কর এবং ক্রোধান্ধ অহঙ্কারের সন্তান, যেন সবকিছুকেই করবে গ্রাস এই চিন্তায়।
ব্রোঞ্জ মিশ্রিত হবে ব্রোঞ্জের সাথে, এবং রক্ত দিয়ে 'অ্যারেস'
রাঙিয়ে দেবে সমুদ্রকে; এবং সর্বদ্রষ্টা জিয়ূস আর দয়ালু 'বিজয়'
বহন করে আনবে গ্রীসের স্বাধীনতার দিন।

ব্যাকিসের এই সুস্পষ্ট উক্তিকে মনে রেখে, আমি ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইনা, অন্যের কোনো সমালোচনাও আমি শুনতে রাজি নই।

সালামিসে গ্রীক কমান্ডারেরা এখনো একে অন্যের প্রতি মারমুখো হয়ে আছে। তারা এখনো জানতে পারেনি যে শত্রু জাহাজ প্রণালীর দুটি মুখই বন্ধ করে দিয়ে তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বরং তারা ধারণা করেছিলো, দিনের বেলায় ওদের যেখানে দেখেছিলো সেই স্থানেই ওরা অবস্থান করছে। তর্কাতর্কি যখন তখনো তুঙ্গে, সেই সময়ে এরিসতেদেস নৌকা করে এসে পৌছলেন ঈজিনা থেকে। লাইসিম্যাখুসের পুত্র এথেন্সের এই লোকটিকে সাধারণের ভোটের ভিত্তিতে এথেন্স থেকে নির্বাসন দিয়েছিলো। কিন্তু আমি তার চরিত্র সম্পর্কে যতোই জানতে পারছি ততোই আমার বিশ্বাস হচ্ছে — এথেন্সে আজ পর্যন্ত যতো মানুষ জন্মেছে তাদের মধ্যে এরিসতেদেসই হচ্ছেন মহত্তম এবং সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি। সালামিসে পৌছানোর পর এরিসতেদেস সম্মেলনের স্থানে গিয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে থেমিস্টোক্লিসকে ডাকলেন। থেমিস্টোক্লিস তাঁর বন্ধু ছিলেন না আসলে! তিনি ছিলেন তাঁর কসম-খাওয়া সেরা দুশমন। কিন্তু তাদের জন্য যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তার ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে এরিসতেদেস তার সাথে মত বিনিময়ের জন্য পুরনো ঝগড়া-বিবাদের কথা ভুলে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। পিলোপোনিসীয়ান কমাণ্ডারেরা যে ইজতমুসে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র, একথা তিনি এরি মধ্যে জানতে পেরেছিলেন। তাই, তাঁর আহ্বানে থেমিস্টোক্লিসকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, "এই মুহূর্তে আমাদের হওয়া উচিত অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি পারস্পরিক প্রতিযোগী। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় হবে — আমাদের মধ্যে কে সবচাইতে বেশি আমাদের দেশের উপকার করতে পারে, তা প্রমাণ করা। প্রথমেই আমি বলতে চাই, ওরা কম বেশি যা খুলে বলুক সালামিস থেকে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে — তাতে কিছু যায় আসে না। আমি নিজের চোখে যা দেখেছি — আপনাকে তাই

বলছি ঃ ওরা এখান থেকে কিছুতেই বের হতে পারবে না — করিন্থীয়ানরা অথবা ইউরীবিআদেস নিজে যতোই ইচ্ছা করুন না কেন; কারণ আমাদের নৌবহরকে চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আপনি আবার বৈঠকে ফিরে যান এবং তাদেরকে তা বলুন।"

'সুখবর এবং সুপরামর্শ,' জবাবে থেমিস্টোক্লিস বললেন — 'আমি সবচেয়ে বেশি যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে। আপনি আপনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। শত্রুর এই গতিবিধির জন্য আমিই দায়ী; কারণ আমাদের লোকজনেরা যখন এখানে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধের জন্য তাদের বাধ্য করাই ছিলো আবশ্যক — তারা যুদ্ধ করতে চাক বা না চাক। তবে তাদের কাছে এই সুখবরটা আপনি পৌঁছিয়ে দিন। আমি যদি তাদের বলি তারা মনে করবে — আমি তা বানিয়ে বলছি এবং আমাকে তারা বিশ্বাস করবে না। তাই, দয়া করে আপনি ভেতরে যান এবং নিজেই রিপোর্টটি দিন। তারা যদি আপনাকে বিশ্বাস করে — ভালো, আর যদি বিশ্বাস না করে, তাতেও অসুবিধা নেই। কারণ, আপনি যেমনটি বলেছেন, আমরা যদি ঘেরাও হয়েই থাকি, তাহলে পলায়ন আর সম্ভব নয়।'

তাই এরিসতেদেস ভেতরে ঢুকলেন এবং তাঁর রিপোর্ট দিলেন এ কথা বলে যে, তিনি ঈজিনা থেকে এসেছেন এবং শত্রু নৌবহরের ব্লকেডের ভেতর থেকে বহু কষ্টে বের হয়ে এসেছেন, কারণ গোটা গ্রীস ফৌজই চারদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তিনি তাই কালক্ষয় না করে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা ও শত্রুকে আঘাত হানার জন্য তাদের পরামর্শ দিলেন। এরপর তিনি কনফারেন্স ত্যাগ করলেন, যার ফলে আরো একটি বিতর্কের সূত্রপাত হলো, কারণ, এরিসতেদেসের রিপোর্টের সত্যতায় বিশ্বাস করতে অধিকাংশ কমান্ডারই রাজি হলেন না। তাদের সন্দেহের অবসান হলো না — যতোক্ষণ না, পারস্য নৌবহর ত্যাগ ক'রে তেনিয়ার একটি রণতরী এসে পোঁছলো, যা ঘটেছে তার পুরা রিপোর্ট নিয়ে। জাহাজটির কমান্ডার ছিলেন গোসিমেসের পুত্র প্যানিওনিয়ুস। এই কাজটির জন্য পরে ডেলফির তেপায়াতে তেনীয়ানদের নাম খোদাই করা হয়েছিলো অনান্য রাষ্ট্রের নামের সাথে, যারা হানাদারদের পরাজিত করতে তাদের মদদ করেছিলো। তাদের সাথে সালামিসে যেগাদানকারী এই জাহাজটি এবং ইতিপূর্বে আর্টেমিজিয়ামে যে জাহাজটি তাদের সাথে যোগ দেয়ে সেটিকে নিয়ে গ্রীস নৌবহরের রণতরীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৮০। তখন পর্যন্ত এর চাইতে দুই কম ছিলো এই সংখ্যা।

তেনীয়ানদের রিপোর্ট গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রীকগণ যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। সূর্যোদয়ের সময়ে যোদ্ধারা একত্র জমায়েত হয়। থেমিস্টোক্লিসকে নির্বাচন করা হলো তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য। তিনি যা বললেন — তার সার হলো ঃ মানব প্রকৃতির মহত্তরো ও হেয়তরো দিকগুলির মধ্যে তুলনা এবং আসন্ন পরীক্ষার সময়ে মহত্তরো দিকগুলি অনুসরণের জন্য লোকজনকে প্রেরণা দান। এভাবে তাঁর ভাষণ শেষে তিনি তাদের জাহাজে আরোহণের জন্য নির্দেশ দিলেন। সে আদেশ পালিত হয়। লোক-লশকর যখন জাহাজে উঠছে ঠিক সেই সময়েই, আইআকুসের পুত্রদের আনবার জন্য ঈজিনাতে যে জাহাজটি পাঠানো হয়েছিলো সেটিও দেয় নৌবহরের সাথে এসে যোগ।

এরপর পুরো নৌবহরটিই যাত্রা শুরু করলো এবং পারসীয়ানরা মুহূর্তের মধ্যেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গ্রীকরা তাদের রাস্তা চেক করে ঘুরে তাদের রোখ পিছনে দিকে ফিরিয়ে দেয়। ওদের জাহাজ যখন চড়ায় প্রায় ঠেকে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় একটি এথেনীয়ান জাহাজের কমান্ডার প্যাল্লেনের আমীনিআস সামনে এগিয়ে যান এবং একটি শত্রু জাহাজকে আঘাত করেন। দুটি জাহাজ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে দেখে গ্রীক নৌবহরের বাকি রণপোতগুলি আমীনিআসের সাহায্যে ছুটে আসে এবং ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধটা কিভাবে শুরু হলো এ বিষয়ে এথেনীয়ানদের বিবরণ হচ্ছে এইরূপ। ঈজিনেতানরা দাবি করে — যে জাহাজটি করে ঈজিনা থেকে আইআকুসের পুত্রদের আনা হয়েছিলো সেই জাহাজটিই প্রথম যুদ্ধ শুরু করে। এছাড়া, সাধারণ্যে একটি বিশ্বাসও রয়েছে, একজন স্ত্রীলোকের আকৃতিতে একটি ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হয়েছিলো এবং তার গলার স্বর এমন ছিলো যে, নৌবহরের প্রত্যেকটি লোকই তা শুনতে পেয়েছিলো — সেই স্বরে তাচ্ছিল্যভরে সে বিশ্বাস করেছিলো তারা কি দিনভর কেবল পশ্চাদ্দিকেই যাবে। এবং এরপর তাদের সে উৎসাহিত করেছিলো যুদ্ধের জন্য।

এথেনীয়ান স্কোয়াড্রন মুখোমুখি হলো ফিনিসীয়ানদের। ফিনিসীয়ানদের নিয়ে গর্বিত ছিলো পশ্চিমে, তথা সালামিসের দিকে, পারস্য নৌবহরের বাম পক্ষ। ল্যাসিদিমনীয়ান রণতরীগুলি মুখোমুখি হলো আইয়োনীয়ান রণতরীর। আইয়োনীয়ান রণতরীগুলি মোতায়েন করা হয়েছিলো পিরীউসে অর্থাৎ বামপার্শ্বে। আইয়োনীয়ানদের কিছু কিছু লোক, যারা সংখ্যাগুরু ছিলো না মোটেই তারা থেমিস্টোক্লিসের আবেদনের কথা মনে রেখেছিলো। এ যুদ্ধের সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই ওরা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো। শত্রু নৌবহরের যে সব অফিসার গ্রীক-জাহাজ দখল করেছিলো ইচ্ছা করলে তাদের একটা দীর্ঘ তালিকা আমি দিতে পারি — কিন্তু আমি কেবল আন্দ্রোদেমাসের পুত্র থিওমেস্টোর এবং হিস্তিয়ুসের পুত্র ফাইলাকুসের কথাই উল্লেখ করবো। ওরা দুজনেই ছিলেন স্যামোসের লোক। আমি যে এ দু'জনকে বেছে নিয়েছি এবং অন্য কাউকে নয়, এর কারণ পারসীয়ানরা থিওমেস্টোরকে তাঁর এই সেবার জন্য, স্যামোসের অধিপতির পদে অধিষ্ঠিত করে, ফাইলাকুসকে রাজার হিতকারীদের* তালিকাভুক্ত করে এবং একটি বড়ো জমিদারি উপহার দেয়।

কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন এ দুই অফিসার, কিন্তু যুদ্ধে পারস্য-নৌবহরের প্রধান অংশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এথেনীয়ান এবং ঈজিনেতানরা ওদের অনেক রণতরী ধ্বংস করে দেয়। আসলে, এ যুদ্ধে পারসীয়ানদের চরম বিপর্যয় অবধারিত ছিলো, কারণ নৌ-যুদ্ধের কৌশল ওরা জানতো না এবং তারা তাদের সৈন্যদের যথাযথভাবে বিন্যস্ত না

---

* 'রাজার হিতকারী' বুঝাতে পারস্য-ভাষার শব্দ হচ্ছে 'ওরোসানগি।' (Orosangae)

করেই এলোপাতাড়ি যুদ্ধ করে। অথচ গ্রীক নৌবহর একটা গোটা শক্তি হিসেবে একাট্টা হয়ে লড়াই করে। তা সত্ত্বেও, ঐদিন পরস্য-নৌবহর বেশ ভালোই লড়েছিলো — ইউবিআতে ওরা যে রকম যুদ্ধ করেছিলো তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে তো বটেই। যার্কসেসের ভয়ে পারস্য-ফৌজের প্রত্যেকটি লোক আপ্রাণ যুদ্ধ করে। কারণ, প্রত্যেকই মনে করেছিলো, রাজার দৃষ্টি তারই উপর — তিনি দেখছেন, সে কিভাবে লড়ছে।

'এ যুদ্ধে, পারস্য-নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রীক অথবা বিদেশী সেনাদল কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো তার খুঁটিনাটি সঠিক বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। তবে আমি আর্টেমিজিয়ার উল্লেখ করবো, কারণ, তাঁর একটি সাহসিকতাপূর্ণ কর্ম যার্কসেসের কাছে তাঁর খ্যাতি আরো বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধের একটি পর্যায়ে পারস্য নৌবহর যখন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে সে সময় একটি এথেনীয়ান ত্রিতল রণতরী আর্টেমিজিয়ার পেছনে ধাওয়া করে। শত্রু তাঁর জাহাজের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে এবং বন্ধু জাহাজগুলি রয়েছে ঠিক তাঁর সম্মুখে, তাই পালিয়ে বাঁচা ছিলো অসম্ভব। এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করেন যা তাঁর জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিলোঃ এথেনীয়ানরা যখন তাঁকে ধরি-ধরি করছে, তখন আর্টেমিজিয়া যতো বেগে সম্ভব সামনের দিকে ছুটে যান এবং তাঁর এক বন্ধুর — অর্থাৎ ক্যালিন্দার একটি জাহাজকে তাঁর জাহাজের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দিয়ে প্রচন্ডভাব ঘা মারেন। ক্যালিন্দার রাজা দ্যামাসিথীমূস ঐ জাহাজেই ছিলেন। আর্টেমিজিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে একাজটি করেছিলেন কিনা, বলতে পারবো না — কারণ, হেলেসপোন্টে নৌবহর যখন অবস্থান করছিলো তখন ঐ লোকটির সাথে আর্টেমিজিয়ার একটা ঝগড়া হয়েছিলো, কিংবা হয়তো ঘটনাক্রমেই তা ঘটে গিয়েছিলো, তার পথে জাহাজটি ছিলো বলে। যাই হোক, আর্টেমিজিয়া জাহাজটিকে আঘাত করে ডুবিয়ে দেন। এর ফলে দুটি ফায়দা তিনি হাসিল করেন। কারণ, ত্রিতল এথেনীয়ান জাহাজটির কাপ্তান স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করেছিলেন, আর্টেমিজিয়ার জাহাজটি হচ্ছে একটি গ্রীক জাহাজ — কিংবা পারস্যের দলত্যাগী কোনো জাহাজ, যা এখন গ্রীক পক্ষ হয়ে লড়ছে। তাই, কাপ্তান সেই জাহাজের পিছু ধাওয়া না ক'রে, অন্য জাহাজকে আক্রমণ করার জন্য রোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। তাহলে, এটিই হচ্ছে তার সৌভাগ্যের একটি দিক যে, আর্টেমিজিয়া জানে বেঁচে গেলেন, তার আরেকটি সৌভাগ্য এই যে, পারস্য নৌবহরের এই ক্ষতিসাধন করে, আর্টেমিজিয়া যার্কসেসের নজরে তাঁর মর্যাদা উচ্চে আরো উন্নীত করেন।

কাহিনীটি এরূপ ঃ যার্কসেস নিজেই এ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং ব্যাপারটি তিনি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর পাশেই দাঁড়ানো একটি লোক তখন মন্তব্য করে উঠেছিলো ঃ 'প্রভো, আপনি কি লক্ষ্য করছেন আর্টেমিজিয়া কি চমৎকার লড়াই করছেন? তিনি একটি শত্রু জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যার্কসেস জানতে চাইলেন — এ যে সত্যি আর্টেমিজিয়া, এ ব্যাপারে কি তারা সুনিশ্চিত? তখন তাকে বলা হলো, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই; তারা আর্টেমিজিয়ার পতাকা ভালো করেই চেনে এবং তাদের

ধারণা, যে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে তা একটি শত্রু জাহাজ। আসলে, এই রমণী ছিলেন সকল দিক দিয়েই ভাগ্যবতী — এটিও তার কমভাগ্যের কথা নয় যে, আর্টেমিজিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য ক্যালিন্দার ঐ জাহাজের একটি প্রাণীও বেঁচে ছিলো না। তাঁকে যা বলা হলো, তা শুনে যার্কসেস নাকি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'আমার ফৌজের মরদগুলি সব মাগি হয়ে গেছে, আর স্ত্রীলোকগুলি হয়ে পড়েছে মরদ।'

এ যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ছিলেন দারায়ূসের পুত্র যার্কসেসের ভ্রাতা এরিআবিগনেস এবং পারস্য, মিডিয়া ও মিত্ররাষ্ট্রগুলির আরো অনেক সুপরিচিত ব্যক্তি। গ্রীকদের মধ্যেও হতাহত হয়, তবে সংখ্যায় বেশি নয়। কারণ, গ্রীকরা প্রায় সকলেই সাঁতার জানতো এবং যাদের জাহাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিহত না হলে তারা সাঁতার কেটে পৌঁছে গেয়েছিলো সালামিসে। পক্ষান্তরে, শত্রুরা সাঁতার জানতো না বলে, তাদের বেশির ভাগই ডুবে মরে। প্রথম জাহাজগুলির মোকাবেলা করা হয়। সেগুলি যখন পালাবার জন্য লেজ গুটায় তখনি সবচেয়ে ভীষণ ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। কারণ যে জাহাজগুলি পেছনে ছিলো সেগুলি চাইলো এগিয়ে যেতে এবং তাদের রাজার খিদমতের প্রমাণ রাখতে। ফলে, পলায়নপর জাহাজগুলি পেছনের এ সব জাহাজের কবলে পড়ে গেলো। এর ফলে, যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো তার মধ্যেই কতিপয় ফিনিসীয়ান, যাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, যার্কসেসের নিকট এলো এবং বুঝাতে চাইলো যে, আইয়োনীয়ানদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই এই ক্ষতি হয়েছে। এ ছিলো মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ এবং এর প্রতিক্রিয়া, ফিনিসীয়ানরা যা প্রত্যাশা করেছিলো, সেরূপ হলো না। কারণ, অন্যায় আচরণের জন্য, ফিনিসীয়ান কাপ্তানদের নয়, তাদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ওরা যখন কথা বলছিলো ঠিক সেই সময়েই, স্যামোথ্রেসের একটি রণতরী এথেনীয়ান একটি জাহাজকে ঘা মেরে ঘায়েল করে দেয়। এথেনীয়ান জাহাজটি ডুবছিলো, ঠিক সেই সময়েই ঈজিনেতানের একটি জাহাজ স্যামোথ্রেসের জাহাজটিকে ঘায়েল করে ডুবিয়ে দেয়। জাহাজটি ডুবে যাওয়ার ঠিক আগে আগে, বল্লমধারী স্যামোথ্রেসীয়ান নাবিকরা আক্রমণকারী জাহাজটির লোকদের আক্রমণ করে পাটাতন একেবারে সাফ করে দেয় এবং ঐ জাহাজে লাফিয়ে উঠে সেটি দখল করে নেয়। ওদের এই দুঃসাহসিক কর্ম আইয়োনীয়ানদের বাঁচিয়ে দেয়। কারণ, যার্কসেস একটি আইয়োনীয়ান রণতরীকে এহেন চমৎকার একটি কাজ করতে দেখে তাকালেন ফিনিসীয়ানদের দিকে এবং যেহেতু তখন তিনি তাঁর চরম হয়রানির মধ্যে যে কোনো জনের দোষ ধরার জন্য ব্যগ্র ছিলেন তাই তিনি ওদের মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিলেন — যাতে করে ওরা ওদের চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠতরো, তাদের কাপুরুষতার অপবাদ দিতে না পারে।

সালামিস থেকে, প্রণালী বরাবর বিস্তৃত ঈগালিওস পাহাড়ের পাদদেশ থেকে যার্কসেস যুদ্ধের গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যখন দেখতে পেলেন তাঁর কোনো অফিসার কৃতিত্বের

পরিচয় দিচ্ছে তখন তিনি তার নাম জেনে নিতেন এবং তাঁর সচিবরা তার নাম লিপিবদ্ধ করতেন, তার শহর ও পিতৃপরিচয়সহ।

ফিনিসীয়ানদের জন্য শাস্তি ডেকে আনতে পারসীয়ান আরিআরাম্নেসও দায়ী ছিলেন। তিনি আইয়োনীয়ানদের বন্ধু ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পারসীয়ানদের চরম পরাজয় যখন শুরু হয় এবং ফালেরুমে ফিরে যাবার জন্য যখন ওরা চেষ্টা করছিলো সেইসময় সংকীর্ণ প্রণালীটির ভেতরে তাদের ধরবার জন্য প্রতীক্ষমান ঈজিনেতান স্কোয়াড্রনটি এক স্মরণীয় কাজ করে। শত্রু তখন এক নৈরাজ্যজনক বিভ্রান্তিতে। তাদের যে রণতরীগুলি বাধা দিতে চাইলো কিংবা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো সেগুলিকে এথেনীয়ানরা টুকরো টুকরো করে ফেললো। এদিকে, যারা প্রণালী থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করলো তাদের ধরে ঈজিনেতানরা পঙ্গু করে দিলো — যার ফলে, কোনো জাহাজ কারো হাত থেকে বেঁচে গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু গিয়ে পড়লো অন্যদের হাতে।

এ সময়ে ব্যাপার ঘটলো নিম্নরূপ ঃ থেমিস্টোক্লিস একটি শত্রু জাহাজের পেছনে ধাওয়া করতে করতে ক্রিউসের পুত্র ঈজিনার পোলিক্রিটাস যে জাহাজটি পরিচলনা করছিলেন প্রায় সেটির উপরে গিয়ে পড়েন। পোলিক্রিটাস সবেমাত্র সিডোনের একটি জাহাজ ঘায়েল করেছেন। এই জাহাজটিই স্কিয়াথুসের অদূরে ঈজিনার একটি প্রহরী নৌ-যানকে আটক করেছিলো। স্মরণীয় যে, এ জাহাজেই ছিলেন পাইথীআস, যে লোকটিকে পারসীয়ানরা মারাত্মক যখম সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ না করায়, তাঁর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাদের সঙ্গে রেখেছিলো। জাহাজটি এবং জাহাজের পারস্য মাল্লাগণসহ যখন তাঁকে কব্জা করা হলো তখন তিনি নিরাপদে ঈজিনায় স্বগৃহে ফিরে গেলেন। পোলিক্রিটাস যখন এথেনীয়ান জাহাজটি দেখতে পেলেন এবং নৌ-অধ্যক্ষের পতাকা চিনতে পারলেন তিনি চিৎকার করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে থেমিস্টোক্লিসকে বললেন — এখনো কি তিনি মনে করেন যে ঈজিনাবাসীরা পারস্যের বন্ধু? পারস্যের যে কটি জাহাজ ধ্বংসের হাত এড়াতে পারলো সেগুলি ফালেরুমে ফিরে গেলো এবং সৈন্যবাহিনীর ছত্রছায়ায় গিয়ে দাখিল হলো।

সালামিসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সার্ভিস দিয়েছিলো ঈজিনা, একথা স্বীকৃত। এবং ঈজিনার পর এথেন্সের সার্ভিস উল্লেখ্য। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন ঈজিনার পলিক্রিটাস এবং দু'জন এথেনীয়ান — এনাগাইরুসের ইউমেনিস এবং প্যাল্লেনের এমীনিআস। এ এমীনিআসই আর্টেমিজিয়ার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তিনি যদি জানতেন আর্টেমিজিয়া ঐ জাহাজে রয়েছেন তাহলে, তাকে না ধরা পর্যন্ত কিংবা নিজে তার হাতে বন্দি না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে ক্ষান্ত দিতেন না। কারণ, কোনো এক রমণী তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলেছে এ ছিলো তাদের জন্য অপমানজনক এবং জাহাজের কাপ্তানকে বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছিলো কেউ এই

রমণীকে জ্যান্ত ধরতে পারলে তাকে ১০,০০০ দ্রাক্‌মা — অর্থাৎ প্রায় ৪০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু, যেমন করে হোক, আর্টেমিজিয়া পালিয়ে গেলেন; আরো কিছু লোকও তাদের জাহাজ নিয়ে সরে পড়লো এবং জাহাজগুলি এসে জমা হলো ফালেরুমে।

এ ব্যাপারে এথেনীয়ানরা একটি কাহিনী বর্ণনা করে থাকে ঃ যুদ্ধের একেবারে শুরুতে, কোরিন্থের কমান্ডার এদীমানতুস ভয়ে জাহাজে পাল তুলে পালিয়ে যান। কমান্ডারকে পালাতে দেখে স্কোয়াড্রনের বাকি সবলোকও তার অনুসরণ করে। কিন্তু সালামিসের উপকূলভাগের যেখানটায় এথেনে স্কিরাসের মন্দির রয়েছে, সেই স্থান থেকে যখন ওরা দূরে সরে পড়েছে, তখন তারা এক অদ্ভুত নৌকোর মুখোমুখি হলো। ব্যাপারটি ছিলো খুবই রহস্যময়। কারণ, বাহ্যত কেউই জাহাজটি পাঠায়নি এবং কোরিন্থীয়ানরা যখন জাহাজটির সাক্ষাৎ পেলো তারা তখন মোটেই জানতো না নৌবহরের বাকি জাহাজগুলিতে ব্যাপার কি ঘটছে। এর পরে যা ঘটলো তাতে তারা এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হলো যে, এ বিষয়ে আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে। কারণ, নৌ-যানটি যখন তাদের কাছে এসে পড়লো সেই জাহাজের লোকেরা চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ 'এদীমানতুস, আপনি যদিও আপনার স্কোয়াড্রনটি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে যাচ্ছেন, গ্রীসের প্রার্থনা কিন্তু কবুল হয়েছে, এবং সে তার শত্রুর উপর জয়ী হয়েছে।'

এদীমানতুস্ ওদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাই তারা বললো, তিনি ওদেরকে জিম্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে রাখতে পারেন — এবং যদি দেখা যায় গ্রীকরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি সে অবস্থায় তিনি তাঁদের সবাইকে হত্যা করতে পারেন। একথা শোনার পর, তিনি এবং স্কোয়াড্রনের বাকি সবাই আবার জাহাজের গতি পরিবর্তন করেন এবং যদ্ধের বহর আবার মূল নৌবহরের সাথে যোগ দেন। এটিই হচ্ছে এথেনীয়ান কাহিনী। অবশ্য কোরিন্থীয়ানরা এ কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধে তাদের জাহাজগুলি চরম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে — অবশিষ্ট গ্রীকগণ তাদের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে।

সংকীর্ণ স্থানগুলির মধ্যে বিভ্রান্তিকর যুদ্ধের সময়ে, লাইসিম্যাকুসের পুত্র, এথেনীয়ান এরিসতেদেস এক মূল্যবান ভূমিকা রেখেছিলেন। এই এরিসতেদেসের মহৎ চরিত্রের কথা অমি একটু আগেই আলোচনা করেছি। সালামিসের উপকূল বরাবর ভারি অস্ত্রে সজ্জিত যে-সব এথেনীয়ান পদাতিককে মোতায়েন করা হয়েছিলো তাদেরই কিছু সংখ্যককে নিয়ে তিনি পৌছলেন পসাইত্তালীয়া-তে — সেখানে ওরা, তীরেনামা প্রত্যেকটি পারস্য-সেনাকেই হত্যা করে।

যুদ্ধের পর গ্রীকরা, আশেপাশে ভেসে যাওয়া তাদের সকল ক্ষতিগ্রস্ত রণতরীকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলো সালামিসে। এর পর ওরা নতুন করে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। তারা আশা করছিলো যার্কসেস তাঁর বাকি রণতরীগুলি নিয়ে আবার আক্রমণ করবেন। অকেজো হয়ে-পড়া জাহজগুলির অনেকগুলি এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ

পশ্চিমা বাতাসে ঠেলে নিয়ে গেলো আতিকার উপকূলের একটি অংশে, যার নাম কোলিআস — আর এভাবে এই যুদ্ধ সম্পর্কে যে কেবল ব্যাকিস এবং মুজ্জীউসের ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হলো, তা নয় — বরং আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হলো। বহু বছর আগে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করে দিলেন লাইসিসত্রাতুস নামক এক এথেনীয়ান গণক। ভবিষ্যদ্বাণীটির কথাগুলি ছিলো এই রকম ঃ কোলিআর মেয়েরা তাদের খাবার রান্না করবে দাঁড় দিয়ে। সে সময় গ্রীকরা এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও, যার্কসেস চলে যাবার পর এ ছিলো অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য।

ক্ষতি এবং বিনাশের মাত্রা বুঝতে পেরে যার্কসেসের আশঙ্কা হলো, গ্রীকরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে, অথবা আইয়োনীয়ানদের পরামর্শে হেলেসপোন্টে রওনা করতে পারে এবং সেখানকার সেতু ভেঙে দিতে পারে। যদি তা ঘটে তাহলে তিনি ইউরোপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হবেন। তাই তিনি নিষ্কৃতির জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করলেন। একই সঙ্গে, গ্রীকদের এবং আপন লোকজনদের নিকট তাঁর উদ্দেশ্যে গোপন করার জন্য তিনি সালামিস অভিমুখী একটি জাঙ্গাল তৈরি করতে শুরু করলেন — পানির ভেতর দিয়ে। একজন ফিনিসীয়ান সওদাগরকে সেতু ও স্রোতের বেগ কমানোর জন্য নির্মিত এই বাঁধ পাহারা দেয়ার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে তখনি নিয়োজিত করলেন। তিনি অন্যান্য প্রস্তুতিও নিলেন, যেন তিনি আবার সমুদ্রে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। তাঁর এ সব কর্মকাণ্ডের দৃশ্য দেখে প্রত্যেকেরই এ বিশ্বাস জন্মালো যে, তিনি গ্রীসে অবস্থান করার জন্য প্রস্তুত এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। কেবল একটি ব্যতিক্রমই ছিলো ঃ মার্দোনিয়ুস, তাঁর মনিবের মন কিভাবে কাজ করে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কাজেই কোনো উপায়েই তাঁকে প্রতারিত করা গেলো না। ঐ সময়েই তিনি, তাঁর পরাজয়ের বার্তাসহ একজন সংবাদ-বাহককে পাঠালেন পারস্যে।

এই পারস্য বার্তা-বাহক বা রানারদের চেয়ে দ্রুতগামী এ পৃথিবীতে কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটাই পারসীয়ানদের উদ্ভাবিত। এটি কার্যকর হয় এভাবে ঃ রাস্তার পাশে ঘোড়-সওয়ার মোতায়েন করা হয়, ঘোড়ায় সফর করতে যতোদিন লাগবে ততোগুলি ঘোড়-সওয়ার; — প্রত্যেক দিনের জন্য একজন আরোহী আর একটি ঘোড়া। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত এই দূরত্ব অতিক্রমণে কিছুই এই বার্তা বহদের বাধা দিতে পারে না — না তুষার, বর্ষণ, গরম, না অন্ধকার। প্রথম বার্তাবহ তার দূরত্ব অতিক্রমণের পর দ্বিতীয়জনের হাতে তুলে দেয় বার্তাটি, দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের হাতে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে, সমগ্র রাস্তা বরাবর — যেমন হয়ে থাকে, হিফিইসতুসের সম্মানে গ্রীসের মশাল-দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। এ প্রথার পারস্য নাম হচ্ছে 'অঙ্গারিয়ুম' (angarium)।

সুসায় অবস্থানকারী যে সব পারসীয়ান এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে এথেন্স বিজিত হয়েছে, যার্কসেসের এই বার্তা এতটা উল্লাস সৃষ্টি করলো যে, ওরা সকল

রাস্তার উপর ছড়িয়ে দিল মার্টল শাখা, গন্ধদ্রব্য পোড়াল এবং সকল রকমের আনন্দ এবং ফূর্তির মধ্যে মশগুল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, হৈ-হুল্লোড় এবং ফূর্তি যখন তুঙ্গে তখন তড়িঘড়ি সব বন্ধ করে দেয়া হলো এবং নগরীতে আতঙ্ক এত চরম হলো যে — এমন কেউ ছিল না যে তার কাপড়চোপড় ছিন্নভিন্ন করে ফেলেনি এবং অনিবার দুঃখে ক্রন্দন ও মাতম করেনি। এ বিপর্যয়ের জন্য মার্দোনিয়ুসকে দায়ী করা হয়। রণতরী নষ্ট হওয়ার কারণে, এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলেও আতঙ্কের কারণ তা ছিল না। আতঙ্কের বিষয় ছিল রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। অবশ্য যার্কসেস স্বদেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত অবিরাম এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে।

মার্দোনিয়ুস বুঝতে পেরেছিলেন, যার্কসেস সালামিসের পরাজয়কে অত্যন্ত মারাত্মক বলে গ্রহণ করেছেন। তার মনে হল, যার্কসেস এথেন্স থেকে বার হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই অবস্থায় তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, এই যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করার অপরাধে তিনি দণ্ডিত হবেন, তখন তিনি স্থির করলেন গ্রীসকে পদানত করার জন্য নূতন করে যুদ্ধ শুরু করতে হবে, অথবা পরাভূত করতে না পারলেও, একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য মহৎভাবে মৃত্যু বরণ করা বেহ্‌তর হবে — যদিও মার্দোনিয়ুস এ দুটি বিকল্পের প্রথমটিকেই স্বাভাবিকভাবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "রাজন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে খুব বেশি বিচলিত হবেন না। কয়েকটি তক্তা এবং গাছের গুঁড়িতে কি আসে যায়। চূড়ান্ত সঙ্গ্রাম এর উপর নির্ভর করবে না — নির্ভর করবে লোক-লশকর আর অশ্বরাজির উপর। যারা এখন মনে করে তাদের কাজ শেষ হয়েছে, তাদের একজনও আপনার মোকাবেলা করার জন্য জাহাজ ত্যাগ করতে সাহস পাবে না, স্থলভাগের গ্রীকরাও — যারা এই দুঃসাহস করেছে তারা ইতিমধ্যেই উচিত সাজা পেয়েছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে : পিলোপোনিসের উপর ত্বরিৎ আক্রমণ। আর আপনি যদি চান কিছুকাল অপেক্ষাও করতে পারেন। কোনো অবস্থায়ই মনোবল হারাবেন না; কারণ, সম্ভবত শেষ পর্যন্ত গ্রীকদের পক্ষে বশ্যতা স্বীকার না করে আর কোনো উপায় নেই। তারা সম্প্রতি এবং অতীতে আপনার যে ক্ষতি করেছে তার জন্য তাদের মূল্য দিতে হবে। এটাই হবে আপনার জন্য সর্বোত্তম পন্থা। যাই হোক, আমার আরো একটি পরিকল্পনা রয়েছে — যদি আপনি গ্রীস থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, প্রভো, আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করার সুযোগ গ্রীকদের দেবেন না। আমরা যে সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি তার কোনোটির জন্যই আমরা দায়ী নই। আপনি বলতে পারবেন না যে, আমরা পারসীয়ানরা কখনো কাপুরুষের মত লড়াই করেছি। মিশরীয়, ফিনিসীয়ান, সাইপ্রীয়ান এবং সিমিসীয়ানরা যদি নিজেদের অপদস্থ করে থাকে তা নিয়ে আপনার ভাবনা চিন্তার কি আছে? না, যা ঘটেছে তার জন্য আমরা মোটেই দায়ী নই। তাহলে আমার প্রস্তাবটি শুনুন ঃ আপনি স্থির করেছেন, তাই আমাদের

ফৌজের বেশিরভাগ নিয়ে আপনি দেশে ফিরে যান। আমার কর্তব্য হবে, তিন লক্ষ বাছাই সৈন্য নিয়ে গ্রীসকে শৃঙ্খলিত করে আপনার হাতে অর্পণ করা।"

ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা হলে সে যেমন অনন্দিত হয় তেমনি এই প্রস্তাবটিও যার্কসেসের নিকট খুব প্রীতিকর মনে হলো। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং মার্দোনিয়ুসকে বললেন — তিনি এদুটি বিকল্প বিবেচনা করে দেখবেন এবং এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি তার পছন্দ, তিনি তাঁকে জানাবেন। এর পর তিনি একটি কনফারেন্স আহ্বান করলেন। বিতর্কের সময় তাঁর মনে হলো — এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আর্টেমিজিয়াকে ডেকে পাঠানো খুবই সংগত হবে। কারণ অতীতেও একবার কেবল এ মহিলাই তাকে সুষ্ঠু পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি যখন উপস্থিত হলেন যার্কসেস তাঁর সকল পারসীয়ান উপদেষ্টাকে এবং সকল প্রহরীকে বিদায় দিলেন এবং আর্টেমিজিয়াকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"মার্দোনিয়ুস আমাকে বলছেন গ্রীসে অবস্থান করতে এবং পিলোপোনিসের উপর আক্রমণ করতে। তাঁর মতে, আমার বাহিনী এবং আমার পারস্য-ফৌজ আমাদের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের জন্য মোটেই দায়ী নয়। একারণেই তারা তাদের মূল্য ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে আগ্রহী। তাই, তাঁর পরামর্শ হচ্ছে — হয় আমিই অভিযান পরিচালনা করি, অথবা তাঁকে অনুমতি দিই — সৈন্যবাহিনী থেকে তিন লাখ যোদ্ধা বেছে নিয়ে তিনি নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, আর আমি আমার অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে দেশে ফিরে যাই। এই সৈন্যশক্তি নিয়ে তিনি গ্রীসকে আমার হাতে তুলে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমরা এই মাত্র সমুদ্রে যে যুদ্ধ করেছি তার ঝুঁকি না নেয়ার জন্য তুমি আমাকে বুঝিয়েছিলে? তোমার পরামর্শটি ছিল উত্তম। তাই আমি এখন আমাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য তোমাকে বলছি তুমি বল, এই পন্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা আমার জন্য বিজ্ঞজনোচিত হবে।"

"প্রভো," আর্টেমিজিয়া বললেন — "আপনাকে সবচেয়ে উত্তম পরামর্শ দেয়া সহজ নয়। তবে, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি মনে করি, আপনার উচিত এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। মার্দোনিয়ুস যে ফৌজ চাইছেন সেই ফৌজসহ মার্দোনিয়ুসকে আপনি পেছনে রেখে যান, অবশ্য যদি তিনি তাই চান এবং তিনি যা বলেছেন তা করতে যদি তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকেন। যদি তাঁর কৌশল সফল হয় এবং তার সৈন্যরা বিজয়ী হয়, তা তো আপনারই কাজ হবে, রাজন্‌, কারণ, আপনার দাসেরাই তা সম্পাদন করবে, আর যদি অবস্থা তার বিপক্ষেই যায় তাও গুরুতর কিছু হবে না — যতক্ষণ আপনি নিজে নিরাপদ রয়েছেন এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো বা কোনো কিছুরই যদি বিপদ না হয়। যতক্ষণ আপনি এবং আপনার পরিবার বেঁচে আছেন ততক্ষণ গ্রীকদের তাদের জীবন ও দেশের জন্য অনেক যন্ত্রণাদায়ক দৌড় দৌড়াতে হবে। মার্দোনিয়ুসের যদি মর্মযন্ত্রণা ঘটেই তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথার কারণ নেই। তিনি আপনার একজন দাস মাত্র এবং গ্রীকরা যদি তাকে হত্যা করে তাদের বিজয় হবে অতি তুচ্ছ। আপনার নিজের

বেলায়, আপনি আপনার দেশে ফিরে যাবেন আপনার অভিযানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, কারণ, আপনি এথেন্সকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করেছেন।'

আর্টেমিজিয়ার পরামর্শ ছিল যার্কসেসের জন্য খুবই তৃপ্তিকর, কারণ তা তাঁর নিজের চিন্তারই অভিব্যক্তি ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে তাঁর সকল পরামর্শদাতা নারীপুরুষ সকলে মিলে তাঁকে গ্রীসে থাকতে বললেও তিনি গ্রীসে থেকে যেতেন, কারণ, তিনি অতি ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, যার্কসেস অর্টেমিজিয়াকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন আপন পুত্রগণসহ ইফেসুসে — তাঁর কতিপয় অবৈধ পুত্র, যারা এ অভিযানে তাঁর সঙ্গেই ছিল।

এই সন্তানগুলির দেখাশোনা করার জন্য তিনি তাঁর প্রধান খোঁজা হামতিয়ূসকেও পাঠালেন। হার্মোতিয়ূস আদিতে এসেছিলো কোদাসুস থেকে। আঘাত ও ক্ষতির বদলে, তার চাইতে ভয়ঙ্করতরো প্রতিশোধ কোনো মানুষ কোথাও নিয়েছে বলে আমি কখনো শুনিনি। তাকে একজন যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত করা হয় এবং প্যানিওনিউস নামক খিউসের একব্যক্তি তাকে খরিদ করে। এই লোকটির পেশা ছিলো বীভৎস। কোনো সুদর্শন বালককে আয়ত্বে পেলেই সে তাকে খোঁজা বানিয়ে ফেলতো এবং তাকে সার্দিস অথবা ইফেসুসে নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করতো। কারণ প্রাচ্য দেশসমূহে সর্বক্ষেত্রে, খোজাদেরকে বিশেষভাবে বিশ্বস্ত বলে খুব মূল্যবান মনে করা হয়। প্যানিওনিউস তার এই পেশায় যে সব বালককে এভাবে খোজা বানিয়েছিলো হার্মোতিয়ূস ছিল তাদেরই একজন। যাই হোক, সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলো না, কারণ, সার্দিস থেকে তাকে সংগ্রহ করে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে উপহার হিসেবে রাজার কাছে পাঠানো হয়। কালক্রমে যার্কসেসের নিকট সে তার আর সকল খোজার চেয়ে অধিকতর মূলবান হয়ে ওঠে। এথেন্স অভিমুখে তার মার্চ শুরু করার সময় যার্কসেস যখন সার্দিসে ছিলেন সেই সময়ে হার্মোতিয়ূস গিয়েছিল ওতারনিউস — এই স্থানটি মাইসিয়ার একটি অংশ এবং খিওসের অন্তর্গত।

এখানে প্যানিওনিউসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। দেখামাত্রই তাকে সে চিনতে পারল। এবং দীর্ঘ ও বাহ্যত বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের মাধ্যমে তাকে বলল, তাদের পূর্বতন সম্পর্কের আনন্দদায়ক ফলগুলির কথা। প্যানিওনিউসকে সে প্রতিশ্রুতি দিলো এর প্রতিদান হিসেবে তার জন্য হার্মোতিয়ূস অনুরূপই করবে যদি সে তার পরিবার পরিজনকে সার্দিসে নিয়ে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। এ প্রস্তাবে প্যানিওনিউস উল্লসিত হল এবং তার স্ত্রী ও সন্তানগণকে নিয়ে এলো সেখানে। এর পর তাকে এবং তার গোটা পরিবারকে নিজের কব্জায় পেয়ে হার্মোতিয়ূস বললো ঃ "তোমার চেয়ে জঘন্যতরো পেশার কোনো মানুষ কখনো জীবিকা অর্জন করেনি। আমি কিংবা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কেউ কি কখনো তোমার অথবা তোমাদের ক্ষতি করেছিলো যে তুমি আমাকে একজন পুরুষের পরিবর্তে একটা অর্থহীন জীবে পরিণত করেছো। আমার পুরুষত্বকে নষ্ট করে দিয়েছো। এতে সন্দেহ হয়, তুমি আশা করেছিলে তোমার এই পাশবিক অভ্যাসকে আল্লাহর দৃষ্টি

থেকে তুমি গোপন করবে। কিন্তু আল্লাহ্ ন্যায়-বিচারক এবং তোমার জঘন্য অপরাধের জন্য তোমাকে তিনি অর্পণ করেছেন আমার আয়ত্বে, যাতে ক'রে আমি যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে যাচ্ছি তুমি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে না পার।" প্যানিওনিউস সম্পর্কে হার্মোতিমূসের ধারণা কি তা তাকে খুলে বলার পর হার্মোতিমূস প্যানিওনিউসের ছেলেদের আনার জন্য লোক পাঠালো। ওরা ছিল চার জন। হার্মোতিমূস প্যানিওনিউসকে তার নিজের হাতে তার চারটি পুত্রকে খাসি করে খোজা বানিয়ে দিতে বাধ্য করলো। এরপর বালকগুলিকে বাধ্য করলো একইভাবে তাদের পিতাকে খাসি বানাতে। এইভাবে হার্মোতিমূস তার বদ্‌লা গ্রহণ করে।

যার্কসেস তাঁর অবৈধ পুত্রদের ইফেসুসে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আর্টেমিজিয়ার উপর অর্পণ করে মার্দোনিয়ুসকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সৈন্য বাছাই করে নিতে এবং কথা অনুযায়ী কাজ করার জন্য যত্নবান হতে বললেন। ঐদিন আর কিছুই করা হলো না। কিন্তু সেই রাত্রেই রাজা নির্দেশ জারি করেন এবং তদনুযায়ী নৌবহর ফালেরুম থেকে রওনা করিয়ে দিলো চুপিচুপি। প্রত্যেকটি জাহাজের কমান্ডার যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ছুটলেন হেলেসপোন্টের দিকে — কারণ সেতুটিকে রক্ষা করতে হবে, যাতে যার্কসেস ফেরার পথে সেটি ব্যবহার করতে পারেন। যোস্টারের অদূরে, যেখানে কিছুসঙ্খ্যক শিলাময় উঁচুভূমি সমুদ্রোপকূল থেকে নির্গত হয়েছে, পারসীয়ানরা সেই শিলাস্তূপগুলিকে শত্রু জাহাজ বলে ভুল করে বসে — এবং সেগুলিকে এড়িয়ে বহুদূর দিয়ে অগ্রসর হয়। যাই হোক কিছুসময় পর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং দলবদ্ধ হয়ে আসতে থাকে।

পরদিন, সূর্যোদয় কালে, গ্রীকরা যখন দেখতে পেলো পারস্য-সেনাবাহিনী তাদের নিজের অবস্থানেই রয়েছে, ওখান থেকে নড়েনি, তখন তারা ভাবলো, ওদের নৌবহর এখনো ফালেরুমেই রয়েছে। তাই তারা, সমুদ্রপথে আরেকটি আক্রমণের আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা জানতে পারলো পারস্য নৌবহর সরে পড়েছে, তখনি তারা তার পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত নিলো এবং বস্তুত তারা আনদ্রোস পর্যন্ত ধাওয়া করলো। কিন্তু কোনো শত্রু জাহাজই তাদের নজরে পড়লো না। আনদ্রোসে জমায়েত হয়ে তারা একটি কনফারেন্স আহ্বান করলো। এই সম্মেলনে থেমিস্টোক্লিস প্রস্তাব করেন — বিভিন্ন দ্বীপের ফাঁকে ফাঁকে হেলেসপোন্টের উদ্দেশ্যে তাদের সরাসরি অগ্রসর হওয়া উচিত এবং সেতুগুলি ধ্বংস করে দেয়া কর্তব্য। অবশ্য ইউরীবিআদেস আপত্তি তুলেছিলেন।

এ কারণে তিনি আপত্তি করলেন যে, সেতুগুলির বিনষ্টি গ্রীসের জন্য সবচেয়ে ক্ষতির কাজ হবে। তাঁর যুক্তি : যার্কসেসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ কেটে দিলে এবং তাঁকে গ্রীসে থেকে যেতে বাধ্য করলে তাঁর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। নিষ্ক্রিয়তা তাঁর সাফল্যের সকল সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেবে এবং স্বদেশ প্রত্যবর্তনের সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে, আর তাঁর সৈন্যরা মরবে উপোস করে। পক্ষান্তরে,

তিনি যদি আক্রমণ করেন এবং বীর্যবত্তার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাহলে, গোটা ইউরোপই, ক্রমে হৃতশক্তি ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে, পরিণামে তার কব্জায় এসে যাবে। কারণ, একের পর এক বিভিন্ন শহর ও জনগোষ্ঠী হয় যুদ্ধের ময়দানে পর্যুদস্ত হবে, না হয় আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে। অধিকন্তু, এ সব দেশে বার্ষিক ফসল উঠলে, তাঁর ফৌজ দেশের বাইরে থেকেও বেঁচে থাকতে পারবে। তাই, সালামিসে পরাজয় বরণের পর, যেহেতু যার্কসেস আর গ্রীসে থাকতে চাইছেন না, তাই তাঁকে তাঁর নিজদেশে নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে। 'তাহলেই' ইউরীবিআদেস, তার যুক্তির ইতি টানলেন এই বলে যে — 'যুদ্ধক্ষেত্র স্থানান্তরিত হতে পারে পারস্যে।'

ইউরীবিআদেসকে তাঁর এই মতে পিলোপোনিসীয়ান অন্যান্য সেনাপতিও সমর্থন জানালেন। এই অবস্থায় থেমিস্টোক্লিস যখন দেখতে পেলেন, বেশিরভাগেরই মত তাঁর বিপক্ষে, হঠাৎ তিনি তাঁর যুক্তির ধারা পরিবর্তন ক'রে নতুন যুক্তির অবতারণা করলেন এবং এথেনীয়ানদের সম্বোধন ক'রে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। মিত্র-পক্ষের দলগুলির মধ্যে এরাই শত্রুর নিরাপদ পলায়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়, আর কেউ তাদের সহযাত্রী না হলে ওরা একাই হেলেসপোন্টে চলে যাবার জন্য ছিলো উদগ্রীব। থেমিস্টোক্লিস তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এভাবে : "আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং তারো চেয়ে বড়ো কথা, অন্যরা আমাকে যা বলেছেন তাঁর আলোকে, আমি খুব ভালো করেই জানি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা পরাভূত হয় ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা প্রায়ই আবার পাল্টা আক্রমণ করে এবং এভাবে, ইতপূর্বে তারা যে ব্যর্থতা বরণ করেছিলো তার ক্ষতিপূরণের প্রয়াস পায়। আমরা এখন এই মহাশক্তিকে প্রতিহত করে আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের দেশকে বাঁচাতে পেরেছি। এ এমন এক শক্তি যে, মনে হচ্ছিলো আকাশের পুঞ্জিভূত মেঘ যেন সমুদ্রকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই শক্তি এখন পলায়ন-উদ্যত। ওকে যেতে দাও। বস্তুত, আমরা নিজেরা এ কৃতিত্বের দাবিদার নই। খোদা এবং আমাদের ঐশী অভিভাবকেরা ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে, একই ব্যক্তি তাঁর নিরীশ্বর অহঙ্কার নিয়ে এশিয়া এবং ইউরোপেরও বাদশাহ্ হতে চাইছে; সে এমন এক ব্যক্তি যে পবিত্র এবং অপবিত্রের পার্থক্য বোঝেনা, দেবতাদের মূর্তি যে পুড়িয়ে ফেলে, ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং সমুদ্রকে বেত্রাঘাত করতে ও শেকল পরাবার দুঃসাহস করে। এই মুহূর্তে আমাদের সবই শুভ। তাই, চলো আমরা যেখানে আছি, সেখানেই — আমাদের স্বদেশেই অবস্থান করি এবং নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করি। ইরানিরা বিতাড়িত; চিরকালের জন্য এদেশ থেকে তাদের নিজ দেশে নিক্ষিপ্ত। কাজেই, এখন তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ি মেরামতে লেগে যাও — তোমরা সকলেই, এবং নিজ নিজ জমিতে শস্য বপন করতে শুরু করো। আমরা আইয়োনিয়া এবং হেলেসপোন্টের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসাতে পারি আসছে বসন্তে।"

থেমিস্টোক্লিসের এ যুক্তি-পরিবর্তন উদ্দেশ্যহীন ছিলোনা। ভবিষ্যতে এথেনীয়ানদের নিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়লে তিনি যাতে কোথাও আশ্রয় নিতে পারেন, যার্কসেসের

কাছে এ দাবীর ভিত্তি স্থাপনের জন্যই তিনি তাঁর যুক্তি পালটিয়েছিলেন। আসলেও তিনি এ ধরনের অসুবিধায় পড়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর কথা প্রকাশ্যে যে অর্থ বহন করলো আসল অর্থ তা না হলেও এথেনীয়ানরা তাঁর পরামর্শ মেনে নিতে তৈরি ছিলো। তাঁরা যে সবসময়ই তাঁকে কেবল উজ্জ্বল প্রতিভাই মনে করেছে তাই নয়, তাঁর মতামতকেও নির্ভুল মনে করেছে। এখন তাঁরা দেখতে পেলো, থেমিস্টোক্লিস তাঁর এই নির্ভুল অভিমত প্রমাণ করেছেন। তাই তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে রাজি হলো।

থেমিস্টোক্লিস ওদের তাঁর প্রস্তাবগ্রহণে সম্মত হবার পরই, সময় নষ্ট না ক'রে যার্কসেসের নিকট একটি বার্তা পাঠান। তিনি একাজের জন্য যে লোকগুলিকে নির্বাচন করেন তারা সকলেই ছিলো তাঁর বিশ্বাসভাজন। তারা দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তার নির্দেশাবলী গোপন রাখবে, এ বিশ্বাস তিনি তাদের করতে পারতেন। পূবকার আরো একবারের মতোই, এবারো ওদের একজন ছিলো তাঁর ভৃত্য সিসিন্নুস। দশটি নৌকায় করে আতিকায় পৌঁছায়। সেখানে বাকি সবাইকে অপেক্ষমান রেখে সিসিন্নুস তীরে নেমে একাই যার্কসের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে এবং থেমিস্টোক্লিসের বার্তা তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সে বললো : "আমি নিওক্লিসের পুত্র এবং এথেনীয়ান নৌবহরের কমান্ডার, মিত্রপক্ষের সবশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা থেমিস্টোক্লিসের নিকট থেকে এসেছি। আমি আপনাকে এ খবর পৌঁছাতে নির্দেশিত হয়েছি যে, আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করার জন্য এথেন্সের থেমিস্টোক্লিস গ্রীকদেরকে আপনার নৌবহরের পশ্চাদধাবন করতে এবং হেলেসপোন্টের সেতুগুলি ধ্বংস করতে বারণ করেছেন। ওরা কিন্তু তাই করেছিলো। তাই এখন আপনি বাধার সম্মুখীন না হয়েই আপনার ফৌজ নিয়ে স্বদেশের দিকে মার্চ্ করতে পারেন।"

বার্তাটি পৌঁছিয়ে দিয়ে লোকগুলি আন্দ্রোসে ফিরে যায়। যেহেতু স্থির হয়েছে শত্রুর পিছু ধাওয়া করা হবেনা এবং সেতুগুলি ভেঙে দেয়ার জন্য হেলেসপোন্ট যাওয়া হবেনা, তাই গ্রীকরা দ্বীপটিকে দখল করে নেয়ার জন্য অবরোধ করলো। দ্বীপবাসিদের মধ্যে আন্দ্রিয়াসেরাই প্রথমে, থেমিস্টোক্লিসের অর্থের দাবি প্রত্যাখান করে। তিনি তাদের বললেন যে, তারা অর্থ না দিয়ে পারবে না, কারণ, এথেনীয়ানদের পক্ষে রয়েছে দুটি শক্তিশালী দেবতা, একজনের নাম 'যদি-আপনি-দয়া করেন' এবং অন্যজন হচ্ছে 'ওহো তোমাকে অবশ্য করতে হবে'। এর জবাবে আন্দ্রীয়ানরা বললো, এথেনীয়ানদের যে এরূপ দুজন দেবতা রয়েছে তা তাদের সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, স্পষ্টতই এরা এথেন্সের ধনদৌলত এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দায়ী। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের নিজেদেরও, তাদের ক্ষুদ্র এবং অপর্যাপ্ত দ্বীপেও স্থায়ীভাবে তাদের জমিজমা দখল করে আছে তাদের দুজন দেবতা — এবং কোনোক্রমেই তারা এতো উপকারী নয় — কারণ, তাদের নাম হচ্ছে 'একটি-পেনিও-নেই' এবং 'দুঃখিত — আমি পারিনা'। এজন্য, কোনো অর্থই সে পাবেনা; কারণ, এথেন্স যতো শক্তিশালীই হোক, সে কিছুতেই আন্দ্রোসের 'পারিনা'-কে 'পারি' করতে পারবেনা।

এদের এই জবাব এবং অর্থ আদায়ে অস্বীকৃতির জন্যই এথেন্স এখন তার নিজ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হলো।

ইতিমধ্যে, থেমিস্টোক্লিস, যিনি বরাবরই অর্থগৃধ্নু ছিলেন, অন্যান্য দ্বীপের কাছেও অর্থ চেয়ে পাঠালেন। তিনি যার্কসেসের নিকট যে দূতদের পাঠিয়েছিলেন তাদেরই আবার পাঠালেন একাজে এবং অর্থের দাবির সঙ্গে সঙ্গে এই হুমকিও দিলেন যে, তিনি যা দাবি করেছেন ওরা তা না দিলে তিনি আবার গ্রীক নৌবহরকে ডেকে আনবেন এবং তাদেরকে চারদিকে ঘেরাও করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন। এই উপায়ে, তিনি ক্যারিস্তুস এবং প্যারোসের অধিবাসিদের কাছ থেকে প্রচুর টাকাকড়ি আদায় করেন। ওরা আতঙ্কিত হয়ে থেমিস্টোক্লিসের দাবিমতো অর্থ পরিশোধ করে; কারণ তারা জানতে পেরেছিলো, পারস্যকে সমর্থন করার জন্য আন্দ্রোসকে ইতিমধ্যেই অবরোধ করা হয়েছে, আর গ্রীক কমান্ডারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার দিক দিয়ে থেমিস্টোক্লিসের খ্যাতি অতুলনীয়। অন্য কোনো দ্বীপ থেমিস্টোক্লিসকে টাকাকড়ি দিয়েছিলো কিনা আমি বলতে পারবো না। হয়তো দিয়ে থাকবে। করিন্থীয়ানরা দাবিমতো অর্থ পরিশোধ করেও কোনো ফায়দা পেলো না। প্যারোসবাসীদের ভাগ্য ছিলো এর চেয়ে ভালো; কারণ, ওরা যে অর্থ দিয়েছিলো তাতে থেমিস্টোক্লিস খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হয় — যার ফলে নৌবহর ওদের দ্বীপে আসেনি। এভাবে আন্দ্রোসে অবস্থানকালে, থেমিস্টোক্লিস বিভিন্ন দ্বীপবাসির নিকট থেকে জোর করে অর্থ আদায় করেন। অন্য সেনাপতিরা এর কিছুই জানতে পারলেন না।

সালামিসের যুদ্ধের কয়েক দিন পর, যার্কসেসের ফৌজের অপসারণ শুরু হয়। অভিযানের সময় যে পথ ধরে সৈন্যবাহিনী এসেছিলো সেই পথ ধরেই মার্চ করে পৌছায় বুইওশীয়ায়। মার্দোনিয়ুস, রাজার স্বদেশ ফেরার পথের কিছুটা অংশ রাজার সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মৌসুমটা যখন যুদ্ধের নয়, তাই তিনি ভাবছেন শীতকালটা থেসালিতে কাটানোই বেহেতর হবে, এবং পরবর্তী বসন্তে, পিলোপোনিস আক্রমণ হবে অধিকতর উপযোগী। সেখানে পৌছানোর পর যে সব ফৌজ তাঁর অধীনে থাকবে সে সব তিনি বাছাই করেন। এর মধ্যে প্রথম দলটি হচ্ছে — পারস্যের 'অমরদের রেজিমেন্ট', কমান্ডার হিদারনেস ছাড়া আর সকলেই ছিলো এই দলে। হিদারনেস রাজার সঙ্গে থাকবেন বলেই স্থির করেছিলেন। এর পরের দলটি হচ্ছে পারস্যের বল্লমধারীদের এবং নির্বাচিত ঘোড়সওয়ারদের; যাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। সর্বশেষ দলটি ছিলো মিডিয়ান, সাকাই, ব্যাক্ট্রীয়ান এবং ভারতীয় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকদের নিয়ে গঠিত। ফৌজের এই অংশগুলির সমুদয়ই তিনি তাঁর অধীনে গ্রহণ করলেন। অন্যান্য জাতির ফৌজগুলি থেকে তিনি নিজের ইচ্ছামতো, এখান থেকে কিছু, ওখান থেকে কিছু, এই নীতিতে অল্পসংখ্যক লোককে বেছে নিলেন। এই বাছাই-এর ব্যাপারে তিনি চেহারা বিচার ক'রে, কিংবা লোকগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে তাঁর এই ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। এমনি করে তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের সংখ্যা, ঘোড়-সওয়ারসহ দাঁড়ালো তিন লাখে। গলায় হার আর বাজুবন্ধপরা ইরানিদের নিয়ে গঠিত হলো বৃহত্তম বাহিনী। এর

পরেই হচ্ছে মিডীয়ানদের স্থান — ওরা সঙ্খ্যায় কম না হলেও গুণগতভাবে ছিলো নিকৃষ্টতর।

যার্কসেস যখন থেসালিতে অবস্থান করছিলেন এবং মার্দোনিয়ুস লোক নির্বাচন করছিলেন তাঁর ফৌজের জন্য সে সময় ল্যাসিদিমনীয়ানরা ডেলফির দৈবজ্ঞের কাছ থেকে একটি বার্তা পায়। এতে তাদের বলা হয়, লিওতিনাসকে হত্যা করার জন্য যার্কসেসের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে, এবং তিনি তাদের যাই দিতে চান তাই গ্রহণ করতে। স্পার্টানরা তখুনি একজন প্রতিনিধি পাঠালো; পারস্যবাহিনী থেসালি ত্যাগ করার আগেই সে ওখানে গিয়ে পৌঁছায়। লোকটি যার্কসেসের সঙ্গে মোলাকাতের অনুমতি পায়। সে যার্কসেসকে বললো : 'আমার প্রভু, মিডীয়ানদের রাজা, ল্যাসিদিমনীয়ানরা এবং স্পার্টার হিরাক্লিসের পরিবার আপনার কাছে হত্যার বদলা চাইছেন, কারণ আপনি তাদের রাজাকে হত্যা করেছেন যখন তিনি গ্রীসকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিলেন।'

যার্কসেস হাসলেন এবং কিছু না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মার্দোনিয়ুসের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, "তারা যা চাইছে সব ক্ষতিপূরণই পাবে এই মার্দোনিয়ুসের কাছ থেকে।' দূতটি তাঁর এই কথাকে জবাব মনে ক'রে দেশে ফিরে গেলো।

মার্দোনিয়ুসকে থেসালিতে রেখে যার্কসেস দ্রুত মার্চ করলেন হেলেসপোন্ট অভিমুখে। সংযোগস্থলে পৌঁছতেই লাগলো পয়তাল্লিশ দিন। কিন্তু ততোদিনে তাঁর ফৌজের কেবল একটা ভগ্নাংশই ছিলো অক্ষত। এভাবে, দ্রুত প্রত্যাবর্তনকালে, তাঁর ফৌজ বেঁচে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, যেখানে কোনো শস্যদানা পাওয়া গেলোনা সেখানে ঘাস খেয়ে, বন্য কিংবা রোপনকরা সকল জাতের গাছের বাকল আর পাতা ভক্ষণ ক'রে তারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। তারা কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলোনা। রসদের অভাবে এমনি সঙ্কটে পড়েছিলো ওরা। ওরা প্লেগ এবং আমাশয়ের শিকার হয়ে পড়ে। অনেকেই মারা গেলো, যারা অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলো তাদের রাস্তার পাশের বিভিন্ন শহরে রেখে গেলো — এ নির্দেশসহ তাদের যেন যত্ন শুশ্রুষা করা হয়, কতককে যেন রাখা হয় থেসালিতে, অন্যদের পীওনীয়া'র সিরিসে এবং বাকি সবাইকে মেসিডোনে। গ্রীস অভিযানকালে এই সিরিসেই যার্কসেস জিয়ূসের পবিত্র রথ রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর তিনি সেটি পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না, কারণ, পীওনীয়ানরা এটি দিয়ে দিয়েছিলো থ্রেসীয়ানদের। যার্কসেস যখন এটি ফেরৎ চাইলেন, তখন ওরা বানিয়ে বললো, ঘোড়াগুলিকে চারণক্ষেত্র থেকে থ্রেসের উজান অঞ্চলের লোকেরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর এ লোকগুলি বাস করে স্ত্রাইমন নদীর উৎসের নিকটে। এখানেও, থ্রেসের এক সর্দার ক্রিস্টোনিয়া এবং বিসালতির মালিক, ভয়ঙ্কর এক অপকর্মের অপরাধে ছিলো অপরাধী। সে যার্কসেসের নিকট নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং দেশের অভ্যন্তরে রোডোপ পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। সে তার পুত্রদের নিষেধ করে গ্রীসের বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে। অবশ্য তারা সকলেই পারস্য-ফৌজে যোগদান করেছিলো হয়তো তারা

তাদের পিতার নির্দেশকে থোড়াই পরোয়া করেছিলো, অথবা কেবল যুদ্ধ দেখার ইচ্ছায়ই তারা একাজ করেছিলো। এদের ছয়জনের সকলেই নিরাপদে ফিরে আসে; কিন্তু তাদের পিতা তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ তাদের চোখ উপড়ে ফেলে।

থ্রেস অতিক্রম ক'রে ইরানিরা হেলেসপোন্টের উপরকার নির্গমন পথের উপর পৌছায় এবং সময় নষ্ট না ক'রে সেপথ পাড়ি দিয়ে পৌছায় এবাইডোসে। অবশ্য তারা জাহাজে ক'রেই পার হয়। কারণ, সেতুগুলি আর ব্যবহারের উপযোগী ছিলোনা, খারাপ আবহাওয়া ওগুলিকে দিয়েছিলো ভেঙেচুরে। ফেরার পথে যে খাদ্য নিয়ে তাদের জান বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয়েছে এগাইডোসে তার চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য জুটলো। এর ফলে ওরা গো-গ্রাসে অতিরিক্ত খাদ্য গিলতে লাগলো। ফৌজের যে সব লোকজন তখনো বেঁচেছিলো এই অতি ভোজ করে এবং তার সাথে ভিন্নরকম পানি খেয়ে ফৌজের অনেকেই মারা গেলো, অবশিষ্টরা যার্কসেসের সঙ্গে সার্দিসের দিকে এগিয়ে যায়।

এ বিবরণ ছাড়া আরো একটি বিবরণ মতে, এথেন্স থেকে পশ্চাদপসরণের পর যার্কসেস কেবল স্ত্রাইমন তীরবর্তী ঈওন পর্যন্ত স্থলপথে ভ্রমণ করেন। এখানে এসে তিনি তাঁর ফৌজকে হীদ্রানিসের অধীনে স্থাপন করেন হেলেসপোন্টের দিক অগ্রসর হবার জন্য, আর তিনি নিজে একটি ফিনিসীয়ান জাহাজে ক'রে এশিয়ার উপকূলে অবতরণ করেন। সমুদ্রে তারা এক প্রবল ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। বাতাস বইছিলো স্ত্রাইমনের মোহনার দিক থেকে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। জাহাজটি বোঝাই ছিলো এক দল ইরাকীর দ্বারা, যারা রাজার সঙ্গে দেশে ফিরছিলো। তাছাড়া জাহাজের পাটাতন ছিলো মালপত্রে ঠাসা। ফলে, আবহাওয়া ক্রমে আরো খারাপ হয়ে উঠলে জাহাজটি ভারি বিপদের সম্মুখীন হয়। ভীতসন্ত্রস্ত যার্কসেস জাহাজের কাপ্তানকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এই মুসিবত থেকে জানে বাঁচার কোনো উপায় আছে কিনা।

জবাবে কাপ্তান বললো — 'কোনো উপায়ই নেই প্রভো, যদিনা আমরা পাটাতনের উপর থেকে এই জনতাকে সরাতে সক্ষম হই'। মনে করা হয়, একথা শোনার পর যার্কসেস বলেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের রাজার জন্য আপনাদের প্রত্যেকের উদ্বেগ প্রমাণের এই হচ্ছে সময়! কারণ, আমার মনে হচ্ছে, আমার নিরাপত্তা এখন আপনাদেরই হাতে!'

ইরানি সম্ভ্রান্ত লোকেরা মাথা নিচু ক'রে শ্রদ্ধায় এবং কোনো রকম বাদ-প্রতিবাদ না করেই জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে, জাহাজ তার বোঝা হালকা হয়ে গেলে, সহজেই এশিয়ার উপকূলে বন্দরে ভিড়তে সক্ষম হয়। তীরে নেমেই যার্কসেস তাঁর জান বাচানোর জন্য পুরস্কারস্বরূপ কাপ্তানকে একটি সোনার মুকুট পরিয়ে দেন এবং পরে বিপুল সংখ্যক ইরানির মৃত্যুর জন্য তাকে শাস্তি দেন তার মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি, যার্কসেসের প্রত্যাবর্তনের এই দ্বিতীয় কাহিনীটি মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করিনা — বিশেষ ক'রে ইরানিদের ভাগ্যসম্পর্কিত ব্যাপারটি।

জাহাজের কাপ্তান যা বলেছিলো বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, সত্যি যদি সে তা যার্কসেসকে বলে থাকে, তাহলে দশ হাজারের মধ্যে একজনও নিশ্চয়ই এ সন্দেহ করবেনা যে, জাহাজের পাটাতন থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়ার জন্য যার্কসেস ওদের বাধ্য করবেন — কারণ, আর যাই হোক, ওরা ছিলো ইরানের সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকজন। বরং সে অবস্থায় তিনি সমসংখ্যক দাঁড়ীকেই পাটাতন থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতেন, কারণ এই দাঁড়টানা লোকগুলি ছিলো কেবল ফিনিসীয়ান। না, সত্য আমি যা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাই। অর্থাৎ তিনি সসৈন্যে স্থলপথেই এশিয়ায় ফিরে যান। তাছাড়া, এই তথ্যের দ্বারাও সমর্থিত যে, যার্কসেস তাদের স্বদেশে ফেরার পথে আবদেরার ভেতর দিয়ে ফিরেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ওখানকার লোকদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন এবং ওদের দিয়েছিলেন একটি সোনার তলোয়ার ও জরির কাজ করা মস্তক-বেষ্টনী। আবদেরার লোকেরাও বলে থাকে (অবশ্য আমি ওদের কথা বিশ্বাস করিনা) এথেন্স থেকে যার্কসেসের প্রত্যাবর্তনকালে, তাদের শহরই ছিলো প্রথম স্থান যেখানে এসে তিনি তাঁর কোমরবন্ধ খোলার জন্য নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করেছিলেন। ব্যাপার হচ্ছে, আবদেরা ঈওন থেকে হেলেসপোন্টের নিকটতরো অথবা স্ত্রাইমন থেকেও — সেখানে, অপর এক বিবরণ মতে, যার্কসেস এক জাহাজে আরোহণ করেছিলেন।

এদিকে গ্রীকরা আন্দ্রোস জয় করতে ব্যর্থ হয়ে তার পরিবর্তে ক্যারিস্তস আক্রমণ করে। ওরা এই শহরের জমিজমা ধ্বংস ক'রে সালামিসে ফিরে যায়। সালামিসে পৌছানোর পর তাদের প্রথম কাজ হলো, লুণ্ঠনলব্ধ ধনসম্পদের প্রথম যা তাদের হাতে এসেছিলো তা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। এসবের মধ্যে নানারকম জিনিষ ছিলো। তবে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনটি ফিনিসীয়ান যুদ্ধ জাহাজ, এর একটিকে উৎসর্গ করা হয় যোজকে (যেখানে, আমার সময়েও এটিকে দেখা গেছে), দ্বিতীয়টিকে সুনিয়ামে এবং তৃতীয়টিকে সালমিসেরই অন্তগর্ত এজাকসে। এর পর ওরা লুঠের মাল ভাগ করে এবং 'প্রথম ফল, যা ডেলফিতে পাঠানোর জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিলো তা সেখানে পাঠিয়ে দিলো। এসব দিয়ে তৈরি করা হয় আঠারো ফুট উঁচু একটি মূর্তি যার হাতে রয়েছে জাহাজের একটি ঠোঁট — মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে, মেসিডোনের আলেকজান্ডারের একটি স্বর্ণ মূর্তি নিয়ে।

গ্রীকরা ডেলফিতে তাদের অর্ঘ্যরাজি পাঠানোর পর, দেবতার নিকট থেকে জানতে চাইলো, তাদের দেশের নামে, তিনি তাঁর পুরো প্রাপ্য পেয়েছেন কিনা এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। তিনি জবাবে জানালেন, প্রত্যেকেই যা দিয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, কেবল ঈজীনাবাসীদের বাদ দিয়ে — ওদের কাছে তিনি এক খাস অর্ঘ্য দাবি করেছিলেন, কারণ ওদেরকে সালামিসে বীরত্বের পুরস্কার দেয়া হয়েছিলো। এ দাবির ফলে ঈজীনাবাসীরা অর্ঘ্য দেয়, একটি ব্রোঞ্জের দণ্ডে তিনটি সোনার তারকা; এটি এখন দেখা যায়, ক্রীসাস কর্তৃক উৎসর্গীকৃত গামলার নিকটে, একটি কোণে অবস্থিত।

লুঠের মাল ভাগ বন্টনের পর, গ্রীকরা যোজকের উদ্দেশ্যে জাহাজ ছাড়ে, যেখানে সেই লোককে বীরত্বের পুরষ্কার দেয়া হবে যার আচরণ গোটা অভিযানকালে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। সেনাপতিরা জমায়েত হলেন পসেইদনের বেদিতে — প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের জন্য তাদের ভোট দানের উদ্দেশ্যে। যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন, তিনি সবার চাইতে অধিকতর বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। তাই প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নাম রাখলেন শীর্ষে — যদিও বেশিরভাগই একমত হলেন, থেমিস্টোক্লিসের নাম দ্বিতীয় স্থানে রাখতে। এর ফলে প্রথমস্থানের জন্য কেউই এক ভোটের বেশি পেলেন না, অর্থাৎ থেমিস্টোক্লিস দ্বিতীয় স্থানের জন্য সহজেই সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন। পারস্পরিক ঈর্ষার কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলোনা। সেনাপতিরা কোনো পুরস্কার না পেয়েই জাহাজ ছাড়লেন। তা সত্ত্বেও থেমিস্টোক্লিসের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো এবং দেশে সবার চেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন।

সালামিসে যে সব বীর লড়াই করেছিলেন তাঁদের নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান লাভে ব্যর্থ হবার পরপরই তিনি চলে গেলেন ল্যাসিদিমনে, এ প্রত্যাশায় যে, অন্তত এখানে তাঁর প্রাপ্য পাওনা তিনি লাভ করবেন। তাঁকে চমৎকার এক অভ্যর্থনা দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বীরত্বের প্রকৃত পুরষ্কার জলপাইয়ের একটি শিরোমালা দেয়া হলো ইউরীবিআদেসকে তবে, তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা এবং পরিস্থিতি বিচারের ক্ষমতার জন্য থেমিস্টোক্লিসকেও অনুরূপ একটি সোনা দেয়া হলো। তাছাড়া তাঁকে পুরস্কার দেয়া হলো, স্পার্টার সবচাইতে সুন্দর একটি ঘোড়াটানা গাড়ী। তাঁকে উল্লেখ করে বহু প্রশংসা স্তুতি করা হলো। তাঁর বিদায়কালে তেগী পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিলো, বাছাই করা তিনশ' স্পার্টান ঘোড়সওয়ার সেপাই। আমাদের জানামতে, থেমিস্টোক্লিসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই সর্বপ্রথম স্পার্টানদের কাছ থেকে সম্মানসূচক একটি রক্ষীদল লাভ করেছিলেন তাঁর সহযাত্রী হিসেবে।

এথেন্সে ফেরার পর তিনি আফিদনী গ্রামের বাসিন্দা তিমোদিমাস নামক এক লোকের তিরস্কারের পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর খ্যাতির একমাত্র দাবি থেমিস্টোক্লিসের প্রতি তার হিংসা। ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে সে থেমিস্টোক্লিসকে তাঁর স্পার্টা গমনের জন্য তীব্র গালমন্দ করে এবং বলে যে, থেমিস্টোক্লিস ওখানে গিয়ে যে সম্মান অর্জন করেছেন তা তাঁর নিজের গুণে নয়। বরং কেবল এথেন্সের খ্যাতির জন্যই তিনি এই সম্মান পেয়েছেন। একটানা এই টিটকারি শুনতে শুনতে অবশেষে থেমিস্টোক্লিস বলতে বাধ্য হলেন, "আসল ব্যাপার তোমাকে বলছি। আমি যে সম্মান পেয়েছি তা অমি পেতামনা যদি একজন বেলবিনাইত হিসেবে আমার জন্ম হতো, তুমিও পেতে না যদি তুমি জন্মগ্রহণ করতে এথেন্সে।"

ফার্নাসেসের পুত্র অর্তবাজুস, পারস্য সেনাবাহিনীতে যিনি ইতিমধ্যেই প্রচুর খ্যাতিমান ছিলেন এবং প্লাতীআর যুদ্ধের পর যাঁর খ্যাতি আরো বেড়ে যায়, যার্কসেসের সহযাত্রী হলেন তাঁর রক্ষীদলের সেনাপতি হিসেবে। এ রক্ষীদলে ছিলো মার্দোনিয়ুসের বাছাই করা ৬০,০০০ যোদ্ধা। অর্তবাজুস হেলেসপোন্টের উপর ক্রসিং পর্যন্ত যার্কসেসের সঙ্গী ছিলেন। রাজা নিরাপদে এশিয়ায় পৌছলে অর্তবাজুস তাঁর সৈন্যদল নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য পথ ধরেন। প্যাল্লেনের কাছাকাছি এসে তিনি যখন বুঝতে পারলেন, মার্দোনিয়ুস শীতযাপন করছেন থেসালি ও মেসিডোনিয়াতে এবং অবশিষ্ট ফৌজের সাথে মিলিত হবার কোনো তাড়াও তিনি এখনো অনুভব করছেন না, তখন তিনি ভাবলেন বিদ্রোহী পোতিদীআ শহরকে পদানত করা তাঁর কর্তব্য। প্যাল্লেনে উপদ্বীপের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো পোতিদীআর লোকেরাও, যার্কসেস তাদের এলাকা অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে তাদের কাঁধ থেকে পারস্যের দাসত্বের জোয়াল নামিয়ে ফেলে তারা সালামিসে পারস্য নৌবহরের পলায়নের খবরও পেয়েছিলো।

তাই অর্তবাজুস অবরোধ শুরু করেন এবং একই সময়ে অনুরূপ বিদ্রোহের আশঙ্কায় ওলীনথুসকে ঘেরাও করেন। সে সময়ে, থার্মা উপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে মেসিডোনীয়ানরা যে বোত্তীয়িদের বিতাড়িত করেছিলো, ওলীনথুস ছিলো তাদেরই দখলে। শিগগিরই শহরটির পতন ঘটে। অর্তবাজুস সেখানকার অধিবাসীদের জবাই ক'রে, ওদের লাশ একটি হ্রদে নিক্ষেপ করেন এবং শহরটির নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করেন টরোনের কৃতোবিলুস ও কলচিওদের হাতে। এভাবেই ওরা ওলীনথুসের দখল পায়। এরপর অর্তবাজুস তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন পোতিদীআর দিকে। তিনি যখন প্রবলভাবে অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শীওনী ফৌজের সেনাপতি তিমোক্সেনুস রাজি হয়ে গেলেন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে শহরটি তাঁর হাতে তুলে দেয়ার জন্য। ব্যাপারটির শুরু কিভাবে হয়েছিলো আমি জানিনা, কারণ এর কোনো বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি। তবে এ ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত অবস্থাটি ছিলো নিম্নরূপ : তিমোক্সেনুস এবং অর্তবাজুস যখনি মত বিনিময় করতে চাইতেন তাঁরা তাদের বার্তা একটি কাগজের টুকরোয় লিখতেন। সেই কাগজটি তাঁরা তীরের খাঁজকাটা প্রান্তে পেঁচিয়ে সেঁটে দিতেন। তারপর পালক স্থাপন করা হতো সেই কাগজের উপর এবং কোনো পূর্বনির্ধারিত স্থানে তীরটি নিক্ষেপ করা হতো। অর্তবাজুস এক সময় তাঁর লক্ষ্য ভুল করলে, শেষ পর্যন্ত তিমোক্সেনুসের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে যায়। তীরটি দুজনের মধ্যে স্বীকৃত স্থানে না প'ড়ে জনৈক পোতিদীআনের গর্দানে বিদ্ধ হয়। যুদ্ধকালে সাধারণত যা ঘটে থাকে — আহত লোকটির চারপাশে শিগগিরই এক দঙ্গল লোকের ভিড় জমে যায়। তীরটি টেনে বার করা হলো এবং তাতে পাওয়া গেলো সেই কাগজটি। এরপর কাগজটি নিয়ে যাওয়া হলো খোদ পোতিদীআ এবং তার সমর্থক উপদ্বীপের অন্যান্য শহরের সেনাপতিদের নিকট। চিঠি পড়ে তারা জানতে পারলো অপরাধীটি কে। তবু তারা স্থির করলো, ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না আনতে — যাতে ক'রে পরে সকলকালের জন্য শীওনের লোকেদেরকে বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক বহন করতে না হয়।

তিন মাস পরে, তখনো অবরোধ চলছে, এক দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিক ভাটা শুরু হয়। অগভীর পানি দেখে ইরানিদের মনে হলো তারা সহজেই এটি পার হয়ে প্যাল্লানে-তে পৌঁছতে পারে। কিন্তু যখন তারা নদীর পাঁচ ভাগের দু'ভাগ অতিক্রম করেছে, তখনি হঠাৎ তারা বন্যা কবলিত হয়। বন্যার পানির উচ্চতা হলো পূর্বেকার বন্যার মতো — বরং ওখানকার আশেপাশের লোকজনের মতে, তা পূর্বেকার সকল বন্যার পানির উচ্চতাকে অনেক ছাড়িয়ে গেলো — যদিও এ এলাকায় উচ্চ জোয়ার অস্বাভাবিক এবং বিরল ছিলোনা। যারা সাঁতার কাটতে পারলো না তাদের সকলেই ডুবে মরলো; আর যারা সাঁতার জানতো তাদেরও, তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী পোতিদীআনরা নৌকায় করে এসে হত্যা করে। এই অস্বাভাবিক জোয়ার এবং পরিণামে, ইরানিদের বিপর্যয়, পোতিদীআনদের মতে এ কারণেই ঘটেছিলো যে, যে লোকগুলি এভাবে মৃত্যুবরণ করলো তারাই ইতিপূর্বে পসেইদনের মন্দির অপবিত্র করেছিলো এবং শহরের ঠিক বাইরেই যে দাঁড়িয়ে আছে তার মূর্তির অবমাননা করেছিলো। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ওদের এই ব্যাখ্যা নির্ভুল। এ ঘটনার পর অর্তবানুস তাঁর ফৌজের বাকি লোকজন নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন এবং থেসালিতে মার্দোনিয়ুসের সাথে গিয়ে যোগ দেন।

যার্কসেসের নৌবহরের অবশিষ্ট জাহাজগুলি সালামিস থেকে নিরাপদে জান বাঁচিয়ে এশিয়ার উপকূলে পৌঁছানোর পর রাজা এবং তার ফৌজকে পৌঁছিয়ে দেয় খেরসোনিস থেকে এবাইডোসে, প্রণালী পার ক'রে। তারপর ওরা শীতকালটা অপেক্ষা করে সাইমেতে। পরের বছর বসন্তের আভাষ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌবহরটি জমায়েত হয় স্যামোসে। অবশ্য এখানে গোটা শীতকালটাতেই কতগুলি জাহাজ অবস্থান করেছিল। জাহাজে যেসব যোদ্ধা-ফৌজ ছিল তাদের প্রায় সকলেই ছিল ইরানি অথবা মিডীয়ান। এর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন বাগীয়ুসের পুত্র মার্দোনতেস এবং অরতাখীসের পুত্র অরতাইন্তেস, দুজনে একসঙ্গে, আর তাদের সঙ্গে ছিলেন অরতাইন্তেসের ভাগ্নে ইথামিতত্রেস। তাকে এই পদে তার মামাই নিযুক্ত করেন। তারা এখানে যে মারাত্মক আঘাত পায় তার জন্য ওরা আরো পশ্চিম দিকে আগাতে সাহস পেলোনা। তাদের একাজে বাধ্য করার জন্য কেউ কোনো চেষ্টাও করলো না, বরং তারা সম্ভাব্য আইয়োনীয়ান বিদ্রোহের মোকাবেলা করার জন্য স্যামোসেই থেকে গেল। ওদের নৌবহরে ছিল তিনশত যুদ্ধ জাহাজ, আইয়োনীয়ান জাহাজগুলিসহ। তাদের মনে কখনো এ চিন্তাও উদয় হয়নি যে গ্রীকরা আইয়োনীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করবে। ইরানিদের বিচারে বরং এরি সম্ভাবনা অধিকতর যে তারা ওদের স্বদেশ রক্ষা করতেই ব্যস্ত থাকবে; বিশেষ করে যখন ইরানি নৌবহর সালামিস থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন ওরা ইরানিদের পিছু পিছু ধাওয়া করেনি; ইচ্ছা করেই তা থেকে বিরত ছিলো। আসল ব্যাপার এই যে নৌ-যুদ্ধের ব্যাপারে ইরানিরা তাঁদের মনোবল একদম হারিয়ে বসেছিল, যদিও তখনো তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে মার্দোনিয়ুস ও তার ফৌজ সহজেই বিজয় লাভে সক্ষম হবে। এজন্য তারা স্যামোসেই তাদের নৌবহর রেখে দেয়, শত্রুকে উত্যক্ত করার জন্য সম্ভাব্য

পরিকল্পনাও তারা স্থির করে রাখে। যুগপৎ তারা মার্দোনিয়ুসের নিকট থেকে খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষাও করতে থাকে।

বসন্তের আগমন এবং থেসালিতে মার্দোনিয়ুসের উপস্থিতি গ্রীকদের আবার সক্রিয় করে তোলে। ফৌজ একত্র হওয়ার আগেই, এক শ বিশটি জাহাজ নিয়ে একটি নৌবহর লিওতীখিদেসের সার্বিক সেনাপতিত্বে ঈজিনার দিকে অগ্রসর হয়। লিওতীখিদেস স্পার্টার রাজপরিবারের একটি অধস্তন শাখার সদস্য; তিনি হিরাক্লিসের বংশধর বলে দাবি করতেন এভাবে তাঁর পিতা ছিলেন মিনারেস; তাঁর পিতা এজিসিলারুস, তাঁর পিতা হিপ্পোত্রেতিদেস, তাঁর পিতা লিওতীথিদাস, তাঁর পিতা এনাখাসিলায়ুম, তাঁর পিতা আরখিদামুস, তাঁর পিতা এনাকসানদ্রিদ্রেস, তাঁর পিতা থিওপম্পাস, তাঁর পিতা নিকানদর, তাঁর পিতা চেরিলায়ুস, তাঁর পিতা ইউনুমুস, তাঁর পিতা পলীদেখতেস, তাঁর পিতা প্রিতানিস, তাঁর পিতা ইউরিফন, তাঁর পিতা প্রোকলেস, তাঁর পিতা এরিস্তোদেমাস, তাঁর পিতা এরিস্তোমেখোস, তাঁর পিতা ক্লিওজিউস, তাঁর পিতা হিল্লুস এবং তাঁর পিতা হিরাক্লিস। প্রথম সাতজন ছাড়া এরা সকলেই ছিলেন স্পার্টার রাজা। এথেনীয়ান স্কোয়াড্রনের সেনাপতি ছিলেন এরিফ্রোনের পুত্র জান্তিপুস।

ঈজীয়ান নৌবহরটি পৌছলে আইয়োনীয়ার প্রতিনিধিবর্গ — তাদের মধ্যে ব্যাসিলীদেসের পুত্র হিরোডোটাসও ছিলেন — গ্রীক হেডকোয়ার্টারে আসেন সাহায্যের অনুরোধসহ; অনতিকাল পূর্বে যে লোকগুলি স্পার্টায় গিয়েছিল আইয়োনীয়াকে মুক্ত করার জন্য স্পার্টানদের অনুরোধ করতে, ওরাও এসেছিল প্রতিনিধি হিসেবে। প্রথমে ওরা ছিল সাতজন এবং ওরা মিলে এক ষড়যন্ত্র করেছিল খিওসের অধিপতি স্ত্রাত্তিসকে হত্যা করতে। কিন্তু ওদেরি একজন ষড়যন্ত্রটির কথা ফাঁস করে দেয় এবং বাকি ছয়জন সেই দ্বীপ ছেড়ে স্পার্টায় চলে যায়। এরপর, আমি যেমন উল্লেখ করেছি, ওরা এলো ঈজিনায় গ্রীকদের কাছে এই অনুরোধ নিয়ে যে আইয়োনিয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে অভিযান করা হোক। যাই হোক, অনেক কষ্টে তারা সমর্থ হয় গ্রীকদের ডেলোস পর্যন্ত অগ্রসর হতে রাজি করাতে। কারণ, ডেলোসের পরে কি রয়েছে এ সম্পর্কে গ্রীকদের অভিজ্ঞতা রয়েছে সামান্যই। ওরা মনে করতো ওখানটা ইরানি ফৌজে ভর্তি এবং সর্বপ্রকার বিপদে আকীর্ণ, আর স্যামোস সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল তা অনেক দূরে অবস্থিত, হারকিউলিসের স্তম্ভের দূরত্বের মতই সে দূরত্বে। এর ফল এই হলো যে ইরানিরা যদিও স্যামোসের উত্তর দিকে জাহাজ ছাড়তে ছিল অতিমাত্রায় আতঙ্কিত বিপদের আশঙ্কায় তবু গ্রীকরা খিওসবাসীদের আকুল আবেদন সত্ত্বেও ডেলোসের পূর্বদিকে জাহাজ ছাড়তে সাহস পেলো না। তাদের পারস্পরিক ভীতি মধ্যবর্তী গোটা অঞ্চলটির প্রহরী হিসেবে কাজ করে।

মার্দোনিয়ুস যখন থেসালিতে শীতযাপন করছিলেন তখন তিনি ইয়রোমুস শহরের মাইস নামক জনৈক ক্যারীয়ানকে নির্দেশ দেন সকল দৈবজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন, কার সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করা সম্ভব। তিনি এসব দৈবজ্ঞের কাছ থেকে ঠিক কি জানতে আশা করেছিলেন তা আমি বলতে পারবো না,

কারণ তার কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু মনে হয়, মুহূর্তে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সে বিষয়ে তথ্য এবং উপদেশ লাভের জন্যই তিনি তাকে পাঠিয়ে ছিলেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

জানা যায়, মাইস লেবাডিয়াতে গিয়ে একটি লোককে অর্থ প্রদান করে — ট্রাফোনিয়ূস নামক গুহায় প্রবেশ করার জন্য; ফোকিসের অন্তর্গত আবী–এর দৈবজ্ঞের সাথেও সাক্ষাত করে। সে থিবীসে পৌঁছে এপোলো–ইসমেনিয়ুসের (যার মন্দিরে অলিম্পিয়ার মতই পশু বলি দিয়ে দৈবজ্ঞের উপদেশ প্রার্থনা করা হয়) দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং জনৈক বক্তিকে এম্ফিরাউসের মন্দিরে রাত কাটানোর জন্য টাকাকড়ি দেয়। যাকে এ কাজটি করতে রাজি করে সে থিবিসের লোক ছিল না; কারণ এই দৈবজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নিতে থিবিসবাসীদের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা আছে, কেননা, একবার দৈবজ্ঞের উক্তির মাধ্যমে এম্ফিরাউস তাদেরকে এ দুটি নির্দিষ্ট বিকল্পের একটি বেছে নিতে বলেছিলেন। তারা কি ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য তাকে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে পেতে চায়, নাকি যুদ্ধে সাহায্যকারী একজন বন্ধু হিসেবে পেতে চায়? তারা শেষোক্ত বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন। এ জন্য থিবিসের কোনো লোকই এ মন্দিরে রাত যাপন করতে পারে না।

থিবীয়ানরা এ সময়ে একটা ব্যাপার ঘটেছিলো বলে থাকে যা আমার বিচারে খুবই উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় : য়ুরোমোরের মাইস দৈবজ্ঞদের উদ্দেশ্যে তার সফরকালে এপোলো প্টউসের বেষ্টনীতে প্রবেশ করে। এ মন্দিরটিকে বলা হয় 'প্টউম'; মন্দিরটি থিবিসের এবং এক্রিফিয়ার খুবই নিকটে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এর নিচেই দেখা যায় কোপেইস হ্রদ। থিবিসের তিনটি লোককে সঙ্গে করে মাইস সেই মন্দিরে প্রবেশ করে। লোক তিনটিকে সরকারিভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিলো দেবতা যে জওয়াবই দেবেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য। যে ভবিষ্যদ্বক্তার মাধ্যমে দেবতা কথা বললেন, তিনি তাঁর দৈববাণী তখনি ঘোষণা করলেন — একটি বিদেশী ভাষায়। গ্রীক ভাষার পরিবর্তে, অন্য একটি অপরিচিত ভাষা শুনে থিবীয়ানরা বিস্ময় বোধ করে। তাঁরা বুঝতে পারলেন না, তাদের কি করতে হবে। অবশ্য মাইস, দৈববাণী শিখবার জন্য তারা যে ফলক এনেছিলো সেটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন — দেবতার জবাব ক্যারীয়ান ভাষায় দেয়া হয়েছে। তিনি নিজেই তা লিপিবদ্ধ করে দ্রুত থেসালির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। মার্দোনিয়ুস, দৈবজ্ঞ যা বলেছিলেন তা পাঠ করলেন। তারপর তিনি এমীনতাসের পুত্র আলেকজান্ডারকে পাঠালেন একটি বার্তাসহ। মেসিডোনিয়ার আলেজান্ডারকে তিনি গ্রহণ করলেন দু'কারণে : প্রথম, তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে ইরানের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। বুবারেস নামক একজন ইরানি বিয়ে করেছিলেন আলেকজান্ডারের গাইগীতাকে। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মে (তাঁর জন্ম হয়েছিলো এশিয়ায় এবং তাঁর নানার নামের অনুসরণে তাঁর নাম রাখা হয় এমীনতাস), তিনি রাজার উপহারের মাধ্যমে ফ্রাইজীয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর আলাবান্দার রাজস্ব উপভোগ করতেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ভালোকরেই

জানতেন যে, এথেন্সের সাথে আলেকজান্ডারের বন্ধুত্ব, তাদের মধ্যেকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের চাইতে অনেক বেশি গাঢ় এবং সে বন্ধুত্ব কেবল কথার কথা নয়, কর্মের দ্বারাও সমর্থিত। তাই মার্দোনিয়ুস মনে করলেন, তাঁকে পাঠিয়ে খুব সম্ভব তিনি এথেন্সকে ইরানের স্বার্থের অনুকূলে আনতে সক্ষম হবেন। তিনি জানতেন এথেনীয়ানরা সঙ্খ্যায় বিপুল এবং একটা বীর জাতি; তাছাড়া, পারস্য নৌবহরের পরাজয়ের জন্য প্রধানত এথেনীয়ানরাই দায়ী। তাই তাঁর এ প্রত্যাশা ছিলো যে, তিনি যদি কেবল ওদের সাথে একটি মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করতে পারেন তাহলেই সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তার আর কোনো বেগ পেতে হবে না। তাঁর এ প্রত্যাশা ছিলো সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে স্থলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্বে ছিলেন আস্থাশীল। তিনি তাঁর নিজস্ব যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গ্রীসের পরাজয় হবে সম্পূর্ণভাবে তাঁর এখতিয়ারে। আমি যতোটুকু জানি, দৈবজ্ঞ যেরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন এথেনীয় মৈত্রী বন্ধন ঠিক তেমনটিই হয়েছিলো এবং এ সব পরামর্শ অনুসারেই আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয়েছিলো এ মিশনে।

এই আলেকজান্ডারের পূর্বপুরুষ, সপ্তম পুরুষে ছিলেন পেরদিককাস; ইনি নিম্নে বর্ণিত পন্থায় মেসিডোনীয়ানদের সর্বময় অধীশ্বর হয়েছিলেন। আর্গোস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিমেনাসের বংশের তিন ভাই গাউয়ানেস, এয়ারোপুস ও পেরদিককাস আশ্রয় নিয়েছিলেন ইল্লীরিয়া-তে। সেখান থেকে তাঁরা প্রবেশ করেন উজানে মেসিডোনিয়ায় এবং লেবিয়া নামক শহরে পৌঁছেন। সেখানে ওরা রাজার অধীনে কায়িক শ্রমের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে। একজন ঘোড়া চরাবে, অন্যজন ঘোড়াগুলির দেখাশোনা করবে এবং সকলের কনিষ্ঠ পেরদিক্কাস চরাবে ছাগল-ভেড়া। সেই প্রাচীনকালে কেবল যে সাধারণ লোকেরাই গরীব ছিলো, তা নয়; শাসক পরিবারদেরও জীবিকার উপায় ছিলো সামান্য এবং লেবিয়া-তে রাজার স্ত্রী নিজেই রান্নাবান্না করতেন। কিন্তু দেখা গেলো, যখন তিনি রুটি শেকতেন, বালক পেরদিককাসের জন্য শেকারুটি আকারে দ্বিগুণ হয়ে উঠতো। প্রথম প্রথম তিনি এ ব্যাপারে চুপ করেই থাকলেন, কিন্তু যখন দেখলেন, প্রত্যেক দিনই একই ব্যাপার ঘটে চলেছে, তিনি বিষয়টি রাজার কানে তুললেন। রাজার হঠাৎ মনে হলো, এ হচ্ছে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে দৈবী হুঁশিয়ারি। তাই রাজা ভৃত্য তিনটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের হুকুম দিলেন। জবাবে তিন যুবক জানালেন, তাঁদের কাজের জন্য মজুরির হক তাদের রয়েছে এবং মজুরি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা চলে যাবেন।

তারা যে কোঠায় কথা বলছিলেন তার ছাদের ধোয়ার চিমনির ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছিলো। মজুরির উল্লেখে, রাজা মেঝের উপর গড়াগড়ি-যাওয়া সূর্য-রশ্মির দিকে ইশারা করলেন এবং যেন তিনি কি বলছেন তা না বুঝেই, উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'তোমরা যে মজুরির উপযুক্ত তাই তোমাদের দিচ্ছি — এই যে তোমাদের মজুরি।'

বড় দু'ভাই গাউয়ানেস ও এরোপুস এতোই বিস্মিত হলেন যে, তাঁদের একটা পেশিও পর্যন্ত নড়লোনা; কিন্তু কনিষ্ঠ পেরদিককাস যাঁর হাতে ছিল একটা ছুরি, তিনি তারই আগা

দিয়ে, মেঝের যে অংশটিতে সূর্যের রশ্মি পড়েছিলো, তার চারপাশে একটি রেখা আঁকেন, এবং বলেন, 'প্রভো'-আপনি আমাদের যা দিলেন তাই আমরা গ্রহণ করছি। তারপর তিনি তিনবার এমন ভঙ্গি করলেন, যেন তিনি সূর্য-রশ্মি তুলে রাখছেন তার কোচড়ে, তারপর তাঁর দু'ভাইকে নিয়ে তিনি শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

ওরা চলে গেলে, রাজার খেদমতে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করে, বালকটির অদ্ভুত আচরণের কথা। সে যখন আরো বললো, এই তিনজনের মধ্যে কনিষ্ঠটি যে রাজার দেয়া মজুরি গ্রহণ করেছে, তার একটি তাৎপর্য আছে। তখন রাজা খুবই রেগে গেলেন এবং হুকুম দিলেন, ঘোড়া হাঁকিয়ে ওদের পিছুপিছু ধাওয়া করে ওদের হত্যা করতে।

দেশের এই অংশে একটি নদী আছে, যার উদ্দেশ্যে এই তিনজনের বংশধরেরা পশু বলি দিয়ে থাকে তাদের ত্রাতা হিসেবে — কারণ, এ তিন ভাই এ নদী পার হবার পরই হঠাৎ তার পানি ফুলে এতো উঁচু হলো যে, ওদের পিছুপিছু যারা তাড়া করে এসেছিলো তারা আর নদী পার হতে পারলোনা। নিরাপদে নদীর ওপারে পৌঁছানোর পরই, তিন ভাই মেসিডোনিয়ার অন্য এক অঞ্চলে চলে যান এবং মিদাসের বাগিচা নামক একটি স্থানের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থানে, জঙ্গলেই আপনা আপনি ফোটে গোলাপ,-বিস্ময়কর ফুল, প্রত্যেকটিরই থাকে ষাটটি করে পাপড়ি এবং তার খোশবু দুনিয়ার আর যে কোনো স্থানের গোলাপের সুবাসের চাইতে মিষ্টি।

স্থানীয় উপকথা থেকে জানা যায়, এ বাগানগুলিতেই ধরা পড়েছিলো সাইলেনাস। এগুলির উপরে রয়েছে বার্সিউম পর্বত। এই পর্বতের শীর্ষদেশ এতোই ঠান্ডা যে কেউ ওখানে উঠতে পারে না। এই পর্বতমালার ঢাল থেকেই ওরা তিন ভাই প্রথমে আশেপাশের অতি নিকটবর্তী এলাকাগুলি দখল করে নেন, তারপর ক্রমে ক্রমে দখল করেন বাকি মেসিডোনিয়া।

এই বাহিনীর পেরদিককাসের বংশে আলেকজান্ডারের জন্ম। এই বংশ বৃত্তান্তের সঠিক বিবরণ উল্লেখ করতে হলে, বলতে হয়, আলেকজান্ডারের পিতা ছিলেন এমীনতাস — আলসেতাসের এমীনতাস; তাঁর পিতা ছিলেন এরোপুস, ফিলিপ্পাস। ফিলিপ্পাসের পিতা ছিলেন অর্গীয়ূস এবং অর্গীয়ূসের পিতা পেরদিককাস — এই পেরদিককাসই সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন সর্বপ্রথম।

মার্দোনিয়ুসের দূত হিসেবে এথেন্সে পৌঁছানোর পর আলেকজান্ডার নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেন ঃ এথেন্সের অধিবাসীগণ, মার্দোনিয়ুস চান যে, আমি আপনাদের অবহিত করি মার্দোনিয়ুস রাজার কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়েছেন; বার্তাটির মর্ম এই যে, এথেন্স তাকে যে সব আঘাত দিয়েছে তিনি সে সব ভুলে যেতে চাইছেন। তাঁকে রাজা যে সব আদেশ দিয়েছে সেগুলি হচ্ছে : প্রথম, এথেন্সকে তার অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়া হবে; দ্বিতীয়ত, তাকে এই অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, এসব অঞ্চল ছাড়াও অন্য যে কোনো অঞ্চলও সে বাছাই করে নিতে পারে, এবং সে তার স্বাধীনতা ভোগ করবে। এথেন্সকে

কেবল রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। রাজা তাঁকে, অগ্নিতে বিনষ্ট মন্দিরগুলি নতুন করে তৈরি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি যেহেতু রাজার আদেশ, তাই, কার্যকরি করা ছাড়া তার জন্য কোনো বিকল্প নেই — যদি না তোমরা নিজেরাই তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করো। "ভাই তোমরা কেন" 'মার্দোনিয়ুস বলেন, "রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য এ পাগলামি করছো? তোমরা কখনো তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না এবং সে সময় অবশ্য আসছে যখন তোমরা আর তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। তোমরা তাঁর ফৌজ দেখেছো, এর বিশাল আকৃতি প্রত্যক্ষ করেছো এবং এ কি করতে পারে তাও জেনেছো। তোমরা এও জানো যে, এই মুহূর্তে আমার কতো শক্তিশালী ফৌজ রয়েছে গ্রীসে। তোমরা যদি আমাদের পরাজিত করো — অবশ্য তোমাদের যদি কোনো আক্কেল-বুদ্ধি থাকে, তোমরা আমাদেরকে পরাজিত করার আশাও করতে পারো না — তাহলে, এর চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী এক ফৌজ আসবে তোমাদের বিরুদ্ধে। তোমরা যার্কসেসের সমকক্ষ, তোমাদের মন থেকে এ ধরনের ধারণা মুছে ফেলো ঃ এ ধারণার পরিণতি কেবল এই হতে পারে যে, তোমরা তোমাদের দেশকে হারাবে এবং তোমাদের জীবন হবে প্রতিমুহূর্তেই বিপন্ন। তার বদলে, তোমরা বরং তাঁর সাথে সন্ধি করো এবং তোমাদের জন্য সন্ধির এটিই হচ্ছে সম্ভাব্য পরম মুহূর্ত — কারণ, যার্কসেস এখন সন্ধি করতে মানসিক দিক দিয়ে ইচ্ছুক। সরল এবং খোলাখুলিভাবে তোমরা আমাদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করো এবং এভাবে অক্ষুণ্ন রাখো তোমাদের স্বাধীনতা।"

"তোমাদের বলার জন্য মার্দোনিয়ুস আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। তোমাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছার উল্লেখ অনাবশ্যক। তোমরা নিজেরাই তা ভালো করে জানো। এর সঙ্গে কেবল আমার এ অনুরোধই যোগ করতে পারি যে, তোমরা মার্দোনিয়ুস যা বলেন তাই করবে। আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে, তোমরা যার্কসেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। আমার যদি এ বিশ্বাস হতো যে, তোমরা তা পারবে, আমি এ মিশন নিয়ে কখনো আসতাম না এথেন্সে। আসল ব্যাপার হচ্ছে — যার্কসেসের ক্ষমতা অতি মানবিক, আর তাঁর বাহু হচ্ছে সুদীর্ঘ। তাই, তোমরা যদি এখন সন্ধি না করো, যখন সন্ধির সবচাইতে সহজ শর্ত তোমাদের দেয়া হচ্ছে, আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সত্যি কম্পমান, যখন আমি জানি, জোটবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচাইতে প্রত্যক্ষভাবে তোমরাই রয়েছো বিপদের মুখে। তোমাদের দেশ যেহেতু একধরনের লা-ওয়ারিশ দেশ, এ কারণে, এদেশ অনির্বাযভাবেই হয়ে উঠবে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ক্ষেত্র এবং এজন্য বারবার তোমাদের একই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তাই, মার্দোনিয়ুস যা বলেন, তোমরা তাই করো। কারণ, এটি খুব তুচ্ছ ব্যাপার নয় যে, গ্রীসের সকল জাতির মধ্যে পারস্যের রাজা তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের অতীত অপরাধ মাফ করে দিয়ে, তোমাদের বন্ধু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।"

পারস্য এবং এথেন্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য আলেকজান্ডারের আগমনের খবরে স্পার্টায় ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ইরানি এবং এথেনীয়ানদের দ্বারা ডোরীয়ানরা

পিলোপোনিস থেকে একদিন বিতাড়িত হবে — এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে এবং উক্ত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হতে পারে, এই ভয়ে, স্পার্টানরা তৎক্ষণাৎ এথেন্সে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাপার এই ঘটলো যে, আলেকজান্ডার এবং স্পার্টার দূতেরা সাক্ষাৎ লাভ করেন একই সময়ে; কারণ, এথেনীয়ানরা আলেকজান্ডারের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা বিলম্বিত করে এ বিশ্বাসে যে, স্পার্টানরা জানতে পারবে — সন্ধি আলোচনার জন্য পারস্যের প্রতিনিধি হিসেবে কেউ এসেছেন এথেন্সে, এবং এই খবরটি অবিলম্বে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন যাতে করে তারা যখন তাদের অভিমত ব্যক্ত করবেন, তখন যেন স্পার্টানরা সেখানে উপস্থিত থাকে।

তাই আলেকজান্ডার যখন তাঁর ভাষণের ইতি টানলেন স্পার্টান দূতেরা তাদের কাহিনী শুরু করলেন এভাবে : "আপনারা যাতে আপনাদের পূর্বেকার নীতি ত্যাগ করে গ্রীসকে বিপদের মুখে ঠেলে না দেন এবং পারস্যের কোনো প্রস্তাবই যাতে না শোনেন, আমাদের আপনাদের কাছে সে আবেদন করবার জন্য পাঠানো হয়েছে। যে কোনো গ্রীকের পক্ষেই এ ধরনের আচরণ হবে শিষ্টাচার ও ইজ্জতহানিকর। আপনাদের জন্য এ হবে আরো মন্দ — নানা কারণে। প্রথমত, আপনারাই এ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনার মধ্যেই আনা হয়নি। আপনাদের এলাকার জন্যই শুরু হয়েছিলো এযুদ্ধ — এখন গোটা গ্রীসই এতে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, এথেনীয়ানদের জন্য ব্যাপারটি হবে অসহনীয়, কারণ বহু শতাব্দি ধরে যে এথেন্সকে বারবার দেখা গেছে মুক্তিদাতার ভূমিকায়, সেই এখন গ্রীসের দাসত্বের কারণ হতে যাচ্ছে। অবশ্য, আপনাদের যে দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করতে হচ্ছে এজন্য আপনাদের জন্য রয়েছে আমাদের সহানুভূতি। পর পর দু-দুটি ফসল আপনাদের নষ্ট হয়েছে, আপনাদের বাড়ি-ঘর আর সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে, স্পার্টা এবং তার মিত্রদের নামে, আমরা এই ঘোষণা করছি যে, যতোদিন যুদ্ধ চলবে ততোদিন আপনাদের স্ত্রীলোকদের এবং আপনাদের পরিবারের অন্যান্য অযোদ্ধা সদস্যদের ভরণ-পোষণ আমরা করবো।"

"মার্দোনিয়ুসের প্রস্তাবগুলির যে মিষ্টি ব্যাখ্যা আলেকজান্ডার দিয়েছেন আপনারা তার দ্বারা প্রতারিত হবেন না। তাঁর কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত তিনি কেবল তাই করছেন — তিনি নিজে একজন স্বেচ্ছাচারী। তাই তিনি কাজ করছেন আরেকজন স্বেচ্ছাচারীর স্বার্থে। কিন্তু এ ধরনের আচরণ আপনাদের উপযুক্ত নয় — আপনারা যদি সামান্য বুদ্ধিমানও হন, তা হলেও। কারণ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বিদেশীদের মধ্যে সত্য এবং ইজ্জত, কোনোটাই নেই।"

এথেনীয়ানরা তখন আলেকজান্ডারকে এ জবাব দেয় ঃ আপনি জানেন, যেমন জানি আমরাও, ইরানিদের শক্তি আমাদের চাইতে বহুগুণে বেশি। এটি এমন একটি বাস্তব

ব্যাপার যে, বারবার তা মনে করিয়ে দেবার কষ্ট আপনারা না করলেও পারতেন। যাই হোক, স্বাধীনতাকে আমরা গভীরভাবে ভালোবাসি এবং যেভাবেই পারি, আমরা আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করবো। পারস্যের সাথে সন্ধি-চুক্তি বিষয়ে আমাদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই, কারণ, আমরা এতে কখনো রাজি হবো না। তাই, মার্দোনিয়ুসকে আপনি বলে দিতে পারেন, আসমানে যতোদিন সূর্য তার বর্তমান কক্ষপথে ভেসে চলবে ততোদিন এথেনীয়ানরা কিছুতেই যার্কসেসের সাথে শান্তিস্থাপন করবে না। পক্ষান্তরে, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়ে যাবো অবিশ্রান্তভাবে — আমাদের সেইসব দেবতা ও বীরদের সাহায্যে পূর্ণ আস্থা রেখে, যাদের তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন, যাদের মন্দির এবং প্রতিমা তিনি আগুনে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করেছেন। আমাদের কাছে আপনি আর কখনো আসবেন না, এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে। আপনি কখনো মনে করবেন না, ধর্ম ও ইজ্জতের নির্দেশবিরোধী এক পন্থা অনুসরণের জন্য পীড়াপীড়ি ক'রে আপনি আমাদের উপকার করছেন — কারণ এ আমাদের ইচ্ছা নয় যে, আপনার প্রতি এখানে এমন আচরণ করা হোক যা আমাদের বা আপনার কারোপক্ষেই শোভন হবে না — যেহেতু আপনি আমাদের বন্ধু ও উপকারক।"

আলেকজান্ডারের প্রতি এথেনীয়ানদের জবাব সম্পর্কে এই পর্যন্ত।

স্পার্টান দূতদের তাঁরা বললেন ঃ "ইরানিদের সাথে আমাদের সন্ধির সম্ভাবনায় যে ল্যাসিদিমনীয়ানরা ভয় পাবে, — তা খুবই স্বাভাবিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও, এতে এথেনীয়ানদের মন-মানস সম্বন্ধে নিচু ধারণারই প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের যদি দুনিয়ার সকল স্বর্ণ এবং পৃথিবীর সুন্দরতম ও সবচেয়ে সম্পদশালী দেশও দেয়া হয় আমরা কখনো আমাদের সাধারণ দুশমনের সাথে হাতে মেলাবো না এবং গ্রীসের দাসত্ব ডেকে আনবো না। আমরা যদি এ ধরনের একটা পন্থা অবলম্বনও করতে চাই, অনিবার্য কারণ রয়েছে বহু, যা আমাদের নিবৃত্ত করবে। প্রথম এবং সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে — আমাদের দেব-দেবী ও তাঁদের মন্দিরসমূহের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস-সাধন। এগুলি এখন কেবল ধ্বংস-স্তূপরূপে বিদ্যমান। আমাদের অবশ্য কর্তব্য আমাদের দেবতা ও মন্দিরাদির অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করা — এগুলি যে ধ্বংস করেছে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাত ধরা নয়। তাছাড়া রয়েছে গ্রীক জাতি — একই রক্ত, একই ভাষা; মন্দির এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ, গোটা জীবনপদ্ধতি, যা আমরা সবাই বুঝি, আমরা সকলেই যাতে অংশীদার — বাস্তবিকই, এথেন্স যদি এসবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা মোটেই ভালো কাজ হবে না। এরি মধ্যে যদি আপনারা জেনে না থাকেন, আমরা চাই যে, আপনারা জেনে রাখুন, যতোদিন একজন এথেনীয়ানও বেঁচে আছে, আমরা কিছুতেই যার্কসেসের সাথে শান্তি চুক্তি করবো না। অবশ্য, আপনাদের দয়া ও বিবেচনায় এবং বিপদকালে আমাদের পরিবার-পরিজনের

ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবেন বলে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে আমরা গভীরভাবে আন্দোলিত। এর চাইতে বেশি মহানুভবতা আর কিছু হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, আপনাদের বোঝা না হয়েই আমরা যথাসাধ্য আমাদের নিজেদের মতো চলতে চাই। আমাদের সিদ্ধান্ত যেহেতু তাই, কাজেই কালবিলম্ব না করে মাঠে নামান আপনার ফৌজকে; কারণ, আমরা যদি বড়ো রকমের ভুল না করে থাকি তাহলে শিগগিরই দুশমন অবরোধ করবে আতিকাকে। যেই সে জানতে পারবে যে তার সকল অনুরোধ আমরা সবাসরি প্রত্যাখ্যান করেছি তখুনি সে আক্রমণ করবে। তাই, আতিকায় তার আবির্ভাবের আগেই বুঈওশিয়াতে তাকে মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য প্রেরণের জন্য হচ্ছে এ প্রকৃষ্ট মুহূর্ত।

এথেন্স তার জবাব এভাবেই দিলো। স্পার্টার দূতেরা তখন রওনা করলো তাদের স্বদেশের উদ্দেশ্যে।

নবম খণ্ড

আলেকজাণ্ডার যখন এথেনীয়ানদের জবাব নিয়ে ফিরে এলেন তখন মার্দোনিয়ুস থেসালি ত্যাগ করেন এবং দ্রুতগতিতে ধাবিত হন এথেন্সের দিকে। পথে, যে সব স্থানের ভেতর দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন, প্রত্যেক স্থান থেকেই সংগ্রহ করলেন অতিরিক্ত সৈন্য। থেসালির নেতৃত্বস্থানীয় পরিবারগুলি তাদের আগের দৃষ্টিভঙ্গিই বজায় রাখে। আসলে, ইতিপূর্বেকার প্রত্যেক বারের চাইতে প্রবলতর আক্রমণ চালানোর জন্য তারা ইরানিদের উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ করে, ল্যারিসার থোরাক্স, যিনি যার্কসেসের পিছু হঠার কালে, যার্কসেসের রক্ষীদলে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি এখন মার্দোনিয়ুসকে তাঁর গ্রীসের উপর হামলায় উৎসাহ যোগাতে লাগলেন।

বীওশীয়া-তে, তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য থিবীয়ানরা চেষ্টা করে। ওরা বললো, তাঁর হেড-কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে প্রকৃষ্ট জায়গা নেই। ওদের পরামর্শ হলো, তিনি যেন আর অগ্রসর না হন এবং বীওশীয়াকে কেন্দ্র করেই, গ্রীস-বিজয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, কোনো আঘাত না হেনেই। গ্রীক রাষ্ট্রগুলির সাবেক জোট যদি একত্র টিকে থাকে সারা বিশ্ব অস্ত্রধারণ করলেও ওদেরকে পরাভূত করা হবে কষ্টকর। থিবীয়ানরা আরো বলে, "তবে যদি আপনারা আমাদের পরামর্শমতো কাজ করেন, আপনারা অনায়াসে ওদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারবেন। বিভিন্ন শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট টাকা কড়ি পাঠান — তা করলে আপনারা ওদের ঐক্য নষ্ট করে দিতে পারবেন এরপর, যারা আপনাদের পক্ষে যোগ দেবে, তাদের সাহায্যে সহজেই, যে সব লোক তখনো আপনাদের বাধা দিতে চাইবে তাদেরকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবেন।"

মার্দোনিয়ুস কিন্তু ওদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। কোনো কারণে এথেন্স অধিকার করে নেয়ার জন্য আবার তাঁর মন ছিলো সংকল্পবদ্ধ — কিছুটা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, একারণে যে, স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন জেদি এবং কিছুটা আরেকটি কারণে যে, তিনি রাজাকে সার্দিসে তাঁর এই শহর দখলের সংকেত জানাতে স্থির করেছিলেন, ঈজীয়ান দ্বীপপুঞ্জে আতশ-বাজির মালা তৈরি ক'রে। তিনি যখন আতিকায় পৌঁছলেন, এবারো তিনি সেখানে একজন এথেনীয়ানকেও পেলেননা। তিনি জানতে পারলেন এদের প্রায় সকলেই হয় নৌবহরে রয়েছে, অথবা রয়েছে সালামিসে। তাই যার্কসেস কর্তৃক পূর্বে এটি আরেকবার বিজিত হবার দশ মাস পর মার্দোনিয়ুস এক পরিত্যক্ত শহর দখল করলেন।

এথেন্স থেকে, মার্দোনিয়ুস হেলেসপোন্টের জনৈক গ্রীক মিউরীখিদেসকে সালামিসে পাঠালেন — আলেকজান্ডার ওদেরকে যে সব প্রস্তাব দিয়েছিলেন এথেনীয়ানদের আবার

সেই সব প্রস্তাব দেয়ার জন্য। তিনি যে তাঁর প্রতি ওদের মনোভাব অবগত ছিলেন না, তা নয়; তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, ওরা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। তবু তিনি দ্বিতীয়বার এ প্রস্তাব করেন একটি প্রত্যাশায় — তাঁর ফৌজ কর্তৃক গোটা আতিকা-দখল ওদের মনোবল হয়তো কিছুটা ভেঙে দিতে পেরেছে। তাই মিউরীখিদেসকে পাঠানো হলো এই দায়িত্ব দিয়ে। তিনি সালামিসের এথেনীয়ান কাউন্সিলের নিকট এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিলেন। কাউন্সিলের একজন সদস্য লাইসিদাস, বললেন — "সর্বোত্তম পন্থা হবে মিউরীখিদেসের আনীত প্রস্তাবগুলি মেনে নেয়া এবং অনুমোদনের জন্য জনগণের সাধারণ সভায় তা পেশ করা। অবশ্য, এটি লাইসিদাসের আন্তরিক অভিমতও হতে পারে। তবে, অসম্ভব নয় যে, এ মত দেয়ার জন্য মার্দোনিয়ুস তাকে ঘুষ দিয়েছিলেন। যে কোনো অবস্থায়ই হোক, পরিষদের এবং পরিষদের বাইরের এথেনীয়ানরা একথা শোনার পর খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা লাইসিদাসকে ঘেরাও করে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেললো। মিউরীখিদেসকে তারা ফিরে যেতে দিলো অক্ষত অবস্থায়। লাইসিদাসকে কেন্দ্র করে সালামিসে এ ধরনের শোরগোলের পর, এথেনীয়ান রমণীরা শিগগিরই বুঝতে পারলো আসল ব্যাপার কি। এ কারণে, পুরুষদের মুখ থেকে একটি কথাও না শুনে, তারা একত্রে জমায়েত হলো, প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশিনীকে প্ররোচিত করলো এবং দলবলের সঙ্গে তাকে নিয়ে ভিড় করলো লাইসিদাসের গৃহের সম্মুখে আর তার স্ত্রী ও সন্তানদের গায়ে ছুড়ে মারলো পাথর। যে অবস্থার মধ্যে এথেনীয়ানরা সালামিসে পৌঁছায়, সেগুলি হচ্ছে এইরূপ ঃ যতোক্ষণ তাদের আশা ছিলো পিলোপোনিস থেকে ফৌজ আসবে তাদের সাহায্য করার জন্য ততোক্ষণ তারা আতিকাতেই অবস্থান করলো। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেলো, তাদের পিলোপোনিসীয়ান মিত্ররা কালক্ষেপ করছে এবং এগিয়ে আসতে অনিচ্ছুক, আর তারা খবর পেলো যে, ইরানিরা এগিয়ে আসছে, এমনকি আসলে তারা ইতিমধ্যেই বীওশীয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন তারা আর প্রতীক্ষা করলোনা, বরং তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পদ নিয়ে তারা গিয়ে পৌঁছলো সালামিসে। সঙ্গে সঙ্গে বার্তা পাঠালো ল্যাসিদিমনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দ্রুত তাদের সঙ্গে বীওশীয়ায় রওনা না ক'রে, স্পার্টানদের আতিকা আক্রমণের অনুমতিদানের জন্য তাদের তিরস্কার করতে। এছাড়া তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে, তারা গ্রীক মৈত্রী জোট ত্যাগ করলে ইরানের কাছ থেকে কি পাবে এবং সুস্পষ্ট উল্লেখ না করেও, তাদের একথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে, তারা স্পার্টা থেকে সাহায্য না পেলে নিজেদের সাহায্য করার জন্য কোনো পন্থা তাদের নিজেদেরই খুঁজে বার করতে হবে।

আসল ব্যাপার এই যে, ঠিক তখনি অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো স্পার্টার হায়াসিন্থিয়া উৎসব; লোকজন তখন ছুটি ভোগ করছিলো এবং খোদার হক আদায় করা ছাড়া তাদের আর কোনো চিন্তা ছিলোনা। এ-ও দেখা গেলো যে, যোজকের উপর ওরা যে ইমারত তৈরি করছিলো তা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং তার মাথায় সচ্ছিদ্র প্রাচীর নির্মাণের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে।

মেগারা এবং প্লাতীআর প্রতিনিধিদের নিয়ে এথেনীয়ান দূতেরা যথাসময়ে স্পার্টা পৌছলো এবং ইফোরদের সঙ্গে দেখা করে বললো, "নিম্নের বার্তাটি পৌছিয়ে দেয়ার জন্য এথেনীয়ানদের পক্ষে আমরা এসেছি। পারস্য-রাজ আমাদের দেশ আমাদের ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। সে সঙ্গে তিনি যে আমাদের সাথে কেবল ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতেই রাজি আছেন তা নয়, আমাদের নিজেদের দেশ ছাড়াও আমাদের পছন্দমতো যে কোনো দেশ আমাদের দান করতে রাজি আছেন। সমস্ত গ্রীস যে খোদার পূজা করে, আমরা অবশ্য তারই প্রতি ভক্তি হেতু — বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করতেও আমরা ঘেন্না বোধ করি, এ কারণে — আমরা সে প্রস্তাব বাধ্য হয়ে প্রত্যাখ্যান করছি — যদিও আমরা নিজেরাই আমাদের জোটবদ্ধ রাজ্যগুলির বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছি এবং আমরা এ বিষয়েও পূর্ণ ওয়াকিফহাল যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত না ক'রে পারস্যের সাথে চুক্তিতে এসেই আমরা অনেক বেশি লাভবান হতে পারতাম। যাই হোক, দুশমনের সাথে আমরা কখনো স্বেচ্ছায় সমঝোতায় আসবোনা। যেমন করেই হোক, গ্রীসের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ জালমুদ্রায় শোধ করছিনা। কিন্তু আপনারা যারা এই আতঙ্কে ছিলেন, পাছে আমরা পারস্যের সাথে চুক্তি করে বসি, আমাদের সম্পর্কে এখন সবকিছু ভুলে যেতে চাইছেন, কারণ, আপনারা বে-শক জানেন, আমরা কি পদার্থ দিয়ে তৈরি। এবং আমরা গ্রীসের প্রতি কখনো বিশ্বাস-ঘাতকতা করবোনা এবং একারণেও যে, যোজকের উপর আপনাদের দুর্গ-নির্মাণ এখন প্রায় সমাপ্ত। আপনারা বীওশীয়ায় হানাদারদের বাধাদানের জন্য আমাদের সাথে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু আপনারা ওয়াদা খেলাফ ক'রে, দুশমনকে 'আতিকা' অবরোধ করতে দিয়েছিলেন। আপনাদের এ আচরণ এথেন্সের ক্রোধ উদ্রেক করেছে; কেননা, আপনারা যা করেছেন তা সময়োচিত নয়; আপনাদের জন্য এ অনুপযুক্ত। যাই হোক, আপনাদের আশু কর্তব্য হচ্ছে আমাদের অনুরোধে রাজি হওয়া। আপনাদের ফৌজ মাঠে নামান, যাতে করে আমরা এবং আপনারা মিলে একত্রে 'আতিকায়' মার্দোনিয়ুসের মোকাবেলা করতে পারি। ইতিমধ্যেই বীওশীয়া যখন আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে আমাদের নিজ এলাকায় দুশমনের সাথে মোকাবেলার সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে থ্রিআ'র প্রান্তর।"

ইফোরেরা বললো, তারা তাদের জবাব দেবে পরদিন। কিন্তু সময় যখন হলো তারা তাদের উত্তর আবার মুলতবি রাখলো পর দিনের জন্য — এবং পরে, তারপর দিনের জন্য। কার্যত এভাবে ওরা একদিন থেকে পরদিন ক'রে ক'রে তা মুলতুবি রাখলো প্রায় এক পক্ষকাল। সে সময় পিলোপোনিসের প্রত্যেকটি লোক যোজকের উপর নির্মীয়মান দেয়ালে কাজ করছিলো উন্মাদের মতো; দেয়ালটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিলো তখন। আলেকজান্ডার যখন এথেন্স এসেছিলেন তখন কি কারণে স্পার্টানরা এতো উদ্বিগ্ন ছিলো? — এথেনীয়ানরা শেষে ইরানিদের পক্ষে চলে যায়। অথচ এখন এ ব্যাপারে ওদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হয়না। আমার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, যোজকের উপরে দুর্গ-প্রাচীরাদি নির্মাণের কাজ তখন সম্পূর্ণ। তাই তারা মনে করলো, এথেন্সের

সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই। আলেকজান্ডার যখন এস্থানে পদার্পণ করেন তখনো প্রাচীরটি সম্পূর্ণ হয়নি; ওরা তখনো, পারস্যের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেয়ালে কাজ করছিলো।

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত স্পার্টানরা তাদের জবাব দিলো এবং সৈন্যবাহিনীকে নামালো ময়দানে। ব্যাপারটি ঘটেছিলো এভাবে ঃ এথেনীয়ান প্রতিনিধিদের শেষ দর্শন যেদিন দেয়া হলো সেদিনের প্রাক্কালে খিলেউস নামক একজন তেগীয়ান, স্থানীয় বাসিন্দা নয়, স্পার্টায় এমন যে-কোনো ব্যক্তির চাইতে যার প্রভাব ছিলো বেশি, জবাব দিলেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তিনি বললেন, 'ভদ্র-মহোদয়গণ, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, এথেনীয়ানরা যদি আমাদের ত্যাগ ক'রে পারস্যের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে, যোজকটিকে যতো মজবুতভাবেই প্রাচীরাদি দিয়ে সুরক্ষিত করা হোক না কেন, পিলোপোনিসের উপর ইরানি হামলার দরোজা তখনো উন্মুক্ত থাকবে। তাই তারা তাদের মত পরিবর্তন করে গ্রীসকে ধ্বংস করার কৌশল গ্রহণের আগেই তাদের কথা শোনা আপনাদের জন্য বেহ্‌তর হবে।'

ইফোরেরা এ সতর্কবাণী মন দিয়ে শোনে এবং প্রতিনিধিদের একটি কথা না বলেই, সূর্য ওঠার আগেই ৫০০০ স্পার্টান সিপাহী-এর এক ফৌজ প্রেরণ করে। ওদের প্রত্যেকের ছিলো সাতজন ক্রীতদাস এবং ক্লিওমব্রোতুসের পুত্র পাউসানিআস ছিলেন এই ফৌজের সেনাপতি।

অধিকারের দিক দিয়ে এ সময় স্পার্টার প্রধান ক্ষমতা ছিলো লিওনিদাসের পুত্র প্লীস্তার্খুসের হাতে। কিন্তু তিনি তখনো ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং তার অভিভাবক ও চাচাতো ভাই, পাউসানিআসের পিতা এবং এ্যানাক্সানদ্রিদেসের পুত্র ক্লিওমব্রোতুস তখন আর জীবিত ছিলেন না। যেসব সৈন্য যোজকের দুর্গ প্রাচীরাদি নির্মাণ করছিলো তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন একারণে যে, যুদ্ধে একটা অনুকূল ইঙ্গিত পাবেন এ আশায় যখন তিনি একটি বলি দিচ্ছিলেন তখন আকাশে সূর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো ঘন মেঘের নিচে। পাউসানিআস তাঁর নিজের পরিবারেরই একজন সদস্য, ডরিয়ুসের পুত্র যুরীআনাক্সকে নিয়োগ করেন সেনাপতিত্বে শরিক হবার জন্য।

পাউসানিআস এবং তাঁর ফৌজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত অবস্থায় প্রতিনিধিরা পর দিন দ্রুত রওনা দেয় এবং শেষবারের মতো এই সঙ্কল্প নিয়ে ইফোরদের সম্মুখে হাজির হয় যে, তারা স্পার্টা ত্যাগ করবে এবং নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবে। ওরা বললো 'তাহলে, তোমরা যদি চাও, এখানে অবস্থান করো, তোমাদের হায়াসিন্থিয়া উৎসব উদযাপন করো, ফূর্তি করো এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো। কিন্তু আমরা তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি : এথেনীয়ানরা এ অন্যায় মেনে নেবেনা, অন্য মিত্রের অভাবে, তারা ইরানিদের সাথেই তাদের সাধ্যমতো একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

একথা তো খুবই পরিষ্কার যে, এ কাজ হয়ে গেলে, আমরা যার্কসেসের বন্ধুতে পরিণত হবো এবং এর ফলে, ইরানিরা আমাদের যে-দেশের বিরুদ্ধেই লড়তে বলবে আমরা তার বিরুদ্ধেই লড়বো। তোমরা কেবল তখনি, তোমাদের উপর এর পরিণাম বুঝতে পারবে।'

একথা শোনার পর ইফোরেরা এ জবাব দেয়। তারা বললো, তারা শপথ করে বলতে পারে যে ফৌজ ইতিমধ্যেই 'বিদেশীদের'* বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধাভিযানে ওরেসথীউমে পৌঁছে গেছে। প্রতিনিধিরা একথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে জানতে চাইলো ওরা কি বলতে চায়? তখন তাদের বলা হলো আসল কথা স্পার্টানরা শেষ পর্যন্ত এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এতে বিস্মিত হয়ে ওরা দ্রুত ধাবিত হলো সৈন্যবাহিনীকে ধরবার জন্য। তাদের সঙ্গে গেলো, দূরবর্তী শহরগুলি থেকে বাছাই করে সংগৃহীত ৫০০০ ল্যাসিদিমনীয়ান সিপাহী। আর্গোসের লোকেরা পূর্বেই একমত হয়েছিলো মার্দোনিয়ুসের সাথে — তারা স্পার্টান ফৌজ যাতে ময়দানে অবতীর্ণ হতে না পারে এজন্য তাদের বাধা দেবে। ওরা যখন জানতে পারলো পাউসানিআসের ফৌজ স্পার্টার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে, ওরা কাল বিলম্ব না করেই সর্বশ্রেষ্ঠ রানারকে যোগাড় করে পাঠালো 'আতিকায়' — একটি বার্তাসহ। ওখানে সে মার্দোনিয়ুসের সামনে হাজির হয়ে বললো : আমি আর্গোসীদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি একথা জানাবার জন্য যে, ল্যাসিদিমনের যোদ্ধা-ফৌজরা মার্চ্ করে আসছে এবং ওদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা আর্গোসীদের নেই। কাজেই আপনাদের এসব অবশ্য বিবেচনা করে পা ফেলতে হবে।'

এরপর রানারটি তার স্বদেশের পথে রওনা করে। এদিকে তার রিপোর্ট শোনার পর মার্দোনিয়ুস আর আতিকায় থাকার কথা ভাবতে পারলেন না। তখন পর্যন্ত তিনি ওখানেই অবস্থান করলেন — কেননা তিনি জানতে চেয়েছিলেন এথেনীয়ানরা কোন্ পথে যাবে। তাঁর এ আশাও ছিলো যে, ওরা শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করবে। এজন্য তিনি এখানে তাঁর অবস্থান কালে সম্পত্তি ও ফসলাদির ক্ষতি সাধনে বিরত ছিলেন। যাই হোক, এখন তিনি দেখতে পেলেন তিনি ওদের জয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং গোটা অবস্থাটাই একেবারে পরিষ্কার। তিনি পাউসানিআসের ফৌজ যোজক পর্যন্ত পৌছানোর আগেই সে অঞ্চল থেকে সরে পড়লেন। যাবার আগে তিনি এথেন্সে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং যা কিছু ওখানে দাঁড়িয়েছিলো — যেমন, প্রাচীর, ঘরবাড়ী, মন্দির সবকিছুই ধ্বংস করে দিলেন। তাঁর আতিকা পরিত্যাগ করে চলে যাবার কারণ তাঁর মতে দেশটি ছিলো ঘোড়সওয়ার ফৌজের জন্য খুবই অসুবিধাজনক। তাছাড়া, যদি তিনি এ মুকাবিলায় পরাভূত হতেন তার পশ্চাদপসরণের একমাত্র পথ হতো একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, যা খুব স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধাই বন্ধ করে দিতে পারতো। তাই তাঁর পরিকল্পনা ছিলো, থিবিসে ফিরে যাওয়া — যেখানে তিনি ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের উপযোগী একটি দেশে লড়তে পারবেন এবং নিকটেই থাকবে একটি বন্ধুভাবাপন্ন শহর।

---

* বিদেশীদের জন্য তারা অপরিচিত শব্দটি ব্যবহার করতো।

তিনি তখন যাত্রা শুরু করলেন, যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, পাউসানিআসের আগেই, এক হাজার সৈন্যের আরেকটি স্পার্টান ফৌজ মেগারায় পৌঁছে গেছে। মূল ফৌজকে মোকাবেলা করার আগেই সম্ভব হলে এ ফৌজকে ধ্বংস করার জন্য তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন এবং ত্বরিৎ একটি সিদ্ধান্তে এসে গেলেন; ঘুরে তিনি যাত্রা করলেন মেগারার উদ্দেশ্যে; তাঁর ঘোড়সাওয়ার বাহিনী দ্রুত ধাবিত হয়ে চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেশটিকে একেবারে তসনস করে দিলো। ইউরোপে এটাই ছিলো সবচাইতে পশ্চিমের স্থান, যেখানে এই পারস্য ফৌজ পৌছতে পেরেছিলো।

আরো খবর এলো যোজক বরাবর গ্রীক ফৌজ সমূহ শক্তি নিয়ে মিলিত হয়েছে এবং একারণে, মার্দোনিয়ুস ডেসেলী হয়ে তাঁর সৈন্য অপসারণ শুরু করেছেন। বীওশীয়ার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটরা, এসোপুসের উপত্যকা থেকে লোক চেয়ে পাঠালেন। ওরাই সৈন্যবাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। প্রথমে ওরা সৈন্যবাহিনীটিকে নিয়ে যায় স্ফেনদালেসে এবং তারপর, তানাগরাতে। বাহিনীটি রাতের জন্য ওখানেই বিশ্রাম করে। পরদিন মার্দোনিয়ুস রওনা করেন সকোলুস এবং এভাবেই উপস্থিত হলেন থিবীয়ানদের এলাকায়। থিবীয়ানরা ইরানের স্বার্থে কাজ করছে। একথা জেনেও তিনি আশেপাশের গাছপালা কেটে ফেললেন। এ কাজটি যে তিনি থিবিসের প্রতি দুশমনির জন্য করেছিলেন তা নয়, তিনি তা করেছিলেন কেবল তাঁর সামরিক প্রয়োজনে, কেননা তাঁর সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য এবং যুদ্ধে যদি পরাজয় ঘটে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি স্থান করার জন্য তিনি খুঁটি গেঁড়ে একটি ঘেরাও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন এসোপুস বরাবর — ইরীথ্রী থেকে, হীসী ছাড়িয়ে প্লাতীআ পর্যন্ত। খুঁটি গেড়ে যে বন্ধ্ তৈরি করা হলো তার মধ্যে এই অঞ্চলের পুরোটা পড়লো না, তবে চারদিকে প্রায় দশ ফার্লং-এর একটি বর্গক্ষেত্র এর মধ্যে পড়লো।

ইরানি ফৌজ যখন খুঁটি গেঁড়ে ঘেরাও তৈরি করছে তখন ফ্রাইনেলের পুত্র, অতজিনুস নামক জনৈক থিবীয়ান মার্দোনিয়ুস এবং আরো পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট ইরানিকে একটি ভোজ সভায় দাওয়াত করেন। এই ভোজের জন্য তিনি বিশদ আয়োজন করেছিলেন। এই মেহমানি হয় থিবিসে। যাদেরকে দাওয়াত করা হলো তাঁরা সবাই তা গ্রহণ করেন।

আমি এখন যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা আমি শুনেছি তাঁর নিজ শহর ওর্খোমেনুসে খুবই সম্মানিত এক ব্যক্তি থেরসান্দারের কাছ থেকে। থেরসান্দার আমাকে বলেছেন — তিনি নিজেই অতজিনুসের নিকট থেকে দাওয়াত পেয়েছিলেন এবং যারা ওখানে মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ইরানি ছাড়াও পঞ্চাশ জন থিবীয়ান ছিলেন। খানার টেবিলে গ্রীক আর ইরানি, এ দু জাতির লোকদের পৃথক পৃথকভাবে বসানো হয়নি। বরং প্রত্যেক কৌচে একজন থিবীয়ান ও একজন ইরানি পাশাপাশি বসেছিলেন। ভোজের পর যখন পানোৎসব চলছে, থেরসান্দারের সাথে একই কৌচে যে ইরানি মেহমানটি বসেছিলেন তিনি তাঁকে গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন — তিনি কোন্ শহরের লোক। জবাবে বলা

হলো, 'ওর্খোমেনুস'। ইরানি মেহমান বললেন, 'যেহেতু আমি আর আপনি একই টেবিলে বসে খানা খেয়েছি এবং একই পেয়ালা থেকে সুরা ঢেলেছি, তাই আমি চাইছি — আমি আপনার জন্য এমন কিছু রেখে যাই' যাতে ক'রে আপনি মনে রাখবেন আমার সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা। এভাবে, আপনি পূর্বাহ্নেই সতর্ক হবেন এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন — এই ইরানিরা তাদের খাবার টেবিলে ব্যস্ত — এবং ফৌজকে আমরা রেখেছি ওখানে নদীর তীরে। তাবুতে এখন থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন এদের অতি অল্প ক'জনই প্রাণে বেঁচে আছে।' ইরানি মেহমান কথা বলছিলেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। থেরসান্দার তার এই কথায় খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, মার্দোনিয়ুস এবং তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য পদস্থ ইরানি কর্মকর্তাই কি সঠিক লোক নন যাদের একথা জানানো উচিত? জবাবে অন্য জন বললেন 'বন্ধুবর' খোদা যা স্থির করেছেন কেউ তা রুখতে পারেনা। আমি যা বলেছি তা যে সত্য আমাদের মধ্যে অনেকেই তা জানে। তবু, আমরা যেহেতু এর অন্যথা করতে পারছিনা সেকারণে আমরা এখনো আমাদের সেনাপতির আদেশ পালন করে চলেছি। আমাদের হুঁশিয়ারি যতো সত্যই হোক, আমাদেরকে কেউই বিশ্বাস করবেনা। মানুষের জন্য সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে বেশি জানা এবং তদনুযায়ী কাজ করতে অক্ষমতা।

আমি আগেই বলেছি, আমি এ কাহিনী শুনেছি ওর্খোমেনুসের থেরসান্দারের কাছ থেকে। তিনি আমাকে আরো বলেছিলেন এর পরই প্লাতীআর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন আরো বহুজনের কাছে।

মার্দোনিয়ুস যখন বীওশীয়াতে ছিলেন সে সময়ে দেশের সেই অঞ্চলের যে সকল গ্রীক ইরানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলো তারা সকলেই তাঁর ফৌজে যোগদানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করে এবং এথেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণেও অংশ গ্রহণ করে সকলেই কেবল ফোকীয়ানরা ছাড়া। অবশ্য ফোকীয়ানরা খুব ব্যগ্রতার সাথেই ইরানি স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসে — তবে বাধ্য হয়ে, স্বেচ্ছায় নয়। থিবিসে মার্দোনিয়ুস পৌঁছানোর কয়েক দিন পর, তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত এক ফোকীয়ান পদাতিক বাহিনী। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফোকীয়ানদের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম হার্মোসাইদেস। ওরা ওখানে পৌঁছলে, অবশিষ্ট ফৌজ থেকে আলাদাভাবে একটি খোলা জায়গায় অবস্থান গ্রহণের জন্য মার্দোনিয়ুস তাদের আদেশ দেন। এই আদেশ পালিত হতে না হতেই ইরানি ঘোড়সওয়ার ফৌজ আবির্ভূত হয় তাদের পুরো শক্তি নিয়ে। এ সময়ে, ইরানিদের অধীনে কর্মরত গ্রীকদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মার্দোনিয়ুসের লক্ষ্য ফোকীয়ানদের উপর আক্রমণ এবং তাদের হত্যা। ফোকীয়ানরা নিজেরাও তখনি তাদের বিপদের কথা বুঝতে পারলো। যা ঘটতে চলেছে, তা দেখতে পেয়ে, তাদের সেনাপতি হার্মোসাইদেস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন — একটা মহামূল্যের বিনিময়ে নিজেদের জীবন দিতে। তিনি চিৎকার করে বললেন, "দেশবাসী বন্ধুরা, এ তোমাদের চোখ এড়াতে পারেনা যে, এ লোকগুলি পরিকল্পিতভাবে আমাদের হত্যা করতে চাইছে নিঃসন্দেহে–এর কারণ এই

যে, এর থেসালীয়ানরা আমাদের সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বলেছে। তাই আগেই, তোমরা দেখিয়ে দাও তোমরা কি দিয়ে তৈরি — তোমাদের প্রত্যেকে। একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে জবাই হওয়ার চাইতে নিজেদের বাঁচাবার সক্রিয় চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়। আর কিছু নাহোক, এই জিল্লতি আমরা এড়াতে পারি। চলো, আমরা ওদেরকে দেখিয়ে দিই, যে লোকগুলিকে ওরা হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে তারা গ্রীক এবং ওরা নিজেরা বিদেশী আবর্জনা মাত্র।"

হতভাগ্য লোকগুলিকে ইরানি ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা ঘিরে ফেলে এবং উদ্যত অস্ত্র নিয়ে ওরা এদের চারদিকে চাপ বাড়াতে থাকে এদের নির্মূল করার জন্য। কার্যত কয়েকটা বর্শা নিক্ষিপ্তও হলো। কিন্তু ফোকীয়ানরা রইলো অবিচলিত, ওরা পরস্পর আরো কাছে এসে দাঁড়ালো দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এবং ইরানিরা তা দেখে ঘুরে পেছন ফিরে সরে পড়লো। সম্ভবত থেসালীয়ানরা ইরানিদের বলেছিলো এই হীন কাজ করার জন্য কিন্তু এদের নিজেদের বাঁচাবার জন্য দৃঢ় প্রস্তুত দেখে ইরানিরা ভয় পেয়ে যায়, পাছে না ওরা এদের হাতে মার খায়। তাই মার্দোনিয়ুসের হুকুম মোতাবেক ওরা ওখান থেকে সরে পড়ে। এও হতে পারে, হয়তো বা মার্দোনিয়ুস চেয়েছিলেন কেবল এদের সাহস পরখ করে দেখতে। এই ব্যাখ্যাগুলির কোন্‌টি সত্য তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারবোনা। যাই হোক, ঘোড়সওয়ার বাহিনী চলে যাবার পর মার্দোনিয়ুস ফোকীয়ানদের বলে পাঠালেন, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই ঃ 'তোমরা প্রমাণ করেছো যে তোমরা সাহসী লোক — অথচ তোমাদের সম্বন্ধে আমি যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম তা ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে — সোৎসাহে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। তোমাদের জন্য এর ফায়দা কি হবে, সে ব্যাপারে রাজা কিংবা আমার চাইতে বেশি প্রত্যাশা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' এ ঘটনার ইতি এখানেই।

যোজকে পৌঁছানোর পর, ল্যাসিদিমনীয়ানরা ওখানেই থামে। পিলোপোনিসীয়ানদের মধ্যে অন্যরা যারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবে বলে স্থির করেছিলো তাদের কেউ কেউ স্বচক্ষে দেখেছিলো স্পার্টানদের মার্চ করতে। তারা পেছনে থেকে যেতে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে লজ্জা পাচ্ছিলো। তাই, বলিদানের পর শুভ ইঙ্গিত পেয়ে সম্মিলিত পিলোপোনিস ফৌজ যোজক ত্যাগ করে, ইল্যুসিস অভিমুখে রওনা দেয়। এখানে আবার ওরা দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয় এবং আবার শুভ আলামত দেখে ওদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। তখন অবশ্য ওদের সঙ্গে এথেনীয়ানরাও এসে যোগ দিয়েছে। ওরা গালামিস থেকে নৌকায় করে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। বীওশীয়ায় ইরীথ্রীতে ওরা জানতে পেলো যে, শত্রু এসে অবস্থান নিয়েছে এসোপুসে এবং, এ কারণে, ওরা নিজেরা সিথীরোনের ঢালুর নিম্নাঞ্চল দখল করে বসে।

যখন দেখা গেলো, উঁচু এলাকাটি ছেড়ে যাবার ইচ্ছা গ্রীকদের নেই তখন মার্দোনিয়ুস তাঁর ঘোড়সওয়ার ফৌজকে সমগ্র শক্তি দিয়ে ওদের আক্রমণ করার জন্য পাঠালেন। ওদের সেনাপতি হলেন বিশিষ্ট ইরানি সামরিক কর্মকর্তা মাসিসতিউস — অথবা গ্রীকরা

যেমন বলে থাকে ম্যাঝিসতিউস। তিনি ছিলেন একটি নিসীয়ান ঘোড়ায় সওয়ার, যার লাগাম ছিলো সোনার, যার গায়ে ছিলো আরো চমৎকার সব ঝালর। স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রনের আকারে ঘোড়সওয়ার ফৌজ আক্রমণ করতে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেক হামলায়ই গ্রীকদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, ওদের টিটকারি দেয়, স্ত্রীলোক বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। দেখা গেলো, গ্রীক অবস্থানের যে জায়গাটি ছিলো একেবারেই উন্মুক্ত এবং ঘোড়সওয়ার ফৌজের আক্রমণের জন্য উপযুক্ত, সে জায়গাটি রক্ষা করছে মেগারীয়ানরা। ওরা বারবার আক্রমণে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলো। তাই সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতিদের নিকট ওরা এই বার্তা পাঠায় ঃ "বন্ধু এবং সহযোদ্ধারা, সাহায্য ছাড়া ইরানি ঘোড়সওয়ার ফৌজকে প্রতিহত করতে কিংবা আমাদের মূল অবস্থান রক্ষা করতে আমরা অসমর্থ। এখন পর্যন্ত বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়তা ও হিম্মতের সাথে বাধা দিয়ে চলেছি। কিন্তু এখন তোমরা যদি আমাদের স্থান গ্রহণ করার জন্য অন্য ফৌজ না পাঠাও তাহলে, তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমরা আমাদের অবস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবো।"

এ খবর পেয়ে পাউসানিআস মেগারীয়ানদের স্থান গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আহবান করেন। কিন্তু এথেনীয়ানরা ছাড়া আর কেউই যেতে রাজি হলো না। এই এথেনীয়ানরা ছিলো সংখ্যায় বাছাই করা তিনশ' লোক, আর তাদের সেনাপতি ছিলেন ল্যামপোনের পুত্র ওলীম-পিওডোরাস। এই তিনশ' লোকই মেগারীয়ানদের স্থলবর্তী হতে রাজি হয়েছিলো। ওরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ইরীথ্রীতে বিদ্যমান সকল গ্রীক সৈন্যের পক্ষে, ওদের অবস্থানের উদ্দেশে ধাবিত হলো, তীরন্দাজগণ সহ। যুদ্ধ চললো কিছুক্ষণ। তারপর ইরানি-স্কোয়াড্রনের পর-পর আক্রমণে, সকলের অগ্রবর্তী মাসিসতিউসের ঘোড়াটির বুকে তীর বিদ্ধ হয়। যন্ত্রণায় ঘোড়াটি পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গিয়ে আরোহীকে নিক্ষেপ করে জমিনের উপর। মাসিসতিউস পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়রা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ওরা তাঁর ঘোড়াটিকে ধরে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত মাসিসতিউসকেই হত্যা করে বসে। অবশ্য, এজন্য যে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি, তা নয়; মাসিসতিউস জান বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ওরা যে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হত্যা করতে পারে নি তার কারণ হচ্ছে তাঁর পরনের বর্ম, তাঁর উজ্জ্বল লাল রঙের বস্ত্রের নিচে, সোনার পাত দিয়ে তৈরি দেহত্রাণ। এই দেহত্রাণের উপর কোনো আঘাতই কাজ করছিলোনা; শেষ তক, এটি কি ধরনের একটি সিপাহী তা দেখতে পেলো এবং মরিয়া হয়ে আঘাত করলো তাঁর চোখে; আর এভাবেই তাঁকে শেষ করে দিলো। ব্যাপারটি ঘটলো স্কোয়াড্রনের বাকি সকলের অজান্তেই। তিনি যে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন তা ওরা যেমন দেখেনি, তেমনি তাঁর মৃত্যুও দেখেনি ওরা। কেননা, ওরা যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ফের আক্রমণের জন্য পশ্চাদপসরণ করেছে, ঠিক সেই সময়েই তাঁর পতন হয়। আবার যখন ওরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো, ঠিক তখনি ওরা দেখতে পেলো মাসিসতিউস নেই অর্থাৎ তাদের নির্দেশ দেয়ার কেউই নেই। মুহূর্তকালও দেরি না ক'রে মুখে মুখে ওরা একজনের

কাছ থেকে আরেকজনের কাছে খবরটি জানিয়ে দেয়, এবং আর কিছু না হোক, তার দেহটি অবশ্য উদ্ধার করতে পারবে, এই আশায় গোটা ফৌজটি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছোটে। একটা বড়ো রকমের আক্রমণ আসন্ন দেখে এথেনীয়ানরা সাহায্যার্থ এগিয়ে আসার জন্য ফৌজের বাকি অংশকে ডাক দেয়। পদাতিক বাহিনী যখন তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে তখন মাসিসতিউসের লাশকে ঘিরে একটি তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাহায্যকারী সৈন্যদল এসে পৌঁছানোর আগেই, তিনশ' এথেনীয়ান একাকি যুদ্ধ করে ভীষণ মার খায় এবং মাসিসতিউসের লাশটি অর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যেই অন্য সিপাহীরা পুরো শক্তি নিয়ে ওদের সাথে এসে মিলিত হলো শত্রুর ঘোড়সওয়ার ফৌজের পক্ষে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করা আর সম্ভব হলোনা। ওরা লাশটি নিজেদের হাতে রাখতে পারলো না এবং এ চেষ্টায় ওদের বেশ ক'জন যোদ্ধাকে হারাতেও হলো। তখন ওরা সিকি মাইলের মতো দূরে সরে পড়লো — নিজেদের অবস্থা ভালোভাবে তলিয়ে দেখার জন্য; ওরা ওদের সেনাপতিকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলো যে বিষয়টি ওরা মার্দোনিয়ুসকে অবহিত করবে। এ সংবাদ নিয়ে ওরা সামরিক হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলে মার্দোনিয়ুস এবং গোটা ফৌজই মাসিসতিউসের মৃত্যুতে গভীর বেদনা প্রকাশ করলেন — কেননা মার্দোনিয়ুসকে বাদ দিলে, পারস্য ফৌজে আর যে কোনো জনের চাইতে মাসিসতিউসই ছিলেন রাজা ও তাঁর প্রজাদের দৃষ্টিতে, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ওরা ওদের মাথা কামিয়ে ফেলে, ওদের ঘোড়া ও গাধার কেশর কেটে দেয় এবং এমন চিৎকার করে শোক প্রকাশ করতে শুরু করে যে, সেই শব্দে গোটা বীওশীয়া কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে।

এই বিশেষ পদ্ধতিতে ইরানিরা যখন মৃত মাসিসতুসের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলো তখন গ্রীক ফৌজের সাহস ভীষণ বেড়ে যায়। ওরা যে কেবল অশ্বারোহী যোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করলো, তা-ই নয়, শত্রুকে হটে যেতেও বাধ্য করলো। কাজেই ওদের নিজেদের নিয়ে তুষ্ট হবার যথার্থ কারণ ছিলো। ওরা মাসিসতিউসের লাশ একটা ঠেলা গাড়ীতে রেখে সেটিকে সৈন্যদের লাইন বরাবর প্যারেড ক'রে নিয়ে যায়। এ ছিলো দেখবার মতো বস্তু — কারণ, মাসিসতিউস ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং ভারি সুন্দর। একনজর লাশটি দেখার জন্য গ্রীক সৈন্যরা ইতিমধ্যেই ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করেছিলো, আর এ কারণেই ওরা গাড়িটির চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো।

গ্রীকরা স্থির করলো — উঁচু জায়গা ত্যাগ করে ওরা নেমে যাবে প্লাতীআ'র দিকে, কেননা অবস্থান গ্রহণের জন্য ইরীথ্রী'র চারপাশের এলাকার চাইতে এ জায়গাটি ছিলো প্রশস্ত। বিশেষ করে, এখানে পানির সরবরাহও ছিলো উত্তম। তাই তাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা মনে হলো, তাঁবু তুলে যথাযথ সৈন্যদলরূপে প্লাতীআ অঞ্চলের ঝর্ণা গ্রাফিয়ার নিকটে নতুন অবস্থান গ্রহণ। এরপর সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ ক'রে অগ্রসর হয়, হাইসী ছাড়িয়ে সিথীরোনের ঢালু অঞ্চল বরাবর। অবশেষে, ফৌজ পৌঁছায় প্লাতীআ এলাকায় এবং কয়েকটি জোটবদ্ধ শহরের সৈন্যদল থামলো ঝর্ণাটির নিকটে, এন্দ্রোব্রেতিসের পবিত্র পরিবেষ্টনের কাছে এই পরিবেষ্টনটি ছিলো সমতল অঞ্চলে। যার এখানে ওখানে ছিলো

নিচু নিচু পাহাড়। এখানে বিভিন্ন সৈন্যদলকে তাদের অবস্থান বরাদ্দ করার সময়ে তেগী এবং এথেন্সের সৈন্যদের মধ্যে এক তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। উভয়েই দাবি করে একটি প্রান্ত রক্ষা করার অধিকার, এবং উভয় দলই তাদের দাবির সমর্থনে উপস্থিত করে, অতীত ইতিহাসে কিংবা সাম্প্রতিক যুদ্ধে তাদের বিশেষ অবদানের কথা।

তেগীদের যুক্তি ঃ 'এ পর্যন্ত আমরা সবসময়ই পিলোপোনিসীয়ানদের সাথে যুগ্মভাবে পরিচালিত প্রতিটি অভিযানে এ অবস্থান রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে এসেছি, সর্বজনীন সম্মতির ভিত্তিতে, সাম্প্রতিককালে তো বটেই, অতীতকালেও, বলতে গেলে ইউরীস্‌থিউসের মৃত্যুর পর থেকেই। যখন হিরাক্লিদীরা আবার জোর করে ঢুকতে চেয়েছিলো পিলোপোনিসে সেই সময় কি করে আমরা এই অগ্রাধিকার হাসিল করেছিলাম, আপনাদের তা-ই এখন স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : কাহিনীটি এই : "আখীয়ান এবং আইয়োনীয়ানরা যারা তখন পিলোপোনিস দখল করেছিলো, তাদের সাথে যখন আমরা হানাদারদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের জন্য যোজকের দিকে রওনা করি, তখন হীল্লুস এ ধরনের একটা ঘোষণা করেন : একটা যুদ্ধে দুটি ফৌজের প্রাণ বিপন্ন করার কোনো আবশ্যক নেই; তাঁর মতে এই যথেষ্ট, যদি পিলোপোনিসীয়ান ফৌজ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নির্বাচিত হয়, স্বীকৃত শর্তে, তাঁর সঙ্গে একাকি লড়াই করতে। পিলোপোনিসীয়ানরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং কসম করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, হীল্লুস যদি এতে জয়ী হন, তাহলে হিরাক্লিদীদের তাদের পরিবারের প্রাচীন অধিকারগুলি আবার ফিরে পেতে দেয়া হবে এবং তিনি যদি হেরে যান, তাহলে তারা তাদের ফৌজ অপসারণ করবে ও একশ' বছরের মধ্যে পিলোপোনিসের উপর আর কোনো আক্রমণ করবে না।"

"জোট বদ্ধ শহরগুলির ফৌজের প্রতিনিধি হিসেবে যাকে নির্বাচন করা হলো তিনি ছিলেন আমাদের সেনাপতি এবং বাদশা ইখেমুস — এরোপুসের পুত্র ও ফেগিউসের পৌত্র। এই মোকাবেলার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে আসেন এবং হীল্লুসের সাথে একাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। এরি স্বীকৃতি হিসেবে সেকালের পিলোপোনিসীয়ানদের মধ্যে আমরা মূল্যবান কতিপয় অগ্রাধিকার লাভ করি। সেগুলি আমরা এখনো ভোগ করছি। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অগ্রাধিকার হলো — পিলোপোনিসীয়ান সৈন্যের সাথে যুক্তভাবে পরিচালিত যে-কোনো অভিযানে আমরা একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি পার্শ্বের নেতৃত্ব করি। স্বভাবতই তোমাদের স্পার্টান সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমরা লড়িনা। আমরা স্বেচ্ছায় তোমাদের পছন্দমতো পার্শ্ব বেছে নেয়ার অধিকার দিচ্ছি; তবে অন্য পার্শ্বটি কমাণ্ড করার অধিকার পূর্ব-দৃষ্টান্ত মতোই, আমরা দাবি করছি। এমন কি, আমরা যে বিরাট কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও, সম্মানজনক অবস্থানের অধিকার এথেনীয়ানদের চাইতে আমাদেরই বেশি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: আমরা খোদ্ স্পার্টার সাথে যে সব গৌরবজনক লড়াই করেছি সেগুলি লক্ষ্য করুন — অন্য শহরগুলির কথা না হয় উল্লেখ না-ই করা হলো। আমাদের কৃতিত্বের সাথে তুলনীয় হতে পারে আধুনিক বা অতীতকালে, এমন কোনো কৃতিত্ব তারা দেখাতে পারবেনা।"

এর জবাবে এথেনীয়ানরা বললো, আমরা ভালো করেই জানি যে, 'আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি হানাদারদের সাথে লড়াই করার জন্য, বক্তৃতা দেয়ার জন্য নয়। তা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে সব বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছি তেগীয়ানরা যেহেতু সেগুলির সঙ্গে কথার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, তাই আমরাও উল্লেখ না করে পারছিনা, কি কারণে আমরা আর্কেডীয়দের উপর আমাদের প্রাধান্য দাবি করি — আমাদের যথার্থ উত্তরাধিকার হিসেবে কেনা জানে যে, আমরা এমন এক জাতিগোষ্ঠি যে সবসময়ই নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখেছে। প্রথমে, তেগীয়ানরা যে হিরাক্লিদীদের সর্দারকে যোজকের নিকট হত্যা করেছে বলে দাবি করে সকল গ্রীকই তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিলো, — যখন মাইসিনীয়ানদের গোলামী থেকে বাঁচার আশায় ওরা আবেদন করেছিলো গ্রীকদের কাছে। কেবল আমরাই ওদের গ্রহণ করেছিলাম এবং ওদের সাহায্যে, পিলোপোনিসের প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি বিজয়ী অভিযান চালিয়ে ইউরিসথিউসের অত্যাচারী শাসনের পতন ঘটিয়েছিলাম। পলিনীসেসকে নিয়ে থিবিসের উপর ওদের আক্রমণের পর যখন আর্গোসীদের লাশ সমাধিস্থ না করে ফেলে রাখা হয়েছিলো তখন আমরা ক্যাড্‌মীয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলাম, আর ওদের লাশগুলি উদ্ধার করে আমাদের নিজ এলাকায় ইলিউসিসে সেগুলিকে কবর দিয়েছিলাম। আমাদের আরেকটি স্মরণীয় কৃতিত্ব হচ্ছে থার্মোডোন নদীর আমাজনদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ, যখন ওরা ঢুকে পড়েছিলো আতিকায়। ট্রয়ের বিপদকালেও আমাদের যোদ্ধাদের কৃতিত্ব কম উল্লেখযোগ্য ছিলো না। যাই হোক, এ সব পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে তেমন কোনো ফায়দা নেই; কারণ, যে জাতি এককালে ছিলো বীর্যবান, সাহসী, তারাও আজ অতি সহজেই দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, ঠিক যেমন, অতীতকালে যে জাতির শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে গর্ব করার কিছুই ছিলো না সে-ই আজ নিজেকে করতে পেরেছে উন্নত। তাই, চলুন, এ বিষয় থেকে আমরা অতীত ইতিহাসকে দূরে রাখি, এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখি। তাহলে, ধারণা করুন — আমরা ম্যারাথনে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই করিনি। আসলে কিন্তু আমরা এর চাইতে অনেক বেশি কিছু করেছি ঃ গ্রীসের অন্য যে কোনো জাতিগোষ্ঠির চাইতে বেশি — তবু কেবল এই ধারণাই করুন। তাহলেও, আমরা নিজেদের জন্য যে অগ্রাধিকার দাবি করছি শুধু ম্যারাথনই আমাদের তার উপযুক্ত সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট — এমন কি অন্যদেরকেও। কেননা এ যুদ্ধে আমরা একাই দাঁড়িয়েছিলাম পারস্যের বিরুদ্ধে — আমরা একটি ভয়ঙ্কর প্রয়াসের ঝুঁকি নিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে জীবন্ত ফিরে এসেছিলাম। আমরা ছেচল্লিশটি জাতিকে পরাভূত করে নতজানু করেছিলাম। আমরা কি কেবল এই একটি কাজের জন্যই, প্রাণ রক্ষার সম্মানের হকদার নই?"

"যা-ই হোক, এ সময়ে, সৈন্যসারিতে কে কোন্ স্থানে অবস্থান নেবে এ নিয়ে ঝগড়া করা সঙ্গত নয়। আমরা স্পার্টার হুকুম মেনে চলতে প্রস্তুত এবং স্পার্টানরা যে কোনো শত্রু-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ব্যুহের যে কোনো স্থানে অবস্থান গ্রহণ উত্তম মনে করবে আমরা

তাই গ্রহণ করতে তৈরি। অবস্থান যাই হোক, আমরা পুরুষের মতো, বীরের মতো লড়াই করতে চেষ্টা করবো। আমাদের হুকুম দাও; আমরা তা পালন করবো।'

এ জবাবের পর, ল্যাসিদিমনীয়ান ফৌজের প্রত্যেকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো একটি চিৎকার ঃ মানুষ হিসেবে এথেনীয়ানরা আর্কেডীয়ানদের চাইতে শ্রেষ্ঠতরো, এবং আর্কেডীয়ানদের চাইতে তারা সম্মানিত অবস্থানের অধিকতরো দাবিদার; তাই, তেগীয়ানদের মূল্যে এথেনীয়ানরাই তা পেলো।

যে-সব গ্রীক সিপাহী প্লাতীআর সন্নিকটে প্রথম এসে পৌছেছিলো তারা ছাড়াও, আরো সৈন্যদল পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। উপরে উল্লেখিত ঘটনার পর বিভিন্ন যোদ্ধাদল ব্যূহ তৈরি করে। সৈন্যবিন্যাস ছিলো নিম্নরূপ ঃ ডান পক্ষে বা প্রান্তে অবস্থান নেয় ১০,০০০ ল্যাসিদিমনীয়ান — এদের মধ্যে ৫,০০০ ছিলো স্পার্টার, যাদের সঙ্গে ছিলো হালকা অস্ত্রধারী ৩৫,০০০ ভূমিদাস, প্রত্যেক যোদ্ধার সঙ্গে সাতজন ভূমিদাস, এই হিসেবে। স্পার্টানরা তাদের পরে দাঁড় করায় ১,৫০০ ভারি অস্ত্রসজ্জিত তেগীয়ান পদাতিককে তাদের গুণের প্রতি সম্মানের নিদর্শন হিসেবে। এর পর অবস্থান নেয় ৫০০০ করিন্থীয়ান, যারা তাদের পক্ষে, প্যাল্লেনের পোতিদীআ থেকে ৩০০ সৈন্য নেয়ার অনুমতি লাভ করেছিলো পাউসানিআসের কাছ থেকে। এরপর অবস্থান নেয় আর্কেডিয়ার ওর্খোমেনুসের ৬০০, সাইকীওনের ৩০০০ এবং ইপিদৌরুসের ৮০০ যোদ্ধা। এদের পরে, ট্রয়েজেনের ১০০০, লেপ্রিউমের ২০০, মাইসেনী এবং তিরীনসের ৪০০, ফিলুসের ১০০০ এবং হার্মিউনের ৩০০ সিপাহী। তাদের পরে অবস্থান গ্রহণ করে ইরিত্রিয়া এবং স্তাইরার ৬০০, খল্‌কিসের ৪০০, এম্‌ব্রাসিআর ৫০০, লিউকাস এবং এনাকটোরিয়ানের ৪০০ এবং সিফালেনীয়ার ২০০ প্যালীয়ান যোদ্ধা। এদের পরে অবস্থান নেয় ঈজিনার ৫০০, মেগারার ৩০০০ এবং প্লাতীআর ৬০০ সৈন্য। সকলের পরে কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে প্রথম এথেন্সের সৈন্যবাহিনী এলো, ফৌজের বাম পক্ষে বা প্রান্তে অবস্থান নিতে, লাইসীমেখুসের পুত্র এরিস্তিদিসের সেনাপতিত্বে। ওদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৮০০০। প্রতিটি স্পার্টানের সাথে ৭ জন ক'রে যে সব ভূমিদাস ছিলো, তাদের বাদ দিলে আর বাকি সমস্ত সৈন্যই ছিলো ভারি অস্ত্র সজ্জিত পদাতিক সিপাহী এবং তাদের মোট সংখ্যা ছিলো ৩৮,৭০০। এই ভারি অস্ত্রবাহী পদাতিক বাহিনীর পরেও ছিলো হালকা অস্ত্রধারী অতিরিক্ত সাহায্যকারী যোদ্ধারা : যেমন ৩৫০০০ ভূমিদাস ছিলো স্পার্টানদের খিদমতের জন্য — পূর্বেই যার উল্লেখ করা হয়েছে, এরা সকলেই ছিলো যোদ্ধা। এ ছাড়াও ছিলো ল্যাসিদিমন এবং অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন শহরের ৩৪,৫০০ সৈন্য — অর্থাৎ, প্রতিটি হোপ্‌লিট্‌ বা ভারি অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক যোদ্ধার জন্য একজন অতিরিক্ত সহায়ক সিপাহী হিসেবে। এভাবে দেখা যায়, সহায়ক অতিরিক্ত সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো ৬৯,৫০০। এতে ক'রে প্লাতীআতে গ্রীক ফৌজের মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০,০০০। এই সংখ্যা থেকে কম ছিলো মাত্র ১৮০০ জন; থেসপীয়ানরা এই সংখ্যা পূরণ করে। এদের মাত্র ১৮০০ জনই বেঁচে ছিলো; এরাও গ্রীক ফৌজে যোগ দেয়। তবে, ওরা অস্ত্রসজ্জিত ছিলো না।

এসোপুসের তীরে গ্রীক ফৌজ যখন অবস্থান গ্রহণ করে তখন তাদের শক্তি এবং বিন্যাস এরকমই ছিলো। মাসিসতিউসের জন্য শোক প্রকাশের পর মার্দোনিয়ুসের সৈন্যরাও নদী পর্যন্ত অগ্রসর হলো, কারণ তারা জানতে পেরেছিলো গ্রীক ফৌজ প্লাতীআতে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ওরা গ্রীক ফৌজের মোকাবেলা করে নিম্নবর্ণিত বিন্যাসে ঃ ল্যাসিদিমনীয়ানদের মুখামুখি তিনি দাঁড় করালেন তাঁর পারস্যবাহিনীকে — যারা সংখ্যায় ছিলো ল্যাসিদিমনীয়ানদের থেকে অনেক বেশি। সাধারণত একেক সারিতে যতো জন সৈন্যকে দাঁড় করানো নিয়ম তার চাইতে বহু বেশি সংখ্যক সৈন্য দাঁড় করানো হলো প্রত্যেক সারিতে — এবং এভাবে সমাবেশ করা ফৌজকে সম্প্রসারিত করা হলো অনেক দূর পর্যন্ত — যাতে ক'রে তেগীয়ানদেরও ওরা মোকাবেলা করতে পারে। মার্দোনিয়ুস এভাবে সৈন্য সজ্জিত করলেন যেন তাঁর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা মোকাবেলা করতে পারে ল্যাসিদিমনীয়ানদের এবং ফৌজের দুর্বলতর অংশটি দাঁড়াতে পারে তেগীয়ানদের বিরুদ্ধে। থিবীয়ানদের পরামর্শ এবং উপদেশেই মার্দোনিয়ুস এই সতর্কতা অবলম্বন করেন। পারসিকদের ডান দিকে অবস্থান নেয় মিডীয়ানরা। ওরা কোরিন্থ, পোতিদীআ, ওর্খোমেনুস এবং সাইকোনের গ্রীক ফৌজের মুখামুখি দাঁড়ায়। এরপর অবস্থান নেয় ব্যাক্ট্রিয়ার ফৌজ ইপিদৌরুস, ট্রয়েজেন, লেপ্রিউস, তিরীনস, মাইসেনি এবং ফিলুসের গ্রীক সৈন্যের মোকাবেলায়। এদের পরে, অবস্থান গ্রহণ করে ভারতীয়রা — হার্মিউন, ইরিত্রিয়, স্তাইরা, এবং খল্‌কিসের সৈন্যদের মুখোমুখি। তারপর সমাবেশ করা হয় সাকীদের — এমব্রাসিওট, এনাক্টরীয়ান, লিউকাদীয়ান, প্যালীয়ান এবং ঈজিনেতানের সাম্‌না সামনি; এবং সর্বশেষে, এথেনীয়ান, প্লাতীআন এবং মেসারীয়ানদের মোকাবেলায় দাঁড় করানো হলো বীওশীয়া, লোক্‌রিস, মালিস এবং থেসালির ফৌজকে; তাদের সঙ্গে ছিলো ১০০০ ফোকীয়ান যোদ্ধা। ফোকিসের সকলে কিন্তু পারস্যের পক্ষে যোগ দেয় নি। এদের কিছুসংখ্যক, পারনাসুসের পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী আড্ডা থেকে। গ্রীকদের বেশ সাহায্য করেছিলো, — মার্দোনিয়ুসের বাহিনী এবং যেসব গ্রীক ঐ বাহিনীর যোগসাজসে কাজ করাছিলো তাদের উপর হামলা ক'রে এবং তাদের হয়রান ক'রে। এথেন্সের সৈন্যদের মুখোমুখি, মেসিডোনীয়ান সৈন্যদের এবং থেসালির কিছু সৈন্যদলকে, — তাঁর ডানদিকে মোতায়েন করেন মার্দোনিয়ুস।

এ সময়ে, মার্দোনিয়ুস বিভিন্ন জাতের যে সব ফৌজের সমাবেশ করেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণগুলির কথাই আমি উল্লেখ করেছি। তাঁর ফৌজের মধ্যে অন্যান্য জাতির সৈন্যের ছিটেফোঁটাও ছিলো — যেমন ফ্রাইজীয়ান, মাইসীয়ান, থ্রেসীয়ান, পীওনীয়ান সৈন্য, এবং তার সঙ্গে ইথিয়োপীয়ান এবং মিশরীয় যোদ্ধাও — এই শেষোক্ত যোদ্ধারা ছিলো হার্মোতাইবীয়ান এবং ক্যালাসিরীয়ান নামক বর্ণের লোক, — মিশরের একমাত্র যোদ্ধা জাতি। তাদের অস্ত্র হচ্ছে তরবারি। ইতিপূর্বে ওরা ছিলো নৌবহরে কর্মরত। কিন্তু ফ্যালেরিউম ত্যাগের প্রাককালে মার্দোনিয়ুস ওদের নিয়ে আসেন স্থলে — যার্কসেস এথেন্সে যে স্থল-যোদ্ধাবাহিনী নিয়ে আসেন তার মধ্যে মিশরীয় সৈন্য ছিলোনা।

আমি ইতিমধ্যে দেখিয়েছি — মার্দোনিয়ুসের ফৌজে বিদেশী সৈন্যের সংখ্যা ছিলো ৩০০,০০০। তাঁর অধীনে যে সব গ্রীক কাজ করছিলো, তাদের সংখ্যা কেউ জানে না, — কারণ, তাদের কখনো গোনা হয়নি। আমার নিজের অনুমান, তারা সংখ্যায় ছিলো প্রায় ৫০,০০০। উপরে যে সব সৈন্য সমাবেশের কথা বলা হয়েছে তারা সকলই ছিলো পদাতিক। ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত ছিলো আলাদা এক ইউনিট।

ব্যূহে, নিজ নিজ স্থানে সবকটি জাতের সেনাদলের সমাবেশের পর, মার্দোনিয়ুসের সেনাবিন্যাস সম্পূর্ণ হলে, পর দিন উভয়পক্ষের ফৌজ বলিদানের প্রস্তুতি নেয়। গ্রীকদের প্রতিনিধিত্ব করেন এন্তিওকাসের পুত্র তিসামেনুস, যিনি ফৌজে চাকুরি করছিলেন দৈবজ্ঞ হিসেবে। আসলে, তিনি ছিলেন ইলিসের লোক, ল্যামিদীজের খান্দানে তাঁর জন্ম। কিন্তু নিম্নবর্ণিত কারণে ল্যাসিদিমনীয়ানরা তাঁকে তাঁদের নিজেদেরই একজন হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না ব'লে, তিনি ডেলফি-তে গিয়েছিলেন এ বিষয়ে দৈবজ্ঞের মতামত জানতে। জবাবে, আচার্য্যা তাঁকে বললো, — তিনি অবশ্য পাঁচটি সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম বুঝতে না পেরে তিসামেনুস মল্ল-ক্রীড়ায় প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিলো, এ ধরনের প্রতিযোগিতায়ই তিনি বিজয়ী হবেন; কার্যত এনদ্রোসের হীআরোনীমুসের বিরুদ্ধে ওলিম্পিক পেন্টাম্লান প্রতিযোগিতার একটি দফায় সাফল্য তাঁর হাতের মুঠায়ই প্রায় এসে গিয়েছিলো। অবশ্য ল্যাসিদিমনীয়ানরা বুঝতে পেরেছিলো, ভবিষ্যদ্বাণীর এই 'প্রতিযোগিতা' দ্বারা কুস্তি বোঝায়না, বরং যুদ্ধই বোঝায়। তারা ওঁকে বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনায়, হেরাক্লিদীয় রাজাদের সাথে যুগ্মনেতৃত্ব গ্রহণে প্ররোচিত করে। তিসামেনুস দেখতে পেলেন, স্পার্টানরা তাঁর সাহায্যের জন্য খুবই আগ্রহী তাই, তিনি তাঁর দান অনেক বাড়িয়ে দিলেন; বললেন, ওরা যা চায় তিনি তাই করবেন, যদি কেবল তাঁকে স্পার্টান নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, — পূর্ণ নাগরিক অধিকার সহ। অন্যথায়, তিনি ওদের প্রস্তাব কিছুতেই বিবেচনা করবেন না। স্পার্টানদের উপর তিসামেনুসের দাবির প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো ঘেন্না ও ক্রোধ। ওরা আর তাঁর সার্ভিস চাইলো না। কিন্তু পরে পারস্য অভিযানের ভয়াবহ আতঙ্কে ওরা আবার তাঁকে খুঁজে বার করে এবং তাঁর শর্তাবলি মেনে নেয়। এদিকে তিসামেনুস যখন দেখতে পেলেন ওরা আবার ফিরে এসেছে তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর মূল শর্তাদিতে তিনি আর সন্তুষ্ট নন। তিনি দাবি করলেন — তাঁর ভাই হেগিআসকেও স্পার্টার নাগরিকত্ব দিতে হবে। ওরা তিসামেনুসকে যে সব অধিকার দিতে রাজি হয়েছে, সেগুলি সমেত। নাগরিকত্বের দাবিকে রাজসিংহাসনের দাবির সাথে যদি তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হয়, তিসামেনুস তাঁর এ দাবি করতে গিয়ে মেলাম্পুসের নজিরই অনুসরণ করেছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, মেলামপুসকে যখন আর্গোসবাসীরা পাইলোস থেকে নিয়ে আসে এবং তাদের রমণীকুল, যারা সকলেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো, তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য তাকে একটা ফি দেয়ার প্রস্তাব করে, তখন তিনি এই কাজের মূল্য হিসেবে অর্ধেক রাজ্য দাবি

করেছিলেন। ওরা তাঁর দাবিকে অস্বাভাবিক গণ্য ক'রে তাঁকে ত্যাগ করে। কিন্তু পরে যখন দেখা গেলো, — ওদের আরো অনেক স্ত্রীলোক এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে তখন ওরা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় এবং মেলামপুসের নিকট গিয়ে তিনি যা চাইছেন তাই দেবে বলে ওয়াদা করে। মেলামপুস যখন দেখলেন — ওরা তাঁর শর্ত মেনে নিয়েছে,তখন তিনি তাঁর দাবি আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন এবং ওরা তাঁর কাছ থেকে যে কাজ চাইছে তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন, যদি না ওরা, তাঁর মূল শর্তাদি পূরণ করা ছাড়াও, তাঁর ভাই বিআসকে ওদের রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দিতে রাজি হয়। আর্গোসীরা খুবই অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিলো বলে, এতেও রাজি হতে বাধ্য হয়। স্পার্টানদের বেলায়ও অবস্থা ছিলো একই, তিসামেনুসের সাহায্য তারা চাইছিলো নিরূপায় হয়ে। তাই, তিনি যা চাইলেন, সবকিছুতেই তারা রাজি হয়ে যায়। এর ফল হলো এই ঃ ইলিসের এ লোকটি স্পার্টান নাগরিকত্ব পেয়ে, দৈবজ্ঞ হিসেবে স্পার্টানদের সাহায্য করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ* পাঁচটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে। এই পাঁচটি প্রতিযোগিতা ছিলো ঃ প্রথম প্লাতীআর যুদ্ধ, যা আমি এখনি বর্ণনা করতে যাচ্ছি; দ্বিতীয় তেগা-তে তেগীভ এবং আর্গিভদের বিরুদ্ধে লড়াই, তৃতীয়, মানতিনী বাদে, আর্কেডিয়ার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দিপাসিসের যুদ্ধ; চতুর্থ, ইথোমিতে মেথেনীয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই; এবং সর্বশেষ, তানাগরাতে এথেনীয়ান এবং আর্গিভদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

বর্তমান ক্ষেত্রে, স্পার্টানরা তাদের সঙ্গে তিসামেনুসক প্লাতীআতে নিয়ে এসেছিলো, — এবং ফৌজের গণক হিসেবে তিনি কাজ করছিলেন। তারা যদি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করে তা হলে আলামত হচ্ছে গ্রীক ফৌজেরই অনুকূলে — তবে যদি ওরা এসোপুস নদী পার হয়ে আক্রমণ করে তাহলে আলামত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। মার্দোনিয়ুসের জন্য আলামতগুলি ছিলো একই — আত্মরক্ষার জন্য শুভ — কিন্তু অশুভ যদি তিনি তাঁর আক্রমণেচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মার্দোনিয়ুস তাঁর আলামতগুলি জানার জন্য গ্রীক আচার-অনুষ্ঠানাদিকে কাজে লাগান। কারণ, তাঁর গণক ছিলেন, ইলিসের হেজেসিস্ত্রাতুস, তেল্লিআদে গোত্রের সবচেয়ে সুপরিচিত ব্যক্তি — যাঁর ইতিহাস ছিলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার তাঁকে স্পার্টানরা গ্রেফতার করেছিলো, তাদের মারাত্মক ধরনের ক্ষতিসাধনের অভিযোগে। তাঁকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করা হয় এবং দণ্ডিত করা হয় মৃত্যুদণ্ডে; হেজেসিসত্রাতুস এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে বুঝতে পারলেন, কেবল যে তাঁর জীবনই বিপন্ন তা নয়, শূল-দণ্ডে ঝুলানোর আগে তাঁকে যন্ত্রণা দেয়া হবে নির্মমভাবে। তাই তিনি এমন একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন যার প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তাঁর এক পায়ে পরানো ছিলো বেড়ি, বেড়িটি কাঠের তৈরি এবং লোহার পাতে মোড়ানো। গোপনে জেলখানায় আনীত একটি ছুরি, কোনো না

---

* বিদেশীদের মধ্যে কেবল তিসামেনুস এবং তাঁর ভাই দুই ব্যক্তি — যাঁরা স্পর্টার ইতিহাসে ওদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন।

উপায়ে, তাঁর হাতে এসে পড়ে। ছুরিটি হাতে পাওয়ার পরই তিনি এখান থেকে পালানোর উপায় স্থির করে ফেললেন এবং যেভাবে তিনি ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তেমন দুঃসাহসিক ব্যাপারের কথা আমি আগে কখনো আর শুনিনি তিনি ছুরি দিয়ে তার পায়ের একটি অংশ কেটে আলাদা করে ফেলেন, খুব চিন্তাভাবনা করে এমনভাবে কাটলেন, যাতে বিচ্ছিন্ন অংশটি রেখে তাঁর পাটা অতি সহজে বেড়ি থেকে টেনে বের করতে পারেন। এরপর, কয়েদখানায় পাহারা ছিলো বলে, তিনি দেয়ালের ভেতর দিয়ে একটি গর্ত করলেন এবং সেই ফাঁক দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন তেগী। রাতভর হাটতেন আর দিনের বেলা শুয়ে থাকতেন জঙ্গলের ভেতর। ল্যাসিদিমনীয়ানরা সদলবলে তাঁর খোঁজে বের হয়। কিন্তু তিনি সহজেই তৃতীয় দিনের রাত্রে গিয়ে পৌছলেন তেগী। এদিকে, লোকটির দুধর্ষতায় ওরা বিস্মিত হলো, যখন ওরা দেখতে পেলো ওর পায়ের অর্ধেকটা রয়ে গেছে বেড়ির মধ্যে, অথচ, তাঁকে ওরা খুঁজে পাচ্ছে না।

এভাবে হেজেসিস্ত্রাতুস, তাঁকে যারা বন্দি করেছিলো, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যান এবং সাফল্যের সাথে গিয়ে পৌছেন তেগী, — যার সঙ্গে তখন স্পার্টার সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিলোনা। তাঁর ঘা শুকিয়ে গেলে তিনি নিজের জন্য একটি কাঠের পা বানিয়ে নেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, স্পার্টার প্রতি তার শত্রুতার কথা। এর ফলে, শেষ পর্যন্ত তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিলো। কারণ, প্লাতীআর পর, পরবর্তী এক সময়ে যখন তিনি যাকিনতুসে গণকের কাজ করছিলেন তখন স্পার্টানরা তাঁকে ধরে ফেলে ফাঁসি দেয়। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি মার্দোনিয়ুসের সঙ্গে ছিলেন এসোপুস্নদীর তীরে। তাঁর পারিশ্রমিক খুব কম ছিলো না। অংশত স্পার্টানদের প্রতি ঘেন্নার কারণে এবং অংশত অর্থোপার্জনের জন্য, তিনি উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করে যাচ্ছিলেন।

এ সময়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে লোক সঙ্গ্রহ করে করে গ্রীক ফৌজ স্ফীত হয়ে চলছিলো। এ কারণে, এবং আর তার সাথে, আক্রমণের জন্য পারস্য ও গ্রীক মিত্রশক্তির (যাদের নিজস্ব গণক ছিলেন লিউকাসের হিপপোমেকুস) জন্য তা শুভ নয়, এ বাস্তবতাকে ধরে নিয়ে, হারপীসের পুত্র, তিমাজেনিদেস নামক এক থিবীয়ান মার্দোনিয়ুসকে সিথীরোনের গিরিপথগুলির উপর নজর রাখার পরামর্শ দেন, কারণ, তা হলে, এই গিরিপথগুলির ভেতর দিয়ে যে সব সৈন্য স্রোতের মতো আসবে গ্রীক ফৌজের সাথে যোগ দেয়ার জন্য, তাদের অনেককেই তিনি হত্যা করতে সমর্থ হবেন। এই প্রস্তাব যখন করা হলো, তার আট দিন আগে থেকেই দু বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছে — একে অপরে মোকাবেলায়। মার্দোনিয়ুস দেখলেন এটি একটি উত্তম প্রস্তাব এবং সেই সন্ধ্যায়ই তিনি তাঁর ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে, সিথীরোন থেকে প্লাতীআর দিকে যে গিরিপথটি গেছে,সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। এই গিরিপথটির স্থানীয় নাম হচ্ছে "তিন মাথা," অথচ এথেনীয়ানরা একে বলে 'ওক্ হেড্স'। এই সৈন্যপরিচালনা ফলপ্রসূ হয়েছিলো। পিলোপোনিস থেকে পাঁচশো খচ্চরের এক বহর ফৌজের জন্য খাদ্য বহন করে নিয়ে আসছিলো। সেই বহরটি ধরা পড়লো ঠিক যখন ওরা নামছিলো পাহাড় থেকে। এর সঙ্গে,

এই বহরের দায়িত্বে নিযুক্ত সৈন্যরাও হলো আটক। ওদের প্রতি পারস্য ঘোড়সওয়ারেরা কোনো দয়া দেখালো না; ওরা নির্বিচারে হত্যা করলো জানোয়ার ও মানুষ সবাইকে — এবং এভাবে হত্যা করতে করতে যখন ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন অবশিষ্ট সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো মার্দোনিয়ুসের কাছে, তাদের নিজ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে।

আরো দুদিন গেলো। এর মধ্যে নতুন কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হলো না। দুপক্ষের কেউই সার্বিক যুদ্ধ শুরু করতে ইচ্ছুক ছিলো না। একেবারে নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পারসিকরা গ্রীক ফৌজকে আক্রমণের জন্য উসকানি দেয়। কিন্তু কোনো পক্ষই নদী পার হবার চেষ্টা করলো না। তা সত্ত্বেও, মার্দোনিয়ুসের ঘোড়াসওয়ার ফৌজ গ্রীকদের ব্যতিব্যস্ত রাখে — উপর্যুপরি আক্রমণের মহড়া দ্বারা। পারস্যের মজবুত বন্ধু থিবীয়ানদের কারণেই তা ঘটে। যুদ্ধের জন্য ওরা ছিলো ব্যগ্র। বারবার ওরা ওদের ঘোড়সওয়ার ফৌজকে এগিয়ে নিয়ে আসে এমন দূরত্বে যেখান থেকে আক্রমণ করা সম্ভব। এ সময়ে পারসীয়ান এবং মিডীয়ানরা তাদের স্থান গ্রহণ করে এবং ওরা যে কি পদার্থ দিয়ে তৈরি তা প্রমাণের জন্য অগ্রসর হয়।

এ দশ দিন, আমি উপরে যা বর্ণনা করেছি, তার বেশি কিছু ঘটেনি। ফৌজ দুটি পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা আর কিছুই করলোনা। অথচ, এ সময়ের মধ্যে গ্রীক ফৌজের সংখ্যা বেড়েই চলেছিলো। এই একটানা নিষ্ক্রিয়তায় ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে মার্দোনিয়ুস ফার্নেসেসের পুত্র অর্তবাজুসের সাথে এক আলোচনায় বসেন। যার্কসেসের কাছে পরম সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এই অর্তবাজুস। এরপর যে কথাবর্তা হলো, তাতে অর্তবাজুস এই পরামর্শ দেন ঃ তাদের পক্ষে উত্তম পন্থা হবে তাদের বর্তমান অবস্থান অবিলম্বে ত্যাগ করে থিবিসের সুরক্ষিত এলাকায় গোটা ফৌজকে অপসারণ করা, যেখানে মজুদ রয়েছে প্রচুর খাবার এবং পশু খাদ্য। ওদের প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ছিলো মুদ্রার আকারে–, এবং তালা হিসেবে — আর ছিলো বিপুল রৌপ্য ও থালাবাসন। সক্রিয় যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়েও তারা অতি সহজেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে এ ধনরত্ন থেকে গ্রীকদের বড়ো রকমের উপহার দিয়ে, — বিশেষ করে তাদেরকে, বিভিন্ন শহরে যারা সবচেয়ে প্রভাবশালী। এর ফলে, শিগগিরই ওরা ওদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেবে। পক্ষান্তরে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া হবে মারাত্মক ভুল। এই পরামর্শ থিবীয়ানদের পরামর্শের সাথে মিলে যায় — কেননা আর্তবাজুসও ছিলেন বেশ দূর-দৃষ্টির অধিকারী।

অবশ্য, মার্দোনিয়ুস অনেক বেশি আপোষহীন ভাষায় তাঁর মত ব্যক্ত করলেন। অর্তবাজুসের সাথে একমত হওয়ার ইচ্ছাই তার ছিলো না। পারস্য বাহিনী যেহেতু গ্রীক ফৌজের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী, তাই তাঁর মতে, সঠিক পন্থা হচ্ছে অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করা এবং শত্রুবাহিনীকে আর স্ফীত হতে না দেওয়া। আর হেজেসিসত্রাতুস আর তাঁর বলির কথা উপক্ষো করাই শ্রেয় এবং পুরনো পারস্য পদ্ধতিতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই সংগত। প্রস্তাবটি বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয় — কারণ, অর্তবাজুস নন, মার্দোনিয়ুসই

যার্কসেসের নিকট থেকে ফৌজের সেনাপতিত্বের দায়িত্ব হাসিল করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর কম্পানি কমাণ্ডারদের ডেকে পাঠান এবং তাঁর অধীনে যে সব সামরিক অফিসার কাজ করছিলো তাঁদেরকেও। তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানতে চাইলেন, — তাঁরা এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানেন কিনা যাতে গ্রীসে পারস্য-ফৌজের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কেউই কোনো কথা বললো না। হয়তো তাঁদের কেউ কেউ এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন না। এদিকে, যাঁরা এ ভবিষাদ্বাণীগুলি সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন তাঁরা এর উল্লেখ না করাই নিরাপদ মনে করলেন। তাই মার্দোনিয়ুস বললেন, "হয় আপনারা এরূপ কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানেন না, অথবা, এ সম্পর্কে কিছু বলতে আপনারা ভয় পাচ্ছেন। যাই হোক, আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানি। আমি তাই আপনাদের বলছি। এতে বলা হয়েছে পারসীয়ানরা গ্রীসে আসবে, ডেলফির মন্দির ধ্বংস করবে, এবং পরে, তাদের প্রত্যেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ব্যাপার যখন তাই, আর আমরা যখন তা জানি, আমরা মন্দির থেকে দূরে সরে পড়বো এবং মন্দিরটি লুঠতরাজের কোনো চেষ্টাই করবো না। আর — আমরা ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবো। তাই, আপনাদের মধ্যে যাঁরা দেশের ভালো চান, তাঁদের সকলেরই এখন উচিত, এতে আনন্দ করা। আর আপনারা নিশ্চিত হোন, আমরা গ্রীকদের পরাভূত করবো।' এরপর, তিনি পরদিন যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে আদেশ দিলেন।

আমি জানতে পেরেছিলাম, মার্দোনিয়ুস যে দৈববাণীটি পারসীয়ানদের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেটিতে উল্লেখ ছিলো ইল্লিরীয়ানদের, এবং ইনখিলিসদের ফৌজের। অবশ্য, ব্যাকিসের কয়েকটি শ্লোকে আসলেই এই যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে ঃ

> থার্মোডোন* এবং এসোপুসের তীরে, যেখানে জন্মায় নরম ঘাস, জমায়েত হবে গ্রীকরা, আর কোলাহল হবে বিচিত্র রকমের ভাষার আর সেখানে নিহত হবে বহু মিডীয়ান যার সীমা-সংখ্যা নেই, তারা হবে ধনুর্ধর, — যেদিন আসবে তাদের ধ্বংসের দিন।

এই শ্লোকগুলি এবং মিউসীয়ুসের এ জাতীয় শ্লোকগুলিতে আমার জানামতে উল্লেখ রয়েছে পারসীয়ানদের।

দৈববাণী সম্পর্কে মার্দোনিয়ুসের জিজ্ঞাসাবাদের পর এবং আমি যে উৎসাহের কথাগুলি উল্লেখ করেছি মার্দোনিয়ুস সেগুলি বলার পর, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো এবং তখন পাহারাদার মোতায়েন করা হলো। কয়েক ঘন্টা চলে গেলো এবং দুই ফৌজের উপর যেই নীরবতা নেমে এলো এবং মনে হলো, ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে — তখন মেসিডোনীয়ানদের রাজা এবং সেনাপতি এমীনতাসের পুত্র আলেকজাণ্ডার ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গেলেন এথেনীয়ানদের পাহারা-চৌকি পর্যন্ত। তিনি সেনাপতিত্বের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের সাথে কথা বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। কর্তব্যরত পাহারাদারদের বেশিরভাগই নিজ নিজ অবস্থানে স্থির রইলো। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন তড়িঘড়ি ছুটে গেলো তাদের অফিসারদের কাছে এবং জানালো, ঘোড়ায় চড়ে এক ব্যক্তি

---

* থার্মোডোন নদী প্রবাহিত হচ্ছে তানাগরা আর গ্লিসার মধ্য দিয়ে।

এসেছে পারস্য-ফৌজ থেকে, সে কিছুই বলতে রাজি নয়, কেবল দায়িত্বে নিযুক্ত আফিসারদের সাথে কথা বলতে চায়, যাদের নাম সে নিজেই উল্লেখ করেছে। এথেনীয়ানরা তখনি পাহারাদারদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানে ফিরে যায়। আলেকজাণ্ডার তখন কথা খুলে বললেন। "এথেন্সের লোকেরা" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সম্মানের উপর আস্থা রেখে আমার কথা বলতে যাচ্ছি; তোমরা যদি আমার ধ্বংস না চাও তোমাদের উচিত হবে পাউসানিআস ছাড়া আর সকলের কাছে তা গোপন রাখা। গ্রীকদের সার্বিক কল্যাণ যদি আমার আন্তরিক কামনা না হতো, আমি এখানে কিছুতেই আসতাম না। রক্তের দিক দিয়ে আমি নিজেও একজন গ্রীক এবং আমি চাইনা যে গ্রীস আজাদির বদলে গোলামি বরণ করে নিক। তাহলে, শোনো — মার্দোনিয়ুস এবং তাঁর ফৌজ, যে বলি দিয়েছে তার জন্য কোনো শুভ আলামত তারা পেতে পারেনা — তা না হলে, অনেক আগে থেকেই তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে আসতে। যাই হোক, মার্দোনিয়ুস আলামত উপেক্ষা করে সূর্যোদয়ের সময়েই আক্রমণ করবে বলে স্থির করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমাদের সাথে যাতে আরো সৈন্য এসে যোগ দিতে না পারে, তাঁর এই উদ্বেগই তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে। কাজেই, তাঁর জন্য তোমরা তৈরি হয়ে যাও। আর যদি সে তাঁর আক্রমণ মুলতুবি রাখে তাহলে, তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হবে, — তোমরা যে যেখানে আছো, সেখানেই মজবুত হয়ে দাঁড়াও — কারণ, আর মাত্র ক'দিনের রসদই তাঁর আছে।'

'যদি তোমরা এ যুদ্ধের একটি সফল সমাপ্তি ঘটাতে পারো, তোমরা অবশ্য আমাকে স্মরণ করবে এবং আমার স্বাধীনতার জন্য কিছু না কিছু করবে। গ্রীসের জন্য আমি বড়ো রকমে একটা ঝুঁকি নিয়েছি — মর্দোনিয়ুস কি চায়, সেবিষয়ে তোমাদের অবহিত করার জন্য এবং তাতে করে, একটা অতর্কিত আক্রমণ থেকে তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমি মেসিডোনের আলেকজাণ্ডার।'

এই কথা বলে আলেকজাণ্ডার আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলেন তাবুতে এবং তাঁকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছিলো সেই অবস্থান গ্রহণ করলেন। এদিকে, এথেনীয়ান সেনাপতিরা গ্রীক ফৌজের ডান পার্শ্বে, পাউসানিআসের কাছে ছুটে গেলেন এবং এই মাত্র তাঁরা যা শুনেছেন, তা তাদের জানালেন। পাউসানিআস ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমাদেরকে ভোরেই যখন যুদ্ধ করতে হবে, তাই আমাদের সৈন্য-বিন্যাস অবশ্য পাল্টাতে হবে তোমরা, এথেনীয়ান সৈন্যদের নিয়ে বরং এগিয়ে যাও, যাতে তোমরা পারস্য সৈন্যদলের আক্রমণ রুখতে পারো, আর, স্পার্টান-ফৌজ মোকাবেলা করবে বীওশীয়ান এবং অন্য যে সব গ্রীক তোমাদের ব্যূহের উপর আক্রমনোদ্যত, তাদের। ম্যারাথনের যুদ্ধে তোমরা পারস্যের সমর-কৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো — কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। এখানে যে সব স্পার্টান আছে তাদের কেউই কখনো পারস্য-সৈন্যের মোকাবেলা করেনি। কিন্তু বীওশীয়া ও থেসালির সৈন্যদের সম্বন্ধে আমরা সকলেই সম্যক অবগত আছি। তাই, তোমরা

এখনি রওয়ানা হয়ে যাও এবং দক্ষিণপার্শ্বে, অবস্থান গ্রহণ করো। আমরা বাম পার্শ্বে, তোমাদের স্থান গ্রহণ করবো।'

জবাবে এথেনীয়ানরা বললো, 'অনেক আগেই আমাদের মনে হয়েছিলো সেই তখন থেকেই, যখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম পারস্য-ফৌজের ঠেলা আপনার ফৌজকেই সামলাতে হবে — আপনাদের সেই পরামর্শই দিই, — যা আপনিই প্রথম এখন আমাদের দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ভয় ছিলো, পাছে না আপনাকে কষ্ট দিই। যাই হোক, এখন আপনি নিজেই যখন তা উল্লেখ করলেন, আমরা আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করছি এবং আপনি যা বলবেন, সেই আমরা করবো।'

উভয় পক্ষের জন্য ব্যাপারটি সন্তোষজনক হওয়াতে, ভোরের প্রথম সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়ান এবং স্পার্টান সৈন্যরা স্থান বদল করলো। ওদের এই গতিবিধি দেখতে পেয়ে বীওশীয়ানরা মার্দোনিয়ুসকে সে খবর দেয়। মার্দোনিয়ুস কালবিলম্ব না করে তাঁর পারস্য সৈন্যদের স্থান বদলিয়ে অন্য প্রান্তে দাঁড় করালেন,যাতে তারা স্পার্টানদের মোকাবেলা করতে পারে। পাউসানিআস যখন দেখলেন তার নিজের গতিবিধি শত্রুদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি তিনি তাঁর সৈন্যদের আবার তড়িঘড়ি নিয়ে দাঁড় করালেন ডান পার্শ্বে — এবং আগের মতোই, মার্দোনিয়ুস তাই করলেন। ফলে, পারস্য এবং স্পার্টান-ফৌজ আবার মুখোমুখি হলো — তাদের আগেকার অবস্থানে। মার্দোনিয়ুসও তখন স্পার্টান ব্যূহের নিকট একজন ঘোষক পাঠালেন, "ল্যাসিদিমনের লোকেরা," তার বার্তাটি ছিলো এরূপ, "এখানে সবাই এরূপ ধারণা করে বলে মনে হয় যে, তোমরা খুবই সাহসী। যুদ্ধে কখনো পিছু না হটার জন্য এবং নিজ অবস্থান কখনো ত্যাগ না করার জন্য প্রত্যেকেই তোমাদের প্রশংসা করে। তাই তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের অবস্থানে মজবুত থাকো, আমরণ — হয় তোমাদের শত্রুদের মৃত্যু, না হয় তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এসবই অর্থহীন কারণ, এখানে তোমরা ছুটে পালাচ্ছো, নিজেদের অবস্থান তাগ করছো, যুদ্ধ শুরু হবার, এমনকি, একটি মাত্র আঘাত নেমে আসার আগেই — বিপজ্জনক অবস্থানে এথেনীয়ানদের ঠেলে দিয়ে, যখন নিজেরা তোমরা এমনসব লোকের মোকাবেলা করছো, যারা আমাদের গোলাম মাত্র। কিছুতেই এ বীরোচিত কাজ নয়। আসলে, তোমাদের সম্পর্কে আমরা এমন ভুল করেছি যা দুঃখজনক। রণক্ষেত্রে তোমাদের সুখ্যাতির কারণে আমরা আশা করেছিলাম, তোমরা নিজেরা যে, পারস্য ফৌজের সমান, অন্য কেউই যে তোমাদের সমকক্ষ নয়, একথা প্রমাণ করার জন্য, তোমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করবে। যদি তোমরা এ আহ্বান করতে আমরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতাম, কিন্তু তোমরা তা করোনি। বরং তার পরিবর্তে তোমরা আমাদের কাছ থেকে চোরের মতো পালাচ্ছো — ভীরু হরিণীর মতো। যাই হোক, তোমরা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে না, আমরা নিজেরাই চ্যালেঞ্জ করছি ঃ উভয় পক্ষে সমসংখ্যক সৈন্য দিয়ে কেন আমরা লড়বোনা — যেখানে তোমরা (যারা বীরোত্তম বলে বিবেচিত) লড়বে গ্রীসের সেরা বীর ফৌজ হিসেবে, আর আমরা লড়বো এশিয়ার সেরা যোদ্ধারূপে। তারপর

যদি এটা ভালো মনে হয় যে, বাকি সকলেরও যুদ্ধ করা উচিত তারাও তা করতে পার, — আমরা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর। অন্যথায়, চলো, আমরা নিজেদের মধ্যে এর একটা ফয়সালা করে নিই এবং আমরা স্বীকার করে নিই যে, এতে যে পক্ষ বিজয়ী হবে তার বিজয় হবে সমগ্র ফৌজের বিজয়।'

ঘোষক, এই চ্যালেঞ্জের কথা শুনিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু, কেউই যখন কোনো জবাব দিলোনা, সে মার্দোনিয়ুসের কাছে ফিরে গিয়ে, যা ঘটেছে সবকিছু তাকে অবহিত করে। মার্দোনিয়ুস খুশিতে একেবারে বাগেবাগ হয়ে ওঠেন, এবং তাঁর এই শূন্যগর্ভ বিজয়ের প্রবল উত্তেজনায় তাঁর ঘোড়সওয়ার ফৌজকে হুকুম দিলেন আক্রমণ করতে। পারস্য ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছিলো তীর-ধনুক সজ্জিত; তাই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোকাবেলা সহজ ছিলো না। এক সময় ওরা যখন গ্রীক ব্যূহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলো তখন পারস্য-ফৌজ ওদের তীর এবং বর্শা ছুঁড়ে তাদের বিপুল ক্ষতি সাধন করে। এমন কি, গোটা গ্রীক-ফৌজ যে গর্গাফিয়া ঝর্ণা থেকে পানি পেতো তাও শুকিয়ে ফেলে ঝর্ণাটি নষ্ট করে দেয়। কার্যত কেবল ল্যাসিদিমনীয়ানরাই ঝর্ণাটির নিকটবর্তী হতে পেরেছিলো। ফৌজের বাকি সকলেই ছিলো বেশ কিছুটা দূরে, তাদের নিজ নিজ অবস্থানে। তবে সকলে এসোপুস নদীর খুব কাছেই ছিলো। তা সত্ত্বেও ওরাও পানির জন্য ঝর্ণাটির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়, কারণ, শত্রু ঘোড়সওয়ারবাহিনী তাদের ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতে ওদের বাঁধা দেয়। এই অবস্থায়, ওদের যোদ্ধারা পারস্য ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্বারা ক্রমাগত উত্যক্ত হতে থাকলে এবং পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, বিভিন্ন গ্রীক-সেনাদলের সেনাপতিরা দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান গ্রহণকারী পাউসানিআসের কাছে সদলবলে হাজির হয়, তাঁর সঙ্গে এইসব এবং অন্যান্য অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে। পানির অভাব, খুবই বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু বিপদের কারণ শুধু এটাই ছিলোনা। খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিলো, এবং পিলোপোনিস থেকে খাদ্য সঙ্গ্রহের জন্য যে সব ভৃত্যকে পাঠানো হয়েছিলো তাদেরও বাধা দিয়েছিলো পারস্য ঘোড়সওয়ার ফৌজ। ফলে ওরা ফিরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। আলোচনা প্রসঙ্গে স্থির হলো পারসীয়ানরা যদি সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে দিনটা কাটিয়ে দেয় তাহলে তাদের উচিত হবে অবস্থান বদল করে দ্বীপে অবস্থান গ্রহণ। এটি ছিলো প্লাতীআর সম্মুখে এক খণ্ড ভূমি — এসোপুস এবং গর্গাফিয়া যে নদী ও ঝর্ণার কাছে ওদের সৈন্যরা ছিলো তা থেকে এক মাইলেরও বেশি দূরে। জায়গাটি স্থলভাগে একটি দ্বীপের মতো। একটি নদী রয়েছে, যা তার উৎস সিথীরোনে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে এবং সমতলে নেমে খাল দুটির ব্যবধান হয়েছে প্রায় তিন ফার্লঙ — আবার মিলিত হবার আগে। নদীটির নাম হচ্ছে ওইরো; অবশ্য স্থানীয়ভাবে এটি পরিচিত এসোপুসের কন্যা হিসেবে। দুটি কারণে তারা এই দ্বীপটিতে অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় : প্রথমত তারা পানি পাবে প্রচুর, দ্বিতীয়ত শত্রুর ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। পরিকল্পনাটি নেয়া হলো এই উদ্দেশ্যে যে, রাতের বেলা, দ্বিতীয় প্রহরে, সৈন্যরা রওয়ানা দেবে যাতে, তাদের কুচকাওয়াজের সময় দুশমন তাদের দেখতে না পায় এবং এভাবে পথে শত্রুর ঘোড়সওয়ার ফৌজের হামলার বিপদ

থেকে তারা বেঁচে যায়। তারা এও স্থির করলো, সিথীরোন থেকে প্রবাহিত দুটি খাল দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি ভূখণ্ডে পৌঁছানোর পর, ঐ রাতেই তারা, ফৌজের অর্ধেক অংশকে আলাদা করে সিথীরোন পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবে, সেখানে খাদ্যবাহী যে সব কন্‌ভয় বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে, মুহূর্তকালের জন্যও না থেমে, ওরা সারাদিন এগুতে থাকে। ফলে, শত্রুর ঘোড়সওয়ারবাহিনীর হাতে ওদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আক্রমণ থেমে যায় এবং আঁধার ঘনিয়ে এলে, সেই স্থান ত্যাগের স্বীকৃত মুহূর্তে, গ্রীক ফৌজের বেশিরভাগ, তাঁবু তুলে রওনা দেয়। যাই হোক, পরিকল্পনা মোতাবেক দ্বীপটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ইচ্ছা ওদের ছিলো না। পক্ষান্তরে, রওয়ানা দেয়ার পর পর ওরা পালিয়ে প্লাতীআ চলে যায় এবং পারস্য ঘোড়সওয়ার-ফৌজের হাত থেকে বাঁচতে পেরে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়। এখানে এসে ওরা হীরার মন্দিরের সম্মুখে থামে। মন্দিরটি গর্গাফিয়া থেকে আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত।

এ দিকে, পাউসানিআস যখন দেখতে পেলেন ফৌজ তাদের মূল অবস্থান ত্যাগ ক'রে চলতে শুরু করেছে, তিনি ল্যাসিদিমনীয়ানদের তাঁবু গুটিয়ে ওদের অনুসরণ করতে হুকুম দিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, ইতিমধ্যেই যারা রওয়ানা ক'রে দিয়েছে তারা গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্বীপটির দিকেও অগ্রসর হচ্ছে। পাউসানিআসের অফিসাররা, তাঁর নির্দেশ মানতে তৈরি ছিলেন — কেবল একজন বাদে। পোলিআদেসের পুত্র এবং পিতানেতেসের সৈন্যদলের সেনাপতি এমোমফারেতুসই ছিলেন সেই অফিসার। ইনি বিদেশীদের সামনে থেকে পালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নিজের দেশের অবমাননা করতে রাজি হলেন না। এবং (যেহেতু তিনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না) এই অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হুকুম পালনে তাঁর এই অস্বীকৃতিতে পাউসানিআস এবং ইউরীন্যাক্স ক্ষুব্ধ হন। তা সত্ত্বেও, তাঁরা ভাবলেন, এমোমফারেতুসের একগুঁয়েমির জন্যই তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে আরো বিপজ্জনক। কেননা, তিনি এবং তার অধীনস্থ সৈন্যদল উভয়েরই মৃত্যু অনিবার্য যদি ফৌজের বাকি সকলেই তাঁদের হুকুম তামিল করে, এবং ওদের ফেলে এগিয়ে যায়। তাই, অগ্রসর হবার নির্দেশ স্থগিত রাখা হলো। পাউসানিআস ও ইউরীন্যাক্স আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এমোমফারেতুসকে একথা বুঝাতে যে, তিনি ভুল করছেন। মুখে এক কথা বলা এবং তার অন্য মানে করার স্পার্টান অভ্যাস সম্পর্কে এথেনীয়ানরা ছিলো সম্যক অবগত। তাই, ওরা ওদের অবস্থান থেকে নড়লো না, যতোক্ষণ না প্রকৃতপক্ষে অপসারণ শুরু হলো। ওরা তখন ঘোড়ার পিঠে একজন লোককে পাঠালো — স্পার্টানদের নিজেদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা তা জানবার জন্য, এবং পাউসানিআসের নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে। দূতটি গিয়ে দেখতে পেলো, ল্যাসিদিমনীয়ানরা তাদের পূর্ব অবস্থানেই রয়ে গেছে এবং তাদের কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। কারণ, অন্যরা যখন সরে পড়ছে তখন তাঁর লোক-লশকরকে পশ্চাতে অবস্থান করতে বাধ্য ক'রে তাদেরকে বিপন্ন না করার জন্য এমোমফারেতুসকে বহু চেষ্টা করেও ইউরীন্যাক্স এবং পাউসানিআস, রাজি করাতে পারলেন না। এবং যে মুহূর্তে এথেনীয়ান দূত পৌঁছলো ঠিক তখনি তাদের মধ্যে

ঝগড়া বেঁধে গেলো। তখনো এমোমফারেতুস প্রচণ্ডভাবে তর্ক করছিলেন। তিনি দু হাতে একটি পাথর তুলে নিয়ে সেটি পাউসানিআসের পায়ের কাছে রেখে চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'এই আমার ভোট নির্দেশক শিলা। বিদেশীদের দেখে পালিয়ে যাবার বিপক্ষে আমি আমার ভোটদিচ্ছি।' পাউসানিআস বললেন — "তুমি একটি নির্বোধ — তুমি তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি থেকে বিদায় নিয়েছো।" এরপর এথেনীয়ান দূতটি যখন প্রশ্ন করলো, তিনি তাকে বললেন, স্পার্টান ব্যূহের বর্তমান অবস্থা ওদের গিয়ে জানাবার জন্য, তার সাথে এই অনুরোধটিও যোগ করলেন যে এথেনীয়ানরা যেন তাঁদের দিকে অগ্রসর হয়; — এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থান ত্যাগ করুক বা না করুক, ওরা যেন স্পার্টানদের অনুসরণ করে। সুতরাং দূতটি ফিরে গেলো, এবং পরদিন ভোর পর্যন্ত স্পার্টানরা বিতণ্ডা করে কাটালো।

বাকি সকল ল্যাসিদিমনীয়ান সৈন্য সরে পড়লে এমোমফারেতুস যে পেছনে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবেন না, একথা ভেবে — তাঁর এ চিন্তা যে ঠিক ছিলো, তা পরে প্রমাণিত হয়েছিলো — পাউসানিআস ভোর হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত হুকুম দিলেন পশ্চাদপসরণের; এবং তিনি পিতানেতেসের সৈন্যরা ছাড়া তাঁরা অবশিষ্ট যোদ্ধাদের পাহাড়ের কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে নিয়ে চললেন। তাদের সঙ্গে ছিলো তেগীর সৈন্যদল। খুবই সুশৃংখলভাবে এথেনীয়ানরাও এগিয়ে চলে — তবে ভিন্ন পথে। কারণ, পারস্য ঘোড়সওয়ারবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায়, স্পার্টান সেনারা যখন উঁচু এলাকা ধ'রে, সিথীরোনের পাদদেশ ঘেঁষে অগ্রসর হচ্ছিলো, তখন এথেনীয়ানরা ধরেছিলো দেশের সমতল অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলা নিচু পথ।

এমোমফারেতুস প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি যে, পাউসানিআস তাঁকে পেছনে ফেলে যাবার জন্য এহেন কাজ করবেন। এবং এ বিশ্বাস বশেই তিনি নিজেদের অবস্থানে মজবুত থাকার জন্য জোর দিলেন। কিন্তু পাউসানিআসের লোক-লশকর যখন তাদের পথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলো, তখন আর তাঁর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না যে তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবেই পেছনে ফেলে যাওয়া হয়েছে। তাই তিনি তাঁর দলকে মার্চ্ করবার নির্দেশ দিলেন। তারা ধীর গতিতে অনুসরণ করলো বাকি স্পার্টান ফৌজকে — যারা, আধ মাইল দূরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো, মোলোয় নদীর তীরে অর্গিওপিউস নামক একটি স্থানে, — যেখানে ইলিউসিসের দেমিতারের নামে উৎর্গিত হয়েছিলো একটি মন্দির। তাদের এই প্রতীক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো শেষ পর্যন্ত অবস্থান ত্যাগ না করার সিদ্ধান্তই যদি এমোমফারেতুস করেন তাহলে তাঁকে এবং তার লোক-লশকরকে সাহায্য করার জন্য ওরা যাতে ফিরে যেতে পারে ওদের সেই সুযোগদান। এমোমফারেতুস সৈন্যদলের মূল অংশের সাথে যোগ করতে না করতেই আবার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। তাদের পুরনো পদ্ধতিতে শত্রুকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত পারস্য ঘোড়সওয়ার ফৌজ দেখতে পেলো, গত ক'দিন ধ'রে শত্রু যে স্থান দখল করেছিলো সেখান থেকে ওরা সরে পড়েছে এবং হামলাকে বানচাল করে দিয়েছে। এখন, পশ্চাদপসরণকারী বাহিনীগুলির উপর চড়াও হতে পেরে ওরা ওদের আক্রমণ আবার প্রচণ্ড বেগে শুরু করে।

মার্দোনিয়ুস বুঝতে পারলেন গ্রীকরা অন্ধকারের আবরণে সট্‌কে পড়েছে। নিজের চোখেই তিনি দেখতে পেলেন যে অবস্থানে তারা আগে ছিলো সে অবস্থানে আর একজন লোকও নেই। তিনি তখন ল্যারিস্সার থোরাক্‌স এবং তাঁর দুই ভাই ইউরীপীনুস ও থ্রাসীদাউসকে ডেকে পাঠালেন। "ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা কি বলবেন — তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "যখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্থানটি পরিত্যক্ত? আপনারা, ল্যাসিদিমনীয়ানদের প্রতিবেশিরা তো আমাকে বলবেন যে, ওরা যোদ্ধা হিসাবে চমৎকার এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ওরা কখনো পালায়নি। মাত্র গতকালই আপনারা দেখেছেন, ওরা ব্যূহে নিজেদের অবস্থান থেকে বের হবার চেষ্টা করছে। আর এখন আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার যে, ওরা গত রাত সোজাসুজি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেছে। যেই তারা দেখতে পেলো কার্যত প্রথম শ্রেণীর একটি সেনাদলের সাথেই তাদের লড়তে হবে তারা বেশ প্রমাণ করলো যে, তাদের মধ্যে আসলে কিছুই নেই, তারা যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা কেবল গ্রীকদের মধ্যেই করেছে আর ঐ গ্রীকদের মধ্যেও আসলে কোনো বীরত্বই নেই। এখন, এ লোকগুলির তারিফ করার জন্য আপনাদের আমি ক্ষমা করতে পারি। আপনারা পারসীয়ানদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না — এবং স্পার্টানরা করেছে এমন দু-একটি বিষয়ই আপনারা জানতেন — কিন্তু অর্তবাজুস আমাকে আরো অবাক করে দিয়েছেন একারণে যে, তিনি ল্যাসিদিমনীয়ানদের ভয়ে ভীত এবং এ ভয়ের কারণে তিনি থিবিসের দুর্গাভ্যন্তরে পুরোপুরি পিছু হঠার লজ্জাকর পথ ধরেছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে একটা অবরোধের মোকাবেলা করতে হবে। রাজা যাতে তাঁর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকেন এজন্য আমি যত্ন নেবো; তবে আমার এ চেষ্টা বিলম্বিত হতে পারে না। আমাদের আশু কাজ হচ্ছে, গ্রীকরা যা করেছে, তার কারণে ওরা যাতে আমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। যতোক্ষণ পর্যন্ত ওদের বন্দি করা না হয়েছে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করতে হবে এবং আমাদের যে সব ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার জন্য শাস্তি দিতে হবে।"

একথা বলে, মার্দোনিয়ুস এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তাঁর ফৌজ এসোপুস নদী পার হয়ে গ্রীক ফৌজ যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে দ্বিগুণ গতিতে সেই পথে ধাবিত হয়। মনে করা হচ্ছিলো গ্রীক ফৌজের পুরোটাই পালাচ্ছে। কার্যত কিন্তু মার্দোনিয়ুস স্পার্টান ও তেগীদের পেছনেই ধাওয়া করেছিলেন — কারণ, এথেনীয়ানরা সমতল অঞ্চলের এক ভিন্ন রাস্তা ধরে মার্চ্ করেছিলো এবং মধ্যবর্তী পাহাড় তাদের আর মার্দোনিয়ুসের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছিলো।

এদিকে, মার্দোনিয়ুসের ফৌজের অন্যান্য ভিডিশনের অফিসারগণ যখন দেখতে পেলেন পারস্য সেনাদল পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে দিয়েছে, তাঁরা তখনি ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাদের কমাণ্ডের অধীনস্থ সকল সেনাদলই, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যোগ দেয় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে। ফৌজের বিন্যাস ঠিক রাখার চেষ্টা না করেই ওরা দ্রুত এগিয়ে চলে, চিৎকার করতে করতে, বিশৃংখলভাবে। ওদের কোনো সন্দেহই ছিলো না

যে, ওরা সহজেই পলাতক শত্রুকে ধরে নিঃশেষ করে দিতে পারবে। শত্রু ঘোড়সওয়ার বাহিনী যখন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পাউসানিআস তখন সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এথেনীয়ানদের কাছে একজন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন।

'এথেন্সের লোকেরা,' বার্তাটিতে জানানো হলো 'আমাদের মহান সংগ্রাম এখন আমাদের দোর' গোড়ায় — যে সংগ্রামে স্থির হবে গ্রীস কি স্বাধীন থাকবে না দাসত্ব বরণ করবে। কিন্তু গতরাতে আমাদের বন্ধুরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে এবং আমাদের উভয়কে দুশমনের হাতে নিক্ষেপ করেছে। তাই, এখন আমাদের কর্তব্য সুস্পষ্ট। আমাদের অবশ্য আত্মরক্ষা করতে হবে এবং আমাদের সাধ্যমতো একে অপরকে রক্ষা করতে হবে। তোমরা প্রথমে পারস্য ঘোড়সওয়ারবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে, আমরা তেগীদের নিয়ে তোমাদের সাহায্যে ছুটে আসতে বাধ্য হতাম। আমাদেরই মতো তেগীরাও গ্রীসের স্বার্থের প্রতি অনুগত। কিন্তু, যেহেতু তোমরা নও, আমরাই আক্রমণের গোটা ধাক্কাটা সামলাচ্ছি। তাই তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যে সৈন্যদলগুলির উপর সবচাইতে বেশি চাপ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলিকে সাহায্য করা। আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে, তোমরা তোমাদের তীরন্দাজদের পাঠিয়ে দাও। আমরা তাতেই কৃতজ্ঞ থাকবো। আমরা এটা স্বীকার করছি যে, এই যুদ্ধের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমি কারো মধ্যে তোমাদের মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিনি। তাই আশা করছি, তোমরা আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে না।'

এ বার্তা পাওয়ার পর, এথেনীয়ানরা স্পার্টানদের সাহায্যার্থে যাত্রা শুরু করে। স্পার্টানদের সাধ্যমতো সকল সাহায্য দিতে ওরা ছিলো উদগ্রীব। কিন্তু ওরা যাত্রা শুরু করতে-না-করতেই পারস্য অধিনায়কত্বের অধীন গ্রীক সৈন্য ওদের আক্রমণ করে বসে। এই গ্রীক সেনারা এথেনীয়ানদের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো। আক্রমণটা ছিলো প্রচণ্ড, যে কারণে এথেনীয়ানদের পক্ষে তাদের লক্ষ্য অর্জন করানো সম্ভব হলো না। ফলে, ল্যাসিদিমনীয়ান এবং তেগীরা একাই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ওরা এতোই দৃঢ়-সংকল্প ছিলো যে, কোনো কিছুর পক্ষেই ওদেরকে অবস্থান ত্যাগে রাজি করা সম্ভব ছিলো না। ল্যাসিদিমনীয়ান ফৌজে ছিলো ৫০০০০ যোদ্ধা — হালকা অস্ত্রধারী অতিরিক্ত সৈন্যসহ, এবং তেগীযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিলো ৩০০০।

পুনরায়, ওরা যখন মার্দোনিয়ুস এবং তাঁর লোক-লশকরের সংগে মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হলো ওরা প্রথমে প্রথামাফিক বলি দিলো। কিন্তু আলামত ওদের অনুকূলে ছিলো না। ইতিমধ্যেই ওদের অনেক লোক-লশকর নিহত হয়েছে, এবং আরো অনেকেই জখম হয়েছিলো। পারস্য ফৌজ ওদের বেতের ঢাল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে এবং তারি আড়াল থেকে এমন মুষলধারে তীর ছুঁড়তে থাকে যে স্পার্টান সৈন্যরা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলো। এর সংগে বলির অশুভ ফল যুক্ত হয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, শেষ পর্যন্ত পাউসানিআস বাধ্য হয়ে হীরার মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালেন এবং দেবীর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করলেন : তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানালেন যে, দেবী যেন

গ্রীকদের তাদের বিজয়ের আশা থেকে বঞ্চিত না করেন। এ অবস্থায়, তাঁর কথা তখনো শেষ হয়নি, তেগীরা আক্রমণ পরিচালনার জন্য লাফ দিয়ে উঠলো এবং পর মুহূর্তেই, বলিদানের ফলস্বরূপ তাদের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি মিলে গেলো। তা দেখে, শেষ পর্যন্ত স্পার্টানরাও অগ্রসর হলো শত্রুর বিরুদ্ধে। শত্রু তখন তীর ছোঁড়া বন্ধ ক'রে এবং তাদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়।

প্রথমে ফৌজরা যুদ্ধ করে বর্ম দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য। তারপর, সেই ব্যারিকেডের পতনের পর, দীর্ঘক্ষণ ধরে হাতাহাতি যুদ্ধ চলে দেমিতারের মন্দিরের কাছেই। বারবার পারস্য-সেনারা স্পার্টানদের বর্শা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। সাহস এবং শক্তির দিক দিয়ে তারা ছিলো তাদের প্রতিপক্ষের সমকক্ষ — কিন্তু তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ছিলো কম, তাদের ট্রেনিং ছিলো না; আর দক্ষতায় তারা ছিলো নিকৃষ্ট। কখনো এককভাবে, কখনো দশজনের একটি দল হিসেবে — হয়তো আরো কম, হয়তো আরো বেশি লোকের দল গঠন ক'রে — ঝাঁপিয়ে পড়লো স্পার্টান ব্যূহের উপর এবং নিহত হলো। মার্দোনিয়ুস যেখানে সশরীরে যুদ্ধ করছিলেন সেখানেই তারা চাপ দিলো সব চাইতে বেশি। তিনি ছিলেন তাঁর সাদা তার্জির পিঠে, তাঁকে বেষ্টন করেছিলো একহাজার পারস্য-সেনা, তাঁর ফৌজের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা। মার্দোনিয়ুস যতোক্ষণ জীবিত ছিলেন ততোক্ষণ তারা বাধা অব্যাহত রাখে, আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং যুগপৎ, ল্যাসিদিমনীয়ান সৈন্যদের অনেককেই হতাহত করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, এবং তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদল, যারা ছিলো পারস্য-ফৌজের মধ্যে সর্বোত্তম, তারা ধ্বংস হয়ে গেলে, অবশিষ্টরা ল্যাসিদিমনীয়ানদের কাছে নতি স্বীকার করে এবং পালাতে শুরু করে। তাদের বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিলো তাদের অপ্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ও হাতিয়ার; তাদের যথোচিতভাবে অস্ত্রসজ্জিত না করেই প্রেরণ করা হয় ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে।

এভাবে, দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো এবং লিওদিনাসকে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ মার্দোনিয়ুস এভাবেই করলেন স্পার্টানদের নিকট। আর এভাবেই, ক্লিওমব্রোতাসের পুত্র এবং এনাক্সানদ্রিদেসের পৌত্র পাউসানিআস ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করেন। একজন বিশিষ্ট স্পার্টান যোদ্ধা এরিমনেসতুসের হাতে নিহত হলেন মার্দোনিয়ুস। পারস্য-যুদ্ধের পর এরিমনেসতুসও তাঁর অধীনস্থ তিন শ' সৈন্য নিয়ে মারা যান স্তেনিক্লিরূসে, গোটা মেসিডোনীয়ান ফৌজের বিরুদ্ধে হামলা করতে গিয়ে।

ল্যাসিদিমনীয়ানদের দ্বারা যেই ওদের বাধা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো অমনি ছত্রভংগ হয়ে পারস্য-সেনারা পালাতে শুরু করলো; থিবীয়ান এলাকায় ওরা নিজেরাই যে কাঠের ব্যারিকেড তৈরি করেছিলো তারই আড়ালে গিয়ে ওরা আশ্রয় নিলো। আমার কাছে এটা বিস্ময়কর ঠেকে যে, দেমিতারের পবিত্র অঙ্গনের সন্নিকটে যুদ্ধ সংগঠিত হলেও সেই পবিত্র জমিনের উপর একজন পারস্য-সৈনিককেও মৃত্যু বরণ করতে দেখা যায়নি;

এমনকি, কোনো একজন পারস্য-সেনা সেই জমিনে প্রবেশও পর্যন্ত করেনি, যদিও মন্দিরের চারপাশে, যে স্থান পবিত্র বলে ঘোষিত নয় সেখানেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক নিহত হয়। এ সব রহস্য সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে হলে, আমি এ কথাই বলতে পারি যে, দেবী নিজেই তাদের ঢুকতে দিতে রাজি ছিলেন না, কারণ, তারা ইলিউসিসে তাঁর মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছিলো। অর্তবাজুস মার্দোনিয়ুসকে গ্রীসে পেছনে রেখে যাওয়ার জন্য যার্কসেসের পদক্ষেপের শুরু থেকেই বিরোধিতা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ থেকে মার্দোনিয়ুসকে নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর সকল চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। অবশ্য ব্যর্থ চেষ্টা। তাই, প্লাতীআর যুদ্ধের দিন তিনি মার্দোনিয়ুসের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব দেখানোর জন্য স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অধীনে ছিলো ৪০০০ যোদ্ধার এক উল্লেখযোগ্য ফৌজ। ব্যাপার কি ঘটতে যাচ্ছে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। তাই, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তিনি এই ফৌজকে আদেশ দিলেন যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতিসহ আগুয়ান হতে এবং যে গতিতেই তাদের অগ্রসর হতে বলা হোক, সে গতিতেই এগিয়ে যেতে। তিনি এমনভাব করলেন — যেন তাঁর লোক-লশকরকে যুদ্ধের জন্য তিনি পরিচালিত করছেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন পারস্য ফৌজ পালাতে শুরু করেছে। কাজেই মার্চ করার জন্য তাঁর হুকুম আর তিনি জারি রাখলেন না। বরং হঠাৎ ঘুরে পশ্চাদপসরণ করলেন — ব্যারিকেডের দিকে নয়, অথবা থিবিসেও নয়, বরং সরাসরি ফোকিসে; তাঁর ধারণা তাতে করে তিনি খুব অল্প সময়েই হেলেসপোন্ট পৌঁছে যেতে পারবেন।

রাজার পক্ষের বেশির ভাগ সৈন্যই তাদের কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য চেষ্টা সামান্যই করলো, — অথবা বলা যায়, কোনো চেষ্টাই করলো না। অবশ্য, বীওশীয়ানদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য নয় এথেনীয়ানদের সাথে তাদের সংগ্রাম ছিলো দীর্ঘদিনের। কারণ, যেসব থিবীয়ান, শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলো তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্য এড়ানো তো দূরের কথা, এমন উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করলো যে, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে সাহসী তিনশো যোদ্ধাই তাতে নিহত হলো। এই সৈন্যরাও যখন পরাভূত হলো তারা পালিয়ে গেলো থিবিসে। তারা পরাজিত পারস্য-সেনা বা সম্মিলিত শক্তির মিশ্র বিশৃঙ্খল লোক-লশকরের সহযাত্রী হলোনা। শেষোক্তরা একটি মাত্র আঘাত না করেই, কিংবা কোনো প্রকার সার্ভিসের আঞ্জাম না দিয়েই পালিয়ে যায়। এটা খুবই স্পষ্ট যে, সবকিছুই নির্ভর করছিলো পারস্য সেনাদের উপর। মার্দোনিয়ুসের ফৌজের বাকি লোক-লশকর কেবলমাত্র পারস্য সেনাদের পিছু হঠতে দেখেই এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধে জড়িত হবার আগেই, পলায়ন করে। মার্দোনিয়ুসের ফৌজের কেবল ঘোড়সওয়ার বাহিনীই হতাশাজনকভাবে বিধ্বস্ত হয়নি — বিশেষ করে বুইওশীয়ার অশ্বারোহী যোদ্ধারা। এ বাহিনী পলাতক বাহিনীকে বেশ সাহায্য করেছিলো, কেননা, আগাগোড়াই ওরা ছিলো শত্রুর একেবারে কাছাকাছি এবং ওদের বন্ধু ও পশ্চাদ্ধাবনকারী গ্রীকদের মধ্যে একটা অন্তরালের কাজ করছিলো ওরা।

এভাবে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে শত্রুর ছত্রভঙ্গ হবার সময়ে, বিজয়ীরা যখন পলাতকদের পেছনে ধাওয়া করেছে, বিপুল সঙ্খ্যায় হত্যা করতে করতে, তখনি যুদ্ধ এবং পাউসানিআসের বিজয়ের খবর পৌছলো গ্রীকদের কাছে। ওদের মোতায়েন করা হয়েছিলো হীরার মন্দিরের কাছে এবং ওরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ঘটনার এই ঘোর পরিবর্তনের খবর শোনামাত্রই, ওরা বিশৃঙ্খল জনতাররূপে ধাবিত হলো সোজা দেমিতারের মন্দিরের দিকে; করিন্থীয়ানরা এগুলো সিথীরোনের পাহাড়তলী বরাবর উপরের রাস্তা ধ'রে, মেগারীয়ান ও ফ্লিআসীয়ানরা ছুটলো সমতল অঞ্চলের সবচাইতে সহজ রাস্তা ধ'রে। এই শেষোক্ত দলটি যখন শত্রুকে ছোঁয় ছোঁয় করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে থিমান্দারের পুত্র এসোপোরাদোসের অধীনস্থ থিবীয়ান ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের দেখতে পায়। শত্রুর একেবারেই এলোমেলো, বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আক্রমণ করে বসে এবং তাদের ৬০০ সৈন্যকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে, অবশিষ্ট সবাইকে পেছনে পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো সোজা পাহাড়ের দিকে। কি অবমাননাকর পরিণাম। মার্দোনিয়ুসের লোকজন, পারস্য-সেনা এবং অন্য সবাই, যারা কাঠের বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো, ল্যাসিদিমনীয়ানরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই, তারা দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, এবং ওখানে প্রবেশ করেই ওরা তাদের প্রতিরক্ষাকে মজবুত করার জন্য যা করণীয় তা করে ফেললো। ল্যাসিদিমনীয়ানরা পৌছলে, বেশ প্রবল এক যুদ্ধ হয়। কিন্তু আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধের মোকাবেলা করার কৌশল তাদের আয়ত্বে ছিলো না বলে পারস্য-সোনারা তাদের ঠেকিয়ে রাখে। যুদ্ধের গতি ছিলো অনেকটা তাদেরই অনুকূলে, যতোক্ষণ না, এথেনীয়ানরা এসে পৌছলো যুদ্ধক্ষেত্রে। তারপর, এথেনীয়ানদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কঠোর বেষ্টনী দখলের দীর্ঘ এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত তারা, সাহস এবং ধৈর্যের বদৌলতে জোর করে পথ করে নেয় এবং এক জায়গায় বেষ্টনী ভেঙে বাকি সকল সৈন্য তারি মধ্যে দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে। প্রথমেই ঢুকলো তেগীরা। মার্দোনিয়ুসের তাঁবু ওরাই লুন্ঠন করে, এবং অনেক কিছুর মধ্যে, সেখান থেকে তার ঘোড়াগুলির জাবনাপাত্রও হস্তগত করে। এটি ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম-পুরোটাই ব্রোঞ্জের তৈরি। ওরা এই জাবনা পাত্রটিকে অর্ঘ্য হিসেবে উৎসর্গ করে এথের্নে আলিআর মন্দিরে — আর বাকি সমস্তকিছুই তারা জমা করে লুঠের ভাণ্ডারে — সাধারণভাবে, গ্রীকরা যা লুট করে জমা করেছিলো। কাঠের বেষ্ঠনীর পতনের পর পারস্য-সেনারা একটা সুসঙ্গঠিত ফৌজ হিসেবে আর একত্র থাকতে পারলোনা। সৈনিকোচিত গুণাবলির কথা তারা সব ভুলে গেলো। অরাজকতা জেঁকে বসলো এবং সেই বদ্ধ জায়গাটিতে হাজার হাজার সেনা গাদাগাদি হয়ে থাকার পরিণতি, ভয়ে তাদের সকলেই ছিলো প্রায় অর্ধমৃত। গ্রীকদের কাছে ওরা এমনি সহজ শিকার হয়ে পড়লো যে, তিন লাখ সৈন্যের মধ্যে (অর্তবাজুসের সাথে যে চল্লিশ হাজার সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের বাদ দিয়ে) তিন হাজারের বেশি বেঁচে রইলো না। যুদ্ধে স্পার্টানদের ক্ষয়ক্ষতি হলো ৯১ জন নিহত; তেগীরা হারালো ১৬ জন এবং এথেনীয়ানরা ৫২ জন।

শত্রুপদাতিক ফৌজের মধ্যে পারস্য-সেনাদলই লড়াই করে উত্তম; ঘোড়সওয়ার ফৌজের মধ্যে সাকী'রা। ব্যক্তি হিসেবে, মার্দোনিয়ুস নিজে অন্য যে কোনো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার

মতো উত্তম লড়াই করেন। গ্রীক পক্ষে তেগী এবং এথেন্সের সৈন্যরাই যুদ্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ল্যাসিদিমনীয়ারা এই উভয় দলকেই ছাড়িয়ে যায়। এই উক্তির সমর্থনে আমি একমাত্র যে প্রমাণ পেশ করতে পারি (কারণ, এঁদের তিন জনই ব্যূহে ওঁদের নিজ নিজ অংশে ছিলেন বিজয়ী) তা এই যে, ল্যাসিদিমনীয়ানদের কাজটিই ছিলো কঠিনতম। শত্রুর শ্রেষ্ঠ সেনাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয় ওদের এবং ওরা তাদের পরাভূত করে। আমার মতে, সবচাইতে বেশি সাহসের প্রমাণ দেন এরিস্তেদেমাস, যিনি, থার্মোপলীতে• তিনশ' যোদ্ধার মধ্যে একাই বেঁচে থাকার লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তাঁর পরে, সবচাইতে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনজন স্পার্টান — পাসিদোনিয়ুস, ফিলোসীওন এবং এমোমফারেতুস। যাই হোক, যুদ্ধের পর যখন আলোচিত হলো, কে সব চাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে তখন সেখানে উপস্থিত স্পার্টানরা বললো ঃ সত্য বটে এরিস্তোদেমাস চমৎকার লড়াই করেছেন, তবু তিনি তা করেছেন কেবল তাঁর হারানো সম্মান ফিরে পাবার জন্য। এক উম্মাদের মত্ততা নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী বন্ধুদের চোখের সামনে নিহত হবার আকাঙ্খায়। নিহত হবার কোনো ইচ্ছা না করেই যুদ্ধ করেছে আসলে কিন্তু — কম সাহসের সঙ্গে নয় এবং সে কারণে, তিনি মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠতর। অবশ্য পরশ্রীকাতরতাবশেই ওরা হয়তো তা বলে থাকবে। যাই হোক আমি যে সব লোকের কথা উল্লেখ করেছি এরিস্তোদেমাস ছাড়া তারাই সকল রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্জন করেন। এরিস্তোদেমাস কিছুই পাননি, কেননা ইতিমধ্যেই যে কারণ ব্যাখ্যা করেছি সে কারণেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এইসব ব্যক্তিই প্লাতীআতে অন্যদের চাইতে বেশি সুনাম অর্জন করেছিলেন। এদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ক্যালিক্রাতিস নিহত হন। গ্রীক ফৌজে ল্যাসিদিমনীয়ান এবং অন্য সবার মধ্যে ক্যালিক্রাতিসই ছিলেন সবচাইতে সুন্দর মানুষ। পাউসানিসাস যখন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিচ্ছিলেন, ক্যালিক্রাতিস তখন বসেছিলেন নিজের জায়গায় এবং তখনি তিনি একপাশে তীরবিদ্ধ হন। দুই ফৌজ যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাঁকে সৈন্য সারি হতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁচবার জন্য বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান। তিনি প্লাতীআর এরিমনেসতুসকে বলেছিলেন, 'আমার দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য দুঃখজনক নয়; আমার কষ্টের কারণ এই যে, আমি আমার বাহু দুটিকে কাজে লাগাতে পারি নি, আমি আমার উপযুক্ত কিছুই করতে পারি নি, যা আমি করতে চেয়েছিলাম।'

এথেনীয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সোফানেস। তিনি ছিলেন দিসিলী গ্রামের ইউতিখিদিসের পুত্র। কোনো এক সময়ে এই গ্রামটি ছিলো একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র, যা এথেনীয়ানদের মতে সেই তখন থেকেই খুব উপযোগী বিবেচিত হয়ে এসেছে। অনেক কাল আগে, হেলেনকে উদ্ধার করার জন্য তীন্দারিউসের পুত্ররা যখন বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আতিকা আক্রমণ করেছিলো, এবং হেলেনকে যে জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো তা বের করতে না পেরে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করে দিচ্ছিলো, তখন, থিসিউসের সে আচরণে বিক্ষুব্ধ দিসিলীর লোকেরা (কিংবা হয়তো খোদ দিসিলুস,), গোটা

এথেন্সের নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত হয়ে আক্রমণকারীদের নিকট সব কিছু ফাঁস করে দেয় এবং তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এফিদনীতে। ঐ এলাকার একজন বাসিন্দা, তিতাকুস বিশ্বাসঘাতকতা করে গ্রামটি ওদের হাতে তুলে দেয়। এই কাজের প্রতিদান হিসেবে, তখন থেকেই স্পার্টা দিসিলীয়ানদেরকে তাদের নগরীর স্বাধীনতা দিয়েছে, আর দিয়েছে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ আসন — আর এভাবেই স্পার্টান এথেনীয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে, এসব ঘটনার বহু বছর পরেও, স্পার্টানরা আতিকার উপর হামলা করতে গিয়ে, সবসময়ই দিসিলীয়ানদের নিরস্ত্র রেখেছে। সোফানেস ছিলেন এই গ্রামেরই লোক। প্লাতীআতে তাঁর শক্তি ও বীরত্ব সম্পর্কে দুটি বিবরণ আছে ঃ একটি বিবরণ মতে — তিনি এক লোহার নোঙর বহন করতেন যা শক্ত করে বাঁধা থাকতো একটি ব্রোঞ্জের জিঞ্জির দিয়ে, তাঁর বর্মের সঙ্গে। যখন তিনি শত্রুর কাছাকাছি এসে পড়তেন, তিনি নোঙর গেড়ে নিজেকে মজবুত রাখতেন — যেন শত্রুর আক্রমণে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে না হয়। তারপর শত্রু যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতো তখন তিনি সেই নোঙর তুলে তাদের আক্রমণ করতেন। অন্য বিবরণটি একটু ভিন্ন। আসলে তিনি বর্মের সঙ্গে লোহার কোনো নোঙর বহন করতেন না; তাঁর বর্মের উপর নোঙরের একটি কৌশল মাত্র ছিলো, যা তিনি অনবরতই ঘুরাতেন। এথেনীয়ানরা যখন ঈজিনা অবরোধ করে তখন তিনি আরেকটি স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি এ সময় হাতাহাতি যুদ্ধে অলিম্পিকের পাঁচটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আর্গোসী ইউরীবাতেসকে হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দাতু'ম-এর স্বর্ণ খনি দখলের জন্য এদোনীদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এখানেও তিনি, এথেনীয়ান ফৌজের যুগ্ম-সেনাপতিরূপে, — অন্য সেনাপতি ছিলেন গ্লৌকনের পুত্র লীগ্রুস — চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্লাতীআতে চরম পরাজয়ের পর পারসীয়ানদের থেকে পলাতক এক রমণী গ্রীক ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়। তীসপিসের পুত্র, পারসীয়ান ফারানদাতেসের প্রণয়িনী ছিলো এই স্ত্রীলোকটি। যখন সে দেখতে পেলো, পারস্য-ফৌজ হেরে গেছে এবং গ্রীকরা জয়ী হতে চলেছে, তখন সে নিজেকে সাজালো এবং তার দাসীদেরও সাজালো, তার কাছে সবচেয়ে সুন্দর যা-কিছু ছিলো তা দিয়ে। সোনার অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে সে মন্ডিত করলো এবং পর্দা দিয়ে মোড়া গাড়ী থেকে নেমে স্পার্টানদের দিকে এগিয়ে গেলো। তখনো হত্যাকাণ্ড চলছিলো। সে তৎক্ষণাৎ পাউসানিআসকে চিনতে পারলো। কারণ, সে বারবার যা কিছু শুনেছে তাতে করে ইতিমধ্যেই তাঁর নাম ও দেশের সাথে সে পরিচিত ছিলো। এখন সে নিজেই দেখতে পেলো, সকল আক্রমণ তিনিই পরিচালনা করছেন।

"হে স্পার্টার অধিপতি," প্রার্থানায় পাউসানিআসের হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে চিৎকার করে উঠলো মেয়েটি, "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে যুদ্ধ বন্দিদের ভাগ্য যে দাসত্ব তা থেকে রক্ষা করুন। একটি কাজের জন্য আমি ইতিমধ্যেই আপনার কাছে ঋণী হয়ে গেছি; সঙ্গতভাবেই সেই লোকগুলিকে আপনি হত্যা করছেন — যারা দেবতা কিংবা ফেরেশতা কাউকেই ভক্তি করেনা। আমি কোসের বাসিন্দা —

হেগেতোরিদেসের কন্যা এবং এন্তাগোরাসের পৌত্রী। আমার পারস্য-প্রভু আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আমার দেশ থেকে এবং আমাকে বানিয়েছিলো তার রক্ষিতা।"

জবাবে পাউসানিআস বললেন "তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আবেদনকারিণী হিসেবে তুমি নিরাপদ এবং তার চেয়েও বড় কথা, তুমি যদি সত্যি কোসের হেগেতোরিদেসের কন্যা হয়ে থাকো, যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের — এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ঐ অঞ্চলে আর কারো সাথে আমার নেই।" একথা বলার পর তিনি তাকে সেখানে উপস্থিত স্পার্টান ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্বে সোপর্দ করলেন এবং পরে, তার ইচ্ছানুসারেই তাকে ঈজিনা পাঠিয়ে দেন।

এই রমণীর আগমনের পরে মানতিনা'র ফৌজ সেখানে এসে হাজির হলো অবশ্য অনেক বিলম্বে। তারা যখন দেখলো, সব-কিছুই শেষ হয়ে গেছে তখন তারা এতোটা বিক্ষুব্ধ এবং বিব্রত হলো যে, তারা ঘোষণা করলো, সত্যি তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। অর্তবাজুসের সাথে যেসব পারস্য ফৌজ পালিয়ে গেছে তাদের কথা কেউনা কেউ ওদের বলেছে এবং ওরা সকলেই ছিলো ব্যগ্র তাদেরকে থেসালি পর্যন্ত অনুসরণ করতে। কিন্তু স্পার্টানরা ওদেরকে একাজ করতে দিতে রাজি হলো না। তাই তারা স্বদেশে ফিরে গেলো এবং তাদের সামরিক নেতাদের উপর নির্বাসন দণ্ড জারি করলো। এর পরে, ইলিসের সৈন্যরা এসে হাজির হলো এবং তাদেরকেও আবার স্বদেশে ফিরে যেতে হলো হতাশ হয়ে। তারাও ম্যানতিনীয়ানদের মতো, তাদের অফিসারদের নির্বাসন দিয়ে তাদের কাজ সারলো।

প্লাতীআতে ঈজিনেতানদের অধীনে ল্যামপোন নামক এক ব্যক্তি কর্মরত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পাইথীঅস এবং তাঁর নিজ শহরে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই লোকটি খুব তাড়াহুড়া করে পাউসানিআসের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন এবং তাঁর কাছে সত্যি সত্যি একটি মারাত্মক প্রস্তাবও করে বসলেন। তিনি বললেন, "হে ক্লিওমব্রোতাস-পুত্র, আপনি এরি মধ্যে যে খিদমতের আশ্বাস দিয়েছেন তা অপ্রত্যাশিত। খোদা আপনাকে গ্রীসকে রক্ষা করার এবং ইতিহাসের মহত্তম নাম অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। এখন, সকলের উপরে আরো একটি কাজ আপনাকে করতে হবে — যাতে করে আপনার খ্যাতি আরো বাড়ে এবং ভবিষ্যতে কোনো সময় বিদেশীরা গ্রীকদের অবমাননা ও তাদের ক্ষতি সাধন করতে চাইলে যেন তাদের দুবার চিন্তা করতে হয়। থার্মোপোলিতে লীওনিদাস যখন নিহত হলেন তখন যার্কসেস ও মারর্দোনিয়ুস তাঁর মাথা কাটিয়ে একটা শিকে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আপনি তার বদলা নিন। শঠে শাঠ্যং — এই নীতি অনুসরণ করুন, দাঁতের বদলে দাঁত নিন; তাহলে আপনি কেবল স্পার্টার সকল অধিবাসীরই প্রশংসা অর্জন করবেন না, গ্রীসের প্রত্যেকেরই প্রশংসা পাবেন। মার্দোনিয়ুসের লাশ শূলবিদ্ধ করুন, তাহলেই আপনার পিতার, ভ্রাতার বদলা নেওয়া হবে।"

ল্যামপোন সত্যি ভাবলেন, এ পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অবশ্য পাউসানিআস জবাব দিলেন নিম্নরূপ ঃ "আমার ঈজিনার বন্ধু, আপনাকে ধন্যবাদ আপনার শুভেচ্ছা

এবং আমার ব্যাপারে আপনার উদ্বেগের জন্য। প্রথমে আপনি আমাকে আমার সাফল্যের জন্য প্রশংসায় আসমানে তুলে দিয়ে আমাকে এবং আমার দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন — কিন্তু এর পরেই আপনি চাইছেন তা যেন অসার এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে; কারণ আপনি পরামর্শ দিলেন আমি যেন একটি মৃতদেহকে অপমান করি এবং বলছেন, আমার সুনাম বাড়বে যদি আমি এই বর্বরোচিত কাজ করি, যা করার মতো অতোটা নীচ কোনো গ্রীকই হতে পারেনা। এ এমন এক বীভৎস কাজ যা কোনো অসভ্য জংলি মানুষ করছে দেখলেও আমরা শিউরে উঠবো। না তা কিছুতেই হতে পারেনা। আমি এ বিষয়ে ঈজিনীয়ানদের কখনো খুশি করতে পারবোনা, আর কাউকেও নয়, যে এ ধরনের পাশবিকতাকে অনুমোদন করবে। কাজে এবং কথায়, শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দ্বারা স্পার্টানদের খুশি করতে পারাই আমি যথেষ্ঠ মনে করি। আর যে লিওনিদাসের বদলা নেবার জন্য আপনি বলছেন, আমি মনে করি, ইতিমধ্যেই তাঁর বদলা যথেষ্ট নেওয়া হয়েছে — নিশ্চয়ই এখানে যে অসঙ্খ্য জীবন নাশ করা হয়েছে তা কেবল লিওনিদাসের মূল্য হিসেবেই যথেষ্ট নয়, বরং থার্মোপোলিতে যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্যও তা প্রচুর। আর কখনো আমার কাছে এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন যে, আপনাকে শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি।"

এই তিরস্কার ছিলো ল্যামপোনের জন্য উচিত শিক্ষা। অতঃপর ল্যামপোন সরে পড়লেন।

তারপর পাউসানিআস ফরমান জারি করলেন, যুদ্ধের ফলে যা কিছু তাদের হাতে পড়েছে তা কেবল ক্রীতদাসরোই জমা করবে, অন্য কেউই তা স্পর্শ করবেনা। এ আদেশ পেয়ে ইতিপূর্বে পারস্য-বাহিনী যে জায়গা দখল করেছিলো তার সবটুকুতেই ছড়িয়ে পড়লো ক্রীতদাসেরা। প্রচুর মালমাত্তা পড়েছিলো মাঠ জুড়ে — সোনা এবং রূপার আসবাবপত্রে ভর্তি তাঁবু, একই ধরনের মূল্যবান ধাতুতে মোড়ানো বিছানা ও আসন, গামলা, বড় বড় পানপাত্র ও পিয়ালা — সবই সোনার তৈরি; তাছাড়া সোনা ও রূপার তৈরি বড় বড় গামলা-বোঝাই বস্তা চাপানো ওয়াগন। মৃতদেহগুলি থেকে ওরা খুলে নিলো মণিবন্ধ ও হার, সোনার হাতলওয়ালা তরবারি, সূক্ষ্ম এবং দামি কাজ করা কাপড়চোপড়ের কথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কারণ, এতোসব মূল্যবান জিনিষ পত্রের মধ্যে এগুলো গণনীয় বিবেচিত হয়নি। ক্রীতদাসেরা যা কিছু গোপন করতে পারলোনা — এবং তাও ছিলো পরিমাণে বিপুল — তা তাদের উর্ধ্বতনদের নিকট প্রকাশ করলো। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সম্পদই ওরা চুরি করেছিলো এবং পরে ঈজিনেতানদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলো, তামার মূল্যে, সোনা কিনে (ক্রীতদাসেরা তাই মনে করতো) তাদের ভবিষ্যৎ ধন-সম্পদের বুনিয়াদ স্থাপন করেছিলো। সমস্তকিছু সংগৃহীত হবার পর তার দশ ভাগের একভাগ রেখে দেওয়া হলো ডেলফির দেবতার জন্য, আর তাই দিয়েই তৈরি হয় সোনার তেপায়াটি, যা তিন মাথাওয়ালা নাগের উপর, বেদির পাশেই দণ্ডায়মান। ওলিম্পিয়া এবং ইজথমুসের দেবতাদের উদ্দেশ্যে কিছু অংশ রেখে দেয়া হলো। এবং এই ধনরত্ন দিয়েই

তৈরি হয় ওলিম্পিয়ায় জিয়ূসের পনেরো ফুট উচুঁ তাম্র মূর্তি এবং ইজ্‌থমুসে পসেইদনের মূর্তি উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বাকি সবকিছু — পারসীয়ানদের রমনীগণ, ভারবাহী পশু, সোনা রুপা ইত্যাদি। ফৌজের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এমনি ক'রে প্রত্যেকেই যার যা প্রাপ্য, তা পেয়েছিলো। যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য বিশেষ কোনো পুরস্কারের কোনো বিবরণ পাওয়া যায়না কিন্তু আমার মনে হয়, এ ধরনের পুরস্কার অবশ্য দেয়া হয়েছিলো। পাউসানিআস নিজেই পান প্রতি বছর দশটি করে স্ত্রীলোক, ঘোড়া, উট, এবং অন্য সবকিছু।

একটি কাহিনী মতে, গ্রীস থেকে পশ্চাদপসরণের সময় যার্কসেস তাঁর তাঁবুতে মার্দোনিয়ুসকে রেখে গিয়েছিলেন। পাউসানিআস যখন সোনা ও রূপার জমকালো কাজ করা, কারুকার্যমণ্ডিত ঝালরশোভিত সেই তাঁবু দেখলেন তিনি মার্দোনিয়ুসের রুটি বানানেওয়ালা ও বাবুর্চিদের ডেকে হুকুম দিলেন, তারা তাদের সাবেক মনিবের জন্য যে ধরনের খাবার তৈরি করতে অভ্যস্ত সে ধরনের খাবার তৈরি করতে। ওরা তাঁর সে আদেশ পালন করে। পাউসানিআস যখন দেখলেন — সোনা রূপার কাজ করা আসনগুলি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে, সোনারূপার টেবিল এবং ভোজের জন্য আর সমস্ত কিছুই তৈরি করা হয়েছে অতি জাঁকজমকের সাথে, তিনি তাঁর চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি কেবল একটু রসিকতা করার জন্যই, তাঁর নিজের ভৃত্যদের স্পার্টানদের জন্য একটি সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন। দুটি খাবারের পার্থক্য ছিলো সত্যি উল্লেখযোগ্য এবং দু'ধরনের খাদ্যই যখন তৈরি হলো, পাউসানিআস গ্রীক সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। ওরা যখন এলেন, পাউসানিআস তাদের দু'টি খাবার টেবিলের দিকে লক্ষ্য করতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের এখানে আসতে আদেশ করেছি — আপনাদের পারসীয়ানদের মূর্খতা দেখানোর জন্য — যারা, এ ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত থেকে গ্রীসে এসেছিলো আমাদের কাছ থেকে আমাদের দারিদ্র্য লুঠ করার জন্য!"

এসব ঘটনার বহু পরে, প্লাতীআর অনেক লোকই সোনারূপায় পূর্ণ বহু পেটিকা পেয়েছিলো। তাছাড়াও পেয়েছিলো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য। আরো একটি মজার জিনিষ আবিষ্কৃত হলো ঃ পারসীয়ানদের মৃত দেহগুলি থেকে গোশত যখন খসে পড়েছে এবং পারসীয়ানরা যখন তাদের কঙ্কালগুলি সঙ্গ্রহ করতে ব্যস্ত তখন তারা একটি খুলি পেলো — যাতে জোড়া ছিলোনা, খুলির হাড্ডিটা ছিলো এক-লাগা এবং জোড় ছাড়া। একটা চোঁয়ালও পাওয়া গেলো এমন যে, এতে সামনের পেছনের সকল দাঁত ছিলো এক-লাগা, একটি মাত্র হাড়। তাছাড়া পাওয়া গেলো এমন একটি কঙ্কাল যা উচ্চতায় ছিলো সাড়ে সাত ফুট।

যুদ্ধের পরদিনই মার্দোনিয়ুসের লাশ গায়েব হয়ে যায়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবোনা কে এই লাশ সরিয়েছিলো। নানা রকমের বহু মানুষের কথা শুনেছি, যারা তাঁকে কবর দিয়েছিলো বলে বলা হয়ে থাকে। আমি এও জানি যে, একাজটি করার জন্য অনেকেই তাঁর পুত্র অর্তনতেসের কাছ থেকে মূল্যবান পুরস্কারও পেয়েছে। যাই হোক, সতি সত্যি এদের মধ্যে কে লাশটি সরিয়ে নিয়ে সমাধিস্থ করেছিলো সে বিষয়ে আমার নিজের কাছে সন্তোষজনক কোনো সমাধান নেই। একটি কাহিনী মতে, ইফেসুসের একজন লোক — দিওনাইসোফানেস এ কাজটি করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, যেভাবেই হোক মার্দোনিয়ুসকে কবর দেয়া হয়েছিলো।

যুদ্ধলব্ধ মালমাত্তা ভাগ বন্টনের পর গ্রীকরা তাদের নিজেদের লোকজনের লাশ কবর দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ল্যাসিদিমনীয়ানরা তিনটি কবর খনন করে; একটি তরুণদের জন্য, যাদের মধ্যে ছিলেন পোসিদোনিয়স, ফিলোসীওন, এবং ক্যালিক্রাতেস; দ্বিতীয়টি অবশিষ্ট সকল স্পার্টানের জন্য এবং তৃতীয় আরেকটি ক্রীতদাসের জন্য। তেগীরা তাদের সকল মৃতদেহ একটিমাত্র কবরে সমাহিত করে। এথেনীয়ানরা তাই করে। মেগারীয়ান এবং ফ্লীআসিয়ানরা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা নিহত সবাইকে একত্রে কবর দেয়।

এই কবরগুলিকেই প্রকৃত কবর বলা যায়, কারণ এগুলিতে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়েছিলো। এছাড়া প্লাতীআতে কবররূপী যে সব স্তূপ দেখা যায় সেগুলি আমি যদ্দূর জানতে পেরেছি, কেবল লোকদেখানো জন্যই নির্মিত হয়েছিলো। আসলে এগুলি ছিলো শূন্য। যে সব রাষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি বলে লজ্জিত ছিলো তারাই তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে প্রভাবিত করার জন্য এগুলি তৈরি করেছিলো। এখানে একটি কবরের উপরে ঈজিনেতানদের নাম লিখিত আছে; আমি শুনেছি এটি যুদ্ধের দশ বছর পরে, অতেদিকুসের পুত্র ক্লীদেসের অনুরোধে নির্মিত হয়েছিলো। ক্লীদেস ছিলেন প্লাতীআতে ঈজিনেতার স্বার্থের প্রতিভূ।

মৃতদের কবর দেয়ার পর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই থিবিস আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; আরো স্থির হয়, পারসীয়ানদের সাথে যারা যোগ দিয়েছিলো তাদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, — বিশেষ ক'রে তিমাজেনিদেস এবং অত্তজিনুস, যারা পারস্য অভিযানে নেতৃত্ব করেছেন তাদের অবশ্য আত্মসমর্পণ করতে হবে। যদি তারা তা না করে তাহলে শহরের অবরোধ চালিয়ে যেতে হবে যতোদিন না তার পতন ঘটে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক, প্লাতীআর পর, একাদশ দিবসে থিবিসের অবরোধ শুরু হয় এবং বিশ্বাসঘাতকদের আত্মসমর্পণের দাবি করে লোক পাঠানো হয়। এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে, অবরোধকারী সৈন্যরা অগ্রসর হলো নগরীর প্রাচীরের উপরে আঘাত হানার জন্য। ওরা চতুস্পার্শ্বের অঞ্চলকে লণ্ডভণ্ড করে দিলো। ধ্বংসলীলা চলতে থাকে দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে। তখন তিমাজেনদেস তাঁর শহরবাসীদের কাছে একটি প্রস্তাব করে। তিনি বললেন — যতোদিন না শহরটি বিজিত হয়েছে অথবা আমাদের তোমরা তুলে দিয়েছে ওদের হাতে, ততোদিন গ্রীকরা অবরোধ তুলবেনা বলে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহলে তাই হোক ঃ কেবল আমাদের দু'জনের জন্য বীওশীয়া কিছুতেই দুর্দশা ভোগ করতে পারেনা। তারা যা চায় তা যদি ধন সম্পদই হয়ে থাকে এবং আমাদের ওদের হাতে তুলে দেয়ার দাবিটা একটা ছুতাই যদি হয়, তাহলে আমরা আমাদের সরকারি কোষাগার থেকে সে অর্থ ওদেরকে দিয়ে দি কারণ, সরকারের সমর্থন নিয়েই আমরা পারসীয়ানদের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম। তবে ওরা যদি কেবল আমাদেরকে চায় তাহলে আমরা নিজেরাই তাদের অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য তৈরি।' এ পরামর্শ যথোচিত মনে হওয়াতে থিবীয়ানরা দেরি না ক'রে পাউসানিআসের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠায় যে তারা দু'টি লোককে ওদের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। শর্তগুলি সম্পর্কে একমত হতে না হতেই, অত্তজিনুস সেই শহর থেকে পালিয়ে যান। তবে তাঁর পুত্রদেরকে ধরে পাউসানিআসের নিকট হাজির করা হলো। পাউসানিআস তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে রাজি হলেন না — কারণ ওরা একেবারেই ছেলে মানুষ এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ওরা দায়ী হতে পারেনা। বাকি যে সব লোককে থিবীয়ানরা পাউসানিআসের হাতে সঁপে দিলো তাদের আশা ছিলো, তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে এবং সে অবস্থায় ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু পাউসানিআস ভালোকরেই জানতেন ওদের মনে কি আছে। তাই ওদের হাতে পেয়েই তিনি সম্মিলিত ফৌজকে ভেঙে দিলেন এবং এই বন্দি লোকগুলিকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন কোরিন্থ। সেখানে তিনি ওদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। প্লাতীআ এবং থিবিসের ব্যাপারে এ পর্যন্তই। ফার্নাসেসের পুত্র অর্তবাজুস — যিনি পালিয়েছিলেন প্লাতীআ থকে তিনি ইতিমধ্যেই অনেকদূর চলে গিয়েছিলেন। থেসালীতে তাঁকে স্বাগতম জানানো হয় এবং তাঁর কাছ থেকে বাকি পারস্য-ফৌজ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর কারণ, তখনো দেশের সেই অঞ্চলে প্লাতীআর কোনো খবরই পৌঁছায়নি। অর্তবাজুস ভালোকরেই জানতেন, সত্য বললে, তিনি এবং তাঁর লোকজনরা অচিরেই বিপদে পড়বেন; কেননা ঘটনার গতিধারা যারা জানতে পেরেছিলো তাদের প্রত্যেকেই তাদের আক্রমণ করবে।

তাই ফোবীয়ানদের বেলায়ও ইতিপূর্বে তিনি যা করেছিলেন এবারেও তাই করলেন। অর্থাৎ থেসালীয়ানদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কিছুই বললেন না। 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন,' তিনি বললেন, 'আমি খুব ত্বরিৎ গতিতে থ্রেসের দিকে ছুটে চলেছি যেখানে একটা বিশেষ মিশনে এই সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার উপর ফরমান রয়েছে। মার্দোনিয়ুস ও তাঁর লোক লশকর আমাদের পেছনে পেছনে তেড়ে আসছে এবং যে কোনো মুহূর্তেই তাদের উপস্থিতি প্রত্যাশিত। তিনি যখন আসেন, আপনারা আমাকে যেরূপ আদর আপ্যায়ন করেছেন তাকেও তেমনি আদর-যত্ন করবেন — তাহলে, আপনাদের কখনো অনুশোচনা করতে হবেনা।'

অর্তবাজুস একথা বলে থেসালী ও মেসিডোনিয়ার সড়ক পথে সরাসরি থ্রেসের দিকে ছুটলেন — কেননা তিনি সত্যি সত্যি খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলেন। তিনি অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে পৌছলেন বাইজানটিয়াম কারণ, তাঁর লোক-লশকরদের অনেকেই

থ্রেসীয়ানরা পথে হত্যা করে এবং অনেকে উপবাসে ও শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে মারা যায়। তিনি বাইজানটিয়াম থেকে নৌকায় করে, পানিপথ পাড়ি দিয়ে আবার পৌঁছলেন এশিয়ায়।

ব্যাপার এই ঘটেছিলো যে, প্লাতীআতে পারসীয়ানরা যেদিন পরাজিত হয় সেই একই দিনে ওরা আরেকবার পরাজয় বরণ করে আইয়োনিয়ার মাইকেলি-তে। গ্রীক নৌবহর তখন স্পার্টান লিওতাইখিদের নেতৃত্বে ডেলোসে অবস্থান করছিলো। সেই সময় স্যামোস থেকে তিন জন লোক আসে একটি বার্তা নিয়ে। ওরা ছিলো থেসাইদেসের পুত্র ল্যামপোন, অর্খেসত্রাদেসের পুত্র এথেনাগোরাস, এবং এরিস্তোগোরাসের পুত্র হেজেসিসত্রাতুস। স্যামীয়ানরা ওদের পাঠিয়েছিলো যেমন পারসীয়ানদের অজান্তে, তেমনি এন্দ্রোদেমাসের পুত্র থিওমেস্তারকেও এ বিষয়ে অবহিত করা হয়নি অথচ, পারসীয়ানরা একেই এই দ্বীপের উপরে দিয়েছিলো সর্বময় ক্ষমতা। গ্রীক বহরের কমাণ্ডারদের সামনে উপস্থিত হলো এই তিনজন লোক এবং হেজেসিসত্রাতুস সকল প্রকার যুক্তি দিয়ে তাদের কাছে আবেদন জানিয়ে ঘোষণা করলেন, একটি গ্রীক নৌবহর দেখা মাত্রই আইয়োনীয়ানরা বিদ্রোহ করবে এবং পারস্য ফৌজ প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসবেন — কিংবা তারা যদি প্রতিরোধ সৃষ্টি করেও, তাতে করে তারা গ্রীকদের এমন মূল্যবান উপহার দেবে, যা কখনো তাদের পক্ষে পাবার সম্ভাবনা নেই। তারপর গ্রীকরা যা কিছুকেই পবিত্র গণ্য করে সে সবের নামে তাদের কাছে তিনি আকুল আবেদন জানালেন — তাদের মতো একই রক্তের অধিকারী আইয়োনীয়ানদের দাসত্ব থেকে বাঁচাতে এবং বিদেশীদের বহিষ্কার করতে। বললেন — 'কাজটি হবে খুবই সহজ। পারস্য জাহাজগুলি চালাতে সুবিধা নেই এবং আপনাদের জাহাজের মোকাবেলা করার উপযোগী নয় মোটেই। তাছাড়া আপনাদের যদি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হয়, আমরা জিম্মি হিসেবে আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

স্যামোস থেকে আগত অপরিচিত ব্যক্তিটি যখন এভাবে একান্ত কাকুতিমিনতির সঙ্গে নিবেদন করে চলেছে তখন লিওতাইখিদে — ঘটনাক্রমে, অথবা হয়তো সত্যি তিনি আশা করেছিলেন যে জবাবটি সাফল্যের একটি শুভ আলামত হতে পারে — তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার নাম কি?

— 'হেজেসিসত্রাতুস' — বাহিনীর সর্দার, জবাবে তিনি বললেন। তখন লিওতাইখিদেস তাঁর মনে অন্য কিছু থাকলেও তা গোপন ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলেন — "আমার স্যামীয়ান বন্ধু, আমি এই শুভ পূর্বাভাসকে স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন তুমি এবং তোমার বন্ধু আবার যাত্রা করার আগে আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দাও যে স্যামোসের লোকেরা আমাদের পূর্ণ সমর্থন দেবে।' কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সেই প্রতিশ্রুতি দেন; স্যামীয়ানরা দেরি করলেন না এ বিষয়ে। পারস্পরিক সাহায্যের এক দৃঢ় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলো তাড়াতাড়ি। এরপর, এই বিদেশীদের মধ্যে দু'জন স্যামোসে ফিরে গেলেন; তৃতীয় ব্যক্তি হেজেসিসত্রাতুস আদিষ্ট হলেন গ্রীক নৌবহরের সাথে যাত্রা করতে — কারণ লিওতাইখিদেস ভেবেছিলেন তাঁর নাম — 'বাহিনীর সর্দার' — নিশ্চয়ই একটি শুভ আলামত হবে।

গ্রীকরা যেখানে ছিলো সেখানেই দিনের বাকি সময় অবস্থান করে এবং পরদিন তাদের চিরাচরিত উৎসব সম্পন্ন করে। এর ফল হয়েছিলো শুভ। ওদের দৈবজ্ঞ ছিলো আইয়োনীয়ান উপসাগরের তীরবর্তী এপোলোনিয়ার ইউনিউসের পুত্র দীফোনুস। ইউনিউসের কাহিনীটি অদ্ভুত। এখানে আমি বর্ণনা করছি।

এপোলোনীয়াতে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগকৃত একপাল ভেড়া আছে। দিনের বেলা ওরা চরে বেড়ায়, ঘাস খায় একটি নদীর তীরে — যে নদীটি ল্যাকমন পর্বতে .উৎপন্ন হয়ে, এপোলোনীয়ান অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং ওরিকুস পোতাশ্রয়ের নিকট গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। অবশ্য রাত্রে ওদের দেখাশোনা করে সবচেয়ে ধনী এবং বিশিষ্ট পরিবারগুলি থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত লোকেরা। প্রত্যেক লোক এ কাজ করে এক বছর। এপোলোনিয়ার লোকেরা এই ভেড়াগুলি সম্পর্কে যে দৈববাণী পেয়েছিলো সে কারণেই এগুলিকে খুব মূল্যবান মনে করে। যে জায়গাটিতে রাত্রে এগুলিকে আবদ্ধ রাখা হয় সেটি একটি গুহা, শহর থেকে অনেক দূরে এটি অবস্থিত, আর এখানেই পাহারার জন্য নির্বাচিত ইউনিউস পাহারা দিচ্ছিলো। একরাতে পাহারা দিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে, আর সেই গুহায় একটি নেকড়ে ঢুকে প্রায় ষাটটি ভেড়াকে মেরে ফেলে। ঘুম থেকে উঠে সে যখন কি ঘটেছে দেখতে পেলো, সে চুপ করে গেলো, কাউকেই কিছু বললোনা। মনে মনে সে সঙ্কল্প করেছিলো, কিছু ভেড়া কিনে ক্ষতিপূরণ করে দেবে। কিন্তু শহরের লোকেরা ব্যাপারটি জেনে গেলো তারা দেরি না করে অপরাধীর বিচার করে। তার শাস্তি হলো কর্তব্যরত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তার চোখ দুটি তুলে ফেলা হবে। সেই দন্ড কার্যকর করা হলো বটে, কিন্তু তার পর থেকেই পবিত্র ভেড়িগুলির আর কোনো ছানা হলো না এবং জমিতে স্বাভাবিক ফসল উৎপাদন থেমে গেলো। এই গযবের কারণ জানার জন্য স্মরণ নেয়া হলো দোদোনা এবং ডেলফির দৈবজ্ঞদ্বয়ের। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই একই জবাব পাওয়া গেলো ঃ পবিত্র ভেড়াগুলির তত্ত্বাবধায়ক ইউনিউসের উপর অবিচার করার কারণেই তা হয়েছে; অন্যায়ভাবে তার চোখ দুটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। দেবতারা নিজেরাই নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ভেড়াগুলোর উপর এবং তাঁরা এপোলোনিয়ার লোকদের শাস্তি দিতেই থাকবেন ইউনিউসের প্রতি এই অবিচারের জন্য, যতোদিন না ইউনিউস যেরূপ ক্ষতিপূরণ চায় ওরা সেইভাবে তাকে খুশি করে। তারা যখন ক্ষতিপূরণ করবে, তখন দেবতারাও তাকে এমন কিছু দেবেন যার অধিকারী হওয়ার জন্য অনেকেই তাকে ভাগ্যবান মনে করবে। শহরের লোকেরা সবাইকে একথা জানতে দিলোনা, কিন্তু তাঁদের কয়েকজন লোককে তারা দায়িত্ব দিলো ইউনিউসের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ওরা নিম্নবর্ণিত পন্থায় তা করেছিলো।

ওরা ইউনিউসের কাছে গিয়ে হাজির হলো। ইউনিউস তখন বসেছিলো একটি বেঞ্চির উপর। ওরা তার পাশে বসে নানা বিষয়ে তার সাথে আলাপ জুড়ে দেয় এবং আলাপ শেষে তারা তার দুর্ভাগ্যের জন্য তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। এ ভাবে তাকে কাছে

টেনে নিয়ে, তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো শহরবাসী যদি ক্ষতিপূরণ করতে চায়, কি ধরনের ক্ষতিপূরণ সে পছন্দ করবে। ইউনিউস দৈববাণী সম্পর্কে কিছুই জানতো না, জবাবে বললো তাঁকে যদি অমুক অমুকের জমি দেওয়া হয় (সেইসব লোকের নাম উল্লেখ করে বললো সমাজের মধ্যে যারা সবচাইতে উত্তম জমিদারির মালিক বলে সে জানতো) এবং দেওয়া হয় একটি বিশেষ বাড়ি, যে বাড়িটি শহরের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর বলে সে জানে, যে মনে করবে তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে, এবং তার ক্ষোভের আর কোনো কারণ থাকবেনা।

'ইউনিউস' উত্তরে বললো ওরা, "দৈবজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক এপোলোনিয়ার নাগরিকরা তোমার চোখের ক্ষতিপূরণের জন্য যা চাইবে তাই দেবে।' পুরো কাহিনীটা জানতে পেরে তাঁর প্রতি যে প্রতারণা করা হয়েছে ইউনিউস তার জন্য ভীষণ রেগে গেলো। যাই হোক, শহরবাসীরা বাড়িটি এবং জমিদারি দুটি তাদের মালিকের কাছ থেকে কিনে তাকে সেগুলি দান করে। এরপরই সে বুঝতে পারলো যে তার মধ্যে ভবিষ্যৎ কথনের ক্ষমতা রয়েছে — যেন সবসময়ই যে ক্ষমতা তার ছিলো। আর এর ফলে সে হয়ে উঠলো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

এই ইউনিউসের পুত্র ছিলো দীকোনূস, যাকে করিন্থীয়ানরা এনেছিলো নৌবহরের গণক হিসেবে। আমি ভিন্ন একটা কাহিনীও শুনেছি সেটি এই যে, দীকোনূস আদৌ ইউনিউসের পুত্র ছিলোনা। কেবল সে এই নামটিই গ্রহণ করেছিলো এবং তারই জোরে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ যোগাড় করেছিলো।

বলি-অনুষ্ঠান যে ই সাফল্যের আভাস দিতে শুরু করলো অমনি দেলোস থেকে গ্রীক নৌবহর যাত্রা আরম্ভ ক'রে স্যামোসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এখানে জাহাজগুলি আনা হলো কালামী'র নিকটে, হীরার মন্দির থেকে কিছু দূরে। মন্দিরটি ঐ স্থানেই অবস্থিত; জাহাজগুলি ওখানে পৌঁছিয়ে ওরা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। পারসীয়ানরা ওদের আগমনের কথা জানতে পেরে ফিনিসীয়ান ফৌজকে বিদায় করে দেয় এবং নিজেরা এশিয়ার উপকূলের দিকে রওয়ানা দেয়। বিষয়টির সবদিক আলোচনা করে তারা যখন এই সিদ্ধান্তে এলো যে, তারা গ্রীক নৌবহরের মোকাবেলা করার শক্তি রাখেনা তখন তারা স্থির করলো যুদ্ধের ঝুঁকি না নেওয়াই সঙ্গত হবে। তাই ওরা মূল ভূভাগে অবস্থিত মাইকেলির উদ্দেশে রওনা করে, যেখানে ওরা পাবে ওদের নিজস্ব ফৌজের নিরাপত্তা ও আশ্রয়। যার্কসেসের এ আদেশে এই ফৌজকে মূলবাহিনী থেকে আলাদা ক'রে আইয়োনিয়ার প্রহরায় মোতায়েন করা হয়েছিলো। এ বাহিনীতে সৈন্য সঙ্খ্যা ছিলো ৬০,০০০ এবং এর সেনাপতি ছিলেন তিগ্রানেস — পারস্যবাহিনীর সবচাইতে দীর্ঘদেহী এবং সবচাইতে সুন্দর অফিসার। ওদের পরিকল্পনা ছিলো, এসব ফৌজের প্রহরায় ওরা ওদের জাহাজগুলিকে তীরে ভেড়াবে এবং তারপর, তার চারদিকে গড়ে তুলবে একটি আত্মরক্ষামূলক পরিবেষ্টনী, যার মধ্যে দরকার হলে তারা নিজেরাও আশ্রয় নিতে পারবে।

এ উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ওরা যাত্রা করে এবং ইউমেনিদেসের মন্দির অতিক্রম ক'রে, গীস এবং মাইকেলির সকোলোপীসে গিয়ে পৌঁছায়। এই সকোলোপীসে রয়েছে ইলিউসিসের* দেমিতারের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি মন্দির। এখানেই ওরা জাহাজগুলি তীরে ভেড়ায় এবং আত্মরক্ষার জন্য পাথর ও কাঠের একটি দেয়াল নির্মাণ করে। এ উদ্দেশ্যে আশেপাশের ফলের গাছগুলো কেটে ফেলা হয়, এবং প্রাচীরটিকে আরো সুরক্ষিত করা হয়, চারপাশে খুটি গেঁড়ে বাইরে একটি বেষ্টনী তৈরি ক'রে। আর এ ভাবেই অবরোধের মোকাবেলা করার জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়া হলো।

গ্রীকরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলো, যখন আবিষ্কার করলো পারসীয়ানরা তাদের ঠকিয়ে অমন চুপি চুপি পালিয়ে গেছে এবং সরাসরি মূল ভূখণ্ডে সরে পড়েছে। তারা সেই মুহূর্তে স্থির করতে পারলোনা তারা কি স্বদেশে ফিরে যাবে, না হেলেসপোন্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। শেষ পর্যন্ত দুটি বিকল্পই পরিত্যক্ত হয় এবং এশিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা স্থির করলো। সাজ-সরঞ্জামাদি তোলার গ্যাংওয়ে ইত্যাদি — যা নৌ-যুদ্ধের জন্য আবশ্যক — প্রস্তুত রেখে ওরা নৌবহর নিয়ে মাইকেলির উদ্দেশে যাত্রা করে। ওরা যখন পারস্য-অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন ওদের মোকাবেলা করার জন্য কোনো শত্রু-জাহাজকেই বের হয়ে আসতে দেখলো না। বরং ওরা দেখলো পারস্যের সকল জাহাজই বেষ্টনীর মধ্যে তীরে ভেড়ানো রয়েছে এবং উপকূল বরাবর একটি শক্তিশালী ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরি রয়েছে। এ অবস্থায় লিওতাইখিদেস তাঁর জাহাজ নিয়ে যতোটা সম্ভব, গেলেন উপকূলের নিকটে। তিনি যখন আসছিলেন তখন তাঁর নিয়োজিত একজন ঘোষক শত্রুর সহযোগী আইয়োনীয়ানদের চিৎকার করে এ আবেদন জানাচ্ছিলো ঃ আইয়োনিয়ার লোকেরা তোমরা শোনো, আমার কথা যদি তোমাদের কানে যায় তোমরা আমার কথা মতো কাজ করো। পারসীয়ানরা এর একটি শব্দও বুঝবেনা। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, তোমাদের প্রত্যেকই যেন প্রথম স্মরণ করে স্বাধীনতার কথা এবং এরপর যেন মনে রাখে আমার সাংকেতিক 'হীরা' শব্দটি। আমার কথা যে শুনতে পাচ্ছে না তাকে যেন, যারা শুনতে পাচ্ছে তারা, আমি যা বলছি, তা জানিয়ে দেয়।"

এই ঘোষণার ঠিক পরে পরেই গ্রীক জাহাজগুলি তীরে ভিড়ে যায় এবং গ্রীক ফৌজ সমুদ্রতীরে অবস্থান গ্রহণ করে। পারসীয়ানেরা যখন দেখতে পেলো গ্রীক-ফৌজ লড়াই-এর জন্য তৈরি হচ্ছে তখন তাদের প্রথম কাজ হলো, স্যামীয়ানদের নিরস্ত্র করা। কেননা তাদের সন্দেহ ছিলো গ্রীক উদ্দেশ্যর প্রতি স্যামীয়ানদের সহানুভূতি রয়েছে। কারণ, এটা সত্য যে, আতিকায় যার্কসেসের লোক-লশকর দ্বারা ধৃত কতিপয় পারসীয়ানকে বন্দি হিসেবে পারস্য-জাহাজে আনা হয় তখন স্যামীয়ানরাই তাদের সকলকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় এবং সফরের জন্য প্রয়োজনীয় রসদপত্রাদিসহ তাদের এথেন্সে ফেরৎ

---

* পাসিক্লেসের পুত্র ফিলিসতুস কর্তৃক মন্দিরটি নির্মিত হয়, যখন তিনি কদরুসের পুত্র নিলিউসের সহগামী ছিলেন মাইলেতুসের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিচালিত অভিযানে।

পাঠিয়ে দেয়। যার্কসেসের পাঁচশ' দুশমনকে যে তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো এ ব্যাপারটি তাদের এই সন্দেহের প্রধান কারণ। এরপর পারস্য-সেনাপতিরা মাইলেসীয়ানদের আদেশ দিলেন মাইকেলির উঁচু ভূমি পর্যন্ত যে রাস্তাটি চলে গেছে সেটি পাহারা দিতে। বাহ্যত তার কারণ এই ঃ মাইলেসীয়ানরা দেশের এই অঞ্চলটির সাথে পরিচিত ছিলো, আসলে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, পথ থেকে তাদের সরিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া। এভাবে তারা সতর্কতা অবলম্বন করলেন আইয়োনীয়ান ফৌজদের বিরুদ্ধে। এদের সম্পর্কে এ সন্দেহ ছিলো যে সুযোগ পেলেই এরা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এ সতর্কতার পর তারা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য অগ্রসর হয় — আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ, বর্মের সাথে বর্ম মিলিয়ে নির্মিত এক প্রতিবন্ধক।

এদিকে গ্রীকরা, নিজেদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুশমনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলো। এই অগ্রাভিযানের কালে সমুদ্র তীরে এক নকিবের দণ্ড পাওয়া গেলো একেবারে পানির কাছাকাছি — এবং যুগপৎ এ গুজব সকল গ্রীক ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো যে, গ্রীকরা বুইওশীয়াতে মার্দোনিয়ুসকে পরাভূত করেছে। অনেক ঘটনায়ই আমার কাছে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের ব্যাপার বিষয়াদিতে খোদার হাত সক্রিয় রয়েছে; নইলে, এটা কি করে সম্ভব হলো যে, প্লাতীআতে তার পরাজয়ের দিনেই, মাইকেলিতে পারস্য-ফৌজের পরাজয় যখন আসন্ন, ঠিক সেই সময়েই এধরনের একটি গুজব এসে পৌঁছলো গ্রীক ফৌজের নিকট, আর এর ফলে প্রত্যেকেই আসন্ন যুদ্ধের জন্য পেলো অধিকতরো হিম্মত, এবং নিজের দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করার দৃঢ়তরো সঙ্কল্প? এটি ছিলো আরো একটি কাকতালীয় ব্যাপার, কেননা দু'টি যুদ্ধই ঘটেছিলো ইলিউসিসের দেমিতারের মন্দিরের কিনার ঘেঁষে। এর আগেই আমি উল্লেখ করেছি, দেমিতারের মন্দিরের একেবারেই সন্নিকটে হয়েছিলো প্লাতীআর যুদ্ধ এবং একই ব্যাপার ঘটেছিলো মাইকেলিতে। তাছাড়া, পাউসানিআসের লোকেরা ইতিমধ্যেই প্লাতীআতে বিজয়ী হয়েছে, এই গুজবটি ছিলো বিলকুল সত্য। কারণ, প্লাতীআতে যুদ্ধ হয় দিনের প্রথমভাগে, কিন্তু মাইকেলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এই তারিখগুলির ব্যাপার — একই মাসের একই দিনের ঘটনা — হিসেবে সামান্য পরবর্তীকালে, সত্য প্রমাণিত হয়। প্লাতীআর রিপোর্ট তাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই, ফৌজের মধ্যে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হয় — তাদের নিজের কারণে ততোটা নয়, যতোটা মার্দোনিয়ুসের হাতে গ্রীসের দুঃখজনক পরিণতির কারণে। কিন্তু যেই সুখবর এলো তাঁরা আক্রমণ করতে অগ্রসর হলো, অধিকতর হিম্মত আর দ্রুততরো গতির সঙ্গে। একারণে, দেখা গেলো পাঞ্জা লড়ার জন্য উভয় পক্ষই ছিলো উদগ্রীব, কারণ উভয় পক্ষই জানতো যে, তারা হেলেসপোন্টে ও ঈজীয়ান সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লড়াই করছে।

গ্রীক ফৌজ ছিলো মোটামুটি সমান আকারের দুটি ডিভিশনে বিভক্ত। এথেনীয়ানরা বাধ্য হলো, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ফৌজদের নিয়ে উপকূল বরাবর সমতল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে কিন্তু ল্যাসিদিমনীয়ানদের এবং তাদের ডিভিশনে অন্যদের পথ

গিয়েছিলো একটি স্রোত পার হয়ে, উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে। এর ফলে, এথেনীয়ান ডিভিশনের সাথে মোকাবেলা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এরি মধ্যে, যদিও ল্যাসিদিমনীয়ানরা তখনো তাদের পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। পারস্য-ফৌজ, যতোক্ষণ তাদের বর্ম দ্বারা তৈরি ব্যূহ অক্ষুণ্ন ছিলো ততোক্ষণ সকল আক্রমণই সাফল্যের সাথে ঠেকিয়ে রাখে। কোনোক্রমেই তারা চরম অসুবিধার মধ্যে ছিলোনা। অবশ্য, শিগগিরই এথেনীয়ানরা এবং তাদের সাহায্যকারী সৈন্যরা — যারা স্পার্টানদের জন্য নয়, বরং সেদিনের যুদ্ধে নিজেদের কৃতিত্বের জন্যই ছিলো লালায়িত — আরো প্রবল প্রয়াসের জন্য তাগিদ দেয়। ফলে, সেই মুহূর্ত থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। বর্মের ব্যূহ ভেঙে গেলো। গ্রীকরা তার মধ্য দিয়ে বন্যা বেগে ঢুকে পড়ে এবং দুশমনের উপর একটা ব্যাপক ও প্রচণ্ড হামলা চালায়। অবশ্য কিছু সময়ের জন্য আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফৌজ সরে গিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত অবস্থানের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এথেনীয়ানরা কোরিন্থ, সাইকিওন ও ট্রয়ের সাহায্যকারী যোদ্ধাদের নিয়ে দুশমনের পিছু পিছু তাদের রক্ষা-বেষ্টনীর মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়ে। এখানেই ইতি। কারণ, ব্যারিকেড চরমার হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রতিরোধের তেমন কোনো সিরিয়াস চেষ্টাই শত্রু আর করেনি। সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করে, কেবল স্থানীয় পারস্য-ফৌজরা ছাড়া; ওরা বিচ্ছিন্নভাবে তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো গ্রীকদের বিরুদ্ধে, যারা ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে তখনো স্রোতের মতো ঢুকছিলো।

পারস্যের উঁচুপদের অফিসারদের মধ্যে দু'জন নৌবহরের কমাণ্ডার অর্তনাইতেস এবং ইথমিত্রোস প্রাণে বেঁচে গেলেন। মার্দোন্তেস এবং সামরিক কমাণ্ডার তিগরানেস যুদ্ধে মারা গেলেন। ল্যাসিদিমনীয়ানরা যখন তাদের ডিভিশনের অবশিষ্ট লোক-লশকর নিয়ে পৌঁছলো তখনো পারস্য-ফৌজ নিজেদের অবস্থানে থেকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো এবং যুদ্ধের যা অবশিষ্ট ছিলো, তাতে তারা তাদের নিজেদের কর্তব্য করে চলেছিলো। যুদ্ধে গ্রীকদের ক্ষয়-ক্ষতিও কম হয়নি, বিশেষ ক'রে, সাইকোনীয়ানদের মধ্যে, যাদের সেনাপতি পেরিলাউস নিহত হয়েছিলেন। পারস্য-ফৌজের অধীনস্থ স্যামীয়ান সৈন্যরা, যাদের নিরস্ত্র করা হয়েছিলো, শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলো যুদ্ধের পরিণতি সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। তাই তারা গ্রীকদের তাদের সাধ্যমতো, সর্বপ্রকার মদদ যোগায়। এদিকে অন্য আইয়োনীয়ানরাও স্যামীয়ানদের দেখাদেখি পারস্য মনিবদের ত্যাগ ক'রে তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠায়। পূর্বেই বলা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাহাড়ি পথগুলি পাহারা দেয়ার জন্য মাইলেশীয়ানদের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো। উদ্দেশ্য : পারস্য ফৌজের কোনো বিপদ দেখা দিলে তারা যেন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে। আসলেই কিন্তু এরূপ বিপদ ঘটেছিলো। স্মরণ থাকতে পারে, অন্য এক কারণেও তাদের এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো — অর্থাৎ, তারা যেন পারস্য ফৌজের কোনো বিপদ ঘটাতে না পারে। যাই হোক, তারা কিন্তু তাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীতটিই করেছিলো। পারস্য-ফৌজ যখন পালাবার চেষ্টা

করছে তখন তাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হয় — এমন পথে যে, ওরা আবার এসে শত্রুদের মধ্যেই পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারাও পারস্য ফৌজের নিধনে যোগ দেয় এবং নিজেদের পারস্য-ফৌজের সবচাইতে নিষ্ঠুর শত্রু প্রমাণ করে। এভাবে, এই দিনেই পারস্য-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আইয়োনীয়ান বিদ্রোহ ঘটলো।

এ যুদ্ধে, অন্য সকলের চাইতে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দেয় এথেনীয়ান ফৌজ এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী ছিলেন ইউথীনসের পুত্র হার্মোলাইকুস — একজন চ্যাম্পিয়ন 'প্যানক্রাশিআস্ত' — অর্থাৎ একাধারে মল্লযোদ্ধা ও মুষ্ঠিযোদ্ধা। কয়েক বছর পর এথেন্স যখন ক্যারিস্তুসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন ক্যারিস্তুসের এলাকায় সীনুসে তিনি নিহত হন এবং গেরীস্তুসে সমাধিস্থ হন। এথেনীয়ানদের পরে, সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের অধিকারী হয় কোরিন্থ, ট্রোয়েজেন ও সাইকীওনের যোদ্ধারা।

শত্রু-সৈন্যের প্রায় সবাই যুদ্ধে, অথবা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নকালে নিহত হওয়ার পর গ্রীকরা বহু টাকার বাক্সসহ মূল্যবান সবকিছু সমুদ্র তীরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলে, এবং পারস্য-জাহাজসমূহ ও প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকগুলি পুড়িয়ে ফেলে। এরপর ওরা স্যামোস যাত্রা করে এবং সেখানে পৌছানোর পর, আইয়োনিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটি সভা আহবান করে। তাদের ইচ্ছা ছিলো, আইয়োনীয়ানদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রীসের কোনো এলাকায় তাদের বসাবে এবং খোদ আইয়োনিয়াকে পারসীয়ানদের জন্য ছেড়ে দেবে। আইয়োনিয়াকে রক্ষা করার জন্য চিরদিন যে পাহারা দেওয়া সম্ভব এ ধারণা তাদের ছিলো না। পক্ষান্তরে, এ ধরনের সার্বক্ষণিক পাহারা না থাকলে, আইয়োনীয়ানরা যে তাদের বিদ্রোহের জন্য পারসীয়ানদের ক্রোধাগ্নি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, এ আশাও ছিলো কম। তাই পিলোপোনিসীয়ান নেতারা প্রস্তাব করেন, যে সব গ্রীক পারস্য-ফৌজকে সাহায্য করেছে তাদের বহিষ্কার করা হোক এবং তাদের এলাকা আইয়োনীয়ানদেরকে অর্পণ করা হোক। অবশ্য, এথেনীয়ানরা এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে। তারা চায়নি যে, আইয়োনিয়া জনশূন্য হয়ে পড়ুক। তাছাড়া, তাদের এ মনোভাবও ছিলো যে, এথেনীয়ান ঔপনিবেশিকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা বলার কোনো অধিকার পিলোপোনিসীয়ানদের নেই। তারা তাদের আপত্তি ব্যক্ত করে প্রবলভাবে; ফলে, পিলোপোনিসীয়ানরা হার মানে। এভাবে তারা স্যামীয়ান ও খিয়ান এবং লেসবীয়ানদের কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে আর অন্যান্য দ্বীপের বাসিন্দাগণকেও — যারা গ্রীসের পক্ষ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিলো। শপথ গৃহীত হলো এবং এ সবকটি গোষ্ঠি একমত হয়ে এই ওয়াদা করলো যে, তারা সবাই তাদের সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি অনুগত থাকবে। এই শপথের পর, নৌবহর হেলেসপোন্টের দিকে যাত্রা করে সেতুগুলি ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে; কারণ তাদের ধারণা ছিলো ওগুলি অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে প্রণালীর উপর।

পারস্য-ফৌজের যে সামান্য সঙ্খ্যক সিপাহী ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলো এবং মাইকেলি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা এখন সার্দিসের পথ ধরলো। এই দ্রুত

যাত্রাকালে, দারায়ুসের পুত্র মাসিসতেস সেনাপতি অর্তনাইতেসের সঙ্গে আলোচনা করেন। মাসিসতেস সর্বনাশা পরাজয়ের সময় ফৌজের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি অর্তনাইতেসকে খোলাখুলি তিরস্কার করেন, সর্বোপরি তাঁকে এ কথাও বলেন যে, সেনাপতি হিসেবে তিনি রমণীর চাইতেও নিকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি রাজ-পরিবারের যে ক্ষতি সাধন করেছেন তার জন্য এমন কোনো শাস্তি নেই যাকে অতিশয় কঠোর বলা যেতে পারে। অবশ্য, একজন পুরুষকে, 'রমণীর চাইতেও নিকৃষ্ট' বলা একজন পারসীয়ানের জন্য সবচাইতে বড়ো অবমাননা। তাই, অর্তনাইতেস, কিছুক্ষণ ধৈর্যের সাথে তার কথা শোনার পর ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাঁর তরবারি কোষ মুক্ত করেন, এবং জনৈক জেনাগোরাস তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাধা না দিলে তিনি হয়তো মাসিসতেসকে খুনই করে বসতেন। ইনি ছিলেন হ্যাসুলিকার্নাসের লোক, এবং প্রাকসিলাউসের পুত্র। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক অর্তনাইতেসের পেছনেই এবং যখন তিনি দেখতে পেলেন, অর্তনাইতেস আক্রমণের জন্য উদ্যত তিনি তৎক্ষণাৎ তার কোমর বেষ্টন করে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। এভাবেই মাসিসতেসের দেহ-রক্ষীরা তাঁকে রক্ষার জন্য অবস্থান গ্রহণের সময় পেলো। জেনাগোরাস তাঁর এই কাজের দ্বারা যে কেবল মাসিসতেসের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠলেন, তাই নয়, যার্কসেস ও তাঁর ভাইকে বাঁচানোর জন্য তার প্রতি ভীষণ খুশি হলেন। এজন্য যার্কসেস তাঁকে পুরস্কৃত করেন গোটা সাইলিশিয়া প্রদেশের লাটগিরি দিয়ে। সৈনিকদের এই অগ্রযাত্রার কালে এর বেশি আকর্ষণীয় আর কিছু ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত ফৌজ গিয়ে পৌঁছলো সার্দিসে, সেখানে গিয়ে তারা পেলো বাদশাহকে, যিনি সালামিসের পরাজয়ের পর এথেন্স থেকে তাড়াহুড়া করে সরে এসে এখানে অবস্থান করছিলেন।

সার্দিসে অবস্থানকালে যার্কসেস মাসিসতেসের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যান। এই রমণীও তখন সেই শহরে বাস করছিলেন। যার্কসেস তাঁকে বেশ কটি পয়গাম পাঠালেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। তবে তিনি জোরজবরদস্তি করতেও রাজি ছিলেন না। তাঁর ভাই মাসিসতেসের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। এই রমণী একথা ভালো করেই জানতেন। যার্কসেস তাঁকে জবরদস্তি বাধ্য করতে সাহস পাবেননা, তাঁর এই জ্ঞান নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছিলো বাদশাহর বিরুদ্ধে। তাই যার্কসেস এই রমণীকে পাওয়ার অন্যসব পথ বাদ দিয়ে, তিনি তাঁর নিজপুত্র দারায়ুসের সাথে মাসিসতেস ও এই রমণীর কন্যার বিয়ের আয়োজন করলেন। তার ধারণা ছিলো এ উপায়ে এ রমনীকে পাওয়া তার জন্য সহজতর হবে। সকল রকমের নিয়মিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেলো এবং যার্কসেস সুসার উদ্দেশে সার্দিস ত্যাগ করলেন। এখানে তিনি এই মেয়েটিকে — যার নাম ছিলো অর্তাইনতে — নিজ গৃহে বরণ করেলেন তাঁর পুত্র বধু হিসেবে। এর ফলে, তিনি তার মায়ের কথা ভুলে গেলেন এবং তাঁর সকল স্নেহ গিয়ে পড়লো কন্যাটির উপর, যে এখন দারায়ুসের স্ত্রী। এবার তাঁর আসক্তি সফল হলো এবং কিছুদিন পর ব্যাপারটি গোচরে এলো এভাবে ঃ

যার্কসেসের স্ত্রী আমেস্ত্রিস তাঁকে একটি লম্বা জোব্বা উপহার দেন। বহু বর্ণের এই অতি সুন্দর জোব্বাটি তিনি নিজের হাতে বুনেছিলেন। ভীষণ খুশি হয়ে তিনি জোব্বাটি গায় দেন এবং সেটি পরেই অর্তাইনতের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। অর্তাইনতেও তাঁকে কম আনন্দ দেননি — যে কারণে, রাজা তাঁকে তাঁর প্রতি সেই কন্যার অনুগ্রহের জন্য তার ইচ্ছামত যে কোনো একটি পুরস্কার চাইতে বললেন, যা তিনি তাকে অবশ্য দেবেন। অর্তাইনতে তার খান্দানের সবাইকে নিয়ে একটা চরম ন্যক্কারজনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছিলেন। এই বিপদের মুখে তিনি বললেন রাজা সত্যি সত্যি তিনি যা চাইবেন তাই তাকে দিতে রাজি আছেন কিনা, এবং যার্কসেস পুত্রবধু কি চাইবেন মোটেই তা অনুমান করতে না পেরে, তাঁকে কথা দিলেন, তিনি যা চাইবেন তাই তাকে দেয়া হবে। এই ওয়াদার পর তিনি সাহস করে জোব্বাটি চেয়ে বসেন। যার্কসেস জোব্বাটি না দেয়ার জন্য তাঁর চিন্তায় যা এলো সব কিছুই করলেন। এ কারণে যে, তিনি আমেস্ত্রিসকে ভয় করতেন, কারণ আমেস্ত্রিস এরিমধ্যে আঁচ করতে পেরেছিলেন কি ঘটছে এবং যার্কসেসের আশঙ্কা হলো, এখন তা সাফ প্রমাণিত হয়ে যাবে। তিনি তাঁকে দিতে চাইলেন কয়েকটি নগরী, অপরিমিত সোনা এবং একটি ফৌজ — খাটি পারস্য-উপহার — সম্পূর্ণভাবে অর্তাইনতের নিজস্ব কমান্ডে। কিন্তু সবকিছুই নিষ্ফল হলো। তিনি জোব্বাটি ছাড়া আর কিছুই নেবেন না। তাই রাজা তাকে জোব্বাটি অর্পণ করলেন এবং তিনি খুশিতে বাগেবাগ হয়ে তা গায়ে চড়ালেন এবং গায়ে দিতে পেরে গর্ব প্রকাশ করলেন।

আমেস্ত্রিস শিগগিরই বুঝতে পারলেন — জোব্বাটি এখন অর্তাইনতের দখলে, তাঁর বিরুদ্ধে আমেস্ত্রিসের রাগ হলো না, কিন্তু তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মেয়েটির মা, অর্থাৎ মেসিসতেসে'র স্ত্রীর উপর, কারণ ঐ রমণীই ছিলেন সমস্ত নষ্টের মূলে। তাই আমেস্ত্রিস তাকে ধ্বংস করবার জন্য ফন্দি আঁটলেন। তাঁর স্বামী যেদিন রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থা করেন সেদিন পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। এ উৎসবটি বছরের একদিনই রাজার জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোজকে ফারসী ভাষায় বলা হয় 'তাইকতা', আমাদের ভাষায় যার সমার্থক শব্দ হচ্ছে পারফেকট — সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত। বছরের এ দিনটিতে রাজা তার মাথা ধোন এবং পারসীয়ানদের উপহার দেন। ভোজের দিন এলে, তিনি রাজার কাছে আবদার ধরলেন, উপহার হিসেবে তাঁর মাসিসতেসের স্ত্রীকে চাই। যার্কসেস তাঁর এ অনুরোধের কারণ বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হলেন। কারণ কেবল এ নয় যে, তাঁর ভ্রাতার স্ত্রীকে সমর্পণ করতে হবে বরং এ জন্যও যে, তিনি অর্তাইনতেকে নিরপরাধ বলে জানতেন। কিন্তু আমেস্ত্রিস পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, — তাছাড়া, সেই ভোজের একটা নিয়ম ছিলো, ঐ দিন কেউ কিছু চাইলে তার সে অনুরোধ কেউই মঞ্জুর না করে পারবেনা। তাই, শেষ পর্যন্ত যার্কসেসকে তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজি হতে হলো। এরপর, মেয়েটিকে আমেস্ত্রিস যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, একথা বলে তিনি তাঁর ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন — "মাসিসতেস, তুমি আমার ভাই এবং দারায়ূসের পুত্র। তাছাড়া, তুমি একজন ভালো মানুষ। তুমি তোমার

বর্তমান স্ত্রীকে নিয়ে আর জীবন যাপন ক'রোনা — এর পরিবর্তে আমি আমার নিজের কন্যা দেবো তোমাকে। তাকে তুমি বিয়ে করো এবং তোমার বর্তমান স্ত্রীকে ত্যাগ করো — তুমি তাকে রাখো, এ আমি সমর্থন করিনা।"

বিস্মিত মাসিসতেস বললেন, "প্রভো, এতো এক অদ্ভুত প্রস্তাব ! যে স্ত্রী কয়েকজন বয়স্ক পুত্র কন্যার জননী তাকে ত্যাগ করতে আপনি কেন বলছেন? তাঁর কন্যাদের এক জনকে তো আপনি আপনার পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আমি আমার এই স্ত্রীকে নিয়েইতো বাঁচতে চাই, আপনার মেয়েকে বিয়ে না ক'রে। না, জনাব, আমি এর কিছুই করবোনা — যদিও আমি এজন্য গর্বিত যে আপনি আমাকে আপনার কন্যার যোগ্য মনে করছেন। আমার প্রার্থনা আপনি এ বিষয়ে জবরদস্তি করবেন না। আমাকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে শান্তিতে বাঁচতে দিন। আপনি আপনার কন্যার জন্য আমার মতোই উপযুক্ত পুরুষ আরো পাবেন।"

যার্কসেস এ জবাবে ভীষণ চটে যান। তিনি চিৎকার করে বললেন, "বেশ, তাহলে তাই হোক। তুমি নিজের জন্য কি পরিণতি ডেকে আনলে, তুমি তা শোনো মাসিসতেস ঃ আমার কন্যাকে বিয়ে করার সুযোগ আর তোমাকে আমি দিচ্ছিনা — এবং তোমার স্ত্রীকে নিয়েও তুমি আর একটি দিনও কাটাতে পারবেনা। এভাবেই তুমি হয়তো একটি প্রতিশ্রুত উপহার গ্রহণ করতে শিখবে।'

'প্রভো', মাসিসতেস বললেন, — 'এখনো আমার প্রাণ রয়েছে — যা এখনো আপনি বিনাশ করেননি'। আর কোনো কথা না বলেই তিনি কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।

এদিকে, যার্কসেস যখন তাঁর ভাই-এর সাথে কথা বলছিলেন, তখন আমেস্ত্রিস রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর সিপাহীদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের দিয়ে মাসিসতেসের স্ত্রীর অঙ্গহানি করলেন বীভৎসভাবে। তাঁর স্তন, নাক, কান ও ঠোঁট কেটে তা কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হলো। তাঁর জিহবা বের করে ফেলা হলো — এবং এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মাসিসতেস এখনো জানতে পারেন নি কি ঘটেছে। তবে কোনো না কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা তিনি করছিলেন। তাই তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন স্বগৃহে। স্ত্রীর মর্মান্তিক যখমগুলি দেখে মুহূর্তকাল দেরি না ক'রেই তিনি তাঁর পুত্রের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন — তাদেরকে ও আরো ক'জন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে ব্যাক্ট্রিয়া চলে যাবেন। উদ্দেশ্য ঃ সেখানে গিয়ে সেই প্রদেশের লোকদের ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ ঘটাবেন, এবং এভাবে রাজার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবেন। আমার ধারণা, তিনি যদি ব্যাক্ট্রিয়া এবং সাকাই পৌঁছানোর সময় পেতেন অবশ্যই তিনি তার উদ্দেশ্যে সফল হতেন। এই দুই প্রদেশেই তিনি ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয়; তাছাড়া, তিনি ব্যাক্ট্রিয়ার গবর্নরও ছিলেন।

কিন্তু যার্কসেস তাঁর উদ্দেশ্য ধরে ফেললেন এবং তড়িঘড়ি একটি সশস্ত্র সৈন্যদল তার পিছু পিছু পাঠালেন। পথেই তাঁকে ধরে হত্যা করে ফেলা হয়। তাঁর পুত্র এবং তাঁর

অধীনস্থ সকল লোক-লশকর সহ যার্কসেসের প্রেম এবং মাসিসতেসের মৃত্যুর কাহিনীর এখানেই শেষ।

মাইকেলি থেকে যেসব গ্রীক হেলেসপোন্টের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলো তারা প্রতিকূল ঝঞ্ঝা-বায়ুর জন্য কিছু বিলম্ব করে এবং এসে পৌঁছায় লেকটামে। সেখান থেকে এবাইডোসের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলো, তারা যা আশা করেছিলো তা ঠিক নয়। তারা যে সেতুগুলিকে ধ্বংস করবার জন্য এসেছিলো সেগুলিকে আগেই ধ্বংস করা হয়েছে। এ অবস্থায়, লিওতাইখিদেস এবং পিলোপোনিসীয়ান সঙ্গীরা মনে করলেন — গ্রীসে ফিরে যাওয়াই হবে তাদের জন্য উত্তম। কিন্তু যান্তিপুসের কমাণ্ডের অধীনস্থ এথেনীয়ানরা স্থির করলো — তারা যেখানে অবস্থান করছে সেখানেই থাকবে এবং খিরসোনিজদের উপর আক্রমণ করবে। তাই, পিলোপোনিসদের চলে যাওয়ার পর, তারা এবাইডোস থেকে ওখানে গিয়ে পৌঁছলো, এবং সিসতোস অবরোধ করলো। এ অঞ্চলে এ শহরটিই ছিলো সবচেয়ে সুরক্ষিত — এজন্য, গ্রীক নৌবহর হেলেসপোন্টে এসে পৌঁছে গেছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকে লোকজন হুড়োহুড়ি করে সেখানে এসে প্রবেশ করে আশ্রয়ের জন্য। তাদের মধ্যে পারসীয়ান ঈওবাজুসও ছিলেন। তিনি এসেছিলেন কর্ডিয়া থেকে, যেখানে তিনি সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত দড়িদড়া স্টোর করেছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা, ঈওলীয়ানরা শহরটিকে রক্ষা করছিলো কিন্তু শহরে পারসীয়ানরাও ছিলো — আর ছিলো তাদের বহুসংখ্যক মিত্র, এবং তাদের উপর নির্ভরশীল লোকজন। পারসীয়ান গভর্নর অর্তাইকতেস ছিলেন গোটা অঞ্চলটির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা — একজন ভয়ঙ্কর লোক — যেমন চতুর তেমনি দুর্নীতিবাজ। যার্কসেস যখন এথেন্সের দিকে মার্চ করছিলেন, সে সময় তিনি একটি চমৎকার প্রতারণামূলক কৌশলের মাধ্যমে ইফিক্লুসের পুত্র প্রোতেসিলাউসের ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে বসেন। ধনভাণ্ডার ছিলো খিরসোনিজের ইলীয়ুসে, যেখানে রয়েছে, এক খণ্ড পবিত্র ভূমিদ্বারা বেষ্টিত সেই বীরের সমধিমন্দির। এখানে ছিলো বহু মূল্যবান দ্রব্য — সোনা ও রূপার পেয়ালা, ব্রোঞ্জ, মহামূল্য পোষাক এবং আরো অনেক জিনিষ। এর সমস্ত কিছুই অর্তাইকতেস অপহরণ করেছিলেন। আসলে, যার্কসেসকে ফাঁকি দিয়ে, তিনি তাকে এই জিনিষগুলি দিতে বাধ্য করেছিলেন, এই কথা বলে ঃ 'হুজুর, এখানে একজন গ্রীকর বাড়ি রয়েছে, যে আপনার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো এবং তার উচিত সাজা — সে মৃত্যুবরণ করেছিলো। তার বাড়িটা আমাকে দান করুন — এরপরে, সকলের জন্য এ হবে একটা শিক্ষা যাতে সে যা করেছিলো ভবিষ্যতে অন্য কেউ তা না করে।' এ কথাগুলি যে সহজেই এ বাড়িটি' তাকে দিয়ে দেয়ার

জন্য যার্কসেসকে প্রভাবিত করবে, তা ছিলো প্রত্যাশিত — কারণ, অর্তাইতেসের মনে কি ছিলো সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিলো না।* তাই, অনুরোধটি মঞ্জুর করা হয়, এবং অর্তাইকতেস সমুদয় সম্পদ অপসারণ করেন, এবং বেষ্টনীভুক্ত পবিত্র ভূমিটুকু চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাছাড়া পরে যখন তিনি ঈলীয়ুসে যেতেন, তিনি তার রমণীকুলকে নিয়ে যেতেন সেই পবিত্র মন্দিরের ভেতর।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সিসতোসে এথেনীয়ানদের দ্বারা অর্তাইকতেস অবরুদ্ধ ছিলেন। অবরোধের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না এবং গ্রীক ফৌজের আগমন ছিলো অপ্রত্যাশিত। তাই, অতর্কিত অবস্থায় তিনি অবরুদ্ধ হলেন। অবরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। ক্রমে শরৎকাল এসে পড়লো। তখন এথেনীয়ানরা, যারা দীর্ঘকাল বাড়ি থেকে দূরে থাকায় এবং যায়গাটি দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলো তারা, তাদের অফিসারদেরকে অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করলো — অফিসারগণ, যতোদিন না শহরটির পতন ঘটেছে, কিংবা এথেন্সের গভর্নমেন্ট তাদের প্রত্যাহার করছে ততোদিন তারা অবরোধ তুলে নিতে রাজি হলেন না। তাই, সাধ্যমতো বিপদ-আপদ ও অসুবিধা স্বীকার করে নিয়েই ফৌজ অবস্থান করতে লাগলো সেখানে।

এদিকে, শহরের অভ্যন্তরে, অবরুদ্ধ লোকেরা তখন চরম দুরবস্থায় উপনীত। এমনকি, তারা তাদের বিছানার চামড়ার বেল্টগুলি পর্যন্ত সিদ্ধ করে খাচ্ছিলো তাও যখন ফুরিয়ে গেলো, অর্তাইকতেস ও ঈওবাজুসকে নিয়ে পারসীয়ানরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলো; তারা, শহরের পেছন দিকের প্রাচীর থেকে সেই যায়গাটিতে নেমে পড়লো যেখানে শত্রুর অবস্থান ছিলো দুর্বলতম। পর দিন, দুর্গ থেকে খিরসোনিজের লোকেরা সংকেত মারফৎ এথেনীয়ানদের অবহিত করে, কি ঘটেছে, এবং কিল্লার দরোজাগুলি খুলে দেয়। এখবর পেয়ে, এথেনীয়ান ফৌজের বেশিরভাগ পলাতকদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে, এবং অবশিষ্ট সৈন্যরা শহরটি দখল করে নেয়।

ঈওবাজুস কোনো রকমে থ্রেস পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে এপসিনথীয়ান থ্রেসীয়ানরা বন্দি করে এবং তাদের রীতি অনুসারে, স্থানীয় এক দেবতা প্লীসতোরূসের উদ্দেশ্যে তাঁকে বলি দেয়। তাঁর সঙ্গে যেসব লোক-লশকর ছিলো তাদেরও একভাবে না একভাবে হত্যা করা হয়। যারা অর্তাইকতেসের সঙ্গে ছিলো, তারা শহর ছেড়েছিলো পরে, এবং ঈগোসপোতামির অদূরে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবকদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

---

* এক অর্থে অর্তাইকতেস, একথা ঠিকই বলেছিলেন যে, প্রোতেসিলাউস রাজার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কারণ, পারসীয়ানরা মনে করে গোটা এশিয়াই তাদের, এবং তাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার।

তারা বীরের মতো লড়াই করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হয় নিহত হলো, না হয় বন্দিত্ব বরণ করলো। কয়েদিদের বেঁধে আবার নিয়ে যাওয়া হলো সিসতোসে। এদের মধ্যে অর্তাইকতেস এবং তাঁর পুত্রও ছিলেন।

খিরসোনিজে একটি কাহিনী চালু আছে ঃ বন্দিদের পাহারাদারদের একজন যখন সামুদ্রিক মাছ ভাজা করছিলো তখন মাছ কয়লার উপর লাফাতে ও ছটফট করতে শুরু করে, যেন এই মাত্র মাছগুলি ধরা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখার জন্য সকলেই ছুটে এসে ভিড় জমায়। যে সান্ত্রীটি মাছ ভাজা করছিলো অর্তাইকতেস তাকে ডেকে বললেন — সে যেন ভয় না পায়। তিনি বললেন, "আমার এথেনীয়ান বন্ধু, এই বিস্ময়কর ব্যাপারের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। এর লক্ষ্য আমি। ইলীয়ূসের প্রোতেসিলাউস আমাকে বলছেন যে তিনি শুটকি মাছের মতো মৃত হলেও তিনি এখনো দেবতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শক্তিতে ক্ষমতাবান। যে কেউ তার ক্ষতি করবে তাকেই তিনি শাস্তি দিতে পারেন। তাহলে লক্ষ্য করো, — আমি মন্দির থেকে যে ধনভাণ্ডার নিয়েছিলাম তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমি তাকে একশো 'ট্যালেন্ট' দেবো, এবং এথেনীয়ানদের দেবো দু'শো ট্যালেন্ট — এই শর্তে যে, তারা আমার ও আমার পুত্রের জান বাঁচাবে।"

অর্তাইকতেসের প্রস্তাব ছিলো এ রকম। কিন্তু এথেনীয়ান সেনাপতি যানতিপ্পুস গ্রহণ করলেন না। ইলীয়ূসের লোকেরা প্রোতেসিলাউসের জন্য বদলা নিতে বলে এবং তাঁর মৃত্যু দাবি করে। তাছাড়া, যানতিপ্পুসের নিজের সহানুভূতিও ছিলো তাদের দিকে। তাই, অর্তাইকতেসকে নিয়ে যাওয়া হলো সমুদ্রে গিয়ে নেমে পড়া একটি সরু ভূখণ্ডে, — যেখানে ছিলো যার্কসেসের সেতু কিংবা, কারো কারো মতে, মেদিতুস শহরের উর্ধ দিকে অবস্থিত পাহাড়ে এবং সেখানে তাকে একটি তক্তার সঙ্গে পেরেক মেরে আটকিয়ে উপরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। তাঁর পুত্রকে তাঁর চোখের সামনেই পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। একাজ সমাধা করে সেতুর দড়া-দড়িসহ বোঝাই সবরকমের জিনিষ নিয়ে নৌবহরটি গ্রীসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এথেনীয়ানদের উদ্দেশে : এসব তারা উৎসর্গ করবে অর্ঘ্য হিসেবে, তাদের বিভিন্ন মন্দিরে। সে বছর কেবল তাই ঘটেছিলো।

এই যে অর্তাইকতেস, যিনি শূলবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন অর্তেমোবারেস। ইনিই পারসীয়ানদের নিকট একটি প্রস্তাব করলে তা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি সাইরাসের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। তারা বললো : "যেহেতু ঈশ্বরের পর, আপনি সাইরাসই, আপনার অস্তাইজেস-বিজয় দ্বারা সারা পৃথিবীতে, পারস্যকে দিয়েছেন সর্বোত্তম মর্যাদা, তাই চলুন, আমরা আমাদের এই ছোট্ট এবং অনুর্বর দেশ ত্যাগ করি এবং বেহতর কোনো দেশ দখল করে নিই। বহুদেশ রয়েছে — যেগুলির মধ্য থেকে আমরা বেছে নিতে পারি — কোনোটি নিকটের, কোনোটি দূরের।

আমরা যদি কোনো একটি দখল করে নিই, আমরা এমন সশ্রদ্ধ প্রশংসো লাভ করবো যা অতীতে কখনো আমরা পাইনি। একটি সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী জাতির জন্য এ হচ্ছে স্বাভাবিক পন্থা এবং বর্তমানের চাইতে উৎকৃষ্টতরো সুযোগ আর কখন পাবো আমরা, যখন আমরা গোটা এশিয়ারই এবং এর বহুজাতিরই অধীশ্বর।"

সাইরাস এ প্রস্তাবটিকে বেশি গুরুত্ব দেননি। জবাবে তিনি বললেন, তারা চাইলে তাদের খুশিমতো কাজ করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের সতর্কও করে দিলেন যে, তারা যদি তা করেই, তা হলে তারা যেন আর রাজত্ব না করার এবং অন্যের দ্বারা শাসিত হবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। তিনি বললেন, 'নরম দেশে নরম মানুষেরই জন্ম হয়। একই জমি উৎকৃষ্ট ফল এবং উৎকৃষ্ট যোদ্ধার জন্ম দেবে — জমির ধর্ম তা নয়।'

ইরানিদের স্বীকার করতে হলো যে তা সত্য, এবং সাইরাস তাদের চেয়ে জ্ঞানী। তাই তারা তাঁকে তাগ করলো না এবং তারা স্থির করলো কঠিন বন্ধুর অঞ্চলেই তারা বাস করবে এবং রাজত্ব করবে — উর্বর প্রাচুর্যপূর্ণ সমতল অঞ্চল চাষ করবে না এবং গোলাম হবে না।